ভারতীয় বনৌষধি

প্রথম খণ্ড

[শিল্প ও সরবরাহ-সচিব মাননীয়
ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,
এম. এ., বি. এল., ডি. লিট., এল-এল. ডি., ব্যারিষ্টার-এট-ল
মহোদয়-লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত]

ডক্টর শ্রীকালীপদ বিশ্বাস,
এম. এ., ডি. এস-সি. (এডিন.). এফ. আর. এস. ই., এফ. এন. আই.
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, রয়েল বোটানিক গার্ডেন, কলিকাতা এবং উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের
অনারারী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ও

শ্রীএককড়ি ঘোষ,
রয়েল বোটানিক গার্ডেন পুস্তকাগারের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫০

মূল্য ১২৲ টাকা

PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY SIBENDRANATH KANJILAL,
SUPERINTENDENT (OFFG.), CALCUTTA UNIVERSITY PRESS,
48, HAZRA ROAD, BALLYGUNGE, CALCUTTA.

1084B—C. U. Press—March, 1950—G.

ভূমিকা

"ভারতীয় বনৌষধি" প্রায় ১৩ বৎসর পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইল। অনিবার্য্য কারণে এই পুস্তক ছাপিতে বিলম্ব হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে ও তাহার পর বহু অসুবিধার ভিতর দিয়া এই সুবৃহৎ পুস্তকখানির কষ্টসাধ্য ছাপানর কাজ যে এতদিনে শেষ হইল ইহা আনন্দের বিষয়। উদ্ভিদের বর্ণনা এই পুস্তকে বঙ্গভাষায় যথাযথ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। তবে উদ্ভিদ্‌বেত্তাদের জন্য প্রত্যেক গাছের সর্ব্বসম্মত বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ল্যাটিন নাম দেওয়া হইয়াছে এবং জনসাধারণের সুবিধার জন্য ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের পরিচয়ের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত নামও উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং ঔষধের গাছ চেনা কোনরূপ কষ্টসাধ্য হইবে না।

আমাদের দেশে অনেক সময়ে চিকিৎসকেরা ঠিক গাছের সন্ধান পান না অথবা গাছের সঠিক পরিচয় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জানা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সরল বাংলায় লতাপাতার বর্ণনা ও গুণাগুণ লিখিত হইলে সাধারণ লোকেরাও গাছের ও ঔষধির সম্যক্ পরিচয় পাইতে পারেন। প্রত্যেক গাছের জন্মস্থান উল্লেখ করায় যে কোন গাছ দরকারের সময়ে অনায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে। ছবির সাহায্যে গাছ চিনিবারও কোন অসুবিধা হইবে না। এই সকল কারণে ও আমাদের এই লুপ্ত সম্পদ্ পুনরুদ্ধার করিবার কার্য্যে—সাহায্য করিতে বহুদিন পূর্ব্বে আমার বন্ধু শ্রীকালীপদ বিশ্বাসকে বাংলা ভাষায় এই পুস্তক লিখিতে অনুরোধ করি।

হিমাচলে বহু ঔষধের গাছের চাষ করা খুবই সম্ভবপর। কালীপদবাবুর হিসাবে প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ বিদেশীয় ঔষধের গাছের—যেমন ডিজিটালিস, কুইনাইন, ইপিকাকুয়ানা, বেলেডোনা, হায়াসিয়ামাস্, লোবেলিয়া প্রভৃতির—চাষ সহজেই করা যাইতে পারে এবং এই সকল গাছ হইতে কলকারখানায় ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে। আশা করা যায় যে যাবতীয় দেশীয় ও বিদেশীয় গাছের পদার্থ ও উপযোগিতা বিশদভাবে গবেষণা করিয়া ও এই সব উদ্ভিদ্ হইতে ঔষধ তৈয়ারী করিয়া স্বাধীন ভারত দেশের ও দশের, সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলবিধানে অচিরে সমর্থ হইবে। আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি এই পুস্তক এই মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

৪, কিং এডওয়ার্ড রোড,
নিউ দিল্লী
১০ই জুলাই, ১৯৪৯

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পূর্ব্বভাষ

অতি প্রাচীন কাল হইতে বেদজ্ঞ ঋষিগণ এই ভারতবর্ষের ভৈষজ্যের গুণাগুণ-সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। অথর্ব্ববেদ উহার একটী জাজ্বল্যমান প্রমাণ। এই অথর্ব্ববেদ হইতেই ধন্বন্তরি-লিখিত আয়ুর্ব্বেদের উদ্ভব। পরবর্ত্তী সময়ে মহর্ষি আত্রেয়, ভরদ্বাজ ও অগ্নিবেশ প্রভৃতি ঋষিগণ আয়ুর্ব্বেদীয় অধ্যাপকরূপে কয়েকখানি চিকিৎসা-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহাদের গ্রন্থসমূহ হইতে মহর্ষি চরক ব্যাধিপীড়িত জনগণের হিতার্থে চরক-সংহিতা নামক অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন।

কথিত আছে যে দেববৈদ্য ধন্বন্তরি কাশীরাজ-গৃহে দিবোদাস নামে জন্মগ্রহণ করায় মহর্ষি বিশ্বামিত্র স্বীয় তনয় সুশ্রুতকে তাঁহার নিকট আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। মহর্ষি সুশ্রুত শিক্ষালাভের পর যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহারই নাম সুশ্রুত-সংহিতা। চরক- ও সুশ্রুত-লিখিত চরক-সংহিতা ও সুশ্রুত-সংহিতা অতি প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা-গ্রন্থ। এই দুইখানি পুস্তকে অস্ত্রচিকিৎসা, দেহতত্ত্ব, ঔষধ-নির্ব্বাচন ও ঔষধ-প্রয়োগ প্রভৃতি অতি বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে। পুস্তক দুইখানি লোকাতীত জ্ঞানের পরিচায়ক ও অপৌরুষেয় বলিয়া কথিত।

প্রাচীন চিকিৎসা-গ্রন্থের মধ্যে রাজভট্টের অষ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতা, চক্রদত্ত-সংগ্রহ, শার্ঙ্গধর-সংগ্রহ, ভাবমিশ্রের ভাবপ্রকাশ, মদন পালের রাজনির্ঘণ্ট, মাধবকরের নিদান এবং আরও কতিপয় চিকিৎসা-পুস্তকে দ্রব্যগুণ ও চিকিৎসা-বিধি আলোচিত হইয়াছে।

মুসলমান রাজত্বকালেও রাজকীয় সাহায্যে মুসলমান হাকিমগণ, আরবী, পারসী ও উর্দ্দু ভাষায় এদেশীয় ভেষজ-সম্বন্ধে কয়েকখানি অমূল্য পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে তালিপ শেরিফ (Taleep Sheriff) এবং মখেজন-উল-আদ্বিয় (Makhazan-ul-Adwiya) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পোর্তুগীজ ও ওলন্দাজ উদ্ভিদ্‌-বিদ্যাবিৎ চিকিৎসকগণ ভারতীয় ভৈষজ্যের গুণাগুণ-সম্বন্ধে ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত গ্রন্থগুলির মধ্যে Van Rheede লিখিত Hortus Indicus Malabaricus নামক পুস্তকখানি ১২ খণ্ডে বিভক্ত। এতদ্ব্যতীত Thoms Rivevs, O. Kerbosa, L. De Costa, Wight, Beddome প্রভৃতি মনীষিগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উদ্ভিদের গুণাগুণ-সম্বন্ধে বহু পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা-বিশারদ চিকিৎসকগণ ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন ও প্রণয়ন করিয়া আধুনিক গবেষণার পথ অতি সুগম করিয়া গিয়াছেন। এই সকল মনীষীর মধ্যে Dr. Roxburghএর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাঁহাকে ভারতীয় আধুনিক উদ্ভিদ্‌-পরিচয়-গবেষণার পিতৃতুল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। Dr. Roxburgh লিখিত Flora Indica নামক পুস্তকে বিভিন্ন ভারতীয় উদ্ভিদের দেশীয় ও বৈজ্ঞানিক নাম, তাহাদের বর্ণনা, আবাস ও গুণাগুণ বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে।

পরবর্তী সময়ে ১৮১০ খৃঃ Dr. John Flemming ভারতীয় ভৈষজ্যের হিন্দুস্থানী ও সংস্কৃত নাম Asiatic Research নামক সাময়িক পত্রে অতি বিশদভাবে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। Dr. N. Wallich এবং Dr. Wilson প্রমুখ উদ্ভিদ্‌বেত্তারা দেশীয় ঔষধের গুণাগুণ-সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়া জনগণের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। Dr. Ainslie, Moodeen Sheriff, Dr. Wight, Dr. Dymock প্রভৃতি মহোদয়গণের দ্রব্যগুণ-পুস্তকগুলি (Materia Medica) অতি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা-গ্রন্থ। Sir William O'Shaughnessy এবং Dr. Wallichএর 'Pharmacopoeia, Bengal'ও অতি সারগর্ভ পুস্তক। Dr. Birdwood লিখিত বোম্বাই প্রদেশস্থ ভেষজ এবং Dr. Drury লিখিত মান্দ্রাজ-দেশীয় ভেষজ, এবং Dr. Baden Powell লিখিত Punjab Products এবং রায় বাহাদুর কানাইলাল দে লিখিত Indigenous Drugs অতি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা-পুস্তক।

Dr. Voigt লিখিত Hortus Suberbanus Calcuttensis, Sir J. D. Hooker লিখিত Flora of British India এবং Sir George Watt সাহেব লিখিত Dictionary of Economic Products যথাক্রমে ১৮৪৫, ১৮৯৭ ও ১৯০৪ খৃঃ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়া দেশীয় চিকিৎসা-বিষয়ক উদ্ভিদ্‌ ও আয়কর উদ্ভিদের পরিচয়- ও ব্যবহার-সম্বন্ধে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।

Sir George King লিখিত বহুসংখ্যক দেশীয় ভেষজ উদ্ভিদের পরিচায়ক পুস্তক, ভারতে কুইনাইন চাষ সম্বন্ধীয় পুস্তক এবং ডাঃ উদয়চাঁদ দত্ত লিখিত Hindu Materia Medica নামক পুস্তকের Glossary বহু ভেষজ উদ্ভিদের দুরূহ পরিচয় অতি সহজ করিয়াছে। Sir David Prain সাহেব লিখিত Bengal Plants, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনার গাছ ও সুন্দরবনের গাছ নামক পুস্তকগুলিতে অনেক ভৈষজ্যের নিদর্শন ও পরিচয় পাওয়া যায়।

আধুনিক চিকিৎসা-গ্রন্থের মধ্যে Dr. Kirtikar ও Major B. D. Basu লিখিত Indian Medicinal Plants, Dr. R. N. Chopra লিখিত Indigenous Drugs, Dr. Nadkarni লিখিত The Indian Materia Medica এবং কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত, কাব্যতীর্থ লিখিত বনৌষধি-দর্পণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৈদিক যুগ হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত যে সকল চিকিৎসা-গ্রন্থের বিষয় উল্লেখ করা হইল, ইহার সকলগুলিই সংস্কৃত, ইংরাজী ও লাটিন ভাষায় লিখিত। এই সমস্ত পুস্তক খরিদ

করিয়া অধ্যয়ন করা অতি ব্যয়-সাপেক্ষ। তদ্ব্যতীত ইংরাজী ও লাটিন ভাষায় অনভিজ্ঞ ভিষক্‌দিগের অনুপযোগী। বনৌষধি-দর্পণ নামক পুস্তকখানি যদিও বঙ্গভাষায় লিখিত তথাপি উহাতে অল্পসংখ্যক ভেষজের উল্লেখ আছে মাত্র এবং উহাতে তরুলতাদির চিত্র-পরিচয় না থাকায় ইহা সাধারণের পক্ষে সহজে বোধগম্য নহে।

ভৈষজ্য তরুলতাদির প্রকৃত নাম ও পরিচয়. উহাদের বৈজ্ঞানিক, দেশীয় ও সংস্কৃত নাম-সম্বন্ধে বহুসংখ্যক অনুসন্ধান-পত্র আমার নিকট সময়ে সময়ে প্রেরিত হওয়ায় সেগুলির যথাযথ উত্তর-প্রদানকালীন আমার মনে হইয়াছে যে, তরুলতাদির চিত্র ও বর্ণনাসহ একখানি ভৈষজ্য-পুস্তক লিখিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। বহু গণ্যমান্য চিকিৎসক এরূপ একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিবার জন্য অনুরোধ করায় আমার পূর্ব্ব ইচ্ছা আরও বলবতী হইয়া উঠে ও এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিতে উৎসাহিত হই। Sir David Prain, C. M. G., C. I. E., M. A., M. B., I. M. S., D. Sc., LL. D., F. R. S., F. R. S. E., F. L. S., ভূতপূর্ব্ব সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, রয়েল বোটানিক গার্ডেন, কলিকাতা, ও ডাইরেক্টর, রয়েল বোটানিক গার্ডেন, Kew, এ বিষয়ে আমাকে বিশেষ উত্তোগী করেন এবং এই ভূমিকার ইংরাজি অনুবাদ তাঁহার জীবদ্দশায় সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, এজন্য তাঁহার নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। এই পুস্তক ইংরাজি ভাষায় লেখা স্থির করিয়াছিলাম। পরে আমার বন্ধু মাননীয় শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহা বঙ্গদেশের আবাল-বৃদ্ধবনিতার পাঠোপযোগী ও উপকারের জন্য বঙ্গভাষায় লিখিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার উপদেশমত এককড়িবাবুর একান্ত পরিশ্রম এবং আমার উদ্ভিদ্-গবেষণায় তাঁহার নিষ্ঠা ও আপ্রাণ চেষ্টার ফলে এই বিস্তীর্ণ পুস্তক বঙ্গভাষায় লেখা সম্ভবপর হইয়াছে। এই পুস্তক-প্রণয়নে মাননীয় শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়কে পরামর্শ ও উৎসাহ দিবার জন্য এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা এই পুস্তক ছাপাইবার বন্দোবস্ত করার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য যথাক্রমে প্রত্যেক উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম, কোন্ কোন্ ইংরাজী পুস্তকে উহার চিত্র-পরিচয় ও বর্ণনা আছে, কোন্ কোন্ স্থানে গাছগুলি পাওয়া যায়, ঔষধপ্রস্তুত-কার্য্যে উদ্ভিদের কোন্ কোন্ অংশ ব্যবহৃত হয় এবং উহার ভৈষজ্য গুণ কি কি আছে ও কোন্ কোন্ রোগে প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা এই পুস্তকে লিখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত সাধারণ পরিভাষা অনুযায়ী সরল ভাষায় বর্ণনার সহিত বৃক্ষাদির চিত্র ও চিত্র-পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকখানিতে প্রায় ৭০০ (সাত শত) উদ্ভিদের বিষয় লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে কুইনাইন, ডিজিটালিস্, ইপিকাকুয়ানা, হয়াসিয়ামাস্ প্রভৃতি যে সকল গাছের চাষ ভারতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সেগুলিও বিশেষভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এক্ষণে পুস্তকখানি যদি আয়ুর্ব্বেদীয় ও অপরাপর চিকিৎসকগণের ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব অনুসন্ধিৎসু ছাত্রগণের উপকারে আইসে তাহা হইলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া ধন্য হইব। এই পুস্তক-প্রণয়ন-কার্য্যে আমি প্রায় শতাধিক চিকিৎসা-গ্রন্থ ও উদ্ভিদ্-

বিজ্ঞা-বিষয়ক পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি; তজ্জন্য এই সকল গ্রন্থকারের নিকট চিরঋণে আবদ্ধ রহিলাম। প্রুফ-সংশোধন-কার্য্যে শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় সাহায্য করায় তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এরূপ পুস্তক-প্রণয়নে ভ্রম-প্রমাদ থাকা সম্ভবপর। সহৃদয় পাঠকগণ সেগুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিলে আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব ও পরবর্ত্তী সংস্করণে অতি যত্নের সহিত সংশোধন করিয়া দিব।

হারবেরিয়াম,
রয়েল বোটানিক গার্ডেন, কলিকাতা।
১লা আগষ্ট, ১৯৪৯।

শ্রীকালীপদ বিশ্বাস

উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগ

হিন্দু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বহু প্রাচীনকাল হইতে তরুলতাদির আকৃতি, গুণ, বাসস্থান ও ব্যবহার অনুযায়ী শ্রেণী-বিভাগ অতি বিশদ ভাবে লিখিত আছে; যথা—শাকবর্গ, পুষ্পবর্গ, হরীতক্যাদিবর্গ, কর্পূরাদিবর্গ, গুড়ুচ্যাদিবর্গ, তৈলবর্গ ইত্যাদি। এই সকল বিভাগ প্রধানতঃ উদ্ভিদের গুণাগুণের উপর নির্ভর করিয়াই লিখিত হইযাছে, কিন্তু কালক্রমে এই সকল জ্ঞান-সম্বন্ধে অনুশীলন না থাকায় এবং উক্ত প্রথা অনুযায়ী কোন উদ্ভিদাগার সজ্জিত না থাকায় বৃক্ষাদির পরিচয়-বিষযে বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য দেশে উদ্ভিদ্‌ বিদ্যার অধিক পরিমাণে উৎকর্ষ সাধিত হওয়ায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উদ্ভিদের ফল, ফুল ও আকৃতিতে সাদৃশ্য লইয়া উদ্ভিদ্‌গুলিকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই শ্রেণী-বিভাগ পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য দেশে চলিত থাকায় ও এই বিভাগ অনুযায়ী আধুনিক উদ্ভিদাগারগুলি সংরক্ষিত হওয়ায় তরুলতাদির পরিচয়-সম্বন্ধে বহুপরিমাণে বাধাবিঘ্ন দূর হইয়াছে। আমরা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য পুস্তক-লিখিত গাছগুলিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথানুযায়ী সজ্জিত করিয়াছি। পাশ্চাত্য প্রথানুযায়ী গাছগুলির শ্রেণী-বিভাগ থাকায় উদ্ভিদাগারে একস্থানে সেইগুলি দেখিয়া লইবার পথ সুগম হইবে এই আশায় আয়ুর্ব্বেদোক্ত সাবেক প্রথা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে খৃঃ পূঃ ৩৭০ ২৪৫ অব্দে Theophrastus নামক একজন গ্রীসদেশীয় দার্শনিক প্রথম উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগ করেন। ইহার পর ১৭০৭-১৭৭৮ খৃঃ অব্দে সুইডেন-দেশীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক Linnaeus ইহার বহু পরিমাণ উন্নতি সাধন করেন। বর্ত্তমান যুগে এই শ্রেণী-বিভাগের দুইটী প্রণালী সভ্যজগতে গৃহীত হইয়াছে। একটী Bentham & Hooker সাহেবের লিখিত বিভাগ, অপরটী Engler এবং Prantl সাহেব লিখিত বিভাগ। Bentham ও Hooker সাহেবের লিখিত বিভাগ ভারতে, ইংলণ্ডে এবং ইংরাজ অধিকৃত দেশে চলিত আছে; আর Engler ও Prantl সাহেবের লিখিত বিভাগ জর্ম্মাণীতে এবং ইউরোপের দুই একটী উদ্ভিদাগারে প্রচলিত আছে। অধুনা Rendle এবং Hutchinson সাহেবের লিখিত শ্রেণী-বিভাগ দ্বারা তরুলতাদির স্বাভাবিক অবস্থা আরও বিষদ ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে।

Engler এবং Prantl সাহেব সাধারণতঃ উদ্ভিদ্‌গুলিকে ১৩ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে Bentham ও Hooker সাহেবের লিখিত শ্রেণী-বিভাগ ভারতের উদ্ভিদাগারে গৃহীত ও চলিত আছে; অতএব আমরা এই পুস্তক-লিখিত উদ্ভিদ্‌গুলিকে তাঁহাদের

মতানুযায়ী বিভাগ করিয়াছি। Hooker সাহেব তাঁহার লিখিত Genera Plantarum নামক পুস্তকে উদ্ভিদ্‌গুলিকে ২০০ (দুই শত) Natural Order বা বর্গে (Family) বিভক্ত করিয়াছেন। ইহার শ্রেণী-বিভাগ অতি সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল।
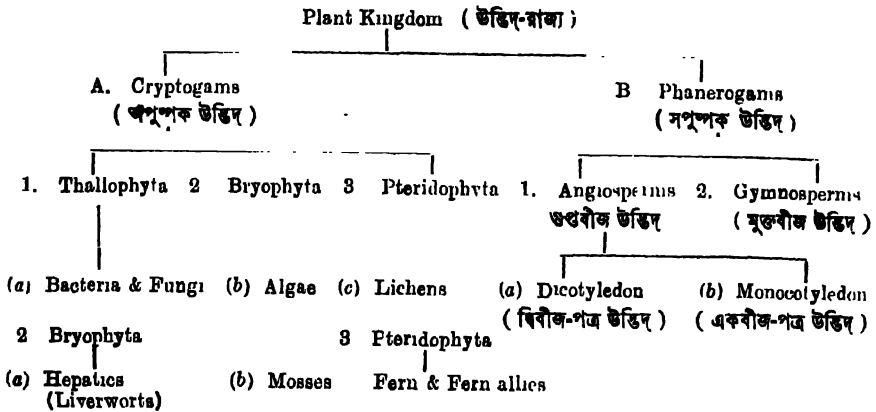
উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে Bentham ও Hooker সাহেব উদ্ভিদ্-রাজ্যকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা, Cryptogams (অপুষ্পক উদ্ভিদ্) এবং Phanerogams (সপুষ্পক উদ্ভিদ্)।

Cryptogams আবার Thalophyta, Bryophyta, এবং Pteridophyta এই তিন ভাগে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে Bacteria (রোগোৎপাদক উদ্ভিজ্জাণু), Fungi (ছত্রক উদ্ভিদ্), Algae (জলজ শৈবালাদি উদ্ভিদ্) এবং Mosses মস্‌জাতীয় উদ্ভিদ্ প্রধান।

উপরোক্ত তালিকায় দেখা যাইতেছে যে Phanerogams (সপুষ্পক উদ্ভিদ্) প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত; যথা, Angiosperms (গুপ্ত বা আবিদ্ধবীজ উদ্ভিদ্) এবং Gymnosperms (উন্মুক্তবীজ উদ্ভিদ্)। Angiosperms আবার দুইভাগে বিভক্ত; যথা, Dicotyledon (দ্বিবীজ-পত্র) ও Monocotyledon (একবীজ-পত্র) উদ্ভিদ্।

Gymnosperms (উন্মুক্তবীজ) উদ্ভিদের মধ্যে Cedrus deodara (হিমালয়জাত দেবদারু), Pinus longifolia (সরল কাষ্ঠ), Abies, Juniperus, Thuya ও Cupressus ইত্যাদি প্রধান।

যে সকল উদ্ভিদের অঙ্কুর বাহির হইবার সময়ে দুইটী বীজ-পত্র বাহির হয় সেইগুলিকে Dicotyledon উদ্ভিদ্ বলে; যেমন চাল্‌তা, আম, জাম, তেঁতুল, বেল, কার্পাস, কলাই প্রভৃতি। যে সকল উদ্ভিদের অঙ্কুর বাহির হইবার সময়ে একটী বীজ-পত্র বাহির হয় সেইগুলিকে Monocotyledon উদ্ভিদ্ বলে; যেমন সুপারি, তাল, খেজুর, নারিকেল, হরিদ্রা, মূর্ব্বা, তালমূলী, পিয়াজ, কেতকী ইত্যাদি।

এই পুস্তকে লিখিত যাবতীয় উদ্ভিদের প্রত্যেকটীর পৃথক্ বর্ণনা আছে; ইহাদের বংশাবলীর সমগ্র পরিচয় দিতে হইলে পুস্তকের কলেবর অতিশয় বর্দ্ধিত হইবে এই আশঙ্কায়

এস্থলে উহা পরিত্যক্ত হইল। বিভাগগুলি আরও কিঞ্চিৎ বুঝাইবার জন্য নিম্নে আর একটী তালিকা দেওয়া হইল।

Class I.—Dicotyledons (দ্বিবীজ-পত্রী)

Division 1. Polypetalae (বা বিযুক্ত-দল)

Sub-Division (a) Thalamiflorae (বিযুক্ত-স্তবক)

(Family Ranunculaceae—Tiliacea)

Sub-Division (b) Disciflorae (যুক্ত-স্তবক)

(Family Linaceae—Moringaceae)

Sub-Division (c) Calycifloreae (বহিশ্ছদী)

(Family Leguminosae—Cornaceae)

Division 2. Gamopetalae (বা সংযুক্ত-দল)

(Family Rubiaceae—Plantaginaceae)

Division 3. (Incompletae) Monochlamydeae (একচ্ছদী)

(Family Nyctaginaceae—Ceratophyllaceae)

Class II.—Gymnosperms (মুক্তবীজ-পত্রী) অনাচ্ছাদিত

(Family Guetaceae-Cycadaceae)

Class III.—Monocotyledons (একবীজ-পত্রী)

Division 1. Petaloideae (দ্বিসারি-দল)

(Family Hydrocharideaceae—Naiadaceae)

Division 2. Glumiferae (শীষধারী)

(Family Eriocaulaceae—Gramineae).

প্রত্যেক গাছের নাম বৈজ্ঞানিক প্রণালী-অনুসারে বর্ণিত। ইহা গাছের বিশেষ নাম ও বর্ণনাকারীর নামের সহিত সংলগ্ন থাকে। সর্ব্বপ্রথমে গাছের পর্য্যায়ভুক্ত বা গণীয় (Generic) নাম দেওয়া হইয়া থাকে; যেমন Terminalia belerica Roxb. এস্থলে Roxburgh সাহেব উক্ত গাছের বর্ণনা করিয়াছেন, এইজন্য তাঁহার নাম শেষভাগে লিখিত হইয়াছে; belerica নামটী বিশেষজাতীয় (Specifie) নাম। কোন লোকের নাম যদি দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ হয়, তবে দেবেন্দ্রনাথ belerica জাতীয় (Specific) নামের এবং ঘোষ নামটী Terminalia-গণীয় (Generic) নামের তুল্য। দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ও খগেন্দ্রনাথ ঘোষ এই তিনটী নাম ঘোষ-বংশীয় তিনটী ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে। গাছেরও তেমনি T. belerica, T. catappa, T. chebula প্রভৃতি নাম Terminalia গণভুক্ত। পূর্ব্বোক্ত গাছগুলি সমস্ত Combretaceae Family বা বর্গের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক গাছের একটী করিয়া গণ—genus ও জাতি—species আছে। Specific নামটী generic নামের বিশেষণরূপে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যেমন Pinus longifolia বলিলে longifolia

অর্থাৎ লম্বা পাতাযুক্ত Pinus গাছ বুঝায়; অতএব longifolia শব্দটী Pinus-এর বিশেষণ-রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। কখন কখন Specific নামটী উদ্ভিদের আবিষ্কার-কর্ত্তা অথবা একজন বিখ্যাত উদ্ভিদ্-তত্ত্বজ্ঞের নামানুসারে দেওয়া হইয়া থাকে; যেমন Meconopsis Wallichii Hook. এ গাছের Wallich সাহেবের নামে Hooker সাহেব নাম দিয়াছেন। এই নিয়মানুযায়ী দুই-শব্দবিশিষ্ট নামকরণ-প্রণালীকে Binominal nomenclature নামকরণ-প্রণালী বলে।

এই প্রকার নামকরণ-প্রণালী Linnaeus সাহেবের সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে এবং ইহার নিয়মাদি International Botanical Conference হইতে ধার্য্য হইয়া থাকে। এই Conference সর্ব্বপ্রথমে অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনা নগরে আরম্ভ হয়, তৎপরে ইংলণ্ডে আর একবার বসিয়া থাকে। সম্প্রতি কয়েকটী বিশেষ বিষয়ের মীমাংসার জন্য হলণ্ডের আমষ্টার্ডাম নগরে হইয়া গিয়াছে এবং ১৯৫০ সালে Stockholm-এ এই সভার পুনরায় অধিবেশন হইবে।

এই পুস্তকে উদ্ভিদের নামগুলি যথাসম্ভব বর্ত্তমান International nomenclature অনুযায়ী দিবার চেষ্টা হইয়াছে।

Fern ও Fern শ্রেণীর উদ্ভিদ্ যেমন Lycopodium, এই লতার স্পোর (Spores), সামুদ্রিক বড় বড় শেওলা-বিশেষ, যাহা হইতে মূল্যবান্ আগর আগর (Agar Agar), আওডিন (Iodine, Vitamin) প্রভৃতি পাওয়া যায়, ছত্রক-বর্গ (Fungi) যেমন Penicilium জাতীয় সূতার ন্যায় উদ্ভিদ্, অতি মূল্যবান্ ঔষধ। অমূল্য ঔষধ Penicillin, এবং সম্প্রতি ডাক্তার সহায়রাম বসু-আবিষ্কৃত কানচটা-বর্গভুক্ত Polysrtictus sanguinius জাতীয় উদ্ভিদ্ হইতে 'Polyporin' আজ চিকিৎসা-শাস্ত্রে এক যুগ-পরিবর্ত্তন আনিয়াছে।

আজিও এই বিশাল ভারতের বহু উদ্ভিদের বিষয় আমাদের অজানা রহিয়াছে। আজ আমাদের স্বাধীন ভারতে এই সব উদ্ভিদের ও ঔষধের যথাযথ বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের তথ্য সম্যক্-রূপে উদ্ঘাটন করা বিজ্ঞান ও মানবতার দিক দিয়া বিশেষ প্রয়োজন।

বৈজ্ঞানিক বিভাগ-অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের সূচীপত্র

I. Ranunculaceae

1. Aconitum heterophyllum Wall. (অতিবিষা)
2. „ ferox Wall. (কাঠবিষ)
3. „ Napellus Linn. („)
4. Delphinium denudatum Wall. (নির্বিষি)
5. Clematis triloba Heyne. (লঘুকর্ণী)
6. Ranunculus sceleratus Linn. (জলপিপ্পলী)
7. Naravelia zeylanica Dc. (ছাগল বাটী)
8. Nigella sativa Linn. (কালজীরা)
9. Paeonia Emodi Wall. (উদ্‌সালাম)

II. Dilleniaceae

10. Dillenia indica Linn. (চাল্‌তা)

III. Magnoliaceae

11. Magnolia pterocarpa Roxb. (ভুলিচাঁপা)
12. Michelia champaca Linn. (চম্পক)

IV. Anonaceae

13. Anona squamosa Linn. (আতা)
14. „ reticulata Linn. (নোনা)
15. Polyalthia longifolia Benth. & HK. f. (দেবদারু)

V. Menispermaceae

16. Anamirta cocculus W. & A. (কাকমারি)
17. Stephania hernandifolia Walp. (নিমুখা)
18. Tinospora cordifolia Miers. (গোলঞ্চ)
19. Tinospora tomentosa Miers. (পদ্মগোলঞ্চ)
20. Cocculus villosus Dc. (হয়ের)
21. Tiliacora racemosa Colebr. (তিলিয়াকরা)
22. Cissampelos pareira Linn. (একলেজা)

VI. Berberideae

23. Berberis asiatica Roxb. (দারু হরিদ্রা)
24. Podophyllum Emodi Wall. (পাপরা)

VII. Nymphaeaceae

25. Euryale ferox Salisb. (মাখনা)
26. Nymphaea lotus Linn. (কুমুদ)
27. Nelumbium speciosum Willd. (পদ্ম)

VIII. Papaveraceae

28. Papaver somniferum Linn. (অহিফেন)
29. Argemone mexicana Linn. (শেয়াল কাঁটা)

IX. Fumariaceae

30. Fumaria parviflora Lamk. (বনশুল্‌ফা)

X. Cruciferae

31. Brassica alba HK. f. & T. (শ্বেত সরিষা)
32. Raphanus sativus Linn. (মূলা)
33. Lepidium sativum Linn. (হালিম)

XI. Capparideae

34. Capparis sepiaria Linn. (কাঁটাগুড় কামাই)
35. „ horrida Linn. f. (গুড়কামড়ী)
36. „ zeylanica Linn. (কালকেরা)
37. Cleome viscosa Linn. (হুড়হুড়িয়া)
38. Crataeva religiosa Forst. (বরুণ)
39. Gynandropsis pentaphylla DC. (শ্বেত হুড়হুড়িয়া)

XII. Violaceae

40. Ionidium suffruticosum Ging. (হুনবোড়া)

XIII. Bixineae

41. Bixa orellana Linn. (কটকন)
42. Flacourtia Ramontchi L'Her. (বৈঁচ)
43. „ cataphracta Roxb. (পানিয়ালা)
44. „ sepiaria Roxb. (বৈঁচ)
45. Taraktogenos Kurzii King. (চাউলমুগরা)
46. Gynocardia odorata Br. („)
47. Hydnocarpus Wightiana Bl. (প্রকৃত „)

XIV. Polygalaceae

48. Polygala chinensis Linn. (মেরাড়ু)
49. crotalarioides Ham. (নীলকণ্ঠি)

XV. Caryophyllaceae

50. Saponaria Vaccaria Linn. (সাবুনী)

XVI. Portulacaceae

51. Portulaca oleracea Linn. (বড় হুনিয়া)
52. „ quadrifida Linn. (ছোট „)

XVII. Tamariscineae

53. Tamarix gallica Linn. (বন্য ঝাউ)
54. Tamarix dioica Roxb. (লাল ঝাউ)

XVIII. Guttiferae

55. Calophyllum inophyllum Linn. (পুন্নাগ)
56. Garcinia Mangostana Linn. (ম্যাঙ্গোষ্টিন)
57. „ Xanthochymus Hook. f. (তমাল)
58. Mesua ferrea Linn. (নাগেশ্বর)
59. Ochrocarpus longifolius Benth. (নাগকেশর)

XIX. Ternstroemiaceae

60. Schima Wallichii Choisy. (মাকড়ীশাল)

XX. Dipterocarpeae

61. Dipterocarpus turbinatus Gaertn. (ধুলিয়া গর্জ্জন)
62. „ incanus Roxb. (গর্জ্জন)
63. „ alatus Roxb. (তেলিয়া গর্জ্জন)
64. Shorea robusta Gaertn. (শাল)

XXI. Malvaceae

65. Abutilon indicum G. Don. (পেটারী)
66. Abutilon Avicennae Gaertn. (জয়া বা জয়ন্তী)
67. Eriodendron anfractuosum Dc. (শ্বেত শিমুল)

68. Bombax malabaricum DC. (শিমুল)
69. Gossypium herbaceum Linn. (তুলা)
70. Hibiscus Abelmoschus Linn. (কালকস্তুরী)
71. „ esculentus Linn. (ঢেঁড়স)
72. „ rosa-sinensis Linn. (জবা)
73. „ Cannabinus Linn. (মেস্তাপাট)
74. Pavonia odorata Willd. (বালা)
75. Urena lobata Linn. (বন ওকড়া)
76. Thespesia populnea Corr. (পরাশ পিপুল)
77. Adansonia digitata Linn. (গোরখ আমলি)
78. Sida cordifolia Linn. (বেড়েলা)
79. „ rhombifolia Linn. (পীত বেড়েলা)
80. „ rhomboidea Roxb. (শ্বেত বেড়েলা)
81. „ veronicaefolia Lamk. (ঝোঁকা)
82. „ spinosa Linn. (গোরক্ষ চাকুলে)

XXII. Sterculiaceae

83. Abroma augusta Linn. (ওলট কম্বল)
84. Pentapetes phoenicea Linn. (দুপুরে মণি)
85. Helicteres Isora Linn. (আঁতমোরা)
86. Pterospermum acerifolium Willd. (কনক চাপা)
87. Pterospermum suberifolium Lamk. (মুচকুন্দ চাঁপা)
88. Sterculia foetida Linn. (জঙ্গলী বাদাম)

XXIII. Tiliaceae

89. Corchorus capsularis Linn. (বি নালতে পাট)
90. olitorius Linn. (পাট)
91. Grewia asiatica Linn. (ফলসা)
92. Triumfetta rhomboidea Jacq. (বন ওকড়া)

XXIV. Linaceae

93. Linum usitatissimum Linn. (মসিনা)

XXV. Malpighiaceae

94. Hiptage Madablota Gaertn. (মাধবীলতা)

XXVI. Zygophyllaceae

95. Tribulus terrestris Linn. (গোক্ষুর)

XXVII. Geraniaceae

96. Averrhoa Bilimbi Linn. (বিলিম্বি)
97. „ Carambola Linn. (কামরাঙ্গা)
98. Biophytum sensitivum Dc. (বননারাঙ্গা)
99. Oxalis corniculata Linn. (আমরুল)
100. Impatiens Balsamina Linn. (দোপাটী)

XXVIII. Rutaceae

101. Aegle Marmelos Corr. (বেল)
102. Atalantia monophylla Corr. (আতবীজাম্বীর)
103. Citrus Medica var. typica Linn. (বেগপুরা)
104. „ var. limonum (কর্ণনেবু)
105. „ var. acida Brandis. (পাতি বা কাগজী লেবু)
106. „ limetta DC. (মিষ্ট লেবু)
107. „ aurantium Linn. (কমলা লেবু)
108. „ decumana Linn. (বাতাবী লেবু)
109. Feronia elephantum Corr — Limonia acidissim (Linn). Swingle. (কয়েতবেল)

110. Glycosmis pentaphylla Corr. (আসশেওড়া)
111. Murraya exotica Linn. (কামিনী)
112. „ kœnigii Spreng. (বারসঙ্গ)
113. Peganum Harmala Linn. (ইশবাঁধ)
114. Zanthoxylum alatum Roxb. (নেপালী ধনে)
115. Toddalia aculeata Pers. (কাঞ্জ বা দাহন)
116. Luvunga scandens Ham. (লবঙ্গলতা)

XXIX. Simarubeae

117. Balanites Roxburghii Planch. (হিঙ্গন)
118. Ailanthus excelsa Roxb. (মহানিম্ব)

XXX. Burseraceae

119. Boswellia serrata Roxb. (শালই)
120. Garuga pinnata Roxb. (জুম)

XXXI. Meliaceae

121. Aglaia Roxburghiana Miq. (প্রিয়ঙ্গু)
122. Melia azadirachta Linn. (নিম্ব)
123. „ azedarach Linn. (ঘোড়ানিম্ব)
124. Amoora cucullata Roxb. (আমুর-লাতমী)
125. „ Rohituka W. & A. (তিক্তরাজ)
126. Soymida febrifuga Juss. (রোহন)
127. Cedrela Toona Roxb. (তুন)
128. Chickrassia tubularis Juss. (চিক্রাশি)

XXXII [Olacineae

129. Olax scandens Roxb. (ককোআরু)

XXXIII. Celastrineae

130. Celastrus paniculatus Willd. (মালকাঙনী)

XXXIV. Rhamnaceae

131. Ventilago maderaspatana Gaertn. (রক্তপীট)
132. „ calyculata King. (রক্তপিট)
133. Zizyphus oenoplia Mill. (সেয়াকুল)
134. „ jujuba Linn. (কুল)

XXXV. Ampelideae

135. Leea crispa Linn. (বনচালিদা)
136. „ macrophylla Roxb. (ঢোল সমুদ্র)
137. „ sambucina Willd. (কুকুর জিহ্বা)
138. „ aequata Linn. (কাকজঙ্ঘা)
139. Vitis quadrangularis Wall. (হাড় জোড়া)
140. „ pedata Vahl. (গোয়ালে লতা)
141. „ trifolia Linn. (অমললতা)
142. „ vinifera Linn. (আঙ্গুর)

XXXVI. Sapindaceae

143. Cardiospermum Halicacabum Linn. (লতাফটকী)
144. Schleichera trijuga Willd. (কুসুম)
145. Sapindus trifoliatus Linn. (বড় রিঠা)
146. „ Mukrossi Gaertn. (ছোট রিঠা)
147. Nephelium Litchi Camb. (লিচু)
148. „ longana Camb. (আঁশফল)

XXXVII. Anacardiaceae

149. Rhus succedanea Linn. (কাঁকড়া শৃঙ্গী)

150. Pistacia integerrima Stewart. (কাঁকড়া শৃঙ্গী)
151. Anacardium occidentale Linn. (হিজলীবাদাম)
152. Mangifera indica Linn. (আম্র)
153. Odina Wodier Roxb. (জিওল) = Lannea grandis Engler.
154. Buchanania latifolia Roxb. (চিরঞ্জি)
155. Semecarpus Anacardium Linn. (ভেলা)
156. Spondias mangifera Willd. (আমড়া)

XXXVIII. Moringaceae

157. Moringa pterygosperma Gaertn. (সজিনা)

XXXIX. Leguminoseae

158. Crotalaria juncea Linn. (শণ)
159. „ Verrucosa Linn. (বনশণ)
160. Abrus precatorius Linn. (কুঁচ)
161. Adenanthera pavonina Linn. (রঞ্জন)
162. Acacia arabica Willd. (বাবলা)
163. „ catechu Willd. (খদির)
164. „ Farnesiana Willd. (গুয়েবাবলা)
165. „ suma Ham. (সমী)
166. „ tomentosa Willd. (সাদা শাঁইবাবলা)
167. Albizzia Lebbek Benth. (শিরীষ)
168. Albizzia amara Boiv. (কৃষ্ণশিরীষ)
169. Alhagi maurorum Desv. (যবসা)
170. Arachis hypogaea Linn. (চীনেবাদাম)
171. Butea frondosa Roxb. (পলাশ)
172. Butea superba Roxb. (লতাপলাশ)
173. Bauhinia variegata Linn. (রক্তকাঞ্চন)
174. purpurea Linn. (দেবকাঞ্চন)
175. racemosa Lamk. (শ্বেতকাঞ্চন)
176. Vahlii W. & A. (চেহর)
177. tomentosa Linn. (কাঞ্চনার)
178. Cajanus indicus Spreng. (অড়হর)
179. Cassia fistula Linn. (সোঁদাল)
180. „ occidentalis Roxb. (কালকেসেন্দা বড়)
181. „ sophera Linn. (কালকেসেন্দা ছোট)
182. „ tora Linn. (চাকুন্দে)
183. „ alata Linn. (দাদমর্দ্দন)
184. „ angustifolia Vahl. (সোনামুখী)
185. Cicer arietinum Linn. (ছোলা)
186. Clitoria ternatea Linn. (নীলঅপরাজিতা)
187. Dalbergia sissoo Roxb. (শিশুগাছ)
188. Derris uliginosa Benth. (পানলতা)
189. Desmodium gangeticum DC. (শালপাণি)
190. Dolichos biflorus Linn. (কুত্তিকলাই)
191. „ lablab Linn. (শিম)
192. Glycine soja Sieb. & Zucc. (গাড়ীকলাই)
193. Entada Scandens DC. (গিলা)
194. Lens esculenta Moench. (মসুরি)
195. Erythrina indica Lamk. (পালতে মাদার)

196. Indigofera linifolia Retz. (ভাঙ্গারা)
197. „ tinctoria Linn. (নীল)
198. Lathyrus sativus Linn. (খেসারী)
199. Melilotus indica All. (বনমেথি)
200. Ougeinia dalbergioides Bth. (তিনিস)
201. Mimosa pudica Linn. (
202. „ rubicaulis Lam. (শাঁইকাঁটা)
203. Mucuna pruriens DC. (আলকুশী)
204. Phaseolus trilobus Ait. (মুগানী)
205. „ Mungo Linn. (মুগ)
206. „ Mungo var Roxburghii Prain. (মাষকলাই)
207. Pisum sativum Linn. (কাবুলী মটর)
208. Pongamia glabra Vent. (ডহর করঞ্জা)
209. Prosopis specigera Linn. (শমী)
210. Psoralea corylifolia Linn. (হাকুচ)
211. Pterocarpus santalinus Linn. (রক্তচন্দন)
212. „ marsupium Roxb. (পীতশাল)
213. Saraca indica Linn. (অশোক)
214. Sesbania aegyptica Pers. (জয়ন্তী)
215. „ grandiflora Pers. (বক)
216. Tephrosia purpurea Pers. (বননীল)
217. „ Villosa Pers. (শ্বেত বননীল)
218. Teramnus labialis Spreng. (মাষাণী)
219. Trigonella Fœnum-grœcum Linn. (বড় মেথি)
220. Tamarindus indica Linn. (তেঁতুল)
221. Glycyrrhiza glabra Linn.
222. Caesalpinia Bonducella Fleming. (নাটা)
223. „ sappan Linn. (বকম্)
224. „ pulcherrima Swarty. (কৃষ্ণচূড়া)
225. „ digyna Rottl. (অমলকুঁচি)
226. „ coriaria willd. (চৌরী)
227. Uraria lagopoides DC. (গোরক্ষ চাকুলে)
228. „ picta Desv. (শঙ্করজটা)
229. Astragalus gummifera Labill. (কটিলা)

XL. Rosaceae

230. Prunus communis Huds var. insititia Hook. f. (আলুবোখরা)
231. „ puddum Roxb. (পদ্মক)
232. Rosa damascena Mill. (গোলাপ)
233. Cydonia vulgaris Pers. (বিহিদানা)

XLI. Crassulaceae

234. Bryophyllum calycinum Salisb. (পাথরকুঁচি)
235. Kalanchoe laciniata DC. (হিমসাগর)

XLII. Droseraceae

236. Drosera Burmanni Vahl. (মুখজালি)

XLIII. Rhizophoraceae

237. Rhizophora mucronata Lam. (খামো)
238. Kandelia Rheedii W. & A. (গোরিয়া)

XLIV. Combretaceae

239. Terminalia Arjuna Bedd. (অর্জ্জুন)

240. „ belerica Roxb. (বহেড়া)
241. „ catappa Linn. (বাদাম)
242. „ chebula Retz. (হরিতকী)
243. „ tomentosa Bedd. (পিয়াশাল)
244. Anogeissus latifolia Wall. (দাওয়া)
245. Quisqualis indica Linn. (রঙ্গন বেল)

XLV. Myrtaceae

246. Barringtonia acutangula Gaertn. (হিজ্জল)
247. „ racemosa Bl. (সমুদ্র ফল)
248. Careya arborea Roxb. (কুম্বী)
249. Eugenia jambolana Lam. (কালজাম)
250. „ jambos Linn. (গোলাপ জাম)
251. Eugenia caryophyllata Thunb (লবঙ্গ)
252. Myrtus communis Linn. (বিলাতী মেন্দী)
253. Melaleuca leucadendron Linn. (কাজুপটি)
254. Psidium Guyava Linn. (পেয়ারা)

XLVI. Melastomaceae

255. Memecylon edule Roxb. (অঞ্জন)

XLVII. Lythraceae

256. Ammannia baccifera Linn. (দাদমারি)
257. Lawsonia alba Lamk. (মেহেদী)
258. Woodfordia floribunda Salisb. (
259. Lagerstroemia flos-Reginae Retz. (জারুল)
260. Punica granatum Linn. (দাড়িম)

XLVIII. Onagraceae

261. Jussiaea suffruticosa Linn. (বনলবঙ্গ)
262. „ repens Linn. (কেসরদাম)
263. Trapa bispinosa Roxb. (পানিফল)

XLIX. Samydaceae

264. Casearia tomentosa Roxb. (চিল্লা)

L. Passifloraceae

265. Carica papaya Linn. (পেঁপে)

LI. Cucurbitaceae

266. Trichosanthes palmata Roxb. (মাকাল)
267. „ cordata Roxb. (ভুইকামড়া)
268. „ dioica Roxb. (পটোল)
269. „ anguina Linn. (চিচিঙ্গা)
270. „ cucumerina Linn. (বন চিচিঙ্গা)
271. Lagenaria vulgaris Ser. (লাউ)
272. Luffa acutangula Roxb. (ঝিঙ্গা)
273. „ amara Wall. (ঘোষালতা)
274. „ aegyptiaca Mill (ধুন্দুল)
275. Benincasa cerifera Savi. (ছাচিকুমড়া)
276. Bryonia laciniosa Linn. (মালা)
277. Cephalandra indica Naud. (তেলাকুঁচা)
278. Citrullus colocynthis Schrad. (রাখাল শসা)

279. Citrulus vulgaris Schrad (তরমুজ)
280. Cucumis melo Linn. (কাঁকুড়, ফুটী
281. „ sativus Linn. (শশা)
282. Cucurbita maxima Duchesne. (মিঠাকুমড়া
283. „ pepo DC. (কুমড়া)
284. Momordica cochinchinensis Sperng. (কাঁকরোল
285. „ charantia Linn. (করলা)
286. „ dioica Roxb. (ধারকরলা)
287. Mukia scabrella Arn. (আগমুখী)
288. Zehneria umbellata Thw. (কুদারী)

LII. Cacteae

289. Opuntia Dillenii Haw. (ফনিমনসা)

LIII. Ficoideae

290. Trianthema monogyna Linn. (সাবুনী)
291. Mollugo spergula Linn. (গীমাশাক)

LIV. Umbelliferae

292. Hydrocotyle asiatica Linn. (থুলকুড়ি)
293. Cuminum cyminum Wall. (জীরা)
294. Carum copticum Bth. (জোয়ান)
295. „ Roxburghianum Benth. (রাঁধুনি)
296. Coriandrum sativum Linn. (ধনে)
297. Daucus carota Linn. (গাজর)
298. Ferula foetida Regel. (হিং)
299. Foeniculum vulgare Gaertn. (মৌরী)
300. Seseli indicum W. & A. (বন জোয়ান)
301. Peucedanum sowa Kurz. (শলুকা)

LV. Cornaceae

302. Alangium Lamarckii Thw. (আঁকোড়)

LVI. Rubiaceae

303. Anthocephalus Cadamba Miq. (কদম্ব)
304. Cinchona officinalis Linn. (কুইনাইন)
305. Adina cordifolia HK. f. (কেলিকদম্ব)
306 Ixora parviflora Vahl. (গান্ধাল রঙ্গন)
307. „ coccinea Linn. (রঙ্গন)
308. Oldenlandia corymbosa Linn. (ক্ষেতপাপড়া)
309. Psychotria ipecacuanha Stokes. (ইপিকাক)
310 Ophiorrhiza Mungos Linn. (গন্ধনকুলি)
311. Mussaenda frondosa Linn. (নাগবল্লী)
312. Paederia foetida Linn. (গন্ধভাদুলিয়া)
313. Pavetta indica Linn. (কুকুরচূড়া)
314. Randia dumetorum Lamk. (মদন ফল)
315. „ uliginosa DC. (পিরআলু)
316. Rubia cordifolia Linn. (মঞ্জিষ্ঠা)
317. Vangueria spinosa Roxb. (ময়না)
318. Morinda citrifolia Linn. (আচ)
319. Hymenodictyon excelsum Wall. (কুকুর কাট)

LVII. Valerianeae

320. Nardostachys jatamansi DC. (জটামাংসী)
321. Valeriana Hardwickii Wall. (টগর)
322. Valeriana officinalis Linn. (কালবালা)

LVIII. Compositae

323. Vernonia cinerea Less. (কুকসিমা ছোট)
324. „ anthelminticum Willd. (সোমরাজ)
325. Elephantopus scaber Linn. (শ্যামদলন)
326. Grangea maderaspatana Poir. (নামুতি)
327. Eupatorium ayapana Vent. (আয়াপান)
328. Blumea lacera DC. (কুকসিম)
329. Anacyclus pyrethrum DC. (আকরকরা)
330. Artemisia vulgaris Linn. (নাগদমনী)
331. Carthamus tinctorius Linn. (কুসুমফুল)
332. Chrysanthemum coronarium Linn. (গুলচিনি)
333. Eclipta alba Hassk. (কেশরাজ)
334. Enhydra fluctuans Lour. (হিংচা)
335. Guizotia abyssynica Cass. (রামতিল)
336. Saussurea Lappa Clarke. (কুড়)
337. Xanthium strumarium Linn. (বনওকড়া)
338. Wedelia calendulacea Less. (ভৃঙ্গরাজ)
339. Sphaeranthus indicus Linn. (মুণ্ডী)
340. Tagetes erecta Linn. (গেঁদা)
341. Centipeda orbicularis Lour. (মেচেতা)
342. Sonchus arvensis Linn. (বনপালং)

LIX. Plumbaginaceae

343. Plumbago zeylanica Linn. (চিতা)
344. „ rosea Linn. (রক্তচিতা)

LX. Myrsinaceae

345. Embelia Ribes Burm. (বিড়ঙ্গ)

LXI. Sapotaceae

346. Achras sapota Linn. (সপেটা)
347. Bassia latifolia Roxb. (মহুয়া)
348. „ longifolia Linn. (জল মহুয়া)
349. Mimusops Elengi Linn. (বকুল)
350. „ kauki Linn. (খিরনী)
351. „ hexandra Roxb. (ক্ষীর খেজুর)

LXII. Ebenaceae

352. Diospyros Embryopteris Pers. (গাব)

LXIII. Styraceae

353. Symplocos racemosa Roxb. (লোধ)
354. Styrax Benzoin Dryand. (লবান)

LXIV. Oleaceae

355. Jasminum arborescens Roxb. (বড়কুঁদ)
356. grandiflorum Linn. (জাঁতি)
357. „ sambac Ait. (বেল)
358. „ pubescens Willd. (কুন্দ)
359. „ humile Linn. (স্বর্ণযুঁই)

360. Nyctanthes Arbor-tristis Linn. (শেফালিকা)
361. Schrebera swietenioides Roxb. (ঘণ্টাপারুল)

LXV. Salvadoraceae

362. Azima tetracantha Lamk. (ত্রিকাঁটাগাঁতি)
363. Salvadora persica Linn. (পিলু)

LXVI. Apocynaceae

364. Carissa carandas Linn. (করমচা)
365. Aganosma caryophyllata G. Don. (গন্ধমালতী)
366. Alstonia scholaris Br. (ছাতিম)
367. Ichnocarpus frutescens Br. (শ্যামালতা)
368. Holarrhena antidysenterica Wall. (কুরচি)
369. Rauwolfia serpentina Benth. (চন্দ্রা)
370. Nerium odorum Soland. (করবী)
371. Wrightia tomentosa R. & S. (দুধ করবী)
372. tinctoria Br. (ইন্দ্রযব)
373. Thevetia neriifolia Juss. (কল্কেফুল)
374. Vallaris Heynei Spreng. (হাপরমালী)
375. Plumeria acutifolia Poir. (গরুড় চাঁপা)
376. Tabernaemontana coronaria Br. (টগর)

LXVII. Asclepiadeae

377. Dregea volubilis Benth. (নাকচিকনী)
378. Calotropis gigantea Br. (বড় আকন্দ)
379. „ procera Br. (শ্বেত আকন্দ)
380 Daemia extensa Br. (ছাগল বেটে)
381 Oxystelma esculentum R. Br. (দুধলতা)
382 Gymnema sylvestre Br. (মেড়াশিঙ্গে)
383 Sarcostemma brevistigma W. & A. (সোমলতা)
384. Hemidesmus indicus. R. Br. (অনন্তমূল)
385. Asclepias curassavica Linn. (বনকার্পাস)
386. Tylophora asthmatica W. & A. (অন্তমূল)

LXVIII. Loganiaceae

387. Strychnos Nux-vomica Linn. (কুঁচিলা)
388. „ potatorum Linn. f. (নির্মলী)

LXIX. Gentianaceae

389. Canscora decussata R. & S. (ডানকুনি)
390. Swertia chirata Ham. (চিরেতা)
391. Limnanthemum cristatum Griseb. (চাঁদমালা)

LXX. Hydrophyllaceae

392. Hydrolea zeylanica Vahl. (ঈষলাঙ্গুলা)

LXXI. Boragineae

393. Cordia Myxa Linn. (বহুবারী)
394. „ obliqua Willd. (ছোট „)
395. Heliotropium indicum Linn. (হাতীশুঁড়া)

396. Trichodesma indicum Br. (ছোটকল্প)

397. „ zeylanicum Br. (বড় কল্প)

LXXII. Convolvulaceae

398. Argyreia speciosa Sweet. (বীজতাড়ক)

399. Ipomaea Batatas Lamk. (সকর কন্দ আলু)

400. Ipomaea Nil Roth. (নীলকলমী)

401. paniculata Br. (ভুঁইকুমড়া)

402. Ipomaea Pes-Caprae Roth. (ছাগলখুরি)

403. pes-tigridis Linn. (লাঙ্গলিলতা)

404. „ reptans Poir. (কলমীশাক)

405. Operculina Turpethum Mans. (দুধকলমী)

406. Quamoclit pinnata Bj. (তরুলতা)

407. Calonyction Bona-nox Boj. (দুধকলমী)

408. Evolvulus alsinoides Wall. (বিষ্ণুগন্ধী)

409. Cuscuta reflexa Roxb. (আলোকলতা)

410. Erycibe paniculata Roxb. (অমোঘা)

LXXIII. Solanaceae

411. Solanum nigrum Linn. (কাকমাচী)

412. „ ferox Linn. (রামবেগুণ)

413. „ Melongena Linn. (বেগুণ)

414. xanthocarpum Schrad. & Wendl. (কণ্টিকারী)

415. indicum Linn. (বৃহতী)

416. „ torvum Sw. (গোঠবেগুণ)

417. „ trilobatum Linn. (নাভি আগুরী)

418. Capsicum frutescens Linn. (ধানিলঙ্কা)

419. Datura fastuosa Linn var. alba Nees. (শ্বেতধুতুরা)

420. fastuosa Linn. (কৃষ্ণ ধুতুরা)

421. Hyoscyamus niger Linn. (খোরাসানী যোয়ান)

422. muticus Linn. (কোহিবাঙ্গ)

423. reticulatus Linn. (খোরাসানী যোয়ান)

424. Nicotiana Tabacum Linn. (তামাক)

425. Physalis minima. Linn. (বনটেপারী)

426. Withania somnifera Dunal. (অশ্বগন্ধা)

427. „ coagulans Dunal. („)

LXXIV. Scrophularineae

428. Herpestis Monnieria H. B. K. (ব্রিহ্মী)

429. Picrorhiza kurrooa Benth. (কটুকী)

430. Celsia coromandelilana Vahl. (কুকসিম)

431. Lindenbergia urticaefolia Lehm. (হলদেবসন্ত)

432. Limnophila gratissima Bl. (কর্পূর)

433. „ gratioloides Br. („)

434. Vandellia pyxidaria Maxim. (বকপুষ্প)

435. Digitalis purpurea Linn. (ডিজিটেলিস)

LXXV. Bignoniaceae

436. Oroxylum indicum Vent. (শোনা)
437. Stereospermum chelonoides DC. (পীতপাটলা)
438. „ suaveolens DC. (পারুল)

LXXVI. Pedalineae

439. Martynia diandra Glox. (বাঘ নখা)
440. Pedalium Murex Linn. (বড়গোক্ষুর)
441. Sesamum indicum DC. (তিল)

LXXVII. Acanthaceae

442. Cardanthera uliginosa Ham. (কালা)
443. Hygrophila spinosa Anders. (কুলেখাড়া)
444. „ salicifolia Nees. (কাকনাসা)
445. Adhatoda Vasica Nees. (বাসক)
446. Andrographis paniculata Nees. (কালমেঘ)
447. Acanthus ilicifolius Linn. (হরকচ কাঁটা)
448. Barleria prionitis Linn. (কাঁটাঝাঁটি)
449. „ cristata Linn. (শ্বেতঝাঁটি)
450. „ strigosa Willd. (নীলঝাঁটি)
451. Justicia Gendarussa Linn. f. (জগৎমদন)
452. „ diffusa Willd. (পীতপাপড়া)
453. Rhinacanthus communis Nees. (পলকজুঁই)
454. Ecbolium Linneanum Kurz.
455. Rungia parviflora Nees. (পিপি)
456. Peristrophe bicalyculata Nees. (নাসভাগ)

LXXVIII. Verbenaceae

457. Clerodendron infortunatum Gaertn. (ঘেঁটু)
458. „ Siphonanthus Br. (বামুনহাটী)
459. „ phlomoides Linn. f. (বাতম্ন)
460. Lantana camara Linn. (গুয়েগেঁদা)
461. Callicarpa arborea Roxb. (বরমালা)
462. „ lanata Linn. (মসন্দাবী)
463. Tectona grandis Linn. f. (সেগুণ)
464. Premna integrifolia Linn. (ভূত ভৈরবী)
465. „ herbacea Roxb. (ভুঁইজাম)
466. Vitex Negundo Linn. (নিশিন্দা)
467. „ trifolia Linn. f. (নীল নিশিন্দা)
468. Gmelina arborea Linn. f. (গাম্ভারী)
469. Avicennia officinalis Linn. (বীনা)

LXXIX. Labiatae

470. Ocimum sanctum Linn. (কৃষ্ণ তুলসী)
471. „ gratissimum Linn. (রাম তুলসী)
472. „ Basilicum Linn. (বাবুই তুলসী)
473. Coleus aromaticus Benth. (পাথরচুর)
474. Mentha viridis Linn. (পুদিনা)
475. Mentha piperita Linn.

476. Salvia plebeia Br. (ভূতুলসী)
477. Anisomeles ovata Br. (গোবরঃ)
478. Leucas linifolia Spreng. (হলকসা)
479. „ cephalotes Spreng. (বড় হলকস)
480. Lallementia Royleana Bth. (তোকমারি)

LXXX. Plantaginaceae

481. Plantago ovata Forsk. (ইষপগুল)

LXXXI. Nyctagineae

482. Boerhaavia repens Linn. (পুনর্ণবা)
483. Pisonia aculeata Linn. (বাঘ আঁচড়া)
484. Mirabilis jalapa Linn. (কৃষ্ণকেলি)

LXXXII. Amarantaceae

485. Achyranthes aspera Linn. (আপাং)
486. Aerua lanata Juss. (চায়া)
487. Alternanthera sessilis Br. (সানচি)
488. Celosia argentea Linn. (শ্বেতমূর্গা)
489. „ cristata Linn. (লাল মূর্গা)
490. Amaranthus spinosus Linn. (কাঁটানটে)
491. tristis Linn. (চাঁপানটে)

LXXXIII. Chenopodiaceae

492. Chenopodium album Linn. (বেতোশাক)
493. „ ambrosodes Linn. (চন্দন বেতো)
494. Spinacia oleracea Linn. (পালংশাক)
495. Basella rubra Linn. (পুঁই শাক)

LXXXIV. Polygonaceae

496. Rheum Emodi Wall. (রেবাস্ক চিনি)
497. Rumex maritimus Linn. (বন পালং)
„ vesicarius Linn. (চুক পালং)

LXXXV. Aristolochiaceae

499. Aritsolochia indica Linn. (ইশেরমূল)
500. „ bracteata Retz. (কিরামার)

LXXXVI. Piperaceae

501. Piper longum Linn. (পিপুল)
502. „ Betle Linn. (পান)
503. „ nigrnm Linn. (গোলমরিচ)
504. „ cubeba Miq. (কাবাব চিনি)
505. „ chaba Hunter. (চৈ)

LXXXVII. Myristiceae

506. Myristica fragrans Hoult. (জৈত্রী)

LXXXVIII. Laurineae

507. Cinnamomum Tamala Fr. Nees. (তেজপাতা)
508. „ zeylanicum Breyn. (দারুচিনি)
509. „ Camphora Linn. (কর্পূর)
510. Cassytha filiformis Linn. (আকাশ বেল)
511. Litsæa sebifera Pers. (কুকুর চিতে)
512. „ polyantha Juss. (বড় কুকুর চিতে)

LXXXIX. Thymelæaceae

513. Aquilaria Agallocha Roxb. (অগুরু)

XC. Elaeagnaceae

514. Elaeagnus latifolia Linn. (গুয়াবা)

XCI. Loranthaceae

515. Loranthus globosus Roxb. (ছোট মান্দা)
516. „ longiflorus Desv. (বড় মান্দা)

XCII. Santalaceae

517. Santalum album Linn. (চন্দন)

XCIII. Euphorbiaceae

518. Acalypha indica Linn. (মুক্তঝুরি)
519. Aleurites molluccana Willd. (আখরোট)
520. „ Fordii Hemsl. (টাঙ্গ অইল)
521. Baliospermum axillare Bl. (হাকুন)
522. Croton Tiglium Linn. (জয়পাল)
523. Chrozophora plicata A. Juss. (ক্ষুদি ওকরা)
524. Euphorbia antiquorum Linn. (তেকাঁটাশিজ)
525. „ neriifolia Linn. (মনসাসিজ)
526. „ Tirucalli Linn. (জটা লঙ্কা)
527. „ pilulifera Linn. (বড় কেরুই)
528. „ microphylla Heyne. (ছোট কেরুই)
529. „ thymifolia Burm. (শ্বেত কেরুই)
530. Jatropha Curcas Linn. (বাগভেরেন্দা)
531. „ gossypifolia Linn. (লাল ভেরেণ্ডা)
532. Ricinus communis Linn. (গাব ভেরেণ্ডা)
533. Putranjva Roxburghii Wall. (পুত্রঞ্জীব)
534. Tragia involucrata Linn. (বিছুটী)
535. Cleistanthus collinus Benth. (গারবি)
536. Mallotus philippinensis Muell. (কমলাগুঁড়ি)
537. Phyllanthus distichus Muell. (নোয়াড়)
538. „ Emblica Linn. (আমলকী)
539. „ Niruri Linn. (ভুঁইআমলা)
540. „ Urinaria Linn. (হাজরমনি)
541. „ reticulatus Poir. (পানশিউলি)
542. Trewia nudiflora Linn. (পিটুলি)
543. Sapium sebiferum Roxb. (মোমচীনা)

XCIV. Urticaceae

544. Artocarpus integrifolia Linn. F. (কাঁঠাল)
545. „ Lakoocha Roxb. (ডেলো)
546. Cannabis sativa Linn. (গাঁজা)
547. Ficus bengalensis Linn. (বট)
548. „ religiosa Linn. (অশ্বথ)
549. „ Rumphii Bl. (গয়াশ্বথ)
550. „ glomerata Roxb. (যজ্ঞডুমুর)
551. „ hispida Linn. (কাক ডুমুর)
552. „ heterophylla Linn. (ঘটীশেওড়া)
553. „ Cunia Ham. (জয়াডুমুর)
554. „ infectoria Roxb. (পাকুড়)

555. Morus indica Linn. (তুঁত)
556. Strebuls asper Lour. (শেওড়া)

XCV. Juglandeae

557. Juglans regia Linn. (আখরোট)

XCVI. Myricaceae

558. Myrica Nagi Thunb. (কটফল)

XCVII. Casuarineae

559. Casuarina equisetifolia Forst. (ঝাউ)

XCVIII. Cupuliferae

560. Betula utilis Don. (ভূর্জ্জপত্র)
561. Quercus infectoria Oliver. (মাজুফল)

XCIX. Salicineae

562. Salix tetrasperma Roxb. (পানিজামা)

C. Coniferae

563. Pinus longifolia Roxb. (গন্ধ বিরেজা)
564. Abies Webbiana Lindl. (তালিশপত্র)
565. Cedrus Libani Barrel. (দেবদারু)

CI. Orchideae

566. Dendrobium Macraei Lindl. (জীবন্তী)
567. Vanda Roxburghii Br. (রাস্না)
568. Saccolabium papillosum Lindl. („)
569. Eulophia campestris Wall. (সালেমমিশ্রি)

CII. Scitamineæ

570. Alpinia Galanga Sw. (কুলঞ্জন)
571. Kæmpferia angustifolia Rosc. (মধুনির্ব্বিষা)
572. Kæmpferia rotunda Linn. (ভুঁইচাঁপা)
573. „ Galanga Linn. (চন্দ্রমূলা)
574. Hedychium spicatum Ham. (কর্পূর কচুরি)
575. Curcuma Amada Roxb. (আম-আদা)
576. „ aromatica Salisb. (বন হরিদ্রা)
577. „ longa Linn. (হরিদ্রা)
578. „ Zedoaria Rosc. (শটী)
579. „ angustifolia Roxb. (টিকুর)
580. „ caesia Roxb. (কাল হলুদ)
581. Zingiber officinale Rosc. (আদা)
582. „ zerumbet Sm. (মহাবরীবচ)
583. „ Casumunar Roxb. (বনআদা)
584. Costus speciosus Sm. (কেউ)
585. Amomum subulatum Roxb. (বড় এলাচ)
586. „ aromaticum Roxb. (মোরঙ্গ এলাচ)
587. Elettaria cardamomum Maton. (ছোট এলাচ)
588. Canna indica Linn. (সর্ব্বজয়া)
589. Musa sapientum Linn. (কলা)

CIII. Hæmodoraceæ

590. Sansevieria Roxburghiana Schult. (মূর্ব্বা)

CIV. Bromeliaceae

591. Ananas sativa Linn. (আনারস)

CV. Irideæ

592. Crocus sativus Linn. (জাফরান)
593. Belamcanda chinensis Leman. (দশবাই চণ্ডী)

594. Iris napalensis D. Don. (চিলুকি)

CVI. Amaryllidaceae

595. Curculigo orchioides Gaertn. (তালমূলী)

596. Agave Vera Cruz Mill. (কাণ্টালু)

597. Crinum asiaticum Linn. (বড়কানুর)

598. " zeylanicum Linn. (সুখদর্শন)

CVII. Taccaceae

599. Tacca integrifolia Ker. (বরাহীকন্দ)

CVIII. Dioscoreaceae

600. Dioscorea pentaphylla Linn. (কাঁটা আলু)

(a) alata Linn. (খাম আলু)
(b) globosa Roxb. (চুপড়ি আলু)
(c) rubella Roxb. (গরানিয়া আলু)
(d) purpurea Roxb. (লালগরানিয়া আলু)
(e) fasciculata Roxb. (সুতনি আলু)
(f) spinosa Roxb. (সীমালু)
(g) glabra Roxb. (শোরা আলু)
(h) anguina Roxb. (কুকুর আলু)
(i) bulbifera Linn. (রতালু)

CIX. Liliaceae

601. Smilax glabra Roxb. (তোপচিনি)

602. " lanceaefolia Roxb. (গুটিয়া সাকচিনী)

603. " macrophylla Roxb. (কুমারিকা)

604. Asparagus racemosus Willd. (শতমূলী)

605. Aloe vera Linn. (ঘৃতকুমারী)

606. Allium cepa Linn. (পিঁয়াজ)

607. Allium sativum Linn. (রসুন)

608. Gloriosa superba Linn. (লাঙলিকা)

609. Polianthes tuberosa Linn. (রজনীগন্ধা)

610. Uriginea indica Kunht. (বনপেঁয়াজ)

CX. Pontederiaceae

611. Monochoria vaginalis Presl. (নুখা)

CXI. Xyrideae

612. Xyris pauciflora Willd. (দাবিদ্রুবি)

CXII. Commelinaceae

613. Commelina benghalensis Linn. (কানছিড়ে)

614 Aneilema scapiflorum Wight. (কুরেলী)

CXIII. Flagellarieae

615. Flagellaria indica Linn. (বনচাঁদ)

CXIV. Palmeae

616. Areca catechu Linn. (সুপারী)

617. Cocos nucifera Linn. (নারিকেল)

618. Borassus flabellifer Linn. (তাল)

619. Caryota urens Linn. (গোলসাগু)

620. Phoenix sylvestris Roxb. (খেজুর)

621. " dactylifera Linn. (পিণ্ড খেজুর)

622. Calamus viminalis Willd. (বড় বেত)

623. " tenuis Roxb.

CXV. Pandaneae

624. Pandanus fascicularis Lam. (কেয়া)

CXVI. Typhaceae

625. Typha elephantina Roxb. (হোগলা)

CXVII. Aroideae

626. Amorphophallus campanulatus Bl. (ওল)
627. Acorus calamus Linn. (শ্বেতবচ)
628. Alocasia indica Schott. (মানকচু)
629. Colocasia antiquorum Schott. (কচু)
630. Pistia stratiotes Linn. (টোকাপানা)
631. Scindapsus officinalis Schott. (গজপিপুল)
632. Typhonium trilobatum Schott. (ঘেঁটকচু)

CXVIII. Cyperaceae

633. Kyllinga triceps Rottb. (শ্বেত গোথুবি)
634. „ monocephala Rottb. (গোথুবি)
635. Juncellus inundatus Clarke. (পাতি)
636. Cyperus scariosus Br. (নাগর মুথা)
637. „ rotundus Linn. (মুথা)
638. Scirpus grossus Linn. f. (কেসুর)

CXIX. Gramineae

639 Andropogon squarrosus Linn. f. = Vettveria zizanioides (Linn.) Nash. (খসখস)
640. „ Nardus Linn. = Cymbopogon nardus Rendle. (গন্ধবেনা)
641. Andropogon schœnanthus Linn. (অগ্যঘাস)
642. „ laniger Desf. = Cymbopogon schoenanthus Spreng. (করাঙ্কুশ)
643. „ citratus Dc. = Cymbopogon citratus Stapf. (গন্ধতৃণ)
644. „ Sorghum Brot = Sorghum vulgare Pers. (জুয়ার)
645. Bambusa arundinacea Willd. (বাঁশ)
646. Dendrocalamus strictus Nees. (কারাইল বাঁশ)
647. Cynodon dactylon Pers. (দুর্ব্বা)
648. Zea Mays Linn. (ভুট্টা)
649. Eragrostis cynosuroides Beauv. (কুশ)
650. Imperata arundinacea Cyrill = Imperata cylindrica (Linn.) P. Beauv. (উলু)
651. Eleusine coracana Gaertn. (মেকয়া)
652. Oryza sativa Linn. (ধান্য)
653. Paspalum scrobiculatum Linn. (কোদো)
654. Panicum miliaceum Linn. (চীনা)
655. „ Frumentaceum Roxb. = Echinochloa crusgalli P. Beauv. (শ্যামা)
656. Setaria italica Beauv. (কঙ্গু)
657. Saccharum spontaneum Linn. (কেশে)
658. Saccharum officinarum Linn. (আক, ইক্ষু)
659. „ arundinaceum, Retz. var. sara (শর)
660. Hordeum vulgare Linn. (যব)
661. Triticum valgare Linn. (গম)
662. Avena sativa Linn. (যই)
663. Coix Lachryma-Jobi Linn. (গড়গড়া)

CXX. Polypodiaceae

664. Adiantum lunulatum Burm. (কালিঝাঁট)

665. „ caudatum Linn. (ময়ূরশিখা)

666. „ capillus veneris Linn. (হংসরাজ)

667. „ venustum Don. (হংসরাজ)

668. Polypodium quercifolium Linn. — Drynaria quercifolia (Linn.) J. Sm. (গুরুর)

669. Actinopteris dichotoma Bedd. (ময়ূর পঙ্খী)

CXXI. Salviniaceae

670. Azolla pinnata R. Br. (পানা)

671. Salvinia cucullata Roxb. (ইন্দুর কানি পানা)

CXXII. Marsiliaceae

672. Marsilea quadrifolia Linn. (সুষনি শাক)

বাঙ্গালা ও সংস্কৃত নামের বর্ণমালা অনুযায়ী

সূচীপত্র

ভারতীয় বনৌষধি

I. RANUNCULACEAE.

Genus—ACONITUM Linn.

1. A. heterophyllum Wall. (অতিবিষা)

Fig.—Bentl. & Trim., Med. Pl., t. 7; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t 13*b*.

Ref.—Royle Ill., 56, t. 13; F. B. I., i. 29; Royle in Journ. As. Soc., Bengal, i. 459.

জন্মস্থান—হিমালয় পর্ব্বতের পশ্চিম নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশ, কুমায়ন হইতে হাসোরা, ৮,০০০ হইতে ১৩,০০০ ফুট উচ্চে।

বিভিন্ন নাম—সংস্কৃত—আতিষ; বাঙ্গালা—অতিবিষা, আতইচ; হিন্দী—অতিস্; তামিল—অতিবাদায়াম্; তেলুগু—অতিবাসা; পারস্য—বীজ্জাতুরকী।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল ও কন্দ। মাত্রা ২-৪ আনা।

বর্ণনা—ইহার ক্ষুপ হিমালয় প্রদেশে অতি উচ্চ স্থানে জন্মে। পত্র দেখিতে অনেকটা নাকদানা পত্রের ন্যায়। ডালগুলি চেপ্টা, পত্রবৃন্তের নিকট হইতে ফুল বাহির হয়। বোঁটা ফুল দেখিতে টুপীর মত। ইহার কন্দ হইতে শিকড় বাহির হয়। বৈদ্যশাস্ত্র-মতে কৃষ্ণ, শ্বেত ও রক্তবর্ণ—এই ত্রিবিধ অতিবিষা আছে। বাজারে যে অতিবিষা বিক্রয় হয় উহা দেখিতে ধূসর বর্ণ ও উহার ভিতরটি শ্বেতবর্ণ; উহার স্বাদ তিক্ত। কাণ্ড সরল ও পত্র-পরিপূর্ণ। গাছ উচ্চে ১ হইতে ৩ ফুট হয়। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, দেখিতে ডিম্বাকৃতি ও হৃৎপিণ্ডাকার। পত্রের কিনারায় দাঁত আছে। ফুলের বোঁটা ১ ইঞ্চি লম্বা, উজ্জ্বল নীলবর্ণ, ফুলের শিরাগুলি বেগুনে রঙের।

ঔষধার্থে ব্যবহার—অতিবিষা শ্লেষ্মারোগনাশিনী ও রসায়ন (মদনপাল)। অতিসার, জ্বরাতিসার ও গ্রহণী রোগে অপরাপর ঔষধের সহিত অতিবিষার ব্যবহার আছে

[ত্ত)। ইহা জ্বরনাশক, পাচক ও বলকারক। ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রতিষেধক-রূপে অতিবিষার ব্যবহার হয়। অতিবিষা, বিড়ঙ্গের (Embelia Ribes) সহিত ব্যবহার করিলে পেটের কৃমি নষ্ট হয় (Mat. Med. Ind., ii. 3)। জ্বর-প্রতিষেধের জন্য ১২ আনা মাত্রায় ব্যবহার করা যায় (Pharm. Ind., i. 16, 1890, Bombay)।

শিশুদের কাশ-জ্বরে ও বমনে ইহা মধুর সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করা যায়। শার্ঙ্গধরের মতে ইহা উদরাময়, অম্ল ও সর্দ্দি-নাশক।

Dymock বলেন, ইহা 'বালগুলি'-নামক বটিকার একটি উৎকৃষ্ট মসলা। এই গুলিতে ৩১টি মসলা আছে, তন্মধ্যে সিদ্ধি, অহিফেন ও ধুতরা এই কয়টি বিষাক্ত (Narcotic), অপরগুলি তিক্ত; এই গুলিতে ছোট ছোট ছেলে বেশ শান্ত থাকে ও নিস্তব্ধ হইয়া নিদ্রা যায়।

আকোড় (Alangium Lamarckii) মূলের ত্বক্ ৩ ভাগ, অতিবিষা ১ ভাগ তণ্ডুলোদকে পেষণ করিয়া পান করিলে গ্রহণী আরাম হয় (বনৌষধি)। ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রতিষেধক-স্বরূপ অতিবিষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অতিবিষা, বিড়ঙ্গের সহিত সেবন করিলে অন্তস্থ কৃমির নাশ হয়। জ্বরাদি রোগ ভোগ করিবার পর দৌর্ব্বল্য দূরীকরণার্থ অতিবিষা ব্যবহৃত হয়।

অতিবিষা, শুঁট, কুরচির ছাল, মুথা ও গোলঞ্চ—প্রত্যেকটি সমপরিমাণ, সর্ব্বসমেত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; ইহাদের কাথ সিকি অংশ থাকিতে অগ্নি হইতে নামাইয়া দিবসে ২।৩ বার সেবন করিলে উদরাময়-সংযুক্ত জ্বর আরাম হয় (শার্ঙ্গধর)।

অতিবিষা কন্দের গুঁড়া মধুর সহিত সেবন করিলে, সর্দ্দি, কাশি, জ্বর ও বালকদের বমন আরাম হয়।

ইহার কন্দ ১ আউন্স ও নাটাকরঞ্জার (Cæsalpinia Bonducella) বীজ ২ ড্রাম গুঁড়া করিয়া খাইলে পিত্তজ্বর আরাম হয়, মাত্রা ১০-২০ গ্রেন। অতিবিষা একটি প্রয়োজনীয় ঔষধ। ইহা জ্বর-নাশক, ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক, বলকারক ও উদরাময়-নাশক, দীর্ঘকাল জ্বর ভোগের পর ইহা বলকারক (Tonic) ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; মাত্রা ৫-১০ গ্রেন; দিবসে তিন বার সেব্য (Dymock)।

অতিবিষা-সম্বন্ধে অনেকের অনেক প্রকার মত আছে: Buchanan ইহাকে Caltha নামক genus ভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতেন, তৎপরে Don সাহেব ইহা পরিবর্ত্তিত করিয়া Nirbisia নাম দেন। তিনি এই নামটি দেশীয় নির্ব্বিষি নাম হইতে সম্ভবতঃ লইয়াছিলেন। Dr. Wallich এইগুলি সংশোধন করিয়া Aconitum নাম দেন। সাধারণতঃ Aconiteকে Jadwar root বলে। দেশীয় নির্ব্বিষা নামে অনেক গাছ আছে; যেমন Curcuma aromatica Salisb. (বনহরিদ্রা), C. Zedoaria Roscoe (কচুর) এবং

Delphinium denudatum Wall. Dr. Dymock-লিখিত Glossary of the Bombay Plants & Drugs নামক পুস্তকে Cissampelos Pareira Linn. (একলেজা) -কেও নির্ব্বিষা বলা হইয়াছে। বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত Rice পরীক্ষা-দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, Kyllinga monocephala Rottb. (শ্বেত গোথুবি) আয়ুর্ব্বেদীয় নির্ব্বিষা। এইরূপে নানা জনে নানা প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; অবশেষে Moodeen Shariff সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে Jadwar অর্থাৎ নির্ব্বিষা শব্দের সংস্কৃত অর্থ প্রতিষেধক ঔষধ (Antidote), আর Aconite-এর দ্বারা অনেক রোগ আরাম হয় ও ইহা অনেক রোগের প্রতিষেধক ঔষধ; অতএব Aconite-ই Jadwar নামের উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয়।

একোনাইট-সেবনে ফোড়া আরাম হয় (Dr. Emerson)। (Fig. 1.)

2. A. Ferox Wall. (কাঠবিষ)

Fig.—Bentl. & Trim., Med. Pl., i. t. 5; Annals, Royal Botanic Garden, Calcutta, v. t. 11, and x. t. 109, 1905; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 20.

Ref.—F. B. I., i. 28; Wall., Cat. 4721; Don. Prodr., 196.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশের সিকিম হইতে গাবোয়াল পর্য্যন্ত স্থান, ১০,০০০ হইতে ১৪,০০০ ফুট উচ্চে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—স. বৎসনাভ, বা. কাঠবিষ, হি. মিঠাজহর; তা. বসনাভি তে. বিষনাভি; Eng. Monks' hood.

ব্যবহার্য্য অংশ—কন্দ ও মূল।

বর্ণনা—ইহার পাতা বিক্ষিপ্ত, দেখিতে অনেকটা তবমুজের পাতার ন্যায়, পাতার গায়ে ডাঁটায় লোম আছে। পুষ্পদণ্ড সোজা, ফুল কাণ্ডের উভয় দিকে হয়। ফুলের বহিঃ নীলবর্ণ ও লোমযুক্ত, উপবিভাগ টুপীর ন্যায়। বীজ কৃষ্ণবর্ণ ও পক্ষযুক্ত, ফুল দেখিতে অনেক মটর ফুলের ন্যায়। ফলে কাঁটা আছে। ফলগুলি অনেকটা হুড়হুড়ে ফলের ন্যায় কাঁটায় কিন্তু লম্বায় ছোট ও মোটা। ইহার কন্দের গাত্র হইতে পটলের মূলের ন্যায় শিকড় বাহির হয়। এই কন্দ বাজারে Aconite বলিয়া বিক্রয় হয়। Bidie বলেন যে, ইহার Gloriosa superba Linn. (বিশালাঙ্গুলী)-মূল মিশ্রিত করিয়া মান্দ্রাজের বাজারে Aconite বলিয়া বিক্রয় হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল ও কন্দ অতিশয় বিষাক্ত এবং বিষক্রিয়া Aconitum Napellus অপেক্ষা অনেক পরিমাণে মৃদু। ভারতীয় ভৈষজ্যের মধ্যে ইহা একটি

ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা একদিন মাত্র ব্যবহার করিলেই বহুমূত্র রোগীর প্রস্রাবে শর্করার পরিমাণ কমিয়া আসে (Kirtikar & Basu)। মূত্রযন্ত্রের পীড়া ও মেহ রোগে ইহা বিশেষ হিতকর।

পেশীর বাত, পুরাতন ও নূতন চুলকনায় ইহার শিকড় প্রলেপ-স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। নাসিকা হইতে শ্লেষ্মাস্রাব, আলজিহ্বাব বিবৃদ্ধি, গলাব ক্ষত, সর্দ্দি ও বাত রোগে ইহা বড় হিতকর। ইহা কুষ্ঠ-বোগ-নিবারক ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গেব অসাড়তায় বিশেষ উপকারী।

কাঠবিষ ১, জৈত্রী ১, গোল মরিচ, হিঙ্গুল (Cinnabar), লবঙ্গ বা দারুচিনি ১, মৃগনাভি ½ ভাগ; এইগুলি বটিকাকারে ব্যবহাব করিলে, কফ ও হাঁপানিতে বিশেষ ফল দর্শে, মাত্রা ২ গ্রেন (Dymock)।

পুরাতন অবিবাম জ্বরে ইহা সেবন কবিলে বিশেষ উপকার পাওযা যায় (Dyr ock)। বহু ইউরোপীয ডাক্তাব প্রকৃত Aconite-এব স্থলে ইহা ব্যবহাব করেন। এ দেশীয শিকাবীরা ও অসভ্য জাতিগণ ধনুকেব তীবের অগ্রভাগ বিষাক্ত কবিবাব জন্য বৎসনাভ অনেক পবিমাণে । করে। মুসলমান বৈদ্যগণ সর্পবিষ ও কাঁকড়া বিছার বিষ নষ্ট কবিবাব জন্য কাঠ- সহিত অপরাপব উত্তেজক ঔষধ মিশ্রিত কবিযা ব্যবহাব করেন। ইহা কামোত্তেজক ও প্রবল জ্বরের উত্তাপ কমাইবার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় (Emerson)। (Fig. 2.)

3. A. Napellus Linn. (কাঠবিষ)

Fig.—Bentl. & Trim., Med. Pl., i. t. 6; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 9.

Ref.—F. B. I., i. 28; Journ. Board. Agric., xxi. 496 & 502; Annals, Botanic Garden, Calcutta, x. 121, 1905.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশের ১০,০০০-১৫,০০০ ফুট উচ্চপর্ব্বতে চাম্বা প্রভৃতি স্থানে ও পশ্চিম-প্রদেশের অতি উচ্চ পার্ব্বত্য ভূভাগে জন্মে। সাধারণতঃ ইহা ইউরোপ, বং আমেরিকার মেরু-প্রদেশে ও নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে দেখা যায়।

ভিন্ন নাম—স. বিষ, বা. কাঠবিষ, হি. মুধিবিষ, পাঞ্জাবী—মহরী; Eng. hood or Wolves' bane.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল ও টাট্‌কা পত্র।

বর্ণনা—ইহা একটি খাড়া গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ্। কাণ্ড ২।৩ ফুট উচ্চ। মূল মোচার ন্যায়, পটলের মূলের মত, গায়ে সরু সরু শিকড় জন্মে, ২-৪ ইঞ্চি লম্বা। গাছ মরিয়া গেলে ইহার মূল হইতে পরবর্ত্তী বৎসরে গাছ বাহির হয় এবং পূর্ব্ব বৎসরের মূল পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। গাছের পাতা ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, অনেকটা দেখিতে রজনীগন্ধা গাছের ন্যায়। উপরের পাতা ছোট হয়। ডাঁটার উপরিভাগে উভয় দিকে মটর ফুলের ন্যায় ফুল হয়। ফুল ডাঁটায় লাগিয়া

থাকে। পাতার স্বাদ জ্বালাকর। টাট্‌কা মূল উগ্র গন্ধ-বিশিষ্ট। শুষ্ক মূল মিষ্ট (Fluck & Hanb.)। ফুল সবুজের আভাযুক্ত নীলবর্ণ। ফুলের বহির্ব্বাস ৫টি, পাপড়ী ২-৫টি। পুংকেসর অনেক থাকে, ইহারা লোমযুক্ত। বীজকোষ মসৃণ, অভ্যন্তরে অনেক বীজ থাকে। Flora of British India নামক পুস্তকে ইহার আরও তিনটি Var. আছে; যথা—Var. rigidum, Var. multifidum এবং Var. rotundifolium.

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা সাধারণতঃ জ্বর-নাশক, নানাবিধ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, পুরাতন বাত, গেঁটেবাত ও হৃদ্‌রোগে হিতকর। ইহা অধিক মাত্রায় বিষের ন্যায় কাজ করে। অর্দ্ধ মাত্রায় বলকারক ও জ্বরনাশক (Nadkarni)।

British Pharmacopœiaতে ইহার মূলের ব্যবহার গৃহীত হইয়াছে। (Fig. 3.)

Genus—DELPHINIUM Linn.

4. D. denudatum Wall. (নির্ব্বিষি)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., i. 7*a*; Brühl, Annals, Royal Botanic Garden, Calcutta, v. pt. ii. 117, fig. 10*d*, t. 119, fig. 19, 1896.

Ref.—F. B. I., i. 25; Collett. Fl. Siml., 12, 1902; Wall., Cat., 4719.

জন্মস্থান—পশ্চিম হিমালয়ের নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশ। ৫-১০ হাজার ফুট উচ্চে কাশ্মীর হইতে কুমায়ুন প্রদেশের তৃণ-ক্ষেত্রে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. বিশল্যকরণী, নির্ব্বিষি; নেপাল—নীলোবিষ; বোম্বাই এবং জাদোয়ার, নির্ব্বিষি।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল ও বীজ।

বর্ণনা—অবনত এবং বহু-প্রশাখা-বিশিষ্ট ওষধি। কাণ্ড ২-৩ ফুট উচ্চ শাখাযুক্ত পত্রে ৫-৯টি সরু ও পক্ষাকার বিভাগ আছে। কাণ্ডে পত্র অল্প হয়, বৃন্ত লম্বা। ফুল সংখ্যা অল্প হয়, উহা ১½ ইঞ্চি লম্বা ও গোলাকার। ফুলের পাপড়ী ৫টি, ফিকে নীলবর্ণ ও পশমা পুষ্পস্তবক বিস্তৃত, শ্বেত, নীল, বেগুনে এবং ধূসরবর্ণ। পুষ্পদণ্ডে ফুল একটির পর একটি বিপরী দিকে হয়। পত্র দেখিতে অনেকটা ধনে গাছের পাতার মত। ফলে বীজ ১-৭টি থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল চিবাইলে দাঁতের বেদনা উপশম হয়। জ্বরের কালে ইহার মূলের ক্বাথ ২-৪ ড্রাম পরিমাণ ব্যবহার করিলে জ্বর আরাম হয় (Stewart) ইহা বাত ও উপদংশ রোগে ব্যবহার করিলে স্বাস্থ্য পুনরায় আনয়ন করে। কথিত আ যে, বানর-বৈদ্য সুসেন লক্ষ্মণের শক্তি-শেল-কালে এই ঔষধ হনুমান্‌কে আনিতে বলেন হনুমান্‌ এই ঔষধ হিমালয় প্রদেশ হইতে আনিলে লক্ষ্মণের ক্ষতস্থানে ব্যবহৃত হয় রাবণের ভয়ঙ্কর শেল-জনিত আঘাত হইতে লক্ষ্মণ আরোগ্য লাভ করেন (Nadkarni)।

ইহা উপদংশ ও বাতের পক্ষে বিশেষ হিতকর।

নির্ব্বিষি ১ ড্রাম, আম্বার ১০ গ্রেন, জাফরান ১ ড্রাম, এইগুলি গোলাপ জলে পেষণ করিয়া ২ গ্রেন হইতে ৫ গ্রেন পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলে, হৃদ্‌রোগ ও মস্তিষ্কের যাবতীয় রোগ আরাম হয়। ইহা শুক্র ও পুংজননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতায় বিশেষ হিতকর। (Nadkarni)।

Jadwar (নির্ব্বিষি) সচরাচর একোনাইটের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাজারে বিক্রয় হয়। (Fig. 4.)

Genus—CLEMATIS Linn.

5. C. triloba Heyne (লঘুকর্ণী)

Fig.—Talbot., For. Fl., Bombay, i. t. 3; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pt., t. 2.

Ref.—F. B. I., i. 3, DC., Prodr., i. 8; W. & A., Prodr., i. 2.

জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্যের পার্ব্বত্য প্রদেশ ও কঙ্কণের পশ্চিম ভাগে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—স. লঘুকর্ণী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্রের রস।

বর্ণনা—ইহা একটি লতানে গাছ, বহুদূর ব্যাপিয়া জন্মে। পত্র ১-২ ইঞ্চি লম্বা, পত্রদণ্ডে ৩টি উপপত্র থাকে, পাতার ডাঁটা লম্বা ও কাঁটাযুক্ত। কিনারাগুলি করাতের ন্যায়। পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়। ফুলের নিম্ন অংশ পত্রময়। ফুল শ্বেতবর্ণ, ১½-২ ইঞ্চি বিস্তৃত। বহির্ব্বাস ৪-৬টি। ফুলের ভিতর আবরণ নাই। পুংকেসর অনেক আছে। ফল গোলাকার, প্রান্তদেশ অল্প সূচাল। ফল পাকিলে, ফাটিয়া যায় ও বীজ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতার রস ও কুরচি পাতার রস চক্ষে দিলে চক্ষু উঠা আরাম হয়; প্রত্যেক বারে ২ ফোটা দিতে হয়। কেহ কেহ সমস্ত গাছটিকে ভেদক বলিয়া উল্লেখ করেন। ইহার টাট্‌কা পত্ররস রক্তদুষ্টি, কুষ্ঠ, উপদংশ ও পুরাতন জ্বরে হিতকর (Dymock)। (Fig. 5.)

Genus—RANUNCULUS Linn.

6. R. sceleratus Linn. (জলপিপুল)

Fig.—Bose, Man. Ind. Bot., t. 4, 1920; Useful Pl. Japan, ii. t. 480, 1895.

Ref.—F. B. I., i 19; Agric. Gaz., N. S. Wales, xxvii. 866, 1916; B. P., i. 193; Prain, H. H., 168; Roxb., Fl. Ind., ii. 657.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের নদী বা ঝিলের কিনারায় শীতকালে জন্মে। আসাম ও উত্তর-ভারতে জলাশয়ের ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. জলপিপুল; ত্রিহুট—পলিকা; কুমায়ুন— সিম; পা. কাবিকাজ; Eng. Poison Buttercup.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ্।

বর্ণনা—বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী, সরল, পীতাভ ও সবুজবর্ণ ওষধি। কাণ্ড সাধারণতঃ ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা, কখন বা ১-৩ ফুট উচ্চ হয়, কাণ্ড অতিশয় নরম ও ফাঁপা। প্রধান পত্র ½-১¾ ইঞ্চি, পত্রদণ্ড লম্বা, পত্র গভীর ভাবে ৩ ভাগে বিভক্ত, অগ্রভাগ কর্ত্তিত। ফুলের ব্যাস ⅛-⅓ ইঞ্চি, অনেক ফুল হয়; ছোট ছোট পাপড়ী ফিকে পীতবর্ণ বা হরিদ্রাবর্ণ। ফল নরম লোমময়, অগ্রভাগ লম্বা ও গোলাকার। মোটামুটি দেখিতে পিপুলের মত, তবে পিপুল অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ ও ক্ষুদ্র। শীতকালে ফল ধরে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—টাট্‌কা গাছ অতিশয় বিষাক্ত এবং ইহার রস সেবন করিলে বিষময় ফল ঘটে। পত্রের পিষ্টরস শরীরের কোন স্থানে লাগাইলে সেই স্থান আরক্ত বর্ণ হয়। ইহাতে বেলেস্তারার ন্যায় ফোস্কা হয়। ইহা ক্ষত আরাম করিতে ব্যবহৃত হয় (Murray)। (Fig. 6)

Genus—NARAVELIA DC.

7. N. zeylanica DC. (ছাগলবাটি)

Fig.—Talbot, For Fl., Bombay, i. 7; Roxb., Cor. Pl., ii. t. 188.

Ref.—F. B I., i. 7; Roxb., F. I., ii. 670; B. P., i. 193; Watt, v. pt. i. 317; H. S., 2; Prain, H. H., 168.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশের অন্তর্গত উষ্ণস্থান, নেপাল, বঙ্গদেশের সমগ্র স্থান, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, আসাম, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান।

বিভিন্ন নাম—বা. ছাগলবাটি।

ব্যবহার্য্য অংশ—কাণ্ড ও পত্র।

বর্ণনা—লতানে উদ্ভিদ্। পত্র চামড়ার মত, লতার বিপরীত দিক্ হইতে বাহির হয়। ফুল গুচ্ছবদ্ধ, ঈষৎ পীতবর্ণ। বহির্ব্বাস ৪-৫টি। অন্তর্ব্বাস ও পুংকেসর অনেক। বর্ষায় ফুল এবং শীতকালে ফল হয়। ফল লালবর্ণ ও শক্ত, অনেকটা আকন্দ ফলের ন্যায়।

বঙ্গদেশে Dacmia extensa R. Br. গাছকে "ছাগল বেটে" বলে। ইহা Asclepiadaceae বর্গ ভুক্ত। ইহার আঠা নখের কুণীতে ব্যবহৃত হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার আঠায় নখের কুণী আরাম হয়। (Fig. 7.)

Genus—NIGELLA Linn.

8. N. Sativa Linn. (কালজীরা)

Fig.—Reichenbach, Ic. Fl. Germ., iv. t. 120, 1840 ; Lamarck Ill., iii. t. 488, fig. 3, 1797.

Ref.—Roxb., F. I., ii. 646; B. P., i. 194; H. S., 7 ; Prain, H. H., 168.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়, বিশেষতঃ পশ্চিম ভাগে। হুগলী, হাবড়া প্রভৃতি জেলার স্থানে স্থানে চাষ হয়। ইহার আদিম জন্মস্থান দক্ষিণ ইউরোপ।

বিভিন্ন নাম—স. কৃষ্ণজীরক; বা. ও হি. কালজীরা, মুগ্রেলা; Eng. Small Fennel.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—পত্রদণ্ডের উভয় দিকে যুগ্ম পত্র হয়। ফুল শ্বেত, নীল অথবা ঈষৎ পীতবর্ণ। ফুলের পাপড়ী ৫টি। পুংকেসর বহু। গর্ভকেসর লম্বা। ফল গোলাকার। ইহার বীজ ত্রিকোণাকার, কৃষ্ণবর্ণ, ⅛ ইঞ্চি লম্বা। বীজকোষ অবন্ধুর, কোষের ভিতর শ্বেত তৈলময় অনেক বীজ থাকে। ফুলের সময় কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ। ফলের সময় শীতকাল।

ঔষধার্থে ব্যবহার—তিলের তৈলের সহিত ইহার তৈল ফোড়ায় দিলে ফোড়ার উপশম হয়। মুসলমান বৈদ্যেরা আর্ত্তব রোগে ও প্রসূতির দুগ্ধ বাড়াইবার জন্য কালজীরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন (Dymock)। গুঁড়া বীজ ১০-৪০ গ্রেন সেবন করিলে দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি হয় এবং প্রস্রাবও বৃদ্ধি হয়। ইহা বাধক রোগে হিতকর। অতিরিক্ত কালজীরা ব্যবহার করিলে গর্ভস্রাব হয় (Dymock)। (Fig. 8.)

Genus—PAEONIA Linn.

9. P. Emodi Wall. (চন্দ্রা)

Fig.—Bot. Mag., xciv. t. 5719, 1868; Kirtikar & Basu, Ind. Md. Pl., f. 23.

Ref.—F. B. I., i. 30; Wall. Cat., 4727; Royle Ill., 57.

জন্মস্থান—পশ্চিম হিমালয়ের নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশ, ৫-১০ হাজার ফুট উচ্চে, কুমায়ুন হইতে হাজারা নামক স্থানে ও কাশ্মীরে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—স. চন্দ্রা; ব. উদ্-সালাম, হি. উদ্-সালেম্; প. মামেখ; Eng. Paeony Rose.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, বীজ, ফুল। মাত্রা—৩০ গ্রেন, পূর্ণমাত্রা—৬০ গ্রেন।

বর্ণনা—১-২ ফুট উচ্চ সরল উদ্ভিদ্। পত্র ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা ২-৩ ভাগে বিভক্ত, অগ্রভাগ মোচড়ানো। ফুলের পাপড়ী ৫-১০টি, অগ্রভাগ অল্প কর্ত্তিত ও শ্বেতবর্ণ। পুংকেসর বহু, হরিদ্রাবর্ণ। ফলের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। পত্রের উপরিভাগ সবুজবর্ণ এবং নিম্নদেশ ফিকে সবুজবর্ণ। পুষ্পদণ্ড লম্বা, বক্র ও বেগুনে রং-বিশিষ্ট। পত্রবৃন্তের নিকট হইতে পুষ্পদণ্ড বাহির হয়। ফুল একলিঙ্গ-বিশিষ্ট, মে মাসে ফুল হয়।

P. anomala গাছও এই শ্রেণীভুক্ত। ইহারা সাইবেরিয়া দেশে জন্মে। ইহাকে ইংরাজীতে Siberian Paeony বলে। ইহার পত্র লম্বা ও কিনারা ঢেউ-খেলানো, অগ্রভাগ সরু, কোনটি দুই কিংবা তিন ভাগে বিভক্ত, কোনটি বা খণ্ডিত নহে। পুষ্পদণ্ড লম্বা, বহির্ব্বাস ৫টি, পাপড়ী ৫টি, ফুল ভূমির দিকে অবনত; পাপড়ী বেগুনে বা ফিকে লালবর্ণ, পুংকেসর বহু, হরিদ্রাবর্ণ। সাইবেরিয়া দেশে ইহার মূল ১ ফুট লম্বা হয়, দেখিতে পীতবর্ণ, ভিতর শ্বেতবর্ণ ও সুগন্ধ-বিশিষ্ট। মে ও জুন মাসে ফুল হয়। উভয়বিধ গাছই নিম্ন-লিখিত গুণ-বিশিষ্ট। ফল ১ ইঞ্চি, বীজ বড়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূলে রক্ত পরিষ্কার করিবার শক্তি আছে। ইহা আক্ষেপ ও পেটবেদনা-নিবারক এবং জননযন্ত্রের রোগে হিতকর। মৃগী, শোথ, তড়কা ও হিস্টিরিয়া রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। এই ঔষধ অধিকমাত্রায় সেবন করিলে বমন, মাথাধরা ও অবসাদ উৎপাদন করে। ইহার মূল নিম্ব পত্রসহ পেষণ করিয়া ভগ্নস্থানে প্রলেপ দিলে বেদনা আরাম হয়। ইহার মূল গৃহপালিত পশুগুলিকে খাওয়াইলে উহারা বলবান্ ও হৃষ্টপুষ্ট হয়। শুষ্কফুলের রস উদরাময়-নিবারক। বীজ সর্দ্দি-নিবারক ও বমন-কারক। ইহার মূল সূতায় বাঁধিয়া শিশুদের গলায় পরাইয়া দিলে তাহাদের তড়কা হইতে পারে না (Dymock)। বীজ বমন-কারক। (Fig. 9.)

II. DILLENIACEAE.

Genus—DILLENIA Linn.

10. D. indica Linn. (চালতা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iii. t. 38 & 39; Talbot, For. Fl., Bombay, i. 9.

Ref.—F. B. I., i. 36; B. P., i. 195; Watt, iii. 193; H. S., 18; Prain, H. H., 168.

জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশের আরণ্য প্রদেশ, বেহার, লঙ্কাদ্বীপ, নেপাল, আসাম, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাবড়া, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর। আদিম জন্মস্থান—দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া।

1034B.—2

বিভিন্ন নাম—স. ভব্য ; বা. চাল্‌তা।

ব্যবহার্য্য অংশ—রস ও পত্র।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ; ছাল দারুচিনির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। পাতা ঘনসন্নিবদ্ধ, লম্বা ১০-১২ ইঞ্চি, ডগা সরু, পাতার কিনারা করাতের ন্যায় কাটা-কাটা; বোঁটা ১½ ইঞ্চি লম্বা, দুই কিনারা উচ্চ। ফুল সাদা, ৬-৭ ইঞ্চি। পাপড়ী ১৫-২০টি, সাদা, পুংকেসর পীতবর্ণ। ফল ৫-৬ ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট। ফলে বীজ অনেক হয়, বীজ লোমময় কোষের মধ্যে থাকে। মে ও জুন মাসে ফুল হয় ও শীতকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার রস চিনি ও জলের সহিত সেবন করিলে জ্বরের প্রকোপ নষ্ট হয় ও সর্দ্দির উপশম হয়। চাল্‌তার ছাল ও পাতা ধারক। ফল মৃদুবিরেচক কিন্তু অধিক খাইলে উদরাময় হয় (Drury)। ইহার পাতা দধির সহিত গরুকে খাইতে দিলে গরুর রক্ত আমাশয় আরাম হয়। বাছুরের রক্ত আমাশয় রোগে চাল্‌তা পাতা বিশেষ উপকারী। কচি ছোট ফল বাত ও পিত্ত-নাশক। পক্কফল রুচিকর। (Fig. 10.)

III. MAGNOLIACEAE.

Genus—MAGNOLIA Linn.

11. M. pterocarpa Roxb. (ডুলিচাঁপা)

Fig.—Roxb. Cor. Pl., iii. 266; Annals, Royal Botanic Garden, Calcutta, iii. t. 53.

Ref.—B. P., i. 197; Roxb. F. I., ii. 653.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, নেপাল, আসাম, খাসিয়া পাহাড়, বঙ্গদেশ, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. ডুলি চাঁপা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল।

বর্ণনা—বড় গাছ, ডালের বিপরীত দিকে অযুগ্ম পত্র হয়। ফুল এক-একটি জন্মে, ফুল বড় ও সাদা এবং সুগন্ধযুক্ত। বহির্ব্বাসে ফুলটি ঢাকা থাকে, ফুল যত বড় হয় ততই ইহার পাপড়ী খসিয়া পড়ে। ফুলের পাপড়ী ৯টি, খুব পুরু ও নরম, কিনারা সরু, পুংকেসর অনেক থাকে। পুংকেসরের অগ্রভাগ নীলাভ। ফল বড় বড় হয়—প্রায় ১৬ ইঞ্চি লম্বা, পরিধি ৭।৮ ইঞ্চি। বীজ পাকা কমলা নেবুর রংএর মত লাল। ফলে বীজ ১।২টি থাকে, প্রায় ত্রিকোণাকার। কোন কোন বীজ গোলাকার, নরম ও তৈলময়। ফুল এপ্রিল-মে মাসে হয়, জুন মাসে ফল ধরে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল চাঁপা গাছের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। (Fig. 11.)

Genus—MICHELIA Linn.

12. M. Champaca Linn. (চম্পক, চাঁপা)

Fig.—Wight, Ill., i. t. 5. Fig. 6; Rheede, Hort. Mal., i. t. 19; Lamar. Ill., iii. t. 493.

Ref.—F. B. I., i. 14; B. P., i. 197; Roxb. F. I., ii. 656; Watt, v. pt. i. 241; H. S, 12.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, নেপাল, পেগু, নীলগিরি, ত্রিবাঙ্কুর, বঙ্গদেশ, বোটানিক গার্ডেন, হুগলী, হাবড়া, ২৪-পরগনা।

বিভিন্ন নাম—স. চম্পক ; বা. চাঁপা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল, বীজ, পাতা ও শিকড়।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষ। ছাল ধূসরবর্ণ, ½ ইঞ্চি পুরু, কাষ্ঠ নরম, বাহিরের কাষ্ঠ কতকটা শ্বেতবর্ণ। ছোট ডাল নরম ও কোমল লোমাবৃত। পত্র ৮।১০ ইঞ্চি লম্বা, ১½-৪ ইঞ্চি বিস্তৃত, বোঁটা প্রায় ১ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের ব্যাস ১-২ ইঞ্চি, ফিকে পীত অথবা পাকা কমলা নেবুর রংএর মত ফিকে লাল, গন্ধ অতিশয় উগ্র, ফুলের কুঁড়ি লোমাবৃত। ফল লম্বাকৃতি, বোঁটা প্রায় ডালে লাগিয়া থাকে। পুংকেসর অনেক। গর্ভকেসর ছোট। বীজাধার ⅓-⅙ ইঞ্চি চওড়া ও ধূসরবর্ণ। বীজ ১-৪টি, ধূসরবর্ণ, পাকিলে লালবর্ণ অথবা গোলাপী হয়। গ্রীষ্মকালে ফুল হয় ও শীতে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফুল আয়ুর্ব্বেদ-মতে তিক্ত, কুষ্ঠ-নিবারক ও পাঁচড়ার মহৌষধ। ফুল ও ফল—অগ্নিমান্দ্য, বমন ও জ্বর রোগে ব্যবহার করা হয়। চাঁপাফুল তিল তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মাথায় মাখিলে মাথা ধরা আরাম হয়। পিষ্ট ফুল তৈলে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা আরাম হয়। চাঁপাফুল মূত্রকর এবং গনোরিয়া-নিবারক (Rumphius)। Dr. Rheede বলেন ইহার শুষ্ক শিকড় এবং শিকড়ের ছাল দধির সহিত ফোড়ায় লাগাইলে ফোড়ার পুঁয আরাম হয় ও ফোড়া ফাটাইয়া দেয়। চাঁপার গন্ধ-তৈল চক্ষু উঠা ও বাতে উপকার করে। চাঁপা বীজের তৈল পেটে মালিশ করিলে পেট-ফাঁপা নিবারণ করে। বীজ ও ফল পা-ফাটায় ব্যবহার করা হয়। চাঁপার শিকড় ভেদক। ইহার ফুল উত্তেজক, পাকযন্ত্রের পীড়া-নিবারক। কাথ, টাট্‌কা রস এবং আরক পেট-ফাঁপায় শান্তিকর। (Fig. 12.)

IV. ANONACEAE.

Genus—ANONA Linn.

13. A. squamosa Linn. (আতা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iii. 29 ; Bot. Mag., 3095 (1831).

Ref.—F. B. I., i. 78; B. B., i. 206; Roxb. F. I., ii. 667; Watt, i. 259.

জন্মস্থান—আদিম বাসস্থান আমেরিকার উষ্ণপ্রধান স্থান, ভারতবর্ষে বাগানে রোপণ করা হইতেছে; বঙ্গদেশ, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. আতা; হি. সীতাফল; তা. সীতা; বর্মা—আউজা।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, পত্র ও ছাল।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ, ১০ হইতে ১৫ ফুট উচ্চ। ছাল পাতলা, ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ নরম। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা এবং ¾-১½ ইঞ্চি বিস্তৃত, পাতার ডগা সরু। ফুল এক-একটি অথবা জোড়া-জোড়া হয়, ১ ইঞ্চি লম্বা ও কোমল। পাপড়ী ৩টি, পুরু, লম্বাকৃতি। পুংকেসর অনেক, চতুর্দ্দিকে গোলাকারভাবে বিস্তৃত। ফল শাঁসাল, ২-৪ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, মিষ্ট ও সুস্বাদু। বীজ ঈষৎ লম্বা, চ্যাপ্টা, ডিম্বাকৃতি, রং কাল। ফুল—মার্চ্চ, এপ্রেল ও ফল আগষ্ট, সেপ্টেম্বর মাসে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাকা ফল পানের সহিত পিষিয়া ফোড়ায় প্রয়োগ করিলে ফোড়া আরাম হয়। শুষ্ক কাঁচা আতা চূর্ণ করিয়া ক্ষতে প্রয়োগ করিলে পোকা মরিয়া যায়। আতার শিকড় অতিশয় ভেদক, ইহা রক্ত আমাশয় রোগে হিতকর (T. N. Mukherjee)। আতার পিষ্টপত্র লবণের সহিত পুলটিশ দিলে ফোড়ার পুঁয নির্গত হইয়া যায় (Atkinson). আতা পাতার রস নাসিকা-মধ্যে প্রয়োগ করিলে স্ত্রীলোকদিগের হিস্টিরিয়া, সংজ্ঞাহীনতা প্রভৃতি আরাম হয় (Nadkarni)। আতা পাতা বাটিয়া ঘায়ে লাগাইলে উহার পোকা মরিয়া যায়। (Fig. 13.)

14. A. reticulata Linn. (নোনা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iii. t. 30 and 31; Rumph. Herb. Amb., i. t. 45; Bot. Mag., lvi. t. 2911-12.

Ref.—F. B. I., i. 78; B. P., i. 206; Watt, i. 258; Roxb. F. I., iii. 657.

জন্মস্থান—আমেরিকায় আদিম বাসস্থান; বঙ্গদেশ, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা.নোনা; সাঁওতালী—গম; Eng. True custard apple.

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল ও পাতা।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ, ২০-৪০ ফুট উচ্চ হয়। পাতা ৫-৮ ইঞ্চি লম্বা এবং ১½-২ বিস্তৃত, লম্বাকৃতি, ডগা সরু, বৃন্তদেশ সরু, বোঁটা ½ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ২।৩টি একত্র হয়, পাপড়ী ৩টি, সরু, লম্বা, পুরু ও মাংসল। ফল দেখিতে গোলাকার, একটু লম্বাকৃতি, পাকিলে পীতের আভাযুক্ত, ধূসরবর্ণ অথবা সামান্য লালবর্ণ। ফুল গ্রীষ্মকালে ও ফল ভাদ্র-আশ্বিন মাসে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফল আমাশয়-নিবারক (Watt)। অপক্ক এবং শুষ্ক ফল উদরাময় রোগে ধারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা রক্ত আমাশয়-নিবারক ও কীটনাশক। নোনা বীজের শাঁস অতিশয় বিষাক্ত। পত্র—ক্রিমিনাশক (Nadkarni)। (Fig. 14.)

Genus—POLYALTHIA Bl.

15. P. longifolia Benth. (দেবদারু)

Fig.—Wight, I.C., t. 1; Beddome, Fl. Sylv., t. 38; Annals, Royal Botanic Garden, Calcutta, Iv. t. 99.

Ref.—F. B. I., i. 62; Roxb. F. I., ii. 664; B. P., i. 204; H., 3. 16.

জন্মস্থান—তাঞ্জোর, ভারতের গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, বঙ্গদেশের বহুস্থান, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. দেবদারু; হি. দেওদার; তে. অশোকম্; তা. অস্সুথি; কামরূপ—পুত্রঞ্জীব।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও ছাল।

বর্ণনা—বড়, সোজা গাছ, বহু শাখা ও প্রশাখা-বিশিষ্ট। ছাল পুরু। পাতা ৬-৯ ইঞ্চি লম্বা, উজ্জ্বল ও চক্চকে, কিনারা ঢেউ-খেলানো; ডগা সরু, গোড়া ঈষৎ গোলাকার। ফুল ফিকে পীতবর্ণ। ফুলের পাপড়ী ½ ইঞ্চি লম্বা, পাপড়ী ৮টি। ফুল এপ্রিল, মে ও ফল জুলাই মাসে হয়। বসন্তকালে পাতা ঝরিয়া যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার জ্বরনাশক শক্তি আছে বলিয়া বালেশ্বর জেলায় ঔষধে ব্যবহার করা হয় (Sir W. W. Hunter)। (Fig. 15.)

V. MENISPERMACEAE.

Genus—ANAMIRTA Colebr.

16. A. Cocculus W. and A. (কাকমারি)

Fig.—Rheede., Hort. Mal., vii. t. 1; Bentl. & Trim. Ind. Med. Pl., t. 14; Kirtikar & Basu, t. 36.

Ref.—F. B. I., 198; B. P., i. 208; Roxb. F. I., iii. 807; Wall. Cat., 4954.

জন্মস্থান—কঙ্কণ, মালাবার, বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা, আসাম, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. ও স. কাকমারি; বোম্বাই—কাকফল; Eng. Indian Berry.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল ও বীজ।

বর্ণনা—লতানে গাছ, ছাল কর্কের মত। পত্র ৩-৮ ইঞ্চি লম্বা ও বিস্তৃত, ডিম্বাকৃতি, গোড়ার দিক্ ঈষৎ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, পাতার অগ্রভাগ সরু, নীচের পাতার শিরা লোমযুক্ত; উপরিভাগ মসৃণ। ফুল ফিকে সবুজ অথবা পীতবর্ণ, সুগন্ধময়, ½ ইঞ্চি ব্যাস-

বিশিষ্ট। পাপড়ী ২-৪ ইঞ্চি পুরু। পুংপুষ্পের মস্তক গোলাকৃতি, স্ত্রীপুষ্পের পাপড়ী পাঁচটি। ফল কৃষ্ণবর্ণ, বেগুনে, আঙ্গুরের ন্যায় ও লম্বা গুচ্ছবদ্ধ। শুষ্ক ফল বড় মটরের ন্যায়, কোঁকড়ানো, শুষ্ক বোঁটা ফলে লাগিয়া থাকে। ইহা অতিশয় তিক্ত। ফুলের সময় গ্রীষ্মকাল, জুন-জুলাই মাসে ফল জন্মে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা চর্ম্মরোগের মহৌষধ। কঙ্কণ দেশে ইহার রসের সহিত লাঙ্গলিকা (Gloriosa superba) গাছের রস মিশ্রিত করিয়া পশুদের গায়ের পোকা মারা হয়। মালাবার দেশে কাঁটালের রসের সহিত ইহার রস মিশ্রিত করিয়া বন্য জন্তু মারিয়া থাকে (Dymock)। কাকমারির তিক্ত ফল মালিশে ব্যবহার করা হয়। তৈলে পোকা নষ্ট হয় ও ইহা চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয় (Bentl. and Trim.)। বঙ্গদেশে ইহার টাট্‌কা পাতা প্রাত্যহিক কম্পজ্বরে নস্য-স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার বীজের $\frac{1}{20}$-$\frac{1}{10}$ গ্রেন পরিমাণ বটিকা দিবসে তিনবার ব্যবহার করিলে ক্ষয়রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রাত্রিতে ঘর্ম্ম আরাম হয় (Nadkarni)। মালাবার দেশে ইহা মৎস্য ও বন্যজন্তু মারিবার জন্য ব্যবহৃত হয় (Rumphius)। (Fig. 16.) (vol. vii. 18)

Genus—STEPHANIA Lour.

17. S. hernandifolia Walp. (নিমুখা)

Fig.—Bentl. and Trim. Ind. Med. Pl., t. 15; Kirtikar & Basu, t. 40.

Ref.—F. B. I., i. 103; Roxb. F. I., iii. 842; B. P., i. 208; Watt, vi. pt. iii. 359; Wall. Cat., 4977.

জন্মস্থান—ভারতের উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে জন্মে, সিন্ধুদেশ, পাঞ্জাব, লঙ্কাদ্বীপ, বঙ্গদেশ, নেপাল, চট্টগ্রাম, হুগলী, হাবড়া ও ২৪-পরগনার জঙ্গলের কিনারায় বহু পরিমাণে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. পাঠা, আকনাদি, বৃত্তপর্ণী; বা. নিমুখা।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, ছাল (শুষ্ক), পাতা। মাত্রা—মূল ২-৪ আনা; পত্রকল্ক—৪-৮ আনা, মূলের ক্বাথ—৬-১০ তোলা।

বর্ণনা—ইহা একটি লতানে গাছ। পাতা ২-৬ ইঞ্চি লম্বা, চিক্কণ, ত্রিকোণাকৃতি, অভিন্ন, ঈষৎ গোলাকার, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ডগাটি সরু; বোঁটা—১-২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল—সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, ছোট ছোট, প্রায় বোঁটায় গুচ্ছবদ্ধভাবে লাগিয়া থাকে। ফুলের পাপড়ী—ছোট, মস্তক বিস্তৃত। স্ত্রীপুষ্প স্তবক ছুঁচালো ও ছোট। ফল—শেয়াকুলের মত ক্ষুদ্র, লালবর্ণ ও একটি-একটি হয়। বীজ—কতকটা ঘোড়ার খুরের ন্যায় গোলাকার। বর্ষাকালে ফুল হয় ও শরতের শেষে ফল ধরে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শিকড়—তিক্ত, ধারক ও জ্বরে উপকারী। উদরাময়, মূত্রযন্ত্রের পীড়া ও রক্ত আমাশয়ে হিতকর। ইহার পাতা ফোড়ায় লাগাইলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। নিমুখার শিকড় ভেদক ; জ্বর, উদরাময়, প্রস্রাবের পীড়া এবং অম্লরোগ-নিবারক।

পাঠার মূল পেষণ করিয়া যোনিতে প্রলেপ দিলে প্রসূতি শীঘ্র প্রসব করে (বনৌষধি-দর্পণ)।

মহিষ-তক্রের সহিত ইহার পত্রকল্ক সেবন করিলে অতিসার নিবারণ হয়।

পাঠার মূল ও অগুরুর কাথ পান করিলে লবণমেহ আরাম হয় (সুশ্রুত)।

দুরালভা, যোয়ান, বেলশুঁঠ ও পাঠা মূলের কল্ক সেবন করিলে অর্শের যন্ত্রণা কমিয়া গিয়া উহা আরাম হয় (চরক)। (Fig. 17.)

Genus—TINOSPORA Miers.

18. T. cordifolia Miers. (গোলঞ্চ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vii. 21 ; Bentl. and Trim. Ind. Med. Pl., t. 12.

Ref.—F. B. I., i. 97 ; B. P., i. 209 ; Watt, vi. pt. iv. 63 ; H. S., 330.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর. হুগলী, হাবড়া এবং ২৪-পরগনার জঙ্গলে সচরাচর দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. অমৃতবল্লী, গুড়ূচী ; বা. ও হি. গোলঞ্চ ; তে. টিপ্পাটিগো।

ব্যবহার্য্য অংশ—ডাঁটা, পত্র। মাত্রা—পত্রকল্ক ৪-৮ আনা ; কাণ্ডচূর্ণ ২-৪ আনা ; কাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—ইহা একটি লতানে গাছ। ইহার সরু সূতার মত শিকড়গুলি (Aerial roots) মাটির দিকে ঝুলিয়া থাকে। ছাল ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, নরম ও ছিদ্রযুক্ত। পাতা ২-৪ ইঞ্চি, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, পাতলা ও অগ্রভাগ সরু, দেখিতে পানের পাতার-মত ; বোঁটা—১½-৩ ইঞ্চি, নিম্নদিকে অবনত। পুংপুষ্প গুচ্ছবদ্ধ হয়, ১-৬টি নরম ডালে নিম্নদিকে থাকে। স্ত্রীপুষ্প ছোট, একটি-একটি হয়। পুংপুষ্পগুলি পাপড়ীতে জড়িত থাকে, চারিদিকে বিস্তৃত। বীজ মটরের ন্যায়, লালবর্ণ, বক্রাকৃতি ও গোলাকার। ফল পীতবর্ণ, ¼ ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট। গ্রীষ্মকালে ফুল হয় ও শীতকালে ফল ধরে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—গোলঞ্চের ডাঁটা হইতে tincture প্রস্তুত হয়। ইহার কাথ জ্বরঘ্ন ও কামোদ্দীপক। গোলঞ্চের কাথ টাট্কা দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বাত ও অগ্নিমান্দ্য রোগ আরাম হয়। গোলঞ্চের রস মধুর সহিত সেবন করিলে গনোরিয়া রোগের উপশম হয়। গুজরাটে ইহার ডাঁটা খণ্ডখণ্ড করিয়া কাটিয়া মালা প্রস্তুত করিয়া ধারণ

করে, ইহাতে কামলা রোগ আরাম হয় বলিয়া প্রবাদ আছে। ইহার কাথ হইতে এক প্রকার starch প্রস্তুত হয়, ইহাকে গোলঞ্চ পালো বলে (Dymock)।

গোলঞ্চের রস পিত্তবমনে হিতকর। গোলঞ্চ ও ছাতিমের (Alstonia scholaris) কাথ শুণ্ঠি চূর্ণের সহিত সেবন করিলে প্রসূতির স্তনদুগ্ধ শোধিত হয় (বনৌষধি)।

গোলঞ্চচূর্ণ ১০০ ভাগ, বস্ত্রে ছাঁকিয়া পুরাতন গুড়, মধু ও গব্যঘৃত প্রত্যেক ১৬ ভাগ মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে শরীরের বল বৃদ্ধি হয় (ভাবপ্রকাশ)। গোলঞ্চের কাথ, পিঁপুলচূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে জীর্ণজ্বর ও কম্প আরাম হয়। ঘোলের সহিত গোলঞ্চ পত্র পেষণ করিয়া সেবন করিলে কামলা রোগ আশু আরাম হয় (চক্রদত্ত)। গোলঞ্চের 'শীতকষায়' মধু দিয়া পান করিলে বাত, পিত্ত ও কফ-জনিত বমন আরাম হয়। প্রাতঃকালে গোলঞ্চ পেষণ করিয়া মরিচচূর্ণসহ গরম জলের সহিত পান করিলে বায়ুর প্রকোপজনিত বুকধড়ফড়ানি রোগ আশু আরাম হয়। পাষাণভেদী (Coleus aromaticus) ও গোলঞ্চের রস মধুসহ পান করিলে মেহ আরাম হয়। শুক্রক্ষয়-জনিত দৌর্ব্বল্যে ও মূত্রদোষে ইহার ব্যবহার অতিশয় প্রশস্ত (Dymock).

পিপ্পলী-মধুসংমিশ্রং গুড়ূচী-স্বরসং পিবেৎ।
জীর্ণজ্বর-কফ-প্লীহ-কাসারোচক নাশনম্ ॥
গুড়ূচীং পর্পটং মূলং কিরাতং বিশ্বভেষজম্।
বাতপিত্তজ্বরে দেয়ং পঞ্চভদ্রমিদং শুভম্ ॥ ভাবপ্রকাশঃ

পিপুল ও মধু মিশ্রিত গোলঞ্চের রস পান করিলে জীর্ণজ্বর, কফ, প্লীহা, কাস আরাম হয়। গোলঞ্চ, পর্পটমূল, মূথা, চিরাতা এবং আদা প্রত্যেক ১ ড্রাম পরিমাণে অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে বাতপিত্ত জ্বর আরাম হয়।

হরীতকী, আমলকী, আদা, পিঁপুল প্রত্যেক ১ ভাগ, গোলঞ্চ ভিজানো জল ৪ ভাগ, জল ১৬ ভাগ, সিদ্ধ করিয়া সিকি থাকিতে নামাইয়া উক্ত কাথের ৮গুণ চিনি মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক ১ ড্রাম মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে, পুরাতন জ্বর, প্লীহা-বিবৃদ্ধি, সর্দ্দি ও ক্ষুধাহীনতা আরাম হয় (সারকৌমুদী)।

গোলঞ্চের তৈল প্রস্তুত করিয়া বাতাক্রান্ত স্থানে মালিশ করিলে বেদনা আরাম হয় (চরক)।

গোলঞ্চের ডাঁটা খণ্ডখণ্ড করিয়া কাটিয়া বেশ থেঁতো করিয়া শীতল জলে ভিজাইয়া অল্প আঁচে পাক করিয়া ঘন করিলে গোলঞ্চের পালো প্রস্তুত হয়। সেবন-মাত্রা ৫-১৫ গ্রেন। Tincture—৪ আউন্স পরিমাণ লতা ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া ১০ আ° proof spiritএ ৭ দিন পচাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—১-২ ড্রাম (Kirtikar & Basu)।

শীতকষায় প্রস্তুতের নিয়ম—১ আ° পরিমাণ উক্ত ভাবে লইয়া এক পাইণ্ট শীতল জলে ৭ দিন রাখিবে, তৎপরে ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা ১-৩ ড্রাম (Kirtikar & Basu)।

Extract—পাকা ডাঁটা খণ্ডখণ্ড কাটিয়া থেঁতো করিয়া শীতল জলে ৪ ঘণ্টা পচাইবে। তৎপরে অল্প আঁচে জ্বাল দিয়া কালির মত হইলে নামাইবে। মাত্রা ৫-১৫ গ্রেণ (Kirtikar & Basu)।

পালো প্রস্তুতের নিয়ম—গোলঞ্চ খণ্ডখণ্ড করিয়া কাটিয়া থেঁতো করিবে ও এক কড়া জলে ২।৩ দিন ফেলিয়া রাখিবে। সেই জল ছাঁকিয়া থিতাইতে দিবে। তলায় যে সাদা জিনিষ পড়িবে উহা রৌদ্রে শুষ্ক করিলে পালো প্রস্তুত হইবে। মাত্রা ১০-৩০ গ্রেণ। এই পালো উদরাময় ও অম্ল-নিবারক। গোলঞ্চের ডাঁটার টাট্‌কা রস মূত্রকারক, গনোরিয়া-নিবারক। মাত্রা ২-৩ ড্রাম জল কিংবা দুগ্ধ বা মধুর সহিত দিবসে ৩ বার সেব্য।

গোলঞ্চ বলকারক, জ্বর-নিবারক ও মূত্রকারক (Dymock)। (Fig. 18.)

19. T. tomentosa Miers. (পদ্মগোলঞ্চ)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 33.

Ref.—F. B. I., i. 96 ; Roxb. F. I., iii. 813 ; B. P., i. 209 ; H. S., 331 ; Prain, Hooghly-Howrah, 169.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, বোটানিক গার্ডেন, জঙ্গলের ধারে সচরাচর দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. পদ্মগোলঞ্চ।

ব্যবহার্য্য অংশ—ডাঁটা ও পাতা।

বর্ণনা—লতানে গাছ। সচরাচব গাছের উপর উঠে। ডাঁটা ও পত্র ক্ষুদ্র লোমযুক্ত পত্র, ৩-৬ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, পত্র-কিনারা তিন ভাগে বিভক্ত, ডাঁটা পত্রের সমান লম্বা। ফুলের বহির্ব্বাস ৬টি, পাপড়ী ৬টি। বীজ একত্র গোলাকার এবং বক্র; প্রত্যেক বোঁটায় প্রায় ২টি থাকে। ফুল বর্ষাকালে ও ফল শীতকালে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ গোলঞ্চের ন্যায়। (Fig. 19.)

Genus—COCCULUS DC.

20. C. villosus DC. (হয়ের)

Fig.—Miers. Contrib., iii. 271-73. t. 126 ; Kirtikar & Basu, 38 *b*.

Ref.—F. B. I., i. 101 ; Roxb. F. I., iii. 814 ; B. P., i. 210 ; Watt, ii. pt. ii. 297.

জন্মস্থান—ভারতের উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশ, নেপাল, পশ্চিমবঙ্গ, ছোট নাগপুর, সিন্ধুদেশ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, হুগলী, হাবড়া, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. বসদানি, বনতিক্তিকা, বসনবল্লী ; বা. হয়ের।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় ও পাতা।

বর্ণনা—লতানে গাছ, প্রায় সকল স্থানে দেখা যায়। ডাঁটা লম্বা, কোমল ও সূক্ষ্ম লোমাবৃত। পাতা ১-২½ ইঞ্চি লম্বা, চওড়া ১-১½ ইঞ্চি, ইহাতে লোম আছে; বোঁটা ¼ ইঞ্চি লোমময়, **ফুল** ছোট, ঈষৎ সবুজবর্ণ। পুংপুষ্প পাতার গোড়ায় গুচ্ছবদ্ধ থাকে। ইহার বোঁটা পাতার বোঁটা অপেক্ষা ক্ষুদ্র। স্ত্রীপুষ্প ২।৩টি কবিয়া এক সঙ্গে থাকে। বীজাধার মসৃণ, কাল ও বেগুনে, ⅙ ইঞ্চি; ঘোড়ার নালেব মত। পাতার গোড়া ঈষৎ ডিম্বাকৃতি অথবা কিঞ্চিৎ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, মাথাব দিক্ প্রায় লম্বা, কখন কখন পাতাব শীর্ষভাগ ছুঁচালো। শিকড় বক্র ও মোচড়ানো, দেখিতে সামান্য ধূসববর্ণ, মসৃণ অথবা ফিকে পীতবর্ণ, স্বাদ তিক্ত। বর্ষাকালে **ফুল** হয়, শীতকালে ফল ধরে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতা বাহ্য প্রলেপ দিলে প্রাদাহিক ফোড়া প্রভৃতি আরাম হয়। পাতার রস চিনির সহিত পান করিলে গনোরিয়া আরাম হয় ও জলের সহিত মিশাইলে জমিয়া যায়। শিকড সালসার (Sarsaparilla) ন্যায় কাজ কবে। ইহার কাথ ছাগদুগ্ধ এবং পিপুলচুর্ণের সহিত সেবন করিলে, বাত ও পুবাতন গনোবিয়ার যন্ত্রণা নিবারণ হয় (Roxb. F. I., iii. 815)। ইহার শিকড় নাটাবীজের সহিত পেষণ করিয়া খাইলে বালকদিগের পেট-বেদনা ও পৈত্তিক অম্লরোগ আরাম হয়, মাত্রা ৬ মাসা, আদা ও চিনির সহিত সেব্য (Dymock)। হয়েরের জ্বরনাশক শক্তি থাকায় অপরাপর জ্বরঘ্ন ঔষধের সহিত ব্যবহার করা হয়। ইহার ফল হইতে নীল ও বেগুনে কালি প্রস্তুত হয় (Brandis)। (Fig. 20.)

Genus—TILIACORA Colebr.

21. T. racemosa Colebr. (তিলিয়াকরা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vii. t. 3; Miers. Contrib. Bot., iii. t. 104.

Ref.—F. B. I., i. 99; Roxb. F. I., iii. 816; B. P., i. 210; Watt, vi. pt. 4. 56. H. S., 331; Prain, Hooghly-Howrah, 170.

জন্মস্থান—মধ্য ও পূর্ব্ববঙ্গ, কঙ্কণ, উড়িষ্যা, সিঙ্গাপুর, হুগলী, হাবড়া, ২৪-পরগনা।

বিভিন্ন নাম—বা. তিলিয়াকরা, ভাগলতা; হি. নাগমুশদী।

ব্যবহার্য্য অংশ—ডাঁটা ও পাতা।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত বহু বিস্তৃত লতা। ছাল ধূসরবর্ণ। শাখা কোমল ও লোমাবৃত, পত্র সাধারণতঃ ২-৬ ইঞ্চি লম্বা, ½ ইঞ্চি বিস্তৃত; বোঁটার দিক্ ডিম্বাকৃতি অথবা গোলাকার; অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, গাঢ় সবুজবর্ণ, উজ্জ্বল; বোঁটা ½ ইঞ্চি হইতে ১ ইঞ্চি লম্বা। **ফুল** প্রায় ⅙ ইঞ্চি, পীতবর্ণ, ছোট ছোট, নূতন পত্রের গোড়ায় জন্মে। পুং-

পুষ্প ৩-৭টি একসঙ্গে থাকে। ফুলের পাপড়ী ৬টি; ৩টি বাহিরে থাকে, ত্রিকোণাকার। পুষ্পে ৬টি মুক্ত পুংকেসর আছে। স্ত্রীপুষ্প এক-একটি, কখন জোড়া-জোড়া হয়। পাপড়ী পুংপুষ্পের ন্যায়। ফল ½ ইঞ্চি লম্বা, কতক পরিমাণে চ্যাপ্টা, পাকিলে ফিকে লালবর্ণ হয়। ফুল মে-জুন মাসে এবং ফল জুলাই-আগস্ট মাসে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা সর্পবিষে ব্যবহার করা হয়। তেলেগু জাতি যে ত্রিবিধ মুশলীর উল্লেখ করেন, উহাদের মধ্যে ইহা একটি। Strychnos nux-vomica (কুঁচিলা), Strychnos colubrina (নাগমুশলী) এবং Tiliacora racemosa (টিগা মুশলী) (Dymock)। (Fig. 21.)

Genus—CISSAMPELOS Linn.

22. C. Pareira Linn. (একলেজা)

Fig.—Bentl. and Trim. Med. Pl., i. t. 15; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 42.

Ref.—F. B. I., i. 103; Roxb. F. I., iii. 842; B. P., i. 208; Dymock, i. 53.

জন্মস্থান—বেহার, পশ্চিমবঙ্গ, ছোট নাগপুর, পাঞ্জাব হইতে দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত ভূভাগে দেখা যায়। হুগলী, হাবড়া।

বিভিন্ন নাম—স. লঘুপাঠা, অম্বোষ্ঠ, হি. হাড়জোড়ী; বা. একলেজা; কঙ্কণ—পদবল্লী; তে পাঠা; সি. টিক্‌রী, সাঁ. তেজোমাল্লা; Eng. Velvet leaf.

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, ছাল ও পাতা। মাত্রা কাথ ১-২ আ°; শিকড়ের গুঁড়া ১০-২০ গ্রে°; তরল সার ½-২ ড্রা°।

বর্ণনা—গাছ লতানে। পত্র ১½ ইঞ্চি বিস্তৃত ও ১-২ ইঞ্চি লম্বা, সাধারণতঃ ঢালের ন্যায় কতকটা ত্রিকোণাকৃতি বা ডিম্বাকৃতি, ডাঁটার বিপরীত দিকে একটির পর একটি হয়। গোড়ার দিক্ সময়ে সময়ে ঈষৎ গোলাকার বা হৃৎপিণ্ডাকৃতি; পাতার শিরা ৭-১১টি আছে, উভয় দিকে নরম লোম দ্বারা আবৃত, পত্র-বৃন্ত কখন কখন ৪ ইঞ্চি লম্বা হয়। ফুল উভয়লিঙ্গ-বিশিষ্ট, অতিশয় ছোট; পুংপুষ্প ক্ষুদ্র, গুচ্ছবদ্ধ। পাপড়ী ৪টি, বহির্দ্দিকে লোমাবৃত; স্ত্রীপুষ্প গুচ্ছবদ্ধ হয়, পাপড়ী ১, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, পীতাভ, বাহিরের দিকে লোমময়। ফল প্রায় গোলাকার, ডিম্বাকৃতি, চ্যাপ্টা, পাকিলে লালবর্ণ হয়; ইহার ডাঁটায় সরু সরু লোম আছে। বীজ বক্রাকৃতি, ফলের গর্ত্তে থাকে। ফুল বর্ষা ও শরৎকালে এবং ফল শীতকালে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা জ্বর, উদরাময়, রক্ত আমাশয়, অম্লরোগ, মূত্রাশয়ের পীড়ায় সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয়। ইহার শিকড় সর্পবিষ ও বোল্তা, ভীমরুল কামড়াইলে বাহ্য প্রলেপে ব্যবহৃত হয় (Dymock)। ইহার পাতা ঘায়ের ক্ষত ও শোথ রোগে ব্যবহৃত হয় (Watt)। নিম্নলিখিত ঔষধটি অজীর্ণ ও পেট-বেদনায় হিতকর :—একলেজা ৪, পিঁপুল ৫, হিঙ্গু ৩, শুঁট ৬ ভাগ পরস্পর মিশ্রিত করিয়া মধুসংযোগে বটিকা প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ৩-৫ গ্রে°। ইহা মৃদু বলকারক এবং মূত্রকর। কথিত আছে যে, ইহা কৃমিনাশক (Nadkarni)। জ্বরের সহিত উদরাময় থাকিলে এবং আভ্যন্তরিক প্রদাহে চক্রদত্ত ইহা ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতে ইহা বলকারক ঔষধ ও মূত্রকব বলিয়া বহুকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে (Ainslie); কোল জাতি ইহার মূল থেঁত করিয়া দেশী মদ-প্রস্তুতে ব্যবহার করে। (Fig. 22.)

VI. BERBERIDEAE.

Genus—BERBERIS Linn.

23. B. asiatica Roxb. (দারুহরিদ্রা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 45; Brandis, Indian Trees, 29.

Ref.—F. B. I., i. 110; B. P., i. 212; Roxb. F. I., ii. 182.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, বিহার, পরেশনাথ পাহাড়, নীলগিরি পাহাড়ের ৪ হইতে ১০ হাজার ফুট উচ্চে।

বিভিন্ন নাম—স. দারুহরিদ্রা, দার্ব্বী; বা. দারুহরিদ্রা; হি. রসুত, দারুহল্‌দি, Eng. Indian Berbery.

ব্যবহার্য্য অংশ—ডাঁটা, শিকড়ের ছাল ও ফল।

বর্ণনা—কণ্টকময়, ৩-৬ ফুট উচ্চ চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত। ছাল নরম পীত ও ফিকে ধূসরবর্ণ। উপরিভাগ কর্কের মত। পত্র—১-৩ ইঞ্চি, অগ্রভাগ সরু, তলদেশ শ্বেতবর্ণ, বোঁটা নরম, ইহা পাতার দ্বিগুণ লম্বা; পাতার কিনারাগুলি দাঁতযুক্ত। ফুল ছোট, বোঁটায় সন্নিবদ্ধ অথবা একটু লম্বা দণ্ডে অবস্থিত, ২/১ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, ফিকে পীতবর্ণ। ফল বড়, ১/২ ইঞ্চি, লাল অথবা কৃষ্ণবর্ণ। ফুল বসন্তকালে ও ফল গ্রীষ্মকালে হয়। দারুহরিদ্রা বহু প্রকারের আছে তন্মধ্যে নীলগিরি পর্ব্বতে উৎপন্ন গাছগুলির গুণ অতি উৎকৃষ্ট।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় চক্ষুরোগে হিতকর। ছাল বমন রোগ-নিবারক। দারুহরিদ্রা, আফিং, কটকিরি, সৈন্ধব লবণ, হরীতকী এবং অপরাপর ২।১টি ঔষধ মিশ্রিত

করিয়া প্রাদাহিক ফুলায় লাগাইলে ফুলা আরাম হয়। কথিত আছে ইহা প্লীহা ও সরলান্ত্রের সঙ্কোচক। দারুহরিদ্রা জরসংযুক্ত ম্যালেরিয়া এবং অম্লরোগে হিতকর। ইহার আরক সবিরাম ও অবিরাম জ্বরে বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহা কুইনাইনের তুল্য গুণবিশিষ্ট বলিয়া বর্দ্ধিত প্লীহা ও যকৃৎরোগে বিশেষ হিতকর (Nadkarni)। ইহার শিকড় গুঁড়া করিয়া অহিফেন, সৈন্ধব লবণ ও ফট্‌কিরির সহিত মিশ্রিত করিয়া চোখের পাতায় দিলে চক্ষু উঠা আরাম হয় (Dutt)।

ইহার শিকড় হইতে প্রাপ্ত Rasot (রাস্বত) নামক ঔষধ অর্দ্ধড্রাম মাত্রায় পালা-জ্বরে ও প্লীহার বিবৃদ্ধিতে ৩ দিন সেবন করিলে জ্বর আরাম হয় (O' Shaughnessy)।

রক্ত অর্শে ইহার শিকড়ের গুঁড়া ৫-১৫ গ্রে° মাখমের সহিত প্রয়োগ করিলে রোগের শান্তি হয়। ইহার ১ ড্রা° ৪ আ° পরিমাণ জলে মিশ্রিত করিয়া অর্শের বলি ধৌত-কার্য্যে ব্যবহার করা হয়। মাখম ও কর্পূর-যোগে ইহার মলম ব্যবহার করিলে ফোড়া বসিয়া যায় (Watt)।

দারুহরিদ্রা চর্ম্মরোগের মহৌষধ। উদরাময়, আর্ত্তব-ব্যাধি, কামলা ও চক্ষুরোগে হিতকর। মধুর সহিত দারুহরিদ্রার গুঁড়া সেবন করিলে কামলা রোগ আরাম হয় (শার্ঙ্গধর)।

Rasot মধুর সহিত প্রয়োগ করিলে দুষ্ট ক্ষত আরাম হয় (Dutta)। রাস্বতের সংস্কৃত নাম রসাঞ্জন। ইহা দারুহরিদ্রার কাথ ও সমান দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত হয়।

দার্ব্বীকাথসমং ক্ষীরং পাদম্পক্কা যথাঘনম্।
তদা রসাঞ্জনাখ্যং তৎ নেত্রযোঃ পরমং হিতম্॥ চক্রদত্তঃ

(Fig. 23.)

Genus—PODOPHYLLUM Linn.

24. P. Emodi Wall. (পাপরা)

Fig.—Jacq. Voy. Bot., ii. t. 9; Kirtikar & Basu, Ind. Med Pl., t. 46; Trans. Bot. Soc. Edinb. xvi. t. 9 (1886).

Ref.—F. B. I., i. 112; Dymock, Pharm. Ind. i. 69; H. F. and T. Fl. Ind., 232.

জন্মস্থান—হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতমালায় ১৪,০০০ ফুট উচ্চে, কাশ্মীর, সিমলা, সিকিম প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. পাপরা, লঘুপত্র; বা. ও হি. পাপরা; পাঞ্জাবী—গুলদকাক।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ, শিকড় ও ফল।

বর্ণনা—গুল্ম-বিশেষ। কাণ্ড ৬-১২ ইঞ্চি, সোজা ও মোটা। পত্র দেখিতে অনেকটা পেঁপে পাতার ন্যায়; ৬-১০ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট ও গোলাকার, ৩-৫ ভাগে বিভক্ত, পাতার কিনারা করাতের ন্যায়। পত্রের বোঁটা লম্বা, ফুল শ্বেতবর্ণ ও ঈষৎ গোলাপী, ১-১½ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, বাটির ন্যায়; পাপড়ী ৬-৯টি, ডিম্বাকৃতি, লম্বা, পুংকেসর ৬টি। ফল ১-১২ ইঞ্চি, লালবর্ণ, দেখিতে প্রায় পেঁপের ন্যায়। শাঁসের ভিতর অনেক বীজ আছে। ইহার চাষ করা যাইতে পারে ও লাভজনক হওয়া সম্ভব।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার আটা ½ গ্রে° চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্দ্দি আরাম হয় (Dymock)। পডোফিলাম সচরাচর পৈত্তিক জ্বরে ব্যবহার করা হয় এবং ইহাকে উদ্ভিজ্জ ক্যালোমেল (Calomel) বলে। পার্ব্বত্য লোকেরা ইহার লালবর্ণ ফলের শাঁস খাইয়া থাকে। পডোফিলাম যকৃতের উত্তেজক ও পৈত্তিক মল-নিঃসারক। অর্দ্ধ গ্রে° পরিমাণ ইহার গুঁড়া এবং ৩ গ্রে° পরিমাণ Hyoscyamusএর গুঁড়ায় প্রস্তুত বটিকা একটি উৎকৃষ্ট পিত্ত-নিঃসারক ও ভেদক ঔষধ (Nadkarni)। (Fig. 24.)

VII. NYMPHAEACEAE.

Genus—EURYALE Salisb.

25. E. ferox Salisb. (মাখনা)

Fig.—Bot. Mag., 1447 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 50 ; Roxb. Cor. Pl., iii. t. 244.

Ref.—F. B. I., i. 115 ; Roxb. F. I. 573 ; Prain, Hooghly-Howrah, 171 ; H. S., 8 ; B. P., i. 214.

জন্মস্থান—পূর্ব্ববঙ্গ, কাশ্মীর, অযোধ্যা, আসাম, মণিপুর, ২৪-পরগণার পুকুর-ঝিলে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—স. মাখনা; বা. ও হি. মাখনা; উ. কাঁটা পদ্ম।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—কণ্টকময় শালুকের মত জলজ উদ্ভিদ্, শিকড় ও গেঁড় (কাণ্ড) পাঁকে সন্নিবিষ্ট, পাতা জলের উপর ভাসিয়া থাকে। পত্র ১-৪ ফুট ব্যাস, তলদেশ ঢেউ-খেলানো, বহু সোজা কণ্টকাবৃত, গোলাকার ও সবুজবর্ণ; পাতার ডাঁটায় কাঁটা আছে, কাঁটাগুলি বক্র; ছোট পাতা উপরদিকে ভাঁজ করা। ফুল ১-২ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা লম্বা কাঁটাযুক্ত, ভিতরে উজ্জ্বল লালবর্ণ; বহির্দ্দেশ সবুজবর্ণ ও উজ্জ্বল বা ঈষৎ বেগুনে, জলের উপর উঠিয়া ফুটে; পুষ্পস্তবক সোজা, পাপড়ী অনেক আছে। পুংকেসর অনেক। গর্ভাশয় ৮ পরদা-বিশিষ্ট, ভিতরে অবনত। ফল গোলাকার বা ডিম্বাকৃতি অথবা কখন কখন বিকৃতাকার; ফলে ৪-২০টি কৃষ্ণবর্ণ বীজ হয়, বীজ দেখিতে মটরের ন্যায় নরম শাঁসবিশিষ্ট। বর্ষাকালে ফুল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ মেহরোগের উপশম করে (Roxb.)। বীজের খই লঘুপাক ও রোগীর পক্ষে হিতকর (Dutta)। (Fig. 25.)

Genus—NYMPHAEA Linn.

26. N. Lotus Linn. (কুমুদ, শালুক)

Fig.—Wight, Ill., i. t. 10 ; Bot. Mag., t. 4665 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pt., t. 48.

Ref.—F. B. I., i. 114 ; B. P., i. 213 ; Roxb. F. I., ii. 576 ; H. S. 8 ; Prain, Hooghly-Howrah, 170.

জন্মস্থান—ভারতের ও বঙ্গদেশের পুকুরে, ঝিলে, খালে বা জলায় জন্মে, ভারতের সমগ্র উষ্ণস্থান, বঙ্গদেশ, বোটানিক গার্ডেন, হুগলী, হাবড়া ও ২৪-পরগনা।

বিভিন্ন নাম—বা. শালুক, কুমুদ, শঁখি ; Eng. Indian water lily.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল, শিকড় ও বীজ।

বর্ণনা—জলজ উদ্ভিদ্, শিকড় ও গেঁড় পাঁকে নিমজ্জিত থাকে। পত্র জলের উপর ভাসিতে থাকে ; ৬-১৮ ইঞ্চি ব্যাস, গোড়ার দিক্ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, কচিপাতা লাল, কিনারা কাঁটা কাঁটা, ঢেউখেলানো। ফুল এক-একটি সাদা বা লাল রংএর হয়, ৩-১০ ইঞ্চি ব্যাস, বাটির ন্যায় লম্বা বোঁটায় আবদ্ধ। বহির্ব্বাস ৪টি, পাপড়ী ১২টি লম্বা ও বিস্তৃত। পুংকেসর প্রায় ৪০টি অবধি হয়। ফল ১½ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, সবুজবর্ণ, প্রায় ১৫-২০টি কোষ-বিশিষ্ট। বীজ ছোট ছোট, ঈষৎ লম্বাটে, গোলাকার, বীজ হইতে খৈ হয়। প্রায় বারমাসই, তবে বর্ষা ও শরতে বেশী ফুল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল ও শিকড় উদরাময় ও অগ্নিমান্দ্য রোগে ব্যবহার করা হয়। ফুলের কাথ বুকধড়ফড়ানি রোগে শান্তিকর।

Nymphaeaceæ বর্গভুক্ত আরও কয়েকটি উদ্ভিদ্ আছে, উহাদের লাটিন নাম N. rubra Roxb. (রক্তকম্বল), N. stellata Willd. (নীল পদ্ম) N. cyanea Roxb. (বড় নীল শালুক)। ইহাদের সকলগুলির গুণ প্রায় উপরি উক্তটির মত বলিয়া আর পৃথক্ ভাবে লেখা হইল না। (Fig. 26.)

Genus—NELUMBIUM Juss.

27. N. speciosum Willd. (পদ্ম)

Fig.—Wight, Ill., t. 9 ; Bot. Mag., 23. t. 903 (1806).

Ref.—F. B. I., i. 116 ; B. P., i. 214 ; Roxb. F. I., ii. 647 ; H. S. 9 ; Ann. Bot., ii. 75 (1888-89).

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, বোম্বাই, সিংহল, কাশ্মীর, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাবড়া ও ২৪-পরগনা।

বিভিন্ন নাম—স. পদ্ম, অম্বুজ, সরোজ, কোকনদ (রক্তপদ্ম), পুণ্ডরীক (শ্বেতপদ্ম); বা. শ্বেতপদ্ম, রক্তপদ্ম ; Eng. Sacred lotus.

ব্যবহার্য্য অংশ—পুংকেসর, বীজ, পত্র ও শিকড়।

বর্ণনা—জলজ উদ্ভিদ্। গেঁড় ও শিকড় পাঁকের মধ্যে বিস্তার করে। পাতা মসৃণ, জলের উপরে বা কয়েক ইঞ্চি উচ্চে, ভাসমান পাতার ব্যাস ১-৩ ফুট; গোলাকার, ঢালের মত, উপরিভাগ সাদাটে, মখমলের মত। ফুল লালবর্ণ বা শ্বেতবর্ণ, বা কখন কখন পীতবর্ণ, সুগন্ধময়, ফুলের ব্যাস ৪-১০ ইঞ্চি, ডাঁটা ৪-৬ ফুট উচ্চ; বহির্ব্বাস ৪-৫টি। পুংকেসর ও পাপড়ী অনেক। গর্ভাশয় অনেক ও একটি পরদাবিশিষ্ট, আলগা, ভিতরের দিকে স্থিত। বীজাধার স্পঞ্জের মত, ধূসর, পক্ব বীজাধারে বীজ প্রায় ½ ইঞ্চি লম্বা হয়। বীজ ঈষৎ লম্বা, গোলবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, মসৃণ। শ্বেতপদ্মকে পুণ্ডরীক, লালপদ্মকে কোকনদ ও নীলপদ্মকে ইন্দীবর বলে। গ্রীষ্ম হইতে শরৎকাল অবধি ফুল ও শীতকালে ফল হয়। নীলপদ্মের উল্লেখ আছে তবে প্রকৃত নীলপদ্ম দৃষ্টিগোচর হয় না। অনেক সময়ে নীল শালুককে নীলপদ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পদ্মের পুংকেসর ধারক, স্নিগ্ধকর, শরীরের জ্বালা-নিবারক। ইহার ব্যবহারে অনিয়মিত ঋতু আরাম হয়। রক্ত অর্শে ইহার পুংকেসর মধু, মাখম ও চিনির সহিত সেব্য (Dutta)।

দাহকর জ্বরে ইহার পত্র বিছানার চাদররূপে ব্যবহার হয় (Dutta)। বীজ বমননিবারক ও মূত্রকর। পাতার রস ও ফুলের ডাঁটা উদরাময়ে ব্যবহার করা হয়। পাপড়ী ধারক। ইহার ডাঁটার রস সেবনে বসন্ত রোগ আরাম হয় (Dr. Emerson)। পদ্মফুল উদরাময় রোগে ধারক ও যকৃৎরোগ-নিবারক। ইহার শিকড় ও মূল রক্ত আমাশয় ও অজীর্ণ রোগে হিতকর। পদ্মবীজ বিষনাশক ও কুষ্ঠরোগ-নিবারক (Nadkarni). (Fig 27.)

VIII. PAPAVERACEAE.

Genus—PAPAVER Linn.

28. P. somniferum Linn. (অহিফেন)

Fig.—Bently and Trim. Ind. Med. Pl., i. t. 18 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 53.

Ref.—F. B. I., i. 117 ; B. P., i. 215 ; Roxb. F. I., ii. 571 ; Watt, vi. pt. 1. 17 ; Prain, Hooghly-Howrah, 171 ; H. S., 5.

জন্মস্থান—ত্রিহুত, বিহার, ভারতবর্ষ, এশিয়া, উত্তর-আফ্রিকা; বঙ্গদেশের গোঘাট থানা।

বিভিন্ন নাম—স. অহিফেন ; বা. অহিফেন, আফিং ; Eng. Opium.

ব্যবহার্য্য অংশ—রস বা আঠা, ফুলের পাপড়ী বা ফুল ও বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। কাণ্ড ৩ ফুট অপেক্ষা উচ্চ, গোড়ার ব্যাস ½ ইঞ্চি, সরস, গোলাকার, নিরেট, মসৃণ, ফিকে সবুজবর্ণ, শ্বেতবর্ণ পাউডারে আবৃত। পাতা অনেক, ঘনসন্নিবদ্ধ, বৃন্তহীন, বিপরীতমুখী, নিম্নের পাতা প্রায় ৬ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, উপরকার পাতা ১০ ইঞ্চি লম্বা, ক্রমশঃ বিস্তৃত, গোড়ার দিক্ সরু, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, গভীরভাবে খণ্ডিত, পক্ষাকার পত্রাংশ সরু, দাঁতযুক্ত, দাঁতগুলিতে সাদা সাদা দাগ আছে; উজ্জ্বল, পুরু, ফিকে সবুজবর্ণ, ফুল ৩—৭ ইঞ্চি, শাখার উপরে সোজা ডাটায় হয়। বহির্ব্বাস ২টি, পাপড়ী ৪টি, বাহিরের ২টি লম্বা অপেক্ষা চওড়ায় বেশী এবং ভিতরের পাপড়ীর উপরে থাকে। ফুল শ্বেতবর্ণ এবং ফিকে সবুজ ও পীতবর্ণ। বন্য গাছের ফুল কতকটা বেগুনে (violet), গোড়ায় কাল দাগ আছে। পুংকেসর অনেক আছে, ৫ কিংবা ৬টি সারিতে স্থাপিত। গর্ভমুখ থালার মত চেপ্টা, ব্যাস ১ ইঞ্চি। গর্ভাশয় বড়, চেপ্টা প্রায় ১ ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট। ফল প্রায় গোলাকার, চেপ্টা ১½—৩ ইঞ্চি। বীজাধার শুষ্ক, শক্ত, ঈষৎ পীতবর্ণ, কাল দাগ-বিশিষ্ট। বীজ অনেক, অতিশয় ক্ষুদ্র, শ্বেত, ধূসর ও কৃষ্ণবর্ণ। শীতকালে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় পুস্তকে অহিফেনের উল্লেখ দেখা যায় না। খৃ° পূ° তৃতীয় শতাব্দীতে সর্ব্বপ্রথমে অহিফেন এশিয়া মাইনর প্রদেশে প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হয়। ইহার পর আরব দেশীয় লোকেরা ইহাকে অফিয়ম নাম দিয়া থাকে। ভারতীয়েরা এবং পারস্যবাসীরা আরবদিগের নিকট হইতে ইহার ব্যবহার জানিতে পারে। ভারতের দিনাজপুর হইতে হাজারিবাগ এবং গোরক্ষপুর হইতে আগরা এই ভূভাগের মধ্যবর্ত্তী স্থানে প্রচুর অহিফেন উৎপন্ন হয়। পঞ্জাবের কোন কোন স্থানে অল্প পরিমাণে অহিফেন উৎপন্ন হইয়া থাকে। লাহোরের পূর্ব্বদিকে বিয়াস (Beas) উপত্যকায়, ৭,৫০০ ফুট উচ্চে ইহার চাষ হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত মালওয়া (Malwa) এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতের অন্তর্গত নিম্নভূমিতে অহিফেন জন্মিয়া থাকে। কুলুর পর্ব্বতীয় প্রদেশে, নেপাল, রামপুর এবং জম্মু মহলে, মহীশূর, বেরার ও আসামে অল্পবিস্তর অহিফেন জন্মিয়া থাকে।

সচরাচর অহিফেনে অনেক দ্রব্য ভেজাল স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যথা—(১) গাছের কচি পাতা এবং উহার জলীয় অংশ, (২) ফণিমনসা, আকন্দ ও ধুতুরার রস, (৩) ভিন্ন ভিন্ন বটের আঠা, শালগাছের আঠা, বেলের শাঁস ও আঠা, তেঁতুলের শাঁস এবং বাবলার আঠা, (৪) খয়ের, গাবের আঠা, মহুয়া ফুল (Bassia latifolia), সুপারী, বেদানার ছাল, (৫) ঘৃত, কাঠের কয়লা ও অর্দ্ধদগ্ধ অহিফেন, গোবর, গুঁড়া সুরকী প্রভৃতি। (Dymock. i 81.)

খাঁটি অহিফেন দেখিতে বাদামী এবং মেহগনী কাঠের ন্যায় রং-বিশিষ্ট ও ফিকে কৃষ্ণবর্ণ, অথবা কখন কখন কৃষ্ণবর্ণ। ইহা অঙ্গুলির দ্বারা মর্দ্দন করিলে ফিকে বাদামী কিংবা গাঢ় বাদামী দেখায়, কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ নহে, ইহার উপরিভাগ উজ্জ্বল ও আঠার মত।

অহিফেন স্নায়ুমণ্ডল ও মস্তিষ্কের উপর কার্য্য করে। ইহা অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিলে রক্ত সঞ্চালনের উত্তেজনা আনয়ন করে, নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুত দেখায়, দেহের উপরিভাগের চর্ম্ম উত্তপ্ত ও উজ্জ্বল হয়। ইহাতে মানুষের ইচ্ছাশক্তি বাড়াইয়া দেয়, ঘুমাইতে ইচ্ছা করিলে বেশ নিদ্রা হয়, আবার হঠাৎ নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়, শরীর অবসন্ন, অল্প মাথা ধরা, মুখ শুষ্ক ও অল্প বমনের ভাব দেখা যায়। অল্প পরিমাণ অহিফেনসেবী কাজ করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহার কর্ম্মশক্তি বাড়িয়া যায় এবং যদি সে কোন বিষয় চিন্তা করে তবে তাহার চিন্তাশক্তি, কল্পনা এবং বলিবার শক্তি বর্দ্ধিত হয়। অহিফেন মাঝামাঝি মাত্রায় সেবন করিলে, মানসিক উত্তেজনা কমিয়া থাকে ও ক্রমে ক্রমে নিদ্রা আসিয়া আচ্ছন্ন করে। অহিফেনের নেশা কাটিয়া যাইলে অতিশয় মাথা বেদনা করে ও ক্ষুধানাশ হয়। নিদ্রার সময় মস্তকে রক্ত থাকে না, ধমনী ও শিরাগুলি রক্তশূন্য হয়। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে শীঘ্রই গভীরতম নিদ্রা আসিয়া পড়ে এবং রোগী অচৈতন্য হয়, আর চেতনা আসে না। চক্ষু এবং চক্ষুঃতারা সঙ্কুচিত, নাড়ীর গতি মন্দীভূত এবং ক্ষীণ হয়, অবশেষে মৃত্যু হইয়া থাকে।

অহিফেনের বীজকে সাধারণতঃ লোকে পোস্ত বলে। ইহা তরকারীরূপে ব্যবহৃত হয়। পোস্তদানা, চিনি ও এলাচ যোগে খাইলে উদরাময় এবং রক্ত আমাশয় দূর করে। সন্দেশের সহিত পোস্ত মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিলে নিদ্রাহীনতা দূর হয়। অহিফেন সেবনে উদরাময়, নিদ্রাহীনতা, পেট বেদনা, সরলান্ত্র-প্রদাহ ও প্রাদাহিক যন্ত্রণা নিবারণ হয়। ইহা ধারক বলিয়া রক্তস্রাব নিবারণ করে। ইহা স্নায়বিক বল বৃদ্ধি করিয়া থাকে। জ্বরের প্রারম্ভে কিংবা অতিরিক্ত জ্বরে ইহা সেবন করা উচিত নহে। বসন্ত ও সান্নিপাতিক জ্বরে ইহা সেব্য। জ্বর ও অতিরিক্ত প্রলাপ উপসর্গে, নিদ্রাহীনতায় ও সদাই বিছানা হইতে উত্থিত হওয়া উপসর্গে একোনাইটের সঙ্গে প্রয়োগ করিলে রোগী শান্ত হয় ও নিদ্রা আসিয়া থাকে (Dymock)।

ভারতে অনেক প্রকার অহিফেন আছে, তন্মধ্যে পাটনার আফিংএ শতকরা ৭—৮ কিংবা ১০ ভাগ ও মালওয়া আফিঙে ৩—৫ ভাগ মরফিয়া আছে। গর্ভবতী স্ত্রীলোক, মূত্রযন্ত্রের রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, শোথ, হাঁপানী রোগাক্রান্ত ব্যক্তি এবং হৃদ্রোগাক্রান্ত ব্যক্তির অহিফেন সেবন করা উচিত নহে।

অহিফেন বাত, ফোড়া, পৃষ্ঠব্রণ, কুষ্ঠ, উপদংশ প্রভৃতি বহু রোগে ব্যবহৃত হয়। প্রাদাহিক ক্ষত প্রভৃতিতে রাত্রে নিদ্রা না হইলে একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি ১ গ্রেন অহিফেন এবং উহাতে নিদ্রা না হইলে ২ অথবা ৩ গ্রেন পরিমাণ ৪।৫ গ্রেন কর্পূরের বটিকার সহিত সেবন করিবে। শুদ্ধ ২।৩ গ্রেন কর্পূর ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে অনেকটা রোগের শান্তি হয় এবং এই প্রকার চিকিৎসায় অহিফেন নিদ্রা যাইবার সময় দেওয়া যাইতে পারে। অস্ত্রোপচারের পর অহিফেন সেবন করাইলে পুনরায় জ্বর আক্রমণ করিতে পারে না। সর্দ্দিগর্ম্মিতে ইহা সেবন করিলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। সর্দ্দির প্রথম অবস্থায় যখন শ্বাসনালী শুষ্ক

এবং কাশিতে কষ্ট বোধ হয় তখন অহিফেন ব্যবহার করিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। কলেরার প্রথম অবস্থায় অহিফেন মন্ত্রের ন্যায় কাজ করে, জরের পূর্ণ অবস্থায় ইহা কর্পূর ও Antimonyর সহিত ব্যবহার করিলে বড়ই উপকার পাওয়া যায়। অতিরজ, অল্পরজ, বাধক এবং সংবাচর গর্ভাশয়ের ও মূত্রাশয়ের পীড়ায় উহা অতিশয় মূল্যবান্। বহুমূত্রে বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের পক্ষে অহিফেন অতিশয় হিতকর কিন্তু যদি মাথা ধরে বা অপর কোন খারাপ উপসর্গ হয় তবে উহা পরিত্যাগ করিবে (Nadkarni)। বহুমূত্র রোগে নিম্নলিখিত ঔষধটি বড়ই হিতকর,—কর্পূর ও মৃগনাভি প্রত্যেক ১ ভাগ, অহিফেন এবং জৈত্রী প্রত্যেক ২ ভাগ একত্র বটিকা প্রস্তুত করিয়া পানের রসের সহিত সেব্য। ১৫-২০ গ্রেন অহিফেনের আরক কাঁজির সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে প্রসবান্তিক বেদনার শীঘ্র উপশম করে। কোন স্থান হইতে পতন, অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং রক্ত আমাশয়ের জন্য গর্ভপাতে আফিঙের আরক বিশেষ হিতকর (মাত্রা ৩০—৪০ গ্রেন অহিফেনের আরক, দুই আউন্স কাঁজি)। আফিঙ খয়েরের সহিত ব্যবহার করিলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়।

জায়ফল, সোহাগা, অভ্র, ধুতুরা বীজ, প্রত্যেক একভাগ, অহিফেন ২ ভাগ; গন্ধভাদুলিয়া (Paederia foetida) রসে মাড়িয়া ২ গ্রেন ওজনের বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা সেবন করিলে উদরাময় ও রক্ত আমাশয় আরাম হয়। শোথ ও উদরাময় রোগে এক প্রকার বটিকা প্রস্তুত হয় ইহাকে দুধেবটি বলে। প্রস্তুতপ্রণালী—অহিফেন ২৪ গ্রেন, একোনাইট ২৪ গ্রেন, জারিত লৌহ ১০ গ্রেন, জারিত অভ্র ১২ গ্রেন এইগুলি একত্র দুগ্ধের সহিত মাড়িয়া এক একটি ৪ গ্রেন পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রত্যেক বটিকা প্রত্যহ প্রাতে দুগ্ধের সহিত সেব্য। পথ্য কেবলমাত্র দুগ্ধ; জল ও লবণ নিষিদ্ধ (Dutt, Mat. Med., 113)।

এক ড্রাম পরিমাণ বাজারের অহিফেন, ২ আউন্স পরিমাণ নারিকেল কিংবা তিল তৈলে মিশ্রিত করিয়া আক্রান্ত স্থানে মালিশ করিলে পুরাতন বাত, কটিবাত এবং অপরাপর স্নায়ুশূল, আঘাতজনিত বেদনা, আরাম হয়। ইহার সহিত সমপরিমাণ কর্পূর দিলে আরও উপকার হয়; ব্যবহারের পূর্ব্বে ঔষধটি বেশ নাড়িয়া লইবে। সাবধান যেন ইহা ঘা-মুখে প্রয়োগ না হয়। এই তৈল মেরুদণ্ডে মালিশ করিলে ঘুংড়ি কাশি (Whooping cough) আরাম হয়।

এক চামচ আফিঙের আরক কিংবা দুই গ্রেন পরিমাণ আফিঙ গরম জলে দিয়া তাহার ধূম চক্ষে লাগাইলে দারুণ চক্ষু উঠা রোগ আরাম হয়। ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তে ১ গ্রেন পরিমাণ অহিফেন টিপিয়া দিলে বেদনা কমিয়া যায় (লালা ফেলিয়া দিবে)। কর্ণ বেদনায় অহিফেনের আরক ও নারিকেল তৈল সম পরিমাণ তুলায় লাগাইয়া দিলে বেদনা নিবারণ হয়। যেন তুলা অধিক ভিতরে না যায়। কষ্টকর অর্শে চাউলের পুলটিসের সহিত অহিফেনের আরক মালিশ দিলে অর্শের জ্বালা এবং ফুলা আরাম হয় (Dymock)।

অহিফেন বিষের চিকিৎসা—প্রথম অবস্থায় তুঁতের জল, কাঁঠাল পাতার রস, সরিষার তৈল প্রভৃতি বমন কারক ঔষধ সেবন করাইবে। Potassium Permanganate

(1 in 400)এর মৃদু অরিষ্ট (solution) দিয়া পাকস্থলী ধৌত করাইবে। এইরূপ আধ ঘণ্টা অন্তর ১২ ঘণ্টা ক্রমাগত করিতে থাক। রোগী যাহাতে ঘুমাইয়া না পড়ে এই জন্য উহাকে হাঁটাইবে ও উগ্র কফি খাওয়াইবে অথবা গুহ্যদ্বার দিয়া প্রবেশ করাইবে। সর্বদা শরীরের উত্তাপ রক্ষার জন্য চেষ্টা করিবে, গা খালি না রাখিয়া কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিবে। শ্বাস ঠিক রাখিবার জন্য কৃত্রিম শ্বাস দিবার ব্যবস্থা করিবে এবং Liquor Atropine Sulphateএর প্রত্যেক ১০ মিনিট অন্তর ইন্‌জেক্‌শন্ করিবে যে পর্য্যন্ত না নাড়ী দ্রুত হয়। উত্তেজক ঔষধ, মদ্য এবং এমোনিয়া দেওয়া উচিত (Nadkarni). (Fig. 28.)

Genus—ARGEMONE Linn.

29. A. mexicana Linn. (শেয়ালকাঁটা)

Fig.—Wight Ill. Ind. Bot. i, t. 11 ; Bot. Mag. t. 243.

Ref.—F. B. I. i. 117 ; B. P. i. 216 ; Roxb. F. I. ii. 571 ; Watt, i. pt. ii, 306 ; Prain, H. H., 171 ; Voigt. H S., 6.

জন্মস্থান—ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ, বোটানিক গার্ডেন, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ, হুগলী ও হাওড়ার পতিত জমি, আদিম উৎপত্তিস্থান পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ।

বিভিন্ন নাম—স. ব্রহ্মদণ্ডী ; বা. শেয়ালকাঁটা ; Eng. Mexican Poppy.

ব্যবহার্য্য অংশ—টাট্‌কা রস, বীজের তৈল, শিকড়।

বর্ণনা—পাতা ঢেউ খেলান, লম্বা, ধার অল্প খণ্ডিত, কাঁটাযুক্ত, সাদা ও সবুজ রঙে চিত্রিত। দেখিতে কতকটা অহিফেন গাছের মত, গাছের রস পীতবর্ণ। ফুল পীতবর্ণ, বহির্চ্ছদ ২-৩টি, পাপড়ী ৪-৬টি। পুংকেসর বহু। গর্ভাশয় একটি কোষবিশিষ্ট,। ফল ¾—১½ ইঞ্চি লম্বা, বীজ কৃষ্ণবর্ণ, দেখিতে কাল সরিষা অপেক্ষা বৃহৎ। একটি ফলে বহু বীজ থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ভারতীয়েরা ইহার রস ক্ষত রোগে ব্যবহার করে। শিয়ালকাঁটা গাছের রস, গন্দন (Aristolochia bracteata) গাছের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া গনোরিয়া ও উপদংশ রোগে ব্যবহৃত হয়। কঙ্কণ দেশে ইহার রস দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া কুষ্ঠ রোগে প্রয়োগ করে। আধুনিক চিকিৎসকদের মতে ইহার তৈল ৩০—৬০ ফোঁটা পরিমাণ রক্ত আমাশয়ে ব্যবহৃত হয়। ইহার আঠায় ক্ষত নিবারণ করিবার শক্তি আছে। বোল্‌তা ও ভীমরুল কামড়াইলে ইহার মূল প্রলেপ স্বরূপ ব্যবহার হয় (R. N. Khori, ii, 40)। বীজের তৈল সরিষার তৈলে পাক করিয়া পাঁচড়া ও চুলকণায় ব্যবহৃত হয়। ইহার আঠা মূত্রকর বলিয়া, শোথ, কামলা, উপদংশ, গনোরিয়া ও কুষ্ঠ রোগে ব্যবহার হয়। কথিত আছে যে ইহার রস এক তোলা পরিমাণ প্রাতে খালিপেটে সেবন করিলে ৪০ দিনের মধ্যে উক্ত রোগ আরাম হয় (Nadkarni). (Fig. 29.)

IX FUMARIACEAE.

30. Fumaria parviflora Lamk. (বনশুল্ফা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 58; Wight Ill. Ind. Bot. i. t. 11a, 1840.

Ref.—F. B. I. i. 128; B. P. i. 217; Roxb. F. I. iii. 217; Prain, H. H. 171; Voigt. H. S. 7; Trans. Bot. Soc. Edinb i, t. 35; 1840.

জন্মস্থান—গঙ্গাতীরবর্ত্তী সমতলভূমি, হিমালয় প্রদেশের নিম্নভূমি, নীলগিরি পর্ব্বত, বঙ্গদেশের আবাদী জমিতে শীতকালে দেখা যায়; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনায় সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. বন শুল্ফা; হি. পীতপাপড়া; বম্বে—পীতপারা।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—বিস্তৃত বর্ষজীবী গুল্ম বিশেষ। পত্র বর্শাকৃতি, ঘন-সন্নিবিষ্ট ও সরু। ফুল $\frac{1}{8}$—$\frac{1}{6}$ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ, দেখিতে গোলাপ ফুলের ন্যায়, ফুলের অগ্রভাগ বেগুনে রং-বিশিষ্ট। অন্তঃস্তবক ক্ষুদ্র। ফল ঈষৎ গোলাকার। শীতকালে ধান্যক্ষেত্রে দেখা যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শুষ্কগাছ সামান্য জ্বরে হিতকর। পাঁচড়া রোগে রক্ত খারাপ হইলে ইহার কাথ সালসার ন্যায় কাজ করে (Baden-Powell)। কম্পজ্বরে গোল মরিচের সহিত ব্যবহার করিলে জ্বর সারিয়া যায় (Royle)। ইহা মূত্রকর, সংশোধক, মৃদু বিরেচক এবং শ্লেষ্মা-নিবারক (Dymock)।

এই গাছের কাথ (1 in 20) পরিমাণ ১ হইতে ২ আউন্স মাত্রায় মূত্রকর, কৃমিনাশক, ঘর্ম্মকর বলিয়া কথিত আছে ও কুষ্ঠ এবং উপদংশ রোগে হিতকর (Nadkarni). (Fig. 30.)

X. CRUCIFERAE.

Genus—BRASSICA Linn.

31. B. campestris Linn. Var. Sarson (শ্বেতসরিষা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 64; Syme. Engl. Bot. i. t. 89.

Ref.—F. B.I. i. 156; B.P. i, 220; Roxb F.I. iii, 117; Prain, H. H. 172; H. S. 71.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ।

বিভিন্ন নাম—স.—শ্বেত সরিষা; বা. সরিষা; হি. সফেদ রাই; তে. অবালু।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও ফুল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী, ১-৩ ফুট উচ্চ। পাতা বড়, গাছের গোড়ায় বেশী হয়, প্রায় ১-১½ ফুট লম্বা ও ডাঁটার দুইভাগে বিভক্ত, পাতার অগ্রভাগ কতকটা ডিম্বাকৃতি ও ঈষৎ ঢেউ খেলান। ফুল বড়, গাছের অগ্রভাগে কতকটা গুচ্ছবদ্ধ, শ্বেত কিংবা পীতবর্ণ, শুঁটী ১½-৩ ইঞ্চি লম্বা। ভারতবর্ষে Brassica অনেক জাতীয় আছে, তন্মধ্যে B. campestris (শ্বেতরাই), B. juncea (বড় রাই), B. Napus (সরিষা), B. botrytis (ফুলকপি); B. oleracea (বাঁধাকপি), B. gongylodes (ওলকপি), B. campestris var. Rapa (শালগম) এইগুলি প্রধান।

সরিষাকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে; যথা :—(১) উর্দ্ধে শুঁটীযুক্ত (নাতুয়া), (২) নিম্নে শুঁটীযুক্ত (উল্‌টী)।

এই দুইপ্রকার সরিষা আবার শতাধিক প্রকারের আছে; তাহাদের মধ্যে কাহারও শুঁটীতে দুই সারি সরিষা ও কাহারও শুঁটীতে চারি সারি সরিষা থাকে। নিম্নে তাহাদের প্রধান প্রধানগুলির নাম প্রদত্ত হইল।

নাম	উৎপত্তিস্থান	পরিচয়
ভাটী সরিষা	মুর্শিদাবাদ।	উর্দ্ধে শুঁটী, ৪সারি বীজ।
টেপা	সিংহভুম, বর্দ্ধমান।	শ্বেতবর্ণ ও ধূসর বর্ণ, ২সারি শুঁটী।
ধমা	ত্রিপুরা ও নোয়াখালি।	শ্বেতবর্ণ, ২সারি বীজ।
ঝাঁটি সরিষা বা শ্বেতী	বাঁকুড়া ও ছোটনাগপুর।	বহু শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট।
কাজলি বা কাল সরিষা	রংপুর, শিলিগুড়ি, হুগলী ও ২৪-পরগনা	বীজ দুই সারি, রং কাল, গাছ লম্বা ও শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট।
মাঘি সরিষা	রংপুর, ঢাকা, ত্রিপুরা, ফরিদপুর, যশোহর।	গাছ ছোট, ফল শীঘ্র হয়।
মেড়ি সরিষা	মেদিনীপুর।	গাছ বড়।
মগলাই	মৈমনসিংহ, ত্রিপুরা।	ঐ
পাহাড়ী	সিকিম।	কপি পাতার ন্যায় পাতা।
সাদা রাই	মেদিনীপুর।	সোজা, ৪সারি বীজ।
তেড়া সরিষা	সাঁওতাল পরগনা।	শুঁটী উর্দ্ধমুখী, ৪সারি বীজ।

*ডাক্তার প্রেন্ সাহেবের মতে বঙ্গদেশীয় সরিষাকে তিন ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে, যথা :—(১) রাই সরিষা B. juncea, (২) মধ্য বঙ্গদেশের শ্বেতী সরিষা, ইহার গাছগুলি বড় হয় এবং দেখিতে (Turnip) গাছের ন্যায়, (৩) টোরী সরিষা (B. Napus), ইহার চাষ সমগ্র বঙ্গদেশে হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত আরও ৪ প্রকার সরিষা আছে তাহাদের পার্থক্য বিশেষ না থাকায় এ স্থলে দেওয়া গেল না।

টৌরী সরিষা এবং ভারতীয় রেপ সরিষা বঙ্গদেশ ও বিহারের বহু স্থানে চাষ হইয়া থাকে। ইহা রাই সরিষার গাছ অপেক্ষা ছোট এবং ডাঁটার সহিত পাতা গুচ্ছভাবে বাহির হয়। সরিষাগুলি রাই অপেক্ষা আকারে বড়, খোসা বেশী মসৃণ নহে।

রাই সরিষা সমস্ত বঙ্গদেশ ও বিহারে উৎপন্ন হয়। ইহার পাতা ডাঁটার সহিত গুচ্ছবদ্ধ ভাবে থাকে না, ইহার দানা ধূসরবর্ণ ও ঈষৎ লাল, আকারে টৌরী অথবা রেপ সরিষা অপেক্ষা ক্ষুদ্র।

শ্বেতী সরিষা অথবা উড়িষ্যাব গঙ্গাটোরিয়া বঙ্গদেশ ও বিহারের বহুস্থানে উৎপন্ন হয়। ইহাব ডাঁটার সহিত পাতা গুচ্ছভাবে না থাকায় রাই সরিষা হইতে এবং উপবিভাগে গুচ্ছ গুচ্ছ অনেক ফুল হয় ও গাছগুলি বড হয বলিয়া টৌরী সরিষা হইতে ভিন্ন কবা যাইতে পারে। বীজগুলি সাদা হয এবং যে জাতীয বীজ ধূসব বর্ণ হয় তাহা রাই সবিষা অপেক্ষা আকারে বড় এবং খোসা মসৃণ বলিয়া টৌবী হইতে পৃথক্ করা যাইতে পারে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সবিষার পুলটিস বাতেব বেদনা ও শরীবের কোন স্থানে রক্ত-সঞ্চয় হইলে সেই স্থানে প্রয়োগ কবিলে আরাম হয। অল্প পরিমাণ সরিষার গুঁড়া ভক্ষণ করিলে পবিপাক শক্তি বৃদ্ধি হয। গোটা সবিষা খাইলে কোষ্টবদ্ধতা নিবারণ কবে এই কাবণে অম্ল রোগে ও কোষ্ঠবদ্ধতায় ইহার ব্যবহাব হয় (Dr. Watt).

খাঁটি সরিষাব তৈল মাখিলে গলা-বেদনা, রক্ত সঞ্চয়, পুবাতন বাত আরোগ্য হয় (Surg. D. Basu)। সরিষার তৈল পায়েব তলায় মাখিলে ও নাসিকার মধ্যে প্রবেশ করাইলে এক রাত্রির মধ্যে সর্দ্দির জন্য মস্তক ভার ও সর্দ্দি আবাম হয়। বালকদিগের বুকে সর্দ্দি বসিলে খাঁটি সরিষাব তৈলে মাস কলাই ফুটাইয়া বক্ষে মালিস করিলে সর্দ্দি সত্বর আরাম হয়। সাধাবণ গলার ঘায়ে সরিষাব তৈল প্রযোগ করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় (Surg. K. D. Ghose). (Fig. 31.)

Genus—RAPHANUS Linn.

32. R. sativus Linn. (মূলা)

Fig.—Lam. Ill. t. 566; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 68.

Ref.—F. B. I. i, 166; B.P. i, 224; Roxb. F. I. iii, 126; Watt, vi, pt. 1b, 393; Prain, H. H. 173; H. S. 72.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষে চাষ হয়, এমন কি হিমালয়-প্রদেশের ১৬ হাজার ফুট উচ্চেও চাষ হইয়া থাকে। হুগলী ও হাওড়া জেলার বহুস্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. মূলক ; বা. মূলা ; হি. এবং বম্বে—মূরো ; তা. মূলাজী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, মূল, পুষ্প ও বীজ। মাত্রা শুষ্ক মূলার কাথ ৫—১০ তোলা; কাঁচা মূলার রস ২—৪ তোলা; পুষ্প চূর্ণ ১—৪ আনা।

বর্ণনা—ইহার পাতা লম্বা, কিনারা কাটা কাটা পাতার মধ্যশিরা হইতে প্রান্ত দেশ সমান ভাবে উভয় দিকে বিস্তৃত। পাতার শিরাগুলি লালবর্ণ অথবা বেগুনে। ফুল বড়, পীত অথবা শ্বেতবর্ণ। ইহার শুঁটী সরিষার ন্যায় তবে সরিষা অপেক্ষা কিয়ৎপরিমাণে মোটা, ১-২ ইঞ্চি লম্বা অভ্যন্তরে দুইসারি অথবা এক সারি বীজ থাকে। বীজ সরিষা অপেক্ষা বৃহৎ কিন্তু সরিষার ন্যায় গোল নহে। ভাবপ্রকাশ মতে মূলা দুই প্রকার, যথা—লঘু মূলক ও নেপাল মূলক। গৃঞ্জনক নামক মূলাকে গাজর বলে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মূলার বীজ ও শাক মূত্রকারক, রেচক ও অশ্মরী-নিবারক। মূত্র-যন্ত্রের পীড়ায় ইহার সকল অংশই ব্যবহার হয়; এমন কি মূলা ব্যবহার করিলে পাথরী রোগ সারিয়া যায় (R. N. Khori, ii, 63)। গাজর মূলাতুল্য গুণবিশিষ্ট, ইহা শোথ, বিলম্বিত ঋতু কিংবা রজঃরোধে ব্যবহৃত হয়। গাজর-বীজ গর্ভস্রাবকারী বলিয়া অভিহিত হয়। বাতশ্লেষ্মা রোগীর পক্ষে ক্ষুদ্র মূলা জলে পেষণ করিয়া ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে গ্রন্থিবিসর্পে লাগাইলে উহা সারিয়া যায়। অর্শরোগী শুষ্ক মূলার ফুল এবং ছাগমাংসের কাথ পান করিলে অর্শের উপশম হয় (বনৌষধি-দর্পণ)। মূলার ঈষদুষ্ণ রস কর্ণে দিলে কর্ণশূল আরাম হয় (শুশ্রুত)। কফজশোথে শুষ্ক মূলার কাথ দিয়া শোথ ধৌত করিলে উহা আরাম হয়। শীতপিত্ত রোগীর পক্ষে শুষ্কমূলার যূষের সহিত অন্নাদি ভোজন করিতে হয়। মূলাবীজ অপামার্গের (Achyranthes aspera) রসে পেষণ করিয়া গায়ে লাগাইলে গায়ের ছুলী আরাম হয় (বনৌষধি-দর্পণ)। (Fig. 32.)

Genus—LEPIDIUM Linn.

33. L. sativum Linn. (হালিম)

Fig.—Wight Ill. ii, t. 12; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 67.

Ref.—F. B. I. i, 159; B. P. i, 223; Dymock, Pharm. Ind. i, 120; Prain H. H. 173; H. .S 73.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ ও তিব্বত দেশে চাষ হয়, হুগলী, হাওড়ার স্থানে স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. চন্দ্রশূর; বা. হালিম; হি. হারক, হালিম, চানসর; তা. অলিবিরাই; তে. আদিলী।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—গাছ গুল্মাকৃতি ও ঘনসন্নিবিষ্ট, পত্র বিভক্ত, ফুল ছোট ও শ্বেতবর্ণ, পুষ্পের বহিশ্চ্ছদ ছোট; পাপড়ী ২-৪ কিংবা ০; পুংকেসর ৬, ৪ কিংবা ০, বীজকোষ ডিম্বাকৃতি, লোমযুক্ত; বহির্কোষ নৌকাকৃতি। বীজ প্রত্যেক গহ্বরে একটি থাকে। বীজকোষ বর্ত্তুলাকার। পত্র পক্ষাকার, ২ ভাগে বিভক্ত।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ ঘুংড়িকাশির মহৌষধ ও বিরেচক। আরবদেশীয় লোকেরা ইহার বীজ প্লীহা রোগ-নিবারক বলিয়া নির্দ্দেশ করে।

চন্দ্রশূরং হিতং হিক্কাবাতশ্লেষ্মাতিসারিণাম্।
অসৃগ্‌বাতগদদ্বেষি বলপুষ্টি-বিবর্দ্ধনম্॥ ভাবপ্রকাশ। (Fig. 33.)

XI. CAPPARIDEAE.

Genus—CAPPARIS Linn.

34. C. sepiaria Linn. (কাঁটা গুড়কামাই)

Fig.—Kirtikar. Ind. Med. Pl. t. 76; Talbot. For. Fl. Bombay, i. 62.

Ref.—F. B. I. i. 177; B. P. i, 227; Prain, H. H., 174; H. S. 75.

জন্মস্থান—ভারতের উষ্ণপ্রধান স্থান, পঞ্জাব, সিন্ধু দেশ, বর্ম্মা, পেগু এবং কর্ণাট; হুগলী, হাওড়ার জঙ্গলের ধারে, সুন্দরবনে সমুদ্রের কিনারায়, বহু স্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. কাকাদানি, গৃধ্রনখী, বা. কাঁটা গুড়কামাই।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল এবং শিকড়।

বর্ণনা—শাখা ক্ষুদ্র ও ঝোপযুক্ত, ডালে বক্র কাঁটা আছে, পত্র ডিম্বাকৃতি, একটু লম্বা এবং উজ্জ্বল। ফুলের পাপড়ী সরু সরু। গর্ভাশয় কোমল লোমাবৃত। পত্র ¾—১½ ইঞ্চি লম্বা, ½—¾ ইঞ্চি বিস্তৃত। পুষ্প শ্বেতবর্ণ, ⅓—½ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট। ডালে অনেক ফুল ধরে। ফল কৃষ্ণবর্ণ, থকো থকো হয়। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষাকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—জ্বরনাশক। (Fig. 34.)

35. C. horrida Linn. (বাঘনাই)

Fig.—Wight, Ic. Pl. Ind. Ori. i. t. 173; Talbot. For. Fl. Bombay, i. 63.

Ref.—F. B.I. i, 178; B. P. i, 226; Roxb. F. I. ii, 567; Prain, H. H. 173; H. S. 74.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের জঙ্গলের ধারে ও গঙ্গানদীর পশ্চিম কিনারাস্থ জেলায় প্রায় দেখা যায়, চট্টগ্রাম, সাহারানপুর প্রভৃতি স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—স. হুস্কারু; হি. আরদন্দা; সাঁওতালী—বাগনি, বাগুচি; তে. অরুভণ্ড।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, শিকড় এবং শিকড়ের ছাল।

বর্ণনা—ছোট গুল্ম জাতীয় বৃক্ষারোহী উদ্ভিদ, শাখা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত। পত্র ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ লম্বা মোটা ও মসৃণ, বোঁটা ছোট। ডাঁটায় কাঁটা নিম্নদিকে বক্র। ফুল ১½ ইঞ্চি, এক একটি কিংবা ২।৩টি একত্র হয়। ফুলের বোঁটা ½ – ¾ ইঞ্চি, ফুল বড় ও শ্বেতবর্ণ; পুংকেসর ফুলের পাপড়ী অপেক্ষা লম্বা। ফল ১½ ইঞ্চি মোটা, প্রত্যেক ফলে অনেক বীজ হয়। ফুলের পাপড়ী শ্বেতবর্ণ, পুংকেসর লালবর্ণ। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষাকালে ফল ধরে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পশ্চিম ভারতে ইহার পাতা ফোড়ায়, অর্শে এবং কোন স্থান ফুলিয়া উঠিলে পুলটিস দেয় (Atkinson)। মাদ্রাজে ইহার পাতার ক্বাথ উপদংশ রোগে প্রয়োগ করে (Watt, ii, 132)। শিকড়ের ছাল স্নিগ্ধকর, পেটের ব্যথা নিবারক ও ক্ষুধা বৃদ্ধিকর। ইহা ঘর্ম্ম নিবারক। ইহার পত্র ক্ষুধা বৃদ্ধিকর (Moodeen Sheriff)। ছোটনাগপুরের লোকেরা ইহার ছাল দেশী মদের সহিত দিয়া কলেরা রোগে প্রয়োগ করে (Rev. A. Campbell). (Fig. 35.)

36. C. zeylanica Linn. (কালকেরা)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 74; Talb. For. Fl. Bombay, i, 51.

Ref.—F. B. I. i, 174; B. P. i, 226; Roxb. F. I. ii, 566; Prain, H. H. 173; H. S. 74; Dymock, i. 136.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে, কর্ণাট ও মালাবার প্রদেশে; হুগলী জেলার পশ্চিম অংশে এবং মেদিনীপুর জেলায়।

বিভিন্ন নাম—বা. কালকেরা।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—বহুশাখাবিশিষ্ট ও কাঁটাযুক্ত উদ্ভিদ। পত্র ১½ – ৩ ইঞ্চি লম্বা, ½ – ১½ ইঞ্চি বিস্তৃত, পাতার উপর দিক উজ্জ্বল। ফুল ২ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, শ্বেতবর্ণ, এক একটী অথবা কখন একসঙ্গে ২-৩টি হয়। ফুলের নীচের পাপড়ী পীতাভ পরে রক্তিমবর্ণ হয়। গর্ভাশয় লম্বা, ফল ২ইঞ্চি লম্বা এবং মসৃণ। ফলের বীজ চক্রাকারে স্থাপিত। পাতা আকৃতিতে অনেকটা কদম পাতার ন্যায়। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষায় ফল ধরে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ত্রিদোষ নাশক ও জ্বরের শান্তিকর। (Fig. 36.)

Genus—CLEOME Linn.

37. C. viscosa Linn. (হুড়হুড়িয়া)

Fig.—Wight I. C. t. 2 ; Kirtikar and Basu, Med. Pl. t. 69.

Ref.—F. B. I. i, 170 ; B. P. i, 225 ; Roxb. F. I. iii, 128 ; Watt, ii, pt. 21, 370.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের মাঠে ও পতিত জমিতে ও সুরকীর স্তূপে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. সূর্য্যাবর্ত্ত, আদিত্যভক্তা ; বা. হুড়হুড়িয়া ; হি. কানফুটি ; তে কুকক ভামিন্ত, তা. নাইভেলা ; Eng. Dog Mustard.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গুল্ম ও বীজ। মাত্রা—পত্ররস ১-২ তোলা ; মূলকল্ক ১-৪ আনা।

বর্ণনা—বর্ষজীবীগুল্ম, ১-৩ ফুট উচ্চ, কাণ্ড নরম। লোমযুক্ত। পত্র বৃন্তের সমান অথবা ক্ষুদ্র লোমযুক্ত ও চটচটে, প্রত্যেক ডাঁটায় ৩টি পত্র আছে, পাতায় এক প্রকার গন্ধ আছে। ফুল ½ ইঞ্চি লম্বা পীতবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ। শুঁটী ২-৩½ ইঞ্চি একেবারে সরল, গাত্রে লোম আছে। বীজ ক্ষুদ্র শুঁটীর মধ্যে থাকে। ইহার ডাঁটা ভাঙ্গিলে ঈষৎ রক্তিমবর্ণ রস নির্গত হয়। বীজ গাঢ় পীত কিংবা প্রায় কৃষ্ণবর্ণ। বীজের স্বাদ প্রায় সরিষার ন্যায়। বৎসরের সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পাতার রস কর্ণে দিলে বধিরতা নষ্ট হয় (Rheede) ; ইহার রস তৈলের সহিত পাক করিয়া কানে দিলে কাণের পূঁয আরাম হয় (Nadkarni)। আমাশয় রোগীর বহু কুন্থনে পিচ্ছিল ও অল্প অল্প মল নির্গত হইলে হুড়হুড়ে শাক, দধি ও দাড়িম্বরস, তিল তৈল যোগে সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে আমাশয় আরাম হয়। হুড়হুড়ে পাতা শোথের পক্ষে হিতকর।

ইহার পাতার রসে মধু, তিল তৈল ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া কর্ণে দিলে কাণ কটকটানি আরাম হয় (চক্রদত্ত)। হুড়হুড়ে পাতার প্রলেপ দিলে প্রলিপ্ত স্থান লালবর্ণ হয় ও ফোস্কা উঠে (Dymock)। শিশুর পেট ফাঁপা ও অতিসারে ও কৃমি নির্গত করিবার জন্য ইহার বীজ সেব্য। ইহার বীজের কাথ কীটঘ্ন ও দুরারোগ্য ক্ষতের পক্ষে হিতকর। পাতা রগড়াইয়া গন্ধ গ্রহণ করিলে বিছা কামড়ানি আরাম হয়। যোনিদাহে ইহার মূল, চাউল ধোয়া জলের সহিত পান করিলে দাহের শান্তি হয় (ভাবপ্রকাশ)। (Fig. 37.)

Genus—CRATAEVA Linn.

38. C. religiosa Forst. (বরুণ বৃক্ষ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal. iii. t. 42 ; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 71.

Ref.—F. B. I. i, 172 ; B. P. i, 227 ; Roxb. F. I. ii, 571 ; Prain, H. H. 274 ; H. S. 75 ; Watt, Vol. II. Pt. II, 583.

জন্মস্থান—মালাবার, কানারা, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা।

বিভিন্ন নাম—স. অশ্মরিঘ্ন ; বা. বরুণ বৃক্ষ, তিক্ত শাক ।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র ও ছাল।

বর্ণনা—ছাল ধূসরবর্ণ, স্বাদ তিক্ত। পত্র ৩-৬ ভাগে বিভক্ত। বিভক্ত পত্র লম্বা, বর্শাকৃতি, মসৃণ, পাতলা, উপরিভাগ গাঢ় সবুজ, নিম্নভাগের রং ফিকে ; পত্র ৮ ইঞ্চি লম্বা ৩ ইঞ্চি বিস্তৃত। পাতা রগড়াইলে একপ্রকার গন্ধ বাহির হয়, স্বাদ তিক্ত ও কিরকিরে। ফুল বেগুনে ২-৩ ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট। ফলের ব্যাস ১-২ ইঞ্চি। বীজ অনেক থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কাথ ক্ষুধা বৃদ্ধিকর, পিত্তনিবারক ও মূত্রযন্ত্রের পীড়া নিবারক। ছালের কাথ গুড়ের সহিত ব্যবহার হয়। সমপরিমাণ গক্ষুর (Tribulus terrestris), আদা, যবক্ষার ও মধু দিয়া ইহার কাথ প্রস্তুত হয়। বরুণ ছালের গুড়া পাকযন্ত্র, মূত্রযন্ত্র ও গর্ভাশয়ের রোগ নিবারক (চক্রদত্ত)। ইহার পাতা পায়ের তলার জ্বালা ও ফুলা নিবারণ করে। পাতার রস বাত বেদনা নিবারণ করে, মাত্রা ½-৩ তোলা ঘৃতের সহিত ব্যবহার্য্য। ছাল ও পাতা গুঁড়া করিয়া কাপড়ে বাঁধিয়া সেক (foment) দিলে বাত আরাম হয়। বরুণের ছাল হইতে বরুণাদং ঘৃত ও বরুণাদ্য তৈল প্রস্তুত হয়। উহা মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক ও পাথরী রোগে হিতকর (ভাবপ্রকাশ)। (Fig. 38.)

Genus—GYNANDROPSIS DC.

39. G. pentaphylla DC. (শ্বেত হুড়হুড়িয়া)

Fig.—Rheede. Hort. Mal. ix, t. 34, Kritikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 70 B.

Ref.—F. B. I. i, 171 ; B. P. i, 225 ; Roxb. F. I. iii, 126 ; Watt, ii, pt. ii, 370 ; Prain, H. H. 173 ; H. S. 73.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের পতিত জমিতে প্রচুর দেখা যায়, বোটানিক গার্ডেন, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা।

বিভিন্ন নাম—স. সূর্য্যাবর্ত্ত, বা. শ্বেতহুড়হুড়িয়া ; হি. হুলহুল ; তা. তাইভেলা।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গুল্ম ও বীজ।

বর্ণনা—পত্র হস্তাঙ্গুলিবৎ বিভক্ত। একটি পত্রদণ্ডে ৫-৭টি পত্র আছে। ফুল শ্বেতবর্ণ কিংবা ঈষৎ লাল বা বেগুনে। পুংপুষ্প লম্বা ও বেগুনে। ফল ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ভিতরে দুইটি ঘর

আছে। বীজের রং কৃষ্ণবর্ণ। হরিদ্রাবর্ণের হুড়হুড়িয়ার ন্যায় ইহা সচরাচর দেখা যায় না / বর্ষা শেষ হইলে শরৎকালের প্রারম্ভে পতিত জমিতে ও তৃণময় উর্ব্বরা ভূমিতে বা বাগানের ধারে ২-১টি গাছ দেখা যায়। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পাল্লা রোড স্টেশনের নিকটে অনেক শ্বেত হুড়হুড়িয়া দেখা যায়। পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকা অঞ্চলেই ইহা প্রায় দেখা যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতার রস চা খাইবার চামচের ½ চামচ দিলে বিকারের রোগীর খেঁচুনী কমিয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের লোকে ইহার পাতা বাটিয়া ফোড়ায় দেয়, ইহাতে ফোড়ার পূঁয হইতে পারে না, ফোড়া বসিয়া যায়। পাতা ছেঁচিয়া শরীরের কোন স্থানে দিলে ফোস্কা হয় (Voigt)। এই গাছের অপরাপর গুণ হুড়হুড়ের ন্যায়। (Fig. 39.)

XII. VIOLACEAE.

Genus—IONIDIUM Vent.

40. I. suffruticosum Ging. (নুনবোড়া)

Fig.—Kritikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 8; Wight, Ill. Ind. Bot. i. t. 19; Wight, Pl. Ind. Orient. i. t. 380.

Ref.—F. B. I. i 185; B. P. i, 228; Prain, H. H., 174; H. S. 77.

জন্মস্থান—ভারতের বুন্দেলখণ্ড, বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র তৃণময় ক্ষেত্রে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. চারাটী, বা. নুনবোড়া; হি. রত্নপুরাস; তা. ওরিলায়া মারায়; সাঁ. বীর সূর্য্যমুখী।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, পত্র ও কাণ্ড।

বর্ণনা—ছোট ছোট গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ্। পত্র ডাঁটায় জোড়া জোড়া হয়, কখন একটির পর আর একটি হয়। ফুল গোলাকার, লালবর্ণ কিংবা বেগুনে। ফুলের পাপড়ী ৫টি। গর্ভকেসর ঈষৎ বক্র। ফলে ৩টি ঘর বা পরদা আছে। বীজ বর্ত্তুলাকার।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বালকদিগের পাকযন্ত্রের পীড়ায় সাঁওতালেরা ইহার শিকড় ব্যবহার করে (Campbell)। ইহার কাথ বায়ু, পিত্ত ও কফের শান্তিকর, মেহ রোগ নিবারক এবং মূত্রযন্ত্রের দোষনাশক (Moodeen Sheriff). (Fig. 40.)

XIII. BIXINEAE.

Genus—BIXA Linn.

41 B. Orellana Linn. (লটকন)।

Fig.—Rumph. Herb. Amb. ii. 19; Bot. Mag. xxxv. t. 1456; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 83.

Ref.—F B.I. i, 190; B. P. i. 230; Roxb. F. I. ii, 581; Watt, i, pt. ii, 454.

জন্মস্থান—আদিম জন্মস্থান আমেরিকা। বঙ্গদেশের বাগানে চাষ হয়, কখন কখন জঙ্গলে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. লটকন, মালাবার—কেশরবন্দী; তা. কুরাপু।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, বীজ ও পত্র।

বর্ণনা—ইহা আমেরিকা দেশীয় উদ্ভিদ্, ব্রেজীলে বহু পরিমাণে জন্মে। পাতার শিরাগুলি বক্র। পাতার দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বিস্তার কম, দেখিতে লঙ্কা পাতার ন্যায়। ফুল শ্বেতবর্ণ ও লালবর্ণ। ফুলের পাপড়ী ৫টি, বহুসংখ্যক পুংকেসর আছে। গর্ভাশয় এক পরদা বা ঘর বিশিষ্ট। গর্ভকেসর লম্বা ও বক্র। ফলের পরদা দুটি; বীজ অনেক আছে। ফল দেখিতে নাটা বা ঝিনুকের মত, ফলের গায়ে কাঁটা আছে। লটকন গাছ দ্বিবিধ, একটির ফুল গাঢ় লালবর্ণ, অপরটি সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ক্বাথ কামলারোগে হিতকর। ইহার বীজের গায়ে যে গুঁড়া থাকে উহা উত্তেজক ও ভেদক (Roxb.)। লটকনের বীজ ও শিকড উত্তেজক, ইহা রংএর জন্য চাষ হয়; বীজ মেহ রোগে হিতকর। শিকড়ের ছাল, অবিরামজ্বর, সবিরামজ্বর ও বীজ কম্পজ্বর নিবারক। লটকনে কাপড় রং করিয়া ব্যবহার করিলে মশক দংশন করে না বলিয়া কথিত আছে (Dymock). (Fig. 41.)

Genus—FLACOURTIA Comm.

42. F. Ramontchi L' Herit. (বৈঁচ)

Fig.—Wight I. C. t. 85; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl. 84 b.

Ref.—F. B. I. i, 193, B. P. i, 231; Roxb. F. I. iii, 835; Prain, H. H. 174; H. S. 83.

জন্মস্থান—বেহার, ছোটনাগপুর, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, হুগলী-হাওড়ার সাধারণ জঙ্গল।

বিভিন্ন নাম—স. স্বাদুকণ্টক; বা. বৈঁচ, বৈঁইচি।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, পত্র ও ফল।

বর্ণনা—ছোট গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ্। পত্র নরম, জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে পাতা পড়িয়া যায়, এপ্রিল ও মে মাসে নূতন পাতা জন্মে। মার্চ্চ মাসে ফুল ও এপ্রিল-মে মাসে ফল হয়। এই গাছ বনজঙ্গলে প্রচুর দেখা যায়; বল্কল ঈষৎ শ্বেত ও ধূসর বর্ণ, গাছে লম্বা ও ছোট কাঁটা জন্মে। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, চওড়ায় কিছু কম, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, শিরাগুলি ডাঁটা হইতে দুইদিকে

বিস্তৃত, পাতার কিনারা করাতের দাঁতের ন্যায়, ফুল ছোট। ফল গোলাকার, ব্যাস ½ ইঞ্চি। ফল লাল কিংবা পাংশুবর্ণ, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ। বীজ ৪-৬টি থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ফল হজমিকারক, মিষ্ট। ইহা কামলারোগী ও প্লীহা রোগীকে দেওয়া যায় (U. C. Dutta)। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে প্রসবের পর ইহার বীজ ও হরিদ্রার গুঁড়া একত্র বাটিয়া বাতের কষ্ট নিবারণের জন্য ব্যবহার করে (Dymock)। ইহার বল্কল বাটিয়া গায়ে মাখিলে অবিরাম জ্বর আরাম হয় বলিয়া প্রবাদ আছে। (Fig. 42.)

43. F. Cataphracta Roxb. (পানিয়ালা)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 84 a; Rheede, Hort. Mal. v. t. 38.

Ref.—F. B. I. i, 193; B. P. i, 231; Roxb. F. I. iii, 834; Prain H. H. 172.

জন্মস্থান—উত্তরবঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম।

বিভিন্ন নাম—বা. ও হি.—পানিযালা, তালিস পত্রী; বো. জাগ্‌গম।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, ডাল, ছাল ও ফল।

বর্ণনা—মাঝারী উদ্ভিদ্। বোটানিক গার্ডেনে যে গাছটি আছে উহা প্রায় ১৫-১৬ ফুট উচ্চ। কাণ্ডে অসংখ্য কাঁটা আছে, গাছের ছাল ধূসর বর্ণ, মসৃণ। গাছে বিস্তর ডাল পালা হয়, গুঁড়ির নিকটস্থ ডালে কাঁটা আছে, উপরের ডালে প্রায় কাঁটা নাই। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা। বিস্তৃতি ১-১½ ইঞ্চি, বোঁটা ছোট ⅛-½ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ লম্বা সরু, কিনারা করাতের ন্যায়; সবুজবর্ণ। ফল ফুলের ন্যায় বেগুনে; বীজ ৮-১২টি দেখা যায়। ফল খাইতে মিষ্ট। ফুল জুলাই-আগষ্ট মাসে ও ফল অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ফল পিত্তদমনকারী ও ভেদ নিবারক (Dymock)। ইহার পত্র উদরাময় নিবারণে ব্যবহার হয় (Watt)। শুষ্কপত্র হাঁপানী, ক্ষয়রোগ ও সর্দ্দিতে ব্যবহার হয়। তালিশ চূর্ণ, মরিচ, আদা, বংশলোচন, লবঙ্গ, দারুচিনি এবং চিনি যোগে তালিশাদ্যচূর্ণ প্রস্তুত হয়। টাট্‌কা পত্রের রস এবং কচি শাখার অগ্রভাগ বালকদিগের জ্বরে বিশেষ হিতকর। (মাত্রা—স্তনদুগ্ধের সহিত ৫-১০ ফোঁটা।) বঙ্গদেশে প্রসবের পর প্রসূতির বলাধানের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার ছালের রস স্বরভঙ্গ রোগে হিতকর (Nadkarni). (Fig. 43.)

44. F. sepiaria Roxb. (বৈঁচ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal. V t 39; Talb. For. Fl. Bombay, i. t. 78.

Ref.—F. B. I. i. 194; B. P. i, 231; Roxb. F. I. iii, 835.

জন্মস্থান—মধ্য ও পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সচরাচর জন্মে। সুন্দরবনে প্রচুর জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. বৈঁচ; হি. কন্দাই।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, শিকড় ও ছাল।

বর্ণনা—ছোট কাঁটাযুক্ত গুল্ম ; ছাল ঈষৎ পীতবর্ণ ও লাল। কাঠ ফিকে লাল ও শক্ত। কাণ্ড হইতে অনেক শাখা প্রশাখা বাহির হয়। ডালে লম্বা লম্বা ধারাল কাঁটা আছে। পত্র ১-২ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, বোঁটার দিকে সরু, পাতার কিনারা করাতের দাঁতের ন্যায়। ফুল পীতাভ, খুব নরম, একত্র কিংবা একটু পৃথক্ পৃথক্ থাকে। পুষ্পগুচ্ছ পাতা অপেক্ষা ক্ষুদ্র ; পুষ্পের বহির্ভাগ স্থচল। ফল মটরের ন্যায় একটু লম্বাকৃতি গোল, ৳ ইঞ্চি, মসৃণ, বেগুনে, পাকিলে অম্লমধুর। প্রায় কাঁটার গোড়া হইতে ফুল ও ফল হয়। গ্রীষ্ম কালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতা ও শিকড়ের কাঁচা রস সর্পবিষের প্রতিষেধক। ছাল তিলতৈল যোগে মালিশ করিলে বাত আরাম হয় (Wight & Rheede). (Fig. 44.)

Genus—TARACTOGENOS King.

45. T. Kurzii King. (চাউলমুগরা)

Fig.—Agric. Ledger xii, t. 73 ; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 88.

Ref.—B. P. i, 232 ; Agric. Ledger, xii, 73 ; Journ. Asiat. Soc. Bengal, Vol. lix. 121.

জন্মস্থান—ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, লুসাইপাহাড় ; বর্ম্মা, মান্দালয়, পেগু, মারগুই, আন্দামানদ্বীপপুঞ্জ, আসাম, পূর্ব্ববঙ্গ।

বিভিন্ন নাম—বা. চাউলমুগরা ; হি. কালাওবিন ; বর্ম্মা—টঙ্গ-পাঙ্গ।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—গাছ ৪০।৫০ ফুট উচ্চ হয়। পত্র বড় বড়, পত্রের অগ্রভাগ সরু। পত্র ডালের বিপরীত দিকে সমস্তরাল ভাবে জন্মে। পুষ্প গুচ্ছবদ্ধ, পুষ্পের বহির্চ্ছদ ৪টি পাপড়ী, দুই সারিতে ৮টি, কখন কখন এক গাছে স্ত্রী ও পুং পুষ্প দেখা যায়। ফল বড় ও গোলাকার। ফলের আবরণ শক্ত কাষ্ঠের ন্যায়, মধ্যে অনেক বীজ আছে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ হইতে চাউল মুগরা তৈল বাহির হয়। এই তৈল পাঁচড়া ও কুষ্ঠ রোগে হিতকর। ইহার তৈলকে প্রকৃত চাউল মুগরা তৈল বলিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন (American Journ. Pharmacy, pp. 473-483, 1915)। পূর্ব্বে কেবল Gynocardia odorata-কে চাউল মুগরা গাছ বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল। ইহা উপদংশ রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় ব্যবহার্য্য। ডা° জোন্স (Jones), ক্ষয়কাশ, গালগলা ফুলা রোগে ৬ গ্রেন পরিমাণ দিবসে তিনবার ব্যবহার করিতে বলেন। কুষ্ঠ ও চর্ম্মরোগে ইহা সংশোধক ঔষধরূপে ব্যবহার হয়, মাত্রা—৬ গ্রেন, দিবসে ৩ বার সেব্য (Basu and Kirtikar, Ind. Med. Pl.). (Fig. 45.)

Genus—GYNOCARDIA R. Br.

46. G. odorata R. Br. (চাউলমুগরা)

Fig.—Bentl. & Trim. Med. Pl. i t. 28; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 86; Watt, IV, Pt. 1, 192.

Ref.—F. B. I. i, 195; E. D. Ca. 761; Pflanzenfam. iii. vi. A. 22 (1893).

জন্মস্থান—সিকিম, খসিয়াপাহাড়, চট্টগ্রাম।

বিভিন্ন নাম—বা. চাউলমুগরা; নেপাল—কাছু; লেপ্চা—তুককুঙ্গ।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—মধ্যমাকার উদ্ভিদ্। ডাল ঈষৎ অবনত। ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, ধূসরবর্ণ। কাষ্ঠ শক্ত ও পীতবর্ণ। কাষ্ঠের মধ্যভাগ শ্বেতবর্ণ। পত্র লম্বা, অগ্রভাগ সরু অথবা কতকটা বর্শা ফলকের মত, বোঁটা ক্ষুদ্র; বড় পাতা ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা এবং ১½-৪ ইঞ্চি বিস্তৃত। পুষ্পের মনোরম গন্ধ আছে, দেখিতে পীতবর্ণ, ফুল কখন কখন এক একটি অথবা এক সঙ্গে অনেকগুলি ডালের গাত্র হইতে বাহির হয়, ব্যাস ½-২ ইঞ্চি। স্ত্রী পুষ্প বড়, পুষ্পের বহিশ্চ্ছদ বাটির ন্যায়, পাপড়ী ৫টি। ফল বড় ও মোটা মোটা ডালে জন্মে। গোলাকার, ব্যাস ৩-৫ ইঞ্চি, শক্ত ও পুরু। বীজ ১ ইঞ্চি লম্বা।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কুষ্ঠ, বাত ও পাঁচড়ায় ইহার তৈলের ব্যবহার হয়। ইউরোপে ইহার তৈল হইতে Gynocardic acid এবং তৈল প্রস্তুত করে। ইহা চর্ম্ম রোগে ব্যবহার হয় (Dr. Watt); ইহা সর্দ্দি নিঃসারক এবং ব্যবহারে সর্দ্দি সহজে উঠিয়া যায় (Dr. W. Murrel). (Fig. 46.)

Genus—HYDNOCARPUS Gaertn.

47. H. Wightianum Blume. (চাউলমুগরা, প্রকৃত)

Fig.—Rheede, Hort. Mal. i, 65, t. 36; Wight Ill. i. t. 16.

Ref.—Dalz. & Gibs. Fl. Bombay 11; Hook, F. B. I. i, 196; Watt, IV, Pt. 1, 308.

জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশ, দক্ষিণ কঙ্কণ হইতে সমুদ্রতীরবর্ত্তী পর্ব্বতীয় প্রদেশ, সিংহল দ্বীপ।

বিভিন্ন নাম—স. কুষ্ঠবৈরী; হি. চাউল মুগরা; তে. নেরেদী; তা. নিরাদিখুটু; মারহাট্টা—কেছু।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, তৈল।

বর্ণনা—উচ্চবৃক্ষ, প্রশাখাগুলি পাংশুবর্ণ ও কোমল। পত্র ৪-৯ ইঞ্চি লম্বা, ৩ ৪ ইঞ্চি বিস্তৃত, ডিম্বাকৃতি চামড়ার ন্যায় শক্ত, কিনারা করাতের ন্যায় দাঁতবিশিষ্ট, বৃন্তের দিকে ঈষৎ

গোলকার, বোঁটা ১/৪-১/২ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্প একক কিংবা একবৃন্তে অধিক হয়, শ্বেতবর্ণ, বহিশ্ছদ সবুজবর্ণ ও নরম। পুংকেসরের গোড়ার দিক্ ঘন ও লম্বা লোমাবৃত, ইহা পাপড়ীর সমান লম্বা। গর্ভাশয় ঘন নরম লোমাবৃত। ফলের ব্যাস ২-৪ ইঞ্চি, ছোট কোমল লোমাবৃত, বক্রাকৃতি। পুষ্প দেখিতে অনেকটা আকন্দ (Calotropis gigantea) ফুলের মত। ইহার বীজ Gynocardia odorata এবং Taractogenos Kurzii অপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্র।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ হইতে উৎপন্ন তৈল কুষ্ঠরোগের একটি বিশেষ মহৌষধ, ইহা G. odorata এবং T. Kurzii অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্। মাত্রা ৫ ফোঁটা হইতে ক্রমশঃ বাড়াইয়া ৩০ ফোঁটা পর্য্যন্ত। কুষ্ঠরোগে ইহা পৈশিক ও শৈরিক ইনজেকসনে ব্যবহৃত হয়। পুরাতন কুষ্ঠ ও ক্ষত রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। কেহ কেহ ইহার বীজের গুঁড়া, নারিকেল, আদা ও গুড় সংযোগে পিষ্টক করিয়া ক্ষত ও কুষ্ঠ রোগে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। মাত্রা—ইহার তৈল ১০ ফোঁটা প্রাতে এবং পিষ্টক ২০ গ্রেন পরিমাণ সন্ধ্যা কালে ব্যবহার্য্য।

ড° সুধাময় ঘোষ বলেন যে Sodium salt of Hydrocarpic acid কুষ্ঠ চিকিৎসায় বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ (Ind. Journ. Med. Research, Oct. 1920)। তিনি বলেন যে H. Wightianumএর তৈল T. Kurzii এর অপেক্ষা অধিক সুলভ, অপর পক্ষে প্রথমোক্তটিতে শতকরা ১০ ভাগ এবং দ্বিতীয়টীতে ৫ ভাগ Hydrocarpic acid আছে। অতএব H. Wightianum কুষ্ঠরোগে ব্যবহারের পক্ষে অতিশয় সুলভ, এই তৈলের সহিত চুণের জল মিশাইলে যে মালিশ হয় উহা কুষ্ঠ রোগ, গেঁটে বাত ও মাথার ঘায়ে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহার তৈল ক্ষয়রোগ, শারীরিক উদ্ভেদ এবং চর্ম্ম রোগের মালিশ রূপে ব্যবহৃত হয়। সমপরিমাণ ইহার বীজ ও বনভেরেন্দার (Jatropha Curcas) বীজের সহিত গন্ধক ২ ভাগ, কর্পূর ১/২ ভাগ এবং নেবুর রস ১০ ভাগ মিশ্রিত করিয়া ক্ষত রোগে ব্যবহার হয়। বীজের টাটকা রস গনোরিয়ার ইনজেকসনরূপে ব্যবহৃত হয়। শুশ্রুত বলেন যে চাউলমুগরা তৈলের সহিত খদির মিশ্রিত করিলে উহার শক্তি বাড়িয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদীয় মতে চাউলমুগরা তৈল এবং গোমূত্র উভয়ে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে এবং ক্ষতে লাগাইলে কুষ্ঠব্যাধি নিরাময় হয়। (Fig. 47.)

XIV. POLYGALACEAE.

Genus—POLYGALA Linn.

48. P. chinensis Linn. (মেরাড়ু)

Fig.—Engler, Pflanzenfam. iii, IV, pp. 331; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 91; Bose, Man. Ind. Bot. 186 (1920).

Ref.—F.B.I. i. 204; B. P. i. 235; Roxb. F. I. iii, 218; Prain, H, H. 174; H. S. 235.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে প্রায় সকল স্থানে রাস্তার কিনারায় ও তৃণক্ষেত্রে দেখা যায় ; পেগু, পঞ্জাব ; ছোটনাগপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. মেরাড়ু।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—নরম, বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। পত্র অসমান, ½-২ ইঞ্চি লম্বা, সরু, এলাচ পাতার ন্যায় ; অগ্রভাগ নিম্নে অবনত, লোমযুক্ত। প্রত্যেক পত্রের গোড়া হইতে লাল ফুল হয়। পুষ্প দেখিতে মটর ফুলের ন্যায়, ¼-½ ইঞ্চি লম্বা। ফল সবুজ বর্ণ, পশ্চাৎ দিকে ক্রমশঃ সরু। ফুলের বোঁটা ছোট। বীজ লোমময়। বর্ষাকালে ফুল হয় ও আশ্বিন-কার্ত্তিকমাসে ফল পাকিয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছোটনাগপুরের লোকে ইহার শিকড় জ্বরে ও মাথাঘোরা রোগে ব্যবহার করে (Campbell). (Fig. 48.)

49. P. crotalarioides Ham. (নীলকণ্ঠি)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 90 ; Rheede; Hort. Mal. t. 67 ; Royle, Ill. Bot. Himal. t. 19.

Ref.—F. B. I. i. 201 ; B. P. i, 234.

জন্মস্থান—বেহার, ছোটনাগপুর, সিকিম, খাসিয়া পাহাড়।

বিভিন্ন নাম—সাঁ. নীলকণ্ঠি।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ এবং শিকড়।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী গুল্ম, গাছের গায়ে ঘন ঘন লোম আছে। গাছের কাণ্ড পুরু, ছোট এবং নরম। শাখা লম্বা ও বিস্তৃত। পত্র ডিম্বাকৃতি, পাতার গায়ে লোম আছে। বোঁটা ½-২ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের বোঁটা ছোট, বেগুনে। ফল হৃৎপিণ্ডের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। বীজ লোমযুক্ত, দুইভাগে বিভক্ত ও ডিম্বাকৃতি।

ঔষধার্থে ব্যবহার—দেশীয় লোকে এই গাছ সর্দ্দি নিবারণের জন্য ব্যবহার করে। হিমালয় প্রদেশের লোকেরা সর্প বিষে ইহার আরোগ্যকর গুণ আছে বলিয়া বাটিয়া খায় (Royle). (Fig. 49).

XV. CARYOPHYLLACEAE.

Genus—SAPONARIA Linn.

50. S. Vaccaria Linn. (সাবুনী)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 93 ; *Bot. Mag.* xlix. t. 2290 (1922).

Ref.—F. B. I. i. 217 ; B. P. i. 237 ; Roxb. F. I. ii, 445.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র প্রায় দেখা যায়; হুগলী জেলায় শীতঋতুতে মাঠে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. সাবুনী; হি. মুসনা।

ব্যবহার্য্য অংশ—রস ও শিকড়।

বর্ণনা—ছোট বর্ষজীবী উদ্ভিদ, ১২-২৪ ইঞ্চি উচ্চ। পত্র ৩ ইঞ্চি লম্বা ও ½-¾ ইঞ্চি বিস্তৃত, অগ্রভাগ সরু, শিরা লম্বা। পাতার বোঁটা ছোট, গোড়ার দিক্ গোলাকার কিংবা হৃৎপিণ্ডাকৃতি। ফুলের পাপড়ী ছোট ও লালবর্ণ। পুংকেসর ১০টি, গর্ভকেশর ২টি। বীজ বড় এবং কৃষ্ণবর্ণ। গাছের স্বাদ তিক্ত ও লবণাক্ত।

ঔষধার্থে ব্যবহার—প্লিনি বলেন যে ইহার শিকড়, কামলা, কফ, প্লীহা, যকৃত ও হাঁপানী রোগে হিতকর। ইহার গর্ভাশয়-সংশোধক গুণ আছে। ইহা ভেদক এবং সামান্য জ্বরে বলকারক ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয় (S. Arjun)। ইহার কাথ ঘর্ম্ম নিবারক। বাত ব্যাধিতে ইহা অতিশয় হিতকর। গাছের আঠা পাঁচড়ায় দিলে পাঁচড়া আরাম হয় (Murray). (Fig. 50.)

XVI. PORTULACACEAE.

Genus—PORTULACA Linn.

51. P. oleracea Linn. (বড় নুনিয়া)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x. t. 36; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 95.

Ref.—Dymock, i. 150, F. B. I. i, 246; B. P. i, 240; Prain, H. II., 175; H. S. 173.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের পতিত জমিতে বহু পরিমাণে জন্মে, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন।

বিভিন্ন নাম—স. লোনিকা, লেনআমলা; বা. বড়নুনিয়া; উড়িয়া—পুরুনিশাক; মারহাট্টা—ভুইখলি; তা. পুরপুকিরি।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, সমগ্র উদ্ভিদ্ এবং বীজ।

বর্ণনা—ছোট রসাল গুল্ম, বর্ষজীবী। কাণ্ড ৮-১২ ইঞ্চি ও রক্তবর্ণ। গাছ হইতে ছোট ছোট সরু, লালচে রসাল ডাল বাহির হয়। পত্র ডাঁটার বিপরীত দিকে সমান্তর ভাবে জন্মে, ½-১½ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের মস্তক গোলাকার বোঁটার দিক্ ক্রমশঃ সরু। ফুল ছোট, বৃন্তহীন, পাতায় লাগিয়া থাকে। পাপড়ী ৪-৫টি, পীত বর্ণ, প্রায় বহির্ব্বাসের সমান, ফুল নরম, শীঘ্র পড়িয়া যায়; প্রাতঃকালে প্রস্ফুটিত হয়। বীজকোষ বক্র, অগ্রভাগ সূচল, কোষে অনেক কৃষ্ণবর্ণ বীজ হয়। বর্ষাকালে ফুল হয়। শীতকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার টাট্‌কা রস স্বাদে অম্ল। ইরিসেপেলাস রোগে টাট্‌কা রস বাহ্য প্রয়োগে যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয়। রসের মূত্রকর শক্তি আছে। মূত্রযন্ত্রের রোগে হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়ায় ও পিত্তপ্রবাহে ব্যবহৃত হয় (Dymock)। বড়লুনিয়া গনোরিয়ার একটি উৎকৃষ্ট মহৌষধ। বীজ আমাশায় রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার টাট্‌কা পাতার রস ১ ড্রাম পরিমাণ ২ আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পিপাসার শান্তি হয়। টাট্‌কা রস যকৃৎ রোগে বলকারক ঔষধরূপে ব্যবহার হয়। এই গাছ বাটিয়া কপালে লাগাইলে মাথা ধরা আরাম হয়। থুথুর সহিত রক্ত উঠিলে ইহার রস হিতকর। সমগ্র গাছ ও বীজ মূত্রযন্ত্রের পীড়া, গনোরিয়া এবং হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়ায় ব্যবহার হয়। বীজ স্নিগ্ধকর ও মূত্রকর। ইহার রস দুগ্ধের ন্যায় বলিয়া ইহার Portu (to carry) and lac (milk) নাম হইয়াছে। বীজ উদরাময় নিবারক (Moodeen Sheriff)। যকৃত ও স্কার্ভি রোগে প্রধান খাদ্যরূপে ব্যবহার হয়। রস হস্তে ও পদে মাখিলে হাত পায়ের জ্বালা নিবারণ হয়। বীজ ক্রিমি নাশক। (Fig. 51.)

52. P. quadrifida Linn. (ছোট লুনিয়া)

Fig.—Rheede, Hort. Mal. x. t. 31; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 96.

Ref.—F. B. I. i, 247; B. P. i, 240; Roxb. F. I. ii, 463.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের রাস্তার কিনারায় এবং অকর্ষিত স্থানে দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. লঘু লোণিকা; বা. ছোট লুনিয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র এবং বীজ।

বর্ণনা—ছোট ঘন শাখাবিশিষ্ট লতানে বর্ষজীবী গুল্ম। ইহার গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। পত্র ½-¾ ইঞ্চি লম্বা, বিপরীতমুখী, সমান্তরাল; অগ্রভাগ বর্শাকৃতি। বোঁটা ছোট, ফুল এক-একটি হয়। ফুলের বহিশ্ছদ ৪টি, লোমময়, পাপড়ী ৪টি, পীতবর্ণ; পুংকেসর ১২টি, বীজকোষ বক্র। বীজ ছোট ছোট, ঘনসন্নিবিষ্ট।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ বড় লুনিয়ার ন্যায়। (Fig. 52.)

XVII. TAMARICACEAE.

Genus—TAMARIX Linn.

53. T. gallica Linn. (ঝাউ, বনঝাউ)

Fig.—Wight, Ill. Ind. Bot. i, t. 24 A.; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 97.

Ref.—F. B. I. i, 248; B. P. i, 242; Roxb. F. I. ii, 100; Dymock, i. 159; Prain, H. II. 176; H. S. 179.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের নদীর তীরে ও জলাভূমিতে দেখা যায়; ভারতের ত্রিহুত ও বেহার; হুগলী, হাওড়া, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. ঝোবুক; বা. ঝাউ।

ব্যবহার্য্য অংশ—Gall গাছের আবের মত পদার্থ, manna আঠা।

বর্ণনা—গাছ ছোট অথবা গুল্ম। শাখা লালেব আভাযুক্ত বাদামী, গায়ে ছোট সাদা দাগ আছে। পত্র সরু, অগ্রভাগ ছোট ও সরু। পুষ্প শ্বেতবর্ণ কিংবা লালবর্ণ, গুচ্ছবদ্ধ হয়। গর্ভাশয় ক্ষুদ্র। গাছের Gall ত্রিকোণাকার এবং গ্রন্থিযুক্ত। বর্ষার শেষে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আঠা মৃদু বিরেচক ও ধারক। খোরাসান দেশে জুলাই মাসে এই গাছ হইতে আঠা বাহির হয়। আঠা ঔষধের দোকানে আট আনা পাউণ্ড বিক্রয় হয়। Gallগুলি ১২ টাকা মণ দরে বিক্রয় হয় (Dymock). (Fig. 53.)

54. T. dioica Roxb. (লাল ঝাউ)

Fig.—Griff. Ic. Pl. Asiat. t. 577; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 98.

Ref.—F. B. I. i. 249; B. P. i. 242; Roxb. F. I. ii, 101; Prain H. H. 176; H. S. 179.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের নদীর কিনারায়; সুন্দরবনে, সিন্ধু প্রদেশে ও পঞ্জাবে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. পিকুলা; বা. ও হি. লালঝাউ।

ব্যবহার্য্য অংশ—গাছের Gall এবং ফেঁকড়ী।

বর্ণনা—ছোট গুল্ম, ছাল ফাটা-ফাটা, ভিতরের ছাল লালবর্ণ। আঠা তিক্ত ও মিষ্ট (Gamble)। পত্র গোলাকার, অগ্রভাগ সরু, ঘেঁসা-ঘেঁসীভাবে আবদ্ধ, কিনারা শ্বেতবর্ণ। পুষ্প একলিঙ্গ বিশিষ্ট, বেগুনে কিংবা ফিকে লালবর্ণ। পুংকেসর ৫টি, উপবিভাগ নরম ও সরু। স্ত্রী-পুষ্পের কেসর ৫টি, সরু ও লম্বা। বীজকোষ ⅙ ইঞ্চি লম্বা।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার gall এবং ফেঁকড়ীগুলি ধারক (Stewart). (Fig. 54.)

XVIII. GUTTIFERAE.

Genus—CALOPHYLLUM Linn.

55. C. inophyllum Linn. (পুন্নাগ)

Fig.—Wight, Ill. i. 128 and Ic. t. 77; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 106.

Ref.—F. B. I. i. 273; B. P. i. 246; Roxb. F. I. ii. 606; Prain, H. H. 176; H. S. 87.

জন্মস্থান—উড়িষ্যার সমুদ্র উপকূল, সিংহল, আণ্ডামান দ্বীপপুঞ্জ, বঙ্গদেশের অনেকের বাগানে রোপণ করিয়াছে; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. পুন্নাগ; বা. পুন্নাগ, সুলতান চাঁপা, কাঠচাঁপা; উড়িষ্যা—পুন্নাগ; তা. পুন্নাগম্; তে. পুন্নাবিতুলু; Eng. Alexandrian Laurel.

ব্যবহার্য্য অংশ—তৈল এবং বীজ।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত সুন্দর বৃক্ষ, ২০।২৫ ফুট উচ্চ। গাছের ছাল ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ। পত্র ডিম্বাকৃতি, পত্রের শীর্ষভাগ গোল ও ঈষৎ বসা বা চাপা, ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা, ৩-৪ ইঞ্চি বিস্তৃত, বোঁটার দিক্ ক্রমশঃ সরু; বোঁটা ½-১½ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের উভয়দিক্ মসৃণ, উপরিভাগ গাঢ় সবুজ ও চক্‌চকে, শিরা অনেক আছে। ফুলের কুঁড়ি ছোট, উপরিভাগ খোলা, পুষ্প সৌগন্ধযুক্ত, শ্বেতবর্ণ, ব্যাস ¾-১ ইঞ্চি। বহির্ব্বাস ৪টি, পুংকেসর বহু; গর্ভদণ্ড পুংকেসর অপেক্ষা বড়। পাকা ফল পীতবর্ণ গোলাকার; ব্যাস ½-১ ইঞ্চি, মসৃণ। বীজ হইতে জ্বালানী তৈল হয়। শ্রাবণ মাসে ফুল হয়, ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ফল ধরে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার তৈল বাত ও দুরারোগ্য ক্ষতের মহৌষধ (Pharm. Indica)। গাছের আঠা, ছাল ও পত্র জলে সিদ্ধ করিলে যে তৈল ভাসিয়া থাকে উহা চক্ষুর ক্ষতে ব্যবহার হয়। তৈল মেহ ও বাতে ব্যবহার হয়। বীজ থেঁতো করিয়া, অগ্নির উত্তাপে গরম করিলে যে আঠার মত পদার্থ হয় উহা গেঁটে বাতে লাগাইলে বাত সারিয়া যায়। সামান্য পরিমাণ তৈল মেহ রোগী ও ধাতু রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে খাওয়াইলে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে উক্ত ব্যারামের উপশম হয় (Moodeen Sheriff)।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহার ছাল ধারক ও আভ্যন্তরিক রক্তস্রাবের বিশেষ শান্তিকর (U. C. Dutt)। ভারতীয়েরা ইহার তৈল বাতে মালিশ করে (Watt). (Fig. 55.)

Genus—GARCINIA Linn.

56. G. Mangostana Linn. (ম্যাঙ্গোষ্টিন)

Fig.—Bot. Cb. Vol. 9, 845; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 102.

Ref.—F. B. I. i, 247; Dymock, i, 167.

জন্মস্থান—মালয়, টেনসেরিম, চীন, যাবা, সিঙ্গাপুর। গরম জলবায়ুতে ও শুষ্ক দেশে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. ম্যাঙ্গোষ্টিন; Eng. Mangosteen.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফলের ছাল, ফল, গাছের ছাল ও পত্র।

বর্ণনা—গাছ ২০-৩০ ফুট উচ্চ হয়। ছাল কয়লার মত কৃষ্ণবর্ণ, ভিতরের ছাল পীতাভ। কাষ্ঠ লালবর্ণ। পত্র পুরু, ৬-১০ইঞ্চি লম্বা, ২½-৪½ ইঞ্চি বিস্তৃত। এক গাছে দুইপ্রকার ফুল হয়। পুংকেসর অনেকগুলি, স্ত্রী-পুষ্পের গর্ভাশয়ে ৪-৮টি ঘর (cell) আছে। পাকা ফল কমলা লেবুর মত ঈষৎ লাল ও গোলাকার। বোঁটা ছোট ও মোটা। ফলের রস পীতবর্ণ। বীজ বড়, চেপ্টা ও শ্বেতবর্ণ। ফলের উপরের শাঁস বড়ই তৃপ্তিপ্রদ, পুষ্প নবেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী মাসে হয়; মে ও জুন মাসে ফল পাকিয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শুষ্ক ফল এবং ইহার ছাল সিঙ্গাপুর হইতে এদেশে আনীত হয়; উহা উদরাময় ও রক্ত আমাশয় রোগের মহৌষধ। ইহার ছাল বালকদিগের পুরাতন উদরাময়ে হিতকর (Dr. S. Arjun, Bombay)। ইহার জ্বরনাশক শক্তি আছে (Dymock)। ম্যাকাসর দেশীয় লোকেরা উদরাময়, রক্ত আমাশয় ও জননযন্ত্রের রোগে ও মুখের ঘায়ে ধৌতস্বরূপ ব্যবহার করে। ম্যাঙ্গোষ্টিন বেলের স্থায় উপকারী (Watt). (Fig. 56.)

57. G. Xanthochymus Hook. (তমাল)

Fig.—Roxb. Cor. Pl. ii, 51, t. 196; Kirtikar and Basu, Ind. Med Pl. t. 104.

Ref.—F. B. I. i. 269; B P. i, 247; Roxb. F. I. ii, 633; Watt, iii. pl. ii, 478.

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, সিকিম, খাসিয়া পাহাড়, বঙ্গে, বঙ্গদেশ, হুগলী ও হাওড়া, অনেক বাগানে দেখা যায়; আদিম জন্মস্থান দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া।

বিভিন্ন নাম—বা. ও হি. তমাল, দাম পেল; Eng. Mysore Gamboge.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, বীজ এবং ছাল।

বর্ণনা—চিরসবুজ বর্ণ পত্রাচ্ছাদিত মধ্যমাকার বৃক্ষ। ত্বক্ ধূসর বর্ণ ⅛ ইঞ্চি পুরু। কাষ্ঠ শক্ত, গাছের মাইজ শ্বেত বর্ণ। গাছ হইতে পীতবর্ণ আঠা নির্গত হয় (Gamble); পত্র গাঢ় সবুজ বর্ণ ও উজ্জ্বল। পত্র নিম্নদিকে অবনত, ৮-১৪ ইঞ্চি লম্বা, পাতার বোঁটা ১ ইঞ্চি লম্বা, পাতার শিরা সমান্তরাল। পুষ্প শ্বেতবর্ণ, পুরু ও খস্‌খসে। পুষ্পবৃন্ত ১ ইঞ্চি, পাপড়ী ⅓ ইঞ্চি, পুংকেসর ৫টি, উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট। গর্ভাশয়ে ৫টি ঘর আছে। ফল গাঢ় পীতবর্ণ গোলাকার, দেখিতে আপেলের মত, ফলের নিম্নদেশ একটু সূচল। বীজ ১-৪টি লম্বাকৃতি, দেখিতে কাঁটাল বীজের স্থায়। ডালের অগ্রভাগ ৪টি পল বিশিষ্ট। বসন্তে ফুল হয় ও গ্রীষ্মে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ফল অম্ল ও মিষ্ট, ইহা হইতে এক প্রকার আমশূল তৈয়ারী হয়। এক আউন্স আমশূল, সৈন্ধবলবণ, পিঁপুল, আদা ও চিনি মিশ্রিত করিয়া খাইলে পিত্ত-প্রকোপ আরাম হয় (Dymock)। ইহার নরম ডাল জলে পেষণ করিয়া ফোড়ায় দিলে ফোড়া আরাম হয় (Watt). (Fig. 57.)

Genus—MESUA Linn.

58. M. ferrea Linn. (নাগেশ্বর)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iii. 53; Wight, Ill. t 127; and Ic. t. 118; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 108.

Ref.—F. B. I., i. 277; B. P., i. 246; Roxb. F. I., ii. 605.

জন্মস্থান—উত্তরবঙ্গ, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, ছোটনাগপুর, আসাম, ত্রিবাঙ্কুর, কঙ্কণ, কানাড়া ও সিংহল প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. নাগকেশর; বা. ও হি. নাগেশ্বর; Eng. Cobra's Saffron.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল, বীজ, ছাল এবং পত্র। মাত্রা ½-১ তোলা পুষ্প ও পরাগ।

বর্ণনা—চিরসবুজবর্ণ-পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ, গাছের ডাল অতিশয় নরম। ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, লালের আভাযুক্ত বাদামী। গাছের পুরান ছাল আপনা আপনি উঠিয়া খসিয়া পড়ে। গাছের ভিতরের কাষ্ঠ লালবর্ণ। গাছ হইতে পীতবর্ণ আঠা বাহির হইয়া লম্বালম্বিভাবে থাকে, যেমন বাবলা আঠা বাহির হয়। ছোট ফেঁকড়িগুলি উজ্জ্বল লালবর্ণ, উক্ত লাল বর্ণ ক্রমশঃ সবুজবর্ণে পরিণত হয় (Brandis)। পত্র ২-৬ ইঞ্চি লম্বা, ১½-১¾ ইঞ্চি বিস্তৃত। পত্র নিম্ন দিকে অবনত, বর্শাকৃতি, শিরা সরু। পত্রের বৃন্ত ⅛-⅙ ইঞ্চি। পুষ্প সুগন্ধযুক্ত; উভয়লিঙ্গ-বিশিষ্ট, ব্যাস ৩-৪ ইঞ্চি। ইহার দল বড টগর ফুলের দলের মত। ফুলের বহিঃ-ছদ ৪টি, দুই সারিতে বিভক্ত, পাপড়ী একেবারে শ্বেতবর্ণ পুংকেশর বহু, সোণালী পীতবর্ণ, গর্ভাশয়ে ২টি গুহা আছে। গর্ভ-কেশরের মস্তক ঢালের ন্যায়। ফল ১-১½ ইঞ্চি, অগ্রভাগ মোচার ন্যায়। ফল ফুলের বহির্ব্বাস-দ্বারা আবদ্ধ। ফল হইতে এক প্রকার আঠা বাহির হয়। বীজ ১-৪টি, শক্ত, ধূসরবর্ণ ও উজ্জ্বল। ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল মাসে ফুল হয়; এবং সেপ্টেম্বর মাসে ফল ধরে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ফল ধারক। পাকযন্ত্রের পীড়া-নিবারক। পিষ্ট ফুল চিনি ও মাখন মিশ্রিত করিয়া রক্তার্শে এবং পায়ের তলায় প্রলেপ দিলে অর্শের জ্বালা ও পায়ের জ্বালা নিবারিত হয় (U. C. Dutt)। ফুল ও পাতা সর্পবিষের প্রতিষেধক (O' Shaughnessy)। ইহার ছাল ধারক ও সামান্য উগ্র (Dymock)। বীজের তৈল বাত-নিবারক (Ph. Ind., 32)। ইহার ফুল উত্তেজক এবং পেটফাঁপা নিবারণ করে এবং অম্ল ও অর্শ রোগের শান্তিকর (Moodeen Sheriff)।

গাছের শুষ্ক ফুল সুগন্ধযুক্ত বলিয়া কবিরাজেরা সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত করে। ফুল ঘৃত-সংযোগে ব্যবহার করিলে রক্তার্শের শান্তি হয়। ইহার পত্র দুগ্ধ ও নারিকেল তৈল যোগে মাথায় পুলটিস দিলে মাথা ধরা ও সর্দ্দি আরাম হয় (Rheede)। মোটের উপর গাছটি ধারক। (Fig. 58.)

1034B—7

Genus—OCHROCARPUS Thouars.

59. O. longifolius, Hook & Benth. (নাগকেশর)

Fig.—Wight, Ill. i. 130 ; Wight, I. C. t. 1999 ; Kirtikar aud Basu, Ind. Med. Pl., t. 105.

Ref.—F. B. I., i. 270 ; B. P., i. 245 ; Dymock, i. 172.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা, খুরদা এবং চট্টগ্রাম, ভারতের পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের নিকট, কানাড়া, কঙ্কণ।

বিভিন্ন নাম—স. নাগকেসর ; বা. নাগকেশর ; মাবহাট্টা—তামরা-নাগকেসর ; তে. সরাপুন্না ; তা. নাগেশরপু।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুলেব কুঁড়ি।

বর্ণনা—বড় গাছ। শাখাগুলি গোলাকার। ছাল ঈষৎ লাল ও ধূসর বর্ণ, ½ ইঞ্চি পুরু। পত্র ৫-৯ ইঞ্চি লম্বা, ২-২½ ইঞ্চি বিস্তৃত। পাতা দেখিতে সবুজবর্ণ, বোঁটার দিক্ গোলাকার, মধ্যশিরা শক্ত। বোঁটা শক্ত ½ ইঞ্চি। ফুলের কুঁড়ি গোলাকার ও সুগন্ধযুক্ত ; উভয়লিঙ্গ-বিশিষ্ট, ব্যাস ⅔ ইঞ্চি, পুষ্পবৃন্ত ১ ইঞ্চি। ফুলের পাপড়ী ৪টি, অগ্রভাগ সূচাল, ফুল দেখিতে পীতাভ লাল অথবা কমলা নেবুর রঙের। বহু পুংকেশর আছে, গর্ভ-কেশরের মস্তক পেচকাকৃতি ; মাথা চওড়া, ফল একটু লম্বাকৃতি, দেখিতে বকুল ফলের ন্যায়, নিম্নদিক্ সরু, ১ ইঞ্চি লম্বা। ফলে একটি বীজ থাকে। ফুল জানুয়ারী হইতে মার্চ্চ মাসে হয় ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শুষ্ক ফুলেব কুঁড়ি, উত্তেজক, সুগন্ধযুক্ত, উদরাময়-নিবারক এবং ধারক। শুষ্কফুলের কুঁড়ি এলাচ ও লবঙ্গ-যোগে পান করিলে পিপাসা নিবারিত হয় ও পেটবেদনা-নিবারক। শুষ্ক ফুলের কুঁড়ি পোকা-খাওয়া দাঁতের গোড়ায় টিপিয়া দিলে দাঁত-বেদনা আরাম হয় (Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl)। ফুলের কুঁড়ি রেশমে রং করায় ব্যবহৃত হয়, ইহা ধারক ও উগ্রগুণ-বিশিষ্ট। বীজ কাটিলে একপ্রকার আঠা বাহির হয়। গুণ অনেকটা Mesua ferrea গাছের ন্যায়। (Fig. 59.)

XIX. TERNSTROEMIACEAE

Genus -SCHIMA Reinw.

60. S. Wallichii Choisy. (মাকড়ীশাল)

Fig.—Griffith, Notul. iv. 562, t. 600 ; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 109.

Ref.—F. B. I., i. 289 ; B. P., i. 249 ; Roxb., F. I., ii. 572

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, পূর্ব্ব-হিমালয়, ভুটান, আসাম, বর্ম্মা।

বিভিন্ন নাম—বা. মাকড়ীশাল; হি. মাক্রিয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্।

বর্ণনা—বড় গাছ, ৮০-১০০ ফুট উচ্চ। কাষ্ঠ লালবর্ণ, শক্ত। পত্র ৬-৭ ইঞ্চি লম্বা এবং ২-৩ ইঞ্চি বিস্তৃত। পাতার অগ্রভাগ সরু, উপরের শিরা ঈষৎ লালবর্ণ। বোঁটা ½ ইঞ্চি, ডালের গায়ে বহুসংখ্যক আবের ন্যায় দাগ আছে। ফুলের বোঁটা ¼ ইঞ্চি, ব্যাস ১½-২ ইঞ্চি, পাপড়ী শ্বেতবর্ণ, সুগন্ধযুক্ত। পুষ্পের বহিঃ-ছদ ½ ইঞ্চি লম্বা। পুংকেশর পীতবর্ণ। ফলের ব্যাস ¾ ইঞ্চি, প্রথম অবস্থায় নরম। ফুল এপ্রিল মাসে হয়; নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ফল ধরে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছালের রস গায়ে লাগিলে চুলকাইয়া থাকে। ছালের রস কৃমিনাশক। মাত্রা ১-৩ গ্রেন, রেড়ির তেল খাইবার পর খাইতে হয়। (Fig. 60.)

XX. DIPTEROCARPEAE.

Genus—DIPTEROCARPUS Gaertn.

61. D. turbinatus Gaertn. (ধুলিয়া গর্জ্জন)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., iii. 10, t. 213; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 110 A.

Ref.—F. B. I., i. 295; B. P., i. 252; Dymock, i, 172.

জন্মস্থান—ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, পূর্ব্ববঙ্গ এবং ব্রহ্মদেশ।

বিভিন্ন নাম—বা. ধুলিয়া গর্জ্জন; বর্ম্মা—পকান্যইন; Eng. Wood Oil.

ব্যবহার্য্য অংশ—আঠা।

বর্ণনা—উচ্চ চির-সবুজ পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ। কাষ্ঠ নরম, গাছের আঠা শ্বেতবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ লাল এবং ধূসরবর্ণ; পত্র ডিম্বাকৃতি, পত্রের অগ্রভাগ বর্শাকৃতি, পত্রের গোড়ার দিক্ গোলাকার, ৫-১২ ইঞ্চি লম্বা, ২½-৩ বিস্তৃত, প্রধান শিরাগুলি ১৪-১৮ জোড়া। বৃন্ত ১½-৩ ইঞ্চি। ফুলের ব্যাস ৩ ইঞ্চি, ফুলের পাপড়ী লাল আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। বীজ লম্বা, পক্ষবিশিষ্ট। ফুলের সময় ডিসেম্বর, ফলের সময় এপ্রিল।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার আঠা ক্ষতরোগে ও বড় কৃমিতে (Tape-worm) ব্যবহৃত হয় (Watt); ইহার আঠা মূত্রাশয়ের রোগে হিতকর, মূত্রকর ও গনোরিয়া রোগে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধরূপে প্রমাণিত হইয়াছে (Ph. Ind., 32)। ইহা কুষ্ঠরোগ-নাশক (Dymock)।

গনোরিয়া ও মেহরোগে ইহার তৈল পরম হিতকর। কুষ্ঠরোগে ইহার তৈল অদ্বিতীয় ঔষধ। গর্জ্জন তৈলের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ প্রাথমিক কুষ্ঠরোগে বড়ই হিতকর, কিন্তু উহার উপকারিতা বাড়াইতে হইলে ৫—১০ ফোঁটা চাউল মুগরার তৈল, এক ড্রাম পরিমাণ এই তৈলের সহিত মিশাইতে হয়। গর্জ্জন তৈলের সহিত চাউল মুগরার তৈল মিশ্রিত করিয়া কুষ্ঠরোগে প্রয়োগ করিলে বেশী উপকার পাওয়া যায় (Moodeen Sheriff)। (Fig. 61.)

62. D. incanus Roxb. (গর্জ্জন)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 112.

Ref.—F. B. I., i. 298 ; B. P., i. 252 ; Roxb., F. I., ii. 614.

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, পেগু।

বিভিন্ন নাম—বা. গর্জ্জন।

ব্যবহার্য্য অংশ—আঠা (ধুনা)।

বর্ণনা—পত্র ডিম্বাকৃতি, পাতার গোড়ার দিক্ স্থূলকোণী এবং নরম। পত্র ৪½-৬ ইঞ্চি লম্বা, পাতার কিনারাগুলি কাটা কাটা, ডাল ও পাতার ডাঁটা লোমযুক্ত, বোঁটা ২ ইঞ্চি লম্বা। ফুলে বহুসংখ্যক পুংকেসর আছে। পাপড়ী ৫টি। নবেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ফুল হয়। এপ্রিল মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ধুলিয়া গর্জ্জনের ন্যায়। (Fig. 62.)

63. D. alatus Roxb. (তেলিয়া গর্জ্জন)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 110 B.

Ref.—F. B. I., i. 298 ; B. P., i. 292 ; Roxb., F. I., ii. 614.

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, টেনাসরিম, মালয়।

বিভিন্ন নাম—বা. তেলিয়া গর্জ্জন।

ব্যবহার্য্য অংশ—আঠা (Resin)।

বর্ণনা—ধূসর-বর্ণ ছালবিশিষ্ট গাছ। উপরের কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ লাল আভাযুক্ত ধূসর-বর্ণ ও শক্ত (Gamble)। পাতার শিরা ১২-১৫ জোড়া, পত্র ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটায় নরম লোম আছে। বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি লম্বা। নবেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ফুল হয় ও এপ্রিল মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ অপরগুলির ন্যায়। (Fig. 63.)

Genus—SHOREA Roxb.

64. S. robusta Gaertn. (শাল)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 113 ; Roxb., Cor. Pl., iii. t. 212 ; Beddome, Fl. Sylv., t. 4.

Ref.—F. B. I., i. 306 ; B. P., i. 154 ; Roxb., F. I., ii. 615 ; Watt, vi. pt. ii. 673.

জন্মস্থান—ত্রিহুত, উত্তরবঙ্গ, ছোটনাগপুর।

বিভিন্ন নাম—স. অশ্বকর্ণ, বা. শাল; হি. দামার; বোম্বাই—রালধুনা; উড়িয়া—সেকওয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র এবং আঠা (ধুনা)।

বর্ণনা—অতি লম্বা সরল বৃক্ষ, গাছে ফাল্গুন মাস ব্যতীত প্রায় সর্ব্বসময়েই পাতা থাকে। ছোট গাছের ছাল মসৃণ। বড় গাছের ছাল ১-২ ইঞ্চি পুরু, আবড়ো-খাবড়ো ফাটা ফাটা। পত্র উজ্জ্বল, ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা, ৪-৬ ইঞ্চি বিস্তৃত, বোঁটা ১ ইঞ্চি, পত্রের গোড়ার দিক্ ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। ফুল শ্বেতবর্ণ, নরম ও লোমযুক্ত, পাপড়ী ফিকে পীতবর্ণ, ½ ইঞ্চি লম্বা ও সরু, বর্শাকৃতি ও লোমশ ডগাটি অর্দ্ধবৃত্তাকার; ফল লম্বা ½ ইঞ্চি, সূক্ষ্মকোণী, শ্বেতবর্ণ ও নরম। কক্ষ ৫টি, ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, গোড়ার দিক্ সরু, পাকিলে ধূসরবর্ণ, অসমান, ১০-১২ সমান্তরাল শিরা আছে। মার্চ্চ মাসে ফুল হয় এবং মে-জুন মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার আঠা ধারক এবং রক্ত-আমাশয়-নিবারক। আঠা অগ্নিতে দিলে সুগন্ধ বাহির হয় (U. C. Dutt)। শালের ধুনা, চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইলে রক্ত-আমাশয় নিবারিত হয় (Sakharam Arjun). দেশীয় ডাক্তারেরা ইহার আঠা অম্ল ও মেহরোগে ব্যবহার করে। দুর্ভিক্ষের সময়ে বন্যজাতিরা শালগাছের বীজ মহুয়া ফুলের পরিবর্ত্তে খাইয়া থাকে। পাইন গাছের ধুনা ও প্রকৃত শাল গাছের ধুনা প্রায় সমান গুণ-সম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে (Bengal Dispensatory)। (Fig. 64.)

XXI. MALVACEAE.

Genus—ABUTILON Gaertn.

65. A. indicum G. Don. (পেটারী)

Fig.—Wight, I. C., t. 12 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 123.

Ref.—F. B. I., i. 323 ; B. P., i. 260 ; Roxb., F. I., iii. 179 ; Prain, H. H., 177 ; H. S., 114.

জন্মস্থান—পৃথিবীর সমগ্র গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জন্মে, সমগ্র ভারতবর্ষে; বঙ্গদেশে; হুগলী, হাবড়ায় সাধারণ আগাছা।

বিভিন্ন নাম—স. অতিবলা, কর্কটিকা; বা. পেটারী, ঝাম্পী; হি. কুঙ্গানী বা কহিয়া; তা. তাত্তী; বোম্বাই—চক্রভেন্দা।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, ছাল, পত্র, ফল এবং বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ্। শাখা সরু। পত্র ½-১ ইঞ্চি লম্বা, হৃৎপিণ্ডাকৃতি বা পানের ন্যায়, অগ্রভাগ সরু, কিনারাগুলি দাঁতযুক্ত, অতিশয় নরম। বোঁটা ১-৩ ইঞ্চি লম্বা। ফুল প্রায় ১ ইঞ্চি লম্বা, ফুল ও ফুলের বোঁটা অবনত। ফুল হরিদ্রাবর্ণ বা কমলা নেবুর রং, অপরাহ্নে ফুটিয়া থাকে, পুংকেসর বহু থাকে। ফুলের বহির্ব্বাস ৫টি, পাপড়ী ৫টি। ফলের গাত্র কাটা কাটা, বীজকোষে বীজ ১৫-২০টি থাকে, পাকিলে আপনা-আপনি ফাটিয়া যায়। বীজ ছোট ছোট প্রত্যেক গহ্বরে একটি কিংবা অধিক থাকে। ইহার বীজকে বাজারে 'বলা' বীজ বলে। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ কামোত্তেজক, পাতার কাথ দন্তরোগ- ও গনোরিয়া-নিবারক, ছাল মূত্রকর, বীজ সর্দ্দি-নিবারক ও সূতিকাজ্বর-নাশক। ইহা জ্বর ও প্রস্রাব-সম্বন্ধীয় পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। পাতার রস ১ তোলা, ঘৃত ১ তোলা, প্রবল পৈত্তিক উদরাময়ে ব্যবহৃত হয়। দাঁতের বেদনা এবং মাড়ির বেদনায় ইহার কাথ ব্যবহৃত হয়। ইহার ডাঁটা গরম দুগ্ধে দিলে দুগ্ধ জমিয়া যায় এবং দুগ্ধের অবশিষ্ট জলীয় অংশ হাকিমেরা রক্তস্রাবের উপশমার্থ ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন (Emerson), প্রদর রোগে পেটারী মূলের ছাল, চিনি ও মধুর সহিত সেব্য। (Fig. 65.)

66. A. Avicennae Gaertn. (জয়া)

Fig.—Rumph., Amb. iv, 31. t. ii; W. S. Dipt. Agric. Fibre. For. Report No. 6. t. 3.

Ref.—F. B. I., i. 327; B. P., i. 260; Roxb., F. I., iii. 178.

জন্মস্থান—সমস্ত বঙ্গদেশ, ঢাকা, সিন্ধুদেশ, কাশ্মীর, বোটানিক গার্ডেন (শিবপুর)।

বিভিন্ন নাম—স. জয়ন্তী; বা. জয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, বীজ, শিকড়।

বর্ণনা—সোজা রংদার গাছ; পত্র ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, সরুলোমযুক্ত, কিনারা করাতের ন্যায় কাটা কাটা। ফুল পীতবর্ণ, পুংকেসর-দণ্ড ক্ষুদ্র। বীজাধার লম্বা, বিস্তৃত, সুগোল ও দুইটি শৃঙ্গবিশিষ্ট। মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে ফুল ও জুলাই মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পাতার রস জ্বরনাশক (Ainslie)। দন্তে বেদনা হইলে পাতার

ক্বাথে কুলি করিলে বেদনা আরাম হয়। ক্বাথ গনোরিয়া ও মূত্র-যন্ত্রের রোগে হিতকর (Dymock)।

ইহার শিকড়ের ক্বাথ কুষ্ঠের ও বীজ সর্দ্দির উপশম করে। বীজ গনোরিয়া ও মেহ দমন করে (Moodeen Sheriff)। ইহার রস ১ তোলা এবং ঘৃত ১ তোলা, সর্দ্দিতে ও পৈত্তিক উদরাময়ে ব্যবহৃত হয়। (Fig. 66.)

Genus—ERIODENDRON D C.

67. E. anfractuosum D C. (শ্বেতশিমুল)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 143; Rheede, Hort. Mal., iii. t. 49-54; আধুনিক নাম-করণের নিয়মানুসারে ইহার নাম Ceiba pentandra (L.) Gærtn. বলা বিধেয়।

Ref.—F. B. I., i. 350; B. P., i. 271; Roxb., F. I., iii. 165; Prain, H. H., 190; H. S., 105.

জন্মস্থান—ইহা পূর্ব্বএশিয়ার গাছ, ভারতের গ্রীষ্মপ্রধান জঙ্গলে বহুপরিমাণে দেখা যায়। (শিবপুর) বোটানিক গার্ডেন, হুগলী, হাবড়া।

বিভিন্ন নাম—বা. শ্বেতশিমুল; হি. হাতিয়ান, তা. ইলাযাম্।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, শিকড়, পাতা ও আঠা।

বর্ণনা—অতি বৃহদাকার কণ্টকাবৃত কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষ, শরৎকালে ইহার পাতা পড়িয়া যায়। ছাল ধূসরবর্ণ, ছোট গাছের ছাল সবুজবর্ণ, কাণ্ড সরল, ডাল লম্বাভাবে চারিদিকে বাহির হয়। পত্র ঘনসন্নিবদ্ধ, ডাল হইতে চারিদিকে বাহির হয়। হস্তাঙ্গুলির ন্যায় বিভক্ত ও বিস্তৃত; পত্র ৫-৭টি, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু; বোঁটা ½ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ১½-২ ইঞ্চি বিস্তৃত, ডালের অগ্রভাগ হইতে বাহির হয়। ফুলের বহিঃ-ছদ ½ ইঞ্চি, ঘন লোমযুক্ত, পাপড়ী ১ হইতে ৩টি। ফুলটি উহার বাটীর মত বহির্ব্বাসের উপর স্থাপিত, শ্বেতবর্ণ, অল্প গন্ধ আছে। ফল লম্বা ও কয়েকটি শিরাযুক্ত, কাঁচাকলার ন্যায়। বীজ ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, চারিদিক্ তুলার দ্বারা আবৃত। গাছের গাত্র হইতে উজ্জ্বল আঠা বাহির হয়। জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে ফুল হয় ও মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কাঁচা ফল ধারক, স্নিগ্ধকর। পত্ররস ব্যবহার করিলে গনোরিয়া আরাম হয় (Surg. Thomas)। ইহার শিকড় শিমুলগাছের ন্যায় উপকারী। শিমুলের আঠা বালকদিগের মূত্রহীনতায় ব্যবহৃত হয় (Sir Ratton)। ছোট শিমুলের শিকড় সর্ব্বাঙ্গীণ শোথে উপকারী। ইহার আঠাকে হাতীয়ান গঁদ বলে, ইহা ধারক ও পেটের পীড়া-নিবারক (Dymock)। শ্বেতশিমুলের তুলার বালিশ লালশিমুলের অপেক্ষা মূল্যবান্। (Fig. 67.)

Genus. BOMBAX Linn.

68. B. malabaricum D C. (লালশিমুল)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 142 ; Rheede, Hort. Mal., iii. t. 52 ; Wight. Ill. Ind. Bot., i. t. 29A, 29B.

Ref.—F. B. I., i. 349 ; B. P., i. 270 ; Roxb., F. I., iii. 167 ; Watt, 1. Pt 2, 487 ইহার নামের বিষয়ে কিঞ্চিৎ মতদ্বৈধ আছে। Salmalia malabarica Schott & Endl -কে কেহ কেহ ইহার পুরাতন নাম বলিয়া বিবেচনা করেন।

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, সিংহল, বর্ম্মা ও সুমাত্রা, হুগলী, হাবড়া, ২৪ পরগনা, (শিবপুর) বোটানিক গার্ডেন।

বিভিন্ন নাম—স. মহাবৃক্ষ, শাল্মলী ; বা. লালশিমুল ; হি. বড় শিমুল ; তে. মল্লুলা-বুরাগা-চেট্টু ; তা. মুলিলাবা।

ব্যবহার্য্য অংশ—আঠা, শিকড়, বীজ, ছাল এবং ফুল।

বর্ণনা—অতি বৃহদাকার শক্ত কণ্টকাবৃত বিশাল কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষ, শাখাগুলি লম্বভাবে থাকে। ত্বক্ ধূসরবর্ণ, গাছের গায়ে ছোট, শক্ত এবং মোটা কাঁটা থাকে। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, পত্র হস্তাঙ্গুলিবৎ বিভক্ত, চারিদিকে বিস্তৃত, অগ্রভাগ বর্শাকৃতি, ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা, পত্র বাহির হইবার পূর্ব্বে লাল রক্তবর্ণ ফুল হয়। ফুলের পাপড়ী ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, পুংকেসর অনেক ; গর্ভকেসর পুংকেসর অপেক্ষা লম্বা। পাপড়া বা ফল ৬-৭ ইঞ্চি লম্বা শক্ত, ভিতরে ৫টি বিভাগ আছে। বীজ ফলের মধ্যস্থ তুলার মধ্যে থাকে। বীজ ফিকে কৃষ্ণবর্ণ, একটি ফলে অনেক বীজ থাকে ; শিমুলের-বীজ হইতে তৈল বাহির হয়। শীতের শেষে ফুল হয়, বসন্তে ও গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শিমুলের শুষ্ক আঠাকে মোচারস বলে। ইহা কামোদ্দীপক। শিকড় উত্তেজক। ছোট গাছের শিকড় ছায়ায় শুষ্ক করিয়া সেবন করিলে কামোদ্রেক হয়। ইহা ধ্বজভঙ্গ রোগের মহৌষধ। আঠা আমাশয় ও রক্ত-আমাশয়, আর্ত্তব ব্যাধি বা অনিয়মিত ঋতু প্রভৃতি রোগ নিবারণ করে। শিমুলের শুষ্ক ফুল, ছাগদুগ্ধ ও চিনির সহিত সিদ্ধ করিয়া ২ ড্রাম পরিমাণ দিবসে তিন বার সেবন করিলে রক্তস্রাব ও অর্শ আরাম হয় (Dr. Taylor)।

ইহার আঠা ২০-৩০ গ্রেন সমপরিমাণ চিনির সহিত সেবন করিলে উদরাময় আরাম হয় (Sur. T. Anderson)। সরু শিকড় গনোরিয়া এবং রক্ত-আমাশয় নিবারণ করে। পাতা ছেঁচিয়া কিংবা রগড়াইয়া ফুলা গালে লাগাইলে বীচির ন্যায় স্ফীতি আরাম হয় (Watt)। শিমুল পাপড়া মূত্রকর, কামোত্তেজক, মূত্রযন্ত্রের পীড়া-নিবারক। ছাল মূত্রকর, স্নিগ্ধকারক এবং ধারক, ছোট শুষ্ক ফল মূত্রযন্ত্রের ক্ষত আরাম করে। শিমুলের ফুল জননযন্ত্রের দুর্ব্বলতায় ব্যবহৃত হয়। শিমুল অপেক্ষা কোন ঔষধই কামোদ্রেকের পক্ষে অধিক

গুণসম্পন্ন নহে। শিমুলগাছে পোকা ধরিলে মোচারস (আঠা) বাহির হয় কিন্তু কোন স্থান চিরিয়া দিলে উহা বাহির হয় না।

শাল্মলীপুষ্পশাকন্তু ঘৃতসৈন্ধবসাধিতম্।
প্রদরং নাশয়েত্যেব দুঃসাধ্যঞ্চ ন সংশয়ঃ॥
রসে পাকে চ মধুরং কষায়ং শীতলং গুরু।
কফপিত্তাস্রজিদ্গ্রাহি বাতলঞ্চ প্রকীর্ত্তিতম্॥

(ভাবপ্রকাশ) (Fig. ৬8.)

Genus—GOSSYPIUM Linn.

69. G. herbaceum Linn. (কার্পাস)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 137.

Ref.—F. B. I., i. 340, B. P., i. 269, Prain, H. H., 179; H. S., 121.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাবড়া, বীরভূম।

বিভিন্ন নাম—স. কার্পাস; বা. তুলা; হি. রুই; তে. প্রাত্তি; তা. পারত্তি।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল, বীজ, ফুল ও শিকড়ের ছাল।

বর্ণনা—১০-১২ ফুট উচ্চ গাছ, কোমল ও ক্ষুদ্র লোমযুক্ত। পত্র হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ৩-৫ ভাগে বিভক্ত, অগ্রভাগ সরু ও দাঁতযুক্ত। ফুল পীতবর্ণ, মধ্যস্থল বেগুনে, কখন কখন শ্বেতবর্ণ এবং বেগুনে, পুষ্পস্তবক লোমময়। ফুলের পাপড়ী বিস্তৃত, ডিম্বাকৃতি। বীজকোষ গোল, লম্বাকৃতি। ভিতরের কোষের প্রত্যেক ভাগে ৫-৭টি বীজ থাকে, ঈষৎ পীতবর্ণ অথবা কৃষ্ণবর্ণ। বৎসরের সকল সময়েই ফুল ও ফল দেখা যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—তুলা ক্ষত বাঁধিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। পোড়া তুলা ক্ষতে দিলে ক্ষত সারিয়া যায়। তুলা-বীজ গুঁড়া করিয়া আদা এবং জলের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করিলে অণ্ডকোষ-প্রদাহ নিবারিত হয়। ইহার বীজ মৃদু বিরেচক এবং কামোত্তেজক। পাতার রস আমাশয় আরাম করে। ইহা সর্পবিষের প্রতিষেধক।

তুলার শিকড় মূত্রকর ও পিপাসা-নিবারক। ইহার সিদ্ধ পাতা জ্বর ও উদরাময়ের মহৌষধ (Atkinson)। তুলার বীজ গর্ভস্রাব-কারক ও ঋতুনাশক। কার্পাস গাছের কাথ ৪ আউন্স, ২ পাইন্ট জলে এক পাইন্ট থাকিতে নামাইয়া ২ আউন্স পরিমাণ ২০-৩০ মিনিট অন্তর ব্যবহৃত হয়। প্রসবকার্য্যে ইহা আর্গট অপেক্ষা অল্প তেজস্কর (Ind. Med. Gaz., 1884)। (Fig. 69.)

Genus—HIBISCUS Medik.

70. H. Abelmoschus Linn. (কালকস্তুরী)

Fig.—Wight, I.C., t. 399; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 131.

Ref.—F. B. I., i. 343; B. P., i, 265; Roxb., F. I., iii. 202; Watt, VI, 229.

জন্মস্থান—উত্তর নেপাল, চট্টগ্রাম, হুগলী। হাবড়ার জঙ্গলের ধারে কখন কখন দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. মুসকদানা; বা. কালকস্তুরী; হি. মুসক-ভিন্দি; Eng. Musk Mallow.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। ২।৩ ফুট উচ্চ হয়। ডাঁটা শক্ত ও পশমময়, বৃন্ত পত্র অপেক্ষা লম্বা। পত্র হৃৎপিণ্ডাকৃতি ও ৩-৫ অংশে বিভক্ত, অগ্রভাগ সরু, কিনারা কাটা কাটা, পত্রের উভয়পৃষ্ঠ লোমাবৃত। ফুল ৩-৪ ইঞ্চি, ডালের অগ্রভাগে জন্মে, উজ্জ্বল পীতবর্ণ, মধ্যস্থল বেগুনে, বোঁটা শক্ত ও বক্র। ফুলের বহির্দ্দেশ সবগুলি সমান ও বলের মত। ফল ২½-৩ ইঞ্চি, অগ্রভাগ সূচাল ও লোমময়। বীজ বক্র, মূত্রাশয়াকৃতি, ইহার গাত্রে কতকগুলি সমান্তরাল রেখা আছে; গন্ধ মৃগনাভির গন্ধের ন্যায়। জুন হইতে জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফল পাওয়া যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ পেটফাঁপা-নিবারক। মূল ও পাতার রস গনোরিয়া-নিবারক। বোম্বাই অঞ্চলে ইহার বীজ গুঁড়া করিয়া দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া পাঁচড়ায় দেয় (Dymock)। পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপের লোকে ইহার বীজ খাওয়াইয়া অথবা গুঁড়া ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিয়া সর্প-বিষের চিকিৎসা করে (Watt)। পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে ইহার বীজ সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য ফরাসী দেশে বহু পরিমাণে রপ্তানী হয়। ইহার গুণ মৃগনাভির তুল্য। (Fig. 70.)

71. H. esculentus Linn. (ঢেঁড়স)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t 132, Duthie, Fuller., Field & Gard. Crop t. 86.

Ref.—F. B. I., i. 343; B. P., i. 265; Roxb, F. I., iii. 210; Watt, VI, 237; Prain, H. H., 178; H. S., 118.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতের গরম দেশে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. গন্ধমূলা; বা. ঢেঁড়স; হি. ভিন্দি; Eng. Lady's finger.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, বীজ, ফলের খোসা।

বর্ণনা—বৎসরজীবী গাছ, গায়ে লোম আছে। পত্রের বোঁটা ৬ ইঞ্চি লম্বা। পত্র খসখসে. দাঁতযুক্ত। ফুল পীতবর্ণ, মধ্যদেশ রক্তবর্ণ। ফল ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা, ৳-১ ইঞ্চি চওড়া, ফলের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। ফলে কয়েকটি শিরা আছে; ফল ৫-৮টি বীজপূর্ণ। বীজে লোম আছে; বীজ ধূসরবর্ণ। বৎসরের সকল সময়েই চাষ হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—টেঁডস কফের শান্তিকর। ফল ও বীজের শাঁস, গনোরিয়া, মূত্রযন্ত্র ও জননযন্ত্রের রোগ-নিবারক। অপক্ক ফলের ক্বাথ, মূত্রকর, সর্দ্দিনিবারক এবং গনোরিয়া রোগের শান্তিকর বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। (Fig 71.)

72 H. Rosa-sinensis Linn. (জবা)

Fig —Rheede. Hort Mal., ii. t. 17; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 134 A.

Ref.— . B. I, i. 344; B. P., i. 268; Roxb., F. I., iii. 194; Watt, IV, pt. 1, 242.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে বাগানে চাষ হয় বঙ্গদেশ, হুগলী, হাবড়া, বোটানিক গার্ডেন (শিবপুর)।

বিভিন্ন নাম—স. জবা; বা. জবা, হি. জাস্থন, Eng. Shoe-flower.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল, পাতা এবং শিকড়।

বর্ণনা—জবা গাছ অনেক প্রকারের আছে। গাছগুলির বহু শাখা হয়। পাতা ডিম্বাকৃতি দাঁতযুক্ত. পাতার অগ্রভাগ সরু। ফুল অনেক প্রকারের, এক ও দুই বা বহু পাপড়ী বিশিষ্ট লাল, নীল, পীত ও শ্বেতবর্ণ; ফুল সারা বৎসর ধরিয়া ফুটিয়া থাকে দেখিতে কতকটা ঘণ্টার ন্যায়, ২-৪ ইঞ্চি চওড়া। বীজকোষ গোলাকার এবং ইহাতে অনেক বীজ থাকে। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়। কখন কখন জবার পাপড়ীর রসে চিনিতে রং করে এবং ফুল জুতা কাল করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পাতার রস স্নিগ্ধকর। ফুল ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে অতিরিক্ত ঋতুস্রাব নিবারিত হয়। কুঁড়ি ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগে ব্যবহৃত হয়। শিকড় সর্দ্দির পক্ষে হিতকর। জবার শিকড়ের গুঁড়া, পদ্মের শিকড় এবং শ্বেতশিমুলের ছাল প্রত্যেকটি সমপরিমাণে সেবন করিলে অনিয়মিত ঋতুস্রাব নিবারিত হয়। মাত্রা ৬ মাসা পরিমাণ (Dymock)।

টাট্‌কা পাতার রসে সমপরিমাণ জলপাইয়ের (Olive) তৈল মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতে জ্বাল দিয়া তৈলাবশেষ নামাইয়া সেই তৈল মাখিলে মাথার কেশ বর্দ্ধিত হয় (Moodeen Sheriff)।

জবা ফুল কাঁজিতে পেষণ করিয়া পান করিলে নারীর ঋতুলাভ হয়। ইহা কষ্টরজ, রজোরোধ ও বিলম্বিত ঋতুতে প্রয়োগ করা হয়। যে স্ত্রীলোকের অধিক বয়স্ পর্য্যন্ত ঋতু হয় না তাহাকে খাওয়াইলে সত্বর ঋতু হইয়া থাকে (Nadkarni)। (Fig. 72.)

73. H. cannabinus Linn. (মেস্তাপাট)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 130; Roxb., Cor. Pl., i. t. 190

Ref.—F. B. I., i. 339; B. P., i. 267; Roxb., F. I., iii. 208; Daltz. & Gibs. Bomb, Fl. 20.

জন্মস্থান—ত্রিহুট, বেহার, ছোটনাগপুর, হুগলী, হাবড়া, ২৪ পরগনা।

বিভিন্ন নাম—বা. (লাল) মেস্তাপাট; Eng. Red Sorrel.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, পাতা ও রস।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গাছ, প্রতিবৎসর চাষ হয়। ডাঁটায় মসৃণ লোম আছে। গাছের নীচের পাতা অবিভক্ত, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, করাঙ্গুলিবৎ, পত্রের কিনারা করাতের ন্যায় দাঁতযুক্ত। ডাঁটায় কাঁটা আছে। পুষ্পস্তবক বড় ও বিস্তৃত, পাপড়ী পীতবর্ণ, মধ্যস্থল লালবর্ণ। ফল লোমযুক্ত, ডগাটি কাঁটার ন্যায় সরু। বীজ মসৃণ লোমযুক্ত। শরৎ ও শীতে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ কামোত্তেজক। কোন স্থান ভাঙ্গিয়া যাইলে ইহার বীজ বাহ্যপ্রয়োগরূপে ব্যবহৃত হয়। ফুলের রস ১ তোলা পরিমাণ চিনি ও গোলমরিচের সহিত পান করিলে পুরাতন পৈত্তিক অম্লরোগ আরাম হয়। ইহার পাতা জোলাপের কাজ করে। (Fig. 73.)

Genus—PAVONIA Willd.

74. P. odorata Willd. (বালা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 128; Wall., Cat. 1886.

Ref.—F. B. I., i. 331; B. P., i. 261; Roxb., F. I., iii. 214.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, সিন্ধুদেশ।

বিভিন্ন নাম—স. বালক, হ্রীবের, উদীচ্যম্; বা. বালা; হি. সুগন্ধবালা।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল; মাত্রা ½-২½ আনা।

বর্ণনা—শিকড় ৭-৮ ইঞ্চি লম্বা, বক্র, ব্যাস ⅛ ইঞ্চি। ছাল ফিকে ধূসরবর্ণ। কাষ্ঠ শক্ত পীতবর্ণ, শিকড়ের গন্ধ মৃগনাভির গন্ধের ন্যায়। ইহার কন্দ হইতে সরু সরু কৃষ্ণবর্ণ শিকড় বাহির হয়, উহা অতিশয় সুগন্ধময়। ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, গায়ে আঠাযুক্ত কোমল পশম আছে। পত্র ১½-৩ ইঞ্চি, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ৩-৫টি ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত, পত্র দেখিতে অনেকটা কার্পাস পত্রের ন্যায়, পত্রের অগ্রভাগ সরু, বোঁটা লম্বা। প্রত্যেক পাতার গোড়া হইতে একটি একটি ফুল হয়। ফুলের বহিশ্ছদ ১০-১২, লম্বাকৃতি; ফুলের পাপড়ী ৫টি; পুষ্পের অন্তর্ব্বাস লালবর্ণ বা গোলাপী। পুংকেসর বহু, গোলাকারভাবে থাকে। ফুলের বোঁটা পাতার বোঁটার অর্দ্ধেক। ফলের ভিতর ২টি বিভাগ আছে,

প্রত্যেক ভাগে একটি করিয়া বীজ থাকে। বীজ ছোট মটরের ন্যায়, ধূসরবর্ণ বীজে তৈল আছে। অক্টোবর হইতে জানুয়ারী মাসে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শিকড় সুগন্ধযুক্ত, উগ্র, ইহা জ্বর ও প্রদাহে ব্যবহৃত হয় (U. C. Dutt)। দাহজ্বর-শান্তির জন্য বালা, আমলকী, রক্তচন্দন ও পদ্ম কাষ্ঠের গুঁড়া এক বাল্‌তী জলে মিশ্রিত করিয়া স্নান করাইলে দাহের শান্তি হয়।

হ্রীবের পদ্মকোশীর চন্দনক্ষোদবারিণা।
সংপূর্ণামবগাহেন দ্রোণীং দাহার্দিতো নরঃ॥ (চক্রদত্ত)

বালা-যোগে ষড়ঙ্গ পানীয় (Shadanga Paniya) প্রস্তুত হয়। ১ ড্রাম পরিমাণ আমলকী, মুথা, রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপড়া (Oldenlandia corymbosa) গাছের শিকড় ও শুষ্ক আদা ২ সের জলে দিয়া ১ সের থাকিতে নামাইলে এই ঔষধ দ্বারা দাহের শান্তি হয়।

বালা অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া বহেড়ার তৈলে মিশ্রিত করিয়া গাত্রে লেপন করিলে শ্বিত্র (ধবল রোগ) আরাম হয় (বাণভট্ট)।

বালা, চিনি ও মধু চাউল ধোয়া জলের সহিত পান করিলে শিশুর অতিসার আরাম হয়। বালা চাউল ধোয়া জলে পেষণ করিয়া পান করিলে বমন নিবৃত্তি পায়। (Fig. 74.)

Genus—URENA Linn.

75 U. lobata Linn. (বন ওকড়া)

Fig.—Rhumph, Amb. vi t. 25 Fig. 2; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 125.

Ref. - F B. I., i. 329; B. P., i. 261, Roxb., F. I., iii. 182; Prain, H. H, 178, H. S., 112.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের বহুস্থানে; জঙ্গলের ধারে ও রাস্তার ধারে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. বন ওকড়া, হি. ব্যাকিটি, সাঁওতালী—ভিদিজনেলেট।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—বহু-শাখা-সম্বলিত গুল্ম, গাছের গায়ে ছোট ছোট লোম আছে। পত্র ১-২ ইঞ্চি বিস্তৃত, ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, গোলাকার এবং কর্ত্তিত। পত্র ৫-৭ ভাগে বিভক্ত, শিরা ৫-৭টি আছে, বোঁটা ছোট। ফুল উজ্জ্বল লালবর্ণ, মধ্যদেশ কৃষ্ণবর্ণ, গুচ্ছবদ্ধভাবে হয়। ফলে সরু সরু কাঁটা আছে। গাছের ফল ছাগল, গরু এবং অন্যান্য লোমশ জন্তুর গায়ে বা কাপড়ে লাগিলে ফলগুলি তাহাতে আটকাইয়া থাকে। ইহার ফুল বর্ষাকালে ও শীতকালে জন্মে। বীজে কোন আস্বাদ নাই।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় ছোটনাগপুর প্রদেশে বাতের বেদনায় ব্যবহৃত হয় (Campbell)। (Fig. 75.)

Genus—THESPESIA Corr.

76. T. populnea Corr. (পরাশ-পিপুল)

Fig.—Wigt, I. C. t. 8 ; Bedd., Sylv. t. 63 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 136.

Ref.—F. B. I., i. 345 , B. P., i. 270 ; Roxb., F. I, iii. 191 ; Prain, H. H., 179 ; H. S , 120.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সমুদ্রতীরে এবং সুন্দরবনে বহুপরিমাণ জন্মে। অপরাপর স্থানে বিশেষতঃ হুগলী ও হাবড়া জেলায় বাগানে বা রাস্তার ধারে রোপণ করে। বোটানিক গার্ডেনে অনেক গাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. পরাশ, পরাশ-পিপুল , হি. পরাশ-পিপাল , তা. পরাসা মারাম্।

ব্যবহার্য্য অংশ—বল্কল, শিকড় এবং ফল।

বর্ণনা—বড় গাছ, গাছের ভিতরের কাষ্ঠ ঈষৎ বেগুনে নীল, সুগন্ধযুক্ত। পত্র দেখিতে অশ্বত্থ-পত্রের ন্যায়, ৩-৫ ইঞ্চি বিস্তৃত ; হৃৎপিণ্ডাকৃতি, মসৃণ, তলায় ধূসর আঁশ-যুক্ত। ডাঁটা ১-৪ ইঞ্চি লম্বা, শাখাপ্রশাখা ক্ষুদ্র। ফুল বড় ও দেখিতে সুন্দর ; বহির্ব্বাস ছোট, ৫টি দাঁতযুক্ত। পাপড়ী ৫টি, লম্বাকৃতি , পুংকেসর অনেক আছে একটি নলের মধ্যে আবদ্ধ। বীজাধার সরু আচ্ছাদনে আবৃত, ৪-৫টি বীজ থাকে। বীজ পশমময়, দেখিতে মটরের ন্যায়। বর্ষার পর হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে। গাছের কাষ্ঠ শক্ত বলিয়া গরুর গাড়ী নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফল হইতে পীতবর্ণ রস নির্গত হয়, ইহা অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ-ভারতে ইহার ছালের ক্বাথে পাঁচড়া ধৌত করে (Watt)। কোন স্থানে পোকায় কামড়াইলে ইহার পত্রবোঁটা হইতে পীতবর্ণ আঠা বাহির করিয়া দষ্ট স্থানে লাগাইলে যন্ত্রণা নষ্ট হয়। কঙ্কণ দেশে ইহার ফুল পাঁচড়ার ঔষধে ব্যবহার করে। শরীরের কোন স্থানের গ্রন্থি ফুলিলে ইহার পাতা বাটিয়া গরম গরম প্রলেপ দিলে ফুলা আরাম হয় (Dymock)। (Fig. 76.)

Genus—ADANSONIA Linn.

77. A. digitata Linn. (গোরক আমলি)

Fig.—Bot. Mag, iv. t. 2791-92 (1828).

Ref.—F. B. I., i. 348 ; B. P., i. 270 ; Roxb., F. I., iii. 165.

জন্মস্থান—ভারতের সকল স্থানে বাগানে রোপণ করা হয়, বিশেষতঃ মুসলমান ফকিরদের গোরস্থানে ; শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে অনেক গাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—স. নাগবলা, কল্পবৃক্ষ, গাঙ্কেরুকা, বা. গোরক্ষ আমলি, গোরক্ষ চাকুলে; হি. আমলি; Eng. Baobab.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, ছাল এবং পত্র।

বর্ণনা—কাণ্ড স্থূল, বৃহৎ বৃক্ষ ৬০-৭০ ফুট লম্বা, নীচের দিকে অতিশয় স্ফীত। পত্র হস্তাঙ্গুলিবৎ এবং ক্ষুদ্র লোমদ্বারা আচ্ছাদিত। ৬-৭টি ভাগে বিভক্ত, ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ সরু; শীতে পাতা পড়িয়া যায় ও মে-জুনে ফুলের সঙ্গে নূতন পাতা জন্মে। ফুল শ্বেতবর্ণ, এক একটি প্রায় ১২ ইঞ্চি লম্বা, পাপড়ী অবনত। গর্ভাশয় ৫-১০টি গহ্বরযুক্ত। ফল ঝুলিয়া থাকে, ঈষৎ সবুজবর্ণ, ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা, লোমযুক্ত, খোলা শক্ত, পাতলা, উপরিভাগ পালকের ন্যায় পদার্থে আচ্ছাদিত। ফল অম্ল শাঁসে পরিপূর্ণ, এই শাঁস শুকাইলে শ্বেত ও ঈষৎ রক্তবর্ণ দেখায়। বীজ এক একটি ফলে শক্ত খোলায় আচ্ছাদিত। বীজ প্রায় ৩০টি হয়, মূত্রযন্ত্রের ন্যায় আকৃতি, ধূসরবর্ণ। মে-জুনে ফুল হয় ও শীতে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—গোরক্ষ আমলি আমাশয়-রোগ-নিবারক। পাতার পুলটিশ দিলে ফুলা আরাম হয়। পাতা শুষ্ক করিয়া গুঁড়া করিলে আফ্রিকার লোকে উহাকে লালো (Lalo) বলে, ইহা ঘর্ম্ম-নিবারণে ব্যবহৃত হয় (Royle)। বোম্বাই দেশে ইহার শাঁস মাখনের সহিত মিশ্রিত করিয়া উদরাময় এবং রক্ত আমাশয় রোগে ব্যবহার করে (বনৌষধি-দর্পণ)। ইহার ছালের ক্বাথ দুরারোগ্য সবিরাম ও অবিরাম জ্বর আরাম করে (Moodeen Sheriff)। নাগবলার মূলের ত্বক্‌চূর্ণ গব্যঘৃত-যোগে ক্রমে মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া একমাস পান করিলে দারুণ ক্ষয়রোগ আরাম হয়। ঔষধ-সেবনকালে অন্ন পরিত্যাগ করিয়া কেবল দুগ্ধ পান করিবে (রাজবল্লভ)। ইহা রসায়ন, বৃষ্য ও অতিশয় বলকারক। ইহা ক্ষয়-রোগে হিতকর। নাগবলার মূলত্বক্‌চূর্ণ গব্যঘৃত ও মধু-যোগে এক বৎসর সেবন করিলে লোকে ১০০ বৎসর জীবিত থাকে এবং জরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না (শার্ঙ্গধর)। (Fig. 77.)

Genus—SIDA Linn.

78. S. cordifolia Linn. (বেড়েলা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 121; Rheede, Hort. Mal. X. t. 54.

Ref.—F. B. I., i. 324; B. P., i. 258; Roxb., F. I., iii. 177; Dalz. and Gibbs., Bomb., Fl. 17, H. S., 113.

জন্মস্থান—পশ্চিমবঙ্গ, বেহার, ছোটনাগপুর, হুগলী, হাবড়া ও গোঘাটের পতিত জমিতে প্রচুর জন্মে। শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে বহুপরিমাণে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. ব্যাতালক; বা. বেড়েলা; হি. খারেন্তি; তে. তেলাআন্টিস।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, বীজ ও পত্র।

বর্ণনা—ছোট ছোট গুল্ম। পত্র ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, ½-১ ইঞ্চি বিস্তৃত, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, উভয়দিকে লোম আছে। পাতার ডাঁটা পাতার সমান লম্বা। ফুলের বহিশ্ছদ লম্বা ও লোমাচ্ছাদিত। ফল ছোট। বর্ষাকালে অথবা শীতে ফুল হয়, পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—অবিরাম জ্বরে শিকড়ের কাথ আদার সহিত ব্যবহার করিলে জ্বর আরাম হয়। বেড়েলা কম্পজ্বর-নাশক। শিকড়ের গুঁড়া দুগ্ধ ও চিনির সহিত খাইলে প্রদর রোগের অতিস্রাব নিবারিত হয়। সমস্ত গাছের পিষ্ট রস এক পোয়া পরিমাণ খাইলে বিকৃত শুক্র সাম্যাবস্থায় পরিণত হয় (Dymock)। বৈদ্যশাস্ত্রমতে বলার নিম্নলিখিত গুণ আছে এবং ইহারা ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা :—

বলা-চতুষ্টয়ং শীতং মধুরং বলকান্তিকৃৎ।
স্নিগ্ধং গ্রাহি সমীরাস্রপিত্তাস্রক্ষতনাশনম্।
বলামূলত্বচশ্চূর্ণং পীতং সক্ষীরশর্করম্।
মূত্রাতিসারং হরতি দৃষ্টমেতন্ন সংশয়ঃ।
হরে মহাবলা কৃচ্ছ্রং ভবেদ্বাতানুলোমনী।
হন্যাদতিবলা মেহং পয়সা সিতয়া সমম্॥ (ভাবপ্রকাশ)
প্রদরং হন্তি বলায়া মূলং দুগ্ধেন মধুযুক্তং পীতম্। (চক্রদত্ত) (Fig. 78.)

79. S. rhombifolia Linn. (পীত বেড়েলা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 122.

Ref.—F. B. I., i. 323; B. P., i. 259, Prain, H. H., 177; H. S., 113.

জন্মস্থান—ভারতের প্রায় সকল স্থানেই জন্মে। বঙ্গদেশ, ছোটনাগপুর, হুগলী ও বগুড়া জেলার পতিত জমিতে ও জঙ্গলের ধারে ইহার গাছ বহু পরিমাণে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. অতিবলা; বা. পীত অথবা হলদে বেড়েলা।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গুল্ম।

বর্ণনা—ছোট ঝাঁপী-বিস্তৃত গুল্ম, গাছ ৩-৬ ফুট লম্বা হয়। যে সকল গাছ বেশ তেজস্কর নহে উহার পাতা তুলসীপাতার ন্যায়। পত্র ছোট ডালের দুই দিকে একটির পর আর একটি জন্মে, বর্শাকৃতি, কিনারা করাতের দাঁতের ন্যায়। ফুল এক একটি জন্মে, পীতবর্ণ, শীতকালে বেলা ১২ টার সময়ে ফুটিয়া থাকে, ফুল ছোট, পুংকেসর অনেক। ফল ক্ষুদ্র, দুই দিকে দুইটি শিঙের মত থাকে। বীজ-কোষে বীজ ১-২টি জন্মে। বর্ষায় ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বেড়েলার ন্যায়। বলার মূল ও ত্বক্ দুগ্ধে পেষণ করিয়া মধু-যোগে পান করিলে প্রদর আরাম হয়। বলার কাথ-দ্বারা পক্ক গব্য-ঘৃত পান করিলে জীর্ণজ্বর আরাম হয় (Dutt)। (Fig. 79.)

80. S. rhomboidea Roxb. (শ্বেত বেড়েলা)

Fig.—Fyson, Fl. Nilgiri & Pulney Hill-tops, iii, 291.

Ref.—F. B. I., i. 323 ; B. P., i. 259 ; Roxb., F. I., iii. 176.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বঙ্গদেশ, বর্দ্ধমান, হুগলী, হাবড়া ও ২৪ পরগনা।

বিভিন্ন নাম—স. মহাবলা ; বা. শ্বেত বেড়েলা ; হি. সফেদ বেড়িয়ালা ।

বর্ণনা—মহাবলার ফুল শ্বেতবর্ণ, অথবা কখন কখন ফিকে পীতবর্ণ। পত্র, ফল, ফুল ইত্যাদির আকৃতি পীত বেড়েলার মত। পীত বেড়েলা ও শ্বেত বেড়েলার বিশেষ পার্থক্য না থাকায় শ্বেত বেড়েলাকে পীত বেড়েলার (S. rhombifolia) একটি variety (var. rhomboidea Roxb.) বলিয়া গণ্য করা বিধেয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—গুণ পীত বেড়েলার ন্যায়।

মহাবলামূলং মহৌষধাভ্যাং কাথো নিহন্ত্যাবিষমজ্বরং হি।
শীতং সকম্পং পরিদাহযুক্তং বিনাশয়েৎ দ্বিত্রিদিন-প্রয়োগাৎ।

(ভাবপ্রকাশ) (Fig. 80.)

81. S. veronicaefolia Lamk. (জোঁকা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 119 B.

Ref.—F. B. I., i. 322 ; B. P., i. 258 ; Roxb., F. I., iii. 171 ; Prain, H. H., 177 , H. S., 113.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের অনাবাদী জমিতে, হুগলী ও হাবড়া জেলার জঙ্গলের ধারে।

বিভিন্ন নাম—স. ভূমিবলা ; বা. জোঁকা ; হি. ভয়বল , সাঁ. জোঁকা সাকাম ; তা. বেভিলা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় লতানে উদ্ভিদ্। ডালগুলি বিস্তৃত, প্রত্যেক গাঁইটে শিকড় হয়, পশমময়। পত্র ½-১ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, গোড়ার দিক্ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, অগ্রভাগ সূক্ষ্ম করাতের ন্যায় দাঁতযুক্ত। বোঁটা ½-১ ইঞ্চি। ফুলের বোঁটা কোমল, ১ ইঞ্চি লম্বা খাড়া ভাবে থাকে। পুষ্পের বহিঃ-ছদ ৫টি, মস্তক সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, ফুল ফুটিলে পাপড়ী বহিঃ-ছদ অপেক্ষা লম্বা হয়। বর্ষার পর অথবা সারা বৎসরই ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কোন স্থান কাটিয়া অথবা মোচড়াইয়া যাইলে সাঁওতালেরা ইহার পাতা থেঁতো করিয়া আক্রান্তস্থানে লাগায়। ইহার রস উদরাময়ে হিতকর (Campbell), ইহার ফুল ও কাঁচা ফল চিনির সহিত খাইলে প্রস্রাবের জ্বালা নিবারিত হয় (Joykrishna Indroji)। (Fig. 81.)

82. S. spinosa Linn. (গোরক্ষ চাকুলে)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 120.

Ref.—F. B. I., i. 323; B. P., i, 258; Roxb., F. I., iii. 174.

জন্মস্থান—বেরার, কঙ্কণ, ছোটনাগপুর, হুগলী, হাবড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে বহু পরিমাণে দেখা যায়; ২৪ পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. নাগবলা, বা. গোরক্ষ চাকুলে, বনমেথি।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র এবং শিকড়। মাত্রা মূলের কাথ ৫-১০ তোলা, মূলের ছাল-চূর্ণ ২-৮ আনা।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী স্থায়ী উদ্ভিদ্। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, কোমল, লোমযুক্ত, সরু, লম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, কিনারায় দাঁত আছে। প্রত্যেক পত্রের গোড়া হইতে ২।৩টি ফুল হয়। ফুলের বহিঃ-ছদ ত্রিকোণাকার, ভিতরের পাপড়ী পীতবর্ণ, বহিঃ-ছদের দ্বিগুণ লম্বা। ফুলের পাপড়ী ৫টি। ফল বড খোলা দিয়া আচ্ছাদিত। বীজ ৫-৯টি থাকে। আয়ুর্ব্বেদমতে নাগবলা, খরগন্ধা, মহাশাখা, মহাপত্রা, মহাফলা এবং চতুষ্ফলা বলিয়া কথিত আছে। সেপ্টেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ফুল ও ফল পাওয়া যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কঙ্কণ দেশে ইহার শিকড় পায়রা-বিষ্ঠার সহিত বাটিয়া ফোড়া ফাটাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা অতিশয় জ্বরঘ্ন। পোর্টুগীজেরা ইহাকে বাতের ঔষধরূপে ব্যবহার করে। নাগবলা গনোরিয়া-নাশক; মুসলমান হাকিমেরা ইহাকে কামোত্তেজক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (Dymock)।

বঙ্গদেশে ইহার পাতার রস ক্রিমিরোগে ব্যবহার করে (O'Shaughnessy), শিকড় জ্বরনাশক ও অম্লরোগে হিতকর (Moodeen Sheriff)। ইহার শিকড় ধাতু-পুষ্টিকর, জ্বরাক্রান্ত এবং দুর্ব্বল রোগীকে খাওয়াইলে বল-সঞ্চার হয়।

বলা-মূলের ছাল ও শুণ্ঠীর কাথ ২।৩ দিন সেবন করিলে দাহযুক্ত বিষমজ্বর আরাম হয়। বলামূলের ছাল মধু ও ঘৃতসহ পান করিলে স্বরভঙ্গ নিবারিত হয়। প্রদর-রোগে উহা অতিশয় হিতকর। (Fig. 82.)

XXII. STERCULIACEAE

Genus—ABROMA Jacq.

83. A. augusta Linn. (ওলট কম্বল)

Fig.—Lamk., Ill. t. 636, 637; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 153.

Ref.—F. B. I., i. 375; B. P., i. 278; Roxb., F. I., iii. 156; Prain, H. H., 181; H. S., 108.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, ভারতের উষ্ণপ্রদেশ, খাসিয়া পাহাড়, সিকিম, হুগলী, হাবড়া ও ২৪ পরগনা; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, ছাল ও পত্র।

বিভিন্ন নাম—বা. ওলট কম্বল, Eng. Devil's Cotton.

বর্ণনা—৮।১০ ফুট লম্বা গাছ। বন-জঙ্গলে জন্মে অথবা বাগানে রোপণ করে। ছাল হইতে রেশমের ন্যায় আঁশ বাহির হয়। আঁশের জন্য চাষ করিলে বেশ লাভ হয়। কাষ্ঠ নরম ও ধূসরবর্ণ। পত্র ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, ৪-৫ ইঞ্চি বিস্তৃত। পাতার গোড়া হৃৎপিণ্ডাকৃতি, অগ্রভাগ ডিম্বাকৃতি, ক্রমশঃ সরু। পাতার বোঁটা ½-১ ইঞ্চি। পুষ্পগুচ্ছ নরম, বেগুনে, উভয়-লিঙ্গবিশিষ্ট। ফুলের বহিঃ ছদ ৪টি, পাপড়ী ৫টি, বীজাধার ১½ ইঞ্চি, লোমযুক্ত। গর্ভাশয়ে ৫টি বিভাগ আছে। ফল পঞ্চ-কোণবিশিষ্ট। বীজ অনেক হয়। আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ফুল ও অক্টোবর হইতে জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ৩০ গ্রেন পরিমাণ শিকড়ের রস খাইলে ঋতুরোগ ও বাধক আরাম হয় (Ind. Med. Gazette, 1872)। এক ড্রাম পরিমাণ শিকড়ের রস, ঋতুর ১ সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে ঋতুকাল পর্য্যন্ত গোলমরিচের সহিত ব্যবহার করিলে বাধক আরাম হয় (R. Macleod)। ওলট কম্বল ঋতুর সাম্যাবস্থা আনয়ন করে। গর্ভাশয়ের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া আছে।

Dr. Evens বলেন যে তিনি কয়েকটি রোগীকে ইহা ব্যবহার করাইয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন, কোনটিতে বিফল হন নাই (Dymock, i. 233)। অরিষ্ট, বটিকা ও গুঁড়া অপেক্ষা, টাট্‌কা রস বিশেষ উপকারী। পাতার টাট্‌কা রস, কাণ্ডের ছেঁচা রস স্নিগ্ধকর ও গনোরিয়া রোগে বিশেষ উপকারী (Watt)। (Fig. 83.)

Genus—PENTAPETES Linn.

84. P. Phoenicea Linn. (দুপুরেমণি)

Fig.—Rheede, Hort., Mal. x. t. 56; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 152.

Ref.—F. B. I., i. 371; B. P., i. 277; Roxb., F. I., iii. 157, Prain, H. H., 181; Voigt, H. S., 107.

জন্মস্থান—পাঞ্জাব, বম্বে, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাবড়া ও ২৪ পরগনা; পতিত জমিতে।

বিভিন্ন নাম—স. বান্ধুলি, বন্ধুজীব; বা. কাঠলতা, দুপুরেমণি; হি. বন্ধুক, গেজুলিয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল এবং শিকড়।

বর্ণনা—ছোট উদ্ভিদ, ২-৫ ফুট উচ্চ, নরম, লোমযুক্ত। পত্র ৩-৫ ইঞ্চি। ফুলের বোঁটা পাতার বোঁটার সমান, একসঙ্গে ১-২টি ফুল হয়; ফুল লালবর্ণ, দ্বিপ্রহরে ফুটিয়া থাকে। বহিশ্ছদ ৫টি, লোমযুক্ত, পাপড়ী ৫টি, ডিম্বাকৃতি। পুংকেসর ২০টি, গর্ভাশয় খর্ব্বাকৃতি। বীজাধারে ৫টি গহ্বর আছে; প্রত্যেক বীজকোষে ৮-১২টি বীজ হয়। আগষ্ট হইতে অক্টোবর মাসে ফুল ও নবেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় সাঁওতালেরা ঔষধে ব্যবহার করে (Campbell)। (Fig. 84)

Genus—HELICTERES Linn.

85. H. Isora Linn. (আঁতমোরা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vi. t. 30; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 148; Wight, I. C., t. 180.

Ref.—F. B. I., i. 365; B.P., i. 275; Watt, iv. pt. 1. 212; Roxb., F. I, iii. 143; Prain, H. H., 180; Voigt, H. S., 102.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র, বেহার, দাক্ষিণাত্য, হুগলী, হাবড়া, ২৪ পরগনা, শিবপুর বোটানিক গার্ডেন।

বিভিন্ন নাম—স. মৃগশৃঙ্গ, আবর্ত্তনী; বা. আঁতমোরা; হি. ভেন্দু; তে. গুবাধারা; Eng. Indian Screw-tree.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল, শিকড়, ছাল। মাত্রা—চূর্ণ ½-১ আনা, ক্বাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, কোমল লোমযুক্ত। দেখিতে পিপুলের মত। ফুলের বহিশ্ছদ ৫টি, কোনটি ছোট কোনটি বড়। ফুলের পাপড়ী বিস্তৃত লাল বর্ণ, ফুল ফুটিয়া যাইবার পর বিবর্ণ হয়। পাপড়ী অবনত ছোট ও বড়, পুংকেসর ১০টি, ৫ ভাগে বিভক্ত। গর্ভাশয় উপরিভাগে থাকে, ৫টি গুহাবিশিষ্ট। বর্ষাকালে ফুল হয়, পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—প্রাচীন হিন্দুগণ দুরারোগ্য পুরাতন ঘায়ে ইহা ব্যবহার করিতে নির্দ্দেশ দেন। ইহা বালকদিগের পেটকামড়ানি- ও পেটফাঁপা-নিবারক (Ainslie)। সুতিকাগারে শিশুর গাভাঙ্গা নিবারণের জন্য এদেশে আঁতমোরার ফল সরিষার তৈলে ভিজাইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া থাকে (বনৌষধি-দর্পণ)।

কঙ্কণদেশে আঁতমোরার শিকড়ের ছাল মূত্রযন্ত্রের রোগে ব্যবহার করে। গাছের সকল অংশই ধারক। প্রস্রাবের রোগে ও সর্পবিষে ইহা ব্যবহৃত হয় (Dymock)। ছালের গুঁড়া রক্ত আমাশয় ও উদরাময় রোগে ব্যবহৃত হয়। আঁতমোরা কৃমিনাশক, বলকারক ও শোথ-নাশক। (Fig. 85.)

Genus—PTEROSPERMUM Schreb.

86. P. acerfolium Willd. (কনকচাঁপা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 150.

Ref. F. B. I., i. 368 ; B. P., i. 276 ; Roxb., F. I., iii. 158 ; Prain, H. H., 181 ; Voigt, H. S., 107.

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, উত্তরবঙ্গ, কমায়ুন, উত্তর-পশ্চিম হিমালয় প্রদেশ, হুগলী, হাবড়া, ২৪ পরগনা। সচরাচর রাস্তার ধারে ও বাগানে রোপণ করা হয়।

বিভিন্ন নাম—সং. কর্ণিকার ; বা. কনকচাঁপা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, ছাল ও ফুল।

বর্ণনা-৪০।৫০ ফুট উচ্চ বৃহদাকার বৃক্ষ, শাখাগুলি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত, ছাল মসৃণ, কাষ্ঠ লালবর্ণ, গুঁড়ি গোলাকার। পত্র ২-৪ ইঞ্চি, লোমযুক্ত, অগ্রভাগ ডিম্বাকৃতি ও লম্বা, পাতায় অনেকগুলি খাঁজ আছে, পত্রের নিম্নদিক্ শ্বেতবর্ণ অথবা ঈষৎ পীতবর্ণ, লোমযুক্ত। ফুল হরিদ্রাভ, শ্বেতবর্ণ, সুগন্ধময়। এক স্থানে কখনও কখনও ২।৩টি ফুল হয়। ফুলের বহিঃ-ছদ ৪-৫টি ও লম্বা ; পাপড়ী আরও লম্বা। বীজাধার ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, ব্যাস ½ ইঞ্চি। বীজ পক্ষযুক্ত এবং অনেক থাকে। ফুল মার্চ্চ হইতে জুলাই মাস পর্য্যন্ত হয়, ফল ৮-৯ মাস গাছে থাকে, পরবৎসরে ফুল ফুটিবার আগে ফাটিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতা ক্ষত-স্থানের রক্ত নিবারণ করে (Gamble)। ফুল বলকারক ঔষধের কাজ করে ও শ্বেতপ্রদর-নিবারক (Nadkarni)। (Fig. 86.)

87 P. suberifolium Lamk. (মুচকুন্দ চাঁপা)

Fig.—Lamarck, Ill. t. 576 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 119.

Ref.—F. B. I., i. 367 ; Roxb., F. I., iii. 158.

জন্মস্থান—উড়িষ্যাদেশের জঙ্গলে, উত্তরসরকার, কর্ণাট, বর্ম্মা প্রভৃতি স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—স. মুচকুন্দ ; বা. মুচকুন্দ চাঁপা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল। মাত্রা ½-২ আনা।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ, ছাল লম্বালম্বী ফাটে, কাঠ লাল বর্ণ, শাখা-প্রশাখা খুব ঘন ঘন। পাতা ২-৪ ইঞ্চি, গোড়ার দিক্ গোলাকার, ডগার দিক্ লম্বা, ডিম্বাকৃতি, সূক্ষ্ম লোম আছে, নীচের দিক্ শ্বেতবর্ণ অথবা ঈষৎ পীতবর্ণ। ফুল শ্বেতবর্ণ সুগন্ধযুক্ত, পীত রঙে মিশান, উভয়লিঙ্গবিশিষ্ট। বহির্ব্বাস লম্বা, পুরু লোমাবৃত, ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা

৳-½ ইঞ্চি বিস্তৃত, পাপড়ী আরও লম্বা, পুরু এবং শ্বেতবর্ণ বীজকোষ ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ব্যাস ¾ ইঞ্চি, বীজ পক্ষযুক্ত, কোষে অনেক থাকে। ডিসেম্বর মাসে ফুল হয়, ফল পাকিতে প্রায় এক বৎসর লাগে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফুল কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে বেদনা আরাম হয় (Hindu Mat. Medica)। কঙ্কণদেশে ইহার ফুল এবং ছাল কনকচাঁপার ফুলের সহিত মিশাইয়া বসন্তের প্রলেপরূপে ব্যবহার করে (Dymock)। বোম্বাইয়ের সম্ভ্রান্তবংশীয় স্ত্রীলোকেরা ইহার পাপড়ী মাথায় দিয়া কেশের সুগন্ধ বৃদ্ধি করে। মুচকুন্দ কাঁজিতে পেষণ করিয়া কপালে প্রলেপ দিলে শিরোরোগ আরাম হয় (চক্রদত্ত)। (Fig. 87.)

Genus—STERCULIA Linn.

88. S. foetida Linn. (জঙ্গলী বাদাম)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 144 ; Lamarck, Ill. iv. t. 736 ; Talbot, For. Fl. Bomb., i. 136.

Ref.—F. B. I., i. 354 ; Roxb., F. I. iii. 145 ; B. P. I., i. 274 ; Prain, H. H., 180.

জন্মস্থান—আদিম জন্মস্থান দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া, বঙ্গদেশের রাস্তার ধারে ও মন্দিরের নিকট যত্নে রোপিত হয়। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতবর্ষ, বর্ম্মা ও সিংহল দ্বীপ।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. জঙ্গলী বাদাম ; মারহাট্টা—গোলদাক ; তা. পানারী মারাম ; তে. গুড়াপু-বাদাম, কঙ্কণ—ভাতাল পেনারী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পাতা, বীজ ও ফল।

বর্ণনা—বড় গাছ, শরৎকালে পাতা পড়িয়া যায় ; ৩০-৪০ ফুট উচ্চ। ত্বক্ পাতলা, শ্বেতবর্ণ ও নরম। শাখা-প্রশাখা গোলাকার ভাবে চারিদিকে অবনত। পত্র হস্তাঙ্গুলিবৎ, শাখার অগ্রভাগে ঘেঁসাঘেঁসিভাবে থাকে। পত্রিকা ৭-৯টি থাকে, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, প্রায় ৬ ইঞ্চি লম্বা ও ২ ইঞ্চি বিস্তৃত, নূতন পাতা কোমল লোমাবৃত। পত্রবৃন্ত ৩ ইঞ্চি। মোটামুটী পাতাগুলি দেখিতে শিমুল (Bombax malabaricum) গাছের পাতার ন্যায়। পুষ্পদণ্ড সোজা ভাবে জন্মে, এক সঙ্গে অনেক ফুল হয়। ফুল উভয়লিঙ্গবিশিষ্ট, লাল, পীত কিংবা ফিকে বেগুনে। বহির্ব্বাস ৫ ভাগে বিভক্ত, ব্যাস ½-¾ ইঞ্চি, কমলা নেবুর রঙের ন্যায়। পুংকেসর বক্র। ফল লালবর্ণ, শুষ্ক ফল কাষ্ঠের ন্যায় শক্ত, গোলাকার, মধ্যস্থলে একটি রেখা-দ্বারা বিভক্ত, ইহার বোঁটা ক্ষুদ্র, একসঙ্গে ৩-৫টি ফল হয়। বীজ কৃষ্ণবর্ণ, ফলের মধ্যে ১০।১৫টি থাকে। ফলের খোলা পুরু ও মাংসল। পাকা ফলে দুর্গন্ধ হয়। বীজগুলি ভাজিয়া খায়। ফুল মার্চ্চ মাসে হয়, নবেম্বরে ফল পাকে। (Fig. 88.)

ঔষধার্থে ব্যবহার—পত্র মৃদু বিরেচক। ইহার বীজ তৈলময়, হঠাৎ অসাবধানতার সহিত ভক্ষণ করিলে বমন ও মস্তক-ঘূর্ণন আনয়ন করে। ফল অতিশয় উষ্ণ (Aiuslie)। বীজ ভাজিয়া খাইলে কোন অপকার হয় না। গাছের ছাল এবং পাতা মৃদু বিরেচক, মূত্রকর এবং ঘর্ম্মকর। ইহার তৈল কীটনাশক এবং পাঁচড়া প্রভৃতি চর্ম্মরোগে মলমরূপে ব্যবহার করিলে চর্ম্মরোগ সারিয়া যায়। (Fig. 88.)

XXIII TILIACEAE.

Genus—CORCHORUS Linn.

89. C capsularis Linn. (পাট, ঘি-নালতে পাট)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 160.

Ref.—F. B. I., i. 397, B. P., i. 286; Roxb., F. I., ii. 581; Prain, H. H., 182; Voigt, H. S., 127.

জন্মস্থান—বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বত্রই চাষ হয়, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে।

বিভিন্ন নাম—স. পাট; বা. পাট।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, শুকনা শিকড়, অপক্ক ফল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গাছ। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ¾ ইঞ্চি বিস্তৃত, দেখিতে লম্বাকৃতি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, কিনারা করাতের ন্যায়। বোঁটা ১½ ইঞ্চি। ফুল পীতবর্ণ, ব্যাস ½ ইঞ্চি অপেক্ষা কম। ফল গোলাকার ৫টি শিরাবিশিষ্ট। ফলের প্রত্যেক গহ্বরে অনেক বীজ আছে। জুলাই-আগষ্ট মাসে ফুল হয় ও অক্টোবরে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শুকনা পাতা ভাতের সহিত খাইলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়। পাতার রস, রক্ত আমাশয়, জ্বর, অম্ল রোগের মহৌষধ (Watt)। (Fig. 89.)

90. C. olitorius Linn. (পাট)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 161.

Ref.—F. B. I., i. 397; B. P., i. 286; Roxb., F. I., ii. 581; Watt, ii, pt. II, 540; Prain, H. H., 182; Voigt, H. S., 286

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে।

বিভিন্ন নাম—বা. পাট।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র ও বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ১-২ ইঞ্চি বিস্তৃত, লম্বাকৃতি, কিনারা করাতের ন্যায়, পাতার অগ্রভাগ সরু। বোঁটা ১-২ ইঞ্চি। একস্থানে ২।৩টি ফুল হয়। ফুলের বোঁটা ছোট; পাপড়ী পীতবর্ণ। ফল ২ ইঞ্চি লম্বা, লোমযুক্ত ও ১০টি শিরা আছে। জুলাই-আগষ্ট মাসে ফুল হয়, সেপ্টেম্বরে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতা ভাজিয়া খায়। শুক্‌না পাতাকে নাল্‌তে পাতা বলে। পত্রের কাথ জ্বরনাশক। পাটের ছাই মধুর সহিত খাইলে পেট-বেদনা আরাম হয়। শুষ্ক পাতা ভিজান জল আমাশয়-নিবারক, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে ও শরীরে বল বৃদ্ধি করে। শুষ্ক-পাতা-চূর্ণ ৬ গ্রেন ও হরিদ্রার গুড়া ৬ গ্রেন ব্যবহার করিলে বিষম রক্তামাশয় আরাম হয় (K. L De)। বীজের গুড়া মধু ও আদার সহিত খাইলে উদরাময় আরাম হয় (J. Indroji)। পাতা শান্তিকর, বলকারক, মূত্রকব ও গনোরিয়া-নিবারক (Moodeen Sheriff)। (Fig. 90.)

Genus—GREWIA Linn.

91. G. asiatica Linn. (ফল্‌সা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 156.

Ref.—F. B. I., i. 386; B. P., i. 283; Roxb., F. I., ii. 586, Watt, iv. Pt., 1, 177; Prain, H. H., 181; Voigt, H. S., 128

জন্মস্থান—ত্রিহুট, উত্তরবঙ্গ, বেহার, বঙ্গদেশ, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, হুগলী, হাবড়া ও ২৪ পরগনা, বোটানিক গার্ডেন—শিবপুর। ছোটনাগপুরে জঙ্গলে আপনা আপনি জন্মে।

বিভিন্ন নাম—স. পরুষ; বা. ফল্‌সা; হি. স্বকরি; সাঁওতালী—জঙ্গোলাত; তা. ব্যাদাচি।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, পত্র, ছাল ও শিকড়।

বর্ণনা—গাছ ২০।২৫ ফুট উচ্চ হয়। ছাল ধূসরবর্ণ। পত্র ২-২½ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, সামান্য বক্র সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, কিনারাগুলি সামান্য দাঁতযুক্ত। বোঁটা ½ ইঞ্চি। ফুলের বহির্বাস অল্প লোমযুক্ত ও পীতবর্ণ, পাপড়ী হলদে ও ছোট। ফল গোলাকার বড় মটরের মত, ধূসরবর্ণ, পাকিলে রঙ ঘোর নীল-প্রায় কাল রঙ হয়। ইহার ছাল হইতে সাদা আঁশ বাহির হয়। ফুল মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে হয় এবং কখনও কখনও জুলাই-আগষ্ট মাসেও ফুল পাওয়া যায়, ফুলের এক মাস পরে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ফল ধারক ও শান্তিকর। ফল্‌সা হইতে একপ্রকার সরবৎ প্রস্তুত হয়। শিকড়ের কাথ শান্তিকর (Stewart)। সাঁওতালেরা ইহার শিকড়ের ছাল বাতরোগে প্রয়োগ করে। (Fig. 91.)

Genus—TRIUMFETTA Linn.

92. T. rhomboidea Jacq. (বনওকড়া)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 159.

Ref.—F. B. I., i. 395 ; B. P., i. 285 ; Prain, H. H., 182 ; Voigt, H. S., 127 ; Roxb., F. I., ii. 463.

জন্মস্থান—সমস্ত বঙ্গদেশের জঙ্গলে দেখা যায়, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. ঝিঞ্ঝিরিষ্টা ; বা. বনওকড়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, ফুল ও পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী ১½-৩ ফুট উচ্চ হয়, শাখা-প্রশাখা অতি অল্পপরিমাণে জন্মে। শাখায় নরম লোম আছে। পত্র ১-২½ ইঞ্চি লম্বা, নানা-আকৃতিবিশিষ্ট, মস্তক ত্রিভুজাকার, নিম্নদিক্ গোলাকার, কিনারায় দাঁত আছে। গাছের গোড়ার পাতার বোঁটা লম্বা, উহাতে ছোট ছোট ফুল হয়। ফুলের ব্যাস ⅙ ইঞ্চি, পীতবর্ণ। এক এক স্থানে এক সঙ্গে ৩।৪টি ফুল হয়। ফলের গায়ে খুব ছোট ছোট কাঁটা আছে। ফলগুলিতে কাপড় লাগিলে উহা কাপড়ে আবদ্ধ হইয়া যায়। অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর-জানুয়ারী পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হয়। এই নামীয় গাছ Malvaceae orderএ আছে, কিন্তু এই গাছ তাহা অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছাল ও টাট্‌কা পাতা উদরাময়-নিবারক। ফুল চিনি ও জলের সহিত মিশাইয়া পেষণ করিয়া পান করিলে মেহ আরাম হয় (J. Indraji)। ইহার ফল সেবন করাইলে প্রসূতির প্রসব-বেদনা বাড়াইয়া দেয়। বনওকড়া রক্তাতিসারনাশক ও রসায়ন। (Fig. 92.)।

XXIV. LINACEAE.

Genus—LINUM Linn.

93. L. usitatissimum Linn. (মসিনা, তিসি)

Fig.—Bentl. & Trim., Med. Pl., t. 39 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 164.

Fig.—F. B. I., i. 410 ; B. P., i. 289 ; Roxb., F. I., ii. 110 ; Prain, H. H., 183 ; Voigt, H. S., 100.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়, শীত ঋতুর ফসল।

বিভিন্ন নাম—স. অতসী, মসৃণা ; বা. তিসি, মসিনা ; তা. আলিসিভিরাই ; তে. অতসী ; Eng. Linseed, Flax.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, তৈল, ফুল ও পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, ২-৪ ফুট উচ্চ। পাতা সরু ও লম্বা। ফুলের ব্যাস ১ ইঞ্চি। ফুলের বহিঃ-ছদ ৫টি, পাপড়ী ৫টি, নীলবর্ণ, পুংকেসর ৫টি। বীজ চেপ্টা; বীজকোষ ৬-৮ ভাগে বিভক্ত, এক একটি কোষে এক একটি বীজ থাকে। শ্বেত, লাল ও ধূসরবর্ণ-ভেদে মসিনা তিন প্রকার। বিশুদ্ধ মসিনার তৈল জলের ন্যায় পাতলা। ১মণ মসিনা হইতে প্রায় ১২ সের তৈল পাওয়া যায়। জানুয়ারী মাসে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ফুল হৃদ্রোগে ব্যবহৃত হয়। বীজ কামোত্তেজক। বাতরোগে মসিনার পুলটিস হিতকর। মসিনার ভাজা বীজ ধারক (Dymock)। মসিনার বীজ গনোরিয়া-নিবারক ও জননযন্ত্রের রোগ নিবারণ করে। British Pharmacopœia-মতে ইহার পুলটিস দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। মসিনার তৈল বার্নিশ ও ছাপাখানার কালি প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। প্রমেহ-রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে মসিনার তৈল ½-১ তোলা মাত্রায় সেবন করাইলে প্রমেহ আরাম হয় (Emerson)।

ধন্বন্তরী-নিঘণ্ট-গ্রন্থে মসিনার নিম্নলিখিত গুণ বর্ণিত আছে :—

২. "বাতঘ্নং মধুরং তেষু ক্ষৌমং তৈলং বলাসকৃৎ।" (Fig. 93.)

XXV. MALPIGHIACEAE.

Genus—HIPTAGE Gaertn.

94. H. Madablota Gaertn. (মাধবীলতা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 167; Rheede, Hort. Mal., vi. t. 59; Wight, Ill. Ind. Bot., i. t. 50.

Ref.—F. B. I., i. 418; B. P., i. 290; Roxb., F. I., ii. 368; Watt, IV. Pt., i. 252; Prain, H. H., 183; Voigt, H. S., 170.

জন্মস্থান—বেহার, ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম, বঙ্গদেশের বহুস্থান; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর; হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনা।

বিভিন্ন নাম—স. মাধবিকা; বা. মাধবীলতা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পাতা ও ছাল।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, গুঁড়ি শক্ত, মোটা, লম্বা ও সরল। ডাল ছোট ছোট, ছাল ধূসরবর্ণ ও পাতলা। কাষ্ঠ ঈষৎ লালবর্ণ ও শক্ত। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, দেখিতে চাঁপা-ফুলের পত্রের ন্যায়। ফুলের মুকুলগুলি গুচ্ছবদ্ধ ও সূক্ষ্ম-লোমযুক্ত—দেখিতে অনেকটা তিলফুলের ন্যায়। বোঁটার উপরিভাগ মসৃণ, ফুলের ব্যাস ½-১ ইঞ্চি, তীক্ষ্ণ, সৌগন্ধময় ও শ্বেতবর্ণ।

ফুলের বহিঃ-ছদ ৫টি, বিস্তৃত, নিম্নদিকে অবনত। পাপড়ী ৫টি বহিঃ-ছদের দ্বিগুণ, পশমময় ও অসমান। পঞ্চম পাপড়ীর গোড়াটি পীতবর্ণ। পুংকেসর ১০টি ও সরু, একটি সর্ব্বাপেক্ষা লম্বা ও বক্র। ফল ২।৩টি পক্ষযুক্ত। বীজ পশমময়। ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল মাসে ফুল ও ফল হয়, সময়ে সময়ে বর্ষা অবধি ফুল ও ফল পাওয়া যায়। মাধবীলতা ও ইহার ফুল দেখিতে অতি সুন্দর। কালিদাস মদনক্লিষ্টা শকুন্তলার বর্ণনে বলিয়াছেন—"পত্রাণামত্র শোষণেন মরুতা স্পৃষ্টা লতা মাধবী।"

ঔষধার্থে ব্যবহার—পত্র চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয় (Watt)। ছাল সৌগন্ধময় ও তিক্ত। পাতার রসে পোকা মরিয়া যায় এবং পাঁচড়ায় ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (Moodeen Sheriff)। পাতা পুরাতন বাত ও হাঁপানীর শান্তিকারক (Watt)। যষ্টিমধু ও মাধবীফুলের কাথ স্ত্রীলোকের স্তনে লেপন করিলে স্তন-কণ্ডূয়ন আরাম হয়। ঘোলের সহিত মাধবীমূল পান করিলে স্ত্রীলোকদের কটিদেশ ক্ষীণ হয় (বনৌষধি-দর্পণ)। (Fig. 94.)

XXVI. ZYGOPHYLLACEAE.

Genus—TRIBULUS Linn.

95. T. terrestris Linn. (গোক্ষুর)

Fig.—Wight, Ic., t. 98; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 168.

Ref.—F. B. I., i. 423; B. P., i. 292; Roxb., F. I., ii. 401; Prain, H.H., 183, Voigt, H. S., 184.

জন্মস্থান—ত্রিহুত, বেহার, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. ইক্ষুগন্ধা; বা. গোক্ষুর; তা. নেরুনজি; তে. পায়েরুমুল্লু।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল এবং শিকড়।

বর্ণনা—লতানে উদ্ভিদ, শিকড় নরম ও শাঁসাল, ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা, ফিকে ধূসরবর্ণ, গন্ধ ঈষৎ উগ্র, স্বাদ মিষ্ট। ইহার মূলদেশ হইতে ৪-৫টি শাখা বাহির হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া লতাইয়া যায়, শাখা পশমময়, ২½ ফুট লম্বা হয়। পত্র পক্ষাকার, উপপত্র ৫-৬ জোড়া, অগ্রভাগ গোলাকার, একটু লম্বা। ফুল ছোট ছোট বোঁটায় থাকে, দেখিতে উচ্ছে ফুলের ন্যায় পীতবর্ণ। ফুল হইতে ঈষৎ গোলাকার ৫টি কোণবিশিষ্ট ফল হয়। ফল কাঁটাদ্বারা আচ্ছাদিত, কাঁটাগুলি শক্ত ও তীক্ষ্ণ। ফুলের সময়ে হলদে ফুল দেখিয়া এই স্থানে গোক্ষুর গাছ আছে বলিয়া মনে হয়, আবার যখন ফুল থাকে না তখন

গোক্ষুর-কাঁটাগুলি পায়ে ফুটিলেই তথায় গোক্ষুর আছে বলিয়া জানা যায়। বীজকোষে অনেক বীজ থাকে। ফল পাকিলে ঈষৎ পীতবর্ণ দেখায়। বীজে তৈল আছে, বীজের খোলা অতিশয় শক্ত, তৈল সৌগন্ধময়। ফলের কাঁটা ২ সারিতে থাকে, এক থাকে ১০টি, নীচে ৭-৯টি। আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ফুল হয়, পরে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—গোক্ষুরের ফল ও শিকড় স্নিগ্ধ, বলকারক। ইহার তৈল গনোরিয়া রোগে ব্যবহৃত হয়। গোক্ষুর দশমূল পাচনের একটি প্রধান মসলা। বেল, শোনা, গামার, পাটলা ও গণিকারিকাকে 'বৃহৎ পঞ্চমূল' এবং শালপাণি, পৃশ্নিপর্ণী প্রভৃতিকে 'ক্ষুদ্র পঞ্চমূল' বলে। ইহার ডাঁটার রস গনোরিয়া-নিবারক (Stewart)। গুজরাটে ইহা মূত্রকর বলিয়া ব্যবহৃত হয়। ইহা সর্দ্দি-নিবারক ও হৃদ্রোগে হিতকর। দক্ষিণ-ইউরোপে ইহা মূত্রকর বলিয়া খ্যাত আছে (O' Shaughnessy)। ইহার ফল দক্ষিণ-ভারতে মূত্রকর বলিয়া ব্যবহৃত হয়। গোক্ষুরের ফল ও পাতা মূত্রকর এবং মেহ-রোগে উপকারী (Moodeen Sheriff)। গোক্ষুরের ফলের রস বাত, মূত্রাশয়ের পীড়া ও পাথরী-রোগে উপকারী। পাঞ্জাবে ইহা কামোত্তেজক বলিয়া ব্যবহৃত হয় (Watt)। গোক্ষুর শ্বাস, কাস, অর্শ ও ব্রণ-নাশক (ভাবপ্রকাশ)। (Fig. 95.)

XXVII. GERANIACEAE.

Genus—AVERRHOA Linn.

96. A. Bilimbi Linn. (বিলিম্বি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iii. t. 45 ; Beddome, Fl. Syl., t. 117 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 179.

Ref.—F. B. I., i. 439 ; B. P., i. 296 ; Roxb., F. I., ii. 451.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যায়; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর ; হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনা। আদিম জন্মস্থান মালয় উপদ্বীপ।

বিভিন্ন নাম—স. বিলিম্বি ; বা. বিলিম্বি।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—ছোট গাছ। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ ও নরম। পত্র ডাঁটা হইতে দুইদিকে সমান্তরাল-ভাবে বাহির হয়, ৫-১৭ জোড়া, নীচেকার পাতা ছোট, অসমান, লম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, নরম লোমাবৃত। পাতার দৈর্ঘ্য ২-২০ ইঞ্চি, বিস্তার ১-১৫ ইঞ্চি। বোঁটা ছোট, ফুল গাঢ় বেগুনে এবং গাঢ় লালবর্ণ। ফুল পুরাতন ডালের গোড়া হইতে বাহির হয়। বহির্ব্বাস লোমময়,

পাপড়ী লম্বা। ফল লম্বাকৃতি, দেখিতে অনেকটা কুলিবেগুনের মত, ২ ইঞ্চি লম্বা, সবুজবর্ণ, পাকিলে হরিদ্রাবর্ণ। ফলে ৫টি উঁচু শিরা আছে। ফুলের সময়—মার্চ্চ হইতে মে মাস, ফল পরে পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কথিত আছে বিলিম্বির আদি বাসস্থান মালয় উপদ্বীপ। পোর্টুগীজেরা তথা হইতে ইহাকে ভারতে আনিয়াছে। বিলিম্বির সরবৎ পিপাসা-নিবারক ও পাকস্থলী হইতে রক্তস্রাবে ব্যবহৃত হয়। বিলিম্বির সিরাপ অতি উৎকৃষ্ট। পাকা ফলের ১০ আউন্স পরিমাণ রস বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইতে হয়, ইহার সহিত চিনি ৩০ আউন্স, জল ১০ আউন্স। এইগুলি একত্র মিশাইয়া অল্প অগ্নিতে জ্বাল দিলে চিনি গলিয়া যায় এবং যাহা অবশিষ্ট থাকে উহা অতি উৎকৃষ্ট সরবৎরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে (Moodeen Sheriff)। (Fig. 96.)

97. A. Carambola Linn. (কামরাঙ্গা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iii. t. 43-44 ; Kritikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 178.

Ref.—F. B. I., i. 439 ; B. P., i. 296 ; Roxb., F. I., ii. 450 ; Prain, H.H., 184 ; Voigt, H. S., 191.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে এমন কি উত্তরে লাহোর পর্য্যন্ত ; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান এবং ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. কর্ম্মরঙ্গ ; বা. কামরাঙ্গা ; তা. তামরেতামারাম ; Eng. Chinese gooseberry ।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, শিকড় ও ফল।

বর্ণনা—ছোট গাছ, ২৫-৩০ ফুট উচ্চ, ঘন-শাখা-বিশিষ্ট। পত্র ১½-৩ ইঞ্চি, বোঁটা শক্ত লোমযুক্ত। পত্র গায়ের কোন স্থানে লাগিলে চুলকায়। ফুল শ্বেতবর্ণ এবং ঈষৎ রক্তাভ। ফুলের বহিঃ-ছদ উহার পাপড়ীর অর্দ্ধেক ; পুংকেশর ১০টি, ইহার মধ্যে পাঁচটি ছোট, গর্ভাশয় কোমল লোমযুক্ত। ফল ৩ ইঞ্চি লম্বা, পীতবর্ণ, ৪-৫টি শিরা-বিশিষ্ট। কামরাঙ্গা দুই জাতীয় আছে ; এক প্রকার মিষ্ট, অপরটি অম্ল। প্রথমটি রন্ধন করিয়া অথবা পক্ব বা কাঁচা অবস্থায় খায়। জুন হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ফুল হয় ও সেপ্টেম্বর হইতে জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কামরাঙ্গা শীতল, ধারক, মিষ্ট এবং ঘর্ম্ম, কফ ও বাতনাশক (ভাবপ্রকাশ)। শুষ্ক ও অম্ল ফল জ্বরে ব্যবহৃত হয় (Watt)। পক্বফল রক্ত-অর্শের ভিতর বলি আরাম করিতে এক অমোঘ মহৌষধ (B. D. Basu)। ইহার ফল পিপাসা-নিবারক

জ্বরের শান্তিকর (Moodeen Sheriff)। পাকা কামরাঙ্গা—অম্লমধুর, রুচিকর, বলবৃদ্ধিকর ও পুষ্টিকর। (Fig. 97.)

Genus—BIOPHYTUM D C.

98. B. sensitivum D C. (বন-নারাঙ্গা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xix. t. 19 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 177 ; Bot. Reg., xxxi. t. 68.

Ref.—F. B. I., i. 436 ; B. P., i. 295 ; Roxb., F. I., ii. 457 ; Prain, H. H., 183 ; Voigt, H. S., 191.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের রাস্তার কিনারায় ও ঘাস-জমিতে ইহা দেখা যায় ; ভারতের সমস্ত উষ্ণপ্রধান দেশে এমন কি হিমালয় প্রদেশের ৬,০০০ ফুট উচ্চস্থানেও দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. ঝিল্লিপুষ্প, বা. বন-নারাঙ্গা ; হি. লকসনা, লক্ষ্মণা।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, শিকড় ও পত্র। মাত্রা—¼-½ তোলা।

বর্ণনা—ইহার কাণ্ড লম্বা, কোমল সূক্ষ্ম লোমাবৃত। পত্র—১½-৫ ইঞ্চি লম্বা। পত্রদণ্ডের দুই দিকে তেঁতুল পাতার ন্যায় পাতা বাহির হয়, ¼-½ ইঞ্চি লম্বা, পত্র নিম্নদিকে বক্র, কখন কখন সোজা থাকে। পাতার বোঁটা ১ ইঞ্চি। ফুলের মস্তক বিস্তৃত। প্রত্যেক শাখার অগ্রভাগে ৭-৮টি পৃথক্ পৃথক্ ফুল ধরে। পুষ্পের বহিঃ-ছদ পাপড়ীর অর্দ্ধেক। ফুলের পাপড়ী কোমল ও পীতবর্ণ, শিরাগুলি লালবর্ণ। ফুল ও ফল বৎসরের সকল সময়েই হয়। বীজকোষে অনেক ছোট ছোট বীজ থাকে। বীজ লালবর্ণ এবং উজ্জ্বল।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কোন স্থানে আঘাত লাগিলে ইহার বীজ গুঁড়া করিয়া দেওয়া হয়। বীজ মাখনের সহিত ফোড়ায় দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। শিকড়ের কাথ গনোরিয়া-নিবারক (Rheede)। পত্র জলের সহিত বাটিয়া খাইলে প্রস্রাব হয়। পৈত্তিক জ্বরে ইহা বড়ই হিতকর।

Gelonium multiflorum A. Juss গাছকেও বাঙ্গালায় বন-নারাঙ্গা বলে। এই গাছ Euphorbiaceæ বর্গভুক্ত। হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি জেলার জঙ্গলের ধারে এই গাছ সচরাচর দেখা যায়। দক্ষিণ-ভারতে ও সিংহল দ্বীপে এই গাছের আদি জন্মস্থান, তথা হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছে। ইহার ফল পাকিলে হরিদ্রাবর্ণের হয় ও সম্পূর্ণরূপে পরিপক্ব হইলে ফলটি ফাটিয়া যায়, যেমন লাল ভেরেন্দা গাছের হয়। ইহার পত্র লম্বাকৃতি, পত্রের শাখা মোটা, ফল বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকিয়া থাকে। ইহার ফলের তৈল প্রস্তুত করিয়া পাঁচড়ায় লাগাইলে পাঁচড়া সারিয়া যায়। (Fig. 98.)

Genus—OXALIS Linn.

99. O. corniculata Linn. (আমরুল)

Fig.—Wight, Ic. t. 18; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 176 B.

Ref.—F. B. I., i. 436; B. P., i. 294; Roxb., F. I., ii. 457.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্র, চাষ-জমিতে ও ভাঙ্গা বাড়ীর গায়ে দেখা যায়। হাওড়া, হুগলী ও ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. চুক্রিকা; বা. আমরুল; সাঁওতাল—তান্দিটাটং আরক; Eng. Indian Sorrel.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ্।

বর্ণনা—সরু লতানে উদ্ভিদ্, ডাঁটা লম্বা ও ত্রিপত্র-বিশিষ্ট। ডাঁটার গোড়া হইতে ফুল হয়। ফুল অবনত, কখন বা উপর দিকে থাকে। লের পাপড়ী পীতবর্ণ। লের ব্যাস ½ ইঞ্চি। ফল সরু ও লম্বা। বীজকোষে অনেক বীজ থাকে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পাতার টাট্‌কা রস ধুতুরার মাদকতা নিবারণ করে ও রক্ত-আমাশয়-রোগে হিতকর (Dutta)। আমরুলের রস জর-নাশক। শাক রন্ধন করিয়া খাইলে ক্ষুধা-বৃদ্ধি হয়। ইহা হজমী-কারক। অম্লরোগীর পক্ষে হিতকর। কোন স্থানে ফোড়া হইয়া যন্ত্রণা হইলে আমরুল পাতা বাটিয়া দিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়। পাতা গরম জলে বাটিয়া ফোড়ায় পুলটিস দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। বিছা কামড়াইলে আমরুল পাতার রস যন্ত্রণার লাঘব করে (Moodeen Sheriff)। কঙ্কণদেশীয় লোকেরা আমরুল-পাতা ছেঁচিয়া গরম জলে সিদ্ধ করিয়া রসুন-রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া মাথায় লাগাইয়া দারুণ পিত্তজনিত মাথাধরা আরাম করে (Dymock)। (Fig. 99.)

Genus—IMPATIENS Linn.

100. I. Balsamina Linn. (দোপাটী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 180.

Ref.—F. B. I., i. 453; B. P., i. 296; Roxb., F. I., i. 651: Prain, H. H., 184; Voigt, H. S., 189.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বাগানে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. দোপাটী ; হি. গুলমেন্দি।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ্, ১-৩ ফুট উচ্চ হয়। কাণ্ড কোমল-লোমযুক্ত, শাখা-প্রশাখা অল্প হয়। কাণ্ডের চতুর্দ্দিকে একটির পর আর একটি পত্র হয়। পত্র ১½-৪ ইঞ্চি লম্বা, পাতলা, কিনারা করাতের দাঁতের ন্যায়, নিম্নের পাতা বড়, উপরের পাতা ছোট। পাতার অগ্রভাগ সরু, গোড়ার দিকেও সরু হইয়া বোঁটায় লাগিয়া থাকে। ফুল উজ্জ্বল লালবর্ণ কিংবা শ্বেতবর্ণ, বোঁটা ছোট, ফুলের বহির্ব্বাস লম্বাকৃতি লোমযুক্ত, ফল ½ ইঞ্চি, ডগা সরু, কোমল, লোম আছে, গোলাকার। ফুল ও ফল বর্ষাকালে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—গাছ মূত্রকর, পাতা গেঁটে বাতে ব্যবহৃত হয় (Watt)। (Fig. 100.)

XXVIII. RUTACEAE.

Genus—AEGLE Corr.

101. A. Marmelos Corr. (বেল)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., t. 143 ; Wight, Ic. t. 16 ; Rheede, Hort. Mal., iii. t. 35 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 201.

Ref.—F. B. I., i. 516 ; B. P., i. 305 ; Roxb., F. I., ii. 579 ; Watt, I, Pt., i, 117 ; Prain, H. H., 185 ; Voigt, H. S., 141.

জন্মস্থান—ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানে জন্মিয়া থাকে, বাঙ্গালা ও বিহারে প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—স. বিল্ব ; বা. বেল ; হি. শ্রীফল ; Eng. Bengal Quince.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, শিকড়ের ছাল, ফুল, পত্র, ফলের শাঁস।

বর্ণনা—বড় বৃক্ষ, ২৫-৩০ ফুট উচ্চ, ত্রিপত্রযুক্ত। পত্র গ্রীষ্মকালে পড়িয়া যায়। ফুল ঈষৎ সবুজ শ্বেতবর্ণ, ছোট বোঁটায় অবস্থিত, ফুলের বহির্ব্বাস ৪-৫টি দাঁতযুক্ত, শীঘ্র খসিয়া পড়ে। ফুলের পাপড়ী ৪-৫টি, বিস্তৃত, পুংকেসর অনেকগুলি। গর্ভাশয় বিস্তৃত ও মধ্যস্থলে খোলা, কাষ্ঠের ন্যায় শক্ত। ফল বড়, গোলাকার, ইহার ভিতর ৮-১৫টি বিভাগ আছে। বীজ অনেক। কিরকিরে, শ্বেতবর্ণ, আঠার ভিতরে বীজ থাকে। ফুল মে মাসে হয়, ফল পরবৎসরে মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কাঁচা বেলের শাঁস চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে বেলশুঁঠ প্রস্তুত হয়, ইহা পাকযন্ত্রের পীড়া, রক্ত-আমাশয় ও উদরাময়-নিবারক। পাকযন্ত্রের পীড়ায় ইহার তুল্য আর দ্বিতীয় ঔষধ নাই। পক্কফল সৌগন্ধযুক্ত ও স্নিগ্ধকর। প্রত্যহ প্রাতে খালি পেটে ইহার শাঁস ভক্ষণ করিলে অম্ল ও উদরাময় আরাম হয়। পক্ক শুষ্ক ফল ধারক এবং রক্ত-আমাশয়-নিবারক।

শিকড়ের ছালের ক্বাথ অবিরাম জ্বরে প্রয়োগ করা হয়। ইহা দশমূল পাচনের একটি মশলা। চক্ষে পাতার প্রলেপ দিলে চোখ-উঠা আরাম হয়। টাট্কা পাতার টাট্কা রস মৃদু বিরেচক এবং জ্বর-নাশক ও কফ-নিবারক। পাকা ফলের শাঁস রঙের কার্য্যে ও চামড়া পরিষ্কার কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। পাতার ক্বাথ হাঁপানী-নিবারক বলিয়া মালাবার দেশে ব্যবহৃত হয়। শিকড়ের ক্বাথ চিনি ও দধির সহিত সেবন করিলে বালকদিগের উদরাময় আরাম হয়। টাট্কা পাতার রস গোলমরিচের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বাঙ্গীণ শোথ, কোষ্ঠবদ্ধ ও কামলা রোগ আরাম হয়। পাতার রস শ্লেষ্মা-নিবারক। মুসলমান বৈদ্যেরা পক্ক ফলকে উগ্র, কাঁচাফলকে স্নিগ্ধকর ও অর্দ্ধপক্ক ফলকে স্নিগ্ধকর ও উগ্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বলকারক ও ধারক। ছালের ২ তোলা রস, দুগ্ধ এবং জীরার সহিত সেবন করিলে শুক্রনাশ-রোগ আরাম হয় (Dymock)।

বেলের কাঁচা শাঁস এক সপ্তাহ তিল তৈলে ভিজাইয়া উক্ত তৈল স্নান করিবার পূর্ব্বে মাখিলে পায়ের তলার জ্বালা নিবারিত হয়। টাট্কা ফলের শাঁস দুগ্ধ ও কাবাব চিনির (Cubeb) গুঁড়ার সহিত মিশাইয়া পান করিলে পুরাতন গনোরিয়া আরাম হয়।

পাতার টাট্কা রস মৃদুবিরেচক, সর্দ্দি ও জ্বর-নিবারক। বেলের শিকড় সর্পবিষের প্রতিষেধক (Watt)। পাকা বেলের সরবৎ প্রত্যহ প্রাতে ব্যবহার করিলে কোষ্ঠবদ্ধ ও পেটফাঁপার সহিত অম্লরোগ নিবারিত হয়। অপক্ক বেল ৬ ঘণ্টা ধরিয়া অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া খাইলে অম্লরোগ নিবারিত হয়। কলেরার সময়ে বেলের সরবৎ ব্যবহার করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় এবং তরলভেদ হয় না, ইহাতে কলেরা হইবার সম্ভাবনা খুব কম হয় (B. Basu)।

ফলের শাঁস রক্ত-আমাশয় ও উদরাময়-রোগে হিতকর। কাঁচা শুষ্ক শাসের গুঁড়া প্রবল রক্ত-আমাশয়-রোগে এবং বেলের সরবৎ পুরাতন রক্ত-আমাশয়-রোগে হিতকর। কাঁচা শাঁসের গুঁড়া ব্যবহার করিলে রক্ত-আমাশয় বারে কম হইয়া যায়, যদি পুনঃপুনঃ ভেদ হয় তবে অপর ধারক ঔষধের সহিত ব্যবহার করিতে হয়। বেলের সরবতের প্রস্তুত-প্রণালী—৫ আউন্স শুষ্কশাঁস দুইপাইণ্ট জলে ভিজাইতে হয়। শাঁস বেশী ভিজিলে শাঁসগুলি মাড়িয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর ১৫ আউন্স পরিমাণ পরিষ্কার চিনি মিশাইয়া অগ্নির উত্তাপে ঘন করিবে। বেল যদি পক্ক হয় তবে চিনি ১০ আউন্স দিলেও চলিতে পারে। মাত্রা রক্ত-আমাশয়ের জন্য ২০।২৫ গ্রেন, অপর রোগের জন্য ১০-২০ গ্রেন, দিবসে ৪-৫ বার। সিরাপ ১ আউন্স পরিমাণ ৩-৪ ঘণ্টা অন্তর।

বেলের শুষ্ক শাসকে সংস্কৃতে বিল্বপেষিকা এবং বাংলায় বেলশুঁঠ বলে। শিকড়ের ছাল বুক-ধড়ফড়ানি রোগে হিতকর। Rhumphius বলেন যে চীনারা কচি বেল ও পাকা বেল হইতে extract বাহির করিয়া আফিংএর সহিত মিশ্রিত করে।

কাঁচা বেল ও বকুলের ফল প্রত্যেক ২ ভাগ; লবঙ্গ, জাফরান, নাগকেশর, জায়ফল ১ ভাগ, এইগুলি মিশাইয়া উদরাময়-রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ প্রস্তুত হয়। মাত্রা বালকের পক্ষে ১বটিকা, পূর্ণবয়স্কের পক্ষে ৩ বটিকা। (Fig. 101.)

Genus—ATLANTIA Corr.

102. A. Monophylla Corr. (আতবী জাম্বীর)

Fig.—Wight, Ic. t. 1611; Rheede, Hort. Mal., iv. t. 12, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 197.

Ref.—F. B. I., i. 511; B.P., i. 304; Watt, I, Pt. ii, 348; Roxb., F. I., ii. 378.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা, শ্রীহট্ট।

বিভিন্ন নাম—স. বা. আতবী জাম্বীর; উড়িয়া—নারগুনি; Eng. Wild lime.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, ফল ও বীজ।

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, চতুর্দ্দিকে অনেক শাখা-প্রশাখা হয়। পত্র ১-৩ ইঞ্চি, লম্বাকৃতি, অগ্রভাগ মোটা ও দুই ভাগে বিভক্ত, উজ্জ্বল সবুজবর্ণ। বোঁটায় ছোট ছোট ফুল হয়। ফুল ছোট, ব্যাস ⅛-½ ইঞ্চি, দেখিতে কাগজী লেবুর ন্যায়, ফুলের বহিঃ-ছদ ছোট, লোমযুক্ত; পাপড়ী লম্বা, মাথা মোটা, শ্বেতবর্ণ; পুংকেসর ৮টি, গর্ভাশয় ছোট, পুষ্পাধারে অবস্থিত। ফলের ভিতর ৪টি বিভাগ আছে। প্রত্যেক বিভাগে একটি বীজ থাকে। ফুল অক্টোবর-নভেম্বর মাসে হয় ও ফল ফেব্রুয়ারী মাসে হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজের তৈল সরিষার তৈলের সহিত মিশাইলে গাঢ় সবুজবর্ণ দেখায়; এবং গন্ধ বেশ মনোহর হয়, গায়ে মাখিলে চর্ম্ম উত্তপ্ত হয়। তৈল পুরাতন বাতরোগে ব্যবহৃত হয় (Ainslie)। কঙ্কণদেশে ইহার পাতার রস মুখের একদিকের পক্ষাঘাত-রোগে ব্যবহার করে (Dymock)। (Fig. 102.)

Genus—CITRUS Linn.

103. C. medica Linn.

Var. *typica.* (বেগপুরা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 198.

Ref.—F. B I., i. 514 ; B. P., i. 306 ; Roxb., F. I., iii. 392. Prain, H. H., 185 ; Voigt, H. S., 142.

জন্মস্থান—ঘারওয়াল হইতে সিকিম ও আসাম, খাসিয়া পাহাড়, গারো পাহাড়; চট্টগ্রাম, পশ্চিমঘাট ও সাতপুরা পাহাড় ; আদিম বাসস্থান পূর্ব্ব এশিয়া।

বিভিন্ন নাম—স. মাতুলঙ্গ; বা. টাবানেবু, ছোলঙ্গনেবু, বেগপুরা; হি. বিজাউড়ী ; Eng. Citron.

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল, ফলের শাঁস, বীজ ও পত্র।

বর্ণনা—বহু শাখা-প্রশাখাযুক্ত ছোট গাছ। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি, একটু বক্র ও ডিম্বাকৃতি। ফুল ৫-১০টি, একস্থানে গুচ্ছবদ্ধভাবে হয়, গাঢ় রক্তবর্ণ; পুংকেসর ২০-৪০টি, একই ফুলে পুংকেসর ও গর্ভকেসর থাকে। এই নেবু সচরাচর বনজঙ্গলে দেখা যায়। এপ্রিল মাসে ফুল ও জুন মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ফুল বলকারক, শাঁস স্নিগ্ধকর, রসধারক, ফলের খোসা গলা-ফুলা ও রক্ত-আমাশয়-রোগে ব্যবহৃত হয় (Watt)। (Fig. 103.)

104. C. medica Linn.

Var. *Limonum.* (কর্ণনেবু)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 199 B.

Ref.—F. B. I., 515 ; B. P., i. 306 ; Roxb., F. I., iii. 392 ; Prain, H. H., 185 ; Voigt, H. S., 142.

জন্মস্থান—বাঙ্গালার স্থানে স্থানে চাষ হয়, আদিম বাসস্থান পূর্ব্ব এশিয়া।

বিভিন্ন নাম—স. করুণা ; বা. কর্ণনেবু ; হি. পাহাড়ী কাগজী।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল, ফল, পত্র ও ফলের শাঁস।

বর্ণনা—পত্র ডিম্বাকৃতি, পাতার বোঁটার দিকে পক্ষযুক্ত। ফল মাঝারী, পীতবর্ণ, খোলা পাতলা, অতিশয় অম্ল, শাঁস প্রচুর আছে। ভারতীয় নেবু; the Lemon of India. এপ্রিল মাসে ফুল ও জুন মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—নেবুর খোলা পেটফাঁপা-নিবারক ও পাকযন্ত্রের পীড়ায় হিতকর। ছালের তৈল পেটফাঁপা-নিবারক। মাত্রা ২-৪ ফোঁটা (Watt)। বাত, উদরাময় ও নূতন আমাশয়-রোগে ইহার রস হিতকর। ইহার রস ও বারুদ একসঙ্গে মিশাইয়া পাচড়ায় দিলে উপকার হয় (Pharm. Ind.)। (Fig. 104.)

105. C. medica Linn.

Var. *acida* (পাতিলেবু)

Fig.—Bot. Mag., cx. t. 6745; Bailey, Cycl. Amer. Hort., 924.

Ref.—F. B. I., i. 515; B. P., i. 306; Roxb., F. I., iii. 390; Prain, H. H., 185; Voigt, H. S., 142.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ ও ভারতের অনেক স্থানে চাষ হয়, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর; চন্দননগর, চুঁচুড়া, রাজহাট অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বাগানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. পাতিলেবু, কাগজীলেবু; স. নিম্বক, জাম্বীর।

ব্যবহার্য্য অংশ—রস।

বর্ণনা—গোঁড়ালেবু অপেক্ষা পাতা ছোট, পাতার বোঁটা পাতা অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র। ফুল গুচ্ছবদ্ধ হয়, পাপড়ী সচরাচর ৪টি। ফল ছোট, পাতিলেবু গোলাকার, কাগজীলেবু একটু লম্বাকৃতি। রস অল্প। এপ্রিল মাসে ফুল ও জুন মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—রস পিত্তজনিত-বমন-নিবারক এবং বহুরোগের প্রতিষেধক (Ainslie)। টাট্কা লেবুর রস মশক-দষ্ট স্থানে প্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া যায় (Watt)। (Fig. 105.)

106. C. medica Linn.

Var. *Limetta.* (মিঠালেবু)

Fig.—Wight, Ic. t. 958.

Ref.—F. B. I., i. 515.

জন্মস্থান—ভারতের বহু স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. মধুকর্কটিকা ; বা. মিঠালেবু।

ব্যবহার্য্য অংশ—রস ও সমস্ত ফল।

বর্ণনা—ইহার পাতা ও ফুল Var. *acida*র মত। ফুল শ্বেতবর্ণ, একটু লালের দাগ আছে। ফলের ব্যাস ৩-৫ ইঞ্চি, একটু লম্বাকৃতি। ফলের ছাল পাতলা, শাঁসে লাগিয়া থাকে। রস মিষ্ট ও প্রচুর (Hooker and Brandis)। ফল অনেকটা বাতাবী লেবুর ন্যায় বড় হয়। এপ্রিল মাসে ফুল ও জুন মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা জ্বর ও কামলা-রোগে হিতকর। (Fig. 106.)

107. C. Aurantium Linn. (কমলালেবু)

Fig.—Wight, Ic. t. 957 ; Lamk., Ill., iii. t. 639, Fig. 1 (1797); Bentl. & Trim. Med., Pt. I, t. 51 (1875); Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 199. A.

Ref.—F. B. I., i. 516 ; B. P., i. 307 ; Roxb., F. I., iii. 392.

জন্মস্থান—ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই চাষ হয়; ভূটান, সিকিম, খাসিয়া পাহাড়ে বহু পরিমাণে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. নাগরঙ্গ ; বা. কমলালেবু ; হি. নারাঙ্গী।

ব্যবহার্য্য অংশ—খোলা, শাঁস ও ফুল।

বর্ণনা—বিস্তৃত শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট গাছ। নূতন শাখা সবুজবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ। পত্র একটু বক্র, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ একটু মোটা, পক্ষযুক্ত। ফুল শ্বেতবর্ণ, উভয়-লিঙ্গবিশিষ্ট। ফল গোলাকার, উভয় দিকে কিঞ্চিৎ চাপা, ফলের ছাল অতিশয় কোমল। ফুল ফেব্রুয়ারী মাসে হয়, ফল অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কমলালেবুর শুষ্ক ছাল অম্লরোগ এবং শারীরিক দৌর্ব্বল্যে ব্যবহৃত হয়। ইহার ফুলের রস ২ আউন্স পরিমাণ হিষ্টিরিয়া রোগনিবারক (Pharm. Ind.)। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহার ফল সর্দ্দিযুক্ত জ্বরে ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা করেন। রসপিত্তজনিত-উদরাময়-রোগে হিতকর। লেবুর ছাল বমন-নিবারক। ইহার ছাল হইতে যে তৈল বাহির হয় উহা উত্তেজক (Dymock)। টাটকা লেবুর খোলা মুখে রগড়াইয়া মাখিলে ব্রণ আরাম হয় (Gray)। (Fig. 107.)

108. C. decumana Linn. (বাতাবিলেবু)

Fig.—Baily, Cyclo Amer. Hort., t. 1397 (1901).

Ref.—F. B. I., i. 516 ; B. P., i. 307 ; Roxb., F. I., iii. 393 ; Prain, H. H., 185 ; Voigt, H. S., 141.

জন্মস্থান—মালয় উপদ্বীপ ও পলিনেসিয়ার উদ্ভিদ্, বঙ্গদেশের বাগানে সর্ব্বত্র চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনার বাগানে চাষ হয়; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. বাতাবিলেবু; হি. সাদা ফল; তা. বম্বলিনাশ; তে. এদাপান্ড; Eng. Pomelo.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল ও পত্র।

বর্ণনা—গাছ ৩০-৪০ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ৬-৯ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, লম্বা, সূক্ষ্ম লোমাবৃত, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, পক্ষযুক্ত। ফুল বড়, শ্বেতবর্ণ। পুংকেসর ১৬-২৪টি। ফল বড় তালের ন্যায়, ছাল পুরু। শাঁস লাল ও শ্বেতবর্ণ, মিষ্ট অথবা অম্ল। ফল কাঁচা সবুজবর্ণ, পাকিলে পীতবর্ণ। মালয় ও পলিনেশিয়া দেশীয় উদ্ভিদ্। ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে ফুল হয়; ফল সেপ্টেম্বর হইতে নভেম্বর মাসে পাকিয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পত্র সংজ্ঞাহীনতা, কম্প ও সর্দ্দিতে ব্যবহৃত হয় (Punjab Products)। (Fig. 108.)

Genus—FERONIA Gærtn.

109. F. Elephantum Corr. (কয়েতবেল)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., t. 141; Wight, Ic. t. 15; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 200.

Ref.—F. B. I., i. 516; B. P., i. 305; Roxb., F. I., ii. 411; Dymock, i. 281; Prain, H. H., 185; Voigt, H. S., 141.

জন্মস্থান—ভারতবর্ষের বহুস্থানে দেখা যায়; বঙ্গদেশ, হুগলী, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. কপিত্থ; বা. কয়েতবেল; Eng. Wood apple.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, ফল ও আঠা। মাত্রা—ফলের শাঁস ২-৪ তোলা, ফলের রস ১-২ তোলা।

বর্ণনা—গাছ ২৫।৩০ ফুট উচ্চ হয়। ইহার পাতা দেখিতে অনেকটা কামিনী-ফুলের পাতার ন্যায়। প্রতিবৎসর গাছের পাতা ঝরিয়া পড়ে। গাছের কাঁটা শক্ত এবং সোজা। পত্রদণ্ডের দুই দিকে ৫।৭টি পত্র থাকে। ফুলের ব্যাস ½ ইঞ্চি, ফিকে লালবর্ণ বা শ্বেতবর্ণ, বহির্ব্বাস ৫টি দাঁতযুক্ত। পাপড়ী ৫টি কখনও ৬টি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পুংকেসর ১০ কিংবা ১২টি, ফুলের চারিদিকের থাকে। গর্ভাশয় লম্বাকৃতি। পুংকেসর ও গর্ভকেসর একই বৃন্তে থাকে। ফল ছোট আঠাবেলের মত, ব্যাস ২½ ইঞ্চি।

উপরিভাগ শ্বেতবর্ণ, শাঁস অম্ল ও ফিকে কৃষ্ণবর্ণ। ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত ফুল হয় ও শীতের প্রারম্ভে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আয়ুর্ব্বেদ-মতে অপক্ব ফল উদরাময় ও রক্ত-আমাশয়ে ধারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। পক্বফল দাঁতের মাড়ি এবং গলার ঘায়ে ব্যবহৃত হয়। পত্র পেট-ফাঁপা-নিবারক। কোন স্থানে মশকাদি দংশন করিলে ইহার শাঁস লাগাইয়া দিলে ফুলা কমিয়া যায়। অপক্ব ফল ঘুংড়ি কাসে দেওয়া হয়। পাতার রস বালকদিগের অপাক এবং অল্প পরিমাণে পেটের দোষ হইলে ব্যবহৃত হয় (Ainslie)। ছাল পিত্তপ্রকোপে ব্যবহৃত হয়। কাঁচা কয়েতবেলের রস মধু ও পিপুলচূর্ণ-যোগে সেবন করিলে হিক্কা ও বমন আরাম হয়।

কয়েতবেলের পাতা বাঁশ-পাতার সহিত সমভাগে পেষণ করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে প্রদর-রোগ আরাম হয় (বঙ্গসেন)। পক্ব কয়েতবেল স্কার্ভি (রক্তবিকৃতি)-রোগনাশক, পাচক ও বলকারক। অতিরিক্ত কুন্থনযুক্ত অতিসার ও রক্ত-আমাশয়ে কয়েতবেলের আঠা মধুসহ সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। (Fig. 109.)

Genus—GLYCOSMIS Corr.

110. G. pentaphylla Corr. (আসশেওড়া)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., t. 85; Bot. Mag., t. 2074.

Ref.—F. B. I., i. 499; B. P., i. 300; Roxb., Fl. I., ii. 381; Prain, H. H., 184; Voigt, H. S., 139.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, সিকিম, আসাম, ত্রিবাঙ্কুর, বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনার জঙ্গলের ধারে।

বিভিন্ন নাম—স. শাখোট; বা. আসশেওড়া, বননেবু।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, ফল, সমগ্র গাছ, কাষ্ঠ।

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্। পত্রে ১-৫টি পত্রাংশ থাকে, পত্রাংশ ডিম্বাকৃতি ও মসৃণ। পত্র কাণ্ড হইতে একান্তর-ভাবে বাহির হয়। ফুল অতিশয় সবুজবর্ণ, পাপড়ী ৪-৫টি; পুংকেসর ১০টি, উহা ফুলের নিম্নভাগে থাকে; গর্ভকেসরের মস্তক ক্ষুদ্র, প্রায়ই উপরিভাগে একটি গ্রন্থি হয়। ফুল সূক্ষ্ম ও কোমল লোমযুক্ত, শ্বেতবর্ণ। গর্ভদণ্ড ছোট। ফল ছোট ও নীরস, ইহাতে ১-৩টি লম্বাকৃতি বীজ থাকে। নভেম্বর মাসে ফুল ও মার্চ্চ মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কাষ্ঠ সর্পদংশনের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (Watt)। পাতার রসে গব্যঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে পারাজনিত ক্ষত আরোগ্য হয়। গোলমরিচ

৪ গণ্ডা, সমপরিমাণ পাকা ফলের রসে বাটিয়া খানিকটা পাতলা কাগজে গব্যঘৃত মাখাইয়া শুষ্ক করিবে, অতঃপর উক্ত কাগজে ফলের পিষ্টক মাখাইয়া শুষ্ক করিবে। উক্ত কাগজ-নির্ম্মিত চুরুটের ধূম পান করিলে রোগীর গলার ক্ষত ও গলা-ফুলা আরাম হয়। ডিপথিরিয়া রোগী ২।৩টি চুরুটের ধূম পান করিলে গলা-ফুলা আরাম হয় (বনৌষধি-দর্পণ)। (Fig. 110.)

Genus—MURRAYA Linn.

111. M. exotica Linn. (কামিনী)

Fig.—Rhumph., Amb. v. t. 8, Fig. 2 ; Wight, Ic. t. 96.

Ref.—F. B. I., i. 502 ; B. P., i. 302 ; Roxb., F.I., ii. 374 ; Watt, V. Pt. i, 288 ; Prain, H. H., 184 ; Voigt, H. S., 189.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বিহার, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা প্রভৃতি স্থানে বাগানের বেড়ায় ব্যবহার করে, জঙ্গলের ধারে সচরাচর দেখা যায়; দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় আদি জন্মস্থান। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. একাঙ্গী; বা. কামিনী; তে. নাগগলুগু; হি. বীরসার; Eng. Honeybush.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—পত্র ঈষৎ বিক্ষিপ্ত, পক্ষাকার, পত্রদণ্ডে সাধারণতঃ দুই দিকে ৩ জোড়া পাতা থাকে, লম্বা ও ডিম্বাকৃতি, গাঢ় সবুজবর্ণ; পত্র ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, চওড়া ১ ইঞ্চি; পত্রবৃন্ত গোলাকার। ফুল সৌগন্ধযুক্ত কমলালেবু ফুলের মত। ফুলের বহির্ব্বাস ৫টি, পরস্পর বিভক্ত, অগ্রভাগ সরু, পাপড়ী মাথার দিকে বিস্তৃত; পুংকেসর ১০টি, লম্বাকৃতি; গর্ভকেসরের মস্তক লম্বা, মোটা, পুংকেসরের সমান লম্বা। গর্ভাশয় ২-৫টি কোষবিশিষ্ট। ফল ১-২ কোষবিশিষ্ট, ½ ইঞ্চি। বীজ ১টি কিংবা ২টি থাকে, লম্বাকৃতি, উপরিভাগে সরু, এক দিক্ চেপ্টা ও লোমযুক্ত। এপ্রিল হইতে আগষ্ট মাসে ফুল হয়, ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বাত, সর্দ্দি ও হিষ্টিরিয়া-রোগে ব্যবহৃত হয়। (Fig. 111.)

112. M. Koenigii Spreng. (বারসঙ্গ)

Fig.—Wight, Ic. t. 13 ; Roxb., Cor. Pl., t. 112 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 192.

Ref.—F. B. I., i. 503 ; B. P., i. 302 ; Watt, I, Pt. ii, 349 ; Roxb., F. I., Vol. ii, 375 ; Prain, H. H., 185 ; Voigt, H. S., 439.

জন্মস্থান—হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশে, ঘারওয়াল, সিকিম, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, এবং ২৪-পরগনায় গ্রামের ধারে জঙ্গলে দেখা যায়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর। আদি বাসস্থান ভারতবর্ষ, বর্ম্মা।

বিভিন্ন নাম—স. সুরভিনিম্ব; বা. বারসঙ্গ; হি. কাঠনিম্ব; তা. কমেপিলা; তে. কারেভেপা।

ব্যবহার্য্য অংশ—বল্কল, পত্র ও শিকড়।

বর্ণনা—ছোট উগ্রগন্ধবিশিষ্ট উদ্ভিদ্। ছাল ধূসরবর্ণ। শাখা-প্রশাখা অবনত। পত্র ১ ফুট লম্বা ও সরু; বৃন্ত নরম; পত্রিকা ১-১½ ইঞ্চি, সকল পাতা সমান নহে, অগ্রভাগ একটু মোটা। ফুল শ্বেতবর্ণ, অনেক হয়, ⅙ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের পাপড়ী লম্বাকৃতি, শিরাগুলি লম্বা; পুংকেসর লম্বা। গর্ভাশয় ২ কোষবিশিষ্ট। ফল প্রথমে সবুজবর্ণ, লালবর্ণ, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়। বীজ ফলের মধ্যে আঠার ভিতর থাকে। গাছের পাতা গ্রীষ্মকালে পড়িয়া যায়। ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল মাসে ফুল ও পরে ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছাল ও শিকড় উত্তেজক। ইহার বাহ্য-প্রয়োগে বিষাক্ত জন্তুদিগের বিষ নষ্ট হয়। পাতার রসে রক্ত-আমাশয় আরাম হয় (Roxb.)। ঝলসান পাতার রসে বমন নিবারণ করে (Ainslie)। আয়ুর্ব্বেদ-মতে ইহা অতিশয় বলকারক ও উদরাময়-নিবারক এবং জ্বরঘ্ন। মাদ্রাজ ও অন্যান্য স্থানে ইহার পাতা তরকারীতে ব্যবহৃত হয়। শিকড় ভেদক (Watt)। (Fig. 112.)

Genus—PEGANUM Linn.

113. P. Harmala Linn. (ইশবাঁধ)

Fig.—Lamak., Ill., ii. t. 401; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 182.

Ref.—F. B. I., i. 486, Dalz. and Gibs., Bomb. Pl., 45.

জন্মস্থান—পশ্চিমভারত, সিন্ধুদেশ, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, দিল্লী, আগ্রা, আরব, উত্তর-আফ্রিকা।

বিভিন্ন নাম—বা. ইশবাঁধ; হি. লাছরি, পুরমূল; তা, বিরাতী; তে. সিমাগোরস্তি বিল্ললু।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, পত্র ও শিকড়।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, ১-৩ফুট উচ্চ, বহু শাখা ও ঘন-পত্র-বিশিষ্ট। পত্র ২-৩ ইঞ্চি, সবুজবর্ণ, সরু, সূচাল। ফুলের ব্যাস ½-¾ ইঞ্চি, ফুল এক একটি হয়, বোঁটা ছোট। বহির্ব্বাস অপ্রশস্ত। বীজকোষ লোমযুক্ত ⅓ ইঞ্চি, বীজ বক্র ৩টি আঁটিবিশিষ্ট,

বীজকোষের সহিত বীজ বিক্রয় হয়। বীজ ফিকে, ধূসরবর্ণ, প্রায় ⅙ ইঞ্চি লম্বা। ইহার গন্ধ তামাকের ন্যায় উগ্র, স্বাদ অতিশয় তিক্ত। পারস্যদেশে এই গাছকে সিপান্দ (Sipand) বলে। কথিত আছে যে, এই গাছ জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। ইহার বীজ পারস্যদেশ হইতে প্রথম রপ্তানী হয়। দক্ষিণ ভারতে Henna বীজ ইস্‌বান্দ বলিয়া বিক্রয় হয়। জুলাই মাসে ফুল, সেপ্টেম্বর মাসে ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা স্ত্রী ও পুরুষের ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক এবং স্ত্রীলোকদিগের স্তন্যদুগ্ধ ও ঋতুস্রাব বৃদ্ধি করে (Dymock)। পাতার ক্বাথ বাতে উপকার করে এবং গুঁড়া শিকড় সরিষার তৈলে মিশাইযা কেশে দিলে উকুনাদি পোকা নষ্ট হয় (Stewart)। ইহার বীজ চক্ষের অস্পষ্ট দৃষ্টি ও মূত্রদোষ আরাম করে বলিয়া পাঞ্জাবে ব্যবহৃত হয়। ½ ড্রাম পরিমাণ রস সেবন করিলে ঋতুনাশ-রোগ আরাম হয় ও ঋতুস্রাব সরল হইয়া যায়। দেশীয় ধাত্রীরা গর্ভস্রাব-কার্য্যে ইহা ব্যবহার করে। ইহার শক্তি Ergot ও Savinaর তুল্য (Dymock i, 125)। হাঁপানী কাশি, ঘুংড়ি কাশি, বাত, পাথরী, কামলা, অল্প রক্ত এবং অপরাপর জননেন্দ্রিয়ের রোগে ইহা অতিশয় হিতকর ঔষধ। ইহা কুইনাইনের গুণের তুল্য এবং ইহা অপেক্ষা আর কোন সস্তা জ্বরনাশক ঔষধ নাই (Moodeen Sheriff)। (Fig. 113.)

Genus—ZANTHOXYLON Roxb.

114. Z. alatum Roxb. (নেপালী ধনে)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 184; Annals Bot. Gard. Cal., vi. t. 7, Figs. 3 and 4.

Ref.—F. B. I., i. 493; Roxb., F. I., iii. 768; Brandis, For. Fl., 47.

জন্মস্থান—জম্মু হইতে ভূটান, খাসিয়া পাহাড়, ২০০০-৩০০০ ফুট উচ্চে।

বিভিন্ন নাম—বা. নেপালী ধনে; স. তত্তুম্বুরু; হি. তেজবাল; লেপচা—টুগুগ্রুক্।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, ছাল ও ফল।

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, সৌগন্ধযুক্ত, ডালে বেগুন গাছের ন্যায় কাঁটা আছে, কাঁটার অগ্রভাগ সরু। শাঁস কর্কের ন্যায়। পত্র ১½-৯ ইঞ্চি (Khasia sp.), শাখার দুই দিকে ২টি করিয়া কাঁটা আছে। পত্রাংশ ¾-৪ ইঞ্চি সরু, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ এবং পাতার কিনারাগুলি করাতের ন্যায় দাঁতযুক্ত। ফুল ⅙-⅛ ইঞ্চি, বহির্ব্বাস ৬-৮টি, ফুলের পাপড়ী নাই, পুংকেসর ৬-৮টি। বীজকোষের ব্যাস ⅙-⅕ ইঞ্চি, ফিকে লালবর্ণ। ইহার ডাল দাঁতনরূপে ব্যবহৃত হয়। ফুল জুলাই ও আগষ্ট মাসে হয়, ফল অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ ও ছাল উগ্র, ইহা জ্বর, অম্লরোগ ও কলেরায় ব্যবহৃত হয়। ফল, শাখা এবং কাঁটা দাঁতের বেদনা-নিবারক। ইহা পেট-ফাঁপা দূর করে ও মৎস্য মারিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। বীজ ও ছাল উত্তেজক ও বলকারক। ইহা জ্বর, অম্লরোগ ও কলেরায় ব্যবহৃত হয়। (Baden Powell, Pharm. Ind.)। ইহার শাখায় দাঁতন করিলে দাঁতের বেদনা আরাম হয়। (Fig. 114.)

Genus—TODDALIA Linn.

115. T. aculeata Pers. (দাহন)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 189.

Ref.—F. B. I., i. 497; Dymock, i. 260; Roxb., F. I., i. 616; B. P., i. 299.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম দিকে, সিংহল, কুমায়ুন, খাসিয়া পাহাড়, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. কাঞ্চন, দাহন; বা. দাহন, কাডাটোডালি; হি. কাঞ্চ; রাজপুতনা. দাহন; তে. কোন্দা কাসিন্দা, তা. মিল্কাবানাই।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, ছাল, পত্র ও ফল।

বর্ণনা—কাঁটাযুক্ত গুল্ম, কাঁটার অগ্রভাগ নিম্নে অবনত। পত্র ১-৩টি ডাঁটার তিন দিকে থাকে, বোঁটা ছোট ছোট। ফুল উভয়লিঙ্গ-বিশিষ্ট, প্রতিবৎসর ডালের অগ্রভাগে ফুল হয়, যেমন আকন্দ-গাছের হয়। বহির্ব্বাস ৫টি, পাপড়ী ২-৫টি, নরম, পুংকেসর ২-৮টি। গর্ভদণ্ড ছোট। ফল গোলাকার, নরম ও ২-৭টি ঘরবিশিষ্ট, ঘরগুলি আঠাযুক্ত, প্রত্যেক ঘরে ২টি বীজ থাকে। ফলের বর্ণ কমলানেবুর রঙ্‌বিশিষ্ট, ইহা দাহকর বলিয়া সংস্কৃতে দাহন ও দেখিতে কতকটা সোনার ন্যায় বলিয়া কাঞ্চন বলে। ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে ফুল এবং মে ও জুন মাসে ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—Rheede বলেন ইহার অপক্ব ফল এবং শিকড় তৈলে মিশাইয়া মালিশ করিলে বাত আরাম হয়। গাছের প্রত্যেক অংশ কিবকিবে। তৈলঙ্গী দেশীয় কবিরাজেরা ইহার টাট্‌কা ছাল অবিরাম জ্বরে ব্যবহার করেন। ভারতবর্ষে ইহা একটি বড় প্রয়োজনীয় মহৌষধ। কুইনাইনের ন্যায় ইহার জ্বরনাশক শক্তি আছে। ইহার ১২ আউন্স ক্বাথ, দিবসে ২বার ব্যবহার করিলে অবিরাম জ্বর আরাম হয় এবং ২।৪ দিন তিন ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করিলে কুইনাইনের ন্যায় কার্য্য করে। যে সকল দুরারোগ্য ম্যালেরিয়া জ্বর কুইনাইন দ্বারা আরাম হয় না, এই ঔষধ ব্যবহার করিলে উহা একেবারে

আরাম হইয়া যায়। শিকড়ের ছাল জ্বরনাশক, উত্তেজক এবং স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্য-নাশক (Pharm. Ind.)। Bidie বলেন ইহার তুল্য উত্তেজক, জ্বরনাশক ও পেট-ফাঁপা-নিবারক ঔষধ ভারতে আর দ্বিতীয় নাই। এদেশে ইহার ছেঁচারস ও আরক সচরাচর ব্যবহৃত হয় (Bentl. and Trim.)। (Fig. 115.)

Genus.—LUVUNGA Ham.

116. L. scandens Ham. (লবঙ্গলতা)

Fig.—Wight, Ill., i. 108; Bot. Mag., t. 4522; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 194.

Ref.—F. B. I., i. 509; B. P., i. 304; Roxb., F. I., ii. 380.

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, খাসিয়া পাহাড়, বর্ম্মা, বঙ্গদেশ।

বিভিন্ন নাম—স. লবঙ্গলতা; বা. লবঙ্গলতা, ক্রূপা; হি. কাক্কোলা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী লতানে উদ্ভিদ, কাণ্ড কাঠের ন্যায় শক্ত; কাঁটা বক্র, নিম্নদিকে অবনত। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের শিরাগুলি অসম্পূর্ণ এবং বিস্তৃত। ফুলের বোঁটা খর্ব্বাকৃতি, ফুল ½ ইঞ্চি, সৌগন্ধযুক্ত, শ্বেতবর্ণ। ফুলের বহির্ব্বাস বাটীর ন্যায়, ৪-৫টি দাঁতযুক্ত। উপরিভাগ ঢেউ-খেলান। পাপড়ী ৪টি, মোটা এবং একটু বক্র। গর্ভাশয়ে ৩-৪টি ঘর আছে। ফল লম্বাকৃতি, পায়রার ডিম্বের ন্যায়, ঈষৎ পীতবর্ণ, ভিতরে শাঁস ও আঠা আছে। বীজ ১-৩টি, ডিম্বাকৃতি, সূচাল। বসন্তে ফুল হয়। "ললিত-লবঙ্গলতাপরিশীলনকোমল-মলয়সমীরে" (জয়দেব)। এপ্রিল ও মে মাসে ফুল হয়, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফল হইতে কাক্কলক পাওয়া যায়। ইহা তৈল সুবাসিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। আয়ুর্ব্বেদে যে কাকলীর উল্লেখ আছে তাহা এই কাকলা নহে, তাহাকে ক্ষীরকাকলী কহে; উহা অষ্ট বর্গের অন্তর্গত। অষ্ট বর্গের আর সাতটির নাম—(১) জীবক, (২) মেদা, (৩) মহামেদা, (৪) ঋষভক, (৫) ঋদ্ধি, (৬) বৃদ্ধি, (৭) কাক্কোলা। ইহার ফলে কাঁকড়া বিছার বিষ আরাম হয়। (Fig. 116.)

XXIX. SIMARUBEAE.

Genus.—BALANITES Planch.

117. B. Roxburghii Planch (হিঙ্গন)

Fig.—Wight, Ic. t. 274; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 207.

Ref.—F. B. I., i. 527; B. P., i. 308; Watt, I. Pt. ii, 363; Roxb., F. I., ii. 253; Brandis, For. Fl., 59.

জন্মস্থান—কানপুর, সিকিম, বেহার, গুজরাট, বর্ম্মা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর; খান্দেশ, ডেরাডুন।

বিভিন্ন নাম—স. ইঙ্গুদী বৃক্ষ; বা. হিঙ্গন, জীয়াপুতা; হি. হিঙ্গন; তা. নানঙ্গুনদা; তে. রিঙ্গরী।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, ছাল, পত্র ও ফল।

বর্ণনা—কণ্টকময় ২০ ফুট উচ্চ বৃক্ষ। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, ত্বক্ পীতবর্ণ। শিকড় গোড়া হইতে বহুদূর বিস্তৃত হয়। শাখা মসৃণ লোমাবৃত, প্রত্যেক গাঁইটে ধারাল ও ঊর্দ্ধদিকে উন্নত কাঁটা আছে। পত্র যোড়া-যোড়া হয়। পত্রের অগ্রভাগ গোলাকার আকন্দ পাতার মাথার ন্যায়, ডিম্বাকৃতি, বোঁটার দিক্ ক্রমশঃ সরু। একসঙ্গে ৪-১০টি ফুল হয়। ফুল ১ ইঞ্চির কিছু অধিক লম্বা, শ্বেত অথবা সবুজবর্ণ, সৌগন্ধযুক্ত। পাপড়ী ডিম্বাকৃতি, নরম লোমাবৃত। ফল প্রায় ১ ইঞ্চি লম্বা, কাষ্ঠের ন্যায় শক্ত, কোণবিশিষ্ট। ফলের শাঁস তিক্ত, বীজ শক্ত। সংস্কৃতে ইহাকে তাপসতরু বা মুনিপাদপ বলে। ইহার আর এক নাম গৌরী-ত্বক্, গৌরী-উপাসনার সময়ে ও গণপতি-উৎসবের সময়ে ইহার পাতা ও ফুল পূজায় ব্যবহৃত হয়। ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত ফুল হইয়া থাকে এবং জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ সর্দ্দিতে ব্যবহৃত হয়, ইহার ত্বক্, অপক্ব ফল ও পত্র কিরকিরে, তিক্ত, বিরেচক। আফ্রিকা-দেশীয় আরবেরা ইহার শাঁস ক্ষত পরিষ্কার করিতে ব্যবহার করে। ইহার ছাল জলে দিলে মৎস্য মরিয়া যায় (Dymock)।

বীজ পেট-ফাঁপা ও পেটের বেদনা-নিবারক (Watt)। ইঙ্গুদী ক্রিমি-নিবারক, একটি ফলের অর্দ্ধেক প্রতিবারে ব্যবহার্য্য, মাত্রা ২-২০ গ্রেন। ইহার বীজ হইতে নিষ্কাশিত তৈল অগ্নিদাহ ও ক্ষতরোগে ব্যবহৃত হয় (Dymock, Pharm. Ind.)। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে :—

ইঙ্গুদোঽঙ্গারবৃক্ষশ্চ তিক্তকতাপসদ্রুমঃ।
ইঙ্গুদঃ কুষ্ঠভূতাদিগ্রহব্রণবিষক্রমীন্॥
হন্ত্যুষ্ণঃ শ্বিত্রশূলঘ্নস্তিক্তকঃ কটুপাকবান্॥

ইহার অপক্ব ফল পশু-চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। (Fig. 117.)

Genus—AILANTHUS Roxb.

118. A. excelsa Roxb. (মহানিম্ব)

Fig.—Wight, Ic. i. t. 67; Roxb. Cor. Pl., t. 23; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 202.

Ref.—F. B. I., i. 518; B. P., i. 308; Roxb., F. I., ii. 450.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর; গঙ্গার কিনারায়, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, বিহার, দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম দিকে, এবং কর্ণাটে বহু পরিমাণ গাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. মহানিম; হি. মহানিম্ব; তা. পেরু, পি; তে. পেদ্দ; উড়িয়া—গরমি-কাবাত।

ব্যবহার্য্য অংশ—পাতা ও ছাল।

বর্ণনা—বৃহৎ বিস্তৃত গাছ, ৬০-৮০ ফুট উচ্চ হয়। পত্রিকা দেখিতে নিম্ববৃক্ষের পত্রিকার ন্যায়, তবে পত্র নিম্বপত্র অপেক্ষা বড়, প্রায় ১ ফুট লম্বা। পুষ্পদণ্ড লম্বা, অনেকটা আম্র অথবা নিম্বের বকুলের ন্যায়। ফুলের পাপড়ী ৫টি, পুংকেসর ১০টি, গর্ভকেসর ২-৩টি। ফল নিম্বফলের ন্যায়, ফলে একটি বীজ থাকে। ফেব্রুয়ারী মাসে ফুল ও মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—দক্ষিণ-ভারতে ইহার পাতা এবং ছাল প্রসবের পর দৌর্ব্বল্যে বলকর ঔষধরূপে প্রয়োগ করে। পাতার রস কিংবা টাট্‌কা ছালের রস, নারিকেল-দুগ্ধ, মাৎগুড় ও মধুর সহিত সেবন করিলে প্রসবের পর বেদনা নিবারণ করে। Ainslie বলেন ইহার ছাল উগ্রগন্ধযুক্ত। দেশীয় কবিরাজেরা ইহার রস অগ্নিমান্দ্যে দিনে দুইবার ১½ আউন্স পরিমাণে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। Wight বলেন জ্বরের পর দৌর্ব্বল্যে ইহার ছালের কাথ ব্যবহার করিলে দৌর্ব্বল্য সারিয়া যায়। (Fig. 118.)

XXX. BURSERACEAE.

Genus—BOSWELLIA Rb.

119. B. serrata Roxb. (সালই, লুবান)

Fig.—Colebr., Asiatic. Res., ix. 379, t. 5, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 209.

Ref.—F. B. I., i. 528; B. P., i. 310; Roxb., F. I., ii. 383.

জন্মস্থান—বেরার, ছোটনাগপুর, হিমালয়ের পাদদেশের অরণ্য, মধ্য-ভারতবর্ষ, রাজপুতানা, নেপাল, দাক্ষিণাত্যের উত্তর ও দক্ষিণ সরকার, কঙ্কণ, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. সাল্লকী, কপিত্থপর্ণী, কঙ্কণধূপম্; বা. লুবান, সালই; হি. লোভান, সালগা; তা. কুন্দ্রিকম্, গুগুলু, মোরাদা; কঙ্কণ—চিট্ট্; ব. সালেয়া ধূপ; তে. পারাঙ্গী; Eng. Guggul gum; Indian Olibanum.

ব্যবহার্য্য অংশ—আঠা।

বর্ণনা—মধ্যমাকৃতি লম্বা বৃক্ষ। রসে আঠা আছে, ত্বক্ পাতলা। পত্র বিপরীত দিকে অবস্থিত, প্রতিবৎসর পাতা পড়িয়া যায়। পত্রের কিনারা করাতের ন্যায় দাঁতযুক্ত, সকল পত্র সমান নহে। ফুল উভয়লিঙ্গ-বিশিষ্ট, ছোট ও শ্বেতবর্ণ। বহির্ব্বাস ৫টি দাঁতযুক্ত, পাপড়ী

৫টি, নিম্নভাগ সরু। পুংকেসর ১০টি, একটি বড়, একটি ছোট। গর্ভাশয় খর্ব্বাকৃতি, তিন ভাগে বিভক্ত। পুংকেসরদণ্ড ছোট। ফলে একটি বীজ থাকে, দেখিতে চেপ্টা। মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে ফুল হয়, শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—খান্দেস দেশে ইহার আঠা হইতে গুগ্‌গুল তৈয়ার করে। আজমীরের পাহাড়ে এই গাছ অধিক পরিমাণে দেখা যায়, তথাকার লোকে ইহার আঠাকে গন্ধবিরেজা বলে (Hooker)। সাহাবাদ জেলার ভীলেরা ইহার আঠা হইতে উৎপাদিত গুগ্‌গুল বিক্রয় করিয়া বহু পয়সা উপায় করে। গৃহ-সুরভি-করণে ইহার আঠা ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালায় ইহাকে কুন্দুর-ধূপ কহে। ইহার আঠার সহিত নারিকেল-তৈল মিশ্রিত করিয়া পারদঘটিত ঘায়ে প্রয়োগ করা হয়। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে সঙ্কোচক ও ধারক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (Dymock)। সালই—উত্তেজক, সর্দ্দিনিবারক, মূত্রকর ও উদরাময়-নিবারক এবং পুরাতন উদরাময়, রক্ত-আমাশয় ও অম্লরোগে হিতকর (Moodeen Sheriff)। ইহার আঠা বাহ্য প্রয়োগ করিলে বাগি বসিয়া যায়। ইহার তৈল ১০-২০ মিনিম গনোরিয়া-রোগে হিতকর। ইহার মলম পুরাতন ক্ষত ও বাগি উপশম করে। ইহার আঠা ঘৃত-সংযোগে উপদংশ-রোগে হিতকর। ইহার আঠাকে Gundha-ferosah বলে, ইহা বাবলার গঁদের সহিত মিশ্রিত করিয়া অতিশয়-শ্বাসকষ্ট-রোগে ব্যবহৃত হয়। আঠা ১ ড্রাম মাত্রায় অধিক দিন ব্যবহার করিলে স্থূলতা-রোগ আরাম হয়। (Fig. 119.)

Genus—GARUGA Rb.

120. G. pinnata Roxb. (জুম)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iv. t. 33; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 210.

Ref.—F. B. I., i. 528; Roxb., F. I., ii. 400; B. P., i. 311; Dymock, Pharm. Ind., i. 318; Voigt, H. S., 150; Prain, H. H., 186.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. জুম, টুমখারপৎ, নীলভাদি; হি. ঘেগের, কাইকর।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, পাতার রস, পাতা।

বর্ণনা—৩০-৪০ ফুট উচ্চ বৃক্ষ, তলায় শিকড়ের দিকে মাটির উপর গুঁড়ির অংশ প্রায়ই চওড়া তক্তার আকার ধারণ করে (Plank buttress)। গাছের ছাল প্রায় ১ ইঞ্চি পুরু ও নরম; ভিতরের দিকে লালবর্ণ, বহির্ভাগে ধূসরবর্ণ। পত্র ১ ফুট, নূতন পত্র কোমল ও লোমযুক্ত।

পত্রের শিরা লম্বা ; কিনারা করাতের দাঁতের ন্যায়। ফুল পীতবর্ণ, ফুলের বহির্ব্বাস দাঁতযুক্ত, ডিম্বাকৃতি, কোমল লোমাবৃত, ফুলের গোড়া সবুজবর্ণ, লোমযুক্ত পাপড়ী দ্বারা আচ্ছাদিত। পুংকেসর পাপড়ীর ন্যায় লম্বা। ফুলের পাপড়ী ৫টি, বহির্ব্বাসের সহিত যুক্ত। পুংকেসর সমান, ১০টি। গর্ভাশয় খর্ব্বাকৃতি, অপ্রশস্ত, ৪-৫ ভাগে বিভক্ত। গর্ভদণ্ড লোমযুক্ত। ফল কৃষ্ণবর্ণ, দেখিতে অনেকটা বহেড়া ফলের ন্যায়। ফলের তলদেশ অল্প সরু ও ফল নরম, ফলের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে একটি করিয়া বীজ থাকে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে পত্র থাকে না। এপ্রিল ও মে মাসে নূতন পত্র ও ফুল হয়। অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে ফল পাকিয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বম্বাইয়ের লোকেরা ইহার ছালের রস চক্ষুর তিমির-দৃষ্টি-রোগ আরাম করিতে ব্যবহার করে। কঙ্কণ দেশে ইহার পাতার রস, বাসক-পাতার রস ও নিশিন্দা (Vitex trifolia)-পাতার রস মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া হাঁপানী-রোগে প্রয়োগ করে (Dymock)। বম্বাইয়ের লোকে ইহার ফল তরকারীতে ব্যবহার করে। (Fig. 120.)

XXXI. MELIACEAE.

Genus—AGLAIA Lour.

121. A. Roxburghiana Miq. (প্রিয়ঙ্গু)

Fig.—Beddome, Fl. Sylv., t. 130 ; Wight, Ic. t. 166 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 222.

Ref.—F. B. I., i. 555 ; B. P. I., 317 ; Dymock, Pharm. Ind., 342 ; Watt, I, Pt. i.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, পশ্চিমবঙ্গ, মেদিনীপুর, উড়িষ্যা, কঙ্কণ ; জাভা, সুমাত্রা, মালয় উপদ্বীপ।

বিভিন্ন নাম—বা. স. হি. প্রিয়ঙ্গু।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল ও বীজ।

বর্ণনা—বড় গাছ। গাছের ছাল ফিকে ধূসরবর্ণ। পাকা ছাল পেয়ারা-গাছের মত খসিয়া যায়, কাষ্ঠ লালবর্ণ। পত্র ৪-৭ ইঞ্চি, পত্রিকা ১½-৪½ ইঞ্চি লম্বা, ২¾ ইঞ্চি চওড়া। ফুল $\frac{1}{12}$ ইঞ্চি ; বহির্ব্বাস পীতবর্ণ লোমাচ্ছাদিত, ফুলের পাপড়ী ৫টি, পীতবর্ণ ও দাঁতযুক্ত। ফল ¾ ইঞ্চি, জামের মত। বীজ ১-২টি হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ফল মিষ্ট, ধারক, বলকারক ও স্নিগ্ধকর। ফল খাইলে কষ্টকর ও যন্ত্রণাদায়ক প্রস্রাব নিবারণ করে। ফল পিত্তনাশক, জ্বরঘ্ন এবং কুষ্ঠরোগে হিতকর। বীজ ফলের তুল্য গুণবিশিষ্ট (Dymock)। (Fig. 121.)

Genus—MELIA Linn.

122. M. Azadirachta Linn. (নিম্ব)

Fig.—Bot. Mag., xxvii, t. 1066 ; Beddome, Fl. Sylv., t. 14 ; Wight, I. C., t. 17 ; Rheede, Hort. Mal., iv, t. 52.

Ref.—F. B. I., i. 544 ; Roxb., F. I., ii. 394 ; B. P., i. 314 ; Watt, v, Pt. 1, 211 ; Prain, Hooghly Howrah, 185 ; Voigt, H. S., 133.

আধুনিক নামকরণ অনুসারে নিম গাছের নাম *Azadirachta indica* Juss. বলা বিধেয়।

জন্মস্থান—ভারতের সকল স্থানেই জন্মে, বঙ্গদেশ, বর্ম্মা, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. নিম; সং. হি. নিম্ব, তা. ভেপুম্-সারাম; তে. সাপা; E. Margosa tree.

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল, শিকড়ের ছাল, ফুল, ছোটফল, বীজ, পত্র, আঠা ও তাড়ি।

বর্ণনা—বৃহদাকার বৃক্ষ, ৩০-৪০ ফুট উচ্চ। গাছের গুঁড়ি সরল, শাখা প্রশাখা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত। পত্র ৮-১৫ ইঞ্চি লম্বা। পত্রিকা ১-৩ ইঞ্চি লম্বা এবং ½-১½ ইঞ্চি চওড়া ৯-১৪ জোড়া, দণ্ডের দুইদিকে হয়। পুষ্প শ্বেতবর্ণ, মধুর ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট, ⅙-½ ইঞ্চি লম্বা, পুষ্পদণ্ড ৫-৮ ইঞ্চি লম্বা। কাঁচা ফল সবুজবর্ণ, পাকিলে পীতবর্ণ বা হরিদ্রাবর্ণ হয়। গর্ভাশয়ে ৩টি বিভাগ আছে। প্রত্যেক ফলে একটি বীজ হয়। ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল মাসে ফুল ও জুন-আগষ্ট মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ও সুশ্রুত সংহিতায় নিমের উল্লেখ আছে। ছাল তিক্ত বলকারক এবং ধারক। পাতা বাটিয়া গরম করিয়া ফোড়ায় দিলে এবং বসন্তের গুটিতে দিলে বসন্ত আরাম হয়। রস ক্রমিনাশক। অপক্ব ফোড়ায় নিমের পাতা তিলের সহিত পুলটিস দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। ফল বিরেচক ও ক্রিমিনাশক। নিমের তৈল বাত ও কুষ্ঠরোগে হিতকর। ইহা সাবান প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহার হয়। তৈল বাতে মালিশ করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। নিমের আঠা উত্তেজক। নিমের গাঁজা রস উদরাময়ে হিতকর। শুষ্ক ফুল, জ্বরের পর দৌর্ব্বল্যে বলকারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

নিমের ফল, ফুল, পাতা, ছাল এবং শিকড় প্রভৃতিকে পঞ্চ-নিম্ব বলে; এইগুলির দ্বারা অনেক ঔষধ প্রস্তুত হয়। নিমের শাখার বাতাস হাম ও পারদঘটিত রোগ আরাম করে। কথিত আছে, বৎসরের প্রথমে কেহ ৫-৮টি নিম্বপত্র ভক্ষণ করিলে সে বৎসর তাহার আর কোন রোগ হয় না। আরও কথিত আছে যে পৃথিবী হইতে যখন দেবতাদের ব্যবহারের

জন্য অমৃত স্বর্গে লইয়া যাওয়া হয় তখন উহার কয়েক ফোঁটা এই গাছে পড়িয়াছিল ; এই জন্য নিমের আর একটি নাম অমৃত।

মুসলমান বৈদ্যেরা বহু হাকিমী ঔষধে নিমের ব্যবহার করেন। নিম্ব জ্বরনাশক, ইহার পাতা অবিরাম-জ্বর নাশক বলিয়া খ্যাতি আছে। দুই আউন্স পরিমাণ নিম পাতার কাথ ১ পাইণ্ট জলের সহিত কয়েক দিন পান করিলে যকৃতের দোষ একেবারে সারিয়া যায়। উক্ত কাথ দেখিতে পীতবর্ণ।

নিমের তৈল উত্তেজক ও বিষদোষ নাশক, ইহা পুরাতন গরমী রোগ এবং ক্ষতে ব্যবহার করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। নিমের তৈল পাঁচড়া, কাউর ও দাদ আরাম করে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। নিমের তৈল ৫ মিনিম পরিমাণ দিবসে ২ বার খাইলে পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, পারাদোষ, কুষ্ঠ ও ক্রিমি নষ্ট হইয়া যায়। আমি ইহার তৈল ব্যবহার করিয়া পুরাতন ম্যালেরিয়া রোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছি (Major D. B. Spencer).

নিমের বিভিন্ন ঔষধের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

ত্বকচূর্ণ—১-৪ আনা, পত্রচূর্ণ—১-৪ আনা। স্বরসপত্র ১ তোলা ; কাথ ৫-১০ তোলা ; বীজ ২ আনা। নিমের ফল—কুষ্ঠ, কৃমি, অর্শ, মূত্ররোগে হিতকর। ফুল—বসায়ন ও মূত্রকারক।

রোগীকে নিমপাতার কাথ গুড়ের সহিত সেবন করাইলে সর্ব্বজ্বর আরাম হয়। গরম জলের সহিত নিমের ফল খাইলে তৎক্ষণাৎ শরীরের বিষ নষ্ট হয়। মধুর সহিত নিমপাতা ব্রণে প্রলেপ দিলে ব্রণ শোধিত হয়। গব্যঘৃতের সহিত নিমপাতা চূর্ণ কিংবা নিমপাতার সহিত আমলকী খাইলে বিস্ফোট, ক্ষত, কণ্ডু ও অম্লপিত্ত আরাম হয়। নিমপাতার রস ও মধু একত্রে সেবন করিলে ক্রিমি নষ্ট হইয়া যায়। অপক্ব ব্রণে নিমপাতা বাটিয়া দিলে ব্রণ শোধিত হইয়া পাকিয়া যায়। নিমফল ভেদক ও কুষ্ঠ নাশক। কচি নিমপাতা অর্দ্ধ আনা পরিমাণ বাটিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে, উক্ত বটিকা যষ্টিমধু চূর্ণ এবং জলের সহিত দিবসে ৩ বার সেবন করিলে বসন্তরোগ আরাম হয়। নিমপাতার কাথ গুড়ের সহিত সেবন করিলে দাহজ্বর আরাম হয়। শুঁঠ ও ধনের সহিত নিমগাছের ছাল ও মূলের ছালের কাথ খাইলে ম্যালেরিয়া জ্বর আরাম হয়।

নিমের ফুল ও পাতা বাটিয়া গরম করিয়া কপালে প্রলেপ দিলে বায়ুরোগগ্রস্ত শিরঃপীড়া আরাম হয়।

নিমের ফুল জলে ভিজাইয়া সেই জল পান করিলে অম্ল ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য আরাম হয়। নিমের আঠা সর্দ্দি, কাশি ও কফজ পীড়ায় হিতকর। ইহা অতিশয় বলকারক। নিমছালের কাথ ২ ছটাক মাত্রায় জ্বরের বিরামে কালে ৩ বার সেবন করিলে সবিরাম জ্বর আরাম হয়। পুরাতন রোগী ও প্রসূতি স্ত্রীলোকের পক্ষে নিম্ব অতিশয় হিতকর। ছোটগাছের ছাল অপেক্ষা বড়গাছের শিকড়ের ছাল বেশী উপকারী। নিমের টাট্‌কা পাতার কাথ পচন নিবারক। ইহা ঘা ও ফোড়ায় হিতকর। প্রসূত স্ত্রীলোকদিগের জননেন্দ্রিয় নিমের কাথদ্বারা

ধৌত করিলে সুতিকা দোষ নষ্ট হইয়া যায়। যখন গরু ও মানুষের বসন্তের গুটি ফাটিয়া পুঁজ হইতে থাকে তখন ইহার টাট্‌কা পাতা বসন্তের গুটি ফাটাইয়া দিবার জন্য হিন্দু কবিরাজরা ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। নিমের পাতা পোকা নষ্ট করে, ইহা পুস্তকের পাতায় দিলে আর পোকা ধরিতে পারে না :—

নিমের কাথ প্রভৃতির প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নিমছালের ক্কাথ—শিকড়ের ছাল খণ্ড খণ্ড করিয়া ৪ আউন্স পরিমাণ, ও জল ২ পাইন্ট লও। এইগুলি অগ্নিতে জ্বাল দিতে হইবে, যে পর্য্যন্ত না জল মরিয়া ১ পাইন্ট হয়। এই কাথই প্রকৃত ব্যবহারের উপযোগী হইল :—

ফলের ক্কাথ—কাঁচা ফল একটু বড হইলে ঐগুলি সংগ্রহ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে হইবে। পবিমাণ ছালেব ক্কাথের ন্যায়।

অরিষ্ট—মাটির ভিতরের শিকড়ের ছাল ৪ আউন্স লইয়া গুঁড়া করিয়া লও, উক্ত গুঁড়া ১ পাইন্ট Alcohol এ এক সপ্তাহ ভিজাইয়া রাখ, মধ্যে মধ্যে নাড়িতে হইবে, তৎপরে ছাঁকিয়া লইলেই বেশ অরিষ্ট (Tincture) হইল।

গুঁড়া—নিমের ছাল কিংবা ফল লইয়া গুঁড়া কর, উক্ত গুঁড়া ছাঁকিয়া লইলেই বেশ গুঁড়া তৈয়ারী হইল.

ফুলেব কাথ—৩ আউন্স ফুল লও, উক্ত ফুল ১ পাইন্ট গরম জলে ফেলিয়া পাত্রটি ১ ঘণ্টা ঢাকিয়া রাখিলে ফুলের কাথ হইল।

মাত্রা—ক্কাথ—১½-৩ আউন্স; অরিষ্ট—৩ ড্রাম; গুঁড়া—২ ড্রাম। প্রত্যেক ঔষধ ৩ বাব সেব্য।

নিমের শাখা ও কাণ্ড হইতে খেজুর গাছের রস বাহির করিবার ন্যায় যে রস বাহির করে উহাকে নিমের তাড়ি বলে। বড় গাছ হইতে সমস্ত দিনে ২—৮ বোতল তাড়ি বাহির হয়। নিমগাছের হাওয়া রোগীর পক্ষে হিতকর। শুষ্ক পাতার রস কুষ্ঠরোগ নাশক ও ম্যালেরিয়া রোগে হিতকর। (Fig. 122.)

123. M. Azedarach Linn. (ঘোড়ানিম)

Fig.—Bot Mag., t. 1066; Beddome, Fl. Sylv., t. 13; Bot. Reg., t. 643; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 219.

Ref.—F. B. I., i. 544; B. P., i. 313; Roxb., F. I., ii. 395; Watt, v, Pt. 1, 211; Prain, H. H., 186.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশের ২০০০-৩০০০ ফুট উচ্চ স্থানে দেখা যায়; উত্তর ভারতের বহু পরিমাণে জন্মে; হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনায় রাস্তার ধারে স্থানে স্থানে রোপিত আছে। বেলুচিস্থানের পার্ব্বতীয় প্রদেশে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—হি. মহানিম্ব, বকায়ন; বা. ঘোড়ানিম, মহানিম; সং. পর্ব্বতনিম্ব; তে. তুরকভেপা কন্দভেপা; তা. মালিয়া ভেপাম্। Eng. Persian Lilac Bead Tree.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, ছাল, ফুল, ফল।

বর্ণনা—অতি বৃহৎ বৃক্ষ ৪০-৫০ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ৯-১৮ ইঞ্চি লম্বা, পত্রিকা ½-৩ ইঞ্চি লম্বা, ⅙-১½ ইঞ্চি বিস্তৃত। পত্র প্রান্ত করাতের ন্যায়। এই নিমের পাতা দেশী নিমের পাতা অপেক্ষা ছোট কিন্তু বিস্তারে অধিক, ফুল মধু গন্ধ বিশিষ্ট ¼-⅓ ইঞ্চি লম্বা। গাছের পাতা বসন্তকালে পড়িয়া যায়। ফলে একটি বীজ হয়। কাষ্ঠ অতিশয় শক্ত, ভিতরের কাষ্ঠ লালবর্ণ। ফল সবুজবর্ণ, পাকিলে পীতবর্ণ হয়, ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা। ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত ফুল হইয়া থাকে। ফল নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই নিম্বকে পাবস্যদেশীয় নিম বা পাহাড়ী নিম বলে। ইহার ফুল ও পাতা বাটিয়া কপালে প্রলেপ দিলে স্নায়বিক মাথা ধরা আরাম হয়। পাতার রস, ক্রিমিনাশক ও মূত্রকর (Dymock)। ইহার পাতার কাথ আমেরিকায় হিষ্টিরিয়া রোগে ব্যবহার করে, ইহা ধারক ও পেটের পীড়া নিবারক। পাঁচড়ার উপর পাতার প্রলেপ দিলে পাঁচড়া আরাম হয়। ছাল ও পাতা কুষ্ঠ ও ফুলা রোগে ব্যবহৃত হয়। বীজ বাতরোগে হিতকর। বোম্বে প্রদেশে সংক্রামক রোগ নিবারণের জন্য ইহার বীজের মালা দরজায় ঝুলাইয়া দেয়। শিকড়ের ছাল ক্রিমি-নিবারক। ৪ আউন্স পরিমাণ ছাল ২ পাউণ্ড জলে সিদ্ধ করিয়া ১ আউন্স থাকিতে নামাইয়া যে কাথ হয় উহার অল্পপরিমাণ ৩ ঘণ্টা অন্তর শিশুদিগকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় কয়েকদিন সেবন করাইলে, উদরাময় ও সর্দ্দি আরাম হয়। আমেরিকায় শুষ্কফলের কাথ কৃমিনাশক বলিয়া ব্যবহার হয়। ফলের শাঁস অগ্নিদগ্ধ স্থানে লাগাইলে অগ্নিদাহজনিত যন্ত্রণা ও ক্ষত আরাম হয়। ইহা অধিক মাত্রায় ব্যবহার করা উচিত নহে; অধিক মাত্রায় সেবন করিলে সংজ্ঞাহীনতা, তিমির দৃষ্টি, চক্ষের তারকা বিস্তৃত হয়। ইহা বমনকারক ও বিরেচক। ৬টি কিংবা ৮টি বীজ খাইলে কলেরার ন্যায় ভেদ হয় এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। নিমপাতা শ্লেষ্মা তরল করে, ইহা খাইলে বুক-জ্বালা আরাম হয়। নিমফল ভেদক এবং মূষিক-বিষ নাশক। ইহার পাতা বসন্তরোগে হিতকর।

মহানিম্ব স্মৃতোদ্রেকা রম্যকো বিষমুষ্টিকঃ।
কেশমুষ্টি র্নিম্বকশ্চ কার্ম্মুকোজীব (ক) ইত্যপি॥
মহানিম্বোহিমোরাক্ষস্তিক্তোগ্রাহীকষায়কঃ।
কফপিত্তভ্রমচ্ছর্দ্দিকুষ্ঠহৃল্লাসরক্তজিৎ॥
প্রমেহশ্বাসগুল্মার্শোমূষিকবিষনাশনঃ। (Fig. 123.)

Genus—AMOORA Roxb.

124. A. cucullata Roxb. (আমুর-লাতমী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 224; Roxb., Cor. Pl., iii, t. 258.

Ref.—F. B. I., i, 560; B. P., i, 316; Roxb., F. I., ii, 212; Drury, Ind. Fl., i, 164; Prain, H. H., 186.

জন্মস্থান—সুন্দরবন, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনা; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—আমুর-লাতমী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—বৃহৎ বৃক্ষ, অতিশয় কম বাড়ে। শাখাপ্রশাখা মসৃণ। পত্র ২-৪ জোড়া। পাতা ৬-১৬ ইঞ্চি; পত্রিকা ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ½-¾ ইঞ্চি চওড়া, বোঁটা ⅛-½ ইঞ্চি। ফুল ছোট। পুংকেসর-নল বাটির মত, কিনারাগুলি ৬ ভাগে বিভক্ত। পুংকেসর-দণ্ড পত্রের সমান লম্বা। স্ত্রীপুষ্প মুকুলে অল্প থাকে, ⅛-⅙ ইঞ্চি। পুংপুষ্প ⅛ ইঞ্চি, পীতবর্ণ। বহির্ব্বাস তিন ভাগে বিভক্ত, পাপড়ী ৩টি, বীজে শাঁস লাগিয়া থাকে। ফল উজ্জ্বল নেবু রঙ বিশিষ্ট। অক্টোবর মাসে ফুল ও ডিসেম্বর মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শরীরের কোন স্থান মচ্‌কাইয়া যাইলে ইহার পাতা ছেঁচিয়া সেই স্থানে বাঁধিয়া দিলে প্রদাহ নিবারিত হয় (Prain, Flora Sunderban) (Fig. 124)।

125. A. Rohituka W & A. (তিক্তরাজ)

Fig.—Beddome, Fl. Sylv., t. 132; Griff., I. C. Plant. Asiat., iv, t. 589, Fig. 3; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 223.

Ref.—F.B.I., i. 559; Roxb., F. I., ii. 213; B.P., i. 316; Dymock, Pharm. Ind., i. 341; Prain, H. H., 186; Voigt, H. S., 134.

জন্মস্থান—আসাম, শ্রীহট্ট, কাছাড়, অযোধ্যা, কঙ্কন, পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিমঘাট, বর্ম্মা, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. তিক্তরাজ, পিৎরাজ, রোড়া, রয়না; স. রোহিতক; হি. হরিণ-হর্ম্মা; তা. সুরণ; তে. মুক্কুন্দ।

ব্যবহার্য্য অংশ—গাছের ছাল, তৈল। **মাত্রা**—কাথ ৫-১০ তোলা, কল্ক ২-৪ আনা।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ, ৩০-৪০ ফুট উচ্চ। পত্র ১-৩ ফুট, পত্রিকা ৩-৯ ইঞ্চি লম্বা, ১½-৪ ইঞ্চি বিস্তৃত। পুং পুষ্পদণ্ড পত্রের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কিছু ছোট বা সমান।

পুংপুষ্প ⅙ ইঞ্চি, স্ত্রীপুষ্প ⅛ ইঞ্চি লম্বা। ফল মসৃণ, গোলাকার, ফিকে পীতবর্ণ অথবা ঈষৎ লালবর্ণ, ১-১½ ইঞ্চি লম্বা; নরম ও শাঁসযুক্ত। ফলের বীজ হইতে আয়কর তৈল উৎপাদিত হয়। Hooker সাহেব সিকিম, তেরাই ও কারসিয়াং হইতে যে গাছ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার পাতা বড়, পত্রিকা ১২-১৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ৩-৬ ইঞ্চি বিস্তৃত। বোটানিক গার্ডেনে রোহিতক গাছ অনেকগুলি আছে। বর্ষাকালে ফুল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল ধারক (Watt)। পাকা ফলের তৈল বাতরোগে ব্যবহৃত হয়। রোহিতকের শাখা খণ্ড খণ্ড কাটিয়া হরিতকীর কাথে কিংবা গোমূত্রে ৭ দিন রাখিয়া পান করিলে, গুল্ম, মেহ, অর্শ, কামলা, কৃমি ও যাবতীয় উদরীরোগ আরাম হয়। ইহা প্লীহার পক্ষে হিতকর। রোহিতকের মূলত্বক শীতল জলে পেষণ করিয়া পান করিলে শ্বেতপ্রদর আরাম হয়। রোহিতক নেত্ররোগ-নাশক, ক্রিমিঘ্ন ও ব্রণ-নাশক (ভাবপ্রকাশ)। ইহা যকৃৎ, প্লীহা ও গুল্মরোগ-নাশক (রাজবল্লভ)। ইহার ছাল কটু, রসায়ন, কষায় ও বলবৃদ্ধিকর। (Fig. 125.)

Genus – SOYMIDA Juss.

126. S. febrifuga Juss. (রোহণ)

Fig.—Bentl. & Trim., Med. Pl., t. 53; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 228.

Ref.—F. B. I., i. 567; Watt, vi, Pt. 2; Dymock, Pharm. Ind., i. 336.

জন্মস্থান—উত্তরপশ্চিম, মধ্য এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষ, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি স্থানে প্রচুর দেখা যায়, ছোটনাগপুরে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. রোহণ; স. রোহিণী, পত্রাঙ্গ; তা. ভেথম্মারাম, তে. চেবামানু; Eng. Indian red wood.

ব্যবহার্য্য অংশ—গাছের ছাল।

বর্ণনা—বৃহৎ ও মূল্যবান্ কাষ্ঠ উৎপাদক এবং সবুজ পত্রাচ্ছাদিত উদ্ভিদ; কাষ্ঠ শক্ত, লালবর্ণ ও বহুদিনস্থায়ী। পত্র পক্ষাকার, ৯-১৮ ইঞ্চি, পত্রিকা ৩-৬ জোড়া, ১½-৫ ইঞ্চি লম্বা, ¾-২½ ইঞ্চি চওড়া, পাতার বোঁটা ছোট। পত্রের শিরা ১০-১৪টি: ফুল ⅓ ইঞ্চি, উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট, ঈষৎ সবুজ এবং শ্বেতবর্ণ, পুষ্পাধার ডিম্বাকৃতি ও ছোট, বীজকোষ উজ্জ্বল, উহাতে অনেক পক্ষযুক্ত বীজ থাকে। পুংকেসর বাটীর মত।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল দেখিতে অনেকটা মেহগনি কাষ্ঠের ছালের মত, উহা ধারক এবং বলকারক (Beng. Dispensatory)। গাছের ছাল কুইনাইনের ন্যায়

গুণ-বিশিষ্ট (Brit. Pharm.)। ইহা ধারক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ছাল ধারক, বলকারক ও কামোত্তেজক এবং জ্বরনাশক। ছালের ক্বাথ অবিরাম জ্বর ও দৌর্ব্বল্য নাশক এবং রক্ত আমাশয়ে ও উদরাময়রোগে হিতকর। ইহা অধিকমাত্রায় ব্যবহার করিলে স্নায়বিক অবসাদ আনয়ন করে, মাথা ঘুরে ও সংজ্ঞাহীন করিয়া দেয় (Ainslie)। অবিরাম জ্বর, রক্ত আমাশয়, শারীরিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি রোগে ইহার ছালের ক্বাথ ব্যবহার করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। মাত্রা—ছালের গুঁড়া ১ ড্রাম পরিমাণ দিবসে ২ বার ব্যবহার করিতে হয়। (Fig. 126.)

Genus—CEDRELA Linn.

127. C. Toona Roxb. (তুন)

Fig.—Wight., Ic., t. 161; Beddome, Fl. Sylv., t. 10; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 233; Brandis, Ill. For. Fl. N. W. Cent. Ind., t. 14.

Ref.—F. B. I., i. 568; B. P., i. 320, Watt, ii, Pt., 233; Roxb., F. I, i, 635; Prain, H. H., 187; Voigt, H. S., 137.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশের অরণ্যে, সিন্ধুনদের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে, দক্ষিণভারতে, সিকিম, বঙ্গদেশ, বর্ম্মা প্রভৃতি স্থানে, বঙ্গদেশের হুগলী, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর। হাওড়া ও ২৪-পরগনার অনেক স্থানে রোপিত আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. তুনগাছ; স. তুন, নন্দীবৃক্ষ; উ. মহানিম্ব; হি. তুন; ব. থিতকাদু।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল এবং ফুল।

বর্ণনা—বড় কাষ্ঠ উৎপাদক গাছ। পত্র ১-৩ ফুট, বসন্তকালে পাতাগুলি পড়িয়া যায়। পত্রিকা ২-৭ ইঞ্চি লম্বা, ¾-৩ ইঞ্চি চওড়া। ফুল সৌগন্ধযুক্ত, ⅙-⅕ ইঞ্চি লম্বা; বীজকোষ ¾-১ ইঞ্চি লম্বা। কাষ্ঠ লালবর্ণ, নরম ও উজ্জ্বল। পত্রিকা ৮-৩০ জোড়া, পত্রদণ্ডের বিপরীত দিকে হয়। বোঁটা ⅙-⅕ ইঞ্চি। ফুলের গন্ধ অতি মনোহর, পাপড়ী ⅕-⅙ ইঞ্চি লম্বা, উন্মুক্ত, লোমযুক্ত ও কমলালেবু রং বিশিষ্ট। পুংকেসর ৫টি মধ্যস্থলে স্থিত। বীজ ঈষৎ লাল ও ধূসরবর্ণ, পক্ষযুক্ত।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছাল ধারক। ছালের ক্বাথ পুরাতন রক্ত আমাশয়ে ব্যবহৃত হয় এবং ইহার জ্বরনাশক শক্তি আছে। ইহার ফুলকে বম্বে দেশে "গুলতুন" বলে, ইহা হইতে একপ্রকার লাল রং প্রস্তুত হয়, যেমন শিউলী ফুল এবং লটকন হইতে রং প্রস্তুত হয়; রঙের বর্ণ পীত। তুনের কাষ্ঠ মেহগনি কাষ্ঠের তুল্য। ইহার ছাল বালকদিগের উদরাময় ও রক্ত আমাশয় রোগে বড়ই হিতকর। (Fig. 127.)

Genus—CHICKRASSIA Linn.

128. C. tabularis Juss. (চিক্রাশি)

Fig.—Wight, Ill., i, t. 56 ; Beddome, Fl. Sylv., t. 9 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 229.

Ref.—F. B. I., i. 567 ; B. P., i. 310 ; Roxb., F. I., i. 635.

জন্মস্থান—ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম, বর্মা এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষ।

বিভিন্ন নাম—বা. চিক্রাশি ; আ. বগাপমা ; তা. আগলাই থাগক ; তে. মাদাগোরী-ভমবু ; ব. ইম্মা-ইয়েজমা।

ব্যবহার্য্য অংশ—গাছের ছাল।

বর্ণনা—বড় কাষ্ঠ উৎপাদক বৃক্ষ। পাতার অগ্রভাগ সরু, কাষ্ঠ ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ, বাহিরের কাঠ ফিকে, কাণ্ড সরল। পত্র পক্ষাকার ; পত্রিকা ১০-১২টি পত্রদণ্ডের উভয় দিকে হয়, ২½-৫ ইঞ্চি। ফুল ফিকে সবুজবর্ণ, ½-১ ইঞ্চি, বহির্ব্বাস লম্বাকৃতি, বিস্তৃত ও অবনত, চাঁপা ফুল ফুটিলে যেরূপ দেখায়। বীজকোষ ১½ ইঞ্চি প্রশস্ত, উজ্জ্বল ধূসরবর্ণ; বীজগুলি কোষের মধ্যে ঘেঁসাঘেঁসিভাবে থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছাল ধারক, জ্বরে কুইনাইনের কাজ করে। কাষ্ঠে উৎকৃষ্ট বাক্স ও সিন্দুক প্রস্তুত হয়। (Fig. 128.)

XXXII. OLACINEAE

Genus—OLAX Linn.

129. O. scandens Roxb. (ককো আরু)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., iii, t. 102 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med., t. 232B.

Ref.—F. B. I., i, 575 ; B. P., i, 324, Watt, v, Pt. 2, 479 ; Roxb., Fl. I., i, 163.

জন্মস্থান—বেহার, ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম।

বিভিন্ন নাম—বা. ককো আরু ; সাঁওতাল—হুন্দ ; হি. ধৌনথালি।

ব্যবহার্য্য অংশ—বৃক্ষের ত্বক্।

বর্ণনা—বৃহৎ লতানে উদ্ভিদ্, কাণ্ড স্থূল, ব্যাস ৬-৮ ইঞ্চি। শাখাপ্রশাখা শক্ত, এবং বক্র। পত্র ১½-২ ইঞ্চি, পীতের আভাযুক্ত সবুজবর্ণ, নীচের দিকে লোমযুক্ত;

বোঁটা ½-⅙ ইঞ্চি। ফুল এক একটি হয়, পুষ্পদণ্ড পত্রের পরিমাণের অর্দ্ধেক, ফুল ছোট, শ্বেতবর্ণ। বহির্ব্বাস লোমযুক্ত, পাপড়ী ৩-৬টি, অবনত পুংকেসর ৩টি, গর্ভকেসর লম্বা। ফল গোলাকৃতি, ফলের কতক অংশ বহির্ব্বাস-দ্বারা আবৃত।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছোটনাগপুরে ইহার ছাল জ্বরে ও রক্তহীনতায় ব্যবহৃত হয় (Campbell)। (Fig. 129.)

XXXIII. CELASTRINEAE

Genus—CELASTRUS Willd.

130. C. paniculatus Willd. (মালকাঙনী)

Fig.—Wight, Ill., 179, t. 72; I. C., t. 158; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., i, 235.

Ref.—F. B. I., i, 617; B. P., i, 329; Watt, ii, Pt. ii, 237; Roxb., F. I, i, 622-23.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বঙ্গদেশ, ও হিমালয় প্রদেশের ১-৪০০০ ফুট উচ্চে। পূর্ব্ববঙ্গ, বেহার, আসাম, দক্ষিণ ভারতবর্ষ ও বর্ম্মা। বঙ্গদেশে খুব কম দেখা যায়। "বোটানিক গার্ডেন, শিবপুরে অনেক গাছ আছে।"

বিভিন্ন নাম—স. কঙ্গুণী; বা. মালকাঙনী; হি. মালকাঙ্গনী; বোম্বে কাঙ্গুনী; লেপ্‌চা রুগলিম; তা. অতিপারিচ-কাম, তে. মালকাঙ্গুনী-বিত্তুলু।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, পত্র ও তৈল।

বর্ণনা—সরু বৃক্ষারোহী গুল্ম, শাখা অবনত, পাতা ২½-৫ ইঞ্চি লম্বা, ১¼-২½ ইঞ্চি বিস্তৃত, প্রায় গোলাকার। ফুল পীতাভ সবুজবর্ণ, ফুলের পাপড়ী ⅟₁₂ ইঞ্চি লম্বাকৃতি। পুষ্পদণ্ড লম্বা, ইহাতে চতুর্দ্দিকে গুচ্ছবদ্ধ ফুল ও ফল হয়, ফল সবুজবর্ণ। বীজ হইতে জ্বালানী তৈল উৎপাদিত হয়। গাছের ছাল পীতবর্ণ, কাষ্ঠ আঁশযুক্ত, কর্কের ন্যায় নরম ও ছিদ্রযুক্ত। বীজকোষ ঈষৎ গোলাকার, উজ্জ্বল পীতবর্ণ। বীজ ⅙ ইঞ্চি, পীতবর্ণ, লাল আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ উত্তেজক; বাত, পক্ষাঘাত ও কুষ্ঠে বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয়। পাতার ৪ তোলা পরিমাণ রস অধিক-অহিফেন-সেবনজনিত অভ্যাসের প্রতিষেধক। বীজ গুঁড়া করিয়া গোমূত্র-যোগে পাঁচড়ায় লাগাইলে উহা আরাম হয় (Dymock)। বীজের তৈল বেরিবেরি রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ; মাত্রা—১০-১৫ ফোঁটা, দিবসে দুই বার সেবন করিতে হয়।

সাঁওতালেরা উদরাময়ে ইহার তৈল ব্যবহার করে (Campbell)। বীজ-চূর্ণ ফোড়ায় প্রলেপ দিলে ফোড়া আরাম হয় (Moodeen Sheriff)। ভিজাগাপট্টম ও মুসলীপট্টম হইতে আনীত ইহার কৃষ্ণবর্ণ তৈল বেরিবেরি রোগে প্রয়োগ করিয়া আমি ৪০ বৎসর কাল উপকার পাইয়াছি। এই ঔষধটি বেরিবেরির অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও ফলপ্রদ রোগে ইহার প্রধান গুণ এই যে ইহাতে প্রস্রাব বৃদ্ধি করে ও ফুলা কমাইয়া দেয়। বেরিবেরি রোগে চিকিৎসকগণ রোগীকে জল খাইতে দেন না, কিন্তু আমার মতে ইহা অতিশয় ক্ষতিকারক। রোগীকে পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া উচিত। আমি এই তৈলে অনেক শোথ ও বেরিবেরি আরাম করিয়াছি (Dr. B. D. Basu)।

ইহার বীজ উত্তেজক ও স্মৃতিশক্তিবর্দ্ধক। অনেক পণ্ডিত স্মরণশক্তি বাড়াইবার জন্য তাঁহাদের ছাত্রদিগকে উহার তৈল ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। (Fig. 130.)

XXXIV. RHAMNACEAE

Cenus—VENTILAGO Gaertn.

131. V. maderaspatana Gærtn. (রক্তপীট)

Fig.—Wight, Ic., t. 163 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 238A.

Ref.—F. B. I., i, 631 ; B. P., i, 334 ; Watt, vi, Pt 4, 227 ; Roxb., F. I., i, 334 ; Brandis, For. Fl., 96.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, পশ্চিমভারত, মহীশূর, মাদ্রাজ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, হুগলী গোঘাটের নিকটবর্ত্তী স্থানে।

বিভিন্ন নাম—বা. রক্তপীট ; হি. পিট্টি ; তা. ভেমবেদাম , স. রক্তবল্লী।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় ও ছাল।

বর্ণনা—বৃক্ষারোহী লতা, যে গাছের তলদেশে জন্মে তাহার শাখা পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। পাতা ডিম্বাকৃতি ও উজ্জ্বল। পাতার আকৃতি অনেকটা তুলসী পাতার ন্যায়। শিরা ৬-৮ জোড়া। ফুল অবনত বোঁটায় থাকে, ছোট ছোট। ফল ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, ¾ ইঞ্চি চওড়া, মটরের ন্যায়। শিকড় ½-১ ইঞ্চি মোটা, ঈষৎ লালবর্ণ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছাল পেট-ফাঁপা-নিবারক ও উত্তেজক। ইহা অম্লরোগ, দৌর্ব্বল্য এবং সামান্য জ্বরে ব্যবহৃত হয় (Moodeen Sheriff)। ইহার ছাল মাদ্রাজ ও মহীশূর দেশে লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ রং প্রস্তুত করিতে ব্যবহার করে। Ainslie বলেন ইহার ছালের গুঁড়া তিল তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া চর্ম্মরোগের ঔষধ প্রস্তুত কার্য্যে ব্যবহৃত হয় (Watt)। ইহার রংকে পোপলি বলে। মহীশূর দেশে ইহা একটী বনজাত আয়কর দ্রব্য। (Fig. 131.)

132. V. maderaspatana Gærtn. (রক্তপীট)

Var. calyculata King.

Fig.—Roxb., Cor. Pl., i. 55, t. 76 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 238B.

Ref.—F. B. I., i. 631 ; B. P., i. 335 ; Roxb., Fl. Ind., i. 629 ; Prain, H. H., 188 ; Voigt, H. S., 146.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, সিংহভূম, নেপাল, ভুটান, শ্রীহট্ট, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, গোঘাটের নিকটবর্ত্তী স্থানে।

বিভিন্ন নাম—বা. রক্তপীট ; সামতাল—বঙ্গ সার্জম ; তে. অপচিরতথলি।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল ও নবম শাখা।

বর্ণনা—ইহা একটী শক্ত লতানে গাছ ; আঁকড়ী অতিশয় শক্ত ; ত্বক্ ধূসরবর্ণ। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ১-১½ ইঞ্চি বিস্তৃত, লম্বাকৃতি ; পাতার অগ্রভাগ সূচাল ও কোমল লোমাবৃত, শিরা ৬-৮ জোড়া, বোঁটা ⅙-⅓ ইঞ্চি, লোমযুক্ত। বহির্ব্বাস লোমযুক্ত, পাঁচ ভাগে বিভক্ত, পাপড়ী ৫টি। ফুল ঈষৎ সবুজবর্ণ ও ছোট। ফল গোলাকৃতি, ½ ইঞ্চি।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছালের রস এবং নরম শাখা ছোটনাগপুর প্রদেশের লোকে জ্বর-জনিত বেদনায় গায়ে লাগাইয়া দেয় (Campbell)। Dr. King বলেন যে, এই গাছটী V. maderaspatana গাছের তুল্য (Journ. Asiat. Soc., Bengal, lxv, 372)। Mr. Duthieও তাঁহার Flora Upper Gangchi Plain নামক পুস্তকের ১৬২ পৃষ্ঠায় এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। দুইটি উদ্ভিদ্ দেখিতে প্রায় একই প্রকার, তবে উভয়ের মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। (Fig. 132.)

Genus—ZIZYPHUS Juss.

133. Z. oenoplia Mill. (সেয়াকুল)

Fig.—Talbot, For. Fl. Bombay, i. 297, Fig. 176.

Ref.—F. B. I., i. 634 ; B. P., i. 334 ; Roxb., Fl. Ind., i. 611 ; Prain, H. H., 188 ; Voigt, H. S., 145 ; Gamble, Ind. Timb., 183 ; Brandis, Ind. Trees, 170 (1906).

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র জঙ্গলের ধারে, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন (শিবপুর)।

বিভিন্ন নাম—স. শৃগালকেলি, লঘু বদরী ; বা. সেয়াকুল ; হি. মাকাই।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, শিকড় ও ছাল।

বর্ণনা—কাঁটাযুক্ত লতানে বৃক্ষারোহী উদ্ভিদ্, নূতন পাতা কোমল লোমযুক্ত, পত্রগুলি দাঁতযুক্ত। ডালে এক একটি কাঁটা আছে, কাঁটা বক্র ও ছোট। ফুল মসৃণ লোমযুক্ত, পাপড়ী ত্রিকোণাকার। পুংকেসর ২টি মধ্যস্থলে থাকে। ফল গোলাকৃতি, সবুজবর্ণ পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়। আঁটি শক্ত, শাঁস নাই বলিলেই হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার নূতন ত্বক্ ক্ষতরোগ আরাম করে। মাত্রা—মূল-ত্বক্ ৪-১০ আনা; পত্রাস্ক—৮-১০ আনা; ত্বকের কাথ—১০ তোলা। (Fig. 133.)

134. Z. Jujuba Linn. (কুল)

Fig.—Wight, I. C., t. 99; Hook, Journ. Bot., i. 320, t. 149 Brandis, For. Fl., 86, t. 17; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 239.

Ref.—F. B. I., i. 632; B. P., i. 333, Roxb., F. I., i. 608; Prain, H. H., 188; Voigt, H. S., 145.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে ও ভারতের সর্ব্বত্র চাষ হয়, বঙ্গদেশের জঙ্গলে ও অরণ্যে প্রচুর জন্মে। হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন (শিবপুর)।

বিভিন্ন নাম—স. বদরী, সৌবীর; বা. কুল; হি. বয়ের; তে. রেগাবাণ্ডা; তা. এলান্দাপ-পাজাম; Eng. Jujuba fruit.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, পত্র, শিকড়।

বর্ণনা—মধ্যমাকৃতি কাঁটাযুক্ত উদ্ভিদ্। ইহার পত্র বসন্তকালে পড়িয়া যায়। ছোট শাখায় ও পুষ্পে ঘন ঘন লোম আছে। গাছের কাঁটা নিম্নদিকে অবনত। পুরাতন গাছ অপেক্ষা নূতন গাছের কাঁটা একটু লম্বা; অধিকদিনের পুরাতন গাছের ডালে প্রায়ই কাঁটা থাকে না। ত্বক্ ½ ইঞ্চি, গাঢ় ধূসরবর্ণ, মধ্যে মধ্যে কাঁটা আছে। কাণ্ড ঈষৎ রক্তবর্ণ, পত্র ১-২½ ইঞ্চি লম্বা, ¾-২ ইঞ্চি বিস্তৃত, গাঢ় সবুজবর্ণ, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বৃন্ত ⅒-½ ইঞ্চি এবং ছোট। ফলে শাঁস আছে। গর্ভকেসর-দণ্ড দুইটি মধ্যস্থলে একত্র। ফল সবুজবর্ণ, পাকিলে পীত অথবা কমলানেবু রঙ্গ-বিশিষ্ট। আর একপ্রকার কুল গাছ আছে উহা আকৃতিতে ক্ষুদ্র, এই গাছ মাঠে ও নদীর বাঁধে দেখা যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শাস খাইতে অম্লমধুর, পাকিলে মিষ্ট। কুল রক্ত পরিষ্কার করে ও পরিপাক-শক্তি বাড়াইয়া দেয়। ত্বক্ উদরাময়-নাশক, শিকড়ের কাথ জ্বরনাশক,

শিকড়ের গুঁড়া ক্ষতে দিলে ঘা আরাম হয়। ইহার পত্র মূত্ররোধ-রোগে প্রলেপস্বরূপ ব্যবহৃত হয় (Baden-Powell)। কঙ্কন দেশে ইহার নূতন পত্র এবং যজ্ঞ ডুমুরের (Ficus Glomerata) পত্র বাটিয়া বিছার কামড়ে প্রলেপ দেয়। ইহার শিকড় জ্বররোগে ব্যবহৃত হয়।

অতিসারে—কুলের শাঁস দেড়পোয়া, গব্যঘৃত আধপোয়া, দাড়িম্ব ২ তোলা মাটীর হাঁড়িতে পাক করিবে, উহাতে কিছু তৈল দিবে।

স্বরভঙ্গে ও কাশে—কুলপাতা পেষণ করিয়া সৈন্ধবলবণযোগে গব্যঘৃতে ভাজিবে কিংবা কুলপাতার পিষ্টক ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিবে।

অতিসারে—কুলের মূলচূর্ণ মধুর সহিত বাটিয়া খাইবে (সুশ্রুত)।

প্লীহাতে—কুলপাতা তৈলসহ শিলায় পেষণ করিয়া প্লীহাস্থানে আস্তে আস্তে মর্দ্দন করিবে। এইরূপে কয়েকদিন করিলে প্লীহা সহজ-অবস্থা প্রাপ্ত হয় (বাগভট্ট)।

রক্তাতিসারে—কুলগাছের মূলের ছাল, ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া মধুর সহিত পান করিলে রক্তাতিসার আরাম হয় (চক্রদত্ত)। (Fig. 134.)

XXXV. AMPELIDEAE

Genus—LEEA Linn.

135. L. crispa Linn. (বনচালিদা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 255.

Ref.—F. B. I., i. 654, B. P., i. 340; Voigt, H. S., 29; Watt, IV, Pt. ii, 517.

জন্মস্থান—পূর্ব্ববঙ্গ, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, বর্ম্মা, সিকিম, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বনচালিদা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, মূল।

বর্ণনা—সরল গুল্ম, শাখাগুলি অবনত। পত্রিকা ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা, ১½-৩½ ইঞ্চি বিস্তৃত। শাখার দুইদিকে পত্র হয়; পত্রগুলি লম্বা, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, পত্রের বোঁটার দিক্ ক্রমশঃ সরু, কিনারা দাঁতযুক্ত। বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। পত্র পক্ষাকার, ফল চেরিফলের ন্যায়, কৃষ্ণবর্ণ এবং নরম। পত্রের উপরিভাগ ঢেউ খেলান। পত্রিকা ৫টি থাকে। বহির্ভাগে দাঁতযুক্ত, পাপড়ী ৫টি। পুংকেসর বাহিরে থাকে, ৫ভাগে বিভক্ত নলাকার। ফল ক্ষুদ্র, ৩-৬টি একসঙ্গে হয়। বীজ ৩-৬টি হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কোনস্থানে আঘাত লাগিলে ইহার পাতা ছেঁচিয়া দেয়। (মূলের রসে পোকা নষ্ট করে)(Dymock)। (Fig. 135.)

136. L. macrophylla Roxb. (ঢোলসমুদ্র)

Fig.—Wight, I. C., t. 1154; Griff., I. C. Pl. Asia, 645, Fig. 1; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 254.

Ref.—F. B. I., i. 664; B. P., i. 341; Watt, IV, Pt. II, 617; Prain, H. H, 189; Voigt, H. S., 29.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বেহার, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর; বন-জঙ্গলের ধারে সচরাচর দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. ঢোলসমুদ্র; স. ঢোলসমুদ্র, সমুদ্রক।

ব্যবহার্য্য অংশ—কন্দ, শিকড়।

বর্ণনা—১-৩ ফুট উচ্চ গুল্ম। ইহার নিম্নের পত্র ২ ইঞ্চি বিস্তৃত, উপরের পত্র ১ ইঞ্চি, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, পাতার কিনারা দাঁতযুক্ত ও কোমল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ১ ফুট, বহু শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট। পুষ্প ছোট, শ্বেতবর্ণ ও নরম। ইহার শিকড় হইতে একপ্রকার রং প্রস্তুত হয়। ফল ছোট চেরিফলের ন্যায়, মসৃণ, কৃষ্ণবর্ণ ও কোমল। বহির্বাস ৫টি, পাপড়ী ৫টি।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কন্দ (Tuber) গিনি পোকা নষ্ট করে। মূল গুঁড়া করিয়া ঘায়ে দিলে ঘা সত্বর আরাম হয়। শিকড় ধারক এবং দদ্রু-বিনাশক বলিয়া খ্যাত আছে। কচি পাতা শাকের ন্যায় রন্ধন করিয়া খাওয়া যায় (Roxb.)। বর্ম্মাদেশীয় লোকেরা কর্ত্তিত স্থানে ইহার পাতা মর্দ্দন করিয়া রক্ত-পড়া বন্ধ করে (Muson)। (Fig. 136.)

137. L. sambucina Willd. (কুকুরজিহ্বা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii. 26; Wight, I. C., t. 78; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 256.

Ref.—F. B. I., i. 666; B. P., i. 340; Prain, H. H., 189; Voigt, 30.

জন্মস্থান—ভারতের গ্রীষ্মপ্রধান স্থান, পূর্ব্ববঙ্গ, চট্টগ্রাম, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. কুকুরজিহ্বা; তে. আদ্রকাদোষ; মারহাট্টা—কারকালী।

ব্যবহার্য্য অংশ—কন্দ ও পত্র।

বর্ণনা—১০ ফুট উচ্চ গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্; ডালগুলি সরল, পত্র লম্বাকার, ৩½-৪ ইঞ্চি লম্বা; পত্রিকা পত্রদণ্ডের ২ দিকে জোড়া জোড়া জন্মে এবং অগ্রভাগে এক হয়। পত্রের অগ্রভাগ সরু। পত্রের প্রান্তদেশ করাতের ন্যায় দাঁতযুক্ত। পত্রিকা কতকটা শিউলী

ফুলের পত্রের ন্যায়। ফুল সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ ফল চেরিফলের ন্যায়। ফলের শাঁস নাই।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শিকড়ের ক্বাথ পিপাসা ও পাকস্থলার বেদনা-নিবারক। গোয়া নামক স্থানে ইহার শিকড়কে "রতনহিয়া" Ratanhia বলে। পোর্টুগীজেরা ইহাকে পুরাতন উদরাময় ও রক্ত আমাশয় নিবারক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার অগ্নিতে ঝলসান পাতা মস্তক-বেদনা-নিবারক। তরুণ পাতার রস হজমি-কারক (Dymock)। (Fig. 137.)

138. L. aequata Linn. (কাকজঙ্ঘা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 258.

Ref.—F. B. I., i. 668; B. P., i. 340; Roxb., F. I., i. 655; Prain, H. H., 189; Voigt, H. S., 30.

জন্মস্থান—মধ্য ও পূর্ব্ববঙ্গ, চট্টগ্রাম, আসাম, শ্রীহট্ট, সুন্দরবন, পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর; সচরাচর জঙ্গলের ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. কাকজঙ্ঘা, পারাবত-পদী; সং. নদীকান্তা।

ব্যবহার্য্য অংশ—কন্দ, পত্রাদি; মাত্রা—মূলের কল্ক ২-৪ আনা, ক্বাথ—৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় কোমল শাখাবিশিষ্ট উদ্ভিদ্। শাখা ও পত্রে লোম আছে। পত্রিকা ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা, ২-৪ ইঞ্চি বিস্তৃত, পত্রের কিনারা দাঁতযুক্ত, পুষ্পদণ্ডে পুষ্প ঘন-সন্নিবদ্ধ; ফল কৃষ্ণবর্ণ ও শুষ্ক, দেখিতে মটরের ন্যায়। নদীর ধারে অথবা জলা ভূমিতে গাছগুলি ভাল জন্মে। ইহার শাখায় গাঁট আছে, দেখিতে কাকের জঙ্ঘার মত। ফুল বর্ষায় হয়; ফল চেপ্টা ৬ কোণবিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ড ২-৫ ইঞ্চি লম্বা।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শাখা ও কন্দ ধাবক। রস জলে দিলে জমিয়া যায়। কাকজঙ্ঘা মস্তকে ধারণ করিলে অনিদ্রাগ্রস্ত রোগীর নিদ্রা হয় (চক্রদত্ত)। ইহার কল্ক দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে যক্ষ্মা রোগীর রোগের উপশম হয়। ইহার ক্বাথে সৈন্ধব লবণ ও তেঁতুল মিশ্রিত করিয়া পান করিলে প্লীহা আরাম হয়। মূল চর্ব্বণ করিয়া পোকা ধরা দাঁতে টিপিয়া দিলে পোকা পড়িয়া যায়।

কাকজঙ্ঘা চ তিক্তোষ্ণা রক্তপিত্তজ্বরাপহা।
কৃমিদোষ-হরী বর্ণ্যা বিষদোষ হরা মতা (ধন্বন্তরী নির্ঘণ্ট)

কাকজঙ্ঘা হিমতিক্তা কষায়া কফপিত্তজিৎ।
নিহন্তি জ্বরপিত্তাস্রব্রণ-কণ্ডুবিষকৃমীন্॥ (ভাবপ্রকাশঃ)।

(Fig. 138.)

Genus—VITIS Linn.

139. V. quadrangularis Wall. (হাড়জোড়া)

Fig.—Wight, I. C., t. 51 ; Rheede, Hort. Mal., vii, t. 14 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 246.

Ref.—F. B. I., i. 645 ; B. P. I., 338 ; Watt, vi, Pt. 1, 256 ; Roxb., F. I., i, 407 ; Dymock, Pharm. Ind., i. 362 ; Prain, H. H., 188 ; Voigt, H. S., 27.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র, বনে-জঙ্গলে দেখা যায় ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা ; বোটানিক গার্ডেন (শিবপুর) ও নিকটবর্ত্তী স্থানে বহু পরিমাণে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. হাড়জোড়া, স. অস্থিসংহার ; তা. পেরুণ্ডেইকডি ; তে. নুল্লে-কটিগে।

ব্যবহার্য্য অংশ—শাখা ও পত্র।

বর্ণনা—লতানে উদ্ভিদ্, অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; কখন কখন পত্রহীন দেখায়, পত্র ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ৩-৫ অংশে বিভক্ত, কিনারাগুলি করাতের মত কর্ত্তিত। পুষ্পগুচ্ছ ক্ষুদ্র বোঁটায় থাকে, চিক্কণ লোমযুক্ত। ফল গোলাকার লালবর্ণ ও রসাল, মটরের মত। সিংহলের লোকে ইহার ডাঁটা তরকারী করিয়া খায়। গাছের আঁকড়ী লম্বা ও নরম, ফুলের পাপড়ী ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু শ্বেতবর্ণ। লতার ডাঁটা একটি গাঁইটের সহিত মাটীতে ফেলিয়া দিলে তাহা হইতে গাছ হয়, এইজন্য ইহার আর একটি নাম কাণ্ডবল্লী।

ঔষধার্থে ব্যবহার—তামিল-দেশীয় কবিরাজেরা ইহার পত্র ও নরম ডাঁটা গুঁড়া করিয়া অম্ল ও পাক-যন্ত্রের পীড়ায় প্রয়োগ করে। মাত্রা ২ ক্রুপল, দিবসে ২ বার (Ainslie)। কাণ্ডের রস কর্ণের পূঁয-নিবারক ও অনিয়মিত ঋতুস্রাবে প্রদত্ত হয় ; কাণ্ড অগ্নিতে ঝলসাইয়া ২ তোলা রস, ২ তোলা গব্য-ঘৃত, ১ তোলা গোপীচন্দন ও অল্প পরিমাণ চিনি সহ দিবসে ২ বার সেব্য (Dymock)।

কোন স্থান ভাঙ্গিয়া গেলে ও পতন-জনিত বেদনায় ইহার রস, গব্যঘৃত ও দুগ্ধের সহিত পান করিলে বেদনা সারিয়া যায় (চক্রদত্ত)। ইহার কাণ্ডের রস ও খোসা-ছাড়ান মাষকলাই একত্রে বাটিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে, সেই বটিকা তিল তৈলে ভাজিয়া খাইলে বায়ুরোগ দূর হয়। ইহার বায়ুনাশক শক্তি অধিক আছে। চরক-সংহিতায় ইহার উল্লেখ নাই এবং অস্থিভঙ্গ-রোগে সুশ্রুত সংহিতায় ব্যবহার নাই।

অস্থিভগ্নেঽস্থিসংহারো হিতো বল্যোঽনিলাপহঃ। (রাজবল্লভঃ)।

ইহা বাত ও শ্লেষ্মনাশক, ক্রিমিঘ্ন, বৃষ্য ও পবিপাকশক্তি-বৃদ্ধিকারক। (ভাবপ্রকাশঃ)।

(Fig. 139.)

140. V. pedata Vahl. (গোয়ালে লতা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vii, t. 10; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 253.

Ref.—F. B. I., i. 661; B. P., i. 339; Roxb., F. I., i. 413; Prain, H. H., 189.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গ; হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনার সকল স্থানে প্রচুর দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. গোধাপদী; বা. গোয়ালে লতা।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—লতানে গাছ, কাণ্ড নরম, পাতা কোমল, টিপিলে ভাঙ্গিয়া যায়। শিকড় বক্র। পত্র ৭টি পত্রিকায় বিভক্ত। পত্রিকা ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা, ১½-৩ ইঞ্চি চওড়া। পাতার কিনারা কত্তিত। পুষ্পদণ্ড পাতার ডাঁটার সমান। ফুল উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট, সবুজবর্ণ, উহাতে ঈষৎ ধূসরবর্ণ লোম আছে। ফল ৪টি বীজ-বিশিষ্ট, ½ ইঞ্চি, গোলাকার, ধারের দিকে চেপ্টা, শ্বেতবর্ণ। গোয়ালে লতা সাধারণতঃ দুই প্রকার, ছোট গোয়ালে ও বড় গোয়ালে। বড় গোয়ালে বা ছয়-আঙ্গুলে গোয়ালেই সাধারণতঃ ঔষধে ব্যবহৃত হয়। অগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ফুল ও অক্টোবর-জানুয়ারী মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার রস ধারক (Dymock)।

গোয়ালে লতার ক্বাথে গব্য ঘৃত, তিল তৈল এবং দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মূত্ররোধ নিবৃত্তি পায়।

গোয়ালে লতার পাতা কষায় ও ধারক। ইহার মূলের কাথ রক্তমূত্র অথবা অপর প্রকার রক্তস্রাব নিবারক।

ইহার মূল পেষণ করিয়া মাষকলায়ের বড়ার সহিত খাইলে শ্লীপদ জনিত জ্বর আরাম হয়। (Fig. 140.)

141. V. trifolia Linn. (আমললতা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vii, t. 9; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 252.

Ref.—F. B. I., i. 654; F. I., i. 409; B. P., i. 338; Prain, H. H., 189; Viogt, H. S., 28.

জন্মস্থান—পূর্ব্ববঙ্গ, সুন্দরবন, ভারতের গ্রীষ্মপ্রধান স্থান, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বনজঙ্গলে দেখা যায়, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. আমলাপর্ণ; বা. শণকেসর; আমললতা; হি. আমলবেল; তা. মেকজেত্তানিচেড়ু।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও শিকড়।

বর্ণনা—লতানে গাছ, কাণ্ড নরম বহু শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট, মসৃণলোমযুক্ত; আঁকড়ী লম্বা ও নরম। পত্রিকা ৩টি, ২-৬ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি গোলাকার, কিনারায় দাঁত আছে। ফুল শ্বেতবর্ণ ও বড়। ফুলের বোঁটা পাতার বোঁটার সমান। ফল ½ ইঞ্চি, গোলাকার, শাঁসযুক্ত, ২টি বীজবিশিষ্ট, বীজ ¼ ইঞ্চি লম্বা, ⅙ ইঞ্চি চওড়া, ত্রিকোণাকার। এপ্রেল-সেপ্টেম্বর মাসে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—গরুর কাঁধের ঘায়ে ইহার পাতার পুলটিস দেয় (Elliot)। শিকড় গোলমরিচের সহিত বাটিয়া ফোড়ায় দিলে ফোড়া আরাম হয়। হিন্দিতে ইহার শিকড়কে "কামরাজ" বলে, ইহা ধারক ঔষধ রূপে ব্যবহার হয়। (Fig. 141.)

142. V. vinifera Linn. (আঙ্গুর)

Fig.—Lamarck, Ill., i, t. 145; Bentl. & Trim., Md. Pl., t. 66.

Ref.—F. B. I., i. 652; Dymock, Pharm. Ind., i. 357; Brandis, For. Fl., 98; Voigt, H. S., 29.

জন্মস্থান—উত্তর-পশ্চিম হিমালয় প্রদেশে জঙ্গলে বহু পরিমাণে জন্মে; উত্তর-পশ্চিম ভারতে চাষ হয়; বঙ্গদেশে বাগানে রোপণ করে, হুগলী হাওড়ার বাগানে কদাচ দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. দ্রাক্ষা, কাশ্মীরিকা; বা. আঙ্গুর; তা. কড়িমনৃডী; তে. দ্রাক্ষাপণ্ডু।

ব্যবহার্য্য অংশ—শুষ্কফল, আঙ্গুর ও পত্র।

বর্ণনা—শক্ত লতা; আঁকড়ী লম্বা পাকান। পত্রের উপর দিক্ লোমযুক্ত, বসন্তকালে পাতা পড়িয়া যায়। পাতার আকৃতি দেখিতে করলা উচ্ছের পাতার ন্যায়। পত্রের গোড়ার দিক হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ৫ ভাগে বিভক্ত, কিনারাগুলি দাঁতযুক্ত, পাতার মধ্যশিরা ৪-৫ জোড়া। ফুল সবুজবর্ণ, সৌগন্ধময়; লতার অগ্রভাগে মুকুল হয়। ফলে ৩-৫টি বীজ হয়। দ্রাক্ষা ৪ প্রকার—(১) আঙ্গুর, (২) ক্ষুদ্র দ্রাক্ষা বা কিসমিস, (৩) কপিল দ্রাক্ষা, বৃহৎ ও কৃষ্ণবর্ণ দ্রাক্ষা, (৪) গোস্তনী দ্রাক্ষা, মনাক্কা (Raisins)। ফেব্রুয়ারী হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হয়। শীতপ্রধান দেশে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শান্তিকর ও বিরেচক; ইহার স্নিগ্ধকর গুণ আছে। ইহা হইতে দ্রাক্ষারিষ্ট নামক একপ্রকার তরল উত্তেজক অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। মাত্রা—শুষ্ক দ্রাক্ষা ১২½ পাঃ, জল ২৫৬ পাঃ, মিশ্রিত দ্রব্য ঢাকিয়া রাখ, উহাতে ৫০ পাঃ মাত গুড় মিশাও, তৎপরে দারুচিনি, লবঙ্গ, তেজপাতা, নাগকেশর (Ochrocarpus longifolius), প্রিয়ঙ্গু (Aglaia Roxburghiana), গোলমরিচ, এবং বিড়ঙ্গ (Embelia Ribes) বীজ প্রত্যেকটি ১৬ তোলা

পরিমাণ একত্রে পেষণ করিয়া অরিষ্ট প্রস্তুত কর। এই অরিষ্ট সর্দ্দি, শ্বাসরোগ ও স্বরভঙ্গ রোগে হিতকর।

মুসলমান বৈদ্যেরা দ্রাক্ষাকে পাচক ও রক্ত-পরিষ্কারক বলিয়া উল্লেখ করেন। (আঙ্গুর-লতার ছাই মূত্রযন্ত্রের পাথরী-নিবারক ও অর্শরোগ-নাশক।) অপক্ব আঙ্গুরের রস ধারক। কর্ত্তিত লতার রস চর্ম্মরোগ ও চক্ষুরোগের ঔষধরূপে ইউরোপে ব্যবহৃত হয়। আঙ্গুরের সরবৎ স্নিগ্ধকর, ইহা জ্বরের প্রকোপ কমাইয়া দেয়। ইহা অম্লরোগ, উদরাময়, রক্ত আমাশয় ও শোথ নিবারক (Moodeen Sheriff)। দ্রাক্ষা পেষণ করিয়া বাসি জলের সহিত পান করিলে মূত্ররোগ আরাম হয়।

দ্রাক্ষা তু মধুরা স্নিগ্ধা বৃষ্যা শীতানুলোমনী।
বল্যা বৃষ্যা ক্ষতক্ষীণতৃষাবাতাস্রপিত্তজিৎ॥ রাজবল্লভঃ
তৃষ্ণাদাহজ্বরশ্বাসরক্তপিত্তক্ষতক্ষয়ান্।
বাতপিত্তমুদাবর্ত্তং স্বরভেদং মদাত্যয়ম্॥
তিক্তাস্যতা মাস্যশোষং কাসঞ্চাশুব্যপোহতি।
মৃদ্বিকাবৃংহণী বৃষ্যা মধুরস্নিগ্ধশীতলা। চরকঃ
তেষাং দ্রাক্ষা সবঃ স্বর্য্যা মধুরা স্নিগ্ধশীতলা।
রক্তপিত্তজ্বরশ্বাসতৃষ্ণাদাহক্ষয়াপহা। সুশ্রুতঃ

শুষ্ক আঙ্গুর (কিস্‌মিস্) শান্তিকর, মৃদুবিরেচক, স্নিগ্ধকর, পিপাসা-নিবারক। ইহা সর্দ্দি, স্বরভঙ্গ ও ক্ষয়রোগে হিতকর (Dutt, Hindu Mat. Medica)। (Fig. 142.)

XXXVI. SAPINDACEAE.

Genus—CARDIOSPERMUM Linn.

143. C. Halicacabum Linn. (লয়াফটকী)

Fig.—Ic. Pl. Asiat., iv, t. 599; Bot. Mag., t. 1049; Rheede, Hort. Mal., viii. 24; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 259.

Ref.—F. B. I., i. 670; B. P., i. 342; Roxb., F. I., ii. 292; Dymock, Pharm. Ind., i. 366.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ হইতে সিংহল পর্য্যন্ত স্থানে, বঙ্গদেশে, হাওড়া, হুগলী, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর, হুগলী জেলার বহু পতিত জমিতে ও জঙ্গলের ধারে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. লয়াফটকী, শিবঝুল; স. জ্যোতিষ্মতী, পারাবতপদী, কর্ণস্ফোটা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, শিকড় ও বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী লতানে উদ্ভিদ্; কখন কখন অধিকদিন জীবিত থাকে। শাখা নত, তিনটি ডোরা দেওয়া; পত্রিকা গভীরভাবে কর্ত্তিত; পত্রদণ্ড ২-৩ ইঞ্চি, ফুল ছোট, শ্বেতবর্ণ, ⅙ ইঞ্চি। ফুলের বহির্ব্বাস ৪টি, বাহিরে দুটি থাকে, ভিতরের গুলি ছোট। পাপড়ি ৪টি, জোড়া জোড়া। পুংকেসর ৮টি, পৃথক্ পৃথক্ থাকে। গর্ভাশয়ে ৩টি প্রকোষ্ঠ আছে। ফল ছোট, ½-১½ ইঞ্চি; অবনত বোঁটায় থাকে, প্রায় বৎসরের সকল সময়েই হয়। বীজ গোলাকার, ⅙-⅕ ইঞ্চি, সূক্ষ্মলোমযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ, মধ্যস্থল শ্বেতবর্ণ। ইহার সংস্কৃত নাম জ্যোতিষ্মতী। Celastrus paniculatus গাছকেও সংস্কৃতে জ্যোতিষ্মতী বলে, কিন্তু উহা ভিন্ন গাছ এবং গুণও পৃথক্। শীতের সময় ব্যতীত অন্য সব সময়ে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় মৃদুবিরেচক, বমনকারক ও উদরাময়-নিবারক। বাত, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও অর্শে ইহার ব্যবহার আছে। পত্র ঋতুনাশ-রোগের ঔষধরূপে বর্ণিত আছে। পাতার রস, Impure carbonate of potash (Sarica), বচের শিকড়, পিয়াশাল পাতার রস (Terminalia tomentosa) প্রত্যেক সমপরিমাণ বাটিয়া দুগ্ধের সহিত ব্যবহার্য্য। মাত্রা ১ ড্রাম, প্রত্যহ তিনবার, ৩ দিন খাইতে হয় (ভাবপ্রকাশ)। পাতার রস কর্ণবিবরে প্রদান করিলে কর্ণবেদনা ও কানের পুঁজ আরাম হয়। ইহার এই গুণ আছে বলিয়া হিন্দিতে কর্ণফুটি ও বঙ্গভাষায় কর্ণস্ফোটা বলে। মালাবার দেশে ইহার পাতার রস ফুসফুস-ঘটিত রোগে ব্যবহার করে (Rheede)। পাতার রস ½ চামচে পরিমাণ রেড়ির তৈলের সহিত দিবসে ৩ বার সেবন করিলে এবং পত্র পেষণ করিয়া স্থানীয় প্রলেপ দিলে বাত আরাম হয় (Ainslie)। এই ঔষধটী পাকযন্ত্রের উপর কাজ করে এবং ৪।৫ বার দাস্ত হওয়ায় বাতের যন্ত্রণা কমাইয়া দেয় (Moodeen Sheriff)। সমগ্র গাছ পচাইয়া শক্ত আঁচিলে প্রয়োগ করিলে উহা বসিয়া যায় (Drury)। (Fig. 143.)

Genus—SCHLEICHERA Willd.

144. S. trijuga Willd. (কুসুম)

Fig.—Bedd., Fl. Sylv., t. 119; Brandis, Fl. Sylv., 105, t. 20; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 962.

Ref.—F. B. I., i. 681; B. P., i. 345; Roxb., F. I., ii. 277; Watt, vi, Pt. II, 48.

জন্মস্থান—বেহার, ছোটনাগপুর, মধ্যভারত, বর্ম্মা, কর্ণাট; পশ্চিমবঙ্গে কদাচিৎ এই গাছ জন্মে; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. কুসুম; সাঁওতালী বারু; গু. এমুমার; তে. রোয়া তাঙ্গা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল এবং তৈল।

বর্ণনা—বড় গাছ, বসন্তের প্রারম্ভে নূতন পত্র জন্মে। এই গাছে গালা পোকা জন্মে। ছাল ½ ইঞ্চি, ধূসর বর্ণ, কাষ্ঠ শক্ত, ভিতরের কাষ্ঠ ঈষৎ লালবর্ণ। পত্রদণ্ড ৮-১১ ইঞ্চি, পত্রিকা ১-১০ ইঞ্চি লম্বা, ⅗-১½ ইঞ্চি চওড়া, নিম্নের পাতা ছোট। পুষ্পদণ্ড ছোট ছোট শাখায় হয়, ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ফুল ছোট এবং সবুজের আভাযুক্ত, কখনও ঈষৎ পীতবর্ণ। সাধারণতঃ পুং ও স্ত্রী পুষ্প ভিন্ন ভিন্ন গাছে জন্মে। ফল ¾-১ ইঞ্চি লম্বা, শাঁস আছে, লোকে খায়। বীজ গোলাকার, ⅔ ইঞ্চি লম্বা, ½ ইঞ্চি চওড়া লালবর্ণ। ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে ফুল এবং ফেব্রুয়ারী ও মে মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছাল ধারক। রক্সবর্গ বলেন, দেশীয় লোকেরা ইহার বীজ তৈলের সহিত মিশাইয়া পাঁচড়া আরাম করে। সাঁওতালেরা ইহার ছাল কোমর ও পৃষ্ঠের বেদনায় প্রয়োগ করে। (Fig. 144.)

Genus—SAPINDUS Linn.

145. S. trifoliatus Linn. (বড়রিঠা)

Fig.—Roxb., Ic., t. 1235; Bedd., Fl. Sylv., t. 154; Rheede, Hort. Mal., iv. 43, t. 19; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 263.

Ref.—F. B. I., i. 682; B. P., i. 344; Watt, vi. Pt. ii, 468; Roxb., F. I. 278; Voigt, H. S., 93.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুরে প্রায়ই চাষ হয়, কখন কখন বন জঙ্গলে বহু পরিমাণে জন্মে, দক্ষিণ ভারতে এই গাছ অধিক জন্মে। হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনা, 'বোটানিক গার্ডেন,' শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. অরিষ্টা, ফেনিলা; বা. বড়রিঠা; হি. রিঠা; তা. পন্নানকোট্টাই; তে. কুকুড়-কায়ালু; Eng. Soap-nut tree.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—২৫।৩০ ফুট উচ্চ বহু শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষ। পত্রদণ্ড ৫-১২ ইঞ্চি লম্বা; পত্রিকা ১½-৮ ইঞ্চি লম্বা, ১-৪ ইঞ্চি চওড়া, পত্রের অগ্রভাগ সরু। বোঁটা ছোট। ফুল ⅙-¼ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ, লোমযুক্ত। বহির্ব্বাস ৫টী; পাপড়ি ৪-৫টী, সরু ও লম্বা। পুংকেসর ৮টী। ফলে শাঁস আছে, ½-¾ ইঞ্চি লম্বা। রিঠাগাছ দুই রকমের আছে; একটীর পাতার অগ্রভাগ লম্বা ও চিক্কণ লোমযুক্ত, এবং অপরটীর পাতার অগ্রভাগ

কিঞ্চিৎ মোটা ও ভোঁতা এবং নিম্নদেশে কোমল লোম আছে। ডিসেম্বর মাসে ফুল ও এপ্রেল মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—নির্ঘণ্টকার বলেন রিঠা উগ্র। ইহার ফল ৪ গ্রেন পরিমাণ সরবত করিয়া সেবন করিলে পেট বেদনা আরাম হয়। একটী ফল জলে ভিজাইয়া বেশ শাঁস বাহির করিয়া ছাঁকিয়া ব্যবহার করিলে সর্পবিষ, ওলাওঠা ও উদরাময় আরাম হয়। ফলের গুঁড়া ৪ গ্রেন পরিমাণ নাসিকা-রন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া দিলে সকল প্রকারের মূর্চ্ছা আরাম হয়। ইহার ধূম মানসিক বিকৃতি ও হিষ্টিরিয়া আরাম করে। রিঠা বাটিয়া ভিনিগারের সহিত স্থানীয় প্রলেপ দিলে সর্পদংশন বিষ ও গালগলা ফুলা আরাম হয়। ইহার বীজের শাস বস্ত্রের দ্বারা যোনিদেশে প্রবেশ করাইয়া দিলে প্রসব বেদনা বৃদ্ধি করিয়া প্রসব করাইয়া দেয় এবং ঋতুনাশ রোগ আরাম হয় (Dymock)। ইহার শাঁস ইপিকাকুয়ানার সমান। রিঠা হাঁপানি দমন করে ও দেশীয় বৈদ্যেরা হিষ্টিরিয়া রোগে প্রয়োগ করে। রিঠা ভিজান জল কয়েক ফোঁটা মূর্চ্ছার সময় নাকে দিলে সর্দ্দি বাহির হইয়া মূর্চ্ছা আরাম হয়, ৩|৪ ফোঁটার অধিক দেওয়া উচিত নহে। পুরাতন ফল কার্য্যকারক নহে (Moodeen Sheriff)। রিঠা ভারতের মধ্যে একটী সস্তা বমনকারক ঔষধ। রিঠা বাত ও গেঁটে বাতে হিতকর, বমনকারক, ত্রিদোষনাশক ও গর্ভপাতকর। (ভাবপ্রকাশ)

রীঠাকরঞ্জস্তিক্তোষ্ণঃ কটুস্নিগ্ধশ্চবাতজিৎ।
কফঘ্নঃকুষ্ঠকণ্ডুতিবিষবিস্ফোটনাশনঃ॥ রাজনির্ঘণ্টুঃ। (Fig. 145.)

146. S. Mukorossi Gaertn. (ছোটরিঠা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 268.

Ref.—F. B. I., i. 683; B. P., i. 344; Roxb., F. I., ii. 280; Watt, vi, Pt. ii, 468; Voigt, H. S., 94; Prain, H. H., 190.

জন্মস্থান—উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ, কমায়ুন, শ্রীহট্ট ও আসাম; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনার বাগানে রোপণ করা হয়; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. ফেনিলা; বা. ছোটরিঠা; Eng. Soap-nut tree.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল ও বীজ।

বর্ণনা—বড় গাছ, দেখিতে সুন্দর। পত্রদণ্ড ৬-১৮ ইঞ্চি, দণ্ডের দুই দিকে পত্র হয়, অগ্রভাগে একটু ঘনভাবে পত্র জন্মে। পত্রিকা ২-৬ ইঞ্চি লম্বা, ২½ ইঞ্চি চওড়া, ছোট বোঁটায় থাকে। ফুল শ্বেতবর্ণ কিম্বা বেগুনে। পুংকেসর ৮-১০টি। ফল শাঁসযুক্ত, প্রায় গোলাকার, ¾ ইঞ্চি। ফেব্রুয়ারি ও মার্চ্চ মাসে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ফল অপস্মার রোগে ব্যবহার হয় (Watt)। বীজ জলে গুলিয়া অপস্মার রোগীকে দিলে তৎক্ষণাৎ রোগের উপশম হয়। (Fig. 146.)

Genus—NEPHELIUM Linn.

147. N. Litchi Camb. (লিচু)

Fig.—Wight, Ic., t. 43 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 265.

Ref.—F. B. I., i. 687 ; B. P., i. 346 ; Roxb., F. I., ii. 267 ; Watt, v. 346 ; Voigt, H. S., 85 ; Prain, H., H., 190.

জন্মস্থান—আদিম জন্মস্থান চীন দেশ, ভারতের অনেক স্থানে বাগানে চাষ হয়, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, নদীয়া, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. লিচু, Eng. Lichi.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—৩০।৪০ ফুট উচ্চ গাছ, গুঁড়ি সবল। পত্র ৩-৯ ইঞ্চি, পত্রিকা ১½-৬ ইঞ্চি লম্বা. ½-১½ ইঞ্চি চওড়া, বোঁটা $\frac{১}{১২}$-⅛ ইঞ্চি। ফুলের মুকুল কোমল ও লোমযুক্ত, সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, $\frac{১}{১২}$-⅛ ইঞ্চি। ফল গুচ্ছবদ্ধ হয়, একটু লম্বা ও গোলাকার, ব্যাস ১ ইঞ্চি। ফলে শ্বেতবর্ণ শাঁস আছে। ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ মাসে ফুল হয় ও এপ্রেল-মে মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বিছা, বোল্‌তা প্রভৃতি কামড়াইলে ইহার পাতা ঔষধরূপে ব্যবহার হয় (Watt). (Fig. 147.)

148. N. Longana Camb. (আঁশফল)

Fig.—Bot. Mag., t. 4096 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 263.

Ref.—F. B. I., i. 688 ; B. P., i. 346 ; Roxb., F. I., ii. 270 ; Prain, H. H., 190.

জন্মস্থান—আদি জন্মস্থান মালয় উপদ্বীপ। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. আঁশফল ; Eng. Longan.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—গাছ ৩০।৪০ ফুট উচ্চ। পত্রিকা ২-১২ ইঞ্চি লম্বা, ½-২½ ইঞ্চি চওড়া। বোঁটা ১/১২-⅙ ইঞ্চি। ফুলের মুকুল কোমল, পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ মাসে ফুল হয় এবং এপ্রেল-মে মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই ফল পুষ্টিকর বলিয়া চীন দেশীয় লোকেরা বর্ণনা করেন। ইহা উদরাময়-নিবারক ও কৃমি-নাশক (Duthie)। (Fig. 148.)

XXXVII. ANACARDIACEAE.

Genus—RHUS Linn.

149. R. succedanea Linn. (কাঁকড়াশৃঙ্গী)

Fig.—Wight, Ic., t. 560 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 272.

Ref.—F. B. I., ii. 12 ; B. P., i. 355 ; Roxb., F. I., ii. 98.

জন্মস্থান—কমায়ুন, নেপাল, খাসিয়া পাহাড়, আসাম, বঙ্গদেশ, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. কর্কটশৃঙ্গী ; বা. হি. তা. তে. কাঁকড়াশৃঙ্গী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র ও ফল। মাত্রা—২ আনা।

বর্ণনা—২৫-৩০ ফুট উচ্চ গাছ; গাছের ছাল ধূসরবর্ণ। ডালের অগ্রভাগের পত্র ঘন-সন্নিবদ্ধ, ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা, পত্রিকা ২-৫ ইঞ্চি লম্বা, ১½-২½ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, অবনত ও মসৃণ লোমযুক্ত। পত্রিকাগুলি দণ্ডের দুইদিকে থাকে, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। পাতার বোঁটা গোলাকার ও মসৃণ। ফুল ছোট, মুকুলদণ্ড বহু শাখাবিশিষ্ট, অনেক ফুল জন্মে। ফুলের ব্যাস ১/১২ ইঞ্চি, পীত ও সবুজবর্ণ। পাপড়ী ৫টী, প্রথমে প্রসারিত, পরে পুনরায় গুটাইয়া যায়। পুংকেসর ৫টী, পাপড়ী দুইদিকে খাড়াভাবে থাকে। ফলের ব্যাস ⅓ ইঞ্চি, বোঁটা হইতে নিম্নে অবনত, চেপ্টা ও পাতলা। ফলেব আঁটি শক্ত, ফল প্রচুর হয়। এই গাছের শাখার উপর পোকায় যে ঘর করে উহাকে কাঁকড়াশৃঙ্গী বলে। ইহা দেখিতে বৃহৎ, ফাঁপা ও লম্বা, উপরদিক ক্রমশঃ সরু। জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে ফুল এবং মার্চ্চ মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতার রস চর্ম্মের উপর Blister দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় (Stewart)। কাশ্মীর দেশে ইহার ফল ক্ষয়রোগে প্রয়োগ করে। কাঁকড়াশৃঙ্গী বলকারক, সর্দ্দিনিঃসারক ; ইহা ক্ষয়রোগ, কাশ, জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য রোগে ব্যবহার হয় (Hindu Mat.

Med.)। মুসলমান বৈদ্যেরা বলেন ইহা উগ্র এবং ফুসফুসঘটিত রোগে হিতকারী। ইহা বালকদিগের অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় এবং বমন রোগ নিবারক, এবং শোথ রোগে বাহিক প্রলেপস্বরূপ ব্যবহার্য্য। (Fig. 149.)

Genus—PISTACIA Linn.

150. P. integerrima Stewart (কাঁকড়াশৃঙ্গী)

Fig.—Brandis, For. Fl., 122, t. 22; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 273.

Ref.—F. B. I., ii. 13; Wall. Cat., 8474; Royle Ill., 175.

জন্মস্থান—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সলিমান পর্ব্বত শ্রেণীর নিকটবর্ত্তী স্থান, পেশোয়ার, কমায়ুন, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. কাঁকড়াশৃঙ্গী; পাঞ্জাব—কাকা।

ব্যবহার্য্য অংশ—গাছের উপর নির্ম্মিত পোকার ঘর (Gall)।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ ৩০-৪০ ফুট উচ্চ। কাষ্ঠ শক্ত। পত্র ৬-৯ ইঞ্চি। নূতন পাতা লালবর্ণ। পুংপুষ্প ও স্ত্রীপুষ্প বিভিন্ন। পুংপুষ্প ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ঘন লোমযুক্ত। পুংকেসর ৫-৭টি; গর্ভকেসর ছোট, ইহার মস্তক বড় এবং লালবর্ণ। স্ত্রীপুষ্পের পাপড়ী ৪টি, ফল ¼ ইঞ্চি, বক্র ও কোমল লোমযুক্ত, ধূসরবর্ণ। স্ত্রীপুষ্পের বোঁটা ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা, ফাঁক ফাঁক স্থাপিত। গাছের পাতায় যে ঘর হয় উহা ৬-৭ ইঞ্চি লম্বা। ইহার Gall শক্ত, ফাঁপা ও কৃষ্ণবর্ণ। অক্টোবর মাসে পত্র এবং পত্র-বৃন্তের উপর পোকার ঘরগুলি জন্মে। মার্চ্চ হইতে মে মাসের মধ্যে ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকদের মতে ইহা বলকারক এবং সর্দ্দি, ক্ষয়রোগ, হাঁপানি, জ্বর, অগ্নিমান্দ্যে ব্যবহৃত হয়, মাত্রা ২০ গ্রেন। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহা অম্লনিবারক ও উদরাময় রোগে হিতকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য নিবারক এবং সর্ব্বাঙ্গীন শোথে হিতকর। ইহার ফলকে পাঞ্জাবের বাজারে বোধ হয় সুমাক (Sumak) বলিয়া থাকে। ইহা পরিপাক শক্তি বর্দ্ধক (Dymock)। Gallএর গুঁড়া ঘৃতে ভাজিয়া একটু চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্ত আমাশয় নিবারণ হয় (Watt).

কাঁকড়াশৃঙ্গী বৃষ্য, ইহার চূর্ণ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবার পর, দুগ্ধ, ঘৃত ও চিনি যোগে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া স্ত্রীসহবাস করিলে বৃষবৎ শক্তি বাড়িয়া থাকে (বাগভট্ট)।

কুলীরশৃঙ্গীচূর্ণঞ্চ মূলকস্য ফলং তথা।
যুক্তোঽয়ং মধুসর্পিভ্যাং লেহঃ শ্বাসাপহঃশিশোঃ। বঙ্গসেন

(কাঁকড়াশৃঙ্গী ও মূলাবীজ সমপরিমাণ মধু ও ঘৃত সহ সেবন করিলে শিশুর শ্বাস ও কাশ আরাম হয়।) (Fig. 150.)

Genus—ANACARDIUM Linn.

151. A. occidentale Linn. (হিজলী বাদাম)

Fig.—Beddome, Fl. Sylv., t. 163; Rheede, Hort. Mal., iii, t. 54; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 275.

Ref.—F. B. I., ii. 20; B. P., i. 354; Roxb., F. I., ii. 312.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা ও চট্টগ্রামে চাষ হয়; কখন কখন বন জঙ্গলে দেখা যায়, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর; এই গাছ দক্ষিণ আমেরিকা হইতে টেনাসরিম, আণ্ডামান দ্বীপ, বম্বে ও দক্ষিণ ভারতে আসে।

বিভিন্ন নাম—বা. বম্বে—হিজলী বাদাম; হি. কাজু; তা. কোলামারা; Eng. Cashew nut.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, বীজ ও সুরাসার।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত মাঝারী গাছ, গুঁড়ি বক্র। পত্র ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা এবং ৩-৫ ইঞ্চি চওড়া; পত্রের শিরা ১০ জোড়া হয়, বোঁটা ⅛-½ ইঞ্চি। মুকুল ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা, নরম লোমযুক্ত। ফুল ⅙ ইঞ্চি, পীতবর্ণ লালের দাগযুক্ত। পুংকেসর ৯টি, মোটা মোটা, একটি সর্ব্বাপেক্ষা বড়। ফল ধূসরবর্ণ, মূত্রাশয়াকৃতি, শুষ্ক ও উজ্জ্বল, ১ ইঞ্চি লম্বা, ½ ইঞ্চি চওড়া, শাঁসযুক্ত। গাছের ছাল ফাটা ফাটা, মসৃণ নহে। ছাল হইতে একপ্রকার পীতবর্ণ আঠা বাহির হয়, ইহাকে Cashew Gum বলে; ইহা বাবলার গঁদের ন্যায় ব্যবহার হয়। পত্র ও ফুল সৌগন্ধযুক্ত ও উগ্র। ফুল ও ফলের সময় মার্চ্চ হইতে মে মাস।

এই গাছ আমেরিকা দেশীয়। পোর্টুগীজেরা সর্ব্বপ্রথমে ভারতে আনয়ন করে। গোয়াতে ইহার চাষ হইয়া থাকে। এই গাছের চাষ বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ নহে; প্রথমে জঙ্গল কাটিয়া গাছ বসাইতে হয়, তৃতীয় বৎসর হইতে ফল হইতে থাকে। বীজের রস হইতে মদ্য, (Spirit) এবং ফল হইতে একপ্রকার আলকাতরা (Tar) প্রস্তুত হয় যাহা নৌকায় মাখাইলে পোকা ধরিতে পারে না। বাদাম মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে ব্যবহার হয় এবং এই বাদাম খায়। বাজারে ইহার ফলকে "কাজু" বলে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা হইতে যে Tar প্রস্তুত হয় তাহাতে শতকরা ৯০ ভাগ Anacardic Acid এবং ১০ ভাগ Cardol আছে বলিয়া উহা কুষ্ঠ, বড় কৃমি ও দুরারোগ্য ক্ষতরোগে ব্যবহার হয়। বীজের শাঁস হইতে যে মদ্য প্রস্তুত হয় উহা উত্তেজক (Watt)। বীজ পুষ্টিকর ও মৃদু। তৈল বিষনাশক। বাদামের তৈল মূত্রকর ও বাতে হিতকর। ইহার কাণ্ড হইতে যে আঠা বাহির হয় উহা আমেরিকা দেশীয় দপ্তরীরা পুস্তকের পাতায় উই প্রভৃতি পোকা-মাকড়ের প্রতিষেধক রূপে ব্যবহার করে।

ছালের কাথ ধারক। গাছের ফোস্কা উৎপাদন করিবার শক্তি আছে; একখণ্ড বস্ত্রে ইহার তৈল মাখাইয়া বুকে বসাইয়া দিলে ১॥ ঘণ্টার মধ্যে ফোস্কা উঠে। বাদামের তৈল রন্ধনকার্য্যে ব্যবহার হয়। এই বাদাম গোয়া হইতে বোম্বেতে বহু পরিমাণে আমদানী হয়। (Fig. 151.)

Genus—MANGIFERA Linn.

152. M. indica Linn. (আম্র)

Fig.—Beddome, Fl. Sylv., t. 162, Bot. Mag., t. 4510; Rheede, Hort. Mal., iv, t. 132; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 274.

Ref.—F. B. I., ii. 13; Roxb., F. I., i. 641, B. P., i. 352; Watt, v, Pt. i, 148; Voigt., H. S., 272.

জন্মস্থান—ভারতের গ্রীষ্মপ্রধান স্থান, বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ, বেহার, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. আম্র, চুত; বা. আম্র; তা. মাঙ্গস; তে. মাবি; হি. আম।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, পত্র, ফুল, ছাল ও আঠা।

বর্ণনা—বড় গাছ ৬০-৭০ ফুট উচ্চ। পত্র ৮-১১ ইঞ্চি লম্বা, চওড়াদিকে কম, অগ্রভাগ সরু। ফুল পীতবর্ণ, সৌগন্ধযুক্ত, পুং ও স্ত্রী কেসরবিশিষ্ট। পাপড়ি ৫টি, পুংকেসর ১টি বড়, অপর ৪টি ছোট। ফল ২-৬ ইঞ্চি, চেপ্টা, গোল, সবুজবর্ণ, পাকিলে পীতবর্ণ। জানুয়ারী হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ফুল ও মে হইতে জুলাই পর্য্যন্ত ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আমের আঠা লেবুর রস অথবা তৈলে মিশ্রিত করিয়া পাঁচড়ায় দিলে উহা সারিয়া যায় (Ainslie)। আমের আঠা উপদংশ রোগে হিতকর (Murry)। মালাবার দেশে ইহার আঠা, ডিম্বের সাদা অংশ ও অহিফেন একত্রে মিশ্রিত করিয়া উদরাময় ও রক্ত আমাশয় রোগে ব্যবহার করে (Ainslie)। অপক্ক আম্র চোখ উঠা, স্ফোটক এবং প্রাদাহিক গুটিকা নিবারক। আমের বীজ হাঁপানি রোগে প্রযোজ্য। আমের আঁটি ও গাছের ছাল ধারক এবং উদরাময় ও রক্ত আমাশয় রোগে ব্যবহার হয়। বীজের কাথ আদার রসের সহিত ব্যবহার করিলে উদরাময় আরাম হয়। বীজের শাঁসের রস নস্য লইলে নাক দিয়া রক্ত পড়া আরাম হয়।

আম্রের বীজ কৃমিনাশক, রক্তার্শ ও স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব রোগে ব্যবহার হয়। ইহার ছাল ও আম্র, গর্ভাশয়, অন্ত্র এবং পাকস্থলীর রক্তস্রাব রোগে হিতকর (Dymock)। আম্রের ফুল চায়ের ন্যায় পান করিলে অথবা গুঁড়া করিয়া ব্যবহার করিলে প্রদর ও শ্লেষ্মা নিবারণ করে। আম ও জাম পাতার কাথ শীতল হইলে মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে

পিত্তজ বমন নিবারণ হয়। আমের ছাল ছাগী দুগ্ধে পেষণ করিয়া পান করিলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়। পাকা আমের রস মধুর সহিত পান করিলে প্লীহা আরাম হয় (চক্রদত্ত)। অতিরিক্ত মৎস্য-ভক্ষণজনিত উদরাময় রোগে আম আঁটির শাঁস ভক্ষণ করিলে উহা প্রশমিত হয়। আমগাছের ছালের সবুজ অংশ চাঁচিয়া দধিতে পেষণ করিয়া পান করিলে পেটের দাহ ও বেদনা আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

আমের নূতন পাতা ও কয়েত বেলের শাঁস সমান ভাগে পেষণ করিয়া চাউল ধোয়া জলের সহিত পান করিলে পুরাতন অতিসার আরাম হয়। আম পাতার ভস্ম অগ্নিদগ্ধ স্থানে প্রলেপ দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। আমের নূতন পত্র শুষ্ক করিয়া উহার চূর্ণ সেবন করিলে বহুমূত্র আরাম হয়। আমপাতার ধোঁয়া গলা বেদনা নিবারণ করে। (Fig. 152.)

Genus—ODINA Roxb.

153. O. Wodier Roxb. (জিওল)

Fig.—Wight, Ic., t. 60; Beddome, Fl. Sylv., v, t. 123; Rheede, Hort. Mal., iv. 32; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 278.

Ref.—F. B. I., ii. 29; B. P., i. 354; Roxb., F. I., ii. 293; Watt, v, Pt. ii, 445; Voigt, H. S., 275.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র, বিহার, আসাম, বর্ম্মা, টেনাসরিম, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. জিঙ্গিনী, অজশৃঙ্গী; বা. জিওল; হি. কিরমুল; তা. ওদিয়ামারচ; তে. উদয়মাম্ব।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল, পাতা এবং আঁটি।

বর্ণনা—নবম গাছ ৪০।৫০ ফুট উচ্চ। কাণ্ড মোটা, ডাল পল্কা, ছাল মোটা। পাতা ১২-১৮ ইঞ্চি লম্বা, পত্রিকা ৩-৪ জোড়া, ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি। পুংপুষ্প নত, স্ত্রীপুষ্প নরম লোমযুক্ত। পাপড়ি ঈষৎ বেগুনে ও সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ। ফল লালবর্ণ, ½ ইঞ্চি, একটু চেপ্টা। গাছে প্রচুর আঠা আছে। মার্চ্চ-এপ্রিলে ফুল ও এপ্রিল হইতে জুন মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল গুঁড়া করিয়া Margosa তৈলের সহিত ব্যবহার করিলে পুরাতন ঘা আরাম হয় (Ainslie)। ভারতীয় Pharmacopœia অনুসারে ইহার ছালের লোশন তৈয়ারী করিয়া ব্যবহার করিলে যাবতীয় দুষ্ট ক্ষত আরাম হয়। ইহার নূতন পাতার রস ৪ আঃ পরিমাণ ২ আঃ তেঁতুলের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইলে অহিফেনের ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যায় এবং অহিফেন সেবন-জনিত সংজ্ঞাহীনতা দূর হয়। ছালের কাথ

রক্তআমাশয়-জনিত দৌর্ব্বল্য নষ্ট করে (Moodeen Sheriff)। বর্ম্মাদেশে ইহার কাথ দাঁতের বেদনায় ব্যবহার হয়। মান্দ্রাজ ও বর্ম্মাদেশে ইহার পাতা বাটিয়া স্থানীয় ফুলা ও তজ্জনিত যন্ত্রণায় ব্যবহার হয়। ইহার ছাল রক্তআমাশয় ও বাতে হিতকর। জিওলের আঠা মদ্যের সহিত পেষণ করিয়া দুষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে উহা আরাম হয়। আঠা বলকারক বলিয়া স্তন্যদাত্রী স্ত্রীলোকেরা খাইয়া থাকে। জিওলের ছাল উত্তেজক বলিয়া কথিত আছে (R. N. Khory)। ছালের গুঁড়া নিমতৈলের যোগে ক্ষতস্থানে প্রদান করিলে ক্ষত আরাম হয়। (Fig. 153.)

Genus—BUCHANANIA Roxb.

154. B. latifolia Roxb. (চিরঞ্জি)

Fig.—Beddome, Fl. Sylv., t. 165; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 276.

Ref.—F. B. I., ii. 23; B. P., i. 351; Roxb., F. I., 385; Voigt, H. S., 272; Brandis, For. Fl., 127.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, করমণ্ডল উপকূল, বরদা, অযোধ্যা, কমায়ুন, বর্ম্মা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. চিরঞ্জি, স. পাইয়েল; উ. চারু; তা. আইমা; বর্ম্মা—লোনেনফো।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, বীজ, আঠা, শিকড় ও পাতা।

বর্ণনা—৪০।৫০ ফুট উচ্চ গাছ, ছাল ১ ইঞ্চি পুরু, গাঢ় ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ। পত্র ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা, শক্ত, কোমল লোমযুক্ত। পুষ্পমঞ্জরী পত্র অপেক্ষা ক্ষুদ্র, পুষ্পমঞ্জরীর উপরিভাগ মন্দিরের চূড়ার ন্যায়। ফুল ⅙ ইঞ্চি, সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ; বহির্ব্বাস ৫টী, দাঁতযুক্ত; পুংকেসর ১০টী, ফুলের পাপড়ির সমান লম্বা। ফল ½ ইঞ্চি, প্রায় গোলাকার, কিন্তু চেপ্টা ও কৃষ্ণবর্ণ। ফেব্রুয়ারী মাসে ফুল এবং মার্চ্চ মাসে ফল হয়। বাদামের ন্যায় এই গাছের ফল বাজারে বহু পরিমাণে বিক্রয় হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু বৈদ্যদের মতে ফল মিষ্ট এবং ধারক, ইহা জ্বর-জনিত গাত্রদাহ এবং পিপাসার শান্তিকর (Dutt)। ইহার আঠা উদরাময় নাশক, বীজ হইতে নিষ্কাষিত তৈল গলাফুলা রোগে ব্যবহার হয় (Watt)। মধ্যভারতে ইহার শিকড় এবং পাতা গুঁড়া করিয়া ঘোলের সহিত উদরাময়রোগে ব্যবহার করে। এই গাছের পাঁচড়া আরাম করিবার শক্তি আছে। বেরার দেশে ইহার বীজ গুঁড়া করিয়া পাঁচড়ায় দেয়। স্ত্রীলোকেরা মুখের দাগ ও মেছেতা নষ্ট করিবার জন্য ইহার তৈল মুখে মাখিয়া থাকে

(Agri Ledg., No. 9, 1909)। ইহা ছানার সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টান্ন সুগন্ধ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। (Fig. 154.)

Genus—SEMECARPUS Linn.

155. S. Anacardium Linn. (ভেলা)

Fig.—Wight, Ic., t. 558; Beddome, Fl. Syl., t. 166; Lamk. Ill., t. 208; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 279.

Ref.—F. B. I., ii. 30; Roxb., Fl. Ind., ii. 83; B. P., i. 353.

জন্মস্থান—বেহার, ছোটনাগপুর, হিমালয় প্রদেশ, সিকিম, আসাম, বীরভূম, হাজারীবাগ, কটক, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. ভেলা; সং. ভল্লাতক; উ. ভিল্লিয়া; তা. সেনকোট্টই; তে. ফিদিবিট্টুলু; Eng. Marking-nut tree.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—২৫।৩০ ফুট উচ্চ গাছ। গাছের ছাল ধূসরবর্ণ। ইহার রস কৃষ্ণবর্ণ। পাতা বড় ও লম্বা, পাতার অগ্রভাগ সরু ও মোটা, গোড়ার দিক হৃৎপিণ্ডাকৃতি, উপরিভাগে কোমল লোম এবং নিম্নদিকে সূক্ষ্ম লোম আছে। পত্র ৩-৮ ইঞ্চি লম্বা এবং ৫-১২ ইঞ্চি চওড়া; পাতার শিরা ১৬-২৫টী, শক্ত, একটু গোলাকার। বোঁটা ১-২ ইঞ্চি, গোলাকার। বসন্তকালে পাতা পড়িয়া যায়। পুষ্পদণ্ড পাতার সমান লম্বা। ফুল একলিঙ্গবিশিষ্ট, স্ত্রী ও পুং পুষ্প ভিন্ন ভিন্ন গাছে হয়, কদাচিৎ একলিঙ্গবিশিষ্ট পুষ্পের সহিত উভয়লিঙ্গবিশিষ্ট পুষ্প দেখা যায়। ব্যাস ১/৪-১/৩ ইঞ্চি, পাপড়ী সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। ফল ১ ইঞ্চি লম্বা, মসৃণ, উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ ও চেপ্টা। ফলে একটু নাকের মত আছে। ফলে একটী বীজ থাকে, ফল শাঁসযুক্ত, মিষ্ট, পাকিলে খায়। কাঁচা ফলের রস শ্বেতবর্ণ, একটু বাতাস লাগিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়। ফল পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ ও হরিদ্রাবর্ণ হয়। ফুল মে ও জুন মাসে হয়, ডিসেম্বর হইতে জানুয়ারী মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ইহার ফল কটু, উত্তেজক, হজমকারক, অম্লনিবারক, চর্ম্মরোগ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য নিবারক (Dutt)। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহার রস চর্ম্মরোগ, কুষ্ঠরোগ ও স্নায়বিকরোগে ব্যবহার করেন, অর্শে ইহার বাহ্যপ্রয়োগ হয় (Dymock)। তেলিঙ্গী দেশীয় বৈদ্যেরা ভেলার রস এবং হরিদ্রা প্রত্যেক ১ আঃ, তেঁতুল পাতার রস, নারিকেল তৈলে দিয়া জননযন্ত্রের রোগে ব্যবহার করিতে বলেন (Roxburgh), মাত্রা ১ চামচ দিবসে ২ বার। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ভেলা জননযন্ত্রের রোগ ও কুষ্ঠ রোগে মূল্যবান ঔষধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (Ainslie)। ইহার বীজ ঘোলে ভিজাইয়া সেবন করিলে

কৃমি নষ্ট হয় ও ইহা হাঁপানি কমাইয়া দেয়। (ইহার ১টী ফল প্রদীপের আলোতে গরম করিলে উহা হইতে যে তৈল পতিত হয়, সেই তৈল ১ পোয়া গরম দুগ্ধের সহিত ব্যবহার করিলে সর্দ্দি আরাম হয়) ইহার শিকড়ের ছালের রস ঔষধে ব্যবহার হয় (Dymock)। ভেলা ছেঁচিয়া জননযন্ত্রে প্রবেশ করাইলে গর্ভস্রাব হয় (Pharm. Ind.)। (ভেলা হাঁপানি, উপদংশ, রক্তস্রাব, পক্ষাঘাত এবং কুষ্ঠরোগ নাশক। ভেলার তৈল বাতের পক্ষে বড়ই হিতকর। ভেলার তৈল চুলকানি নাশক কিন্তু অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত নহে, সূচের অগ্রভাগে অল্প পরিমাণ লাগাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। (ভেলার তৈল একপ্রকার বিষ, অধিক প্রয়োগ করা উচিত নহে (Moodeen Sheriff)। ভেলা গেঁটেবাত ও বাতরোগের অতি চমৎকার ঔষধ, ইহা সচরাচর ২ ড্রাম মাত্রায় ব্যবহার করিতে হয়।

ভেলার আভ্যন্তরিক প্রয়োগে মুখে ঘা হয় বলিয়া দক্ষিণ ভারতের লোকেরা বিশ্বাস করেন। এই ঔষধ বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগে যদি চর্ম্ম লালবর্ণ হয় এবং শরীরের কোন অংশ চুলকাইতে থাকে কিংবা অশান্তি বোধ হয় তবে ঔষধ প্রয়োগে খারাপ হইয়াছে বুঝিতে হইবে, তখন আর ব্যবহার করা উচিত নহে। Spiritus Ammoniæ Aromaticus কোন একটী স্নিগ্ধ পানীয়ের সহিত এবং অল্প পরিমাণ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া স্থানীয় মালিশ করিলে উহা সারিয়া যায়; যদি উহাতে উপশম না হয় তবে অপর কোন প্রকার প্রতিষেধক ঔষধ ব্যবহার করা উচিত (Moodeen Sheriff).

ভেলার রসে অল্প চূণ মিশাইয়া যে কালি হয় উহা দ্বারা রজকেরা কাপড়ে দাগ দেয়।

ইহার তৈল মাখন কিংবা ঘৃতের সহিত (তৈল ১ ড্রাম, ঘৃত ৪ আঃ) মিশাইয়া স্ফোটকে দিলে উহা আরাম হইয়া যায়।

ঔষধমাত্রায় ভেলা ক্ষুধা বৃদ্ধিকারক এবং কোষ্ঠবদ্ধনিবারক। বীজের শাঁস পুষ্টিকর এবং সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টান্নে বাদামের ন্যায় ব্যবহার হয়; উহা ক্রিমিনিবারক ও অগ্নিবর্দ্ধক। পুরাতন প্লীহা রোগে ভেলা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ভেলা পাকযন্ত্রের উত্তেজক। ১ আঃ ক্বাথ, ২ ড্রাম ছেঁচা ফলের রস অগ্নিতে পাক করিয়া ১ আঃ অবশেষ ঔষধ দিবসে ২ বার খাওয়াইলে ৩।৪ দিনের মধ্যে রোগীর রোগের উপশম হয়।

একটী ভেলা প্রদীপে ধরিয়া ১ পোয়া দুগ্ধে ফেলিয়া উক্ত দুগ্ধ বালকদিগকে পান করাইলে আলজিহ্বা-বৃদ্ধি ও সর্দ্দি আরাম হয়।

ভেলার হাঁপানি আরাম করিবার শক্তি আছে, শীতকালে ক্রমাগত ১ মাস ব্যবহার করিলে হাঁপানিতে বিশেষ উপকার হয়।

ভেলায় বেরিবেরি রোগের যাবতীয় উপসর্গ আরাম হয়। ইহার ক্বাথ দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত ব্যবহার করিতে হয়। পক্ষাঘাত রোগে ইহা বড়ই হিতকর ঔষধ। ভেলা

বাধক রোগে ব্যবহার করিলে অতি আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। ইহা গর্ভাশয়ের চতুর্দ্দিকের শোথরোগ নিবারক। ভেলা অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিলে ও শীতকালে মাত্রা বাড়াইলে, সর্দ্দি, কফ এবং বার্দ্ধক্যজনিত শুক্রহীনতায় বিশেষ ফলপ্রদ (H. C. Sen, Ind. Med. Gaz., Mar. 1902)।

শোধন—ভেলা জলে সিদ্ধ করিয়া শীতল জলে ধৌত করিলে শোধন হয়। কুট্টিত ভল্লাতক যত পরিমাণ, তাহার ষোড়শ গুণ জলে পাক করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিবে। প্রথমে ১ বটী হইতে আরম্ভ করিয়া, রোগীর শক্তি অনুসারে মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। মাত্রা ½-১ তোলা।

ভেলা, হরিতকী ও কৃষ্ণজীরা গুড়ের সহিত মোদক প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে প্লীহা আরাম হয় (১-৫ বটী)।

ভেলা অতিমাত্রায় সেবন করিলে অতিশয় পিপাসা, ঘর্ম্ম, দাহ, দাহযুক্ত কণ্ডূয়ন, রক্তমূত্র এবং অতিসার জন্মে (সুশ্রুত)। যদি এইরূপ হয় তবে মাত্রা কমাইয়া দিতে হয়। রক্তমূত্র হইলে উহা একেবারে বন্ধ করিবে এবং প্রতিকারের জন্য রোগীকে নেওয়াপাতী ডাব, নারিকেলের দুগ্ধ, চিনি ও মধু পান করাইবে। ভেলাসেবী রৌদ্র সেবন, স্ত্রী সহবাস ও আমিষ ভক্ষণ ত্যাগ করিবে। ভেলা উপযুক্ত পরিমাণ ব্যবহার করিলে অগ্নিতুল্য গুণ ধারণ করে। ভেলা হইতে অমৃতভল্লাতকী প্রস্তুত হয়।

অমৃতভল্লাতকী প্রস্তুত প্রণালী—৮ সের পরিমাণ ভেলা খণ্ড খণ্ড করিয়া অগ্নিতে পাক কর এবং সিকি পরিমাণ অবশিষ্ট থাকিতে অগ্নি হইতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লও। তৎপরে এইগুলি ১৬ সের দুগ্ধে ও ৪ সের ঘৃতে সিদ্ধ কর ও ঘন কর। উহাতে ২ সের চিনি যোগ করিয়া উহা ৭ দিন রাখ। এক্ষণে উহা ব্যবহারের উপযুক্ত হইল। ইহা ক্ষুধাবৃদ্ধিকর ও বলকারক এবং জীবনীশক্তিবৃদ্ধিকর ও অর্শরোগনাশক। মাত্রা ১ কিংবা ২ কুপল (চক্রদত্ত)। (Fig. 155.)

Genus—SPONDIAS Linn.

156. S. mangifera Willd. (আমড়া)

Fig.—Wight, Ill. 186, t. 76; Beddome, Fl. Sylv., t. 169; Rheede, Hort. Mal., i, t. 50; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 281.

Ref.—F. B. I., ii. 42; Roxb., Fl. I., ii. 451; B. P., i. 356; Prain H. H., 191.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশ, বাগানে চাষ হয় এবং বনজঙ্গলে জন্মে; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর; হিমালয় প্রদেশ, সিকিম, দক্ষিণ ভারতবর্ষ, বর্ম্মা।

বিভিন্ন নাম—স. আম্রাতক; বা. আমড়া; হি. আমড়া; তা. কতমা; তে. আম্বরী—মাসাদী; Eng. Hog-plum.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, ছাল, পত্র ও আঠা।

বর্ণনা—মধ্যমাকৃতি গাছ, ৩০।৪০ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ১-১½ ফুট, বোঁটা নরম, পত্রিকা ২-৯ ইঞ্চি লম্বা এবং ১-৪ ইঞ্চি চওড়া, উজ্জ্বল, শিরা ১০-৩০, পত্রফলকের দুই পার্শ্বে সমান্তরাল ভাবে হয়। পুষ্পদণ্ড বড়, শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট, বিস্তৃত। পুষ্প ⅙ ইঞ্চি বিস্তৃত, উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট, বহির্ব্বাস ৫টী, দাঁতযুক্ত। পাপড়ি লম্বা, সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। পুংকেসর ১০টী, ক্ষুদ্র। ফল ½-২ ইঞ্চি লম্বা, পীতবর্ণ, শাঁসযুক্ত, অম্ল। বীজ শক্ত, এক একটী হয়। মার্চ্চ মাসে ফুল ও ডিসেম্বর জানুয়ারিতে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শাঁস ধারক এবং অম্ল। ইহা পৈত্তিক অম্লরোগে হিতকর (Dymock)। ছাল স্নিগ্ধকর ও রক্তআমাশয়ে হিতকর। ইহার পাতার রস কর্ণ-বেদনায় হিতকর (Atkinson)। আমড়া-আঠা স্নিগ্ধকর। ইহার শাঁসের সহিত দুগ্ধ ও সরিষার তৈল মিশ্রিত করিয়া "রায়েতা" নামক চাটনী প্রস্তুত হয়। আমড়া রন্ধন করিলে বেশ মুখরোচক হয়। বিলাতী আমড়ার বৈজ্ঞানিক নাম Spondias dulcis Willd. ইহা আমড়ার সমগুণ বিশিষ্ট তবে উহা দেশী আমড়া অপেক্ষা একটু মিষ্ট। আমড়া রক্তআমাশয় রোগনাশক। (Fig. 156)

XXXVIII. MORINGACEAE.

Genus—MORINGA Lamk.

157. M. pterygosperma Gaertn. (সজিনা)

Fig.—Wight, Ill., i. 186, t. 77; Rheede, Hort. Mal., vi, t.; Beddome, Fl. Syl., t. 80.

Ref.—F. B. I., ii. 45; B. P., i. 357; Roxb., F. I., ii, 368; Watt, v, Pt. i, 276; Prain, H. H., 191, Voigt, H. S., 78.

জন্মস্থান—ভারতের প্রায় সকল স্থানে চাষ হয় ও জন্মে।

বিভিন্ন নাম—স. শোভাঞ্জন, শিগ্রু; বা. সজিনা; তা. মে সোরুঙ্গা; সাঁওতাল—মুঙ্গা আরক; Eng. Drumstick plant, Horse-radish tree.

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল, আঠা, মূল।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ, ২০-২৫ ফুট উচ্চ, ত্বক ও কাষ্ঠ নরম। পত্র ১-২ ফুট লম্বা পক্ষাকার, বোঁটা অবনত। পত্রিকা ৬-৯ জোড়া, ½-¾ ইঞ্চি লম্বা, বিপরীত দিকে থাকে।

1084B—17

মুকুলের ডাঁটাগুলি বিস্তৃত, গুচ্ছবদ্ধ ও ২-৩ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের ব্যাস ১ ইঞ্চি, মধুগন্ধযুক্ত। ফুল ঈষৎ সবুজের আভাযুক্ত পীত ও শ্বেতবর্ণ। আর একজাতীয় সজিনা আছে উহার ফুল ঈষৎ লালবর্ণ, উহাকে মধুশিগ্রু বলে। সজিনার ফল ৯-১৪ ইঞ্চি লম্বা, ৯টি শিরাবিশিষ্ট, গাঢ় ধূসরবর্ণ অথবা কৃষ্ণবর্ণ, বীজে ৩টি শিরা আছে, পক্ষযুক্ত। ফেব্রুয়ারী মাসে ফুল ও মার্চ্চ-এপ্রেল মাসে ফল হয়। ফল তরকারীতে ব্যবহার হয়। সজিনার আর একজাতি আছে, উহাকে নাজনা বলে; ইহার ফল বৎসরে ২।৩ বার জন্মে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আয়ুর্ব্বেদমতে ইহার শিকড় কষায়, উত্তেজক এবং মূত্রকর। ইহা বাটিয়া চর্ম্মে দিলে ফোস্কা হয়, প্লীহা ও যকৃত বাড়িলে ইহা ফোস্কা তুলিবার জন্য প্লীহা ও যকৃতে প্রলেপ দেয়। সজিনার ছাল ও শিকড় গর্ভস্রাবকারক। সজিনার আঠা তিল তৈলের সহিত মিশাইয়া কানে দিলে কর্ণ বেদনা আরম্ভ হয় (Dutta)।

ইহার ফুল হাকিমদিগের মতে অতিশয় রুক্ষ, মূত্রকর ও পিত্তনিঃসাবক। ইহার মূলের রস দুগ্ধের সহিত খাইলে মূত্র প্রবৃত্তি হয়; এই রস হাঁপানি নিবারক ও মূত্রকারক। ইহার শিকড়ের পুলটিস ফুলায় দিলে ফুলা কমিয়া যায় কিন্তু অতিশয় চুলকায় ও কষ্ট দেয়। সজিনার ডাঁটা কৃমিনাশক, দেশীয় ডাক্তারেরা পক্ষাঘাত রোগে ইহা উত্তেজক এবং অতিশয় জ্বরনাশক বলিয়া প্রয়োগ করেন (মাত্রা ১ স্ক্রুপল)। ইহা পুরাতন বাতরোগে হিতকর ঔষধ বলিয়া বর্ণনা করা হয়। সজিনার আঠা গর্ভস্রাবকারক। সিন্ধুদেশে ইহার বীজ জননেন্দ্রিয়ের রোগে ব্যবহার করে (Murray)।

ভাবপ্রকাশে দুইপ্রকার সজিনার উল্লেখ আছে যথা শ্বেত ও লাল। চর্ম্মে ফোস্কা করিবার জন্য শ্বেতসজিনার শিকড় ভাল। প্লীহা বাড়িলে সজিনার শিকড়ের কাথ এবং চুকপালং-এর পাতা (Rumex vesicarius), পিপুল, গোলমরিচ ও সৈন্ধব লবণের সহিত ব্যবহার হয়; সম পরিমাণ সরিষা, সজিনা বীজ, শণবীজ ও যব ঘোলের সহিত একত্রে মিশ্রিত করিয়া মণ্ডের মত করিবে, সেই মণ্ড গাল ও গলা ফুলা রোগে হিতকর।

সজিনার আঠা, তিল তৈলে মিশ্রিত করিয়া কর্ণে প্রদান করিলে কর্ণ বেদনা ও কানের পুঁজ আরাম হয়। সজিনার আঠা দুগ্ধে পেষণ করিয়া কপালে লাগাইলে মাথাধরা আরাম হয়। এবং উহা উপদংশ জনিত বাগিতে প্রদান করা যায়। সজিনার কাথ অথবা শিকড়ের টাটকা রস এবং সরিষা উভয়ে ১-২০ ভাগ পরিমাণ ১ কিংবা ২ আউন্স মাত্রায় সেবন করিলে প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধিজনিত শোথ রোগ আরাম হয়। স্বরভঙ্গ ও গলার অভ্যন্তরস্থ ক্ষতে সজিনার শিকড়ের কাথ অথবা উপরোক্ত টাটকা রস ব্যবহৃত হয়। ইহার শিকড়ের রস ঘুংড়িকাশী, হাঁপানি, গেঁটে বাত, কটিবেদনা, সাধারণ বাত, বর্দ্ধিত প্লীহা ও যকৃৎ রোগে দুগ্ধের সহিত ব্যবহৃত হয়। ২০ গ্রেণ পরিমাণ টাটকা শিকড়, অবিরাম জ্বর, পক্ষাঘাত, মৃগী ও হিষ্টিরিয়া রোগে হিতকর; উহা বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে পুরাতন বাত ও কুক্কুরবিষ নষ্ট করে। ইহার শিকড়ের তৈল অতিশয় উগ্র ও ফোস্কা উৎপাদক। সরিষার পুলটিসের সহিত ইহার

তৈল কিংবা পিষ্ট শিকড় মিশ্রিত করিলে অতিশয় শীঘ্র কার্য্যকর হয়। টাটকা শিকড়ের রস কটিদেশে প্রয়োগ করিলে শীঘ্র প্রসব হয় বলিয়া কথিত আছে। ইহা'র শিকড়ের ক্বাথ এবং চিতামূলের ক্বাথ, সৈন্ধব লবণ, পিপুল কিংবা পলাশের ছাইএর সহিত ব্যবহার করিলে বড় প্লীহা ও যকৃৎ আরাম হয়। ইহার ছাল ½ আউন্স মাত্রায় ব্যবহার করিলে গর্ভস্রাব হয়। শিকড়ের টাটকা রস কর্ণে প্রদান করিলে কানের পুঁজ এবং দাঁতের গর্ত্তে ঢালিয়া দিলে দাঁতের পোকা আরাম হয়। সজিনার ডাঁটা কৃমিনাশক। ইহার বীজ জলে পেষণ করিয়া নাকে দিলে সর্দ্দিজনিত মাথা ধরা আরাম হয়। পাতা পেষণ করিয়া, রশুন, হরিদ্রা, লবণ ও গোলমরিচ সহ পান করিলে কুকুরের বিষ আরাম হয় এবং উহা দষ্টস্থানেও প্রদান করিলে ৫।৬ দিনে ফুলা কমিয়া যায় ও জ্বর আরাম হয়। সজিনা পাতার রস চক্ষে দিলে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যজনিত মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া ও পেটফাঁপা আরাম হয়। সজিনা পাতার রস মধুযোগে চক্ষের পাতায় অঞ্জন দিলে চক্ষু উঠা আরাম হয়। একপোয়া পাতার রস একতোলা সৈন্ধব লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে বহুমূত্র আরাম হয়। পাতার রস, গোলমরিচের সহিত পেষণ করিয়া গরম গরম কপালে দিলে মাথাধরা আরাম হয়। পাতার রস (৪ তোলা পরিমাণ) বমনকারক। ফোড়ার উপর পাতার পুলটিস দিলে স্ফোটক বসিয়া যায়। সুজিনা পাতা রন্ধন করিয়া ভোজন করিলে ইনফ্লুয়েঞ্জার জ্বর ও যন্ত্রণাদায়ক সর্দ্দি আরাম হয়। সজিনার শিকড়, নেবুর খোলা এবং জায়ফলের মিশ্রিত আরক পেটফাঁপা নিবারক ও উত্তেজক, ইহা মূর্চ্ছারোগে ব্যবহৃত হয়। বাতে ইহার বীজের তৈল, চীনাবাদামের তৈলের সহিত অথবা শুদ্ধ বীজের তৈল সমপরিমাণ লাগাইলে বাত এবং গেঁটেবাত আরাম হয়। সজিনার বীজ, সৈন্ধব লবণ, সরিষা এবং পাঁচকমূল, সমপরিমাণ লইয়া ছাগীর-মূত্রে ভিজাইয়া শুষ্ক করতঃ নস্ত লইলে শোথ রোগীর নিদ্রালুতা আরাম হয়; কিংবা ঐগুলি গোমূত্রে ভিজাইয়া উপরোক্ত রোগের উত্তেজক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

সজিনা পাতার রস পান করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়। সজিনা বীজের তৈল কুষ্ঠের ক্ষতে হিতকর। সজিনার ছালের রস গুড়ের সহিত পান করিলে শিরঃপীড়া আরাম হয়। বিড়ঙ্গ ও শ্বেতসজিনা ছালের ক্বাথ পান করিলে কৃমিনাশ হয়। শ্বেতসজিনার ছাল ও বরুণছাল ভাতের আমানির (কাঁজি) সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতরক্তাক্রান্ত অঙ্গের বেদনা প্রশমিত হয়। সজিনা মূলের ছালের প্রলেপ দিলে, দদ্রু বিনাশ পায়। শ্বেতসজিনা মূলের রস কয়েক ফোঁটা চক্ষুতে প্রদান করিলে নূতন চোখ উঠা আরাম হয়। নীলসজিনা মূলের রস, মধু, তিল তৈল ও সৈন্ধব লবণ যোগে কর্ণে পাতিত করিলে কর্ণশূল আরাম হয়।

সজিনার ভেদ—ইহা ৩ প্রকার: (১) শ্বেতসজিনা (অপর নাম কৃষ্ণগন্ধা), (২) রক্তসজিনা (অপর নাম মধুশিগ্রু), (৩) নীলসজিনা বা কৃষ্ণসজিনা। শ্বেতসজিনা বঙ্গে বহু পরিমাণে আছে। রক্তসজিনা মালদহ অঞ্চলে দেখা যায়। নীল বা কৃষ্ণসজিনার গাছ প্রায় পাওয়া যায় না (বনৌষধি)। মাত্রা মূলত্বকের রস ২-৮ আনা। মূলত্বক্ কল্ক

½-২ আউন্স, মূলত্বক্ কাথ ২-৫ তোলা। শ্বেতসজিনা অতিশয় দাহকর, ইহা সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। (Fig 157)

XXXIX. LEGUMINOSEAE.

Genus—CROTALARIA Linn.

158. C. juncea Linn. (শণ)

Fig.—Bot. Mag., t. 490; Rheede, Hort. Mal., ix, t. 26; Roxb., Cor. Pl., t. 193.

Ref.—F. B. I., ii, 79; Roxb., F. I., iii, 259; B. P., i. 374; Watt, ii, Pt. ii, 596; Prain, H. H., 193.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ, বিহার, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা। বর্দ্ধমানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. শণ; তা. জেনা সানার; Eng. Bengal hemp or Sunn hemp.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ। পত্র সাধারণতঃ ১½-৩ ইঞ্চি লম্বা, উজ্জ্বল, ধূসরবর্ণ, পশমের ন্যায় লোমযুক্ত; পুষ্পস্তবক ফাঁক ফাঁক, ১০-২০টি ফুল মাথা পর্য্যন্ত জন্মে। বহির্ব্বাস ½-⅝ ইঞ্চি লম্বা, ঘনসন্নিবদ্ধ, লোমযুক্ত। ফুল পীতবর্ণ, শুঁটি ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, পশমের ন্যায় লোমযুক্ত। একটি শুঁটিতে ১০-১৫টি বীজ হয়। ইহার আঁশ হইতে শক্ত দড়ি প্রস্তুত হয়। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শণ বীজের রক্ত পরিষ্কার করিবার শক্তি আছে। (Fig. 158.)

159. C. verrucosa Linn. (বনশণ)

Fig.—Bot. Mag., t. 3034; Wight, Ic., t. 200; Rheede, Hort. Mal., ix, t. 29; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 288A.

Ref.—F. B. I., ii, 77; Roxb., F. I., iii, 273; B. P., i, 373; Voigt., B. S., 206; Prain, H. H., 206.

জন্মস্থান—হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগণা জেলায় জঙ্গলের ধারে দেখা যায়

বিভিন্ন নাম—বনশণ।

ব্যবহার্য্য অংশ—রস।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, সরল বা বক্র, ২-৩ ইঞ্চি উচ্চ। ডালের গাঁইটগুলি গোড়ার দিকে ঘেঁসাঘেঁসি হয়, গাছের অগ্রভাগে একটু দূরে দূরে জন্মে। পত্র পাতলা ও নরম, ৪-৬ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, পত্রের অগ্রভাগ মোটা। পুষ্পদণ্ড লম্বা, ফুল ঘনসন্নিবদ্ধ, প্রত্যেক পুষ্পদণ্ডে ১২-২০টি ফুল জন্মে। ফুল পীতবর্ণ, শ্বেত অথবা নীলবর্ণ। ঘাগরা বা শুঁটী নরম, লোমযুক্ত, ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, ১০-১২টি বীজ থাকে। শীতের সময় ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতার রস তামিলদেশীয় কবিরাজেরা, পাঁচড়া এবং অপরাপর চর্ম্ম রোগে ব্যবহার করে (Ainslie). (Fig 159)

Genus—ABRUS Linn.

160. A. precatorius Linn. (কুঁচ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., viii, t. 37, Bentl. and Trim., Med. Pl., t. 77; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., i, t. 313A.

Ref.—F. B. I., ii, 175; B. P., i, 369, Roxb., F. I., iii, 259; Watt, i, Pt. i., 274; Prain, H. H., 192; Voigt, H. S., 228.

জন্মস্থান—ভারতের হিমালয় প্রদেশ, সিংহল, শ্যামদেশ; ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যায়; বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর।

বিভিন্ন নাম—স. গুঞ্জা; বা. কুঁচ; তা. গুন্দুমানি; হি. গুঞ্জ; তে. গুরিগুঞ্জা; Eng. Indian Liquorice Root.

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, পাতা, বীজ।

বর্ণনা—বিস্তৃত শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট আরোহী লতা। শাখা নরম, পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, পত্রিকা ২০-৪০টি, বসন্তকালে পত্রগুলি পড়িয়া যায়। পুষ্পদণ্ডে ঘন ঘন অনেক ফুল জন্মে; ফুল পত্র অপেক্ষা ছোট। বহির্ব্বাস ১/১২ ইঞ্চি, পশমময়। ফুল লালের আভাযুক্ত কিংবা শ্বেতবর্ণ। শুঁটী ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, ⅓-½ ইঞ্চি চওড়া। বীজ লাল, কৃষ্ণবর্ণ অথবা ঈষৎ শ্বেতবর্ণ কিম্বা শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণে মিশ্রিত, আকৃতিতে মটরের ন্যায়। লাল কুঁচের মুখটি কৃষ্ণবর্ণ। কুঁচ দুই প্রকারের আছে—লাল ও শ্বেত বর্ণ। শীতের সময় ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কুঁচ বিষাক্ত বলিয়া কথিত আছে। স্নায়বিক রোগে ইহার আভ্যন্তরিক, এবং চর্ম্মরোগে ও দুরারোগ্য ক্ষতে বাহ্যিক প্রয়োগ হয়। কুঁচের শিকড় বমনকারক। Dr. Burton Brown বলেন যে ৪০টি কুঁচ খাইয়া একটি লোকের ভেদ ও বমি হইয়াছিল এবং ইহার সহিত রোগীর হিমাঙ্গ অবস্থা ও মূত্রনাশ হইয়াছিল। পরে উত্তেজক ঔষধ খাওয়াইয়া দিলে রোগী আরোগ্যলাভ করে (Punjab Poisons)।

কঙ্কনদেশীয় গায়কেরা শ্বেতকুঁচের পাতা স্বরভঙ্গরোগে ব্যবহার করে। কুঁচ গুঁড়া করিয়া পুষ্ঠাঘাত আক্রান্ত স্থানে প্রয়োগ করিলে আরাম হয়। কুঁচ ও চিতামূল একত্রে বাটিয়া কুষ্ঠে প্রলেপ দিলে উহা আরাম হয়। কুঁচ বাটিয়া মাথার টাকে দিলে পুনরায় কেশ উৎপন্ন হয়।

স্ত্রীলোকেরা কুঁচ ভক্ষণ করিলে গর্ভাশয় বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাতে গর্ভ হয় না। ঋতুকালীন প্রত্যহ ৪-৬টি কুঁচ দিবসে ২ বার কয়েক দিন ভক্ষণ করিলে গর্ভ হয় না (Moodeen Sheriff)। ঠাণ্ডা লাগিয়া মাথা ধরিলে কুঁচের বীজ চূর্ণ নস্য লইলে মাথাধরা আরাম হয়। সিদ্ধ কুঁচ ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক। কুঁচের পাতা গরম সরিষার তৈলে পাক করিয়া গেঁটে বাতে লাগাইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। কুঁচের শিকড় বিষতুল্য, ক্ষতমুখে প্রলেপ দিলে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়; চাঁপা নটের রস চিনির সহিত সেবন করিলে বিষক্রিয়া নষ্ট হয়। দুষ্ট চর্ম্মকারেরা কুঁচের গুড়া গরুকে খাওয়াইয়া অথবা চর্ম্ম ভেদ করাইয়া শরীরে বিষ প্রবেশ পূর্ব্বক চর্ম্মলোভে হত্যা করে। কেহ কেহ গর্ভস্রাব করাইবার জন্য ইহার মূলের কাথ খাওয়াইয়া থাকে। (Fig. 190.)

Genus—ADENANTHERA Linn.

161. A. pavonina Linn. (রঞ্জন)

Fig.—Wight, Ill., t. 84; Beddome, Fl. Sylv., v, t. 46.

Ref.—F. B. I., ii. 287; Roxb., ii, 370; B. P., i, 452; Watt, vi, 107.

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, বর্ম্মা, বঙ্গদেশ, দক্ষিণ ভারতবর্ষ, আন্দামান।

বিভিন্ন নাম—স. কুচন্দন; বা. রঞ্জন, রক্তচন্দন; তা. আনিগুণ্ডুমানি; তে. বাদ্দিগুরুভিঞ্জা।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও পত্র।

বর্ণনা—সরল কাঁটাশূন্য উদ্ভিদ। পত্র পক্ষাকার, বোঁটা ক্ষুদ্র। পুষ্পদণ্ড ২-৬ ইঞ্চি লম্বা, ১/৪ ইঞ্চি চওড়া। ফুল ১/৮-১/৬ ইঞ্চি; পাপড়ি ৫টি, নরম; পুংকেসর ১০টি। ফল লম্বাকৃতি শুটিযুক্ত; শুটি ৬-৯ ইঞ্চি লম্বা, ১/২ ইঞ্চি চওড়া। প্রত্যেক শুটীতে ১০-১২টি বীজ থাকে। বীজ ছোট, শক্ত, মসৃণ, লালবর্ণ, মস্তক কুঁচের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, শুটীর ভিতর পাতলা শাঁসের মধ্যে থাকে। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতের সময় ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার কাষ্ঠ হইতে একপ্রকার লাল রং প্রস্তুত হয়। হিন্দুরা এই রং কপালে মাখিয়া থাকে (Roxburgh)। ইহার লালবর্ণ একটি বীজের ওজন ৪ গ্রেন। বীজ মালা গাঁথিয়া গলায় মালার ন্যায় পরিধান করে। পাতার কাথ দক্ষিণ ভারতে পুরাতন

বাত এবং গেটেবাত আরাম করিবার জন্য সেবন করে ; কিন্তু ইহা অধিক দিন ব্যবহার করিলে জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা উৎপাদন করিয়া ধ্বজভঙ্গ রোগ আনয়ন করে। ইহার কাথ রক্তঅর্শ ও পাকস্থলী হইতে রক্তস্রাব নিবারক। বীজের গুঁড়া বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে ফোড়ায় পুঁজ সঞ্চার হয়। (Fig. 161.)

Genus—ACACIA Willd.

162. A. arabica Willd. (বাবলা)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 375; Beddome, Fl. Sylv., 47.

Ref.—F. B. I., ii, 293; Roxb., Fl. I., ii, 559; B. P., i, 458; Prain, H. H., 208; Voigt, H. S., 26?.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, ত্রিপুরা, বেহার, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. বর্ব্বর; বা. হি. বাবলা, বাবুল; তা. কারু বেলাস; তে. নাল্লাতুম্মা; Eng. Indian Gum Arabic.

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল, আঠা, পত্র, বীজ, শুঁটী। মাত্রা পত্রকল্ক ৪-৮ তোঃ, ত্বককাথ ৪-১০ তোঃ, আঠা ৩-১৬ তোঃ, বীজকল্ক ২-৪ আনা, ত্বকচূর্ণ ৪-৮ আনা।

বর্ণনা—মাঝারি গাছ ২৫-৩০ ফুট উচ্চ। শাখা সরল, ধূসরবর্ণ, অবনত, শাখায় ½-২ ইঞ্চি লম্বা কাঁটা আছে। পত্রিকা ১০-২০ জোড়া, ⅙-¼ ইঞ্চি লম্বা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ফুল উজ্জ্বল পীতবর্ণ, গোলাকার, ব্যাস ⅒ ইঞ্চি। ফল ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, ½ ইঞ্চি চওড়া, চেপ্টা, শ্বেতবর্ণ, ক্ষুদ্র লোমযুক্ত। ফলে ৮-১২টী বীজ থাকে। কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ, শক্ত, ভিতরের কাঠ লালের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কচি পাতার রস ধারক এবং উদরাময় রোগনাশক। কঙ্কনদেশে ইহার আঠা শুষ্ক করিয়া, মসলা, মাখন ও চিনি সংযোগে বটিকা প্রস্তুত করিয়া মিষ্টান্নে দেয়। এক তোলা কচিপাতা, ৪ মাষা জিরা ও ২ তোলা চিনি মিশ্রিত করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করে; ইহা রক্তপ্রস্রাব রোগে প্রযুক্ত হয় (Dymock)। ইহার ছাল ধারক ও কফনাশক। বাবলার ছালের কাথ গলার ক্ষত ও অপরাপর ক্ষত রোগে ধৌতস্বরূপে ব্যবহার হয়। বাবলার আঠা সেবনে মধুমেহ প্রশমিত হয় এবং উৎকাশি, গলক্ষত, আম, শ্বেতপ্রদর, মূত্রাঘাত ও মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগে সেব্য। বাবলার ফল কাশরোগ নাশক।

বিভিন্ন প্রদর রোগে বাবলার ছালের কাথ হিতকর। বাবলার কাথ মুখের ঘা ও দাঁতের বেদনা প্রশমিত করে। কচি পাতা সেবন করিলে আম, অতিসার ও মেহ আরাম হয়।

ত্বক ছাল চূর্ণ কদর্য্য ক্ষতে প্রদান করিলে ক্ষত শীঘ্র আরাম হয়। বাবলার ছাল চর্ম্মরঞ্জনার্থ ব্যবহার হয়।

বাবলার ছাল ওক গাছের ছালের তুল্য বলিয়া অনেক গভর্ণমেন্ট ডিসপেনসারিতে ব্যবহার করে। (Fig. 162.)

163. A. Catechu Willd. (খদির)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., t. 175, Bentl. Trim., t. 95 ; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 377.

Ref.—F. B. I, ii, 295 ; Roxb., F. I., ii, 563 ; B. P., i. 458. Prain, H. H., 208 ; Voigt, H. S., 458

জন্মস্থান—ভারতের প্রায় সকল স্থানে জন্মে। বর্ম্মা, হিমালয়ের তলদেশ, সিন্ধুদেশ, কুচবেহার, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, পূর্ব্ববাঙ্গলা, মধুপুর জঙ্গল, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. খদির, বা. খদির, খয়ের ; তে. পাদলিমারু ; তা. কাসকোকুট্টি ; হি. খএর।

ব্যবহার্য্য অংশ—খদির।

বর্ণনা—মাঝারী কণ্টকময় বৃক্ষ। পত্র বসন্তকালে পড়িয়া যায়। ত্বক এবড়ো খেবড়ো, ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ শক্ত, বাহিরের কাষ্ঠ পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ রক্তবর্ণ। পত্র ৩-৪ ইঞ্চি, পত্রের বোঁটার গোড়ায় কাঁটা আছে। পত্রিকা ৩০-৫০ জোড়া, কোমল লোমযুক্ত। ফুল ফিকে পীতবর্ণ, পাপড়ি ৩টী। শুঁটী ২-৩½ ইঞ্চি লম্বা এবং ½-⅔ ইঞ্চি চওড়া, পাতলা, ধূসরবর্ণ, সবল, উজ্জ্বল ; ইহাতে ৫-৬টি বীজ থাকে, বীজের ব্যাস ⅕ ইঞ্চি, গোলাকার। গাছের পাতা বাবলার ন্যায়, শুঁটী বাবলা অপেক্ষা ভিন্ন। বর্ষাকালে ফুল ও শীতের সময় ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আয়ুর্ব্বেদীয় মতে খদির ধারক, স্নিগ্ধকর এবং কৃমিনাশক। ইহা কফ ও উদরাময় রোগে ব্যবহার হয় এবং ইহা ক্ষত ফোড়া ও অপরাপর চর্ম্মরোগে বাহ্যিক প্রলেপ দিলে রোগ সত্বর সারিয়া যায়। ইহার ফুলের উপরিভাগ, জিরা, দুগ্ধ ও চিনির সহিত খাইলে গনোরিয়া আরাম হয় (Dymock)। কাঠবল নামক অরিষ্ট (mixture) খয়ের ও Myrrh যোগে প্রস্তুত হয়। প্রসূত স্ত্রীলোকদিগের দুগ্ধ বৃদ্ধির জন্য Kathbol ঔষধরূপে ব্যবহার হয়। ইহা হইতে "কচ" নামক ঔষধ জ্বর, উদরাময় ও অপরাপর আমাশয়িক রোগে প্রদত্ত হয়। আলজিহ্বা বাড়িলে এবং প্রদর ও কষ্টরজ রোগে ইহা স্থানীয় প্রলেপ রূপে প্রদত্ত হয়। খয়ের জলে ভিজাইয়া উহাতে দারুচিনি, লবঙ্গ এবং অপরাপর সৌগন্ধযুক্ত মসলা

যোগে, কেয়াপাতা জড়াইয়া কেয়াখয়ের প্রস্তুত করে।) মুখ ও দাঁতের মাড়ির রোগে, খদির ১২ সের, জল ৬৪ সের অবশেষ ৮ সের, ইহাতে কর্পূর, সুপারী কক্কোলক (kakkola) প্রত্যেক দেড়সের এইগুলি গুঁড়া করিয়া যে বটিকা হয় উহাকে স্বল্প খদির বটিকা বলে ; ইহা মুখমধ্যে রাখিলে দাঁতের রোগ, মুখের ঘা ও জিহ্বার ঘা আরাম হয়।

খদিরস্য তুলাসম্যগ জলদ্রোণ বিপাচয়েৎ।
শেষেঽষ্টভাগে তত্রৈব প্রতিবাপং প্রদাপয়েৎ ॥
জাতীকর্পূরপূগানি কক্কোলক ফলানি চ।
ইত্যোষাগুড়িকা কার্য্যা সমসৌভাগ্য বর্দ্ধিনী। চক্রদত্ত
দন্তৌষ্ঠ মুখরোগেষু জিহ্বা তাল্বাখয়েষু চ।

মধুর সহিত খদির ফুল খাইলে রক্তপিত্ত আরাম হয় (চক্রদত্ত)। খদিরের ছাল ও ইন্দ্রযবের কাথ পান করিলে উত্থিত ফোড়া আরাম হয়। খদির মূলের ত্বক্ উক্তরূপে পেষণ করিয়া পান করিলে উদ্ভিজ্জ ও ধাতব বিষ নষ্ট হয়। (খদির দুই প্রকার, কৃত্রিম ও অকৃত্রিম। খদিরের শাখা ও পত্র সিদ্ধ করিয়া যে খয়ের হয় তাহা কৃত্রিম এবং কাষ্ঠের আঠা হইতে যে খয়ের হয় তাহা অকৃত্রিম।) কৃত্রিম খয়ের আবার দুই প্রকার, শ্বেত ও কৃষ্ণ বর্ণ ; শ্বেত খয়ের ঔষধের জন্য এবং কৃষ্ণ খয়ের নানাবিধ দ্রব্য রং করিবার জন্য ব্যবহার হয়। খয়েরের শাখা খণ্ড খণ্ড কাটিয়া জলে সিদ্ধ করিয়া যে কাথ হয় উহা কৃষ্ণবর্ণ এবং উক্ত কাথে খদিরের শাখা নিমজ্জিত করিলে শাখায় যে খয়ের লাগিয়া থাকে উহাতেও খয়ের হয়। কলিকাতার বাজারে আজকাল ৫ রকমের খয়ের দেখা যায়—(১) পেগুদেশজ, (২) জাকপুরী, (৩) পাপড়ী, (৪) তিলি ও (৫) বেলগুটী।

প্রদররোগে খদির ভিজাইয়া পটী দিলে উহা আরাম হয়। হাকিমেরা বলেন যে খদিরের গর্ভস্রাব করিবার ক্ষমতা আছে। অতিরিক্ত খদির খাইলে পুরুষত্ব হানি হয়। দাঁতের মাড়ীর ক্ষতে খদির উপকারী (Watt)। মাত্রা—ত্বক্, কাষ্ঠ, ফুলের চূর্ণ ১-৪ আনা ; খয়ের ½-২ আনা, ত্বক্ ও কাষ্ঠের কাথ ৫-১০ তোলা। (Fig. 163.)

164. A. Farnesiana Willd. (গুয়েবাবলা)

Fig.—Wight, I.C., t. 300; Beddome, Fl. Sylv., v, t. 52; Kirtikar and Basu, t. 374.

Ref.—F. B. I., ii, 292; Roxb., F. I., ii, 557; B. P., i, 458; Ind. Med. Pl., Voigt, H. S., 264.

জন্মস্থান—হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে, বঙ্গদেশ বিশেষতঃ পশ্চিম বঙ্গে জঙ্গলে দেখা যায়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর। আমেরিকা-দেশীয় গাছ।

বিভিন্ন নাম—বা. গুয়েবাবলা; তা. ভেল্দাবালা; হি. বিলাতী বাবুল; তে. কাম্পুতুম্মা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল।

বর্ণনা—কণ্টকময় উদ্ভিদ্, ২০।২৫ ফুট উচ্চ। কাণ্ড হইতে শাখাপ্রশাখা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়, ছালে ধূসরবর্ণ দাগ আছে। কাঁটা খাড়া, ⅛-½ ইঞ্চি লম্বা, প্রশাখা হইতে বাহির হয়। পত্র ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, পত্রিকা সবুজবর্ণ। পুরাতন পাতার গোড়া হইতে ফুলগুলি বাহির হয়। ফুল সৌগন্ধময়, উজ্জ্বল ও পীতবর্ণ, ব্যাস ½ ইঞ্চি। শুঁটী ২ ৩ লম্বা, ½ ইঞ্চি পুরু, ধূসরবর্ণ, লম্বা লম্বা দাগ কাটা। শীতকালে ফুল ও বর্ষাকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছালের কাথ ধারক ও মেহনাশক। কচিপাতা ছেঁচিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে গনোরিয়া আরাম হয়। কথিত আছে ইহার শিকড় ছোট ছেলেদের কোমরে বাঁধিয়া দিলে ডাইনীতে খায় না। ইহার ফুল ইউরোপীয়েরা সৌগন্ধযুক্ত এসেন্স প্রভৃতিতে ব্যবহার করে। ইহার ছাল ধারক বলিয়া বাবলার ছালের পরিবর্ত্তে ব্যবহার হয়। (Fig. 164.)

165. A. Suma Ham. (সমী, শাঁইকাঁটা)

Fig.—Beddome, Fl. Sylv., t. 49.

Ref.—F. B. I., ii, 294; B. P., i, 459; Prain, H. H., 208.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. সমী; বা. শাঁইকাঁটা।

ব্যবহার্য্য অংশ—বল্কল, পত্র, বীজ ও শুঁটী।

বর্ণনা—মধ্যমাকার গাছ, ত্বক্ শ্বেতবর্ণ, মস্তক অবনত। পত্রদণ্ড ½ ফুট লম্বা; পত্রাংশ ১½-২ ইঞ্চি লম্বা; পত্রিকা ফিকে সবুজবর্ণ, ⅛ ইঞ্চি লম্বা; কাঁটা ৩-৪ ইঞ্চি। ফুল শ্বেতবর্ণ; ফল ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, ½-⅝ ইঞ্চি চওড়া, বীজ শুঁটিতে ৬-৮টি থাকে। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বাবলার ন্যায়। (Fig. 165.)

166. A. tomentosa Willd. (সালশাঁই বাবলা)

Fig.—Beddome, Fl. Sylv., t. 95.

Ref.—F B. I., ii, 294; B. P., i, 458; Prain, H. H., 208; Voigt, H. S., 262.

জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম ভাগ, মধ্যবাঙ্গালা, সুন্দরবন, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. সালাশহি বাবলা, সালশাঁই বাবলা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল, পাতা, শুঁটী, বীজ ও শিকড়ের ছাল।

বর্ণনা—মাঝারি বা ছোট গাছ। পত্র ধূসরবর্ণ ও সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, ১-২ ইঞ্চি লম্বা; পত্রিকা $\frac{1}{8}$-$\frac{1}{6}$ ইঞ্চি, ধূসর বা সবুজবর্ণ। কাঁটা বড়গুলি ১-২ ইঞ্চি লম্বা, বিস্তৃত ও ধূসরবর্ণ, কাঁটার অগ্রভাগ বেগুনে রং-বিশিষ্ট। শুঁটী বক্র, ধনুকের ন্যায়, ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা এবং $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি চওড়া, বোঁটা ছোট। ফলে ৬-১০টি বীজ আছে। বীজ বাবলা-বীজ অপেক্ষা ক্ষুদ্র। ফল গাঢ় ধূসরবর্ণ। উপরের কাষ্ঠ ফিকে ধূসরবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ একটু গাঢ় ধূসরবর্ণ, গাছে প্রায়ই সার হয় না। কাষ্ঠ জ্বালানিতে ব্যবহার হয়। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষাকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বাবলার ন্যায়। (Fig. 166.)

Genus—ALBIZZIA Duraz.

167. A. Lebbek Benth. (শিরীষ)

Fig.—Beddome, Fl. Syl., t. 53; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. i. 53; Jacq., Ic., t. 195.

Ref.—F. B. I., ii, 298; Roxb., F. I., ii, 544; B. P., i, 461; Prain, H. H., 208; Voigt, H. S., 268.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র জন্মে; বঙ্গদেশ, বর্ম্মা, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুরে বহু পরিমাণে আছে।

বিভিন্ন নাম—স. কপিতন, শুকপ্রিয়; বা. শিরীষ; তা. দিরাসন বেঘি; তে. দিরশন; হি. তাম্বিয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক, পত্র, ফুল ও বীজ।

বর্ণনা—কাঁটাশূন্য বড় গাছ, ৫০।৬০ ফুট উচ্চ হয়। পত্র মসৃণ, লোমযুক্ত, অবনত। একটি বড় পত্রদণ্ড বোঁটা হইতে বাহির হয়। পত্রিকা ৪-৮টি, পাতার বোঁটা ঘনসন্নিবিষ্ট ও ছোট। ডালের মস্তকে ৩।৪টি ফুল হয়, ফুল ১$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা, পুষ্পস্তবক পীতবর্ণ, ফুলের মস্তক বৃহৎ, শ্বেতবর্ণ ও সৌগন্ধময়। ফুলের বোঁটা ছোট, বহির্ব্বাস $\frac{1}{6}$ ইঞ্চি। শুঁটী লম্বা, শক্ত ও চেপ্টা, ধূসরবর্ণ, $\frac{1}{2}$-১ ফুট লম্বা, $\frac{1}{2}$-$\frac{3}{4}$ ইঞ্চি চওড়া। শুঁটীতে ৬-১০টি বীজ থাকে। ইহার পত্র কতকটা আমলকী পত্রের ন্যায়; শীতে গাছে প্রায় পাতা থাকে না। পুষ্প পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পাতার রস চক্ষে দিলে এবং ক্বাথ খাইলে রাতকানা আরাম হয়। ছালের ক্বাথ দাঁতের মাড়ী শক্ত করিবার জন্য ব্যবহার হয়, মাত্রা ৪ তোলা। শিরীষের ফুল বীর্য্যস্তম্ভনের মহৌষধ। (১ ভাগ বীজের গুঁড়া, ২ ভাগ মিছরী, এক গ্লাস গরম দুগ্ধের সহিত পান করিলে বীর্য্য ঘন হয়।) মাদ্রাজ দেশে ইহার ছাল মৎস্যধরা-জাল রং করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার ভিতরের কাষ্ঠ অনেক আবশ্যকীয় কার্য্যে ব্যবহার হয় (Dymock)। চক্ষু উঠিলে ইহার বীজের অঞ্জন দেয় (Stewart)। শিরীষের বীজের তৈল কুষ্ঠরোগে হিতকর। ইহার ছাল ও বীজ ধারক, ইহা অর্শ ও উদরাময় রোগনাশক। ফুল স্নিগ্ধকর, ইহা বাহ্য প্রয়োগ করিলে ফোড়া, উদ্ভেদ এবং শোথ আরাম হয়। শিরীষের পত্র চোখ উঠার মহৌষধ (Baden-Powell)। বীজ জলের সহিত বাটিয়া লাগাইলে গলা ফোলা আরাম হয়। শিরীষ-পুষ্প সর্পবিষনাশক। শ্বেত সজিনার পক্ক বীজ শিরীষফুলের রসে ঘষিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে অথবা পান করিলে সর্পবিষ নষ্ট হয়।

রসে শিরীষপুষ্পস্য সপ্তাহং মরিচং সিতম্।
ভাবিতং সর্পদষ্টানাং নস্য পানাঞ্জনেহিতম্॥

কফে, পিত্তে, শ্বাসে—

শিরীষপুষ্পসবসঃ সপ্তপর্ণস্য বা পুনঃ।
পিপ্পলী মধুসংযুক্তঃ কফপিত্তাহুগেমতঃ॥ ।চঃ প্রকাশঃ

শিরীষফুলের রস, পিপুল চূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিলে কফ, পিত্ত ও শ্বাস আরাম হয় শিরীষফুলের রসে হরিদ্রা চূর্ণ ও কিছু ঘৃত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে চাতুর্থক জ্বর আরাম হয় (চক্রদত্ত)। (Fig. 167.)

168. A. amara Baw. (কৃষ্ণশিরীষ)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 385A; Beddome, Fl. Sylv., t. 61; Roxb., Cor. Pl., t. 122.

Ref.—F. B. I., ii, 301; Roxb., F. I., ii, 548; B. P., i, 460.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা, ভারতের বিভিন্ন স্থানে রোপণ করা হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. কৃষ্ণশিরীষ; তা-ৎরিঙ্গি; তে. নাধাসিঙ্গি।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, পত্র ও ফুল।

বর্ণনা—মাঝারী কাঁটাশূন্য গাছ, শাখা ঘন ও নরম লোমযুক্ত। পত্র ৮-২০টি, ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, পত্রিকা ½-⅓ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা কোমল লোমযুক্ত। ফুলের বোঁটা নরম, পীতবর্ণ ও সূক্ষ্ম

লোমযুক্ত। শুঁটী ৬-৯ ইঞ্চি লম্বা, ½-১ ইঞ্চি চওড়া, বীজ শুঁটীতে ১০।১১টি জন্মে, দেখিতে ধূসর বর্ণ। কাষ্ঠ শক্ত, ছালের ভিতরের কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ ধাবক, ইহা অর্শ, উদরাময় ও গণোরিয়া রোগ নাশক; বীজের তৈল শ্বেতকুষ্ঠ রোগে হিতকর। ফুল স্নিগ্ধকর। ইহা ফোড়ায় প্রয়োগ করিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। ইহার পত্র চক্ষু উঠিলে দেওয়া হয় ও গোমহিষাদির খাদ্য (Beadan Powel)।

সংস্কৃত লেখকদিগের মতে ইহা স্নিগ্ধকর, চক্ষুরোগ ও ক্ষতরোগে হিতকর (Dutt)। (Fig. 168.)

Genus—ALHAGI Tourn cix Adans.

169. A. Maurorum Desv. (যবসা, দুরালভা)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., 307.

Ref.—F. B. I., ii, 145; আধুনিক নামকরণানুসারে ইহাকে Alhagi Camelorun Fisch. বলা হয়। Roxb., F. I., iii, 344, B. P., i, 416; Dymock, i, 417 Chopra, 459; Prain, Journ As. Soc. Bengal, Vol. 66, Pt. II, 377 Brandis, For. Fl., 144.

জন্মস্থান—বেহার, কঙ্কন দেশ, এবং মধ্যভারতবর্ষ, সিবিয়া, মেসোপটেমিয়া, পারস্য।

বিভিন্ন নাম—স. দুরালভা, গিরিকর্ণিকা; বা. যবসা, দুরালভা; তা. তুলগনরি হি. যবসা; তে. গিলারেগাতি; Eng. Khorasan Thorn.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল, শাখা; মাত্রা ½-১ আউন্স।

বর্ণনা—কাঁটাযুক্ত গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, কাঁটা ½-১ ইঞ্চি লম্বা। পত্র অবনত; কাঁটার গোড়া হইতে বাহির হয়; লম্বাকৃতি স্থূলকোণী, সূক্ষ্মলোমযুক্ত। কাঁটার গোড়া হইতে ফুল বাহির হয়; ফুলের বহির্ব্বাস ১/১২-⅙ ইঞ্চি, ফুলের পাপড়ি ঈষৎ লালবর্ণ, ইহা বহির্ব্বাসের ৩ গুণ। ইহার প্রাচীন নাম খোরাসানী কাঁটা। গ্রীষ্মকালে যখন অপরাপর গাছ মরিয়া যায় তখন ইহার পাতা ও ফুল হয়। যবসা ক্ষুপ হইতে যে আঠা বাহির হয় উহাকে মান্না বলে। কর্ত্তিত যবসা ক্ষুপ কাপড়ে ফেলিয়া নাড়িলে উহা হইতে মান্না বাহির হয়। বঙ্গের কোন কোন আর্দ্র ভূমিতে দুরালভা জন্মে, কিন্তু উহা উৎকৃষ্ট নহে। এই গাছে ফুল না ধরিলে উহা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইতে পারে না। গ্রীষ্মকালে ফুল, শীতের সময় ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—দুরালভার টাটকা রস বিরেচক ও উগ্র ঔষধের সহিত ব্যবহার হয় (চক্রদত্ত)। ইহার পত্র হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয় উহা বাতের মহৌষধ এবং ইহার ফুল

অর্শের বলি নাশক। মুসলমান লেখক মীর মহম্মদ হোসেন বলেন যে কুরদিস্থান ও হামাদানের লোকে গাছগুলি কাপড়ে রাখিয়া ঝাড়িয়া লয়, এইগুলিকে মান্না বলে। এই মান্না মূত্রকর ও রসায়ন। ইহার মান্না সমেত পাকা ফলকে "তারানজবীন" বলে, ইহা কালধুতুরা এবং তামাকের সহিত মিশাইয়া ধূম পান করিলে হাঁপানি আরাম হয়। ইহার মান্না পারস্য দেশ হইতে ভারতে আসে ও দশ আনা পাউণ্ড দরে বিক্রয় হয়। কোষ্ঠবদ্ধ ও মূত্ররোধে শার্ঙ্গধর দুরালভা, হরীতকী, সোঁদালের আঠা, গোক্ষুরের ফল এবং পাষাণভেদীর (Colius aromaticus) শিকড় মিলিত ক্বাথের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া খাইবার ব্যবস্থা আছে। যথা—

> হরিতকী দুরালভা কৃতমালক গোক্ষুরৈঃ।
> পাষাণভেদসহিতৈঃ ক্বাথৈ মাক্ষিক সংযুক্তঃ
> বিবন্ধ মূত্রকৃচ্ছ্রেচ সদাহে সরুজে হিত। শার্ঙ্গধরঃ

ইহার ক্বাথ জ্বাল দিয়া যবশর্করা হয়, ইহা বালকদিগের সর্দ্দিরোগে হিতকর। দুরালভা ও চন্দন সমপরিমাণ লইয়া তণ্ডুলোদকে পেষণ করিয়া পান করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয়।

সর্দ্দিজনিত বমন রোগে দুরালভা চূর্ণ মধু সহ পান করিবে।

কৃষ্ণধুতুরা, যোয়ান, তামাক ও দুরালভা গাছ একত্র কল্কেতে সাজিয়া ধূমপান করিলে শ্বাস রোগীর শ্বাসকষ্ট নিবারিত হয়। (Fig. 169.)

Genus—ARACHIS Linn.

170. A. hypogaea Linn. (চিনেবাদাম)

Fig.- Bentl. & Trim., Med. Pl., t. 75 ; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 387.

Ref.—F. B. I., ii, 161 ; B. P., i, 415.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র চাষ হয়, আমেরিকা দেশীয় গাছ বঙ্গদেশের হাওড়া, হুগলী, ২৪-পরগনায় চাষ হয়। দক্ষিণ ভারত, উত্তর ভারতবর্ষে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—স. বুকানক ; বা. চীনেবাদাম, মাটকলাই, হি. চিনাবাদাম, মুঙ্গফলি ; তা. বার্কদলাই ; তে. বার্ণসানা গা-কায়া ; Eng. Ground-nut.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও তৈল।

বর্ণনা—আমেরিকা দেশীয় উদ্ভিদ, বৎসরজীবী জড়ানে লতা। লতার গায়ে পত্রগুলি ২ ৪ ফুট লম্বা। পত্রিকা ২ জোড়া, ডিম্বাকৃতি, পাতার ডাঁটা পাতা অপেক্ষা লম্বা। ফল একস্থানে ২।৩টি পর পর জন্মে। ফুল মাটির উপরে হয়, পরে ফল মাটির ভিতর প্রবেশ করিয়া বড় হয় ও পাকে। পুংপুষ্প হরিদ্রাবর্ণ, পাপড়ির কিনারা গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ, ফুল

দেখিতে অনেকটা শণ ফুলের মত। পুষ্পদণ্ড ১-½ লম্বা। লতার ডাঁটা লোমযুক্ত। প্রত্যেক শুঁটীতে ২।৩টি বাদাম থাকে। শুঁটী ১-১½ ইঞ্চি লম্বা। হাকিমীশাস্ত্রে অথবা আয়ুর্বেদে চীনাবাদামের উল্লেখ নাই; পোর্টুগীজেরা ব্রাজীল হইতে ইহা ভারতে আনিয়াছেন। ইহার তৈল অলিভ তৈলের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কাঁচা বাদাম মিষ্ট। ইহা খাওয়াইলে স্ত্রীলোকদিগের স্তন্যদুগ্ধ বৃদ্ধি হয় (Subba Rao)। চীনাবাদাম পেটের পীড়া ও ক্ষত রোগে হিতকর। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে Tannic এবং Gallic Acid আছে বলিয়া ইহা ধারক ঔষধরূপে ব্যবহার হয়। বাদাম পোড়াইয়া গুঁড়া করিয়া দাঁতে দিলে দাঁত বেদনা আরাম হয়। J. Shortt বলেন যে বাদাম গুঁড়া করিয়া ১০ হইতে ১৫ গ্রেন মাত্রায় ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে দৌর্ব্বল্য জনিত উদরাময় আরাম হয়। ইহা মূত্রযন্ত্রের রোগে হিতকর এবং একটী রসায়ন বলিয়া লিখিত আছে। শুষ্ক বাদাম চিবাইয়া খাইলে শরীরে উত্তেজনা আনয়ন করে। বাদাম স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য নিবারক, চক্ষুরোগে হিতকর ও শুক্রবৃদ্ধিকারক বলিয়া কথিত আছে। (Fig. 170.)

Genus—BUTEA Roxb.

171. B. frondosa Roxb. (পলাশ)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., 319; Roxb., Cor. Pl., t. 21; Beddome, Fl. Sylv., v, t. 176; Rheede, Hort. Mal., vi, t. 16 and 17.

Ref.—F. B. I., ii, 94; Roxb., F. I., iii, 244; B. P., i, 401; Prain, H. H., 199.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, বর্ম্মা, পশ্চিমবঙ্গ, বেহার, ছোটনাগপুর, বাঁকুড়া, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা।

বিভিন্ন নাম—স. কিংশুক; বা. পলাশ; তে পলাড়ুলু; তা. পলাশম্; Eng. Gum-butea, Bengal Kino.

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্, পত্র, পুষ্প, বীজ, নির্য্যাস। মাত্রা, বীজ ১-৩টা।

বর্ণনা—মাঝারী সরল গাছ, ৪০-৫০ ফুট উচ্চ; কাণ্ড ফাটা ফাটা। পত্র বসন্তকালে পড়িয়া যায় ও বর্ষা কালে নূতন পত্র জন্মে। ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, ধূসরবর্ণ। পত্র বৃহৎ, একটী বৃন্তে ৩টী পত্র হয় যেমন তেপলতে গাছের হয়। ছোট ফেকড়িগুলি নরম লোমযুক্ত, গোড়ার দিকে বিস্তৃত। পত্রিকা ৪-৮ ইঞ্চি, অসমান, ৩দিকে ৩টী হয়। ফল বড় ১½-২ ইঞ্চি, অবনত ডাঁটায় থাকে, লেবু রং বিশিষ্ট লালবর্ণ, ফুলের কুঁড়ি শ্বেতবর্ণ। ডাঁটা ½-১ ইঞ্চি লম্বা;

দুইদিকে দুইটী পাতা লম্বা ডাঁটায় থাকে। শুঁটী লম্বিত, ৫-৪ ইঞ্চি লম্বা, ১/২ ইঞ্চি চওড়া। ফল ঈষৎ বক্র, বীজ ১১/২ ইঞ্চি, চেপ্টা, ডিম্বাকৃতি, লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, বোঁটার দিকে একটু বসা। মার্চ-এপ্রেল মাসে ফুল ও মে-জুনে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার আঠাকে বাঙ্গালা দেশে পলাশ Kino বলে। ইহা ধারক। আঠার গুঁড়া ১০-৩০ গ্রেন এবং কয়েক গ্রেন দারুচিনির সহিত বালক ও রুগ্ন স্ত্রীলোকদিগকে খাওয়ান যাইতে পারে। ইহাব টাটকা রস ঘায়ে কিংবা গলার ঘায়ে প্রযুক্ত হয়।

পলাশের বীজ কৃমিনাশক, ডাক্তারেরা ইহাকে কৃমিনাশে Santonineএর তুল্য বিবেচনা করেন। ইহা ভেদক বলিয়া কেঁচোর মত ও ফিতার ন্যায় ক্রিমি সত্বর বাহির করে। বীজগুলি প্রথমতঃ জলে ভিজাইয়া খোলা ছাড়াইয়া ফেলিতে হয়। বীজগুলি রৌদ্রে শুষ্ক হইলে গুঁড়া করিতে হয়, এই গুঁড়া ২০ গ্রেন পরিমাণ দিবসে ৩ বার ৩ দিন খাইবার পর ৪র্থ দিনে ১ মাত্রা রেড়ির তৈলের সহিত খাওয়াইলে সকল রকমের ক্রিমি সত্বর আরাম হয়। ভাবপ্রকাশে পলাশ বীজের ব্যবহার কৃমিনাশক বলিয়া লিখিত আছে। বীজ পেষণ পূর্ব্বক মধুর সহিত খাইতে উপদেশ দেন। শাঙ্গর্ধর ইহাকে কৃমিনাশক বলিয়াছেন (Dymock)।

পলাশ বীজ গুঁড়াইয়া লেবুর রসের সহিত চামড়ায় লাগাইলে চামড়া লাল বর্ণ হয়। চর্ম্মের উপর পুলটিস দিলে ফুলা কমিয়া যায়। ইহা মূত্র বৃদ্ধি ও ঋতু বৃদ্ধি করিয়া দেয়। ইহার পত্র কামোত্তেজক ও জ্বরনাশক। পলাশ বীজ পেটফাঁপা নিবারক, কৃমি ও অর্শরোগনাশক।

ইহার ছাল আদার সহিত খাইলে সর্পবিষ নষ্ট করে (Rheede)। কৃমিনাশে ইহার বীজ পূর্ণবয়স্কের পক্ষে ৩০ গ্রেন হইতে ১ ড্রাম। ৪ বৎসরের বালকের পক্ষে ৪ গ্রেন প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে ২-৩ দিন সেব্য (Moodeen Sheriff)। পলাশ বীজ Santonine অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। গুঁড়া বীজ ১৫-৩০ গ্রেন দিবসে ২।৩ বার সেব্য। ইহার পত্র অতিশয় উগ্র। দেশীয় লোকেরা কোন স্থানে রক্তসঞ্চয়, আব ও বাগি হইলে পুলটিস দিয়া থাকে (মাত্রা ২০ গ্রেন)। ইহার আঠা ৫ গ্রেন পরিমাণ সেবন করিলে উদরাময় আরাম হয়। কোন স্থান মচকাইয়া অথবা ভাঙ্গিয়া গেলে কিংবা কোন স্থান ফুলিয়া রক্তবর্ণ হইলে ইহা প্রয়োগ করে।

পলাশ বীজ, ত্রিবৃৎ (Ipomoea Turpethum) এবং পারসীক যমানী (Hyoscyamus niger), কমলাগুড়ি ও বিডঙ্গ (Barberong) বীজ, এইগুলি একত্রে গুঁড়াইয়া পিষ্টক প্রস্তুত করতঃ জল অথবা ঘোলের সহিত খাইলে কৃমিনাশ হয়।

ত্রিবৃৎ পলাশবীজানি পারসিকযমানিকা।
কম্পিল্লকং বিড়ঙ্গশ্চ গুড়শ্চসমভাগকঃ॥
তক্রেণকল্কএতেষাং পীতক্রিমিগণাপহঃ। শার্ঙ্গধর।

বিছা কামড়াইলে আকন্দ আঠার সহিত পলাশবীজ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে যন্ত্রণা আরাম হয়।

গর্ভসঞ্চারের ১।২ মাসের মধ্যে গর্ভিণী দুগ্ধপিষ্ট একটী পলাশ পত্র পান করিলে বীর্য্যবান পুত্র লাভ হয়। রাত্রে শয়ন করিবার কালে পলাশের বীজ জল দিয়া পান করিলে বড় বড় কৃমি নির্গত হইয়া যায় (মাত্রা ১০-২০ গ্রেন)।

পলাশ ফুলের পাপড়ি বস্তিদেশে বাঁধিয়া রাখিলে মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত নিবৃত্তি পায় ও আর্ত্তবস্রাব বর্দ্ধিত হয় (R. N. Khori)।

পলাসের পত্র রসায়ন। রক্তপ্রদর ও শূলবেদনা রোগে ব্যবহার হয়। পলাশ বীজ ও যজ্ঞডুমুর তিল তৈল সহ উত্তমরূপে পেষণ করিয়া মধুযোগে যোনিদেশে প্রলেপ দিলে উহার শিথিলতা নষ্ট হয়। পলাশ বীজের ক্বাথ ঘৃতে পাক করিয়া সেই ঘৃত মধুসহ পান করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয়। ইহার বীজের রস চাউল ধোয়া জলের সহিত পান করিলে কৃমি আরাম হয়।

পলাশের পাপড়িতে বস্ত্রাদি রঞ্জিত হয়। ডহরকরঞ্জার বীজ চূর্ণ করিয়া পলাশ পুষ্পের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে, এই বর্ত্তি মধুতে পেষণ করিয়া চক্ষে দিলে চক্ষুরোগ আরাম হয়।

পলাশের বীজ জোলাপের কাজ করে এবং জ্বরে ব্যবহার হয়; টাটকা রস ক্ষয়রোগ ও রক্তস্রাবে ব্যবহার হয়। পলাশের পত্র সঙ্কোচক (astringent), ইহা উদরাময় ও অজীর্ণ রোগে ব্যবহার হয়। পলাশের ফুল সঙ্কোচক, মূত্রকর এবং রসায়ন। ইহার বীজ গুঁড়া করিয়া লেবুর রসের সহিত চর্ম্মের উপর প্রয়োগ করিলে চর্ম্ম আরক্ত হয়। ইহার আঠা সঙ্কোচক বলিয়া অনেক ঔষধে ব্যবহার হয়। (Fig. 171.)

172. B. superba Roxb. (লতাপলাশ)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 320; Roxb., Cor. Pl., 23, t. 22.

Ref.—F. B. I., ii, 195; Roxb., F. I., iii, 297; B. P., i, 401; Brandis, For. Fl., 143.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা, কঙ্কনদেশ, বর্ম্মা, চট্টগ্রাম, নাগপুর, মধ্যভারত, পশ্চিমবঙ্গ।

বিভিন্ন নাম—স. লতাপলাশ; বা. লতাপলাশ, হস্তিকর্ণ পলাশ।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—এই গাছ পলাশেরই মত, কেবল মাত্র লতাইয়া অপর গাছে উঠিয়া থাকে, গাছের কাণ্ড মানুষের উরুদেশের মত মোটা। পত্র এবং ফুল প্রায় সমান লম্বা। পত্রিকাগুলি

কখন কখন পলাশ অপেক্ষা বৃহৎ। ফল কাণ্ডে থাকে, পত্রিকা ২০ ইঞ্চি লম্বা, পুষ্পদণ্ড ১ ফুট লম্বা। বহির্ব্বাস অপেক্ষা ফুলের পাপড়ি ৩ গুণ লম্বা। পত্র হস্তীর কানের ন্যায় বলিয়া ইহাকে হস্তিকর্ণ পলাশ বলে। মার্চ্চ মাসে ফুল ও অক্টোবর মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কঙ্কনদেশীয় কবিরাজেরা ইহার শিকড়ের সহিত সমপরিমাণ শিউলী ফুলের শিকড়, ধাতকী (Woodfordia floribunda), কাল কেসেন্দার বীজ, সোমরাজ বীজ, মাকালের (Trioosanthes palmata) ডাঁটার রস, গোরচনার সহিত মিশ্রিত করিয়া স্থানীয় প্রলেপ দিলে এবং ঈশের মূলের রস খাওয়াইলে বালকদিগের বক্ষঃপ্রদাহ আরাম হয়। ইহার আঠা ধারক এবং দেশীয় কবিরাজেরা অনেক ঔষধে ব্যবহার করেন। অহিফেনের কারখানায় ইহার কয়লা Morphia প্রস্তুত কার্য্যে ব্যবহার হয়; এই কয়লায় লবণের ভাগ না থাকায় এই কার্য্যে অঙ্গার কয়লা অপেক্ষা বিশেষ উপযোগী। (Fig. 172.)

Genus—BAUHINIA Linn.

173. B. variegata Linn. (রক্তকাঞ্চন)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 367; Rheede, Hort. Mal., i, t. 32.

Ref.—F. B. I., ii, 284; Roxb., F. I., ii, 319; B. P., i, 442; Prain, H. H., 205; Voigt, H. S., 253.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বেহার, ত্রিহুত, উত্তরবঙ্গ, চট্টগ্রাম, সিকিম এবং সমগ্র ভারতবর্ষ। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. কোবিদার, কাঞ্চনার; বা. রক্তকাঞ্চন; হি. কাঁচনার; তা. সেগাপুমুস্থারি।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল ও শিকড়, মূল, পত্র, পুষ্প। মাত্রা মূলত্বক্ ১-৪ আনা।

বর্ণনা—মধ্যমাকৃতি উদ্ভিদ, অতিশয় সরল। ছাল ধূসরবর্ণ ও ফাটাফাটা। পত্রের অগ্রভাগ খণ্ডিত, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, মোটা অংশটি ½-⅓ ইঞ্চি, অবনত, ১১-১৫টি শিরা আছে, নরম লোমদ্বারা আচ্ছাদিত। পুষ্পদণ্ড ½-১ ইঞ্চি; পাপড়ি ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, চওড়া ১ ইঞ্চি; লাল ও পীত বর্ণ মিশ্রিত, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পুংকেসর ৩-৫টি। শুঁটী ½-১ ইঞ্চি, শক্ত ও চেপ্টা; শুঁটীতে ১০-১৫টি বীজ থাকে। ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে (মার্চ্চ মাসে) ফুল ও বর্ষাকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই কাঞ্চনের দুইপ্রকার ফুল আছে—একটির ফুল বেগুনে কিংবা গাঢ় গোলাপী, অপরটি শ্বেত, পীত এবং সবুজবর্ণ। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার দুইটিকেই কোবিদার এবং কাঞ্চনার বলে, দুইটাই সমগুণ-বিশিষ্ট। কাঞ্চন বলকারক, ধারক, চক্ষুরোগ

ও ক্ষতরোগ নিবারক। চক্রদত্ত গালগলা ফুলা রোগে চাউল ধোয়া জলের সহিত প্রথমোক্তটির ছাল ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। ইহার ছাল ৮০ তোলা; হরিতকী, বহেড়া ও আমলকী ৬০ তোলা; আদা, গোলমরিচ, পিপুল ও বরুণছাল প্রত্যেকে ৮ তোলা হিসাবে; লবঙ্গ, দারুচিনি ও তেজপাতা প্রত্যেক ২ তোলা; এইগুলি গুড়া করিয়া সমস্ত মসলাগুলির সহিত গুগ্‌গুল মিশাইতে হইবে, ইহাকে কাঞ্চনার গুগ্‌গুল্‌ বলে, মাত্রা প্রত্যহ ½ তোলা খয়েরএর কাথ অথবা মুণ্ডী (Sphaeranthus indicus) কাথের সহিত সেব্য। ইহা উদারময় ও কৃমি নাশক এবং কুষ্ঠরোগে হিতকর।

ইহার ছাল, বাবলার ফল, দাড়িম্ব ফুলের কাথ গলার ঘা আরাম করে। ফুলের কুঁড়ির কাথ, সর্দ্দি, রক্তঅর্শ ও অতিরজঃ রোগ আরাম করে। ইহার শিকড় উদরাময় ও পেটফাঁপা নিবারক। ছাল, ফুল ও শিকড়ের গুঁড়ার পুলটিস দিলে ফোড়ায় পুঁজ সঞ্চার হয় (Watt)। কাঞ্চন মূলের ছালের কাথে স্বর্ণমাক্ষিক ভস্ম প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বসা হাম প্রকাশ পায়। ইহার মূলের কাথ গ্রহণী ও উদরাধ্মানে ব্যবহার হয়। ফুল চিনির সহিত খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। শুষ্ক ফুলের মুকুল রক্ত অতিসার ও অর্শে হিতকর। (Fig. 173.)

174. B. purpurea Linn. (দেবকাঞ্চন, রক্তকাঞ্চন)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 366.

Ref.—F. B. I., ii, 284; Roxb., F. I., ii, 320; B. P., i, 442, Watt, i, Pt. II, 421; Prain, H. H., 205; Voitg, H. S., 254.

জন্মস্থান—দক্ষিণ ভারত, বর্ম্মা, ছোটনাগপুর, বেহার; উত্তরপূর্ব্ব বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. দেবকাঞ্চন, রক্তকাঞ্চন; হি. সোনা; তা. পেদ্দাআরি; বর্ম্মা—মহালে-কানি; সাঁওতাল—সিঙ্গেরা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল, শিকড় এবং ফুল।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ। ফুলের রং দুইপ্রকার—একটি বেগুনের আভাযুক্ত লাল এবং অপরটি ফিকে বেগুনে। গাছের ত্বক ½ ইঞ্চি পুরু, ধূসরবর্ণ। কাষ্ঠ লালের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, কাটিয়া রাখিলে গাঢ় ধূসরবর্ণ হয়। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি লম্বা। কুঁড়ি লম্বা, তীক্ষ্ণ ও ৫টি শিরাবিশিষ্ট; পাপড়ি ঈষৎ লাল, ১½-২ ইঞ্চি লম্বা। পুংকেসর ৩টি, ইহা পাপড়ি অপেক্ষা কিছু ছোট। শুঁটি ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা, ½-¾ ইঞ্চি চওড়া, শক্ত লোমযুক্ত বোঁটায় আবদ্ধ। বীজ ১২-১৫টি থাকে। পীতকাঞ্চনের বৃক্ষ পার্ব্বত্য অরণ্যে দেখা যায়, এইজন্য ইহাকে গিরিজ কহে। ইহার পত্র অপরাপর কাঞ্চন অপেক্ষা বৃহৎ, এই কারণে ইহাকে মহাপুষ্পও বলিয়া থাকে। শীতকালে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় কিংবা শিকড ও ফুল চাউল ধোয়া জলের সহিত ফোড়ায় পুলটিস দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। ছালের ক্বাথ ক্ষত ধোয়ার পক্ষে হিতকর (U. C. Dutt)। ইহার ছাল উদরাময়ে ধারক এবং শিকড় পেটফাঁপা নিবারক ও ফুল মৃদু বিরেচক (Watt.)। (Fig. 174.)

175. B. racemosa Lamk. (শ্বেতকাঞ্চন)

Fig.—Hooker, Ic., t. 141 ; Beddome, Fl. Syl., t. 182 ; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 363.

Ref.—F. B. I., ii, 279 ; Roxb., F. I., ii, 325 ; Watt, i, Pt. II, 424 ; B. P., i, 441 ; Prain, H. H., 205 ; Voigt, H. S., 253.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, পঞ্জাব, অযোধ্যা, বর্ম্মা, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. কোবিদার ; বা. বনরাজ, শ্বেতকাঞ্চন ; হি. মাখ্না ; তা. আরচি ; তে. আড্ডা ; বর্ম্মা—হ্পালান।

ব্যবহার্য্য অংশ—আঠা ও পত্র।

বর্ণনা—বক্র ও ছোট ঝোপযুক্ত গাছ ; ডালগুলি অবনত, পাতা লম্বা অপেক্ষা চওড়াব দিকে বিস্তৃত ; ১½-২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ছোট ও শ্বেতবর্ণ, পাপড়ি পীতবর্ণ ; পুংকেসর ১০টি, শুঁটী পুরু, সাধারণতঃ বক্র। ফল ½-১ ফুট লম্বা, ½-১ ইঞ্চি বিস্তৃত, উজ্জ্বল, লোমযুক্ত ; বীজ ১২-২০টি থাকে। বর্ষা, শীত ও শরৎকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতার ক্বাথ ম্যালেরিয়া জ্বর ও মাথাধরা নিবারক (Dymock)। ইহার আঠা দক্ষিণ ভারতে অনেক ঔষধে ব্যবহার হয় (Stewart)। (Fig. 175.)

176. B. Vahlii W. & A. (চেহুর)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 365.

Ref.—F. B. I., ii, 279 ; Watt, i, Pt. II, 424 ; B. P., i, 441 ; Roxb., F. I., ii, 325.

জন্মস্থান—পশ্চিমবঙ্গ, ছোটনাগপুর, হিমালয় প্রদেশ, চেনাব, উত্তর ও মধ্য ভারতবর্ষ, বর্ম্মা-টেনাসরিম, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. চেহুর ; হি. সালজান ; তা. আড্ডা ; উড়িয়া—শিওলী।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—ইহা একটি লতানে গাছ। কাণ্ড ঘন গাঁইটযুক্ত, ইহা কখন ১০০ ফুট লম্বা হয় এবং ২ ফুট গোলাকার। ছাল ধূসরবর্ণ ও ছিদ্রযুক্ত। ইহার আঁকড়ী পাতার নিম্নদিকে থাকে। পত্র হৃৎপিণ্ডাকৃতি। পুষ্পদণ্ড ঘন, ধূসরবর্ণ, শক্ত লোমযুক্ত। ফুল শ্বেতবর্ণ, লম্বা ও অবনত বোঁটায় আবদ্ধ, পাপড়ি ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, পুংকেসর ৩টি। শুঁটী চেপ্টা, কাষ্ঠের মত শক্ত, ৯-১৮ ইঞ্চি লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি চওড়া, পাকিলে উচ্চ শব্দ করিয়া ফাটিয়া যায়। এপ্রেল মাসে ফুল ও শীতের সময় ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ বলকারক ও ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক; পত্র স্নিগ্ধকর (Watt)। (Fig. 176.)

177. B. tomentosa Linn (কাঞ্চনার)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 262.

Ref.—F. B. I., ii, 275 : B. P., i, 411 ; Voigt, H. S., 253 ; Prain, H. H., 205 ; Roxb., Fl. I, ii, 323.

জন্মস্থান—দক্ষিণ ভারত, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে সিংহল পর্য্যন্ত ভূভাগ।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. কাঞ্চনার, তে. তা. কঞ্চিনী।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল, ফুলের কুঁড়ি এবং শিকড়।

বর্ণনা—সবল গুল্মজাতীয় বড় উদ্ভিদ্। পত্র নরম, লম্বা অপেক্ষা চওড়ায় বেশী, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের শিরা ৭টি। ফুল ছোট বোঁটায় জোড়া জোড়া হয়, বহির্ব্বাস ১ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ দ্বিখণ্ডিত, কোমল লোমাবৃত। পাপড়ি গন্ধকের ন্যায় পীতবর্ণ, ১¼ ইঞ্চি লম্বা। পুংকেসর ১০টি; গর্ভকেসর দণ্ড ½-⅔ ইঞ্চি। শুঁটী ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা, ½-⅔ ইঞ্চি চওড়া। বীজ ছোট, ৬-১০টি। বর্ষাকালে ফুল ও শীত কালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছ রক্ত আমাশয় ও ক্রিমিনাশক এবং যকৃৎরোগে হিতকর। Ainslie বলেন যে, ইহার শুষ্ক ফুলের কুঁড়ি এবং ছোট ফুল রক্ত আমাশয়ে হিতকর। Rheede বলেন যে, ইহার শিকড়ের কাথ যকৃৎ প্রদাহে হিতকর ও পোকা নাশ করিবার শক্তি আছে। (Fig. 177.)

Genus—CAJANUS DC.

178. C. indicus Spreng. (অড়হর)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 328 ; Rheede, Hort. Mal., vi, t. 13.

Ref.—F. B. I., ii, 217 ; Roxb., F. I., iii, 325 ; B. P., i, 383 ; Watt, ii, Pt. I, 12.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র চাষ হয়, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা।

বিভিন্ন নাম—স. আধকি ; বা. হি. অড়হর ; তা. থবারয়।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র এবং কলাই।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্ ; শাখা পশমের ন্যায় নরম ও ধূসরবর্ণ। পত্রিকা ৩টি, লম্বাকৃতি। ফুল ছোট বোঁটায় থাকে, পীতবর্ণ কিংবা শিরাগুলি লালবর্ণ। শুঁটী ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ১/৪-১/৩ ইঞ্চি চওড়া, প্রত্যেক শুটীতে ৩-৫টি বীজ থাকে। এই কলাই ভারতের সকল স্থানেই জন্মে বলিয়া ইহার বিশেষ বর্ণনার আবশ্যক নাই। জুলাই মাসে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—অড়হরের কচি অগ্রভাগ সহজে পরিপাক হয়। ইহা রুগ্ন ব্যক্তিদিগের পক্ষে হিতকর। অড়হরের পত্র মুখের ঘায়ে ব্যবহার হয় ; পাতার রস অল্প লবণের সহিত পান করিলে যকৃৎ বৃদ্ধি আরাম হয় ও কামলারোগে হিতকর। ইহার ডাল ও পাতা একত্রে পেষণ করিয়া গরম গরম স্তনে প্রলেপ দিলে স্তন-দুগ্ধ কমিয়া যায়। অড়হরের পুলটিস ফুলার উপর দিলে ফুলা কমিয়া যায়। (Fig. 178.)

Genus—CASSIA Linn.

179. C. Fistula Linn. (সোঁন্দাল)

Fig.—Kirttikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 350.

Ref.—F. B. I., ii, 261 ; Roxb., F. I., iii, 333 ; B. P., i, 437 ; Prain, H. H., 204 ; Voigt, H. S., 247.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ ও বর্ম্মা, বঙ্গদেশের সকল স্থানে দেখা যায়। আদিম জন্মস্থান দক্ষিণপূর্ব্ব এসিয়া। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. সুবর্ণক, আরগ্বধ, সম্পাক, রাজবৃক্ষ ; বা. সোঁন্দাল, বান্দরলাঠি ; হি. আমলতাস ; তা. কউ ; তে. সুবর্ণম্, রেয়াকায়ালু ; Eng. Indian Laburnum.

ব্যবহার্য্য অংশ—আঠা, শিকড়ের ছাল, ফুল, পত্র। মাত্রা—মূলের কাথ ৫-১০ গ্রেণ ; ফলের শাঁস ২-৪ আনা, জোলাপের জন্য ১/২-১ তোলা।

বর্ণনা—মধ্যমাকার গাছ, ২৫-৩০ ফুট উচ্চ ; কাণ্ড সরল। গাছের ছাল ১/৪ ইঞ্চি পুরু, সবুজের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ কিম্বা ইষ্টকের ন্যায় লালবর্ণ। গাছের ডাল নরম ও অবনত। পত্র ১ ফুট কিংবা অধিক লম্বা, পত্রিকা ২-৬ ইঞ্চি লম্বা, ৮-১৬টি, জোড়াজোড়া, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু। পুষ্পদণ্ড পত্রের ন্যায় লম্বা। ফুল সুগন্ধযুক্ত, বিস্তৃত, ১১/২-২ ইঞ্চি লম্বা ; পাপড়ি ৩/৪-১ ইঞ্চি, উজ্জ্বল পীতবর্ণ, শণফুলের ন্যায়। পুংকেসর ১০টি, ৩টি সর্ব্বাপেক্ষা বড়, ৩টি সর্ব্বাপেক্ষা ছোট। ফল ১-২ ফুট লম্বা, এক ইঞ্চি মোটা, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ। ফলে

বীজ অনেক থাকে, ইহা কৃষ্ণবর্ণ শাঁসের মধ্যে থাকে। বীজ ছোট, চেপ্টা, মসৃণ, উজ্জ্বল পীতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। ফুল গ্রীষ্মকালে জন্মে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহার ছালের শাঁস সর্দ্দিতে ব্যবহার হয়। ইহার শিকড় মৃদুবিরেচক; জ্বর, হৃদযন্ত্রের পীড়া ও পিত্তপ্রকোপে ব্যবহার হয় (Dutt)।

ফুলের শাঁস বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে বাত ও গেঁটে বাত আরাম হয়। (ইহার ফুল হইতে গুলখন্দ প্রস্তুত হয়, ইহা জ্বর রোগে হিতকর।) ৫টি কিংবা ৭টি বীজের গুঁড়া emetic; উহা জাফরাণ, চিনি ও গোলাপজলে মাড়িয়া খাইলে কষ্টকর প্রসবযন্ত্রণা আরাম হয় ও সুখে প্রসব হয়। কঙ্কণদেশে ইহার কচি পাতার রস ক্রিমি নিবারক বলিয়া ব্যবহৃত হয় (Dymock)। সোঁদালের শিকড় জ্বরনাশক ও বলকর; ইহা জোলাপের কাজ করে। পাতার পুলটিস মুখের পক্ষাঘাত রোগে হিতকর এবং পাতার রস পক্ষাঘাত ও মস্তিষ্কের উত্তেজনা নিবারক।

সোঁদালের ক্বাথ—ফটকিরি, হরিতকী, পিপুলের শিকড় এবং মুথা প্রত্যেক ৬৪ গ্রেন, জল ৩২ তোলা অবশেষ ৮ তোলা, ইহার অর্দ্ধেক অথবা বলবান ব্যক্তিদের পক্ষে সমস্তটা একবারে পান করিলে জোলাপের কাজ করে। বৈদ্যশাস্ত্রে ইহাকে আরগ্বধাদি ক্বাথ কহে। যথা—

আরগ্বধকণামূলমুস্ততিক্তাভয়াকৃতঃ।
ক্বাথঃ শময়তি ক্ষিপ্রং জ্বরং বাতকফোত্তরম্॥
আমশূলপ্রশমনো ভেদী-দীপন-পাচনঃ॥ শার্ঙ্গধর।

জ্বরে কোষ্ঠ পরিষ্কার করিবার জন্য অল্প গরম গব্যঘৃত বা কিস্‌মিসের ক্বাথের সহিত ইহার আঠা সেবন করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় (চরক)। কামলারোগীকে সোঁদালের আঠা, ইক্ষু, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও কাঁচা আমলকীর রসের সহিত সেবন করাইবে। আমবাতে সোঁদাল পাতা সরিষার তৈলে ভাজিয়া সন্ধ্যাকালে সেবন করাইয়া অল্প ভোজন করাইবে (ভাবপ্রকাশ)। ইহার বীজ বমনকারক ও তীব্র বিরেচক। ফলের আঠা ৩০-৮০ গ্রেন মৃদুবিরেচক। সর্দ্দিজনিত অরুচি হইলে যমানী ও ইহার ফলের আঠার ক্বাথ পান করিলে অরুচি আরাম হয়। তিলতৈল মিশ্রিত জলে ইহার পাতা সিদ্ধ করিয়া বিনা লবণে উরুস্তম্ভ রোগীকে সেবন করাইলে উহা সত্বর আরাম হয়।

আরগ্বধস্য পত্রাণি ভৃষ্টানি কটু তৈলতঃ।
আমঘ্নানি নরঃ কুর্য্যাৎ সায়ং ভক্তবৃতানি চ॥ ভাবপ্রকাশ।

সোঁদালের আঠা বালক ও গর্ভবতী স্ত্রীলোকের পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট জোলাপ সোঁদালের পত্র এবং ছাল চর্ম্মরোগে হিতকর। (Fig. 179.)

180. C. occidentalis Roxb. (বড় কালকেসেন্দা)

Fig.—Bot. Reg., t. 83 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 351.

Ref.—F. B. I., ii, 262 ; Roxb., F. I., ii, 343 ; B. P., i, 437 ; Watt, ii, Pt. 1, 223 ; Prain, H. H., 204 ; Voigt, H. S., 250.

জন্মস্থান—হিমালয় হইতে সিংহল পর্য্যন্ত সমগ্র ভাবতবর্ষ, দক্ষিণ ভারত, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. কাশমার্দ ; বা. বড় কালকেসেন্দা ; হি. কাসন্দি ; তা. পেয়াবেরী ; তে. কাসিন্দ।

ব্যবহার্য্য অংশ--পত্র, বীজ ও শিকড়। সমগ্র গাছ বিবেচক ; মাত্রা ৯০ গ্রেণ।

বর্ণনা—ঘনসন্নিবদ্ধ গুল্ম, কয়েক ফুট উচ্চ হয়। উদ্ভিদগুলি প্রায়ই বর্ষজীবী। পত্র ১½ ইঞ্চি লম্বা, পত্রিকা দুর্গন্ধযুক্ত, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, উজ্জ্বল ও নরম লোমযুক্ত। মূল পত্রদণ্ড হইতে পত্রিকাগুলি দুইদিকে ৬-১০টি জন্মে। পুষ্পবৃন্ত ছোট, এক সঙ্গে কয়েকটী ফুল হয়। ফুল ½-¾ ইঞ্চি বিস্তৃত, ফুলের পাপড়ি ½ ইঞ্চি লম্বা, পীতবর্ণ ও লালের আভাযুক্ত। শুঁটী ৪।৫টী একসঙ্গে জন্মে, ½ ইঞ্চি লম্বা, ঈষৎ বক্র, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, চেপ্টা, প্রত্যেক শুটীতে ২৫।৩০টী বীজ থাকে। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকদের মতে ছোট কালকেসেন্দার (C. Sophera) যে গুণ আছে ইহারও সেই গুণ বর্ত্তমান আছে। মুসলমান বৈদ্যগণ ইহাকে কফনিবারক বলিয়া বর্ণনা করেন। কঙ্কণদেশে ২-৬ রতি ওজনের বীজ গুঁড়াইয়া ১ তোলা স্তন্যদুগ্ধ কিংবা গোদুগ্ধে গরম করে, পরে উহা ছাঁকিয়া বালকদিগের তড়কা হইলে দিনে একবার প্রয়োগ করে অথবা ৬ মাষা মাত্রায় শিশুর মাতাকে খাইতে দেয়। ইহাব বীজ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ও ফ্রান্সদেশে জ্বরনাশক ঔষধরূপে ব্যবহার করে।

শিকড়েব অরিষ্ট আমেরিকা দেশীয় আদিম অধিবাসীগণ নানাবিধ বিষের প্রতিষেধক বলিয়া মনে করে (Dymock)।

ইহার বীজ ও পত্র চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয়। শিকড় মূত্রকর ও পেটের পীড়ায় হিতকর ; পত্র চুলকানি ও অপরাপর চর্ম্মরোগে বাহ্যিক প্রয়োগ হয়।

Porto Rico দেশীয় লোকেরা ইহার পত্র, শিকড় ও ফুলের কাথ হিষ্টিরিয়া রোগের অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া ব্যবহার করে। ইহা অতিশয় আক্ষেপ নিবারক। অম্লরোগগ্রস্ত ক্ষীণকায় স্ত্রীলোকদিগের জননযন্ত্রে বায়ু সঞ্চারিত হইলে ইহা দ্বারা নিবারিত হয়।

ইহা বলকারক ঔষধ এবং ইহার জ্বর নাশ করিবার শক্তি আছে। মোটকথা সমগ্র গাছটাই বিরেচক। (Fig. 180.)

181. C. Sophera Linn. (ছোট কালকেসেন্দা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 352.

Ref.—F. B. I., ii, 262 ; Roxb., F. I., 346-347 ; B. P., i, 438 ; Prain, H. H., 204 ; Voigt, H. S., 248.

জন্মস্থান—বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র, রাস্তা ও জঙ্গলের কিনারায় ও পতিত জমিতে দেখা যায়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. কাশমর্দ্দ ; বা. ছোট কালকেসেন্দা ; তা. পেরা-বিরাই ; তে. কাশমর্দ্দকাম্ ; Eng. Senna Sophera.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ্।

বর্ণনা—এই গাছ বড় কালকেসেন্দারই মত, ইহা বেশী ঝোপযুক্ত, অনেক সরু ও ছোট ছোট পত্রিকা থাকে, ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী গাছ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষুদ্র ও মোটা। ইহার আর একটী variety আছে, উহার নাম C. purpuria (Roxb., Hort. Beng., 31); ইহার পত্রিকাগুলি আরও ক্ষুদ্র, অধিকতর স্থূলকোণী, পত্র ১ ইঞ্চির অধিক লম্বা হয় না, ডাল অবনত ও বেগুনে রংবিশিষ্ট (Bot. Reg., t. 856 ; Senna purpuria, Roxb., Fl. Ind., ii, 342 ; F. B. I., ii, 342)। এই কালকেসেন্দার পত্রিকা ৬-৭ জোড়া, অগ্রভাগ সরু। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকদের মতে ইহা সুর্দ্দিনিবারক বলিয়া ইহাকে কাশমর্দ্দ বলে, গোলমরিচের সহিত ইহার শিকড় খাওয়াইলে সর্পবিষ নিবারিত হয় বলিয়া মুসলমান বৈদ্যেরা বর্ণনা করিয়াছেন। ছালের রস এবং বীজের গুঁড়া বহুমূত্র রোগে ব্যবহার হয় (Drury).

ইহার পাতার রস গনোরিয়া নাশক বলিয়া মান্দ্রাজ দেশীয় কবিরাজেরা বর্ণনা করেন এবং ইহা বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে উপদংশ আরাম হয়।

ইহার পত্র, বীজ ও গাছের ছাল সর্দ্দিনিবারক এবং পাতার রস চন্দন কাষ্ঠের সহিত পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া খাইলে বড় বড় কৃমিনাশ হয়। বীজের গুঁড়া কৃমি রোগের এবং পাঁচড়ার ঔষধ বলিয়া কথিত আছে। ইহার বীজের সহিত, মূলাবীজ এবং গন্ধক প্রত্যেকটী সমপরিমাণ মিশ্রিত করিয়া জলের সহিত মিশাইয়া ক্ষতে প্রয়োগ করিলে খোস পাঁচড়া ও নানাবিধ চর্ম্মরোগ নাশ হয়।

কাশমর্দ্দকবীজানি মূলকানাং তথৈব চ।
গন্ধপাষাণমিশ্রাণি সিধ্মানং পরমৌষধম্। চক্রদত্ত। (Fig. 181.)

182. C. Tora Linn. (চাকুন্দে)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 53.

Ref.—F. B. I., ii, 263 ; Roxb., F. I., ii, 340 ; B. P., i, 438 ; Prain, H. H., 204 ; Voigt, H. S., 250.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র পতিত স্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. চক্রমর্দ্দ ; বা. চাকুন্দে , হি. চকুন্দ ; তে. তাগারিমাচেট্টু ; তা তাগাবাই।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র ও বীজ।

বর্ণনা—বৎসরজীবী ছোট ছোট ও ঝোপযুক্ত উদ্ভিদ। পত্রিকা ১-১½ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত কাণ্ডের দুই দিকে পত্র হয়। পত্রের অগ্রভাগ প্রায় গোলাকার এবং একবৃন্তে ৫টি পত্রিকা জন্মে। পুষ্পের বৃন্ত ছোট ও জোড়া জোড়া, পত্রের গোড়া হইতে ফুল বাহির হয়, ফুল ছোট পীতবর্ণ। শুঁটী ½-¾ ইঞ্চি, উহাতে অনেক চেপ্টা বীজ থাকে ; কালকেসেন্দার শুঁটী অপেক্ষা ইহার শুঁটী ছোট। এই গাছ দাদের ঔষধ বলিয়া সংস্কৃত লেখকেরা ইহাকে চক্রমর্দ্দ বা দাদনাশক বলে। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা সকলপ্রকার চর্ম্মরোগের মহৌষধ। চক্রদত্ত বলেন ইহার বীজ মনসার রসে (আঠায়) ভিজাইয়া গোমূত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়।

চক্রাহ্বয়ং স্নুহীক্ষীরভাবিতং মূত্রসংযুতম্।
ববিতপ্তং হি কিঞ্চিত্ত লেপনাৎ কিটিমাপহং। চক্রদত্ত। (fig. 182.)

ইহার বীজ, করঞ্জাবীজ (Pongamia glabra) সমপরিমাণ এবং গোলঞ্চের শিকড় ¼ অংশ এইগুলি একত্র করিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া দাদে দিলে দাদ আরাম হয়।

চক্রমর্দ্দকবীজানি করঞ্জঞ্চ সমাংশকং।
স্তোকং সুদর্শনামূলং দদ্রুকুষ্ঠবিনাশনম্॥ চক্রদত্ত। (Fig. 182.)

183 C. alata Linn. (দাদমর্দ্দন)

Fig.—Wight, I. C., t. 253 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 355.

Ref.—F. B. I., ii, 264 ; Roxb., F. I., ii, 349 ; B. P., i, 438 ; Prain, H. H., 205 ; Voigt, H. S., 249.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, বর্ম্মা, দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম ভাগে। ইহা ভারতীয় গাছ নহে, আমেরিকা দেশীয় উদ্ভিদ্।

বিভিন্ন নাম—স. দদ্রুঘ্ন; বা. দাদমর্দ্দন; তা. সিমাইআগত্তি; তে. সিমা-অবিশি। Eng. Ringworm shrub.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, শাখাগুলি মোটা, নরম, অবনত; এই গাছ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে ভারতে আসিয়াছে। পত্র ১-২ ফুট লম্বা; পত্রিকা লম্বাকৃতি, মস্তক মোটা, ২-৬ ইঞ্চি লম্বা, ঘন ঘন নরম লোমদ্বারা আবৃত, ২-২½ ইঞ্চি চওড়া, ঈষৎ গোলাকার, ডিম্বাকৃতি। পুষ্পদণ্ড ½-১ ফুট। ফুল বড়, পীতবর্ণ, পুংকেসর সমস্তগুলি সমান নহে। শুঁটী সোজা, মসৃণ লোমাবৃত, ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা, ½-⅝ ইঞ্চি চওড়া। বীজ শুঁটীতে ৫০টী কিংবা অধিক থাকে। অক্টোবর মাসে ফুল ও ফেব্রুয়ারী মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতা ছেঁচিয়া লেবুর রস মিশ্রিত করিয়া দাদে লাগাইলে দাদ আরাম হয়। পত্র ভেদক ও সর্পবিষনাশক বলিয়া বিবেচিত হয়। (Fig. 183.)

184. C angustifolia Vahl. (সোনামুখী)

Fig.—Royle, Ill., ii, t. 37, Bentl. & Trim., t. 91.

Ref—F. B. I., ii, 264; Roxb., F. I., ii, 336, Dymock, i, 526

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়; বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতের টিনেভেলীতে বহু-পরিমাণে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. আমর্ত্তকী; বা. সোনামুখী, তা. নিলাবিরাই, তে. নেলাগানা; Eng. Indian Senna.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—সবল গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ২-৩ ফুট উচ্চ হয়। পত্রদণ্ডের উভয় দিকে ৭-৮ জোড়া পত্রিকা জন্মে; পত্রিকা মধ্যমাকৃতি, ১-২ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ সরু, বৃন্তদেশ সরু ও ছোট। পুষ্পদণ্ড পত্রের গোড়া হইতে বাহির হয়, দেখিতে শণফুলের মত, প্রত্যেক দণ্ডের উভয় দিকে ফুল হয়, ফুল দেখিতে সোঁদালের মত হরিদ্রাবর্ণ, পাপড়ি ৫টি, পুংকেসর ১০টি। শুঁটী চেপ্টা, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ, প্রত্যেক শুঁটীতে ৫।৬টি বীজ থাকে। এই গাছকে টিনেভেলী সিনা বলে। ভারতীয় সোনামুখীকে Indian Senna বলে। সোনামুখী গাছ আরব দেশের বনজঙ্গলে বিস্তর জন্মে। ইহার পাতাগুলি টিপিলে ভাঙ্গিয়া যায়, বর্ণ ফিকে-সবুজ ও পীতবর্ণ, সৌগন্ধযুক্ত। ভারতের তিনেভেলীতে ইহার চাষ হয়, তথা হইতে ইউরোপে রপ্তানি হয়। বর্ষাকালে ফুল ও শীত কালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পাতার গুঁড়া ভিনিগারের সহিত মিশ্রিত করিয়া চর্ম্মরোগে লেপন করিলে সত্বর আরাম হয়। ইহা Hennaর সহিত মিশ্রিত করিয়া কেশে

লাগাইলে কেশ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। ইহার (বীজ সোঁদাল (Cassia Fistula) বীজের সহিত মিশ্রিত করিয়া দাদে লাগাইলে দাদ আরাম হয়।) সোনামুখী রক্তস্রাব ও বালকদিগের কোষ্ঠবদ্ধতায় হিতকর। ইহা উত্তম বিরেচক, ইহার সহিত শুঁঠ ও লবঙ্গ মিশাইয়া খাইলে অতি শীঘ্র উপকার হয়, (মাত্রা লবঙ্গ সিকি তোলা, শুঁঠ সিকি তোলা ও সোনামুখী দুই তোলা।)

সোনামুখী জলে ভিজাইয়া পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি অর্দ্ধেক পরিমাণ খাইবে, বালকের পক্ষে আরও কম। সোনামুখীর জলের সহিত দুগ্ধ ও চিনি মিশ্রিত করিয়া ছোট ছোট ছেলেদিগকে খাওয়াইলে ক্রিমি ভাল হয়। ইহা তিক্ত, ভেদক, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন, শোথ ও মেহনাশক। (Fig. 184.)

Genus—CICER Linn.

185. C. arietinum Linn. (ছোলা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 313B.; Wight, I. C., t. 20; Bot. Mag., t. 2274.

Ref.—F. B. I., ii, 176; Roxb., Fl. Ind., iii, 324; B. P., i, 366; Watt, ii, Pt. 1, 274; Prain, H. H., 191; Voigt, H. S., 226.

জন্মস্থান—শীতকালীন ফসল; সাধারণতঃ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে, বঙ্গদেশ, বিহার ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে জন্মে। হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনায় স্থানে স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. চনক; বা. ছোলা; হি. চানা; তা. কাদালয়; তে. সেনেগা; বর্ম্মা—কুলাপাই।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র এবং ডাউল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গাছ; বহু শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট। পত্র পক্ষাকার ও সোজা, ১-২ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের অগ্রভাগে ১টি পত্রিকা থাকে; পত্র দাঁতযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ½-¾ ইঞ্চি। ফুল পত্রের গোড়া হইতে বাহির হয়, পুষ্পের বহির্চ্ছদ ¼-⅓ ইঞ্চি। শুঁটী ছোট ও বেঁটে, একটু লম্বাকৃতি, ¾-১ ইঞ্চি লম্বা, শুঁটীর অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। প্রত্যেক শুঁটীতে সাধারণতঃ ১টি বীজ থাকে, কখন কখন ২টিও দেখা যায়। মার্চ্চ মাসে ফুল ও জুন মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—টাট্‌কা পত্র গরম জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার বাষ্প (vapour) গ্রহণ করিলে বাধক ও কষ্টরজঃ আরাম হয় (Dymock)। রাত্রিকালে ছোলাগাছের উপর কাপড় বিছাইয়া দিলে তাহার উপর যে শিশির পড়ে সেই শিশির ছোলাগাছের সংস্পর্শে লবণাক্ত হয়, উক্ত লবণাক্ত জলীয় পদার্থ কাপড় হইতে নিংড়াইয়া সেবন করিলে (অম্ল, অজীর্ণ ও কোষ্ঠবদ্ধ রোগে হিতকর।) ছোলা পিত্তনাশক। (Fig. 185.)

Genus—CLITORIA Linn.

186 C. Ternatea Linn. (অপরাজিতা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl, t. 326; Bot. Mag., t. 1542.

Ref.—F. B. I., 208; Roxb., F. I., iii, 321; B. P., i, 402; Watt, ii, Pt. II, 12; Prain, H. H., 199; Voigt, H. S., 213.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে অনেক বাগানে ও জঙ্গলের ধারে রোপণ করে। ইহা মালয় উপদ্বীপ হইতে ভারতে আসিয়াছে। হুগলী, হাওড়া ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. অশ্বভরা, অস্ফোত; বা. অপরাজিতা; তে নীলদিনতানা; তা. কফেকানম্ কদিঃ; হি. বিষ্ণুক্রান্তি।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, বীজ, পত্র এবং রস। মাত্রা, মূলের ছাল ২-৪ আনা।

বর্ণনা—ইহা একটি লতানে গাছ। মূলপত্র ২½-৩ ইঞ্চি, বোঁটা ছোট। পত্রিকা ডিম্বাকৃতি লম্বা ও মাথা মোটা, ১-২ ইঞ্চি লম্বা। পত্রদণ্ডের অগ্রভাগে ১টি অযুগ্ম পত্র থাকে। পত্রিকা ২-৪ জোড়া হয়। ফুল ১ ইঞ্চি, নীলবর্ণ, মধ্যস্থল ফিকে শ্বেতবর্ণ, কখন কখন একেবারে শ্বেতবর্ণ হয়, এক একটি হয়। শুঁটী ১-৪ ইঞ্চি লম্বা, মোটা; বীজ কৃষ্ণবর্ণ, শুঁটীতে ৬-১০টি থাকে। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় মৃদুবিরেচক, মূত্রকর এবং জ্বরে হিতকর (Dutt)। ইহার শিকড়ের ২ তোলা পরিমাণ রস শীতল দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে কাশি এবং কফ নষ্ট করে। শ্বেত অপরাজিতার শিকড়ের রস নাসারন্ধ্রে দিলে আধ-কপালে আরাম হয় (Dymock)। ইহার শিকড়ের কাথ মূত্রযন্ত্রের জ্বালায় হিতকর. ইহা মূত্রকর ও মৃদুবিরেচক (Moodeen Sheriff)।

ইহার বীজ ভেদক এবং পাতার কাথ উদ্বেগ নষ্ট করে (Watt)। পাতার রস লবণের সহিত গরম করিয়া কানের বেদনায় দিলে বেদনা এবং কানের চতুর্দ্দিকে ফুলায় দিলে ফুলা আরাম হয়। শ্বেত অপরাজিতার মূলের রস চাউল-ধোয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া গব্যঘৃত-যোগে পান করিলে ভূতজনিত উন্মাদ কমিয়া যায়। ইহার মূলের ছাল এবং নিশিন্দা গাছের (Vitex Negundo) মূলের ছাল জলে বাটিয়া পান করিলে সর্পবিষ আরাম হয়।

চিনি, গব্যঘৃত ও মধুর সহিত নীল অপরাজিতার মূলের ছাল ৭ দিন সেবন করিলে শূলবেদনা আরাম হয়। শ্লীপদ রোগে অপরাজিতা মূলের প্রলেপ দিলে উহা আরাম হয় (হারীত)।

অপরাজিতার মূল গব্যঘৃত-যোগে পেষণ করিয়া পান করিলে গলগণ্ড আরাম হয়.

(অপরাজিতা মূলের ত্বক গরম জলে পেষণ করিয়া পান করিলে শোথ বিনষ্ট হয়।)

(Fig. 186.)

Genus—DALBERGIA Linn.

187. D. Sissoo Roxb. (শিশু)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 334, Beddome, Fl. Sylv., t. 25.

Ref.—F. B. I., ii, 231; Roxb., F. I., iii, 223; B. P., i, 411; Prain, H. H., 200, Voigt, H. S., 241.

জন্মস্থান—ইহা সচরাচর হিমালয় প্রদেশ ও সিন্ধুদেশ হইতে আসাম পর্য্যন্ত ভূভাগে ৩০০০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চে জন্মিয়া থাকে। বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলায় বাগানে রোপণ করে ও জঙ্গলের ধারে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. শিশুগাছ; হি. শিশাই; তা. মুব্ব্ কাটাই; তে. শিশুকারা; Eng. Rose-wood.

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল, শিকড়, পত্র এবং আঠা।

বর্ণনা—৫০।৬০ ফুট উচ্চ গাছ, পত্র বসন্তকালে পড়িয়া যায়। গাছের কাষ্ঠ অতিশয় শক্ত, ইহা গরুর গাড়ী নির্ম্মাণ ও অপরাপর কাজে ব্যবহার হয়। গাছের শাখা ধূসরবর্ণ ও অবনত, চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত। পাতার ডাঁটা বক্র, পত্রিকা শক্ত মসৃণ লোমাবৃত, ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, ৩-৫ জোড়া, কতকটা গোলাকার। পুষ্পদণ্ড পত্রদণ্ড অপেক্ষা ক্ষুদ্র। ফুল পীতাভ, পুংকেসর ৯টি আছে। শুঁটী পাতলা, ফিকে ধূসরবর্ণ, লোমযুক্ত, ১½-৪ ইঞ্চি লম্বা, ⅓-½ ইঞ্চি চওড়া; ছোট বোঁটায় থাকে। বীজ ⅓ ইঞ্চি লম্বা, চেপ্টা, কতকটা '৫'এর আকৃতি। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় ধারক। তৈল চর্ম্মরোগে ব্যবহার হয় (Atkinson)। পাতার ক্বাথ তীব্র গনোরিয়া রোগে সেব্য। কাষ্ঠের গুঁড়া ত্রিদোষের সংশোধক। শুষ্ক বল্কল এবং টাট্কা পাতা সঙ্কোচক এবং ইহা শোণিতস্রাব, রক্ত উৎকাশি, অতিরজঃ, রক্তঅর্শ রোগে ব্যবহার হয়। কাষ্ঠের গুঁড়া কুষ্ঠরোগ, ফোড়া, উদ্ভেদ ও বমন রোগ নিবারক। (Fig. 187.)

Genus—DERRIS Lour.

188. D. uliginosa Benth. (পানলতা)

Fig.—Wight, Hook, Bot. Misc., iii, Suppl., t. 41.; Miquel, Fl. Ned. Ind., i, t. 3.

Ref.—F. B. I., ii, 241; Roxb., F. I., iii, 229; B. P., i, 408; Prain, H. H., 200; Voigt, H. S., 239.

জন্মস্থান—সুন্দরবন, চট্টগ্রাম, মধ্য বঙ্গদেশ, গঙ্গানদীর তীরবর্ত্তী স্থান, হাবড়া হইতে চুঁচুড়া পর্য্যন্ত স্থান, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর। দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমভাগ ও সিংহল।

বিভিন্ন নাম—বা. পানলতা; মা. কাজর বেল; মারহাট্টা—কীরতন।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্। মাত্রা ২-৮ ড্রাম।

বর্ণনা—বিস্তৃত লতা গাছ, ইহার শাখা ও পাতা চিক্কণ লোমযুক্ত। কাণ্ডের ছাল গাঢ় ধূসরবর্ণ, শিকড়ের ছাল ফিকে ধূসরবর্ণ। পত্রিকা সাধারণতঃ ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, নীচের জোড়া ছোট ও ডিম্বাকৃতি, পত্রের শিরা স্পষ্ট দেখা যায় না। পুষ্পদণ্ড ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ছোট ডালের গোড়া হইতে বাহির হয়। বহির্ব্বাস ১/২ ইঞ্চি, দাঁতগুলি অস্পষ্ট। ফুল গোলাপ ফুলের ন্যায় লাল, ১/২ ইঞ্চি লম্বা। শুঁটীর বৃন্ত ছোট, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, ১-২টি বীজবিশিষ্ট, বীজ ঈষৎ গোলাকার ও ১-১১/২ ইঞ্চি লম্বা, ১১/২ ইঞ্চি চওড়া, পাতলা ও চেপ্টা। বর্ষাকালে ফুল হয় ও শীতকালে ফল জন্মে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার স্বাদ কষায় ও ইহা ধারক, ছালের গুঁড়া নাকে দিলে হাঁচি হয়। ছাল পুকুরে দিলে পুকুরের মৎস্য মরিয়া যায়। ভারতীয় চাষীদের শস্যের পোকা মারিবার জন্য সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এইজন্য মারহাট্টা ভাষায় ইহাকে "কীরতন" (worm creeper) বলে। তাঞ্জোর দেশীয় লোকেরা এই গাছ হইতে এক প্রকার তৈল প্রস্তুত করে, উহা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগে বাত, বাধক, কষ্টরজঃ ও পক্ষাঘাত আরাম হয়; এই তৈলে চিতামূল, হিঙ্গু ও হরিদ্রা মিশ্রিত থাকে, সুতরাং এই তৈলের যে কি গুণ তাহা ঠিক বলা কঠিন। (Fig. 188.)

Genus—DESMODIUM Desv.

189. D. gangeticum DC. (শালপাণি)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 300.

Ref.—F. B. I., ii, 168; Roxb., F. I., iii, 349; B. P., i, 425; Watt, iii, Pt. I, 82; Prain, H. H., 203, Voigt, H. S., 223.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, জঙ্গলের ধারে ও পতিত জমিতে দেখা যায়; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. শালপর্ণী; বা. শালপানি; হি. সরিবান; সাঁওতাল—তান্ত্রি।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় ও পত্র।

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্; কাণ্ড সরল ও খাড়াভাবে জন্মে; গাছ ৩।৪ ফুট উচ্চ হয়। পত্র লম্বাকৃতি, সাধারণতঃ ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, ১/২-৩/৪ ইঞ্চি চওড়া, গোড়ার দিক

গোলাকার, মাথার দিক ক্রমশঃ সরু হইয়া অগ্রভাগ সূচল হইয়াছে। পত্রের নিম্ন দিকে ধূসরবর্ণ লোম আছে; বোঁটা ½-১ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা, অনেক শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট। ফুল ⅙-⅙ ইঞ্চি, বহির্ব্বাস ⅟₁₂ ইঞ্চি, অবনত। শুঁটী ½-¾ ইঞ্চি লম্বা, ⅟₁₂-⅙ ইঞ্চি চওড়া; ৬-৮টি একসঙ্গে থাকে, আঠাযুক্ত ও বক্র লোমযুক্ত।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছটি দশমূল পাচনের একটি অঙ্গ; নিম্নলিখিত দশটি গাছ লইয়া দশমূল পাচন হয়। যথা—

শালিপর্ণী-পৃশ্নিপর্ণী-বৃহতীদ্বয়-গোক্ষুরৈঃ।
বিল্বাগ্নিমন্থশ্যোনাক-কাশ্মরী-পাটলাযুতৈঃ॥
দশমূলমিতি খ্যাতং ক্বথিতং তজ্জলং পিবেৎ।
পিপ্পলীচূর্ণসংযুক্তং বাতশ্লেষ্মহরং পরম্॥
সন্নিপাতজ্বরহরং সূতিকাদোষনাশনম্।
শোষ-শৈত্যভ্রম-স্বেদকাশশ্বাসবিকারনুৎ।
হৃৎকণ্ঠগ্রহপার্শ্বার্ত্তিতন্দ্রামস্তকশূলনুৎ॥ শার্ঙ্গধরঃ।

ইহার পঞ্চমূল সর্দ্দিজ্বর প্রভৃতিতে ব্যবহার হয় এবং দশমূল সবিরাম জ্বর, সূতিকাজ্বর, প্রাদাহিক জ্বর, বক্ষ ও মস্তক প্রদাহ, ও পার্শ্বশূলের একটি উৎকৃষ্ট মহৌষধ। ইহার শিকড় বলকারক, এবং বমন, হাঁপানি ও রক্ত আমাশয় রোগে হিতকর। (Fig. 189.)

Genus—DOLICHOS Linn.

190. D. biflorus Linn. (কুর্ত্তিকলাই)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 327; Duthie & Fuller, Field Crops, t. 81 (1893).

Ref.—F. B. I., ii, 210; B. P., i, 391; Prain, H. H., 197.

জন্মস্থান—বেহার, ছোটনাগপুর, বঙ্গদেশ, জমিতে চাষ হয়; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর। হিমালয় হইতে সিংহল ও বর্ম্মা প্রভৃতি ভূভাগে ৩০০০ ফুট উচ্চ স্থান পর্য্যন্ত এবং সিকিমেও দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. কুলত্থকলাই; বা. কুর্ত্তিকলাই; হি. কুল্‌থি; সাঁওতাল—হোবেক; তে. পুলাবা।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—চক্রপাণি মতে কুলত্থ ৪ প্রকার, যথা—লোহিত, কৃষ্ণ, শ্বেত ও চিত্র। এইগুলি ত্রিপত্র-বিশিষ্ট উদ্ভিদ্। ইহা হইতে কুলত্থগুড়, কুলত্থঘৃত প্রভৃতি অনেক কবিরাজী ঔষধ

প্রস্তুত হয়। বর্ষজীবী উদ্ভিদ, পত্র ঝিল্লিযুক্ত, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, ১-২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ১-৩টি একসঙ্গে জন্মে, সচরাচর পত্রের গোড়া হইতে বাহির হয়, বহির্ব্বাস $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি, অবনত, দাঁত লম্বা। ফুল $\frac{1}{2}$-$\frac{3}{4}$ ইঞ্চি লম্বা, পীতবর্ণ। শুঁটি ১$\frac{1}{2}$-২ ইঞ্চি লম্বা, ও বক্র। শুঁটিতে বীজ ৫-৬টি থাকে। Dr. Voigt ইহার D. uniflorus নাম দিয়াছেন (H. S. 232)। অগষ্ট মাসে ফুল ও সেপ্টেম্বর মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার কাথ স্ত্রীলোকদিগের প্রদররোগে ও ঋতুর বিশৃঙ্খলা ঘটিলে ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যবহার করিলে প্রসবাস্তিকস্রাব নির্গত হইয়া রোগিণী সত্বর আরোগ্য লাভ করেন।

সংস্কৃত লেখকেরা ইহাকে সর্দ্দি-নিবারক ও স্নিগ্ধকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই কলাই সচরাচর বনে আপনা আপনি জন্মে। ইহা চক্ষুরোগে হিতকর ও ব্যবহার করিলে চর্ব্বিবিশিষ্ট মোটাদেহ কমিয়া যায় (Dutt)।

বন্য কুলথকলাই কাপড়ে বাঁধিয়া টাট্কা-গোবরজলে ফুটাইয়া নখদ্বারা খোসা ছাড়াইয়া লইবে, অতঃপর রৌদ্রে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইলে, সেই গুঁড়া রাত্রিকালে চক্ষে প্রলেপ দিলে চক্ষুওঠা-রোগ আরাম হয়।

সান্নিপাতিক জ্বরে রোগীর অতিশয়-ঘর্ম্ম-নিবারণের জন্য ভাজা-কলাই-চূর্ণ গায়ে মাখাইলে ঘর্ম্ম নিবারিত হয় (চক্রদত্ত)। কুলথকলাই খাইলে ঘর্ম্ম নির্গত হয় এবং চূর্ণ গায়ে মাখিলে ঘর্ম্ম নিবারিত হয়—ইহার দুইপ্রকার গুণ আছে (চরক)। ইহার ঝোল অর্শ রোগীর পক্ষে হিতকর (চরক)। (Fig. 190.)

191. D. Lablab Linn. (শিম)

Fig.—Bot. Mag., t. 896; Bot. Reg., t. 830.

Ref.—F. B. I., ii. 209; Roxb., F. I., iii. 307; B. P., i. 391; Prain, H. H, 197.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়; বঙ্গদেশে ও হুগলী-হাবড়া জেলার জমিতে ও বাটীর নিকটস্থ জমিতে চাষ করে।

বিভিন্ন নাম—স. শিম্বি; বা. হি. শিম; তে. আলসান্দি; Eng. Goabcan.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও ফল।

বর্ণনা—লতানে গাছ, জড়াইয়া অপর গাছে উঠে বা ভারা বাঁধিয়া দিলে উহার উপর জন্মে। পত্রের বৃন্ত লম্বা উহাতে ত্রিপত্র-বিশিষ্ট পাতা হয়। পত্র দেখিতে তেঁপলতে কিংবা শাঁক আলু গাছের পাতার মত। পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয় উহা শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট।

পুষ্পের বহির্ব্বাস $\frac{১}{৮}$-$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি। ফুল রক্তাভ কিংবা শ্বেতবর্ণ। শুঁটি ১$\frac{১}{২}$-২ ইঞ্চি লম্বা, চেপ্টা। শুঁটিতে ৫-৭টি বীজ জন্মে, বীজ কৃষ্ণবর্ণ ও হরিদ্রাভ, মুখ শ্বেতবর্ণ। নভেম্বর মাসে ফুল ও ডিসেম্বর মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শিম শ্লেষ্মা-নাশক। ইহার বীজ কামোত্তেজক এবং নাসিকা হইতে রক্তস্রাব-নিবারক। (Fig. 191.)

Genus—GLYCINE.

192. G. Soja Sieb. & Zucc. (গাড়ীকলাই)

Fig.—Basu, Ind. Med. Pl., I, t. 314 ; Tropenfl. l, n. 235.

Ref.—F. B. I., ii. 184 ; Roxb., F. I., iii. 314 ; Journ. Linn. Soc., viii. 266.

জন্মস্থান—কমায়ুন, সিকিম, খাসিয়া পাহাড, বঙ্গদেশ, নাগাপাহাড়, হিমালয় পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী উষ্ণপ্রধান স্থান।

বিভিন্ন নাম—বা. গাড়ীকলাই ; হি. ভাটনান ; কমায়ুন ভুট ; Eng. Soy Bean.

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—বৃক্ষারোহী বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। পত্রের বোঁটা লম্বা, পত্রিকা ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, ২-৪ ইঞ্চি লম্বা। বহির্ব্বাস $\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি, ঘন, লোমাবৃত, পাপড়ীগুচ্ছ রক্তাভ। শুঁটি পত্রের গোড়া হইতে বাহির হয়, লম্বা, বক্র, কোমল লোমযুক্ত, ১$\frac{১}{২}$-২ ইঞ্চি লম্বা, $\frac{১}{৬}$-$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি চওড়া ; ৩-৪টি বীজবিশিষ্ট। নভেম্বর মাসে ফুল ও ডিসেম্বর মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড়ের কাথ ধারক। (Fig. 192.)

Genus—ENTADA.

193. E. scandens Benth. (গিলাগাছ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., viii, t. 32-34 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 369.

Ref.—F. B. I., ii. 287 ; Roxb., F. I., ii. 554 ; B. P., i. 452 ; Brandis, For. Fl., 167.

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, ছোট-নাগপুর, উড়িষ্যা, দক্ষিণ ভারতবর্ষ, বর্ম্মা এবং আণ্ডামান ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ।

বিভিন্ন নাম—বা. গিলা ; উড়িয়া—গেরেদী ; বম্বে—গারদল।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজের শাঁস, বক্কল ও বীজ।

বর্ণনা—কাষ্ঠের ন্যায় শক্ত লতা, ইহার কাণ্ড মোচড়ান ও বক্রাকৃতি, ধূসরবর্ণ ও খসখসে, শুষ্ক হইলে গাঢ় ধূসরবর্ণ হয়। পত্রদণ্ড লম্বা, ইহার অগ্রভাগ আঁকড়িতে পরিণত হয়। পত্র লম্বা ডিম্বাকৃতি, মস্তকদেশ মোটা ১-২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ½-⅓ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটাগুলি ছোট। পাপড়ী ৫টি; পুংকেসর ১০টি। ফলের বোঁটা ½ ইঞ্চি লম্বা, এইগুলি পুরাতন পত্রহীন শাখা হইতে বাহির হয়। ফল শক্ত, ১-২ ফুট লম্বা, ৩-৪ ইঞ্চি চওড়া, বক্রাকৃতি। বীজ চেপ্টা, উজ্জ্বল ও শক্ত, ২ ইঞ্চি চওড়া। ইহার বীজ সিদ্ধ করিয়া খায়। এপ্রিল মাসে ফুল ও মে মাসে ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজের শাঁস পাহাড়ী লোকেরা জ্বরে ব্যবহার করে। কাষ্ঠের কাথ চর্ম্মরোগে হিতকর। ফিলিপাইন দ্বীপের লোকেরা ইহাকে Gogo (গো গো) বলে। লেপ্‌চা ও অপরাপর পাহাড়ীরা ইহার বীজ সাবানের ন্যায় মস্তক ধুইবার জন্য ব্যবহার করে এবং ফলের শাঁস ভাজিয়া খায় (Dymock)।

শাঁসের গুঁড়ার সহিত মসলা মিশ্রিত করিয়া দেশীয় স্ত্রীলোকেরা প্রসবের পর কয়েক দিন ধরিয়া শরীরের কষ্ট ও বেদনা-নিবারণের জন্য ব্যবহার করে (Watt)। (Fig. 193.)

Genus—LENS Gren & Godr.

194. L. esculenta Mœnch. (মসূরি)

Fig.—Bentl. & Trim., Med. Pl., ii, t. 76.

Ref.—F. B. I., 179; Roxb., F. I., iii. 323; B. P., i. 367; Prain, H. H., 192; Voigt, H. S., 226.

জন্মস্থান—ভারতে সর্ব্বত্র জন্মে; শীতকালীন ফসল, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনা ও বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. মসূর; বা. মসূরি; হি. মসূর; তা. মিসূর-পুরুকুর, তে. মিসূরপাপ্প।

ব্যবহার্য্য অংশ—কলাই।

বর্ণনা—নরম গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, শীতকালে চাষ হয়, ১-২ ফুট উচ্চ। পত্র দুই দিকে জোড়া জোড়া জন্মে। পত্রিকা ৪-৬ জোড়া হয়, ইহা সরু এবং নরম; পত্রবৃন্ত ছোট, পুষ্পদণ্ড পত্রের দৈর্ঘ্যের সমান। প্রত্যেক দণ্ডে ২টি ছোট ও শ্বেতবর্ণ ফুল হয়। শুঁটী বিষম চতুর্ভুজের ন্যায় ও মসৃণ, প্রত্যেকটিতে ২টি গোলাকার, চেপ্টা, ধূসরবর্ণ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ-বিশিষ্ট বীজ থাকে। প্রত্যেক বীজে ২টি ডাউল হয়। মাঘ মাসে ফুল ও চৈত্র মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মসুরের খোল ধারক। চক্ষু উঠিয়া রক্তবর্ণ হইলে মসুর কলাই বাটিয়া কপালে প্রলেপ দিলে চক্ষু উঠা আরাম হয়। মসুর অতিশয় পুষ্টিকর। মসুর কলাই অপামার্গের শিকড়সহ বাটিয়া স্তনে প্রলেপ দিলে দুগ্ধ বন্ধ হয় এবং স্তনের স্ফীতি কমিয়া যায়।

বসন্তের ঘায়ে মসুরের পুলটিস দিলে উহা শীঘ্র সারিয়া যায়। মসুর অতিশয় বলকারক ও শারীরিক দৌর্ব্বল্যনাশক। (Fig. 194.)

Genus—ERYTHRINA Linn.

195. E. indica Lamk. (পাল্‌তেমাদার)

Fig.—Wight, Ic., t. 58; Rheede, Hort. Mal., vi, t. 7; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 318.

Ref.—F. B. I., ii. 188; Roxb., F. I., iii. 249; B. P., i. 398; Watt, iii, pt. i, 269; Prain, H. H., 198; Voigt, H. S., 237.

জন্মস্থান—সুন্দরবন, সমগ্র ভারতবর্ষ ও বর্মা—বঙ্গদেশ, দক্ষিণভারত ও অযোধ্যা, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া, বোটানিক্‌ গার্ডেন, শিবপুর। [বেড়ার জন্য রোপণ করে]।

বিভিন্ন নাম—সং. পারিজাত, পারিভদ্র; বা. পালতেমাদার; তা. কালিয়ান; তে. বাদাচিপা চেট্টু; হিঃ মান্দার, Eng. Indian Coral Tree.

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্‌, রস এবং পত্র। মাত্রা, ত্বক্‌ কাথ ৫-১০ তোলা, পত্ররস ১-২ তোলা।

বর্ণনা—উচ্চ বৃক্ষ ১০-২০ ফুট উচ্চ, ত্বক্‌ ধূসরবর্ণ ও পাত্‌লা, গায়ে ছোট ছোট কাঁটা আছে, কাঁটা দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ। পত্রদণ্ড হইতে দুইদিকে দুইটি ও অগ্রভাগে একটি পত্র হয়। পত্র ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, চওড়া দিকে বিষম চতুর্ভুজের ন্যায়, দেখিতে অনেকটা পলাস পত্রের ন্যায়। পুষ্পদণ্ড ½ ইঞ্চি লম্বা ও বিস্তৃত। ফুলের রং লালবর্ণ। বহির্ব্বাস ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, গোড়ায় ছোট ছোট পাঁচটি দাঁত আছে; পাপড়ী ২-২½ ইঞ্চি লম্বা, অবনত; ১½ ইঞ্চি চওড়া। শুঁটী ½-১ ইঞ্চি লম্বা; বীজ ৩-৮টি থাকে, দেখিতে সীম বীজের ন্যায়, ১ ইঞ্চি লম্বা ঈষৎ লালবর্ণ। ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ মাসে ফুল ও জুন-জুলাই মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ডাক্তার Rheede বলেন ইহার পাতার রস উপদংশ রোগে হিতকর; Dr. Rumphius বলেন যে ইহার পাতার রস ক্ষত রোগের প্রক্ষালনে ব্যবহৃত

হয়। পাতার রস নারিকেল দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে ও বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে স্ত্রীলোকদিগের স্তন্য বাড়িয়া থাকে ও ঋতু আনয়ন করে। ছাল রক্ত আমাশয় রোগে হিতকর। Dr. Wight বলেন ইহার ত্বক্ জ্বর ও কৃমিনাশক এবং চক্ষু উঠা রোগে হিতকর। ইহার পত্র বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে বাগি বসিয়া যায় এবং যন্ত্রণার লাঘব হয় (Kanai Lal De)।

Concan দেশে ইহার ছাল এবং কচি পাতার রস ক্ষত রোগের পোকা নষ্ট করিবার জন্য ব্যবহার করে। যে গাছে শ্বেতবর্ণ ফুল হয় উহার শিকড় গুঁড়া করিয়া শীতল দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হয়। ছাল সর্দ্দিনাশক এবং জ্বরঘ্ন। পত্র মৃদুবিরেচক এবং মূত্রকর, শিকড় নিদ্রাকর বলিয়া কথিত আছে। ইহার টাট্‌কা রস কর্ণে দিলে কর্ণবেদনা আরাম হয় এবং দাঁতের বেদনা নিবারণ করে (Watt)।

Dr. Allamirans বলেন যে ইহা Nox Vomicaর প্রতিষেধক ঔষধ। ইহা কৃমিনাশক, চক্ষুউঠা নিবারক এবং গেঁটে বাতের মহৌষধ (K. L. Dey)। শিশুকে পেঁচোয় পাইলে ইহার মূলের ক্বাথে স্নান করাইলে পেঁচোয় পাওয়া আরাম হয়। পালিতা পত্র রসায়ন, মূত্রকর, স্তন্য ও আর্ত্তবকারক, এইজন্য যে সকল স্ত্রীলোকের ঋতুনাশ হইয়াছে তাহাদিগকে সেবন করাইলে পুনবায় ঋতু হইয়া থাকে। (Fig. 195.)

Genus—INDIGOFERA Linn.

196. I. linifolia Retz. (ভাঙ্গাড়া)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., t. 196, Wight, Ic., t. 313.

Ref.—F. B. I., ii. 92; Roxb., F. I., iii. 370; B. P., i. 431; Prain, H. H., 203; Voigt, H. S., 211.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাবড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, রাস্তার ধারে ও জঙ্গলের পার্শ্বে। ভারতের হিমালয় হইতে সিংহল পর্য্যন্ত ভূভাগে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. ভাঙ্গারা; হি. তরকী; সাঁওতাল—তৌদিধদিবাহা।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গাছ, দেখিতে শ্বেতবর্ণ; কাণ্ড নরম ও বহু-শাখাবিশিষ্ট, $\frac{1}{2}$-১ ফুট লম্বা। পাতার বোঁটা ক্ষুদ্র, $\frac{1}{2}$-১ ইঞ্চি লম্বা ও সরু, বোঁটার দিক্ ক্রমশঃ সরু, অগ্রভাগ মোটা, মাথাটি ঠিক টেনিসের ব্যাটের মত। ফুল এক ডাঁটায় ৬-১২টি হয়, খুব ঘন ও উহার বোঁটা ছোট। বহির্ব্বাস $\frac{1}{12}$ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ ও দাঁতযুক্ত। ফুল উজ্জ্বল লালবর্ণ, উহা বহির্ব্বাসের ২-৩ গুণ। ফল শক্ত ও শ্বেতবর্ণ, $\frac{1}{12}$ ইঞ্চি পুরু। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছ স্ফোটক জ্বরের শান্তিকর। সামতালেরা এই গাছ ধাতুনাশ রোগে শ্বেতকেরই (Euphorbia thymifolia) গাছের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করে (Rev. A. Campbell)। (Fig. 196.)

197. I. tinctorin Linn. (নীল)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i, t. 54 ; Wight, Ic., t. 365 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 297A.

Ref.—F. B. I., ii. 99 ; Roxb., F. I., iii. 379 ; B. P., i. 432 ; Watt, iv, Pt. ii. 387.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বেহার, বর্দ্ধমান, হুগলীতে চাষ হয়। দক্ষিণ ভারতে (কনকান) স্থানে স্থানে জঙ্গলে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. নীল ; বা. নীল ; তা. আবেরী ; তে. নীলী।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় ও গাছ।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, ৬-৭ ফুট উচ্চ, ছাল শ্বেতবর্ণ। পত্র ১-২ ইঞ্চি লম্বা; পত্রিকা উভয়দিকে বিস্তৃত, পত্র শুষ্ক হইলে ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ হয়। বোঁটা ½-১ ইঞ্চি; পুষ্পদণ্ড ২-৪ ইঞ্চি লম্বা। বহির্ব্বাস $\frac{1}{12}$ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ; ফুল $\frac{1}{8}$-$\frac{1}{6}$ ইঞ্চি, লালের আভাযুক্ত পীতবর্ণ। শুঁটী ¾-১ ইঞ্চি লম্বা, $\frac{1}{12}$ ইঞ্চি মোটা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বীজ শুঁটীতে ৪-৬টি হয়। বর্ষায় ফুল ও শীতে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু ও মুসলমান বৈদ্যেরা গাছকে হুপিং-কফনিবারক, বক্ষ ও মূত্রাশয়ের রোগে, বুক ধড়ফড়ানি, প্লীহা, যকৃৎ-বৃদ্ধি ও শোথ রোগে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। নীল বাটিয়া বালকদিগের নাভিদেশে প্রলেপ দিলে পাকস্থলীর উপর কার্য্য করে। ইহা মূত্র বৃদ্ধি করে। পাতার পুলটিশ দিলে চর্ম্মরোগ, ক্ষত, রক্তঅর্শ আরাম হয়। মৌমাছি কামড়াইলে পাতার রস লাগাইলে যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

নীলের অরিষ্ট বক্ষঃপ্রদাহে হিতকর। শিকড়ের ক্বাথ আর্সেনিক বিষের প্রতিষেধক (Watt)। নীলের সুরাসার স্নায়বিক রোগ ও কাশি-নিবারক। ইহা ক্ষতের মলমরূপে ব্যবহৃত হয়। (Fig. 197.)

Genus—LATHYRUS Linn.

198. L. sativus Linn. (খেসারী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 314A ; Royle, Ill. 200.

Ref.—F. B. I., ii. 179 ; Watt, vi. pt. ii, 590 ; B. P., i. 368 ; Prain, H. H., 192 ; Voigt, H. S., 227.

জন্মস্থান—ভারতের সকল স্থানেই চাষ হয়, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাবড়া, বর্দ্ধমান, বেহার প্রভৃতি স্থানে শীতকালে চাষ হয়। হাজারা, কাশ্মীর এবং কমায়ুন প্রভৃতি স্থানেও জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. খেসারী।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পত্র পক্ষাকার, গাছের অগ্রভাগে আঁকড়ী আছে। পত্রিকা লম্বাকৃতি; বৃন্ত পক্ষযুক্ত; ফুল এক একটি হয়। বহির্ব্বাস ১/৮-১/২ ইঞ্চি, দাঁতযুক্ত। ফুল ১/৪ ইঞ্চি, লাল ও নীলের আভাযুক্ত কিংবা শ্বেতবর্ণ। শুঁটি ১/২ ইঞ্চি লম্বা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত; প্রত্যেক শুঁটিতে ৪।৫টি বীজ থাকে। মাঘ মাসে ফুল ও ফাল্গুন মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কথিত আছে খেসারী কলাই অধিক দিন ব্যবহার করিলে পক্ষাঘাত হয়, ইহার কুফল শরীরের পেশীতে এবং হাঁটুর নিম্নে প্রকাশ পায়। ঘোড়ায় খেসারী খাইলে পশ্চাৎ দিকের পায়ে পক্ষাঘাত হয় এমন কি মরিয়া যায়। মানুষের শরীরে ইহা এখনও বিশেষ পরীক্ষা হয় নাই (Irvi. Ind. Am. Med. Science, vii. 127). (Fig. 193.)

Genus—MELILOTUS Linn.

199. M. indica All. (বনমেথি)

Fig.—Lamk, Ill., iii, t. 613, fig. 4; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 291B.

Ref.—F. B. I. M. parviflora Desf. ii. 89; Roxb., Fl. Ind. iii. 388, Trifolium indicum Roxb.; B. P., i. 413; Prain, H. H., 201; Voigt. H. S., 209.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশ, হুগলী, হাবড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া। একপ্রকার আগাছা।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. বনমেথি।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী আগাছা; ২-৩ ফুট উচ্চ হয়; ডালগুলি শক্ত; পাতায় ধূসরবর্ণ লোম আছে। পত্র ১/২-৩/৪ ইঞ্চি; পত্রিকা ৩টি দুই পার্শ্বে ২টি ও সম্মুখে ১টি থাকে। পুষ্পদণ্ড ঘন সন্নিবদ্ধ, প্রত্যেক দণ্ডে ৬-১২টি ফুল হয়; বৃন্ত ছোট, পুষ্প বেগুনের আভাযুক্ত লালবর্ণ। শুটি সোজা, ৬-১০টি বীজ হয়। এই প্রকার আর এক জাতীয় গাছ আছে যাহা শস্যক্ষেত্রে সচরাচর দেখা যায়—ইহাকে M. alba বলে, ইহার ফুল শ্বেতবর্ণ, ইহাকে শ্বেত বনমেথি বলে। শীতের সময়ে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ পাকস্থলীর রোগে ও ছোট ছেলেদের উদরাময়ে ব্যবহৃত হয় (Murray)। শ্বেতবর্ণ মেথির পত্র গরু-বাছুরে খাইলে পেট ফুলিয়া যায়। (Fig. 199.)

Genus—OUGEINIA Benth.

200. O. dalbergioides Benth. (তিনিস)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 309; Wight, Ic., t. 391; Beddome, Fl. Sylv. t. 36.

Ref.—F. B. I., ii. 161; Roxb., F. I., iii. 220; B. P., i. 421.

জন্মস্থান—বেহার, ছোট নাগপুর, উড়িষ্যা; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. বা. তিনিস।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্

বর্ণনা—লম্বা গাছ, ২০-৪০ ফুট উচ্চ। গাছের ছাল ½ ইঞ্চি মোটা, কাষ্ঠ শক্ত, উপরের কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ কিংবা লালের আভাযুক্ত। শাখা লোমযুক্ত, ধূসরবর্ণ। পত্র পক্ষাকার, ত্রিপত্রিকা-বিশিষ্ট, পত্রিকা ঈষৎ গোলাকার কিংবা ডিম্বাকৃতি, ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের মস্তকদেশ মোটা, একদিক্ একটু ছোট অপর দিক্ বক্র, প্রায় অশ্বত্থ পত্রের ন্যায়। পুষ্প ছোট, পুরাতন ডালের গাত্র হইতে গুচ্ছবদ্ধ পুষ্পদণ্ড বাহির হয়। ফুল ঈষৎ লালবর্ণ কিংবা ফিকে গোলাপী। শুঁটি ২-৩ ইঞ্চি লম্বা। প্রত্যেক ফলে বীজ ২-৫টি হয়; বীজ চেপ্টা, শুঁটি চিনাবাদামের মত সরু ও মোটা, ইহাতে ২।৩টি গাঁইট আছে। মার্চ্চ মাসে ফুল ও এপ্রেল মাসে ফল হয়

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল রক্ত আমাশয় ও উদরাময় নিবারক; ছালের ক্বাথ ছোটনাগপুর দেশের পাহাড়ী জাতিরা ব্যবহার করে (Rev. Campbell)। ইহার ছাল জ্বরনাশক বলিয়া মধ্যভারতের লোকে ব্যবহার করে। (Fig. 200.)

Genus—MIMOSA Linn.

201. M. pudica Linn. (লজ্জাবতী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 373 B; Roxb., Hort. Beng., 41.

Ref.—F. B. I., ii. 291; Roxb., Fl. Ind., ii. 565.; B. P., i. 456; Watt, v., Pt. i, 348; Prain, H. H., 207.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সকল স্থানে রাস্তার ধারে দেখা যায়; হুগলী, হাবড়া, বৰ্দ্ধমান, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর এবং ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে।

বিভিন্ন নাম—স. বরাহকান্তা; বা. লাজক, লজ্জাবতী; তা. তোত্তালবাদী; Eng. Sensitive plant.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ ও মূল।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, গাছে কাঁটা আছে, ইহার গায়ে হাত দিলে পাতাগুলি গুটাইয়া যায়; লতার গায়ের কাঁটাগুলি নিম্নে অবনত। পত্রের বৃন্ত ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, ডাঁটার দুইদিকে পত্র বাহির হয়। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা; ২০-২৪টী জন্মে। ফুল তুলার ন্যায় নরম, ফিকে লালবর্ণ। ফুলের বোঁটা ২ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের গোড়া হইতে ফুল বাহির হয়। শুঁটি ½-¾ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ও ফল বৎসরের সকল সময়েই হয়। সাধারণতঃ জুলাই মাস হইতে ডিসেম্বরের মধ্যে ফুল ও ফল হয়। প্রত্যেক শুঁটিতে ৩-৪টি বীজ থাকে। ফলে ধূসরবর্ণ ছোট ছোট কাঁটা আছে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—রক্তদুষ্টি ও পিত্তদোষে লজ্জাবতী ব্যবহার হয় (Mir Mahammad)। ইহার রস বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে ভগন্দর রোগ আরাম হয় (Dymock).

ইহার শিকড়ের ক্বাথ পাথরী রোগে ব্যবহার করে; পত্র এবং শিকড় অর্শ ও ভগন্দর নিবারক; মাত্রা—পাতার গুঁড়া, অল্প দুগ্ধের সহিত ১০৮ গ্রেণ পরিমাণ সেব্য, দিবসে একবার (Ainslie, Mat. Med. Ind., 432)।

কঙ্কন-দেশীয় লোকেরা ইহার পাতার মণ্ড কুরণ্ডে লাগাইয়া উহা আরাম করে (Dymock)। ঘায়ে শোথ হইলে ইহার পাতার রসে তুলা ভিজাইয়া ব্যবহার করে। (Fig. 201.)

202. M rubicaulis Lam. (কুঁচিকাঁটা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 373 A; Roxb., Cor. Pl., t. 200.

Ref—F. B. I., ii. 291; Roxb., F. I., ii. 564; B. P., i. 456; Watt, v, Pt. I, 248; Prain, H. H., 207; Voigt, H. S. 257.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, কমায়ুন, সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ, হুগলী গোঘাট, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বৰ্দ্ধমান, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. কুঁচিকাঁটা, শাঁইকাঁটা; সাঁওতাল—সেগাজানুম্; হি. কাচিএটা; নেপাল—আরাদি।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র ও শিকড়।

বর্ণনা—ছোট কাঁটাযুক্ত উদ্ভিদ, শাখাগুলি ধূসরবর্ণ ও বহুসংখ্যক ছোট কাঁটাদ্বারা আবদ্ধ; শাখাগুলি অবনত। কাষ্ঠ শক্ত, বাহিরের কাষ্ঠ পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ লালবর্ণ। শাখায় বক্র, ধারাল ও পীতের আভাযুক্ত ছোট ছোট কাঁটা আছে। পত্রদণ্ড ৫-৭ ইঞ্চি লম্বা, পত্রিকা ১২-২৪টি, ⅛-¼ ইঞ্চি লম্বা, নিম্নে অবনত। বোঁটা ক্ষুদ্র। ইহার ফুল বর্ষাকালে জন্মে, ফুল প্রথমে বেগুন তৎপরে শ্বেতবর্ণ হয়। পুষ্প ⅓ ইঞ্চি; পুংকেসর ৮টি। শুঁটি ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, ⅓-½ ইঞ্চি চওড়া, প্রত্যেক শুঁটিতে ৬-১০টি বীজ থাকে। গ্রীষ্ম ও শীতের মধ্যে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কোন স্থান অগ্নিতে দগ্ধ হইলে ইহার পাতা থেঁতলাইয়া চাষাদেশীয় লোকেরা উক্ত দগ্ধস্থানে প্রয়োগ করে (Stewart)। ইহার পাতার রস অর্শরোগে হিতকর (Atkinson)। ছোটনাগপুরে ইহার শিকড়ের গুঁড়া বমন-রোগে প্রযুক্ত হয়। ইহার ফল ও পত্র অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয় (Rev. Campbell)। (Fig. 202.)

Genus—MUCUNA Adans.

203. M. pruriens Dc. (আলকুশী)

Fig.—Bot. Mag., Vol. 82, t. 4945.

Ref.—F. B. I., ii. 187; Roxb., F. I., iii. 83; B. P., i. 400; Watt, vi. Pt. 1, 286; Prain, H. H., 198; Voigt, H. S. 235.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বনের কিনারায় ও রাস্তার ধারে দেখা যায়; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. আত্মগুপ্তা, কপিকচ্ছু, বানরী; বা. আলকুশী; হি. কুঞ্চা; তা. পুনাইক-কালী; তে. নদ্বিক কোরান; বম্বে—কুহিলা; Eng. Cowhage plant.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও শিকড়। মাত্রা—সরস মূল ১ তোলা।

বর্ণনা—সাধারণতঃ বর্ষজীবী লতা, কখন কখন বহুদিন বাঁচিয়া থাকে। ইহার লতা ও পত্র সিমগাছের ন্যায় এবং ছোট ছোট লোমদ্বারা আবৃত। পত্র ৩-৫ ইঞ্চি, পত্রিকাগুলি ত্রিপত্র-বিশিষ্ট ও মসৃণ লোমদ্বারা আবৃত। পুষ্পদণ্ড অবনত, ½-১ ফুট লম্বা। ফুল ঈষৎ বেগুনে, ১⅛-১½ ইঞ্চি লম্বা। শুঁটি ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, একটু বক্র; বীজ শুঁটিতে ৫-৬টি থাকে, ধূসরবর্ণ; শুঁটি দেখিতে শাকআলুর শুঁটির ন্যায় কিন্তু গোলাকার, বীজ চেপ্টা, ঈষৎ পীতবর্ণ, মুখটি কৃষ্ণবর্ণ। ইহার শুঁয়া গায়ে লাগিলে সেইস্থান ফুলিয়া উঠে ও চুলকায়। প্রায় সমস্ত বৎসরই ফুল ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সুশ্রুতের মতে ইহার বীজ রসায়ন ও শিকড় বলকারক, ইহা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে প্রযুক্ত হয় (Dutt) ; ইহার শিকড়ের রসে মধু মিশ্রিত করিয়া কলেরায় প্রদত্ত হয় (Ainslie)। ভারতীয় Pharmacopœaতে ইহার শুঁটি কৃমি-রোগে ব্যবহৃত হয়।

ইহার শিকড়ের ক্বাথ, মূত্রকর ও মূত্রযন্ত্রের রোগ-নিবারক, ইহার মলম শ্লীপদ রোগে ব্যবহৃত হয়, শুঁটির রস শোথে হিতকর (Drury)। শিকড় জ্বরের delirium নিবারণ করে এবং শিকড়ের মণ্ড শোথ-নিবারক ও একখণ্ড শিকড় পায়ের গোড়ালিতে কিংবা হস্তে বন্ধন করিলে শোথ আরাম হয় (Dymock)।

কোন স্থানে বিছা কামড়াইলে ইহার বীজ গুড়া করিয়া লাগাইলে বিষ নষ্ট হয় (Rev. Campbell)। আলকুশীর মূলের রস পান করিলে ১ মাসের মধ্যে রোগীর বাহুর বাত আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

ইহার মূলের ক্বাথে বস্ত্র ভিজাইয়া যোনিদেশে ধারণ করিলে উহা সংকীর্ণ হয়।

কপিকচ্ছুভবং মূলং ক্বাথয়েৎ বিধিনা ভিষক্।
যোনিসংকীর্ণতাং যাতি ক্বাথেনানেন ধারয়েৎ। ভাবপ্রকাশঃ

আলকুশীর সুপক্ক বীজ চূর্ণ করিয়া ঘৃত, চিনি ও দুগ্ধের সহিত মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া মধু মিশাইয়া সেবন করিলে বেশ বাজীকরণ হয় (চরক)।

ইহার বীজ ঋতুস্রাবকারী এবং বলকারক, প্রদর প্রভৃতি স্ত্রীরোগে ব্যবহৃত হয়।

আলকুশী-বীজের পায়স বাতব্যাধি ও ক্ষীণ-শুক্র ব্যক্তির পক্ষে হিতকর।

আলকুশী-শুঁটির লোম চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে অতিবৃহৎ কৃমি মরিয়া বাহির হইয়া যায়। লোমের মাত্রা ১-৩ গ্রেণ, যদি ভক্ষিত লোম অন্ত্রে থাকিয়া যায় তবে জোলাপদ্বারা বিরেচন করা উচিত।

ইহার বীজ মাষকলায়ের তুল্য ; যথা :—

কাকাণ্ডোলাত্মগুপ্তানাং মাষবৎ ফলমাদিশেৎ। চরক

কাকাণ্ড ও আলকুশী মাষকলায়ের তুল্যগুণবিশিষ্ট। কাকাণ্ড যুক্তপ্রদেশে চাষ হয়, ইহার লতা ও শুঁটি আলকুশীর মত, কেবল শুঁটিতে লোম নাই। (Fig. 203.)

Genus—PHASEOLUS Linn.

204. P. trilobus Ait. (মুগানী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 322 ; Wight, IC., t. 94 ; Burm, Fl. Ind., t. 50. Fig. 1.

Ref.—F. B. I., ii. 201 ; Roxb., F. I., iii. 298 ; B. P., i. 387, Watt, vi, Pt. I, 194.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয় ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা বর্দ্ধমান।

বিভিন্ন নাম—স. মুদ্গপর্ণী, বা. মুগানী ; হি. বাখালকলাই।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ্। মাত্রা ২-৪ আনা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী কিংবা অধিক দিন স্থায়ী উদ্ভিদ্। ডাঁটা ১-২ ইঞ্চি লম্বা, মসৃণ লোমযুক্ত, পুষ্পবৃন্ত ½-¾ ইঞ্চি, কাণ্ডের প্রত্যেক গাঁইট হইতে বাহির হয়। পত্রিকা ৩ ভাগে বিভক্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোমযুক্ত, বিষম চতুর্ভুজের ন্যায় কিংবা ডিম্বাকৃতি। যেগুলি জমিতে চাষ হয় তাহার পত্রের বিভাগগুলি ছোট, যেগুলি সচরাচর জঙ্গলে আপনা আপনি জন্মে তাহাদের পত্রের বিভাগগুলি বড় এবং মধ্যস্থলের অংশটি চামচের ন্যায় চওড়া। ফুল ⅓ ইঞ্চি লম্বা ; শুঁটি ১-২ ইঞ্চি লম্বা, একটু বক্র ও চেপ্টা। বীজ প্রত্যেক শুঁটিতে ৬-১২টি জন্মে ; ফুল ঈষৎ রক্তবর্ণ ও বেগুনে রং-বিশিষ্ট, ফুলের বোঁটা প্রায়ই থাকে না। শীতের সময় ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার- ইহার ক্বাথে তিল-তৈল পাক করিয়া, উক্ত তৈলে বস্ত্র ভিজাইয়া যোনিদেশে ধারণ করিলে রক্তপ্রস্রাব নিবারণ হয়।

ইহার মূলচূর্ণ মূষিক-বিষ নষ্ট করে (সুশ্রুত)। পত্র বলকারক এবং ইহার পুলটিস চক্ষুরোগে হিতকর (O'Shaughnessy)। ইহার ক্বাথ অনিয়মিত জ্বরে ব্যবহৃত হয় (Murray)। (Fig. 204.)

205. P. Mungo Linn. (মুগ)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 323.

Ref—F. B. I., ii. 203 ; Roxb., F. I., iii. 292 ; B. P., i. 387 ; Prain, H. H., 195.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশে চাষ হয় ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া।

বিভিন্ন নাম—বা. মুগ, হি. হরিমুগ।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ ও কলাই।

বর্ণনা—Var. P. aurea. Prain—ইহাকে সোনামুগ বলে ; P. radiatus Linn—ইহাকে হালিমুগ বলে ; P. sublobatus Roxb.—ইহাকে ঘোড়ামুগ বলে ; এবং P. grandis —কালমুগ। বাঙ্গলার বহুস্থানে এই কলাইর চাষ হয়, সুতরাং ইহার গাছের বর্ণনা আর বিশেষ করিয়া দিবার আবশ্যক নাই। সোনামুগের রং দেখিতে সোনার ন্যায়, ইহা মুগের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, হালি মুগ একটু সবুজের আভাযুক্ত স্বর্ণবর্ণ ; ঘোড়ামুগ আকৃতিতে একটু বড়,

সোনামুগ অপেক্ষা ফিকে রং-বিশিষ্ট; কৃষ্ণমুগ দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, সোনামুগ অপেক্ষা বড়। শীতের সময় ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সোনামুগের ডাল ও ঝোল জ্বরে পথ্যস্বরূপ ব্যবহৃত হয়, ইহা স্নিগ্ধকর, ধারক ও চক্ষের শক্তি বাড়াইয়া দেয় (Watt)। (Fig. 205.)

206. Phaseolus Mungo Linn.

Var *Roxburghii* (মাষকলাই)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 324.

Ref.—F. B. I., ii, 203; Roxb., F. I., iii, 29; B. P., i, 387; Prain, H. H., 196; Voigt, H. S., 221.

জন্মস্থান—হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলার বহু স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. মাষকলাই, সিন্ধু—মাগা।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ ও কলাই।

বর্ণনা—ইহা বাঙ্গালার বহু স্থানে চাষ হয় বলিয়া ইহার আর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া গেল না। ফিকে সবুজবর্ণ গাছগুলি ১-২ ফুট লম্বা হয়; গাছের কাণ্ডে ও পাতায় লোম আছে; পাতা খসখসে। ফুল হরিদ্রাবর্ণ; শুঁটি ১-২ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার; কার্ত্তিক মাসে ফুল হয় এবং পৌষ-মাঘ মাসে শুঁটি পাকিয়া থাকে।

ইহার আর এক প্রকার জাতি আছে, উহার গাছ ৩-৪ হাত লম্বা হয়। পাতার ডাঁটায় ও শুঁটিতে লোম আছে; শুঁটি ও কলাই কৃষ্ণবর্ণ। পশ্চিমবঙ্গে আষাঢ় মাসে উচ্চ জমিতে চাষ হয়, শ্রাবণ মাসে ফুল হয় ও আশ্বিন মাসে ফল পাকিয়া থাকে। এই কলাই মাষকলাই অপেক্ষা নিকৃষ্ট; ইহাকে কোন কোন স্থানে কালীকলাই বা ঘেসো মাষকলাই বলে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কলাই বাত, পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগে ব্যবহার হয়। ইহা জ্বরে বলকারক, অর্শ, সর্দ্দি ও যকৃৎদোষে হিতকর। উহার শিকড় সাঁওতালেরা হাড়ের বেদনায় ব্যবহার করে (Campbell)।

মাষকলাই, রেড়ি, আলকুশী এবং বেড়েলার শিকড় প্রত্যেক ½ তোলা পরিমাণ লইয়া যে ক্বাথ প্রস্তুত হয়, সেই ক্বাথে সৈন্ধব লবণ ও হিং মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, বাত, পক্ষাঘাত ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য রোগ আরাম হয়। যথা—

মাষাত্মগুপ্তৈরণ্ড বাট্যালক শৃতং পিবেৎ।
হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুক্তং পক্ষাঘাত নিবারণম্॥ চক্রদত্তঃ

সরিষার তৈলে মাষকলাই ভাজিয়া সেই তৈল বক্ষে মালিশ করিলে সর্দ্দি আরাম হয়।

মাষকলাই অর্শ, বাত ও যকৃৎরোগে বিশেষ হিতকর। (Fig. 206.)

Genus—PISUM Linn.

207. P. sativum Linn. (কাবুলী মটর)

Fig.—Lamarck, Ill, iii, t. 633; Journ. Linn. Soc. Bot., xli, t. 1; Fig. 10.

Ref.—F. B. I, ii, 203; Roxb., F. I., iii, 321; B. P., i, 369; Prain, H. H., 192; Voigt, H. S., 226.

জন্মস্থান—হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় শীতকালে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. কাবুলী মটর।

ব্যবহার্য্য অংশ—কলাই।

বর্ণনা—দুই জাতীয় মটর আছে—কাবুলী মটর এবং ছোট মটর (Pisum arvense Linn). কাবুলী মটর শ্বেতবর্ণ; ছোট মটর বা দেশী মটর আকারে ক্ষুদ্র, ইহার দানা ছোট এবং গাত্র ফিকে সবুজবর্ণ; কেহ কেহ ইহাকে পায়রা মটর বলে। কাবুলী মটরের পত্রিকা ৪-৬টী এবং ছোট মটরের পত্রিকা ২-৪টী হয়; এইগুলি প্রকৃত এদেশীয় মটর; কার্ত্তিক মাসে ফুল হয় এবং পৌষ মাসে শুঁটি পাকিয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মটরের ছাল রুক্ষ; ইহা অধিক ব্যবহার করিলে পেটের পীড়া হয়। (Fig. 207.)

Genus—PONGAMIA Vent.

208. P. glabra Vent. (ডহর করঞ্জা)

Fig—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl, t. 341; Rheede, Hort. Mal., vi, t. 3; Bedd., Fl. Syl., t. 177.

Ref.—F. B. I., ii, 240; Roxb., Fl. Ind., iii, 239; B. P., i, 407; Prain, H. H., 200; Voigt, H. S., 239.

জন্মস্থান—মধ্য এবং পশ্চিম হিমালয় প্রদেশ হইতে সিংহল পর্য্যন্ত স্থানে, কঙ্কনদেশে প্রচুর দেখা যায়; পশ্চিমবঙ্গ, সুন্দরবন এবং গঙ্গানদীর উভয় তীরে বিস্তর গাছ আছে; বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী, ছোটনাগপুর জেলায় জঙ্গলের ধারে ও নদীর ধারে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—স. নক্তমাল, চিরবিল্ব ; বা. ডহর করঞ্জা ; হি. করঞ্জা ; তে. কাহুগাচেট্টু ; তা. পাঙ্গান মারম ; মালাবার, উন্নামারাম্ ; Eng. Indian beech.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূলত্বক, পত্র, বীজের শাঁস, কাণ্ডত্বক।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ, প্রায় বৎসরের সকল সময়ে পত্র থাকে ; পত্র উজ্জ্বল লোমযুক্ত, মসৃণ, পাকুড়ের পাতার ন্যায়, সবুজবর্ণ, পক্ষাকার। পত্রিকা ৫-৭টী, পত্রদণ্ডের উভয় দিকে থাকে, ২-৫ ইঞ্চি লম্বা ; পত্রের শিরা উভয় দিকে সমান্তরাল। পুষ্পদণ্ড পত্রদণ্ডের সমান, শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট ; এক একটী দণ্ডে বিস্তর ফুল থাকে। পুষ্প শ্বেতবর্ণ, নীলবর্ণ এবং বেগুনে রংয়ের, ½ ইঞ্চি লম্বা, পশ্চাৎ দিক্ রেশমের ন্যায়। পুংকেসর ১৭টী, দশম কেসরটী ফুলের ঠিক মধ্যভাগে থাকে। ফুল শক্ত ও চিক্কণ লোমযুক্ত, ফুলের পশ্চাৎ দিকে নাক আছে ; বোঁটা একটু বক্র। ফল ১½-২ ইঞ্চি লম্বা ও চেপ্টা ডিম্বাকৃতি, অতিশয় শক্ত, ফলের পশ্চাৎভাগ ঈষৎ বক্র ; বীজ ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, তৈলে পরিপূর্ণ। করঞ্জার পুষ্পদণ্ড গুচ্ছাকারে সজ্জিত ; চৈত্র-বৈশাখে ফুল হয়। প্রত্যেক ফলে একটী বীজ থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আয়ুর্ব্বেদমতে ইহার তৈল চর্ম্মরোগে হিতকর ও বাতে বিশেষ ফলপ্রদ। ক্ষতস্থানে পোকা হইলে, ইহার পাতার পুলটিস দিলে পোকা মরিয়া যায় (Dutt)। ছালের রস গণোরিয়া নিবারক। করঞ্জার পাতার কাথ বাতে সেঁক দিলে ও ধোয়াইলে উহা আরাম হয়।

শিকড়ের রস সাধারণ ক্ষত ও অর্শের ক্ষত আরাম করে (Ainsle)। করঞ্জার তৈল চর্ম্মরোগে হিতকর (Pharm. Ind., 79)। ডাক্তার Gibson বলেন, ইহার তৈল পাঁচড়া ও নানাবিধ চর্ম্মরোগের মহৌষধ। ইহার তৈলে চুণ ও লেবুর রস সমভাগে মিশাইয়া যখন পীতবর্ণ হয় তখন ক্ষতে লাগাইতে হয়। (ক্ষত যদি পুরাতন হয় তবে উহাতে চাউলমুগরার তৈল, কর্পূর ও গন্ধকযোগে প্রস্তুত করিতে হইবে।) ঘায়ের পোকা নষ্ট করিবার জন্য করঞ্জার রস, নিম এবং নিশিন্দা (Vitex negundo) ব্যবহার করিতে হয়। করঞ্জার পত্র, চিত্রা ও গোলমরিচ গুঁড়া করিয়া দধির সহিত মিশ্রিত করিয়া কুষ্ঠে লাগাইলে কুষ্ঠ আরাম হয় (Dymock)।

করঞ্জা হুপিং কাশি ও পুরাতন সর্দ্দিজনিত ফুসফুস-প্রদাহে হিতকর (Surg. B. Eers)।

করঞ্জার বীজ, চাকুন্দে এবং কুষ্ঠ বীজ (Aplotaxis auriculata = Sassurea hypoleuca) গোমূত্রে মিশ্রিত করিয়া যে মণ্ড হইবে উহা চর্ম্মরোগে লাগাইলে শীঘ্র আরাম হয়।

ডহর করঞ্জার পত্র-দ্বারা সিদ্ধ যবের যূষ বমন নিবারণ করে ; ইহার বীজ সরিষা ও গোমূত্রে পেষণ করিয়া উরুস্তম্ভে লাগাইলে উরুস্তম্ভ আরাম হয়। পেটের কৃমিতে করঞ্জার মূলের রস পান করিলে কৃমি নষ্ট হয়। ইহার মূলের ত্বক্ পাকা ফোড়ায় প্রলেপ দিলে উহা বিদীর্ণ হয় (চক্রদত্ত)। হামের প্রাবল্যের সময় ইহার মূলের ত্বক্ জলে পেষণ করিয়া

পান করিলে, হাম আক্রমণ করিতে পারে না। ইহার বীজের শাঁস কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে জলোদর নিবৃত্তি পায়।

অম্লপিত্ত রোগীকে ভোজনের পূর্ব্বে করঞ্জার পত্রের মুকুল গব্যঘৃতে ভাজিয়া সেবন করাইবার পরে অল্প গরম জল পান করাইয়া বমন করাইলে অম্লপিত্ত আরাম হয়। করঞ্জার পত্র ও সরস মূল, আমলকীর রস, মধু ও চিনি মিশাইয়া পান করিলে শোথ, কফ ও পিত্ত জনিত হাম বিনষ্ট হয়।

করঞ্জার বীজ, ঘৃত ও মধু একত্রে সেবন করিলে রক্তপিত্ত নিবারণ হয়। করঞ্জার ছাল পিষিয়া গরম করিয়া গাত্রে লেপন করিলে বিসর্প রোগ নষ্ট হয়। পত্রের রস সরিষার তৈলে প্রক্ষেপপূর্ব্বক পান করিলে শ্লীপদ (গোদ) রোগ নষ্ট হয়।

ডহর করঞ্জা ত্বকের প্রলেপ দিলে অতি কঠিন বিসর্প বসিয়া যায় ও পক্ক স্ফোটক ফাটিয়া পূঁজ বাহির হয়।

ডহর করঞ্জার বীজ, গোমূত্র ও সরিষার সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে উরুস্তম্ভ আরাম হয়।

করঞ্জার শিকড়, নারিকেল দুগ্ধ ও চুণের জল একত্র পান করিলে গনোরিয়া রোগ আরাম হয়। করঞ্জার পাতা পেটফাঁপা, অজীর্ণ ও উদরাময়ে হিতকর। ইহার ফুল বহুমূত্র রোগনাশক এবং ইহার ফল সূতায় বাঁধিয়া গলদেশে ধারণ করিলে ঘুংড়িকাশি আরাম হয় (Ind. Med. Gaz., 1888)। করঞ্জা-পাতার কাথে স্নান করিলে বাতের বেদনা আরাম হয় (Rheede)। (Fig. 208.)

Genus—PROSOPIS Linn.

209. P. specigera Linn. (শমী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 371; Roxb., Cor. Pl., i, t. 63; Bedd., Fl. Sylv., t. 56.

Ref.—F. B. I., ii, 288; B. P., i, 452; Watt, vi, Pt. 1 B, 340; Roxb., F. I., ii, 371.

জন্মস্থান—বিহার, পঞ্জাব, সিন্ধুদেশ, রাজপুতনা, গুজরাট, দাক্ষিণাত্য, বঙ্গদেশ।

বিভিন্ন নাম—বা. শমী; সিন্ধু—কান্দি, শমী; গুজরাট—সেমরু; তা জাম্বু।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল ও ত্বক্।

বর্ণনা—কাঁটাযুক্ত মাঝারী আকারের উদ্ভিদ্; শাখাপ্রশাখা অবনত ও ধূসরবর্ণ। কাষ্ঠ শক্ত, বাহিরের কাষ্ঠ ঈষৎ শ্বেতবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ পীতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। কাঁটা অধিক বা

অল্প পরিমাণ, আবার স্থানে স্থানে থাকে না; কাঁটা ½-⅝ ইঞ্চি, সরল ও ধূসরবর্ণ। পত্রিকা ১৬-২৪টী, বোঁটা ছোট, ⅛-¼ ইঞ্চি লম্বা, ধূসরবর্ণ ও মসৃণ লোমযুক্ত। ফুল ছোট বোঁটায় থাকে। শীতকালে ফুল ও বর্ষাকালে ফল হয়। ফল ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, ½ ইঞ্চি মোটা, বোঁটার দিক্ ক্রমশঃ সরু। বীজ ১০-১৫টী, ফিকে ধূসরবর্ণ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ ধারক (Stewart)। মধ্যভারতে ইহার ছাল বাতের ঔষধরূপে ব্যবহার হয় (Watt)। (Fig. 209.)

Genus—PSORALEA Linn.

210. P. corylifolia Linn. (হাকুচ)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 300A ; Burm. Fl. Ind., t. 49.

Ref.—F. B. I., ii, 103 ; Roxb., F. I., iii, 387 ; B. P., i, 429 ; Prain, H. H., 203 ; Voigt, H. S., 211.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষের হিমালয় প্রদেশ হইতে সিংহল পর্য্যন্ত ভূভাগে, বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়ায় পতিত জমিতে, রাস্তার ধারে, জঙ্গলের কিনারায়, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. কুষ্ঠনাশিনী, ব. বুচকিদানা (?), হাকুচ, লতাকস্তুরী; উড়িয়া, হি. বাকুচি; তে. কর্পকবিশি; ত. কর্পো-কারিশি... বগি-বিট্টুলু।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ—মাত্রা বীজচূর্ণ ১-২ আনা।

বর্ণনা—সরল বর্ষজীবী গুল্ম, গাছ ১-৩ ফুট উচ্চ; শাখা দৃঢ়। পত্র ঈষৎ গোলাকার, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, কিনারায় দাঁতযুক্ত, ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের উপরিভাগে কৃষ্ণবর্ণ দাগ আছে; লম্বা পুষ্পদণ্ডে গুচ্ছবদ্ধ ১-৩০টী ফুল হয়; ফুল পীতবর্ণ। শীতকালে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়। শুঁটী ছোট, কৃষ্ণবর্ণ ও মসৃণ লোমযুক্ত। যত্ন করিয়া রাখিলে গাছ ৫-৭ বৎসর জীবিত থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—দেশীয় বৈদ্যশাস্ত্রে ইহার বীজ মৃদুবিরেচক এবং রসায়ন, কুষ্ঠ ও চর্ম্মরোগে ইহার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয়; ইহা কৃমিনাশক (Dymock)। কঙ্কনদেশে ইহার বীজ হইতে নিষ্কাশিত তৈল চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয় (Dymock)। ইহার বীজের তৈল কুষ্ঠে প্রয়োগ হয়, তাহাতে শ্বেতবর্ণ দাগগুলি অন্তর্হিত হয়। ইহার বীজ মৃদুবিরেচক, উত্তেজক, কামোত্তেজক ও কৃমিনাশক। ইহার বীজ পাকস্থলীর সংশোধক ও কুষ্ঠনাশক (K. L. Dey)। (Fig. 210.)

Genus—PTEROCARPUS Linn.

211. P. santalinus Linn. (রক্তচন্দন)

Fig.—Bedd., Fl. Sylv., t. 22 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 339.

Ref.—F. B. I., ii. 239; Roxb., F. I., iii. 234; Watt, VI, Pt. 1 B. 357.

জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে এবং উত্তর আর্কট নামক স্থানে দেখা যায়, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. বা. রক্তচন্দন; তে. কুচন্দন; বম্বে—রতনঞ্জিলি; তা. সেনসান্দানাম্; Eng. Red Sandalwood.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—বড গাছ ২৫-৩০ ফুট উচ্চ। বল্কল কৃষ্ণবর্ণের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। কাষ্ঠ শক্ত, বাহিরের কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ রক্তবর্ণ। পত্রিকার মস্তকভাগ কিঞ্চিৎ চাপা, ৩-৫ ইঞ্চি পর্য্যন্ত জন্মে, চামড়ার ন্যায় শক্ত, পত্রিকার উভয় দিকই গোলাকার; নিম্নে মসৃণ অস্পষ্ট লোম আছে। পুষ্পদণ্ড লম্বা, উহার চতুর্দ্দিকে ফুল হয়। পুংকেসর ১-৩টি। শুঁটি পশমময়। গ্রীষ্মকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকদের মতে তিন প্রকার চন্দন গাছ আছে—শ্বেত, পীত ও রক্ত চন্দন। রক্তচন্দন ধারক, বলকারক। ইহা মাথাধরা ও প্রদাহ নিবারণ করে এবং চর্ম্মরোগ, জ্বর ও ফোড়ার শান্তিকর এবং চক্ষুর দীপ্তিবর্দ্ধক। মাথা ধরিলে কপালে লাগাইলে মাথাধরা আরাম হয় (Beadon-Powell)।

চন্দনের কাষ্ঠ জলে রগড়াইয়া লিঙ্গ ধৌত করিলে উহার ফুলা কমিয়া যায় (Surg. Gray)।

চন্দন কাষ্ঠের কাথ ধারক এবং পুরাতন রক্তআমাশয় নিবারণ করে (Dutt)। মাত্রা—কাষ্ঠ ½-১ তোলা, তৈল ৫-১৫ ফোঁটা। (Fig. 211.)

212. P. marsupium Roxb. (পীতশাল)

Fig.—Bedd., Fl. Syl. t. 21; Roxb., Cor. Pl., t. 116; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 340.

Ref.—F. B. I., ii. 239; Roxb., Fl. I., iii. 234; B. P., 412.

জন্মস্থান—মধ্য এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষ, মান্দ্রাজ, রাজমহলের পাহাড়, বেহার; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. পীতশাল ; হি. বিজাসর ; তা. ভেঙ্গাই ; তে. পেদাগী।

ব্যবহার্য্য অংশ—আঠা ও ত্বক্।

বর্ণনা—বৃহৎকায় বৃক্ষ, ৩০-৪০ ফুট উচ্চ, শরৎকালে পাতা পড়িয়া যায়। ত্বক ১ ইঞ্চি, ধূসরবর্ণ, গাছের গাত্রে লম্বাদিকে কাটা ; কাষ্ঠ শক্ত। ইহার আঠা লালবর্ণ। পত্রে নরম লোম আছে। পত্রিকা ৫-৭টি, লম্বাকৃতি ও স্থূলাগ্র, পাতা বড় হইলে মসৃণ লোমদ্বারা আবৃত। পত্রের শিরা ১৫-২০ জোড়া। ফুল পীতবর্ণ কিংবা শ্বেতবর্ণ। ফুলের পাপড়ি সবুজবর্ণ, ½-⅓ ইঞ্চি। শুঁটি ১½-২ ইঞ্চি চওড়া, ইহাতে ২টি বীজ থাকে ; শুঁটির পক্ষ ½-⅔ ইঞ্চি। বর্ষাকালে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু ও মুসলমান বৈদ্যেরা ইহার আঠা দাঁতের বেদনা নিবারক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন (Ainslie)।

গোয়া দেশে গাছের ছাল ধারক ঔষধরূপে ব্যবহার করে (Dymock)। ইহার আঠা উদরাময়, অম্ল ও দম্‌কা ভেদ নিবারণ করে ; ছোট ছোট বালকদের ও রুগ্ন স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিশেষ হিতকর (Pharm. Ind.)। Dr. Rumphius বলেন যে ইহার আঠা উদরাময় নিবারণ করে এবং পাতা ছেঁচিয়া বাহ্যিক প্রলেপ দিলে ফোড়া, সকল প্রকার ক্ষত এবং চর্ম্মরোগ নিবারিত হয়। (Fig. 212.)

Genus—SARACA Linn.

213. S. indica Linn. (অশোক)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., v, t. 59 ; Wight, I. C., t. 206 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 360.

Ref.—F. B. I., ii. 271 ; Roxb., F. I., ii. 280 ; B. P., i, 444 ; Prain, H. H., 206 ; Voigt, H. S., 246.

জন্মস্থান—পূর্ব্ববঙ্গ, দক্ষিণ ভারত, আরাকান, টেনাসরিম, বঙ্গদেশের বাগানে বসান হয়, চট্টগ্রামে বহু পরিমাণে দেখা যায় ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়ায় অনেক বাগানে যত্নে বসাইয়া থাকে ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুরে অনেক গাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—স. বা. হি. অশোক ; কঙ্কন—আসুনকার ; বম্বে—অশোক।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্ ও বীজ।

বর্ণনা—শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট বৃক্ষ, ২৫-৩০ ফুট উচ্চ। পত্রবৃন্ত ছোট ; পত্রিকা লম্বা, পত্রের অগ্রভাগ সরু। পত্র ৩-৯ ইঞ্চি লম্বা, ঘন-সন্নিবদ্ধ। ফুল লাল, গুচ্ছবদ্ধ হয়, পাপড়ি ⅓-½ ইঞ্চি লম্বা, পুংকেসর পাপড়ির ৩ গুণ। শুঁটি ৩-১০ ইঞ্চি লম্বা এবং ১½-২ ইঞ্চি

চওড়া। বীজ ৪-৮টি হয়, লম্বাকৃতি ও চেপ্টা। ফুলের গন্ধ রাত্রিকালে বাহির হয়। মার্চ্চ ও এপ্রেল মাসে ফুল এবং আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ফল হয়। ফুল ফুটিলে গাছের অতিশয় বাহার হয়। এই গাছ দেখিতে কতকটা Amherstia nobilis এবং আমেরিকা দেশীয় Brownea গাছের তুল্য। বাগানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য এই গাছ বাগানে বসান যাইতে পারে। ভাবপ্রকাশে অশোককে অঙ্গনাপ্রিয় বলিয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু কবিরাজগণ ইহার ত্বক্‌কে স্ত্রীলোকদিগের যাবতীয় ঋতু-কালীন পীড়ায়, বিশেষতঃ রক্তপ্রদর রোগে অতি মূল্যবান্ ঔষধ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইহা বাধকরোগের পক্ষেও বিশেষ ফলপ্রদ। অশোক গাছের ছাল ১ তোলা, দুগ্ধ ৮ তোলা এবং জল ৩২ তোলা, এইগুলি একত্রে অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া, যে পর্য্যন্ত না মাত্র ৯ তোলা অবশিষ্ট থাকে ততক্ষণ জ্বাল দিতে হইবে; অনন্তর সেই ক্বাথ বাধকের বেদনার সময় দিবসে ২।৩ বার সেবন করিতে হইবে। বৈদ্যকে লিখিত আছে :—

অশোকবল্কলক্বাথশৃতং দুগ্ধং সুশীতলম্।
যথাবলং পিবেৎপ্রাতস্তীব্রাসৃগ্‌দর নাশনম্॥ চক্রদত্তঃ

অশোক বীজ পেষণ করিয়া পান করিলে মূত্রাঘাত ও অশ্মরী আরাম হয়। রক্তপ্রদরে অশোক ছাল কুট্টিত ২ তোলা, দুগ্ধ ½ পোয়া এবং জল দেড়পোয়া, দুগ্ধাবশেষ থাকিতে ইহার ক্বাথ পান করিবে; কিন্তু প্রদর রোগে অনেক সময় রক্তস্রাব কম হইলে মন্দ ফল হয় এবং প্রদর রোগীর যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। অতএব প্রদরে অশোক বিশেষ কার্য্যকর বলিয়া বোধ হয় না। অশোকের ক্বাথ দুগ্ধের সহিত পান করিলে জরায়ু-সম্বন্ধীয় রোগে বিশেষ উপকার হয়। ফুলের গুঁড়া জলের সহিত পান করিলে রক্তআমাশয় আরাম হয়। চৈত্র মাসে অশোক-অষ্টমী (শুক্ল পক্ষের) দিনে স্ত্রীলোকেরা ফুলের কুঁড়ি জলে ভিজাইয়া পান করে। কথিত আছে যে এই গাছে লুক্কায়িত মদনকে মহাদেব ভস্ম করিয়াছিলেন। (Fig. 213.)

Genus - SESBANIA Scop.

214. S. aegyptiaca Pers. (জয়ন্তী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 303.

Ref.—F. B. I., ii, 114; B. P., i, 403; Watt, vi, Pt. 2, 543; Prain, H. H., 199; Voigt, H. S., 216

জন্মস্থান—ইহা আফ্রিকাদেশীয় গাছ, বঙ্গদেশে বাগানে চাষ হয়, হুগলী, হাওড়া ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া; হিমালয় প্রদেশ হইতে সিংহল পর্য্যন্ত ভূভাগে এবং শ্যামদেশে জন্মে। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স জয়ন্তী, কেশরুহা, বা জয়ন্তী, তা. চম্পাই, তে. সোমান্তি; মারহাট্টা—সেনারী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, ফুল, মূল ও বীজ।

বর্ণনা—এই গাছ ৬-১০ ফুট উচ্চ। পত্র দেখিতে তেঁতুল পত্রের স্থায়, ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা; পত্রিকা ২১-২৪টী, মসৃণ লোমযুক্ত। ফুল ½-⅔ ইঞ্চি, পীতবর্ণ। এই গাছ আরও দুই জাতীয় আছে—Sesbania picta Pers. এবং S. bi-color W. & A. (Bot. Reg., t. 873). ইহাদের ফুলে গাঢ় লালবর্ণ টিপ টিপ দাগ আছে। প্রত্যেক পুষ্পদণ্ডে ৩-১২টী ফুল থাকে। শুঁটি ৬-৯ ইঞ্চি লম্বা ও সরু। শুঁটির ভিতর দুইটী বীজের মধ্যস্থল সঙ্কুচিত। বর্ষাকালে এবং শীতকালে ফুল এবং ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফুল মস্তকে ধারণ করিলে জ্বর আরাম হয়। মূলের কাথ মধুসহ পান করিলে মধুমেহ আরাম হয়। যখন বসন্ত আরম্ভ হয় তখন ২০।২৫টি জয়ন্তী বীজ গব্যঘৃতসহ পান করিলে আর বসন্ত হইবার ভয় থাকে না। সর্দ্দি হইলে জয়ন্তী পাতা পিষ্ট করিয়া কলাপাতার মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক অগ্নিতে সেঁকিয়া সৈন্ধব লবণ ও সরিষার তৈলের সহিত পান করিলে আর সর্দ্দি নির্গত হয় না এবং উহা একেবারে সারিয়া যায়।

পুরাতন গুড়ের সহিত পিষ্ট জয়ন্তী ফুল ঋতুর ৩ দিন সেবন করিলে আর গর্ভ হয় না, বন্ধ হইয়া যায়।

যে সকল লোকের সকল ঋতুতেই সর্দ্দি হয় এবং প্রচুর স্রাব নির্গত হয়, জয়ন্তী পাতা ভাজিয়া খাইলে তাহাদের বিশেষ উপকার হয়। জয়ন্তী পাতা পিষ্ট করিয়া ময়দার সহিত রুটি প্রস্তুত করিয়া খাইলে মধুমেহ আরাম হয়, প্রস্রাবের পরিমাণ কমিয়া যায়, মূত্রে শর্করা থাকে না।

জয়ন্তীর বীজ ব্যবহার করিলে প্লীহা কমিয়া যায় (Dymock). কোন স্থানে উদ্ভেদ হইলে, ইহার তৈলের বীজ প্রয়োগ করিলে এবং ইহার ছালের রস পান করিলে, উদ্ভেদ কমিয়া যায় (Watt)। পাতার পুলটিস দিলে বাতের ফুলা এবং অণ্ডকোষ বৃদ্ধি কমিয়া যায় এবং ফোড়া বসিয়া যায়। ইহার শিকড় ছেঁচিয়া বৃশ্চিকদষ্ট স্থানে লাগাইলে যন্ত্রণা নিবারণ হয় (Watt)। জয়ন্তীর বীজ উত্তেজক ও ঋতুকর। (Fig. 211.)

215. S. grandiflora Pers. (বাসনা, বক)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i, t. 51, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 305.

Ref.—F. B. I., ii. 115; Roxb., F. I., iii, 331; B. P., i. 404; Watt, vi, Pt. 2, 544; Prain, H. H., 200; Voigt, H. S., 216.

জন্মস্থান—দক্ষিণ ভারত, বর্ম্মা, গঙ্গার তীরবর্ত্তী ভূভাগ, বঙ্গদেশে বাগানে ফুলের জন্য রোপণ করে; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর। মালয় দেশীয় গাছ।

বিভিন্ন নাম—স. অগতি, অগস্তি; বা. বক, বাসনা ফুল; ভা. অগতি; তে. অবিষি।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, ত্বক্, ফুল ও শিকড়।

বর্ণনা—২০-৩০ ফুট উচ্চ উদ্ভিদ্; শাখা ফাঁক ফাঁক হয়। পত্র ½-১ ফুট। পত্রিকা ৪১-৬১টি, লম্বাকৃতি, ফিকে সবুজবর্ণ। ফুল ২-৪ ইঞ্চি, ছোট বোঁটায় থাকে, শ্বেত ও রক্তবর্ণ। ফুলের অগ্রভাগ বক্র; পাপড়ি ৫টি, সবগুলি সমান নহে। কোনটি বেশী চওড়া কোনটি কম চওড়া। শুঁটি ১ ফুট লম্বা, ঈষৎ বক্র, গোলাকার ও লম্বা। ফুল ও শুটি মানুষে খায়। প্রায় সারা বৎসর ধরিয়া ফুল থাকে এবং শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—অগস্তির পত্র রাতকাণাদিগের পক্ষে হিতকর। ইহা শিলায় পেষণ করিয়া গব্যঘৃতসহ পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলে রাতকাণা আরাম হয়। পাক করিবার প্রণালী গব্যঘৃত ১ সের এবং শিলাপিষ্ট অগস্তির পত্র ১ পোয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে, তৎপরে কাপড়ে ছাঁকিয়া সেই ঘৃত ¼-½ তোলা মাত্রায় সেবন করিবে (চক্রদত্ত)।

যাহাদের ২ দিন অন্তর জ্বর হয়, অগস্তির পাতার রস জ্বরের দিন নস্য লইলে উহা আরাম হইয়া যায় (চক্রদত্ত)।

বকফুলচূর্ণ মহিষের দুগ্ধে মিশাইয়া দধি প্রস্তুত করিয়া তাহা হইতে মাখন তুলিয়া গায়ে মাখিলে বাতরক্তজনিত গায়ের ফাটা আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)। বকফুলের পাতার রস সর্দ্দি, মাথাধরা আরাম করে এবং নাক দিয়া সর্দ্দি নির্গত করাইয়া দেয়। লাল বকফুলের শিকড় জলে বাটিয়া বাতে লাগাইলে বাত আরাম হয়। ইহার শিকড়ের রস ১ কিংবা ২ তোলা পরিমাণ মধুমিশ্রিত করিয়া খাইলে সর্দ্দিস্রাব নির্গত হয়।

ধুতুরার মূল এবং ইহার মূল বাটিয়া সমপরিমাণ লইয়া ফুলায় লাগাইলে ফুলা আরাম হয় (Dymock)। কোন স্থান মোচড়াইয়া গেলে পাতার পুলটিস দিলে এবং ফুলের রস বাহির করিয়া চক্ষে দিলে চক্ষুর তিমির-দৃষ্টি আরাম হয় (Murray)।

ইহার ছাল সঙ্কোচক এবং বলকারক। ছালের কাঁচা রস বসন্ত রোগে হিতকর এবং শিম্বি (শুঁটি) অতিশয় রেচক।

অগস্তি পত্রং মরিচং মূত্রেণ পরিপেষিতম্।
নস্যে শস্তমপস্মারং হন্তি শীঘ্রং নরস্তু॥

২৪

গ্রাম্যমরিচচূর্ণ যোগে অগস্তি পত্রের রস নস্য লইলে অপস্মার আরাম হয়। (Fig. 215.)

Cenus—TEPHROSIA Pers.

216. T. purpurea Pers. (বননীল)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i, t. 55; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 302 B.

Ref.—F. B. I., ii. 112; Roxb., F. I., iii. 386; B. P., i. 405; Prain, H. H., 200; Voigt, H. S., 215.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র, রাস্তার ধারে ও পতিত জমিতে বহু পরিমাণে জন্মে; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বোটানিক গার্ডেন ও উহার নিকটবর্ত্তী স্থানে বহু জন্মে।

বিভিন্ন নাম—স. শরপুঙ্খা, রক্ত শরপুঙ্খা; বা. বননীল; তা. কমুক-কি-বেলাই; তে. বেম্পালি।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, শিকড়ের ছাল, ছাল, পাতা ও বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী বহুশাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। পাতার বোঁটা ছোট, ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা। পত্রিকা ১৩-২১টি থাকে, সরু, অগ্রভাগ মোটা ও সবুজবর্ণ; উপরিভাগ সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, অধোদেশ পশমের মত লোমযুক্ত। পুষ্পগুচ্ছ ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, নিম্নে ফল হয়; পুষ্পবৃন্ত ⅛-⅙ ইঞ্চি, বহির্ব্বাস ⅛-⅙ ইঞ্চি, লালবর্ণ। শুঁটি ১½-২ ইঞ্চি, ঈষৎ বক্র; ইহাতে ৬-১০টি বীজ থাকে। বর্ষাকালে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—দেশীয় চিকিৎসকগণ ইহাকে মূত্রকর, সন্দিনিবারক ও পৈত্তিক জ্বর নাশক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বক্ষে সর্দ্দি বসিয়া যাইলে ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ইহা যকৃৎ, প্লীহা ও মূত্রযন্ত্রের উপর কাজ করে। ইহার রক্ত পরিষ্কার করিবার শক্তি আছে এবং ইহা ফোড়া ও চুলকানি নাশক। পাতার রস ২ ভাগ, সিদ্ধি পাতার রস ১ ভাগ, রক্ত-অর্শ নিবারক বলিয়া কথিত আছে; ইহার সহিত গোলমরিচ দিলে মূত্রকর, বিশেষতঃ গণোরিয়া নিবারক (Dymock)। ইহার শিকড় পুরাতন গণোরিয়া নিবারক (O'Shaughnessy)।

বননীলের রস পান করিলে রক্ত পরিষ্কার হয় এবং বীজের কাথ স্নিগ্ধকর (Dr. Stewart)। এই গাছ বলকারক ও ধারক; টাটকা শিকড়ের ছাল হইতে বটিকা প্রস্তুত করিয়া গোলমরিচযোগে সেবন করিলে দারুণ পেটবেদনা আরাম হয় (Watt)। (Fig. 116.)

217. T. villosa Pers. (শ্বেত বননীল)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 302.

Ref.—F. B. I., ii. 113; B. P., i. 405; Roxb., F. I., iii. 385.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ, হুগলী জেলার বহুস্থানে রাস্তার ধারে জন্মে; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. শ্বেত শরপুঙ্খা; বা. শ্বেত বননীল।

ব্যবহার্য্য অংশ—পাতার রস।

বর্ণনা—ইহা উপরোক্ত গাছের মত, তবে ডাঁটা একটু শক্ত এবং শ্বেতবর্ণ লোম দ্বারা আবৃত। পত্রদণ্ড ক্ষুদ্র, ২-৩ ইঞ্চি লম্বা ও বিস্তৃত। পত্রিকা ১৩-১৯টি, ধূসরবর্ণ, সবুজ; পাতার নিম্নদিক রেশমের ন্যায়। ফুল অবনত, ফিকে লালবর্ণ, পুং ও স্ত্রী কেসর দণ্ড লোমযুক্ত। শুঁটি ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, ⅙-⅛ ইঞ্চি চওড়া। সারাবৎসর ধরিয়া ফুল ও ফল থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পাদুকোটা নামক স্থানে ইহার পাতার রস শোথ রোগে ব্যবহৃত হয় (Pharm. Ind.)। (Fig. 217.)

Genus—TERAMNUS Sw.

218. T. labialis Spr. (মাষানী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 315.

Ref.—F. B. I., ii. 184, Roxb., F. I., iii. 318; B. P., i. 363; Prain, H. H., 197; Voigt, H. S., 214.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র জঙ্গলের ধারে ও পতিত জমিতে দেখা যায়; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. মাষপর্ণী, সিংহপুচ্ছী; বা. মাষানী, বনকলাই।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ। মাত্রা ২-৪ আনা।

বর্ণনা—লতানে উদ্ভিদ, লতা অপর গাছে জড়াইয়া উঠে; শরৎকালে পত্র পড়িয়া যায়। পত্র ½-১½ ইঞ্চি; পত্রিকা ৩টি, সবুজবর্ণ, উপরে লোমযুক্ত, নিম্নভাগ ধূসরবর্ণ ও অধিক লোমযুক্ত, ডিম্বাকৃতি, ১-২ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পদণ্ড ১-৩ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্প ঈষৎ লালবর্ণ, বহির্ব্বাস ⅛-⅙ ইঞ্চি, দাঁতযুক্ত। শুঁটি লম্বা, লোমযুক্ত এবং ঈষৎ বক্র, ১½-২ ইঞ্চি লম্বা; শুঁটিতে ৮-১০টি বীজ আছে। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে ফুল এবং পৌষ ও মাঘ মাসে ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—নির্ঘণ্টুকারের মতে ইহা স্নিগ্ধকর, মিষ্ট এবং ধারক, শুক্রবর্দ্ধক ও শারীরিক বল বৃদ্ধিকর। (মাষানী ক্ষয়কাশ, জ্বর এবং বায়ু, পিত্ত ও রক্তের দোষ নিবারক।) (Fig. 218.)

Genus—TRIGONELLA Linn.

219. T. foenum-graecum Linn. (বড় মেথি)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 290 B.

Ref.—F. B. I., ii. 87 ; Roxb., F. I., iii. 389 ; B. P., i. 414 ; Prain, H. H., 201 ; Voigt, H. S., 209.

জন্মস্থান—ভারতের বহু স্থানে চাষ হয়, পঞ্জাব ও কাশ্মীরের অরণ্যে আপনা আপনি জন্মে ; বঙ্গদেশে হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়ায় অল্প পরিমাণে চাষ হয়। আদি জন্মস্থান দক্ষিণ ইউরোপ।

বিভিন্ন নাম—স. মেথি ; বা. মেথি, বড় মেথি , তে. মেনতুলা , তা. তেনদাগাম্ ; হি. মেথি ; Eng. Indian sweet fennel.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও গাছ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গাছ, লম্বা ও সূক্ষ্ম লোমযুক্ত ; পত্রিকা ১ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ কাটা কাটা ও ৩ অংশে বিভক্ত। ফুল ১টি কিংবা ২টি একত্রে হয় ; ইহার বোঁটা ছোট, পাতার গোড়া হইতে বাহির হয়। শুঁটি ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, প্রত্যেক শুঁটিতে ১০-২০টি বীজ থাকে। পৌষ ও মাঘ মাসে চাষ হয়। মাঘ ও চৈত্র মাসে ফুল ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা হইতে কয়েকটি শাস্ত্রীয় ঔষধ প্রস্তুত হয় ; যথা, মেথিমোদক, স্বল্প মেথিমোদক ; এগুলি অম্ল, ক্ষুধাহীনতা, প্রসূতিদিগের উদরাময় এবং বাতরোগে ব্যবহার হয়।

হাকিমেরা ইহার গাছ ও বীজকে মূত্রকর, শোথ নিবারক, পুরাতন সর্দ্দি এবং বর্দ্ধিত প্লীহা ও যকৃৎ রোগে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। ইহার পাতার পুলটিস দিলে ফুলা এবং অগ্নিদাহজনিত ক্ষত আরাম হয়। ইহাতে কেশপতন আরাম হয়। মেথি ভাজিয়া গুঁড়া করিয়া সেবন করিলে রক্তআমাশয় রোগের নিবৃত্তি হয়। মেথি গাছ ভাজিয়া খাইতে বেশ মিষ্ট, ইহার দ্বারা প্রকুপিত পিত্ত দমন হয়। বীজের গুঁড়া পশুদিগের ঔষধরূপে ব্যবহার হয়। (Fig. 219.)

Genus—TAMARINDUS Linn.

220. T. indicus Linn. (তেঁতুল)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 361.

Ref.—F. B. I., ii, 273 ; Roxb., F. I., ii, 215 ; B. P., i, 444 ; Watt, vi, Pt. 3B, 404 ; Prain, H. H., 206 ; Voigt, H. S., 247.

1084B—24

জন্মস্থান— সমগ্র ভারতে, বর্ম্মা প্রভৃতি স্থানে জন্মে; বঙ্গদেশে, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, যশোহর প্রভৃতি জেলায় বহু পরিমাণে রোপিত হয়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর ও উহার নিকটবর্ত্তী অনেক স্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. তিন্তিড়ী; বা. তেঁতুল; হি. ইমলি; তা. পুলি; তে. চিন্তা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল, বীজ, শাঁস ও পত্র।

বর্ণনা—পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ; ২০-২৫ ফুট উচ্চ হয়। পত্র পক্ষাকার, পত্রিকা ২০-৪০টী হয়, অগ্রভাগ গোলাকার ঈষৎ মোটা। ফুল একস্থানে অনেকগুলি জন্মে। ফুলের পাপড়ি নৌকার ন্যায় ফুলটীকে ঘেরিয়া থাকে; নীচের পাপড়ি ½ ইঞ্চি লম্বা, পীতবর্ণ, লাল দাগবিশিষ্ট। শুঁটি ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, এক ইঞ্চি কিংবা অধিক গোলাকার। প্রত্যেক শুঁটিতে ৩-১০টী বীজ থাকে। তেঁতুল গাছের তলায় কোন গাছ জন্মে না। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে ফুল এবং পৌষ ও মাঘ মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পাকা তেঁতুল হজমী, কৃমিনাশক এবং ধারক; পিত্তপ্রকোপে গা-হাত জ্বালা করিলে তেঁতুল খাইলে উপশম হয়। তেঁতুলের শাঁস খাইলে ধুতুরা, মদ্য প্রভৃতির মাদকতা শক্তি নষ্ট করে। তেঁতুল খোলার ভস্ম অনেক ঔষধে ব্যবহার হয়। তেঁতুলের শাঁস এবং পাতার পুলটিস আঘাতজনিত বেদনার উপশম করে (Dutta)। হাকিমদের মতে তেঁতুলের শাঁস ধারক, এবং দারুণ পৈত্তিক বমনে ও পিত্তপ্রকোপে ব্যবহার হয়।

তেঁতুলের বীজ ধারক, ইহা সিদ্ধ করিয়া ফোড়ায় পুলটিস দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। তেঁতুলের বীজ গুঁড়া করিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিয়া কপালে লাগাইলে সর্দ্দিজনিত মাথাধরা আরাম হয়। তেঁতুলের পাতা ছেঁচিয়া জলের সহিত খাইলে পৈত্তিক জ্বর ও মূত্রত্যাগের জ্বালা কমিয়া যায়। পাতার প্রলেপ দিলে আঘাতজনিত বেদনা ও ফুলা কমিয়া যায়। তেঁতুল পাতার রস রক্ত-অর্শ নিবারক; ছাল ধারক ও জ্বরনাশক (Dymock)।

তেঁতুল পাতা সিদ্ধ গরম জলে কাপড় ভিজাইয়া কিংবা পিষ্টপত্র গরম করিয়া শোথে দিলে শোথ আরাম হয়।

হরিদ্রা ও তেঁতুল পাতা শীতল জলে পেষণ করিয়া সেবন করিলে বসন্ত আরাম হয়। তেঁতুল পাতার রস নূতন সর্দ্দির পক্ষে হিতকর। তেঁতুল গাছের স্বতঃপতিত ত্বক্ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া পান করিলে গুল্ম ও অজীর্ণ আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)। তালের তাড়ির সহিত তেঁতুল পাতা সিদ্ধ করিয়া অল্প গরম থাকিতে বাতে প্রলেপ দিলে বাত আরাম হয়।

পুরাতন তেঁতুল বীজের শাঁস সেবন করিলে কোষ্ঠবদ্ধতা আরাম হয়। তেঁতুল পাতা সিদ্ধ জল গলার ঘায়ে হিতকর, এবং ছাল সঙ্কোচক ও বলকারক। তেঁতুলের হাওয়া

অস্বাস্থ্যকর বলিয়া হিন্দুরা নির্দ্দেশ করেন। কোন কোন স্থানে তেঁতুল তামাকের সহিত ভেজাল দিয়া থাকে। (Fig. 220.)

Genus—GLYCYRRHIZA Tourn ex Linn.

221. G. glabra Linn. (যষ্টিমধু)

Fig.—Bentley, Trim., Med. Pl., ii, t. 74; Woodville, Med. Bot., iii, t. 152 (1832); Lamarck, Ill., iii, t. 625, Fig. 2 (1797); Baillon, Dict. Bot., ii, t. 712.

Ref.—Lindley, Med. & Oecon. Bot., 171 (1849). Pflanzenfam., iii, 111, 300 (1894); Pammel, Man. Poison. Pl., 528 (1911).

জন্মস্থান—উত্তর আফ্রিকা, গ্রীস, সিরিয়া, এসিয়া মাইনর, পারস্য, আফগানিস্থান, দক্ষিণ রুশিয়া, চীন, তুরস্ক। এক্ষণে পঞ্জাব, সিন্ধুদেশ এবং পেশোয়ারে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. বা. ক্লীতনক, যষ্টিমধু; হি. মিঠিলাকড়ী; তে. যষ্টিমধুকম্, তা. অতিমধুরম্; আরবী—আসলুসি-ইসা, Eng. Liquorice.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল। মাত্রা—মূল চূর্ণ ২-৪ আনা।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী গুল্ম; মূল মোটা, গোলাকার ও লম্বাভাবে মাটীতে প্রবেশ করে। মূলে বহু শাখাপ্রশাখা হয়। ইহার মূল লম্বা, লাল অথবা নেবু রঙবিশিষ্ট, মূলের অভ্যন্তর ফিকে পীত বা হরিদ্রাবর্ণ। কাণ্ড ২-৪ ফুট উচ্চ হয়, বহু শাখাবিশিষ্ট, সরল ও নরম। পত্র পত্রদণ্ডের উভয় দিকে সমান্তরালভাবে জন্মে। পত্রিকা পক্ষাকার ৪-৭ জোড়া এবং অগ্রভাগে একটি পত্রিকা হয়। পত্রবৃন্ত ক্ষুদ্র, পত্র দেখিতে ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সোজা, মসৃণ, পত্রের উভয় দিক গাঢ় সবুজবর্ণ। পুষ্পবৃন্ত ক্ষুদ্র, ১-৩ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্প পুষ্পদণ্ডের উভয় পার্শ্বে জন্মে। পাপড়ি ফিকে গোলাপী রঙবিশিষ্ট। শুঁটি ১ ইঞ্চি লম্বা ও চেপ্টা; বীজদ্বয়ের মধ্যস্থিত স্থান সঙ্কুচিত, ফিকে ধূসরবর্ণ; শুঁটিতে ২-৫টী বীজ থাকে, বীজ দেখিতে ঈষৎ গোলাকার, চেপ্টা, চতুষ্কোণ, ⅙ ইঞ্চি, গাঢ় ধূসরবর্ণ। মার্চ্চ মাসে ফুল এবং আগষ্ট মাসে ফল হয়।

ইহার অনেকগুলি উপজাতি আছে তন্মধ্যে G. echinata Linn. নামক যষ্টিমধু দক্ষিণ রুশিয়া ও এসিয়া মাইনরে জন্মে (Hayne, vi, t. 41)। গাছের মৃত্তিকা অভ্যন্তরস্থ মূল শিকড় ও সরু সরু শিকড়গুলি তুলিয়া জলে ধৌত করে, তৎপরে উহা লম্বা লম্বা করিয়া কাটিয়া টাট্‌কা অথবা শুষ্ক অবস্থায় বাজারে বিক্রয় হয়। আমাদের দেশে যে যষ্টিমধু বিক্রয় হয় উহা জার্ম্মানী, রুশিয়া, মিশর, তুরস্ক প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানি হয়।

যষ্টিমধুর সাধারণ সংস্কৃত নাম ক্লীতনক। সাধারণত ক্লীতনক দুই প্রকার—মরুদেশজাত ক্লীতনককে স্থলজ ক্লীতনক এবং জলবহুল দেশজাত যষ্টিমধুকে আনূপ ক্লীতনক বলে। মুসলমান

বৈদ্যেরা তিন প্রকার যষ্টিমধুর উল্লেখ করিয়াছেন—মিশরীয়, আরবীয় ও তুরস্কীয়। ইহার মধ্যে মিসর দেশজাত যষ্টিমধু শ্রেষ্ঠ, আরব দেশজাত মধ্যম ও তুরস্ক দেশজাত অধম। মিসর ও আরব দেশজাত যষ্টিমধু মিষ্ট। আজকাল বাজারে যে যষ্টিমধু পাওয়া যায় উহা পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশজাত; উহা উৎকৃষ্ট নহে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—উৎকৃষ্ট যষ্টিমধু দুগ্ধের সহিত পান করিলে বেশ রসায়নের কাজ করে। যষ্টিমধু এবং কিসমিস দুগ্ধসহ পান করিলে মূত্ররোগ আরাম হয়। শ্বেতচন্দন ও যষ্টিমধু দুগ্ধে পেষণ করিয়া পান করিলে রক্তবমন নিবৃত্ত হয়। মধুর সহিত যষ্টিমধু চূর্ণ সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ আরাম হয়। ইহা চিনি ও জলের সহিত পান করিলে হৃদ্‌রোগ আরাম হয়। ক্ষীণকায় বা ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তি দুগ্ধ ও শুণ্ঠীযোগে এক মাস পান করিলে বলবান্ হয় ও শরীরের পুষ্টিলাভ হয়। ইহা স্নিগ্ধকর, কফনাশক ও উত্তেজক। যষ্টিমধুর গুঁড়া সেবন করিলে কাশ, স্বরভঙ্গ ও শ্বাস আরাম হয়।

যষ্টিমধু চূর্ণ নেবুর রসের সহিত পান করিলে সর্দ্দি আরাম হয়। যষ্টিমধুর ক্বাথ, পিষ্টরস এবং অরিষ্ট, শ্বাসযন্ত্র, মূত্রযন্ত্র ও পাকস্থলীর রোগে বিশেষ হিতকর; ইহা হাঁপানি, স্বরভঙ্গ ও মূত্ররোগনাশক ও মূত্রের সংশোধক। যষ্টিমধুর অরিষ্ট এবং রসে ঘৃত, লজেঞ্জুস প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। যষ্টিমধু, ধনে, মুথা, এবং গোলঞ্চের ক্বাথ সেবন করিলে পিত্তজ্বর আরাম হয়।

৮ তোলা যষ্টিমধু, ৪৮ তোলা শুষ্ক আঙ্গুর, ৩২ তোলা চিনি, ২ তোলা হরীতকী, ২ তোলা বহেড়া, ২ তোলা লবঙ্গ, ২ তোলা জায়ফল, ২ তোলা হরিদ্রা, ২ তোলা দারুচিনি, ২ তোলা আমলকী লও। প্রথমে যষ্টিমধুর ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া, অপরগুলি চূর্ণ কর; ইহাতে চিনি ও উপরোক্ত শুষ্ক আঙ্গুর দিয়া মোদক তৈয়ারী কর। ইহা ½-১ তোলা দিবসে ২ বার ১ মাস সেবন করিলে সর্দ্দি, কাশি, ম্যালেরিয়া জ্বর এবং বর্দ্ধিত প্লীহা ও যকৃৎ আরাম হয়। (Fig. 221.)

Genus—CAESALPINIA Linn.

222. C. Bonducella Flem. (নাটা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 343; Bentl. & Trim., Med. Pl., t. 85.

Ref.—F. B. I., ii, 254; Roxb., F. I., ii, 357; B. P., i, 449; Watt, ii, Pt. i, 3. আধুনিক নামকরণ নিয়মানুসারে ইহার নাম C. crispa Linn. বলা বিধেয়।

জন্মস্থান—উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গ, ছোটনাগপুর, সুন্দরবন, বর্ম্মা, দক্ষিণ ভারত, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. পুতিকরঞ্জা ; বা. নাটা, নাটাকরঞ্জা, কাঁটাকরঞ্জা ; হি. কাঠকালেজা ; তা. গাচ চাককাই , তে. গাচ চাককয়া ; Eng. Fever plant.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, শিকড় ও পত্র ।

বর্ণনা—বিস্তৃত লতানে উদ্ভিদ, শাখাগুলি ধূসরবর্ণ ও অবনত ; ইহার কাণ্ড ছোট, শক্ত, পীতবর্ণ ও নিম্নে অবনত কাঁটা দ্বারা আবৃত। পত্র ১ ইঞ্চি কিংবা অধিক লম্বা, পক্ষাকার ; পত্রিকা ১২-১৬টি থাকে, দেখিতে লম্বা ও অগ্রভাগ মোটা। পুষ্পদণ্ড লম্বা, মাথায় ঘন ঘন পুষ্প থাকে ; ফুল নিম্নে অবনত। বহির্ব্বাস ½-⅓ ইঞ্চি ; পাপড়ি লম্বাকৃতি, পীতবর্ণ। ফল ছোট বোঁটায় থাকে, ২-৩ ইঞ্চি লম্বা ; বীজ ১-২টি, বড় বড় ও লম্বা, সীসার ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট ; ফলের গায়ে বিস্তর ধারাল কাঁটা আছে ; ফলের অগ্রভাগ সরু ও সামান্য বক্র, বোঁটার দিক সরু, মধ্যস্থল মোটা ও ঈষৎ চেপ্টা। ফল দেখিতে লটকনের ন্যায় (Bixa Orellana)। সাধারণত ইহার বীজকে "কুন্দুলে বীজ" বলে। বর্ষাকালে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—নাটার বীজ কৃমি নিবারক, পত্র, শিকড় ও বীজ জ্বর নাশক। বীজ ফুলা নিবারক, অর্শঘ্ন ও অনেক সংক্রামক রোগ নিবারক। আধখানা বীজ লবঙ্গের সহিত বাটিয়া খাইলে পেট বেদনা আরাম হয় এবং পিপুলের সহিত খাইলে ম্যালেরিয়া জ্বর নাশ হয়। ইহার বীজ ভাজিয়া খাইলে এবং রেড়ির পাতার সহিত প্রলেপ দিলে একশিরা ও Hydrocele রোগ আরাম হয়। নাটা কুষ্ঠ ও কৃমি নিবারক, বীজের তৈল লাগাইলে ছুলি আরাম হয়। লাল রেশমের সুতায় নাটার বীজের মালা গাঁথিয়া ধারণ করিলে গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের গর্ভপাত নিবারণ হয় এবং এই মালা গাছে ঝুলাইয়া দিলে গাছ হইতে ফল পতিত হয় না।

নাটার ৪ তোলা রস পান করিলে পালাজ্বর আরাম হয়। ইহার বীজ গুড়ের সহিত খাইলে হিষ্টিরিয়া আরাম হয় (Ainslie)।

ইহা একটি বলকারক ঔষধ এবং পালাজ্বর নিবারক (Pharm. Indica)।

নাটার বীজের তৈল কানের পুঁজ নিবারণ করে এবং ভাজা বীজের ক্বাথ ক্ষয়কাশ ও হাঁপানি নিবারণ করে।

ইহার কচি পাতা যকৃৎ দোষে হিতকর ও ফলপ্রদ (T. N Mukerjee)। কৃমিরোগে ইহার পাতা ও মূলের রস মধুযোগে পান করিবে। নাটার বীজের শাস কাঁজিতে পেষণ করিয়া খাইলে জলোদর আরাম হয়।

নাটা করঞ্জার পত্র ও মূলের রস, আমলকীর রস, চিনি ও মধুসহ পান করিলে, কফ, পৈত্তিক হাম ও শোথ নাশ হয়।

ইহার পত্র হইতে নিষ্কাশিত তৈল বাত ও পক্ষাঘাত নিবারক। ইহার বীজ কুষ্ঠ ও কৃমি নাশক। ইহা কুইনাইনের কাজ করে, ইহাকে দেশী কুইনাইন বলে। (Fig. 222.)

223. C. Sappan Linn. (বকম)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., i, 17, t. 16; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 344 B.

Ref.—F. B. I., ii, 255; Roxb., F. I., ii, 357; B. P., i. 449; Prain, H. H., 267; Voigt, H. S., 244.

জন্মস্থান—দক্ষিণ ভারত, বঙ্গদেশ, বর্ম্মা, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর। আদি জন্মস্থান দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়া।

বিভিন্ন নাম—স. পাট্টঙ্গ; বা. হি. বকম; তা. বারত্তঙ্গী; তে. ওকাম্ু-কাট্ট; Eng. Sappan wood.

ব্যবহার্য্য অংশ—কাষ্ঠ।

বর্ণনা—অল্প কাঁটাযুক্ত ছোট বৃক্ষ; বকমের কাষ্ঠ অতিশয় শক্ত; বাহিরের কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ নেবু রং বিশিষ্ট ও পীতবর্ণ (Gamble)। কাঁটাগুলি ছোট, ফাঁক ফাঁক; পত্রদণ্ড ½-১ ফুট লম্বা। পত্রিকার বোঁটা ছোট। ফুল হরিদ্রা বর্ণ, পুষ্পদণ্ড পত্রদণ্ডের সমান লম্বা। বহির্ব্বাস ⅓ ইঞ্চি; পুংকেসর নরম, গর্ভাশয় ধূসরবর্ণ ও নরম। ফল ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, ১½ ইঞ্চি চওড়া, ঈষৎ চেপ্টা। ফলের বোঁটা অল্প বক্র, প্রান্তদেশ বক্র। ফলের গায়ে কাঁটা আছে। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—অল্প কাঁটাযুক্ত ইহার ফল ও অভ্যন্তরের কাষ্ঠ রেশম রং করিবার জন্য ব্যবহার হয়। বকমের কাথ চর্ম্মরোগে হিতকর এবং ধারক ও উদরাময় নিবারক (Watt)। বকম লাল রং করিবার জন্যই অধিক পরিমাণে ব্যবহার হয়। দোলের সময় যে আবীর প্রস্তুত হয় তাহা এই বৃক্ষের রংএ তৈয়ারী করে; এই কাষ্ঠের গুঁড়া জলে মিশাইলে জল লালবর্ণ হয়, সেই জলে এরারুট অথবা টিকুর (Curcuma angustifolia) অথবা মাটী মিশাইয়া পায়ে থেঁৎলাইতে হয়, তৎপরে ইহাতে ফটকিরি মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই আবীর প্রস্তুত হয়। কেহ কেহ ইহাতে carbonate of soda মিশাইয়া থাকে। Indian Pharmacopœia মতে ইহা Logwoodএর স্থানে ব্যবহৃত হইতে পারে। (Fig. 223.)

224. C. pulcherrima Swartz. (কৃষ্ণচূড়া)

Fig.—Bot. Mag., t. 995; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 346; Rheede, Hort. Mal., vi, t. 1.

Ref.—F. B. I., ii, 255; Roxb., F. I., ii, 364; B. P. i, 449; Watt, ii, Pt. 1, 10; Prain, H. H., 206.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে বাগানে রোপণ করে ; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—কৃষ্ণচূড়া ; Eng. Goldmohur.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, ফুল ও বীজ।

বর্ণনা—Ainslie বলেন যে, ইহা শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে প্রথম আনীত হয়। এই গাছ দেখিতে অতি সুন্দর, ১২-১৮ ফুট উচ্চ। ডালে পাতলা কাঁটা আছে। ত্বক ধূসর বর্ণ। পত্রিকা ১২-১৮ জোড়া হয়, ½-¾ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের বোঁটা ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, ফুলের পাপড়ি গোলাকার, মস্তক কোঁকড়ান, লালের আভাযুক্ত হরিদ্রাবর্ণ। ফুলের গন্ধ মনোহর। শুঁটি সোজা, প্রায় ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, সরু ও পাতলা। আশ্বিন মাস হইতে পৌষ মাস অবধি ফুল হয় এবং চৈত্র মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছের সকল অংশই জোলাপের কাজ করে। ইহার পত্র, ফুল ও বীজ বহু পরিমাণে দেশীয় ঔষধে ব্যবহার হয়। (Fig. 224.)

225. C. digyna Rottl. (অমলকুঁচি)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 384.

Ref—F. B. I., ii, 256 ; Roxb., F. I., ii, 256 ; B. P., i, 449 ; Watt, ii, Pt. 1, 9.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বেহার, উত্তর বঙ্গ, চট্টগ্রাম, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. অমলকুঁচি ; হি. বাকেরি মূল।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—কাঁটাযুক্ত গুল্ম ; শাখা মসৃণ লোমযুক্ত, বেগুণে ও ধূসরবর্ণ কন্টকাবৃত। পত্র সরু, পত্রদণ্ড ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা, প্রত্যেক দণ্ডে ৯-১২ জোড়া পত্রিকা থাকে ; বোঁটা ছোট। ফুল ১ ইঞ্চি, পীতবর্ণ ; পুষ্পদণ্ড ৬-৮ ইঞ্চি ; বহির্ব্বাস লোমযুক্ত, ৫ ভাগে বিভক্ত ; ফুলের পাপড়ি গোলাকার, পীতবর্ণ, উপরের পাপড়ি লালবর্ণ (Brandis)। পুংকেশর ঘনসন্নিবদ্ধ, শুঁটি লম্বাকৃতি, লোমযুক্ত, ১½-২ ইঞ্চি লম্বা ; বীজ প্রত্যেক শুঁটিতে ২-৪টি থাকে। বর্ষাকালে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় ধারক, ৬ মাষা পরিমাণ দুগ্ধ, ঘৃত, জীরা এবং চিনি মিশ্রিত করিয়া খাইলে ক্ষয়কাশ নিবারণ হয়। মূলের মোটা স্ফীত অংশগুলি ঔষধে ব্যবহার হয়। শিকড়ের গুঁড়া জলের সহিত সেবন করিলে জ্বর আরাম হয়। ইহার মাদকতা শক্তি আছে। (Fig. 225.)

226. C. coriaria Willd. (টৌরী)

Fig—Rock, For. Trees Howaii, t. 47 (1917); Berg, Charakt, t. 71, Fig. 577.

Ref—Rock, For. Trees Howaii, t. 47 (1917); Berg, Charakt, t. 71, Fig. 577.

জন্মস্থান—দক্ষিণ আমেরিকায়, বঙ্গদেশের অনেক স্থানে বাগানে রোপিত হইয়াছে: ছোটনাগপুর, নেপাল, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানে চাষ করা হয়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর; এই বাগান হইতে Dr. Roxburgh সাহেব বহুপরিমাণ বীজ মান্দ্রাজ, খান্দেশ, ও কাণপুর প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বিভিন্ন নাম—বা. টৌরী; আমেরিকা দেশীয় নাম—দিবিদিবি। Eng. American Sumach.

বর্ণনা—এই গাছের বীজ দক্ষিণ আমেরিকা হইতে ১৮০৫ খৃঃ বোটানিক গার্ডেনে রোপিত হয়; ১৮৪৫ খৃঃ উক্ত স্থান হইতে ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। গাছ ২৫।৩০ ফুট উচ্চ, পত্র বাবলার পত্রের ন্যায়, গাছে কাঁটা নাই। পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়। ফলগুলি ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, কিন্তু সোজা নহে, বক্র ও গুটান; ফলের বিস্তার ½-¾ ইঞ্চি, ফল এক একটি অথবা একসঙ্গে ৩-৪টি হয়। আশ্বিন হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত ফুল হয় এবং চৈত্র মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শুঁটি চামড়া পরিষ্কার করিবার জন্য বহু পরিমাণে ব্যবহার হয়; টৌরী হইতে অতি উৎকৃষ্ট কালি প্রস্তুত হয়। ফল অতিশয় সঙ্কোচক ঔষধ। ফলের গুঁড়া ফিকে পীতবর্ণ। ইহা অবিরাম জ্বর নাশক; Dr. Cornish ৯৪টি রোগীকে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ রোগীর জ্বর আরাম হইয়াছিল। মাত্রা ৪০-৬০ গ্রেণ পরিমাণ। (Fig. 226.)

Genus—URAIA Desv.

227. U. lagopoides DC. (চাকুলিয়া)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 308 B; Burm., Fl. Ind., 68, t. 53, Fig. 2.

Ref.—F. B. I., ii, 156; Roxb., F. I., iii, 366; B. P., i, 420; Prain, H. H., 202; Voigt, H. S., 220.

জন্মস্থান—নেপাল, বঙ্গদেশ, বর্ম্মা, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া,

প্রভৃতি স্থানে তৃণময় বাগানে অথবা মাঠের কিনারায় প্রচুর দেখা যায়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. পৃশ্নিপর্ণী ; বা. চাকুলে, গোরক্ষ চাকুলে ; হি. পীতবন ; তে. ফোলা, পুন্না।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ ও শিকড়। মাত্রা ক্বাথ, ৫-১০ তোলা, মূল চূর্ণ, ২-৪ আনা।

বর্ণনা—নরম লোমযুক্ত গুল্ম, ৩-৫ ফুট উচ্চ। পত্র ½-১ ইঞ্চি, পত্রিকার মস্তক মোটা, বোঁটার দিকে গোলাকার। ত্রিপত্র বিশিষ্ট, দুইদিকে দুইটি ও মধ্যে একটি বড় পত্রিকা আছে ; পত্রিকার শিরাগুলি উভয়দিকে সমান্তরাল। ফুলের মাথা ছোট, ঘন-সন্নিবদ্ধ, ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, ১ ইঞ্চি পুরু। পুষ্পদণ্ড শৃগালের লেজের ন্যায়। এই গাছ বর্ষাকালে জন্মে ও শীতকালে বর্দ্ধিত হয় ; গাছগুলি একটু উচ্চ ভূমিতে জন্মে। বর্ষাকালে এবং শীতকালে ফুল হয় ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গুল্ম দশমূল পাচনের একটি মশলা এবং দেশীয় অনেক ঔষধে ব্যবহার হয়। চাকুলে সন্দিনাশক ও বলকারক (Dutta)।

ইহা দুগ্ধের সহিত স্ত্রীলোকদিগকে ৭ মাসে খাওয়াইলে গর্ভস্রাব নিবারণ হয় (সুশ্রুত)। চাকুলে বাতনাশক, অগ্নি-উদ্দীপক ও বলকারক (চরক)। পুষ্পিতগুল্মের মূল লাল সূতায় বাঁধিয়া মস্তকে ধারণ করিলে একাহিক জ্বর আরাম হয় (চক্রদত্ত)। পৃশ্নিপর্ণী যাবতীয় বাতনাশক, ধারক ও বৃষ্য দ্রব্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট (চরক)।

ইহার ক্বাথ ছাগ দুগ্ধের সহিত পান করিলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়। (Fig. 227.)

228. U. picta Desv. (শঙ্কর জটা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 308 A ; Jacq., I. C., t. 567.

Ref.—F. B. I., ii, 155 ; Roxb., F. I., iii, 368 ; B. P., i, 420 ; Prain, H. H., 202 ; Voigt, H. S., 220 ; Dymock, i, 427.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশ, হিমালয় প্রদেশের ৬০০০ ফুট উচ্চ হইতে সিংহল পর্য্যন্ত ভূভাগে ; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে সাধারণ তৃণময় স্থানে নদীর কিনারায় দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. শঙ্কর জটা ; হি. দাবরা ; মারহাট্টা—পৃশ্নিপর্ণী ; গুজরাটী—পীতবান।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ ও ফল।

1084B—25

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী, সোজা শাখাযুক্ত, ৩-৬ ফুট উচ্চ গুল্ম। শাখা নিম্নে অবনত। পত্র ১-২ ইঞ্চি লম্বা, পত্রিকা ১-৬টি, কখন কখন ২-৯টি হয়; পত্রিকা ১-৮ ইঞ্চি লম্বা, ½-১ ইঞ্চি চওড়া, বর্শাকৃতি, অগ্রভাগ মোটা। ফুল ঘনসন্নিবদ্ধ, ½-১ ফুট পুষ্পদণ্ডে অবস্থিত; পুষ্পবৃন্ত ⅛-⅙ ইঞ্চি, কিঞ্চিৎ বক্র। ফুল অনেক বেগুনে রং বিশিষ্ট অথবা লালবর্ণ হয়; অল্প বিস্তৃত। গ্রন্থিগুলি চিক্কণ লোমযুক্ত, মসৃণ ও শ্বেতবর্ণ। ফল ধরিবার সময় বোঁটা বক্র হইয়া যায়। বীজ মূত্রাশয়াকৃতি, ১-১২টি হয়, ফিকে পীতবর্ণ। বর্ষাকালে এবং শীতকালে ফুল হয় ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বোম্বাই প্রদেশে এই গাছ সর্পবিষের প্রতিষেধক বলিয়া ব্যবহৃত হয় (Dymock)। ইহার ফল বালকদিগের মুখের ক্ষতে ব্যবহার হয় (Stewart)। (Fig. 228.)

Genus—ASTRAGALUS Tourn, ex Linn.

229. A. gummifer Labill. (কটিলা)

Fig.—Bentl. & Trim., Med. Pl., ii, t. 73; Lindley, Med. & Oecon. Bot., 173 (1849).

Ref.—Pflanzenfamil, iii, 111, 295; Bull. Soc. Nat. Mosc., xxvi, No. 4 (1853); Plenck., Ic. Pl. Med., vi, 563.

জন্মস্থান—এশিয়া মাইনর, আর্ম্মিনিয়া, পারস্য, কুর্দ্দিস্থান, সিরিয়া এবং হিমালয় প্রদেশ।

বিভিন্ন নাম—বা. কটিলা; হি. আনগিরা; Eng. Tragacanth.

ব্যবহার্য্য অংশ—আঠা।

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয়, ২ ফুট উচ্চ, বহু শাখাযুক্ত গাছ। শাখায় লম্বা লম্বা সরু কাঁটা আছে। ছাল লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, ইহাতে গোলাকার দাগ আছে। ছোট শাখাগুলি শ্বেতবর্ণ, পশমে আবৃত। পত্র পক্ষাকার, ১½ ইঞ্চি লম্বা ও চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত, পীতবর্ণ, অগ্রভাগ অতিশয় সরু ও ধারাল। পত্রিকা ৪-৬ জোড়া হয়, ইহার বৃন্ত ক্ষুদ্র। ফুল ক্ষুদ্র, এক একটি অথবা ২-৩টি একত্র হয়, ফিকে পীতবর্ণ। বীজকোষ ছোট, গোলাকার এবং একটু লম্বা, শ্বেতবর্ণ ঘন লোমে আবৃত। ফলে একটী বীজ থাকে, বীজ ফিকে ধূসরবর্ণ ও মসৃণ। A. verus Oliver এবং এই গণভুক্ত অপরাপর গাছের আঠা হইতে Tragacanth পাওয়া যায়। জুলাই-আগষ্ট মাসে লোকে গাছের ছাল লম্বাভাবে চিরিয়া দেয় এবং যথাসময়ে আঠা বাহির হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার আঠা ঔষধের বটিকা প্রস্তুত করিবার জন্য বহু পরিমাণে ব্যবহার হয়। ইহা মূত্রযন্ত্র-সম্বন্ধীয় রোগে ও অপরাপর আমাশয়িক রোগে ব্যবহার হয়।

ইহা প্রধানতঃ ঔষধের অনুপানরূপেই ব্যবহার হয়। এই আঠা দেখিতে মটরের স্থায়, ঈষৎ ধূসরবর্ণ ও পীতাভ, প্রায় গোলাকার। ইংলণ্ডের বাজারে ইহার আঠাকে "বসোরা-গাম" বলে। সময়ে সময়ে এই গাছের আঠার সহিত Sterculia urens গাছের আঠা ভেজাল দেয়। এই আঠা শান্তিকর। Calomelএর সহিত এই আঠা মিশাইয়া সেবন করাইলে Calomelএর শক্তি বাড়ে, বিশেষত বালকদিগকে উহা খাওয়াইতে কষ্ট পাইতে হয় না। (Fig. 299.)

XL. ROSACEAE

Genus—PRUNUS Linn.

230. P. communis Huds. (আলুবোখরা)

var. insititia Hookf.

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 391B.; Hogg. & Johnson, Wild Pl. Gr. Britain, vii, t. 566.

Ref.—F. B. I., ii, 315.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, গারোয়াল হইতে কাশ্মীর, ৫০০০ হইতে ৭০০০ ফুট উচ্চে। বোটানিক্ গার্ডেন, দার্জ্জিলিং।

বিভিন্ন নাম—স. বা. আরুক; হি., বম্বে, পারস্য—আলুবোখরা; তা. অল্লাগাদা-পাণ্ডাম; তে. অল্লাগাদা-পান্দুলু।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, পত্র ও ফল।

বর্ণনা—ইহাকে বাখরাকুল বলে; গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্; গাছে কখনও কাঁটা থাকে, কখনও কাঁটা থাকে না; পত্র ডিম্বাকৃতি, কিনারা কাটা কাটা; ফল গোলাকার, একস্থানে একটি, কখনও জোড়া জোড়া ফল থাকে। পৌষ মাসে ফুল এবং ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আলুবোখরা বাজারে শুষ্ক অবস্থায় বিক্রয় হয়, ইহা অল্প অল্প হজমিকারক। শরীরের ক্লান্তি ও অবসাদ অবস্থায় খাইলে বেশ প্রীতিপ্রদ হয়। ইহার শিকড় ধারক ও সঙ্কোচক এবং গাছের আঠা বাবলার গঁদের পরিবর্ত্তে ব্যবহার হয় (Dymock)। আলুবোখরা অল্প চিনি সংযোগে খাইলে শরীরের অবসাদ দূর করে।

কাঁচা আলুবোখরা মেহগুল্ম ও মেহ নাশক; পত্র ধাতুবর্দ্ধক (নিঘণ্টুরত্নাকর)। (Fig. 230.)

231. P. Puddum Roxb. (পদ্মক)

Fig.—Wall, Pl. As. Rar., ii, 37, t. 143 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 389A.

Ref.—F. B. I., ii, 314 ; Brandis, For. Fl., 194 ; Roxb., F. I., ii, 501.

জন্মস্থান—সিকিম, ভূটান এবং বর্ম্মাদেশে উহার চাষ হয় ; হিমালয় ও কেদার পর্ব্বতে জন্মে ; বোটানিক গার্ডেন, দার্জ্জিলিং।

বিভিন্ন নাম—স. পদ্মক ; বা. পদ্মকাষ্ঠ ; হি. পদ্ম ; Eng. Bird cherry.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজের শাঁস, ত্বক্, কাষ্ঠ। কাষ্ঠের মাত্রা ½-২½ আনা।

বর্ণনা—বড় গাছ, ফুল হইলে অতি সুন্দর দেখায়। পত্র ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা, কখনও কখনও ইহার বড় বা ছোট হয় ; পত্রের কিনারা দাঁতযুক্ত ও চিক্কণ লোমদ্বারা আবৃত ; পত্রবৃন্ত ½-¾ ইঞ্চি ; পুষ্পবৃন্ত লম্বা, ফুল লাল কিংবা শ্বেতবর্ণ। ফল গোলাকার, ½-১ ইঞ্চি পরিমাণ ; ফলের শাঁস অংশ অতি অল্প, দেখিতে পীতবর্ণ কিংবা ঈষৎ লালবর্ণ। আঁঠি শক্ত। কাষ্ঠের গন্ধ পদ্মফুলের ন্যায়। ইহার কাষ্ঠের বর্ণ পারুল ফুলের মত। পৌষ মাসে ফুল এবং ফাল্গুন মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শাঁস পাথরী রোগে হিতকর এবং ছাল ও ছোট ছোট শাখাগুলি বাজারে বিক্রয় হয়। ইহা Hydrocyanic acidএর কাজ করে। ঘৃতসংযুক্ত পদ্মক কাষ্ঠের ধুম গ্রহণ করিলে হিক্কা ও শ্বাস নিবৃত্তি পায়। কথিত আছে যে, যে সকল নারীর সচরাচর গর্ভস্রাব হয়, তাহাদিগকে পদ্মক কাষ্ঠ জলে পেষণ করিয়া পান করাইলে গর্ভপাত হইবার আশঙ্কা থাকে না। (Fig. 231.)

Genus—ROSA Linn.

232. R. damascena Mill. (গোলাপ)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 317 ; Hayer, Hub. Pharm., t. 192.

Ref.—F. B. I., ii, 364 ; B. P., i, 466.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—গোলাপ বহু জাতীয়। অধিকাংশ গোলাপই বিদেশ হইতে আনিয়া এদেশে চাষ করা হইয়াছে। এখনও ধনী, রাজা, মহারাজারা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে তোলা চারা আনয়ন করিয়া স্ব স্ব বাগানে চাষ করিয়া থাকেন। ভারতের

উত্তর পশ্চিমাংশে, সাঁওতাল পরগণায় এবং পার্ব্বত্য প্রদেশে (প্রায় ৩০০০ ফুট উচ্চে) উৎকৃষ্ট ও প্রচুর গোলাপের চাষ হয়। আধুনিক গোলাপের চাষের বিশেষ পরিপাটির প্রয়োজন। বাঙ্গালায়, বিশেষতঃ দক্ষিণ বাঙ্গালায়, ভাল গোলাপ হয় না। বিদেশীয় গোলাপ আনিয়া বসাইলে ১।২ বৎসর পরে খাবাপ হইয়া যায়। মাত্র ১২ জাতীয় গোলাপের আদি জন্মস্থান ভারতের বিভিন্ন পার্ব্বত্য প্রদেশে বলিয়া অনুমিত হয়। জঙ্গলী গোলাপ বহু বিস্তৃত শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট লতা বা গুল্ম বিশেষ এবং প্রায়ই ইহাদের ফুল সাদা হয়। সচরাচর যে সব গোলাপের চাষ হয় তাহা R. alba Linn (ককেশাস পর্ব্বত), R. centifolia Linn (ককেশাস ও আসিরিয়া), R. damescena Mill (পশ্চিম এশিয়া), R. gallica Linn (য়ুরোপ), R. indica Linn (চীন), R. rubiginosa Linn (য়ুরোপ ও পশ্চিম এশিয়া), R. sinica Ait (চীন ও জাপান) জাতীয় গোলাপের বিভিন্ন উপজাতি বিশেষ বা রূপান্তর মাত্র।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল।

বর্ণনা—ঘন ডালবিশিষ্ট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, ডালে কাঁটা আছে। পত্র পক্ষাকার; পত্রিকাগুলি দাঁতযুক্ত। ফুল এক একটি জন্মে। ফুলের বোঁটা ছোট। ফুল শ্বেত, পীত, লাল ও হরিদ্রা প্রভৃতি বংবিশিষ্ট। পাপড়ি ৫টি, বড়; পুংকেসর অনেক আছে। ফল কতকটা টোপা কুলের মত। গোলাপ সকলেই বাগানে চাষ করে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—গোলাপ ফুলের পাপড়ি সরিষার তৈল অথবা নারিকেল তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে দিলে বা অগ্নিতে গরম করিলে যে তৈল হয় তাহা উগ্র ও মৃদুবিরেচক।

সমপরিমাণ গোলাপ ফুলের পাপড়ি চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া উহা বেশ পেষণ করিলে যে গুলখন্দ (gulkand) প্রস্তুত হয় উহা বলকারক ও শরীরের পুষ্টিকারক; ইহা স্ত্রীলোক ও বৃদ্ধদিগের পক্ষে হিতকর। Dr. Ibn Sina বলেন যে তিনি ক্ষয়কাশগ্রস্ত একটী যুবতী স্ত্রীলোককে ইহা দ্বারা আরোগ্য করিয়াছেন; গোলাপের পাপড়ির সহিত চিনি কিংবা মধু মিশ্রিত করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত হয় (Dymock)। গোলাপের পাপড়ি জ্বরনাশক।

গোলাপ জল:—এই জল প্রস্তুত করিতে হইলে এক মণ কিংবা দেড় মণ জল ধরে এমন একটি তামা কিংবা লোহার পাত্র আবশ্যক; পাত্রটির গলার ব্যাস ৮ ইঞ্চি হইবে। উক্ত পাত্রে প্রথমে গোলাপ ফুলের পাপড়ি দিয়া ভরিয়া তাহাতে জল ঢালিয়া দিবে। তাহার পর একটি নলযুক্ত ঢাকনি দ্বারা পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া নলটি অপর আর একটি পাত্রের সহিত যোগ করিয়া দিতে হইবে; এই পাত্রটি শীতল জলে ডুবাইয়া রাখিলে ভাল হয়, অথবা যখন জাল দেওয়া পাত্রের বাষ্প উক্ত পাত্রে আসিয়া পড়িবে তখন উহাতে শীতল জলের ছিট

দিতে হইবে; এরূপ করিলে পাত্রের অভ্যন্তরস্থ বাষ্প জলীয় আকার ধারণ করিবে। এই জলীয় দ্রব্যই উৎকৃষ্ট গোলাপ জল।

চোলাই করিবার যন্ত্রে যেরূপে মদ চোয়াইয়া থাকে, এই প্রক্রিয়াও ঠিক সেই প্রকার। ১০০০ গোলাপ ফুল হইতে প্রায় দেড় সের গোলাপ জল প্রস্তুত হয়; ৮ হাজার গোলাপ ফুলে ১০-১২ সের জল দিতে হইবে, ইহাতে ৮ সের গোলাপ জল প্রস্তুত হইবে।

আতর প্রস্তুত-প্রণালী:—গোলাপ জল প্রস্তুত হইলে উহা একটি পাত্রে রাখিয়া পাত্রের মুখ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবে, যেন উহাতে কোনরূপ ধূলা প্রভৃতি পতিত না হয়। পাত্রটি ২ ফুট মাটির নীচে পুঁতিয়া সমস্ত রাত্রি রাখিলে প্রাতঃকালে গোলাপ জলের উপর আতর ভাসিবে, উহা পালকে করিয়া উঠাইয়া একটি শিশিতে তুলিতে হইবে; এইরূপে ২।১ দিন তুলিবার পর উহাকে কিছু সময়ের জন্য রৌদ্রে দিতে হইবে; এইরূপে তোলা হইলে আতর একটি শিশিতে রাখিতে হইবে। এই আতর ৩।৪ দিন দেখিতে ফিকে সবুজবর্ণ তৎপরে ফিকে পীতবর্ণ হয়।

এক লক্ষ গোলাপ ফুল হইতে এক তোলা আতর প্রস্তুত হয়। খাঁটি আতরের মূল্য ৮০ টাকা তোলা। বাজারে যে আতর বিক্রয় হয় উহাতে চন্দন তৈল অথবা অপর কোন তৈল মিশ্রিত করে (Beng. Dispensatory)। গোলাপ জল ও আতর তৈয়ারের জন্য সাধারণতঃ R. damascenaর ফুল ব্যবহৃত হয়। (Fig.232.)

Genus—CYDONIA Town.

233. C. vulgaris Pers. (বিহিদানা)

Fig.—Bailey, Stand. Encyclo. Hort., p. 2892; Wagner, Pharm. Med. Bot., i, t. 81 (1828); Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 339.

Ref.—F. B. I., ii, 369; Roxb., F. I., ii, 511; Brandis, For. Fl., 205.

জন্মস্থান—আদি জন্মস্থান ইউরোপ; দক্ষিণ ও পশ্চিম ইউরোপে ও আমেরিকায় বহু পরিমাণে বাগানে চাষ করে; ভারতের উত্তর-পশ্চিম হিমালয় প্রদেশের ৫৫০০ ফুট উচ্চে চাষ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. বিহিদানা; কাশ্মীর—বামসূতু; তা. সিমাই-মাদালা-বিরাই; Eng. Quince.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—বড় গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্; বহু বক্রাকৃতি শাখাপ্রশাখা হয়, সেগুলি প্রায় পত্রে আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। গাছের ছাল কৃষ্ণবর্ণ, পত্র ডিম্বাকৃতি, কিনারাগুলি অসমান কিন্তু কর্ত্তিত নহে, বৃন্ত ক্ষুদ্র। ফুল শ্বেতবর্ণ, ২ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, বহির্ব্বাস করাতের ন্যায়

কর্ত্তিত। ফল বৃহৎ, দেখিতে আপেলের মত এবং উহার গায়ে শক্ত লোম আছে। ফলের অভ্যন্তরে ৫টি বিভাগ আছে। ফলে অনেক বীজ হয়। গাছে মার্চ্চ ও এপ্রেল মাসে ফুল হয়। Quince গাছ ছাঁটিয়া না দিলে ভাল ফল হয় না। ফল খাইতে মিষ্ট ও ঈষৎ অম্ল।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ফল শান্তিকর, শিরঃপীড়ানাশক ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবর্দ্ধক। অনেক বলকারক ঔষধ প্রস্তুত কার্য্যে আরব ও পারস্য দেশীয় লোকেরা ইহা ব্যবহার করে। ইহার পত্র, ফুলের কুঁড়ি এবং ত্বক্ ধারক বলিয়া অনেক গার্হস্থ্য ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহার বীজ শান্তিকর এবং মৃদু ধারক। বীজের আঠা অংশ সর্দ্দি ও পেট বেদনায় ব্যবহার হয়। দগ্ধস্থানে ইহা বেলেস্তারায় প্রলেপ-স্বরূপ ব্যবহার হয় (Dymock)।

(বীজ অতিশয় শান্তিকারক, এইজন্য দেশীয় বৈদ্যগণ পেট বেদনা, রক্তআমাশয়, গলার ঘা এবং জ্বরে) ব্যবহার করেন। ইহার শুষ্ক ফল অতিশয় জ্বরপ্রশামক ও শরীরের উত্তাপ নিবারক (Watt)। (Fig. 233.)

XLI. CRASULACEAE

Genus—BRYOPHYLLUM Salisb.

234. B. calycinum Salisb. (পাথরকুঁচি)

Fig.—Bot. Mag., t. 1409 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 404.

Ref.—F. B. I., ii, 413 ; Roxb., F. I., ii, 456 ; B. P., i, 470 ; Prain, H. H., 210 ; Voigt, H. S., 268.

জন্মস্থান—ভারতের উষ্ণপ্রধান স্থানে, বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে সাধারণতঃ পতিত জমিতে দেখা যায়, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. "কপপাটা"; বা. পাথরকুঁচি ; তে. সিমাজামুলু।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—চিক্কণ লোমযুক্ত গুল্ম ; কাণ্ড ১-৪ ফুট উচ্চ। পত্রিকা ৩টি, মাংসল, ডিম্বাকৃতি, পত্রিকার কিনারা অসমান খাঁজ কাটা কাটা, ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ঝুলিয়া থাকে, ২ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পাধার বাটীর ন্যায় ; সবুজ, লাল ও শ্বেতবর্ণের দাগবিশিষ্ট ; কিনারায় দাঁত আছে। পাপড়ি লাল পুষ্পাধারের ২ গুণ ; পুংকেসর ৮টি, দুই সারিতে ফুলের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। শুঁটি ৪ ভাগে বিভক্ত ; একটি ফলে অনেক বীজ থাকে। ইহার পাতা মাটিতে পড়িয়া থাকিলে উহার কিনারা হইতে নূতন গাছ উৎপন্ন হয়। শীতকালে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শরীরের কোন স্থান ভাঙ্গিয়া অথবা কাটিয়া গেলে এবং ক্ষতস্থানে ইহার পাতা অগ্নিতে ঝলসাইয়া উক্ত স্থানে দিয়া থাকে।

কঙ্কনপ্রদেশে ইহার পাতার রস ⅛-½ তোলা, ২ গুণ ঘৃতের সহিত মিশাইয়া রক্তআমাশয় রোগে সেবন করে।

ইহার রস বিষাক্ত পোকার কামড়ে ব্যবহার হয়।

ক্ষতে, ফুলায় ও হাড় সরিয়া যাওয়ায় এই গাছের কর্ত্তিত ছাল ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে (Dymock)। (Fig. 234.)

Genus—KALANCHOE Adones

235. K. laciniata DC. (হিমসাগর)

Fig.—Wight, Ic., t. 1158 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 406.

Ref.—F. B. I., ii, 45 ; Roxb., F. I., ii, 456 ; B. P., i, 471 ; Prain H. H., 210 ; Voigt, H. S., 268.

জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্য, বঙ্গদেশ ; পাটনা, ঢাকা, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় সাধারণ পতিত জমিতে দেখা যায় ; হুগলী জেলায় স্থানে স্থানে দেখা যায়, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. হিমসাগর ; বা. হি. ভা. মালাকুল্লি ; মারহাট্টা আরান-সারাম্।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—মাংসল উদ্ভিদ্ ; পত্রগুলি কাণ্ডের দুই দিকে পক্ষাকারে থাকে। পত্র পুরু ও করাতের ন্যায় দাঁতবিশিষ্ট, ফুল পুষ্পদণ্ডে গুচ্ছবদ্ধভাবে থাকে। ফুল ফুটিলে গাছ ফুলে ঢাকিয়া পড়ে ও সুন্দর দেখায়। ফুলের বহির্ব্বাস ৪টি, পাপড়ি ৪টি, পাপড়ির গোড়াটি নলের ন্যায়, যেমন কলমী শাকের ফুলের দেখা যায়। পুংকেসর সমস্তগুলি প্রায় সমান। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কোন স্থানে আঘাত লাগিয়া ব্যথা হইলে ইহা অতিশয় ফলপ্রদ ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। কঙ্কন প্রদেশে ইহার পাতার রস পৈত্তিক উদরাময়ে ব্যবহার করে (Dymock)।

ক্ষত পরিষ্কার করিতে ও প্রদাহ দমন করিতে ইহা একটি মূল্যবান্ ঔষধ (Ainslie)। (Fig. 235.)

XLII. DROSERACEAE.

Genus—DROSERA Linn.

236. D. Burmanni Vahl. (মুখজালি)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 407 ; Wight, Ill. i, t. 20.

Ref.—F. B. I., ii, 424 ; B. P., i, 472 ; Prain, H. H., 210 ; Voigt, 79.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষে, কুমায়ুন, নীলগিরি ; হাওড়া, বর্দ্ধমান, গোঘাট (হুগলী) ও ছোটনাগপুরের বালুকা বা প্রস্তরময় জমিতে ও ধান্যক্ষেত্রে শরৎ ও শীতকালে জন্মে। ছোটনাগপুরের সর্ব্বত্র দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—হি. মুখজালি ; পঞ্জাব চিত্রা ; Eng. Sundew.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী ওষধি, কাণ্ড সোজা, ৩-১২ ইঞ্চি উচ্চ। পত্র চামচের মত, গাছের গোড়ায় বৃত্তাকারে জন্মে, পত্রের ধারে মাছি ধরিবার শুঁয়া আছে। পত্রের গোড়া হইতে একটির পর আর একটি পুষ্পদণ্ড জন্মে ; বৃন্ত লম্বা। ফুল শ্বেতবর্ণ, বহির্ব্বাস ৫ ভাগে বিভক্ত, পাপড়ী ৫টি, পুংকেসর ৫টি। বীজ প্রায় ডিম্বাকৃতি। এই পর্য্যায়ভুক্ত গাছ অনেক আছে, উহারা সমস্তই মক্ষিকাভুক। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

এই পর্যায়ভুক্ত—Aldrovonda vesiculosa Linn, নামক আর এক জাতীয় জলজ ভাসমান পতঙ্গভুক্ গাছ পূর্ব্ব-বঙ্গের জলায় ও জলাশয়ে দেখা যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কমায়ুনের লোকেরা কোন স্থানে ফোস্কা তুলিবার জন্য, এই গাছের পত্র ছেঁচিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে দেয়। Drosera পর্য্যায়ভুক্ত সমস্ত গাছই তিক্ত কটু ও দাহকর। ইহার রস দুগ্ধে দিলে ছানা কাটিয়া যায়। (Fig 226.)

XLIII. RHIZOPHORACEAE.

Genus—RHIZOPHORA Linn.

237. R. mucronata Lamk. (খামো)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vi, t. 34 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 408.

Ref.—F. B. I., ii, 435 ; Roxb., F. I., ii, 459 ; B. P., i, 475 ; Prain, H. H., 210 , Voigt, H. S., 41.

জন্মস্থান—সুন্দরবনের পশ্চিমাংশে ; এই গাছ প্রায়ই সমগ্র ভারতবর্ষের সমুদ্রতীরে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. ভোরার, খামো ; তে. আদইর-পউনা ; সিন্ধু কাসো।

বর্ণনা—মাঝারি গাছ ; কাঠ শক্ত, গাঢ লাল। পত্র ৩-৭ ইঞ্চি লম্বা, ১½-৪ ইঞ্চি চওড়া, পত্রের গোড়ার দিক সরু, কতকটা রবার গাছের পাতার ন্যায়। ফুল অধিক বা অল্প পরিমাণে অবনত ; বহির্ব্বাস ৪ ভাগে বিভক্ত, পাপড়ি ৪টি ; পুংকেসর ৮টি। ফল ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, গাঢ কৃষ্ণবর্ণ। ইহার বীজ গাছের উপরেই অঙ্কুরিত হয় ; সেই চারা কর্দ্দমের উপর পড়িলে ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে, মানুষের দ্বারা আব রোপণের আবশ্যক হয় না এই প্রকার বীজকে Vivipary বলা হয়। চৈত্র বৈশাখ মাসে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় রক্তকাশ ও রক্তবমন রোগে ব্যবহার হয় ; ইহা ধারক এবং বহুমূত্র রোগ নিবারক (Journ. Soc. Chemic. Indus., 188)। (Fig. 237.)

Genus—KANDELIA W. & A.

238. K. Rheedii W & A. (গোরিয়া)

Fig.—Hook, Ic. Pl., t. 362 ; Rheede, Hort. Mal., vi, t. 35 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 410.

Ref.—F. B. I., ii, 437 ; B. P., i, 476 ; Kurz., For. Fl. Burma, i, 449 ; Prain, H. H., 211 ; Voigt, H. S., 41.

জন্মস্থান—পশ্চিম সুন্দরবন ; ভারতবর্ষের সমুদ্রতীবে প্রায় সকল স্থানেই জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. গোরিয়া ; উড়িয়া—রগুনিয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রযুক্ত ছোট উদ্ভিদ্। গাছের ছাল ¼ ইঞ্চি পুরু, লাল, কাঠ অতিশয় নরম। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ১½-২ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, মাথা মোটা, গোড়ার দিক সরু, উপরিভাগ গাঢ় সবুজবর্ণ, নিম্নভাগ লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ১½ ইঞ্চি, সোজা, দুই শাখাবিশিষ্ট। ফুল বিস্তৃত, বহু পুংকেসর আছে। ফল ১ ইঞ্চি লম্বা ; ফলের বোঁটা লম্বা। চৈত্র বৈশাখ মাসে ফুল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল, শুঁঠ, পিপুল ও গোলাপ জলের সহিত খাইলে বহুমূত্র রোগ আরাম হয় (Rheede)। (Fig. 238.)

XLIV. COMBRETACEAE.

Genus—TERMINALIA

239. T. Arjuna Bedd. (অর্জ্জুন)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 414.

Ref.—F. B. I., ii, 447 ; Roxb., F. I., *Pentaptera Arjuna* Roxb., ii, 438 ; B. P., i, 481 ; Dymock, ii, 11.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বেহার, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. ককুভ, অর্জ্জুন ; বা. হি. অর্জ্জুন ; তে. জারমাদ্দি ; তা. ভাল্লাই-মারুদমারাম্।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্, ফল, পত্র ; মাত্রা, ত্বক্‌চূর্ণ ২-৬ আনা।

বর্ণনা—বৃহদাকার গাছ, ৬০-৮০ ফুট উচ্চ। পত্র ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা, ৩-৪ ইঞ্চি চওড়া, গোড়ার দিক ও অগ্রভাগ সরু, স্থূলকোণী, কতকটা বর্ষা-ফলকের ন্যায়। বৃন্ত প্রায় ½ ইঞ্চি। বহির্ব্বাস ৫টি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ফুল ছোট, শ্বেতবর্ণ বা হরিদ্রাবর্ণ ; পুষ্পদণ্ডের চতুর্দ্দিকে থাকে। পুংকেসর ১০টি। ফল ১ ইঞ্চি লম্বা, প্রায় ৫।৭টি সরু পক্ষযুক্ত, দেখিতে কামরাঙ্গার ন্যায়, কিন্তু আকৃতিতে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র ; গ্রীষ্মকালে ফুল হয়, শীতকালে ফল পাকে। Dr. Brandis বলেন, এই গাছ বঙ্গদেশের জঙ্গলে প্রচুর জন্মে। ইহার পত্র মানুষের জিহ্বার ন্যায়, পৃষ্ঠে বোঁটার দিকে ২টি অর্ব্বুদ আছে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকেরা ইহার ছাল বলকারক, উগ্র ও স্নিগ্ধকর বলিয়া বর্ণনা করেন। ইহা বক্ষপ্রদাহে হিতকর। ছালের গুঁড়া দুগ্ধের সহিত ব্যবহার করিলে আঘাত-জনিত বেদনা আরাম হয় (Dutta)। কাঙ্গড়া জেলায় ছাল ঘা ধোয়াইবার জন্য ব্যবহার করে (Stewart)।

ইহার ছাল ধারক, জ্বরনাশক এবং ফল বলকারক। টাটকা পাতার রস কানের বেদনায় প্রযুক্ত হয়। ছালের কাথ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে শরীরের পুষ্টি হয়। ছালের গুঁড়া, দুগ্ধ ও মাংশুড়ের সহিত ব্যবহার হয়।

> অর্জ্জুনস্য ত্বচা সিদ্ধং ক্ষীরং যোজ্যং হৃদাময়ে।
> সিতয়া পঞ্চমূল্যা বা বলয়া মধুকেন বা।
> ঘৃতেন দুগ্ধেন গুড়াম্ভসা বা পিবন্তি চূর্ণং ককুভত্বচো যে।
> হৃদ্রোগজীর্ণজ্বররক্তপিত্তং হত্বা ভবেয়ুশ্চিরজীবিনস্তে॥ চক্রদত্ত

কোন স্থান ভাঙ্গিয়া যাইলে অর্জ্জুন ছালের গুঁড়া দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে উহা আরাম হয়।

ভগ্নঃ পিবেত্ত্বক্ পয়সার্জ্জুনস্য গোধূমচূর্ণং সঘৃতেন বাথ। চক্রদত্ত

অর্জ্জুন ছাল ছাগ দুগ্ধে পেষণ করিয়া, উক্ত দুগ্ধ পান করিলে রক্তাতিসার আরাম হয়। অর্জ্জুন ছাল গুঁড়া করিয়া উহার ২ তোলা পরিমাণ, গব্যঘৃত ½ পোয়া, জল ১½ পোয়া দিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে এবং দুগ্ধ অবশেষ থাকিবে; ইহা হৃদ্‌রোগনাশক।

অর্জ্জুন ছালের ক্বাথ পান করিলে মূত্ররোধ আরাম হয়, ইহার ছালের গুঁড়া বাসক পাতার রসে ৭ বার ভাবনা * দিয়া মিছরী, মধু ও গব্যঘৃতের সহিত সেবন করিলে ক্ষয়কাশ আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

অর্জ্জুনের ছাল শ্বেতচন্দনের ছালের ক্বাথ পান করিলে শুক্রমেহ আরাম হয় (সুশ্রুত)।

অর্জ্জুনের ছাল এক ভাগ ও জল ১০ ভাগ মিশাইয়া যে ক্বাথ প্রস্তুত হয় উহার ½ বা ১ আউন্স ব্যবহার করিলে রক্তঅর্শ, উদরাময় ও রক্তআমাশয় আরাম হয়। ইহা পিত্তের প্রকোপ নিবারণ করে ও বিষের প্রতিষেধক (Baden-Powell)। অর্জ্জুন ছালের গুঁড়া ½ তোলা, ইক্ষুর চিনি ২ তোলা, জ্বাল দেওয়া গোদুগ্ধ ৮ আউন্স পরিমাণ মিশাইয়া সেবন করিলে বক্ষপ্রদাহ ও যাবতীয় হৃদ্‌রোগ আরাম হয়। ছাল বিশেষরূপে পেষণ করিয়া, চিনি ও গোদুগ্ধের সহিত প্রত্যহ প্রাতে একবৎসর ব্যবহার করিলে যাবতীয় হৃদ্‌রোগ একেবারে আরাম হইয়া যায়। প্রাচীন কবিরাজেরা অর্জ্জুন ছাল বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষের শান্তিকর বলিয়া ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। অর্জ্জুন ছালের গুঁড়া, রক্ত চন্দনের গুঁড়া, চিনি এবং চাউল ধোয়া জল সমপরিমাণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্তোৎকাশ আরাম হয় (চরক)। অর্জ্জুনের পাতা দিয়া ক্ষত ও ঘা বাঁধিয়া রাখিলে উহা শীঘ্রই সারিয়া যায়। অর্জ্জুন ছাল ও শ্বেত চন্দনের ছালের ক্বাথ পান করিলে যাবতীয় মেহ রোগ বিনষ্ট হয় (সুশ্রুত)। হারীত বলেন, অর্জ্জুন ছালের ক্বাথ গণোরিয়া-নাশক।

অর্জ্জুন ছালের গুঁড়া বাসক পাতার রসে ৭ বার ভিজাইয়া ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া, মধু, মিছরি ও গব্যঘৃতের সহিত ব্যবহার করিলে ক্ষয়কাশ আরাম হয়। ইহাতে রক্তপাত নিবারণ এবং অন্ত্রের ক্ষত আরাম হইয়া যায় (ভাবপ্রকাশ)। অস্থিভঙ্গে পিষ্ট অঙ্গে অর্জ্জুন ছালের প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। (Fig. 239.)

* ক্বাথে বা রসে কোন দ্রব্য ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে উহাকে ভাবনা দেওয়া বলে। কোন উল্লেখ না থাকিলে ৭ বার ধরিয়া লইতে হয়।

240. T. belerica Retz. (বহেড়া)

Fig—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 412B; Rheede, Hort. Mal., iv, t. 10; Bedd., Fl. Syl., t. 19.

Ref.—F. B. I., ii, 445; Roxb., F. I., ii, 432; B. P., i, 481; Dymock, ii, 5.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বেহার, চট্টগ্রাম, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মানভূম; বর্ম্মা, হিমালয় প্রদেশ, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. বিভীতক; বা. হি. বহেড়া; তা. তানি; তে. তান্দি; Eng. Beleric myrobalan.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—৬০ ১০০ ফুট লম্বা গাছ। গাছের গুঁড়ি অতিশয় লম্বা; ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, গাঢ় ধূসরবর্ণ। কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ কিংবা ঈষৎ পীতবর্ণ ও শক্ত। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, শীতকালে পত্র পড়িয়া যায়। পত্রবৃন্ত ১-১½ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড উন্নত, ২-৬ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ছোট; গর্ভ-কেসরের মস্তক উজ্জ্বল পীতবর্ণ; পুংকেসর ১০টি, ইহার মধ্যে ৫টি বড় ও ৫টি ছোট একটির পর আর একটি সজ্জিত। ফল ১ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার ও ধূসরবর্ণ; একটি ফলে একটি বীজ থাকে; শাঁস অল্প, আঁটী শক্ত। ভারতবর্ষে বহেড়া দুই প্রকার আছে—একটির ফলের ব্যাস ½-¾ ইঞ্চি, অপরটির ফল বড়। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকেরা বহেড়াকে উগ্র, মৃদুবিরেচক, সর্দ্দি ও স্বরভঙ্গ নিবারক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বহেড়ার সহিত হরিতকী ও আমলকী মিশাইলে উহাকে ত্রিফলা বলে। বহেড়ার বীজ ধারক এবং ইহার প্রলেপ দিলে প্রদাহ নিবারণ হয় (Dutt)।

পঞ্জাবে, বহেড়া ফুলা, অর্শ, উদরাময় ও কুষ্ঠরোগে ব্যবহার হয়। বহেড়ার জ্বরনাশক শক্তি আছে, অর্দ্ধপক্ব ফল বিরেচক, পক্ব ফল ধারক এবং মধু মিশ্রিত করিয়া চক্ষে দিলে চক্ষুপ্রদাহ (চক্ষু উঠা) আরাম হয়। ইহার আঠা শান্তিকর ও বিরেচক (Watt)।

বহেড়ার বীজে মাদকতা শক্তি আছে। বহেড়া ঘৃতে ভাজিয়া ময়দার ঠুলিতে দিয়া অগ্নিতে সেঁকিয়া উহা মুখে রাখিলে, সর্দ্দি, কাশি ও স্বরভঙ্গ আরাম হয়।

বিভীতকফলং কিঞ্চিদ্ ঘৃতেনাভ্যজ্য লেপয়েৎ।
গোধূমপিষ্টেরঙ্গারৈর্বিপচেৎ পুটপাকবৎ॥
ততঃ পক্বং সমুদ্ধৃত্য ত্বচস্তস্য মুখে ক্ষিপেৎ।
কাসশ্বাসপ্রতিশ্যায়স্বরভঙ্গাজ্জয়েত্ততঃ॥ শার্ঙ্গধর।

মুসলমান হাকিমেরা বহেড়াকে ধারক, বলকারক, শান্তিকর, অজীর্ণ নিবারক এবং পিত্তজনিত মাথাধরায় হিতকর বলিয়া বর্ণনা করেন, এবং ফলের শাঁস ঔষধার্থে ব্যবহার করেন (Dymock)।

Flora of British India নামক পুস্তকে বহেড়ার তিনটি জাতি আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—Var. typica, Var. beleria Roxb. এবং Var. laurinoides Miq. (Fig. 240.)

241. T. Catappa Linn. (বাদাম)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iv, t. 3 & 4; Bot. Mag., t. 3004.

Ref.—F. B. I., ii, 444; Roxb., F. I., ii, 430; B. P., i, 481; Watt, ii, Pt. 4, 22.

জন্মস্থান—ভারতের ও বর্ম্মার সকল স্থানে দেখা যায়; ইহা মালয় বা জাভা হইতে এদেশে আসিয়াছে। বঙ্গদেশ, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, হুগলী জেলার রাস্তার ধারে রোপিত আছে; শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে অনেক আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. বাদাম; তা. নাতবা-ডুম; তে. বেদাম; Eng. Indian almond.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—১০-৮০ ফুট উচ্চ গাছ। শাখা চারিদিকে বিস্তৃত, যেন গাছটি চারিদিকে হাত ছড়াইয়া আছে। পত্র ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা, ২-৬ ইঞ্চি চওড়া, গোড়ার দিক সরু, মাথা বিস্তৃত গোলাকার। শীতকালে পাতা পড়িয়া যায়, পাতা পড়িবার আগে পাতাগুলি পাকিয়া লাল বর্ণ ধারণ করিয়া গাছের শোভা বর্দ্ধন করে। গাছে যখন পাতাগুলি নূতন হয় তখন উহাতে নরম লোম থাকে, বড় হইলে সূক্ষ্ম লোমাবৃত হয়। পত্রের বোঁটার দিক ক্রমশঃ সরু বৃন্ত ১/৪-১/২ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পবৃন্ত ধূসরবর্ণ। ফলে শাঁস ও ছোবড়া আছে। ফল ডিম্বাকৃতি, শক্ত, পুরু, চেপ্টা, মসৃণ, কিনারাগুলি কিঞ্চিৎ উচ্চ। ফল পাকিলে উজ্জ্বল বেগুনে রং ধারণ করে। বীজ ফলের অর্দ্ধেক। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল ধারক; ক্বাথ গণোরিয়া এবং প্রদর রোগে শান্তিকর। ইহার আঠা বসোরা গঁদের তুল্য (Bassora Gum)।

কচি পাতার রসে দক্ষিণ ভারতে, কুষ্ঠ ও পাঁচড়ার মলম তৈয়ারী করে। পাতার রস খাইলে মাথাধরা ও পেটবেদনা আরাম হয়। (Fig. 241.)

242. T. Chebula Rtz. (হরিতকী)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., t. 197; Brandis, For. Fl., 223, t. 29; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 413.

Ref.—F. B. I., ii, 446 ; Roxb., F. I., ii, 433 ; Watt, vi, Pt. 4, 24 ; Dymock, ii, 1 ; B. P., 481.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর ; কমায়ুন, দাক্ষিণাত্য ; বঙ্গদেশ, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলায় বাগানে রোপণ করে। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর। উত্তর ভারতে হরিতকী গাছ বেশী বড় হয় না ; দক্ষিণ ভারতে নর্ম্মদা নদীর তীরস্থ গাছগুলি লম্বা লম্বা দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. অভয়া, হরিতকী ; বা. হরিতকী ; হি হর্রা ; তা. কান্দাকাই ; তে. কান্দুকার ; উড়িয়া—কারেবী ; Eng. Chebulic myrobalan.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, বীজ ; ফল চূর্ণ ৪-১৬ আনা।

বর্ণনা—গাছ ৮০-১০০ ফুট উচ্চ। কাষ্ঠ শক্ত, ধূসরবর্ণ এবং সবুজের আভাযুক্ত, পীতবর্ণের দাগ আছে। পত্র ৩-৮ ইঞ্চি লম্বা, ২-৪ ইঞ্চি চওড়া, শীতকালে পত্র পড়িয়া যায় ; বোঁটা ১ ইঞ্চি। পত্র দূরে দূরে জন্মে, পত্রের মস্তক বসা ও ডিম্বাকৃতি। পত্রের শিরা ৬-৮ জোড়া। ফুল উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট। ফুলের বোঁটা ⅙ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ কিংবা পীতবর্ণ, উগ্রগন্ধবিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ড অধিক লম্বা নহে ; ফলে ৫টি উন্নত শিরা আছে ; ইহা ১-১½ ইঞ্চি লম্বা। ফলের আকৃতি সমস্তগুলি সমান নহে ; কোনটি একটু লম্বা, কোনটি একটু খর্ব্ব। ফলে একটি মাত্র বীজ থাকে। সংস্কৃত লেখকেরা ৭ প্রকার হরিতকীর কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে মাত্র দুই প্রকার হরিতকী দেখিতে পাওয়া যায় ; ইহার বড় পক্ক ফলকে হরিতকী এবং অপক্ক শুষ্ক ফলকে জাঙ্গি হরিতকী বলে। যে হরিতকী জলে ডুবিয়া যায় উহা ঔষধ প্রস্তুতের পক্ষে ভাল। ৪ তোলা ও তাহার অধিক পরিমাণ ওজনের হরিতকী ঔষধের জন্য ব্যবহার করা উচিত, অন্যথা খারাপ বলিয়া জানিবে। বৈদ্যশাস্ত্রমতে ৭ প্রকার হরিতকীর নাম উল্লেখ আছে—যথা, বিজয়া (লাউয়ের ন্যায় গোল), রোহিণী (গোলাকার), পূতনা (পাতলা ছাল বিশিষ্ট), অমৃতা (শাঁস অধিক ও মাংসল), অভয়া (পঞ্চরেখাবিশিষ্ট), জীবন্তী (স্বর্ণবর্ণ), চেতকী (ত্রিরেখাযুক্ত)। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—একটি হরিতকীর গুঁড়া, পাইপে দিয়া ধূম পান করিলে হাঁপানির উপশম হয়। হরিতকী পাথরে ঘষিয়া তিল তৈল মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে প্রদান করিলে ক্ষত আরাম হইয়া যায় (Watt)। কাঁচা হরিতকী রক্তআমাশয় ও উদরাময় নিবারক (Dymock)। উষ্ণ জলের সহিত হরিতকী সেবন করিলে হিক্কা আরাম হয়। অর্শরোগে মল কঠিন হইলে, গোমূত্রে হরিতকী ভিজাইয়া পান করিলে মল নরম হইয়া যায়। আঁটীর সহিত হরিতকী দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া পান করিলে অশ্মরী আরাম হয়। হরিতকীর ক্বাথে মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কণ্ঠরোগ আরাম হয়। হরিতকী গব্যঘৃতে গরম করিয়া খাইবার পর উক্ত ঘৃত পান করিলে শরীরের বলবৃদ্ধি হয়।

হরিতকী মধুর সহিত সেবন করিলে আম পরিপাক হয় ও ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় (বঙ্গ সেন)।

জ্বর, সর্দ্দি, হাঁপানি, অর্শ, ক্রিমি, বাত ও মূত্রযন্ত্রের রোগে হরিতকী ব্যবহৃত হয়। বাল হরিতকী পুরাতন উদরাময় ও রক্তআমাশয়, পেটফাঁপা, বমন, উৎকাশি, প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি রোগে বিশেষরূপে হিতকর। চিনি ও জলের সহিত চূর্ণ করিয়া ব্যবহার করিলে চক্ষু উঠা আরাম হয়। হরিতকী বলকারক, বার্দ্ধক্য-নিবারক ও জীবনী-শক্তি বৃদ্ধিকর (Dutta)।

হরিতকী ভিজান জল মুখের ঘা নিবারক।

হরিতকীর সহিত মিলিত হইয়া নিম্নলিখিত ঔষধগুলি প্রস্তুত হয় :—

কটিবাতে—ত্রিফলা, পিপুল প্রত্যেক ১ আউন্স, দারুচিনি, এলাচ প্রত্যেক ৪ আউন্স, গুগগুল ৫ আউন্স, এইগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া গুঁড়া করিতে হয়। মাত্রা—১-২ ড্রাম।

স্মরণ-শক্তিনাশে ও দৌর্ব্বল্যে—ত্রিফলা ৮, দারুচিনি ৬, টগর (Valeriana Hardwickii) ৬, পিপুল ৪, জৈত্রী (nutmeg) ৬, কাবাবচিনি ৮, লোবান আঠা (Boswellia serrata) ৮, এবং কাবুলী মুস্তকি (Pistacia Khinjuk) ৪ ভাগ—এইগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া মোদক করিবে। মাত্রা—½-১ ড্রাম।

জোলাপে—হরিতকী, সোঁদালের শাঁস, কন্টিকারীর শিকড়, ত্রিবৃৎ বা তেউড়ীর শিকড় এবং বহেড়া সমপরিমাণ, সর্ব্বসমেত ২ তোলা। মাত্রা—২-৪ আউন্স। এক্ষণে সোণামুখী ও রেবানচিনি (Rhubarb; Rheum Emody) যোগ করিয়া থাকে।

জোলাপে—৫ ড্রাম হরিতকী, এক ড্রাম রেবানচিনির মূল এবং ৪ আউন্স জল, দশ মিনিট সিদ্ধ করিতে হইবে।

অজীর্ণ, জ্বর এবং মাথা বেদনায়—ত্রিফলা, চিরেতা, গোলঞ্চ। পরিমাণ—১-২ আউন্স।

মাথাধরা, মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয়, অজীর্ণ, পিত্তকোপ, উদরাময় রোগে—হরিতকী ৩ ড্রাম, বহেড়া ৩ ড্রাম, ধূনা ৫ ড্রাম, বাল হরিতকী ৪ ড্রাম, বাদাম তৈল ৩ ড্রাম, মধু ২ ড্রাম, এইগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া কাথ প্রস্তুত করিতে হইবে। মাত্রা—৩-৬ আউন্স।

ত্রিফলা (হরিতকী, আমলকী, বহেড়া), ত্রিকটু (শুঁঠ, মরিচ, পিপুল), তিল, ভেলা, এইগুলি একত্রে ১০-৪০ গ্রেণ, দিবসে দুই বার ঘৃত কিংবা চিনির সহিত ব্যবহার্য্য ; ইহাকে নরসিংহ চূর্ণ বলে। ইহা উত্তেজক, বলকারক, ইন্দ্রিয়-শৈথিল্য-নিবারক, সর্দ্দি, অজীর্ণ, দৌর্ব্বল্য এবং পারদ-দোষ নাশক। ইহা ব্যবহারে অজীর্ণে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

রক্তআমাশয়, কলেরার মত ও সাধারণ উদরাময়ে হরিতকী বিশেষ হিতকর। মাত্রা—৪ গ্রেণ বটিকা, দিবসে ৪টি হইতে ১২টি বটিকা সেব্য।

হরিতকীর গুঁড়া, আদা, মৌরি এবং সৈন্ধব লবণ ১০ গ্রেণ পরিমাণ দিবসে ২ বার সেবন করিলে পরিপাক শক্তি বাড়ে ও যকৃৎ বিকৃতি আরাম হয়।

হরিতকী, আমলকী প্রত্যেক এক ভাগ, বাদাম তৈলে মিশাইয়া মধু দিয়া মোদক প্রস্তুত

করিতে হইবে। মাত্রা—১ তোলা, শয়নকালে ভোজনের দুই ঘণ্টা পরে। ইহা অজীর্ণনাশক।

তিল তৈল, ঘৃত কিংবা মধু—ইহাদের কোনটির সহিত হরীতকী সেবন করিলে সন্নিপাত-জ্বর আরাম হইয়া যায় (ভাবপ্রকাশ)।

হরীতকী গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া, গোমূত্রে পেষণপূর্ব্বক পান করিলে, কফজ পাণ্ডুরোগ আরাম হয়।

হরীতকী গুড়ের সহিত পান করিলে বাতরক্ত আরাম হয় (সুশ্রুত)।

উষ্ণ জলের সহিত হরীতকী সেবন করিলে হিক্কা আরাম হয়।

হরীতকী হইতে বহুবিধ কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুত হয়; যথা, অমৃত হরীতকী—অজীর্ণের জন্য, দন্তি হরীতকী—গুল্ম রোগের জন্য (উদরবৃদ্ধি), অগস্তি হরীতকী—ক্ষয়কাসের জন্য এবং দশমূল হরীতকী—সর্ব্বাঙ্গীণ শোথের জন্য প্রস্তুত হয়।

১টি হরীতকী—বর্ষাকালে সৈন্ধব লবণের সহিত, শরৎকালে চিনির সহিত, শীতকালে প্রথমভাগে আদা ও শেষে পিপুলের সহিত, বসন্তকালে মধুযোগে এবং গ্রীষ্মকালে মাত গুড়ের সহিত পান কবিলে আয়ু ও বল বৃদ্ধি পায়। কথিত আছে যে, ইহা সেবনে মানুষ ১০০ বৎসর পরমায়ু লাভ করে (Hindu Mat. Med)।

> গুড়েন মধুনা শুণ্ঠ্যা কৃষ্ণয়া লবণেন বা।
> যে যে খাদন্ সদা পথ্যে জীবেদ্বর্ষশতং সুখী।
> সিন্ধূত্থ-শর্করাশুণ্ঠীকনামধুগুড়ৈঃ ক্রমাৎ।
> বর্ষাদিম্বভয়া সেব্যা রসায়ন-গুণৈষিণা। চক্রদত্ত

হরীতকী বায়ু, পিত্ত ও কফনাশক, ইহা বায়ু, পিত্ত ও কফকে সাম্যাবস্থায় আনিয়া শরীরকে রোগবর্জ্জিত করে। হরীতকী-সেবনে কখনও কোন অপকার হয না, বরং উপকারই হইয়া থাকে। (Fig. 242.)

243. T. tomentosa Bedd. (অসন)

Fig.—Bedd., Fl. Sylv., t. 17 ;Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 415.

Ref.—F. B. I., ii. 447 ; Roxb., F. I., ii. 440 ; B. P., i. 481 ; Watt, vi, Pt. iv, 37.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বেহার, পশ্চিমবঙ্গ, বর্ম্মা, মধ্য ও দক্ষিণ ভারত। বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. অসন, বীজক; বা. ও হি. অসন, পিয়াশাল; তা. কুরুপ্প, মারুতা, মারাম; তে. মাদ্দি।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, ত্বক্, কাষ্ঠ।

বর্ণনা—৮০-১০০ ফুট লম্বা গাছ। পত্র ৮-১০ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা ½ ইঞ্চি। গাছের ত্বক কর্ত্তিত, ফাটা ফাটা, ধূসর ও কৃষ্ণবর্ণ। গাছের গায়ে লম্বা লম্বা ফাটা দাগ আছে। বাহিরের কাষ্ঠ লালের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ; গাছের প্রশাখা, পুষ্পদণ্ড এবং ছোট পাতাগুলি লোমদ্বারা আবৃত, মরিচা-ধরার মত। পত্র শক্ত, লম্বা ও ডিম্বাকৃতি। পুষ্প ছোট, উভয়লিঙ্গ-বিশিষ্ট, ক্ষুদ্র ফিকে পীতবর্ণ, সরল পুষ্পদণ্ডে অবস্থিত। বহির্ব্বাস বাটির ন্যায় ইহাতে ৫টি ভাগ আছে। ফল ১½-২ ইঞ্চি, ধূসরবর্ণ, পক্ষবিশিষ্ট, ¾-১ ইঞ্চি বিস্তৃত। ফুল বসন্ত কালে প্রস্ফুটিত হয়, ফল শীতকালে জন্মে। ফুলগুলিতে প্রায়ই একপ্রকার পোকায় আক্রমণ করিয়া ফলে আব (gall) উৎপাদন করে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছালের কাথ ক্ষয়-নিবারক, উদরাময় ও ক্ষতে বাহ্যিক প্রয়োগ হয়। গাছের ছাল চামড়া পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। অসন সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ-নিবারক (সুশ্রুত)। অসন-কাষ্ঠের কাথ ও খদির-কাষ্ঠের কাথের সহিত ত্রিফলা-চূর্ণ সেবন করিলে উপদংশ-রোগ আরাম হয় (বঙ্গসেন)। ইহার ছাল অতিসার, গ্রহণী ও প্রদর রোগে হিতকর (R. N. Khory)। (Fig. 243.)

Genus—ANOGEISSUS Wall.

244. A. latifolia Wall. (দাওয়া)

Fig.—Wight, Ic., t. 294; Royle, Ill., t. 45; Bedd., Fl. Sylv., t. 15.

Ref.—F. B. I., ii. 450; Dymock, ii. 12; Brandis, For. Fl., 227.

জন্মস্থান—হিমালয় হইতে সিংহল পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে সাধারণতঃ দেখা যায়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. নববৃক্ষ, বকবৃক্ষ, মধুরত্বক্; বা. ও হি. দাওয়া; তা. বিল্লাইনাগ; বম্বে দারিয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক ও আঠা।

বর্ণনা—বড় গাছ, ৮০ ফুট উচ্চ, শরৎকালে পত্র পড়িয়া যায়। ছাল সমতল, শ্বেতবর্ণের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, ½ ইঞ্চি পুরু; কাষ্ঠ শক্ত, বাহিরের কাষ্ঠ ও শাখা পীতবর্ণ। পত্র ১½-৩ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের ব্যাস ⅛-⅙ ইঞ্চি, ছোট বোঁটায় থাকে। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছের আঠা অতিশয় মূল্যবান্। ইহা বৃশ্চিক ও সর্পবিষের প্রতিষেধক (Chopra)। (Fig. 244.)

Genus—QUISQUALIS Linn.

245. Q. indica Linn. (রঙ্গনবেল)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl, t. 519.

Ref.—F. B. I., ii. 459 ; Roxb., Fl. I., ii. 457 ; B. P., i. 484 ; Prain, H. H., 211.

জন্মস্থান—মালয়-দেশীয় গাছ, বাঙ্গালার অনেক বাগানে রোপিত আছে। হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—হি. রঙ্গন-কি-বেল ; তা. ইরাঙ্গুন মাল্লা ; তে রঙ্গন-মাল্লী-চেট্টু ; মা. বিলাসী চামেলী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র ও বীজ।

বর্ণনা—লতানে গাছ, অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; কাষ্ঠ ছিদ্রযুক্ত, ত্বক্ পাতলা, ধূসরবর্ণ, মোচড়ান। কাণ্ডের উভয় দিকে ডিম্বাকৃতি পত্র হয়, পত্রের অগ্রভাগ সরু। ফুল দেখিতে সুন্দর, প্রথমতঃ শ্বেতবর্ণ, পরে লাল অথবা কমলা নেবুর রং-বিশিষ্ট, অবশেষে বার্ণিশের ন্যায় রং হয় ; একই পুষ্পদণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ফুল দেখিতে পাওয়া যায়। ফুলের পাপড়ি ৫টি, বিস্তৃত ; ফল ½ ইঞ্চি লম্বা। মার্চ্চ মাস হইতে ফুল ও ফল হয়, এবং বর্ষাকাল অথবা কখনও শীতকাল পর্য্যন্ত থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মালাক্কা দ্বীপে কৃমি হইলে ইহার বীজ ব্যবহার করে ; ৪।৫টি বীজ মধুর সহিত সেব্য, ইহাতে বড় কৃমি মরিয়া যায় (Ph. Ind.) ; ইহা অধিক মাত্রায় সেবন করিলে ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় হয়। আম্বোয়ানা নামক স্থানে ইহার পাতার রস পেটফাঁপা ও উদরবেদনায় ব্যবহৃত হয়। চীনদেশে ইহার পক্ক বীজ ভাজিয়া জ্বর ও উদরাময় রোগে প্রয়োগ করে (Rumphius)। পত্রের কাথ পেটকামড়ানি ও পাকস্থলীর পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। (Fig. 245.)

XLV. MYRTACEAE

Genus—BARRINGTONIA

246. B. acutangula Gaertn. (হিজ্জল)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iv. t. 7 ; Bedd., Fl. Syl., t. 204 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 427.

Ref.—F. B. I., ii. 508 ; Roxb., F. I., ii. 625 ; B. P., i. 493 ; Prain, H. H., 212.

জন্মস্থান—হিমালয় হইতে যমুনা নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ, অযোধ্যা, বঙ্গদেশ, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ; হুগলী, ২৪-পরগণা; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. ধাত্রীফল, সমুদ্রফল; বা., হি. বম্বে—হিজ্জল।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, বীজ, ফল।

বর্ণনা—মধ্যমাকৃতি গাছ, ৩০-৪০ ফুট উচ্চ হয়। গাছের ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, গাঢ় ধূসরবর্ণ। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, উজ্জ্বল ও নরম। পত্র ৫ ইঞ্চি লম্বা, ২ ইঞ্চি চওড়া, সূক্ষ্ম-লোমযুক্ত, বোঁটার দিকে সরু, ⅛-¼ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ১ ফুট লম্বা। ফুলের বহির্ব্বাস ছোট, মোচার ন্যায়, ⅛ ইঞ্চি, গোলাকার। পাপড়ি ⅓ ইঞ্চি, লালবর্ণ; পুংকেসর লম্বা, প্রায় লালবর্ণ। ফল ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, ½-⅔ ইঞ্চি চওড়া; মধ্যস্থল সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত। এই গাছকে ভারতীয় ওক গাছ বলে। প্রায় সারা বৎসরই ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় তিক্ত এবং কুইনাইনের গুণবিশিষ্ট। বীজ উগ্র, প্রসবকালে ইহা ব্যবহৃত হয় (Watt)। বালকদের সর্দ্দি হইলে কয়েক গ্রেণ বমনকারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (Dymock)। কয়েকটি বীজ সাগুদানা কিংবা মাখনের সহিত ব্যবহার করিলে উদরাময় রোগের শান্তি হয় (Watt)। হিজ্জল পাতার রস উদরাময়-নাশক, বীজের গুঁড়া নস্যস্বরূপ ব্যবহার করিলে মাথাধরা আরাম হয় (Dutta)।

বালকদের বক্ষে সর্দ্দি বসিলে, ইহার বীজ গুঁড়া করিয়া খাওয়াইলে সর্দ্দি কমিয়া যায়। ছোট ছেলেদের বর্দ্ধিত প্লীহা কমাইতে বীজের গুঁড়া ২।৩ গ্রেণ, দুগ্ধের সহিত খাওয়াইতে হয় (Rumphius)। হিজ্জলের শিকড় পুকুরে মৎস্য মারিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার ছাল ভারতীয়েরা বহুপরিমাণে এই কার্য্যে ব্যবহার করে। হিজ্জলের বীজ চক্ষু উঠার একটি মহৌষধ। (Fig. 246.)

247. B. racemosa Bl. (সমুদ্রফল)

Fig.—Rheede, Hort. Mal, iv, t. 6; Wight., Ic., t. 152; Bot. Mag., t. 3831; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 426.

Ref.—F. B. I., ii. 507; Roxb., F. I., ii. 634; B. P., i. 493; Prain, H. H., 212.

জন্মস্থান—ভারতের পশ্চিম উপকূল, আন্দামান, সিংহল; সুন্দরবন, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. বা. ত্রা. সমুদ্রফল।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, বীজ ও ফল।

বর্ণনা—চির-সবুজ পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ, ৫০ ফুট উচ্চ, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পত্র ১০ ইঞ্চি লম্বা, ৩ ইঞ্চি চওড়া, লম্বাকৃতি, বোঁটা ½-¾ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ১২-১৮ ইঞ্চি লম্বা। ফুল শ্বেতবর্ণ ২½ ইঞ্চি লম্বা; গর্ভকেশর ১½ ইঞ্চি। ফল ১¾ ইঞ্চি লম্বা, ১½ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি। এই গাছ সচরাচর সমুদ্রের ধারে ও নদীর কিনারায় জন্মে। মার্চ্চ-এপ্রিল হইতে ফুল হয়, শীতের প্রারম্ভে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শিকড় কুইনাইনের ন্যায় জ্বরনাশক। ফল সর্দ্দি, হাঁপানি ও উদরাময়ে হিতকর। বীজ পেটবেদনা ও চক্ষুঃপ্রদাহে ব্যবহৃত হয় (Watt)। ফলের গুঁড়া নস্যে ব্যবহৃত হয় এবং অপরাপর ঔষধের সহিত মিশ্রিত করিয়া চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয়।

ফলের শাঁস দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে কামলা রোগ ও পিত্ত-প্রকোপ প্রশমিত হয়। বীজ অতিশয় সুগন্ধযুক্ত। ইহা স্ত্রীলোকদের প্রসবকালে ব্যবহৃত হইয়া থাকে (T. N. Mukherjee)। গাছের ছাল, শিকড় ও বীজ তিক্ত। যাভা দেশে মৎস্যের মত্ততা আনিবার জন্য ইহার বীজ ব্যবহার করে। বীজের গুঁড়া নস্য লইলে হাঁচি হইয়া মাথা ধরা আরাম করে। (Fig. 247.)

Genus—CAREYA

248. C. arborea Roxb. (কুম্বী)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., iii, t, 14, t. 218; Bedd. Fl. Sylv., 205; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 428.

Ref.—F. B. I., ii. 511; Roxb., F. I., ii. 638; B. P., i, 492.

জন্মস্থান—উত্তর ভারতবর্ষ, সাঁওতাল পরগণা, বঙ্গদেশ, বর্ম্মা, মধ্য এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষ।

বিভিন্ন নাম—হি. বা.—কুম্বী, কুম্ভ; তা.—আয়মা, পোত্তা, তাম্বী; তে.—গাবুলদু।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্, ফুল, রস এবং ফল।

বর্ণনা—বড় গাছ। ৩০-৪০ ফুট উচ্চ হয়। শরৎ কালে পত্র পতিত হইয়া যায়, পত্র ১২ ইঞ্চি লম্বা, ৬ ইঞ্চি চওড়া, লম্বাকৃতি, বোঁটার দিক্ সরু। বৃন্ত ১ ইঞ্চি ও পুষ্পদণ্ড ৩-৮ ইঞ্চি লম্বা; ফুলের বোঁটা ছোট। ফুল দেখিতে সুন্দর, পাপড়ী ৪টি ১¾ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ। পুং-কেসর লালবর্ণ অনেক থাকে। ফল ২½-৩ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার; ফলের পশ্চাৎ দিকে বসা গর্ত্ত। ফলের তলদেশ কলসীর মত দেখিতে এবং ফাঁপা বলিয়া সংস্কৃতে কুম্ভী বলে। বীজ ½-¾ ইঞ্চি লম্বা। ছাল পুরু ও ধূসরবর্ণ, ভিতর লালবর্ণ। মার্চ্চ-এপ্রিলে ফুল ও জুন মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শিকড় ধারক, সর্পাঘাত হইলে ক্ষতস্থানে ইহার ছালের প্রলেপ দিলে এবং রস পান করিলে সর্পবিষ নষ্ট হয় (Rev. A Campbell)। সিন্ধু দেশের লোকেরা প্রসবের পর বলকারক ঔষধরূপে ইহার ফুল ব্যবহার করে। ছালের টাটকা রস মধুর সহিত পান করিলে সর্দ্দির উপশম হয় (Dymock)। এই গাছের পাতার পুলটিস বিষাক্ত ঘায়ের পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। (এই পাতার রসে অনেক রোগীর বিষাক্ত ঘা আরাম হইয়াছে) (Commercial Plants and Drugs.)

এই গাছের ছাল হইতে দড়ি প্রস্তুত হয়। ছাল ও ফুল খাইলে সর্দ্দি ও কাশি আরাম হয় (Rheede, Hort. Mal., iii. 367)।

ইহার ফল ও কাণ্ড হইতে উগ্র আঠা বাহির হয়। বন্য শূকর এই গাছের ছাল খাইতে বড় ভালবাসে (Rheede, Hort. Mal., iii. 36)। (Fig. 248.)

Genus—EUGENIA

249. E. Jambolana Linn. (কালজাম)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 424.

Ref.—F. B. I., ii. 499; Roxb., F. I., ii. 484; B. P., i. 491; Prain, H. H., 212; Voigt, H. S., 49.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র এবং বঙ্গদেশে এই গাছ প্রচুর জন্মে; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং.—জম্বু; বা.—কালজাম; হি.—জামন; তে.—নাসদ্র, তা.—নাভল।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্, পত্র, ফল ও বীজ। মাত্রা—ত্বক্ ও পত্রের রস ১-২ তোলা, বীজচূর্ণ ½-৩ আনা।

বর্ণনা—চির সবুজ পত্রাচ্ছাদিত উদ্ভিদ্। ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে নূতন পত্র বাহির হয়। ছাল ১ ইঞ্চি পুরু ও ফিকে ধূসর বর্ণ, মসৃণ। কাষ্ঠ লাল ও ধূসর বর্ণ, মসৃণ নহে। ভিতরে কাষ্ঠ গাঢ় লালবর্ণ। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা। বোঁটা ½-১ ইঞ্চি। ফুল শ্বেতবর্ণ। ফল ½-১½ ইঞ্চি লম্বা, পাকিবার সময়ে প্রথমে লালবর্ণ হয়, অর্দ্ধপক্ব অবস্থায় সুন্দর বেগুনে রং-বিশিষ্ট থাকে ও পাকিলে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। মে-জুন মাসে ফুল হয় ও জুন-জুলাই মাসে ফল পাকিয়া থাকে।

শাস্ত্রে জাম ত্রিবিধ বলিয়া বর্ণিত আছে। যথা—রাজজম্বু, ইহার ফল পারাবতের ডিম্বের ন্যায়, ভারতের পার্ব্বতীয় প্রদেশে ও সমুদ্রের কিনারায় একপ্রকার বড় জাম জন্মে, উহাকে

রাজজম্বু বলে, বাঙ্গালায় আমরা যাহাকে কালজাম বলি ; এই জাম বঙ্গদেশীয় অপর জাম অপেক্ষা বড়। কাকজম্বুকে চলিত কথায় বনজাম বলে (E. Fruticosa Roxb., F. B. I., ii. 499 ; B. P., i. 491)। ইহা আকারে কালজাম অপেক্ষা ক্ষুদ্র, পাকিলে জামগুলি কালজামের ন্যায় মিষ্ট নহে। এই গাছগুলি সাধারণতঃ নদীর কিনারায় দেখা যায় এবং বীজ পড়িয়া আপনা-আপনি বন-জঙ্গলে ও নদীর ধারে জন্মে। ইহা বর্ষার প্রারম্ভে পাকে। আর এক প্রকার জাম আছে উহাকে ভূমিজম্বু বলে, ইহার ফল অল্প হয়, আকৃতিতে ছোট মটর কলায়ের ন্যায়। ইহা বর্ষাকালে পাকিয়া থাকে। বাঙ্গালায় ইহাকে চলিত কথায় কুকুর জাম (E. Jambolana Var. Caryophyllifolia ; B. P., i. 491) বলে। বৈদ্যক-শাস্ত্রে সকল জামের গুণ প্রায় সমান বলিয়া অপর জামগুলির বিষয়ে আর পৃথক্ লিখিত হইল না।

ঔষধার্থে ব্যবহার—জামের ছাল ধারক, ইহার টাটকা রস ছাগ-দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বালকদের উদরাময় এবং পাতার রস রক্ত-আমাশয় নিবারণ করে (Dutt) জাম খাইলে মুখের ঘা ও পেটের কৃমি নষ্ট হয়।

অপক্ক জামের রস হইতে এক প্রকার ভিনিগার প্রস্তুত হয়। ইহা কৃমিনাশক, পাকস্থলী-সংক্রান্ত পীড়া-নিবারক ও মূত্রকর।

জামের বীজ বহুমূত্র-নিবারক (Dymock)। ছালচূর্ণ-দ্বারা ক্ষত ধৌত করিলে উহা শীঘ্র পূরণ হইয়া আইসে (চরক)। পিত্ত প্রকুপিত হইলে জাম ও আম পাতার কাথ শীতল করিয়া মধুর সহিত সেবন করিবে। (Fig. 249.)

250. E. Jambos Linn. (গোলাপজাম)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i. t. 17 ; Bot. Mag., xli, t. 1696.

Ref.—F. B. I., ii. 474 ; Roxb., F. I., ii. 494 ; B. P., i. 490 ; Prain, H. H., 212.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সকল স্থানে বাগানে রোপিত আছে। ব্রহ্মদেশে অনেক গাছ দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম— বা. গোলাপজাম।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা- মাঝারী ধরণের গাছ ; কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ ও নরম। পত্র লম্বাকৃতি, বোঁটা ও অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। পত্র ৪-৭ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা ½ ইঞ্চি। ফুল সবুজের আভাযুক্ত, শ্বেতবর্ণ, ২-৩ ইঞ্চি লম্বা পুষ্পদণ্ডে গুচ্ছবদ্ধ অনেক ফুল হয়। পুং-কেসর ১½ ইঞ্চি লম্বা, পীত কিংবা

লালবর্ণ, গোলাপফুলের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট। ফেব্রুয়ারী মাসে ফুল হয় এবং বর্ষার প্রারম্ভে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ডামো ও উত্তর বর্ম্মায় ইহার পত্র সিদ্ধ করিয়া চক্ষের ঘায়ে প্রয়োগ করে। (Fig. 256.)

251. E. Caryophyllata Thunberg. (লবঙ্গ)

Fig.—Bentl. and Trim., Med. Pl., 112 ; Woodville, t. 193 ; Bot. Mag., tt. 2749 and 2750.

Ref.—F. B. I., ii. 506 ; Steph. and Church, Med. Bot., by Burnet, ii. 95 ; U. S. Disp., 298.

জন্মস্থান—আদিম বাসস্থান মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জ, ও সেলিবিস দ্বীপ। এক্ষণে সুমাত্রা, মালাক্কা, পিনাং, মরিসস, বোর্ণিও দ্বীপপুঞ্জে চাষ হয়। আমেরিকার অন্তর্গত ব্রাজিল, গিয়ানা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এক্ষণে চাষ হইতেছে। বঙ্গদেশের দুই একটি বাগানে কদাচ দেখিতে পাওয়া যায়; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুরে একটি গাছ আছে; দাক্ষিণাত্যের ত্রিবাঙ্কুরে বহুপরিমাণে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. বা. লবঙ্গ ; হি. লাউঙ্গ ; তে. কারাবাল্লু ; তা. কিরাম্বু ; সা. লবঙ্গ ; Eng. Cloves.

ব্যবহার্য্য অংশ—শুষ্ক ফুল ও ফুলের তৈল, ফল।

বর্ণনা—৩০-৪০ ফুট উচ্চ গাছ, ইহার বহুসংখ্যক নরম ও অবনত শাখা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়। ছাল ফিকে পীতাভ ধূসরবর্ণ, মসৃণ। ডালের উভয়দিকে বহুসংখ্যক, সবুজবর্ণ ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা পত্র জন্মে। পত্রবৃন্ত ½-১ ইঞ্চি লম্বা, পত্র ডিম্বাকৃতি অগ্রভাগ ও বৃন্তদেশ ক্রমশঃ সরু হইয়াছে। পত্রের উপরিভাগ উজ্জ্বল, নিম্নভাগ ফিকে, মধ্যশির স্পষ্ট। পুষ্প শাখার অগ্রভাগস্থ পুষ্পদণ্ডে জন্মে। বৃন্ত ছোট, এক একটি ভাগে ৩টি করিয়া জন্মে। ফুলের বহির্ব্বাস ½ইঞ্চি লম্বা, চারভাগে বিভক্ত, ত্রিকোণাকার ও শাঁসযুক্ত। পাপড়ি ৪টি, উহা ফুলের কেসরগুলিকে কুঁড়ি অবস্থায় ঢাকিয়া রাখে। পুংকেসর অনেক। গর্ভাশয় বহির্ব্বাসের অভ্যন্তরে স্থাপিত। ফল মাংসল ; প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা। লম্বা বহির্ব্বাস লালবর্ণ, পাকিয়া পড়িলে বাজারের লবঙ্গের মত কৃষ্ণবর্ণ হয়। বীজ এক একটি হয়, ইহা দেখিতে বড়, সমগ্র ফলের মধ্যে থাকে। মার্চ্চ হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—চরকের সময় হইতে এদেশে লবঙ্গ ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহা শান্তিকর, পেটফাঁপা-নিবারক, হজমীকারক, পিপাসা, বমন ও পেট-বেদনা-নিবারক। ইহা সৈন্ধব লবণ ও অপরাপর মসলার সহিত ব্যবহৃত হয় (Dutt)।

লবঙ্গ বাটিয়া কপালে ও নাসিকায় লাগাইলে সর্দ্দি আরাম হয়। লবঙ্গ পোড়াইয়া উহার ধূম গ্রহণ করিলে গলার ক্ষত আরাম হয়। মুসলমান বৈদ্যগণের এই বিশ্বাস আছে যে, যদি একটি লবঙ্গ প্রত্যহ ভক্ষণ করা যায় তবে স্ত্রীলোকের গর্ভ হয় না, অপর পক্ষে তাঁহারা বলেন যে, লবঙ্গ চর্ব্বণ করিয়া উহার লালা পুংজননেন্দ্রিয়ে প্রয়োগ করিয়া স্ত্রী-সহবাস করিলে স্ত্রী ও পুরুষের সঙ্গম-শক্তি বাড়াইয়া দেয়। লবঙ্গ পাকাশয়িক রোগ-নিবারক ও উত্তেজক। ইহা ঘুংড়ি কাশির পক্ষে ও দন্ত-বেদনায় হিতকর।

লবঙ্গ ৪ ভাগ, সিদ্ধি ৪, পিপুল আকরকরামূল ৬ এবং মধু ৮ ভাগ যোগে যে বটিকা প্রস্তুত হয় উহা অলসতা, অজীর্ণ এবং সাধারণ দৌর্ব্বল্যে অতিশয় মূল্যবান্ ঔষধ।

লবঙ্গ ও শুঁঠ প্রত্যেকটি ৫ ভাগ, জোয়ান সৈন্ধব লবণ ৬ ভাগ যোগে যে চূর্ণ প্রস্তুত হয় উহা অজীর্ণ- ও অম্ল-রোগনাশক; মাত্রা ৫ গ্রেণ।

লবঙ্গ ও চিরেতা সমভাগ চূর্ণ সেবন করিলে, দৌর্ব্বল্য, ক্ষুধানাশ প্রভৃতি দূরীভূত হয় এবং উহা শরীরের বল-বৃদ্ধির পক্ষে হিতকর। (Fig. 251.)

Genus—MYRTUS

252. M. communis Linn. (বিলাতী মেন্দী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 417. B.

Ref.—F. B. I., ii. 462 ; Roxb., F. I., ii. 497 ; B. P., i. 488.

জন্মস্থান—ভারতে প্রচুর জন্মে, ভূমধ্যসাগর হইতে আফগানিস্থান এবং বেলুচিস্থা৻ জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. বিলাতী মেন্দী ; পঞ্জাব—চাব্ব লাস ; সিন্ধু—আভুলাস।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় গাছ। ইউরোপীয়েরা এবং ইহুদী জাতিরা ইহার পত্র ধর্ম্মসম্বন্ধী পর্ব্বে বহু পরিমাণে ব্যবহার করে। ইহা ভারতবর্ষে অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। প৻ সুগন্ধযুক্ত, ডিম্বাকৃতি, মসৃণ; ইহার বোঁটা ছোট। ফুলের পাপড়ি ৫টি শ্বেতবর্ণ। ফ৻ মটরের ন্যায় বড়, বেগুনে রং-বিশিষ্ট (O'Shaughnessy, Beng. Disp., 333)। জুন মা৻ ফুল ও সেপ্টেম্বর মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—উত্তর ভারতে ইহার পত্র অপস্মার, অম্ল, উদরাময় ও যকৃৎ-রোগে ব্যবহার করে। পত্রের কাথ মুখের ঘায়ে ধৌতরূপে ব্যবহৃত হয়। ফল কৃমিনাশক, উদরাময়, রক্ত আমাশয়, রক্ত অর্শ, বাত ও আভ্যন্তরিক ক্ষতে হিতকর (Watt)।

ইহার পত্র হইতে এক প্রকার Essential Oil (পরিশ্রুত তৈল) বাহির হয়। উহা Paris Hospitalএ শ্বাসযন্ত্রের ও মূত্রযন্ত্রের পীড়া এবং বাতে বাহ্যিক প্রয়োগ হয় (Pharm. Journ. 782, 1899)। (Fig. 252.)

Genus—MELALEUCA

253. M. Leucodendron Linn. (কাজুপটি)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 420; Bentl. & Trim., t. 108.

Ref.—F. B. I., ii. 465; Roxb., F. I., iii. 397; B. P., i. 486; Dymock, ii. 23.

জন্মস্থান—ভারতে চাষ হয়; বর্ম্মার টেনাসরিম প্রদেশে অনেক গাছ আছে; মালয় উপদ্বীপে বহুপরিমাণে গাছ জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. বম্বে—কাজুপটি।

ব্যবহার্য্য অংশ—তৈল।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ। ইহার ত্বক্ শ্বেতবর্ণ, পুরু, পেয়ারা গাছের ন্যায় মোটা কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা হইতে চটা উঠিয়া যায়। কাষ্ঠ শক্ত ও ঈষৎ লালবর্ণ। পত্রের অগ্রভাগ সরু, ৩-৭ ইঞ্চি লম্বা। ফুল পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, ২-৬ ইঞ্চি পুষ্পদণ্ডে স্থাপিত। পুষ্পদণ্ড ডালের অগ্রভাগ ও অগ্রভাগের পত্রের গোড়া হইতে বাহির হয়। পুংকেসর অনেক আছে। বীজকোষ ৩ ভাগে বিভক্ত (Brandis)। মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে ফুল হয়, ফল সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার তৈল মালিশ করিলে বাত বেদনা আরাম হয়, ইহা উত্তেজক এবং ঘর্ম্মকর (Dymock)। তৈল মালিশ করিলে চর্ম্ম রক্তবর্ণ হয়—এই তৈল একটি শক্তিসম্পন্ন ঘর্ম্মকর ঔষধ (Watt)। British এবং Indian Pharmacopœiaতে ইহার প্রচুর ব্যবহার হয়। (Fig. 253)।

Genus—PSIDIUM

*254. P. Guyava Linn. (পেয়ারা)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 421; Rheede, Hort. Mal., iii, t. 48; Rumph. Ambo., i. 480.

Ref.—F. B. I., ii. 468; Roxb., F. I., ii. 480; B. P., i. 487.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর; হুগলী, হাওড়া ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, কাশী প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. পেয়ারা; হি. আমরুত; তা. সেগাপু; তে. ইবাজাম-পাণ্ডু, কামা-কোইয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, ত্বক, ফল।

বর্ণনা—২০-৩০ ফুট উচ্চ বৃক্ষ। ইহার ছাল মসৃণ, পাতলা, ধূসরবর্ণ, ছাল পাকিলে চটা উঠিয়া যায়। কাষ্ঠ মাঝামাঝি শক্ত। পাতার অগ্রভাগ ভোঁতা, পত্র ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা, উপরের দিক মসৃণ নীচের দিক কোমল লোমযুক্ত, পত্রের শিরা ১৫-২০ জোড়া, সমান্তরাল ও শক্ত। ফুল ১½ ইঞ্চি লম্বা, এক একটি অথবা ২-৩টি একত্রে হয়, সুগন্ধ বিশিষ্ট, ফুলের পাপড়ি বিস্তৃত ½ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট। ফল বড় ৩-৪ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, গোল অথবা লম্বাকৃতি। ফলে অনেক বীজ থাকে, পাকিলে পীতবর্ণ ও মসৃণ, ইহার শাঁস লাল অথবা শ্বেতবর্ণ, অম্ল-মিষ্ট রসবিশিষ্ট। ফুল মে-জুন মাসে হয় ও জুলাই মাস হইতে ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ফল পাওয়া যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছালের কাথ বালকদের উদরাময় রোগে ব্যবহার হয়, পেয়ারার কচি পাতা উদরাময়ে বলকারক ঔষধ বলিয়া বর্ণিত আছে। পেয়ারা পাতার কাথ পান করিলে কলেরা রোগের ভেদ ও বমন নিবৃত্তি পায় (Pharm. Ind.)। পেয়ারা পাতা চর্ব্বণ করিলে দাঁতের বেদনা ও মুখের ঘা আরাম হয়। (Fig. 254)।

XLVI. MELASTOMACEAE

Genus—MEMECYLON

255. M. edule Roxb. (বম্বে অঞ্জন)

Fig.—Roxb., Pl. Coromondal. i, t. 82; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 429.

Ref.—F. B. I., ii. 563; Roxb., F. I., ii. 260; B. P. i., 497; Dymock, ii, 35.

জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম ভাগে, বর্ম্মা, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, সিংহল।

বিভিন্ন নাম—বম্বে. অঞ্জন; তে. আলি-চেট্টু।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র ও শিকড়।

বর্ণনা—Roxburgh সাহেবের Flora Indica নামক পুস্তকে এই গাছ ১২ রকমের আছে বলিয়া লিখিত আছে। গাছগুলি সাধারণতঃ গুল্মজাতীয়। পত্র উজ্জ্বল সবুজবর্ণ,

৩½ ইঞ্চি লম্বা, ১-১½ ইঞ্চি চওড়া, চামড়ার ন্যায় শক্ত। ফুল বেগুনের আভাযুক্ত নীলবর্ণ ও গুচ্ছবদ্ধভাবে স্থাপিত। ফলের ব্যাস ½ ইঞ্চি, গাঢ় বেগুনে রং-বিশিষ্ট ও গোলাকার। বহির্ব্বাস ফলে সংলগ্ন থাকে। ফল মানুষে খাইয়া থাকে। এপ্রিল জুন মাসে ফুল হয় ও জুন-জুলাই মাসে ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পত্রের স্বাদ অম্ল-তিক্ত ও উগ্র, উহা ধারক এবং প্রদর ও গনোরিয়া রোগ ও চক্ষুপ্রদাহ নিবারক; মাত্রা ২০ ফোঁটায় ১ ফোঁটা। পত্র সিদ্ধ করিবার পর ছেঁচিয়া পিষ্টকাকারে খাইতে হয়। Dr. Peters বলেন ইহা গনোরিয়া রোগের একটী চমৎকার মহৌষধ। শিকড়ের কাথ ½-১½ মাত্রায় সেবন করিলে ঋতুস্রাব আরাম হয় (Drury)। ইহার ছাল, নারিকেলের শাস, জোয়ান, হরিদ্রা, কালজীরা এইগুলি সমান মাত্রায় গুঁড়া করিয়া প্রলেপ দিলে ভগ্ন অস্থি জুড়িয়া যায়। (Fig. 255)।

XLVII. LYTHRACEAE.

Genus—AMMANNIA Linn.

256. A. baccifera Linn. (দাদমারি)

Fig.—Lam., Ill., t. 77, Fig. 5; Wight, Ill., t. 87; Griff., Ic. Pl. Asit., t. 580.

Ref.—F. B. I., ii. 569; Roxb., F. I., i. 426; B. P., i. 500; Dymock, ii. 37, Prain, H. H., 213.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া।

বিভিন্ন নাম—স. অগ্নিগর্ভ; বা. দাদমারি; তা. নিরুমেল; তে. অগ্নিবেন্দ্র পাকু; বম্বে—বনমরিচ।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী ছোট গুল্মজাতীয় গাছ, সেঁতসেঁতে স্থানে জন্মে; ৬-৮ ইঞ্চি, কখন কখন ২ ফুট লম্বা হয়। পত্র ১-২½ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ ও বোঁটার দিক ক্রমশঃ সরু। ফুল গুচ্ছবদ্ধ ভাবে প্রত্যেক পত্রের গোড়া হইতে বাহির হয়। ফুলের বোঁটা ছোট। পুষ্পনল বৃত্তাকার; ফুলের পাপড়ি সাধারণতঃ নাই কিংবা ছোট। বীজকোষ গোলাকার, চেপ্টা। বীজ কৃষ্ণবর্ণ, কতক পরিমাণে গোলাকার। বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—অনেকেই ইহাকে অগ্নিগর্ভ বলিয়া থাকে। বাতিক জ্বর হইলে দেশীয় লোকেরা ইহার পাতার "blister" দিয়া থাকে। টাটকা পাতার রস কোন স্থানে দিলে

½ ঘণ্টার মধ্যে ফোস্কা উঠে। পাদুকোটা নামক স্থানের লোকেরা ইহা হইতে একপ্রকার মালিশ প্রস্তুত করে, চক্ষু জ্বালা করিলে ইহা কপালে লাগাইয়া থাকে। (Fig. 256)। এই পাতার ছেঁচা রস গাত্রে লাগাইবার অর্দ্ধঘণ্টা পরে ফোস্কা উঠিতে থাকে এবং যতক্ষণ না তুলিয়া ফেলা হয় ততক্ষণ দারুণ যন্ত্রণা হইতে থাকে। ইহার যন্ত্রণা Cantharides অপেক্ষা অধিক এবং Plumbago (চিতা) অপেক্ষা কম উগ্র।

পত্রের রস সেবন করিলে প্লীহা বৃদ্ধি আরাম হয় (Dr. Bholanath Bose)। কিন্তু ইহা খাওয়ান সমীচীন নহে কারণ ইহাতে অতিশয় কষ্ট হয়। কঙ্কন দেশে ইহার রস জলের সহিত পান করাইয়া সঙ্গম প্রবৃত্তি কমাইয়া দেয়। শুষ্ক ও কাঁচা গাছের কাথ আদা ও মুথার সহিত সেবন করিলে সবিরাম জ্বর আরাম হয়। গাছ পোড়ান ছাই তৈলের সহিত গাত্রে লাগাইলে চর্ম্ম রোগ আরাম হয়। (Fig. 256)।

Genus—LAWSONIA Linn.

257. L. alba Lamk. (মেহেদী)

Fig.—Wight, Ill. t. 87 ; Lamk., Ill. t. 296 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 432A.

Ref.—F. B. I., ii, 573 ; Roxb., F. I., ii. 358 ; Watt, vi, Pt. II, 597 ; Dymock., ii, 41.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র জন্মে : হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে বাগানের বেড়ায় রোপণ করে। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুরে অনেক গাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—সং. শাকচেরী, বা. মেহেদী, মেন্দী, হি. হেনা; তা. মারুতনরী; তে. গুরুতেচেট্টু।

ব্যবহার্য্য অংশ—গাছ, পত্র ও বীজ।

বর্ণনা—গাছ ৩ ফুট উচ্চ হয়। সচরাচর বেড়ার রোপণ করে। পত্র ½-১½ ইঞ্চি লম্বা। পত্রের অগ্রভাগ সরু, বোঁটা ছোট। ফুলের ব্যাস ¼ ইঞ্চি, সৌগন্ধযুক্ত, গোলাপের ন্যায় সৌগন্ধবিশিষ্ট ও শ্বেতবর্ণ। ফুলের পাপড়ি $\frac{1}{12}$ ইঞ্চি। ফল মটরের ন্যায়। ইহার ফুল ও ফল সম্বৎসর ধরিয়া গাছে থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতা তৈলের সহিত ছেঁচিয়া কপালে লাগাইলে মাথা ধরা আরাম হয়। বসন্ত হইলে ইহার রস পায়ের তলায় লাগাইয়া থাকে এবং চক্ষের উপর প্রলেপ দিলে চক্ষে বসন্ত হয় না বলিয়া কথিত আছে। নখে ও চুলে লাগাইলে নখ ও চুল বর্দ্ধিত হয়। ইহার ছাল কামলা রোগে ও প্লীহা বর্দ্ধিত হইলে প্রদত্ত হয় এবং কুষ্ঠ ও

চর্ম্মরোগে হিতকর। ক্বাথ পোড়া ঘা ও ক্ষত নিবারণ করে। বীজ মধুর সহিত ব্যবহার করিলে শিরঃপীড়া আরাম হয়।

ফুলের ক্বাথ মাথাধরা আরাম করে ও কোন স্থান মচকাইয়া যাইলে উপকার হয় (Dymock)।

পাতার ক্বাথ উগ্র ও ক্ষত নিবারক, পায়ে হাজা হইলে এবং পা জ্বালা করিলে টাট্‌কা রস দিলে উপকার হয়। ইহার ফুল নিদ্রাকর বলিয়া বালিসে দিয়া থাকে।

তামিল দেশীয় কবিরাজেরা ইহার পুষ্পিত শাখা এবং পত্র হইতে এক প্রকার অরিষ্ট প্রস্তুত করে, উহা কুষ্ঠ ও অপরাপর চর্ম্মরোগের মহৌষধ (Ainslie)। অনৈচ্ছিক শুক্র পাতে কঙ্কন দেশীয় কবিরাজেরা ইহার পাতার রস চিনির সহিত ব্যবহার করিতে বলেন (Dymock)। ছেঁচা পাতার রস কিংবা পাতার ক্বাথ ভগ্নস্থানে প্রদান করিলে উহা সারিয়া যায় ও বেদনা কমিয়া যায়। স্ত্রীলোকেরা ইহার পাতার রসে পা রঙ করিয়া থাকে। (Fig. 257)।

Genus—WOODFORDIA Salisb.

258. W. floribunda Salisb. (ধাইফুল)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., t. 31; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 432B.

Ref.—F. B. I., ii, 572; Roxb., F. I., ii, 233; Watt, vi, Pt. 4, 312; B. P., i, 502; Prain, H. H., 213; Voigt, H. S. 502.

জন্মস্থান—বিহার, ছোটনাগপুর, উত্তর বঙ্গ; হুগলী জেলার পশ্চিম ভাগে গোঘাট অঞ্চলে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. ধাতকী, পার্ব্বতী; বা. ধাইফুল; হি. ধাউরা; তে. ধারগী।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল এবং পত্র। মাত্রা—৪-৮ আনা।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় গাছ, শাখাগুলি বিস্তৃত। গ্রীষ্মকালে জন্মে। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, বর্ষাকৃতি বিপরীত মুখী, গোড়ার দিকে প্রায় গোলাকার কিংবা হৃৎপিণ্ডাকৃতি। পত্রের উপর দিক ধূসর বর্ণ, কোমল লোমাবৃত, নীচের দিক সূক্ষ্ম লোমাবৃত। ফুল উজ্জ্বল লালবর্ণ। একটী পুষ্পদণ্ডে ৫-১৫টি ফুল ছোট বোঁটায় থাকে। বহির্ব্বাস ⅙-½ ইঞ্চি, উজ্জ্বল লালবর্ণ। পুং কেশর ১২টি, বিস্তৃত, গর্ভকেশর লালবর্ণ। ফলে বীজ অনেক থাকে, উহা ধূসর বর্ণ ও মসৃণ। ইহার ফুল শীতকালে হয়, এবং বর্ষাকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দুমতে ইহার শুষ্কফুল ধারক, উত্তেজক, ইহা পেটের ব্যারাম ও

রক্ত অর্শে ব্যবহার হয়, এবং মধুর সহিত ব্যবহার করিলে রক্ত প্রদর আরাম হয়। ফুলের গুঁড়া ায়ে লাগাইলে পুঁজ নির্গত হয় ও শীঘ্র শীঘ্র ঘা সারিয়া উঠে (Dutta)।

ধাতক্যাশ্চাক্ষমাত্রং বা আমলক্যা মধুদ্রবং।
পাণ্ডুপ্রদরশান্ত্যর্থ্যং পিবেত্তণ্ডুলবারিণা॥
ধাতকীচূর্ণলোধ্রৈর্বা তথা রোহন্তি তে ব্রণাঃ। চক্রদত্ত।

ধাইফুল, বেল, লোধ্রছাল (Symplocos racemosa), বালার (Pavonia odorata) শিকড় এবং গজপিপুল (Sindapsus officinalis) ছাল সমপরিমাণ, ২ তোলা পরিমাণ কাথ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার আরাম হয়।

ধাতকীবিল্বলোধ্রাণি বালকং গজপিপ্পলী।
এভিঃ কৃতং শৃতং শীতং শিশুভ্যঃ ক্ষৌদ্রসংযুতম্।
দদ্যাদবলেহং সর্ব্বাতিসারশান্তয়ে। শার্ঙ্গধর।

ইহার শুষ্কফুল বলকারক, অর্শ ও যকৃৎ দোষে হিতকর এবং গর্ভাবস্থায় উত্তেজক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

কঙ্কন দেশীয় লোকে রোগীর দারুণ পিত্তজ্বরে রোগীর মুখে তিল তৈল দিয়া মাথায় পাতার রস দেয়, কথিত আছে যে, তাহার মুখের তৈল পীতবর্ণ হয় এবং পিত্ত টানিয়া লয় ও সেই তৈল ফেলিয়া দিয়া আবার তৈল দেয়—এইরূপে ২।৩ বার দিলে যখন সমস্ত পিত্ত নষ্ট হইয়া যায় তখন আর তৈল পীতবর্ণ হয় না। (Dymock)। (Fig. 258)।

Genus—LAGERSTROEMIA

259. L. Flos-Reginae Retz. (জারুল)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 433.

Ref.—F. B. I., ii. 577 ; Roxb., F. I., ii. 505 ; B. P., i. 504 ; Watt, iv, Pt. ii, 582 ; Prain, H. H., 213.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম, আসাম, বর্ম্মা প্রভৃতি স্থানে জন্মে ; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে বাগানে ও রাস্তার ধারে রোপিত আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. জারুল ; তা. কাদালি ; তে. চেন্নাঙ্গী।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—৫০-৬০ ফুট উচ্চগাছ, গাছের কাণ্ড মোটা ও উচ্চ। শাখায় ১-৩ ইঞ্চি লম্বা শক্ত কাঁটা হয়। পত্র ৪-১০ ইঞ্চি লম্বা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড লম্বা ; ফুল বক্র, ঈষৎ

বেগুনে, ২-৩ ইঞ্চি লম্বা; বোঁটা ¼ ইঞ্চি। বহির্ব্বাস শ্বেতবর্ণ ও শক্ত; ফুলের পাপড়ি ১ ইঞ্চি লম্বা, কিনারাগুলি শক্ত। ফল ১-১½ ইঞ্চি লম্বা। বীজাধার বিস্তৃত, ডিম্বাকৃতি। বীজ পক্ষসমেত ½-¾ ইঞ্চি লম্বা, ফিকে ধূসরবর্ণ। এপ্রিল-জুন মাসে ফুল হয়, ফল পাকিতে প্রায় একবৎসর লাগে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় ধারক এবং পত্র, ফল অনেক দেশীয় ঔষধে ব্যবহার হয়, বীজের মাদকতা শক্তি আছে, শিকড় ও পত্র বিরেচক (Rev. J. Rang)। **ছাল উত্তেজক ও জ্বর নাশক** (Surg. W. D. Stewart)। (Fig. 259)।

Genus—PUNICA Linn.

260. P. Granatum Linn. (দাড়িম্ব)

Fig.—Bent & Trim., Med. Pl., t. 113; Wight, Ill., t. 97; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 435.

Ref.—F. B. I., ii, 581; F. I., ii, 499; Watt, ii, Pt. I, 368; B. P., i, 505; Prain, H. H., 214.

জন্মস্থান—আফ্রিকা দেশীয় গাছ, বঙ্গদেশ, উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে রোপিত হইয়াছে, কাবুল ও পাবস্যে প্রচুর জন্মে; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে বাগানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. দাড়িম্ব; বা. হি. দাড়িম্ব; তা. মাদালাই চেদ্দি; তে. দানিম্মা। Eng. Pomegranate.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, খোলা, শিকড়ের ছাল।

বর্ণনা—১০-১৫ ফুট উচ্চ গাছ; শাখাগুলি গোলাকার, ছাল ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ ফিকে পীতবর্ণ, অল্প কাল দাগ আছে। ভিতরের কাষ্ঠ শক্ত। পত্র সাধারণতঃ ২-২½ ইঞ্চি লম্বা এবং ½-¾ ইঞ্চি চওড়া; পত্রের উভয় দিক সরু। ফুলের বহির্ব্বাস ১ ইঞ্চি; পাপড়ি লালবর্ণ ½ ইঞ্চি কিংবা অধিক। ফলের ব্যাস ২ ইঞ্চি, ইহাতে লালবর্ণ রস আছে। দাড়িম্ব গাছ দুই রকমের আছে—একটিতে কেবল পুং পুষ্প হয়, ইহার পাতাগুলি রক্তিমবর্ণ, অপর প্রকার গাছে সাধারণতঃ পুং ও স্ত্রী উভয়বিধ পুষ্পই জন্মে। ফলের ভিতর অনেক বীজ আছে। এপ্রিল-মে মাসে ফুল হয় এবং আগষ্ট সেপ্টেম্বরে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু কবিরাজেরা দাড়িম্বের রস ও টাটকা ফল বলপ্রদ বলিয়া বর্ণনা করেন। ফলের খোসা ও ফুল, লবঙ্গ, দারুচিনি, ধনে, গোলমরিচের সহিত সেবন করিলে উদরাময় ও অজীর্ণ আরাম হয়। ইহার বীজ ও শাঁস পাকযন্ত্রের পরিশোধক (U. C. Dutt)। আরবেরা ইহার শিকড়ের ছাল সঙ্কোচক বলিয়া বর্ণনা করেন এবং ইহা ফিতার ন্যায় বৃহৎ

কৃমির পক্ষে হিতকর। টাটকা শিকড়ের ২ আউন্স পরিমাণ ১½ পাইন্ট জলে সিদ্ধ করিতে হয়, ½ পাইন্ট অবশিষ্ট থাকিবে, উহা অল্প শীতল হইলে এক গ্লাস মদ্যের সহিত ½ ঘণ্টা অন্তর সেব্য। কখন কখন ইহাতে উদরাময় হয় কিন্তু কৃমি নাশের পক্ষে ইহা একটী অব্যর্থ ঔষধ (Dymock)।

দাড়িম্ব গাছের ছাল, অহিফেন, লবঙ্গ, দারুচিনি প্রভৃতির সহিত ব্যবহার করিলে রক্ত আমাশয় ও আমাশয় নিবৃত্তি পায়। জোলাপ লইবার পরদিন ইহার ছালের কাথ পান করিলে কৃমি বাহির হইয়া যায় (Pharma Ind.)।

যে নারীর প্রায়ই গর্ভস্রাব হয়, গর্ভস্রাব নিবারণের জন্য, তাহার পঞ্চম মাসে দাড়িম্ব-পত্র পেষণ করিয়া, শ্বেতচন্দন, দধি ও মধুর সহিত পান করাইলে গর্ভস্রাব নিবারিত হয়।

দাড়িম্ব ও কুরচীর ত্বকের কাথের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে স-রক্ত অতিসার নিবারণ হয় (চক্রদত্ত)।

অরুচি হইলে, দাড়িম্বের রস, বিটলবণ, মধুসহ মুখে ধারণ করিলে দারুণ অরুচি নিবারণ হয়। কুট্টিত কুরচীর ছাল ৪ তোলা, কাঁচা দাড়িম্বের খোলা ৪ তোলা, ৬৪ তোলা জলে কাথ প্রস্তুত করিয়া ৮ তোলা অবশেষ রাখিবে ; এই কাথ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে প্রবল রক্তআমাশয় আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)। দাড়িম্ব ফুলের রসে নস্য গ্রহণ করিলে নাক দিয়া রক্ত পড়া নিবারণ হয় (চরক)।

দাড়িম্ব শিকড়ের কাথে শুণ্ঠিচূর্ণ সেবন করিলে অর্শ রোগীর রক্তস্রাব নিবারণ হয়। দাড়িম্বের বীজ হৃদ্যমিকারক এবং শাঁস হৃৎপিণ্ডের উত্তেজক (Hindu Met. Med.)। (Fig. 260)।

XLVIII. ONAGRAGEAE.

Genus—JUSSIAEA Linn.

261. J. suffruticosa Linn. (বনলবঙ্গ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal, ii, t. 50 ; Lamk., Ill., t. 280, Fig 3.

Ref.—F. B. I., ii, 587 ; B. P., i, 507 ; Voigt, H. S. 33 ; Prain, H. H., 214.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সকল স্থানে প্রায়ই দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. বল্লভী অজ ; বা. লাল বনলবঙ্গ ; তা. নিরকিরাম্বু ; ইং. Water-clove.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—গুল্ম জাতীয় গাছ ৪-৬ ফুট উচ্চ, গুল্মগুলি বহু শাখা বিশিষ্ট। পত্র ৩ ইঞ্চি লম্বা ½ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি ও লম্বা, বোঁটা ছোট, পুষ্পদণ্ড ছোট। ফুলের পাপড়ি ৪টি

পীতবর্ণ, বীজকোষ ১-২ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার ও ৮টি শিরাবিশিষ্ট। ফল দেখিতে লবঙ্গের ন্যায়। প্রান্তদেশে লবঙ্গের ন্যায় ফুল থাকে। এই গুল্ম বর্ষজীবী, এক বৎসরের মধ্যে মরিয়া যায়। শীতকালে ফুল ও ফল হয়

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড়ের কাথ জ্বরকালে ব্যবহার করিলে জ্বর বন্ধ হয় (Wood, Plants of Chutia Nagpur)। মালাবার দেশে এই গাছের কাথ পেট কামড়ানি ও পেট ফাঁপায় ব্যবহার করে; ঘোলের সহিত ব্যবহার করিলে মূত্রকর, বিরেচক ও কৃমিনাশক। Miller বলেন যে ইহার ফল লবঙ্গের ন্যায় এবং ইহা জামেকা দেশীয় J. repensএর ন্যায়। ইহা থুতুর সহিত রক্ত বমনে হিতকর (Mat. Ind., II, 66)। ইহার ধারকতা গুণ ভারতীয় অনেক কৃষকেই বিশেষরূপে জ্ঞাত আছে। (Fig. 261)।

262. J. repens Linn. (কেসরদাম)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., II, t. 51; Hook, Bot., Misc. III. 300, t. 40.

Ref.—F. B. I., II. 587; Roxb., F. I., II. 401, B. P., i. 507; Prain, H. H., 214; Voigt, H S., 33.

জন্মস্থান—হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় প্রায়ই পুকুর কিংবা ঝিলে ভাসিয়া থাকে অথবা পুকুরের কিনারায় কাদায় লতাইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

বিভিন্ন নাম—স. কঞ্চট; বা. কাঁচড়াদাম; কেসরদাম; জলতুওলীয়; হি. জল-চৌলাদ্।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ্।

বর্ণনা—লতানে জলজ উদ্ভিদ্, পুকুর অথবা বিলের উপরে বা কিনারায় জন্মে। পত্র পাতলা, অগ্রভাগ গোলাকার, বৃন্তের দিকে সরু, দেখিতে ক্ষুদ্র কাঁটাল পাতার মত। ½-¾ ইঞ্চি লম্বা, লোমযুক্ত, স্থানে স্থানে রক্তবর্ণ, উপরের পাতা ১-২ ইঞ্চি লম্বা, প্রায় স্থূলকোণী; ইহার প্রত্যেক গাঁইট হইতে শ্বেতবর্ণ শিকড় বাহির হয়। ফুলের পাপড়ি ৫-৬ টি, ½ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, শ্বেতবর্ণ, দেখিতে অনেকটা মৃড়ীর ন্যায়। ফল ½-১½ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার মসৃণ ও লোমাবৃত। বীজ মসৃণ। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ বনলবঙ্গের গুণের তুল্য, এই জন্য পৃথক লেখা বাহুল্য মাত্র।

পানীয়ং তণ্ডুলীয়ন্তু কঞ্চট-সমুদাহৃতম্।
কঞ্চটতিক্তকং রক্তপিত্তানিলহরং লঘু॥

ইহার পত্র জাম, দাড়িম্ব, পানিফল পাঠা ও একটি কাঁচা বেল একত্র সিদ্ধ করিবে, উক্ত বেল পুরাতন গুড় ও পিপুল দিয়া খাইতে হইবে এবং পত্রের সিদ্ধ কাথ পান করিলে গ্রহণী আরাম হয়। (Fig. 262)।

Genus—TRAPA Linn.

263. T. bispinosa Roxb. (পানিফল)

Fig. Rheede, Hort. Mal., xi, t. 33; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 437.

Ref. F. B. I., ii 590: Roxb., F. I., ii. 428; B. P., i. 508; Prain, B. Pl., 214.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের, ছোটনাগপুরের বহু পুকুরে ও ঝিলে দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুরের পুকুরে আছে।

বিভিন্ন নাম—স. শৃঙ্গাটক; বা. পানিফল; হি. তা. সিঙ্গেরা; তে. পাবিগাদ্দা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—ইহা একটি ভাসমান বিস্তৃত জলজ লতা। পত্র ২ ইঞ্চি চওড়া এবং ২½-৩ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের কিনারাগুলি করাতের ন্যায় বড় দাঁত বিশিষ্ট। বৃন্ত ৪-৬ ইঞ্চি, পশমময়। ফল ¾ ইঞ্চি লম্বা, বিস্তৃত, কোমল লোমযুক্ত এবং দুই কোণে দুইটি ধারাল কাঁটাযুক্ত। পানিফলের অপর একটি জাতি আছে যথা, T. incisa (F. B. I. ii, 590), ইহা প্রধানতঃ ছোটনাগপুরে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ভাসমান পত্র ১ ইঞ্চি লম্বা, দাঁতযুক্ত, বোঁটা ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, সূক্ষ্মলোমযুক্ত। ফল ¾ ইঞ্চি বিস্তৃত; চারি কোণেই এক একটি কাঁটা আছে, ইহার মধ্যে ২টি কাঁটা ছোট। বর্ষাকালে ফুল ও শীতের প্রারম্ভে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ফলের শাস মিষ্ট, বলকারক, ইহা পিত্তপ্রকোপ ও উদরাময়ে ব্যবহার হয়। পানিফল পুলটিস দিতে বহু পরিমাণে ব্যবহার হয় (Punjab Products)। বিছা কামড়াইলে পানিফল ছেঁচিয়া দিলে যন্ত্রণার অবসান হয়। (Fig. 263)।

XLIX. SAMYDACEAE.

Genus—CASEARIA Jacq.

264. C. tomentosa Roxb. (চিল্লা)

Fig.—Brandis, For. Fl., 243, t. 31; Wight, x, t. 1846; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 439.

Ref.—F. B. I., ii. 593 ; Roxb., F. I., ii. 421 ; B. P., i. 509 ; Watt, ii, Pt. i, 209.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, অযোধ্যা, পূর্ব্ববঙ্গ, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে, বঙ্গদেশের অনেক স্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. সতগণ্ড, হি. চিল্লা; সাঁওতাল—কর্ক; তে. গামগাত্থ; মাবহাট্টা—মোলেই।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল এবং পত্র।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় গাছ, ২-৫ ফুট উচ্চ; শাখাগুলি ক্ষুদ্র। পত্রের কিনারা করাতের ন্যায়। সকল পত্রের বৃন্ত সমান নহে, কোনটি অতি ক্ষুদ্র, কোনটি বা ৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। পুষ্পাধার ⅛ ইঞ্চি, ফুলের কুঁড়ি লোমযুক্ত। পুংকেসরনল ছোট, ৭-১০টী। ইহা C. esculentaর সমগুণ বিশিষ্ট (Rheede, Hort. Mal., v. 50)। ইহার ছাল Mallotus philippinensis (কমলাগুঁড়ি) সহিত ভেজাল দিয়া থাকে। মার্চ্চ হইতে মে মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফল পাওয়া যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—Roxburgh বলেন যে দক্ষিণ ভারতের পাহাড়ী লোকেরা ইহাকে বিরেচক ঔষধরূপে ব্যবহার করে। পশ্চিম ভারতে ইহা যকৃৎ বৃদ্ধি এবং অর্শরোগের ঔষধ বলিয়া বিশেষ খ্যাতি আছে। ছাল ৯০-১২০ গ্রেণ ১ পাইণ্ট জলে সিদ্ধ করিয়া সিকি পরিমাণ থাকিতে নামাইয়া দিবসে তিনবার সেবন করিলে এবং শিকড় বাটিয়া অর্শের বলিতে লাগাইলে অর্শ আরাম হয়। ছালের কাথ সেবন করিলে যকৃতের শক্তি বাড়াইয়া দেয়। ইহার শিকড়ে ৭টি পাক আছে, ইহা বহুমূত্র রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিকড়ের অরিষ্ট ১০-২০ গ্রেণ পরিমাণ ব্যবহার করিলে পুরাতন যকৃৎ রোগ আরাম হয়। এই গাছের ফল মৎস্যের প.ক বিষের ন্যায় কাজ করে (Stewart)। পত্র এবং ফলের শাস মূত্রকর। (Fig. 264)।

L. PASSIFLORACEAE

Genus—CARICA Linn.

265. C. Papaya Linn. (পেঁপে)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 440.

Ref.—F. B. I., ii. 599 ; Roxb., F. I., iii. 824 ; B. P., i. 514 ; Prain, H. H., 215,

জন্মস্থান—ইহার আদিম বাসস্থান দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজীল (Brazil) নামক স্থানে; তথা হইতে পর্ত্তুগীজেরা প্রথম এদেশে আনে এবং এক্ষণে ইহা ভারতের বহুস্থানে বাগানে চাষ হইতেছে। বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, রাঁচি, মহীশূর, বম্বে, প্রভৃতি স্থানে। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. পেঁপে; হি. পেঁপে আম; তা. পাপ্পানি; তে. বাপ্পেয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, পত্র, আঠা।

বর্ণনা—২০-২৫ ফুট উচ্চ লম্বা সোজা গাছ, শাখা-প্রশাখা প্রায়ই হয় না। গাছ পুরাতন হইলে দুই একটি শাখা বাহির হয়। পত্র তালপত্রের ন্যায় ছত্রাকার, ইহাতে ৭টি ভাগ আছে। বৃন্তটি নলের মত, প্রায় ৩ ফুট লম্বা। পুং-পুষ্প পত্রের গোড়া হইতে বাহির হয়। পুং ও স্ত্রী পুষ্প সাধারণতঃ ভিন্ন গাছে জন্মে। পুং-পুষ্পের পুষ্পাধার গোলাকার, স্ত্রী-পুষ্পের পুষ্পাধার ৫ ভাগে বিভক্ত। ফল লম্বা ও প্রায় গোলাকার, দেখিতে অনেকটা ছোট লাউএর ন্যায়, পাকিলে পীতের আভাযুক্ত রং হয়। ফলের ভিতর অনেকগুলি ধূসরবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ বীজ থাকে। কাঁচা ফলে দুগ্ধের মত ঘন আঠা আছে। প্রায় সারাবৎসরই ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পেঁপের আঠা টাটকা আদার সহিত মিশাইয়া মাংসে দিলে মাংস অতি শীঘ্র গলিয়া যায়। পেঁপে রক্ত অর্শ, প্রস্রাবের রোগ ও অজীর্ণে হিতকর। পেঁপের আঠা কৃমিনাশক (Dr. Fleming)। পেঁপের টাটকা আঠা, ১ চামচে মধু, ৩-৪ চামচে গরম জল, একত্রে মিশ্রিত করিয়া অল্প গরম থাকিতে একবারে খাইয়া দুই ঘণ্টা পরে চুনের জল খাইতে হইবে—এইরূপে উপর্য্যুপরি দুই দিন খাইলে কৃমি নষ্ট হইয়া যায়। পূর্ণবয়স্কের পক্ষে উপরোক্ত মাত্রায় ব্যবহার্য্য, ১০ বৎসরের অধিক বালকদের পক্ষে অর্দ্ধেক এবং তাহার কম বয়সের পক্ষে ⅙ ভাগ খাইতে হইবে। ইহা যদি পেটের শূলনিজনক যন্ত্রণাদায়ক হয় তবে চিনির জল ব্যবহার করিবে (O' Shaughnessy)।

ভারতীয় স্ত্রীলোকেরা জানে, যদি কোন গর্ভবতী স্ত্রীলোক পেঁপের আঠা খায় তবে তাহার গর্ভপাত হয়। তাহাদের ধারণা এই যে পেঁপে খাইলেই গর্ভপাত হইতে পারে।

পেঁপের আঠা ১ চামচ, সমপরিমাণ চিনি এইগুলি তিন ভাগ করিয়া ৩ বার খাইলে যকৃৎ বৃদ্ধি কমিয়া যায় (Ind. Med. Gazette)। পেঁপের আঠা পরিপাক কার্য্যের সহায়তা করে, পত্রের রস হৃদ্‌রোগ এবং জ্বরে হিতকর। পেঁপের আঠা দদ্রু নাশক ও গ্রহণীরোগ নিবারক। পেঁপের শিকড় তিক্ত, ইহা পাকাশয়ের বল বৃদ্ধি করে। (Fig. 265)।

LI. CUCURBITACEAE

Genus—TRICHOSANTHES Linn.

266. T. palmata Roxb. (মাকাল)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 442B; Wight, Ill., t. 104 & 105.

Ref.—F. B. I., ii. 606 ; Roxb., F. I., iii. 704 ; B. P., i. 518 ; Watt, vi, Pt. iv, 84, Voigt, H. S., 58.

জন্মস্থান—হিমালয় হইতে সিংহল পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্র জঙ্গলে দেখা যায়। সিঙ্গাপুর, বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনা। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. ইন্দ্রায়ণ, শ্বেতপুষ্পী-বিশালা, মাহাকাল; বা. মাকাল; হি. ইন্দ্রায়ন।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল এবং শিকড়।

বর্ণনা—বৃক্ষারোহী লতা, ৩০-৪০ ফুট লম্বা হয়। পত্রের ব্যাস ২-৫ ইঞ্চি, পত্র তিন অংশে বিভক্ত, দেখিতে অনেকটা করাঙ্গুলিবৎ। পত্রের গোড়ার দিক হৃৎপিণ্ডাকৃতি, কিনারা দাঁতযুক্ত। বৃন্ত ১-৩ ইঞ্চি। ফুল শ্বেতবর্ণ, একলিঙ্গ বিশিষ্ট, পাপড়ি ৩ ইঞ্চি, ইহার গোড়া পীতবর্ণ, পুংপুষ্প একসঙ্গে দুইটি করিয়া হয়, ইহার দণ্ড ৬ ইঞ্চি লম্বা। ফলের ব্যাস ১½-২ ইঞ্চি, উজ্জল লালবর্ণ, ফলের গায়ে ১০টি নেবু রংএর দাগ আছে। ফলের শাস সবুজবর্ণ, শাসে বীজ অনেক থাকে। প্রত্যেক বীজ ⅙-⅓ ইঞ্চি, লম্বা, চেপ্টা, মসৃণ, ধূসরবর্ণ। বীজে তৈল আছে। আর এক জাতীয় মাকাল আছে যাহাকে (T. bracteata Kurz) বড় মাকাল বলে (Kurz, Journ. Asit. Soc., Pt. ii, 99, 1877)। বর্ষাকালে ফুল হয় ও শীতকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ফল গুঁড়া করিয়া নারিকেল তৈলের সহিত ফুটাইয়া নাক ও কানের ঘায়ে দিলে ঘা আরাম হয় (Ainlie)। মাকালের ফল বিষাক্ত বলিয়া কথিত আছে। ইহা ভাতের সহিত মিশাইয়া কাককে খাইতে দিলে কাক মরিয়া যায় (Roxburgh). গবাদি পশুর বক্ষপ্রদাহে ও হৃদ্‌যন্ত্রের রোগে ইহা ব্যবহৃত হয় (Wight)। বম্বে দেশে ইহার ফল হাঁপানী রোগে ধূমপানরূপে ব্যবহৃত হয়। মাকালের শিকড়, ত্রিফলা ও হরিদ্রা সমপরিমাণ যোগে যে অরিষ্ট প্রস্তুত হয় উহাতে মধু মিশ্রিত করিয়া গনোরিয়া রোগীকে দেওয়া হয় (Dymock)। ফলের রস কিংবা শিকড়ের ছাল, তিল তৈলের সহিত গরম করিয়া স্নান করিবার সময় তৈলরূপে ব্যবহার করিলে বহুক্ষণস্থায়ী মাথাধরা ও আধকপালে আরাম হয় (Watt)। কানে পুঁজ হইলে এই তৈল কানে দিলে পুঁজ আরাম হয়। (Fig. 266)

267. T. cordata Roxb. (ভুঁইকামড়া)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 442A.

Ref.—F. B. I., ii. 608 ; Roxb., F. I., iii. 703 ; B. P., i. 518.

জন্মস্থান—উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ, পেগু, খাসিয়া পাহাড়, তেরাই পাহাড়, কাছাড় এবং নেপাল

বিভিন্ন নাম—স. বিদারী ; বা. ভূঁইকামড়া (চট্টগ্রাম) ।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় ও ফুল।

বর্ণনা—বহুদূর বিস্তৃত লতা, কাণ্ডে ঘন লোম আছে। পত্র ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা, কিনারা দাঁতযুক্ত ও করাতের ন্যায় ; আঁকড়ী ১-২ ফুট লম্বা, আঁকড়ীতে ৩টি প্রশাখা আছে। ফুল একলিঙ্গবিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ড ৪ ইঞ্চি লম্বা, অতিশয় শক্ত। পুষ্পপত্রে ঘন পশম আছে, ১½ ইঞ্চি লম্বা। ফল মাকালের মত উজ্জ্বল লালবর্ণ, মস্তক কমলানেবুর রং বিশিষ্ট। ইহার কন্দ স্বাদে তিক্ত, কটু ও কষায়, দেখিতে পীতবর্ণ। বরিশাল ও চট্টগ্রামের লোকে ইহাকে ভূকামড়া বলে। প্রকৃত ভূমিকুষ্মাণ্ড স্বাদে মধুর এবং উহার কন্দে শ্বেতবর্ণ আঠা আছে এবং কন্দ দেখিতে শ্বেতবর্ণ। প্রকৃত ভূঁইকুমড়ার লাটিন নাম Ipomoea digitata L. অথবা Convolvulus paniculata Linn. ইহা বঙ্গের সর্ব্বত্র জন্মে। ইহাও লতানে গাছ। শালিগ্রাম বৈদ্য বলেন, যাহার কন্দ মূলার মত, বর্ণ রক্ত ও শ্বেত এবং প্রতি শাখায় ৭।৮টি পত্র থাকে তাহাই ক্ষীরবিদারী (I. digitata)।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার কন্দ একটী মূল্যবান্ বলকারক ঔষধ এবং Columbaর সমস্থানীয় ঔষধরূপে ব্যবহার হয় (Roxb.)। পাটনা জেলায় ইহার শুষ্ক ফুল ২-৫ গ্রেণ পরিমাণ উত্তেজক ঔষধরূপে ব্যবহার হয়। ইহার শুষ্ক শিকড়ের গুঁড়া ১০ গ্রেণ পরিমাণ ব্যবহার করিলে প্লীহা, যকৃৎ ও পাকস্থলীর বিবৃদ্ধি আরাম করে এবং টাট্‌কা শিকড় তৈলের সহিত মিশাইয়া কুষ্ঠের ক্ষতে প্রয়োগ হয় (Taylor's Topography, Dacca)। (Fig. 267)।

268. T. dioica Roxb. (পটোল)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 443.

Ref.—F. B. I., ii, 609 ; Roxb., F. I., iii, 701 ; B. P, i. 517 ; Watt, vi, Pt. 4, 83 ; Prain, H. H., 215 ; Voigt, H. S., 58.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষে চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—সং. বা. পটোল ; তা. কম্বুপুদালাই ; তে. কম্বুপটলা ; হি. পালভাল।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, ফল ও গাছের লতা ; কাথ ৫-১০ তোলা ; রস ১-২ তোলা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী লতা, বহুদূর বিস্তৃত হয়, লতার প্রত্যেক গাঁইট হইতে মূল বাহির হয়। পত্র খস্‌খসে। গাছ একলিঙ্গ বিশিষ্ট ; পত্র ৩ ইঞ্চি লম্বা ও ২ ইঞ্চি বিস্তৃত, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, পত্রের অগ্রভাগ সরু। বোঁটা পশমময়, ½ ইঞ্চি লম্বা ; আঁকড়ী ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা। পুংপুষ্প

যোড়া যোড়া থাকে, স্ত্রীপুষ্পের পুষ্পদণ্ড অতি ক্ষুদ্র ; পুষ্পনল ১½ ইঞ্চি লম্বা, সরু। ফল ২-৩½ ইঞ্চি, লম্বাকৃতি কিংবা ঈষৎ গোলাকার, কাঁচা পাতিলেবুর মত রং বিশিষ্ট। বীজ ¼-½ ইঞ্চি, চেপ্টা, কিনারায় ঢেউখেলান। Dr. Roxburgh বলেন, ইহার পুং-কেসর ৩টি আছে। আয়ুর্ব্বেদ-মতে আমরা যে পটোল খাই তাহা ঔষধার্থে ব্যবহারের উপযোগী নহে ; উহা অরণ্য-জাত পটোল, উহার ফল তিক্ত, পত্র অতিশয় কর্কশ ও লোমযুক্ত। T. Cucumerina Linn. কেই আসল পটোল বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে ব্যবহার করা হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু আয়ুর্ব্বেদমতে ইহার পত্র জ্বরনাশক বলিয়া বর্ণিত আছে। কাঁচা পটোলের রস স্নিগ্ধকর ও ধারক, ইহা অপর ঔষধের অনুপানরূপে ব্যবহার হয়। পটোলের পত্র ও ধ'নের কাথ জ্বরনাশক ঔষধরূপে ব্যবহার হয় (Dutt)। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় কবিরাজেরা পটোলের শিকড় কুষ্ঠরোগে ব্যবহার করিতেন (Pharm. Ind.)।

শোথ-রোগীকে বন-পটোলের রস খাওয়াইলে শোথের উপকার হয়। তিক্ত পল্তা জলে সিদ্ধ করিয়া তৈলে ভাজিয়া বিনা লবণে উরুস্তম্ভ রোগীকে খাওয়াইলে উরুস্তম্ভ আরাম হয়। পিত্তজ বসন্ত রোগে পটোলের মূলের কাথ পান করাইলে বসন্তের শান্তি হয়। নিম পাতা ও পলতার ঝোল পিত্ত রোগীর পক্ষে হিতকর (চক্রদত্ত)।

পটোলের মূল খাইলে অতিশয় তরল ভেদ হয় (K. L. Dey)। পটোলাদি কাথ—পল্তা, রক্তচন্দন, মূর্ব্বাশিকড়, বচ, আকনাদি, গোলঞ্চ ইহাদের প্রত্যেকটি ১ ড্রাম পরিমাণ, অর্দ্ধসের জলে দিয়া, অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইতে হইবে। এই কাথ সেবন করিলে জ্বর আরাম হয়।

পলতা, গোলঞ্চ, মুথা, হরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, কমলাগুড়ি, ত্রিফলা প্রত্যেক দুই তোলা, দারুচিনি, নিমের শিকড় প্রত্যেক ৩ তোলা, ত্রিবৃৎ ৪ তোলা এই গুলির গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া খাইলে কামলা ও শোথ রোগ আরাম হয় ; মাত্রা ১ ড্রাম, গোমূত্রের সহিত ব্যবহার্য্য। পটোলাদ্য চূর্ণ জ্বর ও চর্ম্মরোগে—পটোল পাতা, গোলঞ্চ, মুথা, চিরেতা, নিমছাল, খয়ের, বাসকছাল, ক্ষেতপাপড়া প্রত্যেক ২ তোলা, অর্দ্ধসের জল, আধ পোয়া থাকিতে ব্যবহার্য্য। (Fig. 268)।

269. T. anguina Linn. (চিচিঙ্গা)

Fig.—Bot. Mag., t. 722 ; Lamk., Ill., t 794.

Ref.—F. B. I., ii. 610 ; Roxb., F. I., iii, 701 ; B. P., i. 518 ; Prain, H. H., 216.

জন্মস্থান—আদি জন্মস্থান দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়া, ভারতের সর্ব্বত্র অল্প ও অধিক পরিমাণে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—সং. চিচিণ্ডা ; বা. চিচিঙ্গা, হোঁপা ; তে. সিল্লা-পটল ; বম্বে—পদাবলা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী লতানে উদ্ভিদ ; পত্র হৃৎপিণ্ডাকৃতি ও ৫টী কোণযুক্ত, পত্রের উভয়দিকে কোমল লোম আছে। ইহার আঁকড়ী ১½-২ ফুট লম্বা। পুং পুষ্প লম্বা বোঁটায় জন্মে এবং স্ত্রী পুষ্প এক একটি পৃথক জন্মে, ইহার বোঁটা ক্ষুদ্র পুং পুষ্পের একই লতায় হয়। ফল ৪ ফুট লম্বা এবং ব্যাস ১-১½ ইঞ্চি। বীজ ঢেউ খেলান, একটি ফলে অনেক বীজ হয়। চাষের চিচিঙ্গা বনচিচিঙ্গা অপেক্ষা লম্বা। বোধ হয় বন চিচিঙ্গার চাষের উন্নতি করিয়া এই চিচিঙ্গা জন্মিয়াছে (C. B. Clarke)। বর্ষাকালে চিচিঙ্গার ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ বনচিচিঙ্গার মত। বীজ ত্রিদোষ নাশক। পাকা চিচিঙ্গা জোলাপের কাজ করে। ইহার বীজ কৃমি ও জ্বর নাশক। পাতার রস টাকে দিলে টাক আরাম হয়। (Fig. 269.)

270. T. cucumerina Linn. (বনচিচিঙ্গা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal. viii, t. 15 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 444.

Ref.—F. B. I., ii. 609 ; F. I., iii, 702 ; B. P., i, 518 ; Prain, H. H., 215.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ ও সিংহল, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান ও ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা বনচিচিঙ্গা, বন পটল ; হি. জঙ্গলি চিচিঙ্গা ; তা. পুদেল ; তে. আদাবী।

ব্যবহার্য্য অংশ—লতা, পাতা ও বীজ।

বর্ণনা—এই উদ্ভিদ চিচিঙ্গার ন্যায়, সুতরাং পৃথক বর্ণনা অনাবশ্যক। ফল ১-৩ ইঞ্চি, লম্বা, মোচার মত ; বীজ ¼-½ ইঞ্চি ঢেউ খেলান, চেপ্টা, শাঁস লাল বর্ণ, করলার শাঁসের মত (C. B. Clarke)। বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মুসলমান বৈদ্যেরা বলেন যে ইহা ফোড়া এবং কৃমির পক্ষে হিতকর। ইহার ১৮০ গ্রেণ পরিমাণ লতা এক রাত্রি জলে ভিজাইয়া এক ছটাক পরিমাণ জল মধু মিশ্রিত করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে খাইলে প্রবল জ্বর আরাম হয়। বনচিচিঙ্গা ও চিরেতার কাথ, আদা ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রবল জ্বর আরাম হয়। চিচিঙ্গা পাতার রস যকৃতের উপর লাগাইলে জ্বরের উপশম হয় (Dymock)।

ইহার বীজ অতিসার রোগে হিতকর। কাঁচা চিচিঙ্গা এবং উহার কাঁচা ফেঁকড়ি গুলির কাথ চিনি মিশ্রিত করিয়া খাইলে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে ; ইহার বীজ কৃমি ও জ্বর নাশক। শিকড়ের রস ২ আউন্স পরিমাণ সেবন করিলে অতিশয় উদরাময় দেখা দেয়। (Fig. 270.)

Genus—LAGENARIA Seringe.

271. L. vulgaris Seringe. (লাউ)

Fig.—Lamk. Ill. t 795; Wight, Ill., t. 105; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 446.

Ref.—F. B. I., ii. 613; Roxb., F. I., iii. 718; B. P., i. 519; Prain, H. H., 216.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়, হাজারা, কাশ্মীর, কুমায়ূন।

বিভিন্ন নাম—স. তুম্বী, অলাবু, ইক্ষ্বাকু; বা. লাউ বা তিক্তলাউ; হি. কদু; তা. সোরিক্কাই-কাই; তে. সোরাকায়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও শাঁস।

বর্ণনা—লতানে গাছ, অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। পত্রের ব্যাস ৬ ইঞ্চি, অতিশয় নরম, ৫টি কোণবিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ড ৬ ইঞ্চি, স্ত্রী পুষ্পদণ্ড ১ ইঞ্চি; পুষ্পনল ½ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত। পাপড়ী ১-২ ইঞ্চি। ফল ১½-২ ফুট লম্বা, কখনও আরও বড় হয়। বীজ ¾-⅘ ইঞ্চি লম্বা ⅙ ইঞ্চি পুরু ও চেপ্টা, ইহাতে সমান্তরাল দাগ আছে। মিষ্ট লাউ সাধারণত দুই জাতীয়, যথা গোরক্ষতুম্বী ও ক্ষীরতুম্বী, কটু লাউয়ের নাম ইক্ষাকু ও তুতুম্বী। বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—লাউয়ের বীজ হইতে এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়, উহা মাথাধরার পক্ষে হিতকর। লাউয়ের শাঁস মূত্রকর এবং পিত্তনিবারক, ইহা পুলটিসে ব্যবহার হয়। তিক্ত লাউ বিরেচক, প্রবল জ্বরে মাথা বেদনা থাকিলে ও ভুল বকিতে থাকিলে ইহা প্রদত্ত হয় (Watt)। হস্তপদ জ্বালা করিলে পাঞ্জাবের লোকে উক্ত জ্বালা নিবারণের জন্য ব্যবহার করে। তিক্ত লাউ জোলাপের কাজে ব্যবহৃত হয়। ইহা পুলটিসের কাজে ব্যবহার হয় (Dymock)। লাউ পাতার রসে চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে যকৃৎদোষ ও কামল রোগ আরাম হয় (Drury)। প্রসূতির যোনিদেশে ক্ষত হইলে তিক্ত লাউয়ের পাতা ও লোধ্র ত্বক (Simplocos racemosa) সমপরিমাণ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ক্ষত আরাম হয়। দন্তে পোকা ধরিলে তিক্ত লাউয়ের মূল চূর্ণ করিয়া দাঁতের গর্ত্তে দিলে পোকা মরিয়া যায়। (Fig. 271.)

Genus—LUFFA Cav.

272. L. acutangula Roxb (ঝিঙা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pt., t. 448; Field and Garden Crops, Pt. II, t. 62.

Ref.—F. B. I., ii. 615 ; Roxb., F. I., iii, 713 ; B. P., i. 520, Watt, v. Pt. I, 96 ; Prain, H. H., 216.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র চাষ হয়, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. ঝিঙ্গক ; বা. ঝিঙা ; হি. তোরাই ; তে. ধারাকোশাতকী ধারকাই ; তা. পীকুনকাই।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী লতা, অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, আঁকড়ী ২-৩ ফুট, পত্রের ব্যাস ৮ ইঞ্চি প্রায় গোলাকার, পত্রে ৫টী কোণ আছে, কিনারা কর্ত্তিত ও কোমল লোমাবৃত, বোঁটা ২ ইঞ্চি। পুং পুষ্পদণ্ড ৬ ইঞ্চি, ফুল সাধারণতঃ পুষ্পদণ্ডের উপরিভাগে থাকে ; পাপড়ী ৫টী, সংযুক্ত ; পুংকেশর ৩টী। স্ত্রী পুষ্প পৃথক পৃথক হয়, ইহা ১-৩ ইঞ্চি লম্বা। ফল ৫-১০ ইঞ্চি, অথবা আরও বড় হয়, ইহাতে ১০টী উঁচু শিরা আছে। বীজ ঘনভাবে অনেক থাকে। দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, ½ ইঞ্চি লম্বা। ফুল বৈকালে ফুটিয়া থাকে। বর্ষা ও শরৎকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ বিরেচক। ইহা হইতে এক প্রকার তৈল বাহির হয়। পত্রের রস কুষ্ঠরোগে হিতকর। টাটকা পত্রের রস বালকদিগের চক্ষে দিলে রাত্রিতে চক্ষু জুড়িয়া যাওয়া বন্ধ হয় (Watt)। (Fig. 272.)

273. L. amara Roxb. (ঘোষালতা)

Fig.—Bot. Mag., t. 1638 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 449.

Ref.—F. B. I., ii, 615 , Roxb., F. I., iii, 715 ; B. P., i. 520 ; Voigt., S. 57.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র দেখা যায় ; হুগলী, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনায় স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়।

বিভিন্ন নাম—স. ধামার্গব কোষাতকী ; বা. ঘোষালতা, তিক্ত ধুন্দুল ; হি. করবী-তরাই ; বম্বে—রামতরাই।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, লতা ও পাতা। মাত্রা, ফল ও লতার কাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—ইহা ঝিঙারই সমতুল্য। ফল ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ফলের গায়ে ১০টী লম্বা লম্বা শিরা থাকে। ফলের ব্যাস ½ ইঞ্চি, ভিতরের শাঁস শ্বেতবর্ণ, শসার ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট। বীজ ধূসরবর্ণ এবং উহাতে ছোট কাল দাগ আছে। পত্র এবং ফল তিক্ত। ঘোষালতার ফুল শরতের প্রথমে হয়, শীতকালে ফল পুষ্ট হয় এবং শীতের শেষভাগে গাছ মরিয়া যায়। পাকা ফলের অগ্রভাগ খসিয়া একটী গোলাকার ছিদ্র হয়, এই জন্য ইহার আর একটী নাম কৃতছিদ্র।

ঘোষালতা আরও দুই প্রকারের আছে; যথা, L. echinata Roxb., ইহার ফুল শ্বেত ও পীতবর্ণ, এই লতা উত্তরবঙ্গ ও ত্রিহুত নামক স্থানে দেখা যায়। আর এক প্রকার ঘোষালতা আছে যাহাকে L. graveolens Roxb. বলে, ইহার ফল আকারে বড়, ইহা বেহার, ছোটনাগপুর ও উত্তর পশ্চিম সুন্দরবনে দেখা যায় (B. P., i, 520; Prain, H. H., 216; Voigt., 57)। ইহার লতা বহুদূর বিস্তৃত হয়, কখন কখন অপর গাছে উঠিয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ জালের মত পরদায় থাকে বলিয়া কোষাতকী বলে। হিন্দু বৈদ্যেরা অপক্ক ফলের অল্প-গরম রস মাথাধরায় ব্যবহার করে। পক্ক ফলের রস বমনকারক, ইহা তিক্ত, মূত্রকর এবং প্লীহা বিবৃদ্ধি রোগে ব্যবহার হয় (Pharm. Ind.); পত্রের রস প্রাণীগণের ক্ষত রোগে এবং বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে বাহ্যিক প্রয়োগ হয়। ফলের শাঁস খাইলে Colocynthএর ন্যায় ভেদ ও বমন হয়। শুষ্ক ফল গুঁড়া করিয়া কামলা রোগে নস্য স্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

ঘোষালতার শিকড়, অনন্তমূল, জিরা ও চিনি সমপরিমাণ গণোরিয়া রোগে ব্যবহৃত হয়। (Fig. 273.)

274. L. aegyptiaca Mill. (ধুন্দুল)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., viii, t. 8; Wight, Ic., t. 499; Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., t. 447.

Ref.—F. B. I., ii. 614; Roxb., F. I., iii, 712; B. P., i. 520; Watt, v, Pt. I, 96; Prain, H. H., 216.

জন্মস্থান—ভারতে সর্ব্বত্র চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. ধুন্দুল; হি. ঘিয়াতরাই; তে. মুলীবার্ড।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও ফল।

বর্ণনা—লতানে উদ্ভিদ। পত্রের ব্যাস ৮ ইঞ্চি, ইহাতে ৫টী কোণ আছে, দাঁতযুক্ত। পুং পুষ্পের বোঁটা ৬ ইঞ্চি লম্বা। উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট লতা। পাপড়ী ৫টি ¾ ইঞ্চি লম্বা, পীতবর্ণ; পুংকেসর ৫টি; স্ত্রী পুষ্প আলাদা থাকে, যেমন ঝিঙা, লাউ প্রভৃতির থাকে। পুষ্পদণ্ড ১-৩ ইঞ্চি লম্বা। ফল ৫-১০ ইঞ্চি লম্বা, কখনও এক হস্ত লম্বা হয়, ইহাতে ১০টী শিরা আছে। বীজ ⅓-½ ইঞ্চি কৃষ্ণবর্ণ, অল্প পক্ষযুক্ত। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হইতে আরম্ভ হয়, শীতের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ বমনকারক; ইহা হইতে এক প্রকার তৈল উৎপন্ন হয়। (Fig. 274.)

Genus—BENINCASA Savi.

275. B. cerifera Savi (ছাঁচিকুমড়া)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., viii, t. 3 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t, 451.

Ref.—F. B. I., ii. 616 ; Roxb., F. I., iii. 718 , B. P., i. 521 ; Prain, H. H., 216.

জন্মস্থান—ইহার আদিম বাসস্থান জাপান ও যবদ্বীপ ; ভারতের সর্ব্বত্র চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর।

বিভিন্ন নাম—স. কুষ্মাণ্ড ; বা. ছাঁচিকুমড়া, বলিকুমড়া ; হি. ভুটুয়া ; তা. কুমুলি ; তে. বুদিদি গুম্মাদি।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, লতা।

বর্ণনা—আরোহী লতা। ডাঁটায় ও পাতায় সাদা লোম আছে। পত্রের ব্যাস ৪-৬ ইঞ্চি, বৃন্ত ৩-৪ ইঞ্চি। পুং পুষ্পদণ্ড ৩-৪ ইঞ্চি ; স্ত্রী পুষ্পদণ্ড ১-২ ইঞ্চি। বহির্ব্বাস সরু, করাতের মত দাঁতযুক্ত। ফুল হরিদ্রাবর্ণ। ফল ১-১½ ফুট লম্বা, গোলাকার ও লোমযুক্ত, পাকিলে ফলের গায়ে সাদা দাগ হয়। বীজ ½-⅙ ইঞ্চি। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছাঁচিকুমড়া স্নিগ্ধকর, বলকারক, পুষ্টিকর, মূত্রকর ও রক্ত উৎকাশের মহৌষধ। ফলের টাটকা রস সেবন করিলে ও ফলের একটু টুকরা কপালে দিলে আভ্যন্তরিক রক্তস্রাব নিবারিত হয়। আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা অপস্মার (epilepsy) ও অপানের স্নায়বিক মহৌষধ। ইহার টাটকা রস চিনির সহিত পান করিলে স্নায়বিক রোগ আরাম হয় (W. C. Dutt)।

কুমড়াবীজ কৃমিনাশক। বীজের তৈল ½ আউন্স পরিমাণ একবার কিংবা দুইবার ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে Taenia আরাম হয় (Ind. Pharm) ; টাটকা রস এক ঝিনুক পরিমাণ সেবন করিলে নূতন ক্ষয়কাশ রোগে উপকার পাওয়া যায় (Sur. Sakharam Arjun)।

রক্ষিত কুমড়া অর্শ, অজীর্ণ ও রক্তপিত্তনাশক। পক্ক ফলের রস বিরেচক এবং পারদাক্রান্ত শরীরের পক্ষে ইহা বড়ই হিতকর। রক্ষিত কুমড়া ক্ষয়রোগের পরিপোষক (Dutta) এবং প্রমেহ রোগে ব্যবহার করিলে কৃতকার্য্যতার সহিত আরোগ্য হয় (Watt)। অধিক পরিমাণে ভোজন করিলে শরীরে যে মত্ততা আসে, উহা নিবারণের জন্য কুমড়ার রস গুড়ের সহিত সেব্য।

কুমড়ার রস মধুযোগে সেবন করিলে উন্মাদ আরোগ্য হয়। পুরাতন গুড়, যবক্ষার, কুমড়ার রসের সহিত পান করিলে মূত্ররোধ বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং ইহা অশ্মরী রোগে হিতকর।

অল্প গরম জলের সহিত ইহার মূল চূর্ণ পান করিলে হাঁপানী নিবারণ হয়। বস্তিদেশে কুমড়ার বীজ প্রলেপ দিলে মূত্ররোধ নিবারণ হয় (ভাবপ্রকাশ)।

কুমড়া ছোট ছোট কাটিয়া মাটীর পাত্রে রাখিয়া উহাতে সরা ঢাকা দিয়া গোময় মিশ্রিত মাটি দিয়া প্রলেপ দিবে এবং কাপড় দিয়া বেশ বাঁধিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, অনন্তর ঐ পাত্রটী অল্প অগ্নিতে বসাইয়া সাবধানে জাল দিবে যেন কুমড়ার খণ্ডগুলি ভস্ম না হয়। কিছুক্ষণ বসাইবার পর পাত্রের মধ্যস্থ কুমড়া অঙ্গারে পরিণত হইবে। এই অঙ্গারচূর্ণ ৩ আনা মাত্রায় কিছু শুঁটচূর্ণ যোগে জলের সহিত পান করিলে যে কোন প্রকার শূল হউক না কেন উহা সত্বর আরাম হইবে। এইটী শূল রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

অর্দ্ধপোয়া কুমড়ার রসে অর্দ্ধসের ওজনের কুঁড়া পেষণ করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে সেবন করিলে বহুমূত্র আরাম হয়। (Fig. 275.)

Genus—BRYONIA Linn.

276. B laciniosa Linn. (মালা)

Fig.—Wight, Ic., t. 500 , Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 464.

Ref.—F. B. I., ii. 622 ; Roxb., F. I., iii. 728 ; B. P., i. 526 ; Prain, H. H., 218 ; Voigt, H. S., 55. আধুনিক নাম করণানুসারে ইহাকে Bryonopsis laciniosa Naud. বলা বিধেয়।

জন্মস্থান—হিমালয় হইতে সিংহল পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্র জন্মে; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে জঙ্গলের কিনারায় জন্মে, তবে সচরাচর দেখা যায় না।

বিভিন্ন নাম—বা. মালা; হি. গারগুনাড়ু; তে. লিঙ্গাদোনদা; বম্বে কাওয়ালি, তে. দোল।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র লতা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী আরোহী লতা, কখন কখন অধিক দিন থাকে। লতায় দুইভাগে বিভক্ত আঁকড়ী আছে। শিকড় স্থূল ও আলুর মত। কাণ্ড অতিশয় নরম ও সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, প্রশাখাগুলি লম্বা। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি, কিনারা করাতের ন্যায়। উপরিভাগ খসখসে। বৃন্ত ১-১½ ইঞ্চি। ফুল ফিকে পীতবর্ণ, ছোট গুচ্ছে ৬।৭টী থাকে, পত্রের গোড়া হইতে ফুল বাহির হয়। পুং পুষ্পের বোঁটা ১ ইঞ্চি অপেক্ষা কম, সূক্ষ্মলোমযুক্ত, স্ত্রী পুষ্প আরও ছোট। ফুলের পাপড়ী ৫টী। ফল ঈষৎ গোলাকার, ব্যাস ¾ ইঞ্চি সবুজবর্ণ, ইহাতে শ্বেতবর্ণ দাগ আছে। ফলের অগ্রভাগে পিয়ারার ন্যায় শুষ্ক ফুল লাগিয়া থাকে। এপ্রেল হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—গাছে ফল ধরিলে উহা সংগ্রহ করিতে হয়। ইহা তিক্ত, মৃদু বিরেচক এবং বলকারক (Dymock)। (Fig. 276).

Genus—CEPHALANDRA Schrad.

277. C. indica Naud. (তেলাকুচা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., viii, t. 14; Hook, Ic, Pl., t. 138; Wight, Ill., t. 105; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 462A.

Ref.—F. B. I., ii. 621; Roxb., F. I., iii. 708; Watt, ii, Pt. I, 252; B. P., i. 528; Prain, H. H., 217.

জন্মস্থান—ভারতবর্ষে এবং বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র জন্মে; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় জঙ্গলের কিনারায় ও বাগানের বেড়ায় দেখা যায়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. বা. তেলাকুচা; হি. বিম্ব।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, পত্রের রস। মাত্রা, মূল ও পাতার রস ১-২ তোলা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী লতা, আঁকড়ী আছে, গাছে জড়াইয়া উঠে। পত্রের ব্যাস ৪ ইঞ্চি, ৫টী কোণ আছে, দাঁতযুক্ত; বোঁটা ১ ইঞ্চি। পুং পুষ্পদণ্ড ১ ইঞ্চি, স্ত্রী পুষ্পদণ্ড প্রায় ½ ইঞ্চি, স্ত্রীকেশর লম্বা, পুং কেশর ৩টী থাকে। সুপক্ক ফল উজ্জ্বল লালবর্ণ, লম্বাকৃতি মসৃণ, ১-২ ইঞ্চি লম্বা, ½-১ ইঞ্চি চওড়া। ফলে শাঁস হয়, বীজ অনেক থাকে। শীতকাল ব্যতীত বৎসরের প্রায় সকল ঋতুতেই ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—দেশীয় কবিরাজেরা ইহার শিকড়ের সহিত অপরাপর ধাতুর ঔষধ যোগে বহুমূত্র রোগে প্রয়োগ করে (W. C. Dutt)। কঙ্কন দেশে তেলাকুচার শিকড়ের গুঁড়া ও পাতার রস, জ্বরে ঘর্ম্ম উৎপাদনের জন্য সমস্ত দেহে প্রলেপ রূপে দেয়। কাঁচা ফল চর্ব্বণ করিলে জিহ্বার ঘা আরাম হয় (Dymock)। শুষ্ক শিকড়ের ছাল প্রত্যেকবারে ৩০ গ্রেণ পরিমাণ সেবন করিলে দারুণ সর্দ্দি আরাম হয়। তেলাকুচার পত্র ঘৃতে ভাজিয়া ঘায়ে প্রয়োগ হয়।

কোন স্থানে ফোড়া উঠিলে ইহার পত্র ফোঁড়ায় বসাইয়া দিলে ফোড়া আরাম হয়। তেলাকুচার রস গনোরিয়া রোগে হিতকর। ইহা কফ, পাণ্ড, শোথ, জ্বর, শ্বাস ও কাশনাশক। ফল বাতনাশক।

একপ্রকার তেলাকুচা আছে উহাকে বাঙ্গালায় কুঁন্দরুকী বলে। তেলাকুচা তিক্ত, কুঁন্দরুকী মিষ্ট, ইহা রক্তপিত্ত ও শোথ নাশক এবং মলমূত্র শোধক। Moodeansherifl

বলেন যে দাক্ষিণাত্যে Caper rootএর স্থলে ইহার শিকড় বিক্রয় হয়। Ainslie বলেন দক্ষিণ ভারতে ইহার পাতার রস কোন জন্তুতে কামড়াইলে প্রয়োগ হয়। (Fig. 277.)

Genus—CITRULLUS Neck.

278. C. Colocynthis Schrad. (ইন্দ্রবারুণী, রাখালশসা)

Fig.—Wight Ic., t. 498; Bentl. & Trim., 114; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 460.

Ref.—F. B. I., ii, 620; Dymock, ii, 59; Roxb., F. I., iii, 719.

জন্মস্থান—ভারতের সকল স্থানে জন্মে, দক্ষিণ ভারতে ত্রিবাঙ্কোর নামক স্থানে এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে বনের কিনারায় ও রাস্তার ধারে দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা ও বর্দ্ধমান জেলায় স্থানে স্থানে পতিত জমিতে দেখা যায়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. বিশাল্য, ইন্দ্রবারুণী; বা. রাখালশসা; হি. ছোটী ইন্দ্রায়ন; তে. ইতি-পুক-কা; তা. পেয়কোমাটী; Eng. Bitter cucumber.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল ও শিকড়, সরস ১-২ তোলা; মূলচূর্ণ ৪-৮ আনা।

বর্ণনা—ইহা বনজ লতা, গাছের ডাঁটা এবং পত্র লোমযুক্ত। পত্র তরমুজ পত্রের ন্যায় খণ্ডিত ২-২½ ইঞ্চি এবং বোঁটা ১ ইঞ্চি; পত্রবৃন্তের নিকট হইতে ফল ও আকর্ষী বাহির হয়; ফুলের আকৃতি ঘণ্টার মত; উপরিভাগ ৫ অংশে বিভক্ত, ফুলের পাপড়ী ¼ ইঞ্চি ডিম্বাকৃতি, ফিকে পীতবর্ণ, গর্ভাশয়ে লোম আছে। ফল মসৃণ সবুজ এবং শ্বেতবর্ণ, বীজ ⅙-¼ ইঞ্চি; ফল গোলাকার, ব্যাস ২½-৩ ইঞ্চি। ফল দেখিতে তরমুজের ন্যায়, আকারে একটু ক্ষুদ্র। কাঁচা ফলের গায়ে ডোরা আছে। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকেরা ইহাকে তিক্ত, শ্লেষ্মাকর ও পিত্তপ্রকোপক বলেন; ইহা কোষ্ঠবদ্ধ, জ্বর ও কৃমিতে হিতকর। ইহার শিকড় কামলা রোগ নিবারক, উদরবৃদ্ধি, প্রস্রাবের রোগ ও বাতে হিতকর। ভারতবর্ষে ইহার শিকড় কিংবা ফল Nux vomica (কুচিলার) সহিত মিশাইয়া ফোড়ায় প্রলেপ দেয় ও পুলটিস স্বরূপ ব্যবহার করে।

ইহার শিকড় ও সমপরিমাণে পিপুল যোগে যে বটিকা প্রস্তুত হয় উহা বাতে হিতকর। ইহার শিকড়ের প্রলেপ বালকদিগের প্লীহা-বৃদ্ধিতে ব্যবহার হয়। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে Harzl বলেন; তাঁহাদের মতে ইহা অতিশয় বিরেচক ও শ্লেষ্মা রোগের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ। শোথ, কৃমি, কামলা ও শ্লীপদ রোগে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে ইহা বেশ হিতকর ও কার্য্যকরী ঔষধ।

জরায়ুর উপর ইহার কার্য্য অধিক, ইহার স্বেদপ্রদান করিলে ঋতুস্রাব আনয়ন করে। ইন্দ্রবারুণীর বীজ বিরেচক; বীজের তৈল ব্যবহার করিলে চুল পাকে না। ইহার শিকড়ের পুলটিস দিলে স্ত্রীলোকদিগের ঠুন্‌কো আরাম হয়।

ইন্দ্রবারুণিকা বীজ তৈলেনাভ্যঞ্জমাচরেৎ।
প্রত্যহংস্তেন কালাগ্নিসন্নিভাকুন্তলা অলম্‌॥ শার্ঙ্গধর

কবিরাজী জ্বরঘ্ন গুটিকা ইন্দ্রবারুণীর শিকড় যোগে প্রস্তুত হয়। পারদ, ১ ভাগ, ইহার শাঁস, এলাচ, পিপুল, হরিতকী, Pellitory root (আকরকরা মূল) প্রত্যেক ৪ ভাগ—এইগুলি ইহার রসে বাটিয়া ২০ গ্রেণ পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। এই বটিকা টাটকা গোলঞ্চের রসের সহিত মিশাইয়া পান করিলে পেটের পীড়া ও জ্বর আরাম হয়। (Fig. 278.)

279. C. vulgaris Schrad. (তরমুজ)

Fig.—Hook., Kew Journ. Bot., iii, t. 3; Kirtikar & Basu, Ind. Mad. Pl., t. 461.

Ref.—F. B. I., ii, 621; Roxb., F. I., iii, 719; Watt, ii, Pt. I, 252; B. P., i. 523; Dymock, ii, 63.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. তরমুজ, তা. পিকা-পুল্লাম।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, ফল।

বর্ণনা—লতানে উদ্ভিদ, ক্ষেত্রে লতাইয়া বৃদ্ধি পায়। লতা শিরাযুক্ত; আঁকড়ী শক্ত এবং নরম লোমাবৃত। বোঁটা ২ ইঞ্চি, পত্র ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা ২-৩ ইঞ্চি বিস্তৃত, হস্তাঙ্গুলিবৎ পত্র গোড়ার দিক হৃৎপিণ্ডাকার। ফুল এক একটী জন্মে। পুং কেশর ৩টী। স্ত্রীপুষ্প গর্ভাশয়ের সহিত মিলিত ও গোলাকার। ফল বড় গোলাকার, গাঢ় সবুজবর্ণ। শাঁস শ্বেতবর্ণ, ঈষৎ পীত ও লালবর্ণ, কখন বা গাঢ় লালবর্ণ হয়। বীজ চেপ্টা, সবগুলি সমান নহে। লাল অথবা কৃষ্ণবর্ণের হয়। গ্রীষ্মকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ স্নিগ্ধকর, মূত্রকর ও শক্তিবর্দ্ধক। ইহার রস জিরা এবং চিনি দিয়া খাইলে শরীর স্নিগ্ধ হয় ও পিপাসা নিবারিত হয় (Dymock), তরমুজের রস সান্নিপাতিক (Typhus) জ্বরের প্রতিষেধক। তিক্ত তরমুজকে সিন্ধুদেশে kirbut বলে, ইহা বিরেচক (Watt)। তরমুজের আর এক জাতি আছে, ইহাকে C. fistulosus Steeks বলে;

ইহার ডাঁটা মোটা, পত্র কয়েক অংশে বিভক্ত ; ইহার শক্ত লোম আছে, ইংরাজিতে ইহাকে water-melon বলে। ইহা পাঞ্জাবে জন্মে, তথায় এপ্রিল হইতে অক্টোবর মাসে চাষ হয় (Watt)।

Genus—CUCUMIS Linn.

280. C. Melo Linn. (কাঁকুড়, ফুটী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 457B.

Ref.—F. B. I., ii. 620 ; Roxb., F. I., iii, 220 ; B. P., i. 522 ; Prain, H. H., 217 ; Voigt, H. S., 58.

জন্মস্থান—ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র চাষ হয় ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়ায় চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. ষড়ভূজা ; বা. কাঁকুড়, ফুটী, খরমুজা ; হি. খরমুজা ; Eng. Melon.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও মূল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী লতা, জমিতে লতাইয়া বৃদ্ধি পায়। পত্র গোলাকার কোণযুক্ত। উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট গাছ। পুংপুষ্প-বিস্তৃত কেসরগুলি ফুলের ভিতর হয়। স্ত্রীপুষ্প ফল সমেত হয়। ফল গোলাকার ও লম্বা, উভয় দিক ক্রমশঃ সরু। ফলের গায়ে ৮-১২টী শিরা আছে। ফল পাকিলে হরিদ্রাবর্ণ হয় ও আপনি ফাটিয়া যায়। বীজ চেপ্টা। খরমুজা জাতীয় গাছকে বাঙ্গালায় কাঁকুড় অথবা ফুটী বলে। বাঙ্গালার বহুস্থানে বিশেষতঃ নদীর ধারে চাষ হয়। ফল চৈত্রমাসে হয় এবং বৈশাখের প্রথমে পরিপক হয়। ইহা কচি অবস্থায় কাঁচা খাওয়া যায় অথবা রন্ধন করিয়া খায়। ইহার আর এক জাতির বাঙ্গালায় চাষ হয়, উহাকে C. utilissimus অথবা গোমুখ বলে। এই গাছ বর্ষায় চাষ হয়, কাঁচা ফল তিক্ত, পাকিলে ফুটীর মত খায়। লক্ষ্নৌ দেশে যে খরমুজা জন্মে উহার সংস্কৃত নাম চিভিট। বঙ্গদেশীয় কাঁকুড়কে সংস্কৃতে এর্ব্বারু বলে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ শান্তিকর ও মূত্রকর, ইহা খাইলে প্রস্রাব সরল হয়। ফল ধারক, অম্লরোগে ব্যবহার হয়। ইহার বীজের তৈল বড় পুষ্টিকর (Watt) এবং শিকড় বিরেচক। ইহার ৬০ গ্রেণ পরিমাণ বীজ বাটিয়া জল ও সৈন্ধব লবণ যোগে পান করিলে মূত্ররোধ ও প্রস্রাবের দারুণ জ্বালা নিবারিত হয় (U. C. Dutt)। কিসমিসের কাথের সহিত কাঁকুড় বীজ পেষণ করিয়া পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র আরাম হয় (চরক)। ইহার বীজের তৈল মূত্ররোধ শোধক (সুশ্রুত)। (Fig. 280.)

281. C. sativa Linn. (শশা)

Fig.—Roxb., Hort. Mal., viii, t. 6, Royle, Ill., t. 47; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 459.

Ref.—F. B. I., ii. 620, Roxb., F. I., iii. 720; Watt, ii., Pt. ii, 632; B. P., i, 523; Prain, H. H., 217.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র চাষ হয়, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়ায় চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. এপুস; বা. শশা; হি. খিরা; তে. ডজাকাইয়া; তা. মুহীবেল্লি।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, ফল ও পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী লতা, শক্ত লোমযুক্ত, বহুস্থানে চাষ হয়। আঁকড়ী একটা একটা জন্মে। পত্রের ব্যাস ৩-৫ ইঞ্চি, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ৫টা কোণবিশিষ্ট, পত্রের ডাঁটা ২-৩ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের পাপড়ী ½ ইঞ্চি। স্ত্রীপুষ্প পীতবর্ণ, ফলসমেত বাহির হয়, ফল এক একটী পৃথক্ পৃথক্ জন্মে, বোঁটা ছোট। পুংপুষ্প নলযুক্ত ও ৫ ভাগে বিভক্ত, ইহার পুংকেশরগুলি ফুলের ভিতর থাকে। ফল সাধারণতঃ লম্বাকৃতি ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা, ১½ ইঞ্চি মোটা, সূক্ষ্মলোমযুক্ত, ফলের গায়ে কাঁটা আছে, উহার মুখগুলি কৃষ্ণবর্ণ। ফল ফিকে সবুজবর্ণ অথবা শ্বেতবর্ণ। ফলে বীজ অনেক আছে, উহা মসৃণ, শ্বেতবর্ণ, লম্বা ও চেপ্টা, উভয়দিক ক্রমশঃ সরু। ভাদ্র মাসে মাচায় যে শশা হয় উহাকে ভাদুরে শশা, আর চৈত্র মাসে জমিতে চাষ হইয়া যে শশা জন্মে উহাকে ক্ষিতি শশা বলে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ মূত্রকর। ইহার পত্র জিরার সহিত সিদ্ধ করিয়া এবং ভাজিয়া গুড়ের সহিত খাইলে গলার ঘায়ে উপকার হয়। শশা-বীজের তৈল মূত্ররোধ নাশক। (Fig. 281.)

Genus—CUCURBITA Linn.

282. C. maxima Duch. (মিঠাকুমড়া)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 462B.

Ref.—F. B. I., ii. 622, B. P., i. 524; Wall Cat., 6720; Prain, H. H., 217.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ; বাঙ্গালায় হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাকুড়া, মুর্শিদাবাদ ২৪-পরগনা প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. মিঠাকুমড়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী লতা। পত্রের ব্যাস ৪-৬ ইঞ্চি, শক্ত লোমযুক্ত এবং নরু লোম আছে। আঁকড়ী ২-৪টী হয়। পত্র ৫ ভাগে বিভক্ত। বৃন্ত পত্রের দৈর্ঘ্যের সমান। ফুল এক একটী হয়, হরিদ্রাবর্ণ। পুংকেসর ৩টী, ফলের ভিতর থাকে। স্ত্রীপুষ্পদণ্ড ১½ ইঞ্চি, ইহার বোঁটা অতিশয় মোটা ও শক্ত। এক বোঁটায় একটী ফল ধরে। ফলে হরিদ্রাবর্ণ শাঁস আছে। বীজ লম্বাকৃতি, চেপ্টা ½ ইঞ্চি লম্বা এবং ⅙ ইঞ্চি চওড়া ধূসরবর্ণ বা শ্বেতবর্ণ। এই কুমড়া বাটীর সন্নিহিত স্থানে মাচায় অথবা ভারায় জন্মে। মার্চ্চ হইতে জুন মাসে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ অনেক ঔষধে ব্যবহার হয়। বীজের তৈল স্নায়বিক রোগে হিতকর। কুমড়ার শাঁস পুলটিসে ব্যবহার হয় (Watt)। পাকা ফলের বোঁটা শুষ্ক করিয়া জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে, সকল রকম বিষাক্ত পোকার বিষ নষ্ট হয় (Watt)। (Fig. 282.)

283. C. pepo DC. (কুমড়া, ক্ষেতকুমড়া)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 463

Ref.—F. B. I., ii. 622; Roxb., F. I., iii. 718; B. P., i. 528, Prain, H. H., 217.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র চাষ হয়; বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলার জমিতে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. কুমড়া, হি. সফেদ কুমড়া; তে. বুদ্দেদগুম্মাদী।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী লতা; পত্রের ব্যাস ৪-৬ ইঞ্চি, শক্ত ও নরম লোমাবৃত। বোঁটা পাতার সমান লম্বা। পুং পুষ্পের ডাঁটা ৪ ইঞ্চি, স্ত্রী পুষ্পদণ্ড ১½ ইঞ্চি। ফল ও বীজ মাচার কুমড়ার ন্যায়। ইহার আর এক জাতি আছে উহাকে C. moschata Duch. বলে (F. B. I., ii, 622; B. P., i, 524; Prain, H. H., 218)। ইহার বাঙ্গালা নাম ক্ষেতকুমড়া। শীতের পর হইতে ফুল হয় ও গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ কৃমিনাশক। কোন স্থান অগ্নিতে দগ্ধ হইলে পাতার রস লাগাইলে আরাম হয় (Atkinson)। (Fig. 283.)

Genus—MOMORDICA Linn.

284. M. cochinchinensis Spreng. (কাঁকরোল)

Fig.—Bot. Mag., 5145; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 455A.

Ref.—F. B. I., ii. 618; Roxb., F. I., iii. 709; B. P., i. 532. Prain, H. H., 217; Voigt, H. S., 56.

জন্মস্থান—পূর্ব্ববঙ্গ, চট্টগ্রাম, রংপুর, কুচবিহার, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার জঙ্গলে জন্মে ও কোন কোন স্থানে চাষ হয়। টেনাসরিম; দাক্ষিণাত্য।

বিভিন্ন নাম—স. কর্কটকী; বা. কাঁকবোল, খিকরোসা।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও শিকড়।

বর্ণনা—বর্ষজীবী লতা। পত্রের ব্যাস ৪-৫ ইঞ্চি; হৃৎপিণ্ড ডিম্বাকৃতি পত্র সাধারণতঃ ৩ অংশে বিভক্ত, কোমল লোমযুক্ত, কিনারা দাঁতযুক্ত। পুংপুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়। পুংপুষ্পবৃন্ত ২-৬ ইঞ্চি, পাপড়ী ১-২ ইঞ্চি লম্বা, শ্বেত ও পীতবর্ণের দাগ আছে। স্ত্রীপুষ্পদণ্ড ১-২ ইঞ্চি। ফল ৪-৫ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, উজ্জ্বল লালবর্ণ শাঁসযুক্ত, অগ্রভাগ মোচার ন্যায়। গায়ে কাঁটা আছে, এগুলি ⅛ ইঞ্চি উচ্চ। বীজ ⅜-⅝ ইঞ্চি লম্বা এবং ¼ ইঞ্চি সরু, চেপ্টা, ফিকে কৃষ্ণবর্ণ; কিনারা ঢেউ খেলান। বঙ্গদেশে ইহাকে খিকবোসা বলে। জঙ্গলে ও দামোদর নদীর ধারে পতিত স্থানে প্রচুর জন্মে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজের শাঁস ভাজিয়া খায়, ইহা সর্দ্দি ও বক্ষ-বেদনায় হিতকর। স্ত্রীলোকেরা প্রসব হইলে যে ঝাল খায় ইহার বীজের গুঁড়া তাহার একটী উপকরণ; কখন কখন ইহার সহিত মাখন মিশ্রিত করিয়া ব্যবহৃত হয়। কথিত আছে, এই ঝাল ব্যবহারে শরীরের বেদনা ও অপরাপর গ্লানি দূর হয়। ইহার শিকড়ের প্রলেপ মাথায় দিলে কেশ পতন বন্ধ হয় ও কেশ বাড়িয়া উঠে। (Fig. 284.)

285. M. charantia Linn. (করলা)

Fig.—Bot. Reg., t. 980; Rheede, Hort. Mal., viii, t. 9010; Bot. Mag., t. 2455.

Ref.—F. B. I., ii. 616, Roxb., F. I., iii. 707; Watt, v, Pt. I, 256, B. P., i. 521; Prain, H. H., 216.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়, বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. কারবেল্ল, সুষবী, বা. করলা, উচ্ছে, হি. করেলা, তা. কাকড়াচেট্র; তে. পাবাকাচেদী; Eng. Bitter gourd.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, লতা, পত্র ও মূল। মাত্রা, সরস পত্র ১-২ তোলা, বমনার্থে ১০ তোলা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী লতা, আঁকড়ী এক একটী হয়। পত্রের ব্যাস ১-৩ ইঞ্চি, গোলাকার লোমযুক্ত, মসৃণ; গোড়ার দিক কর্ত্তিত, অনেকগুলি অসমান অংশে বিভক্ত। পুংপুষ্পদণ্ডে একটী একটী গোলাকার ফুল হয়; পাপড়ী ⅓-½ ইঞ্চি, পীতবর্ণ। স্ত্রীপুষ্পদণ্ড ২-৪ ইঞ্চি অবনত। ফল ১-৩ ইঞ্চি কখনও ৬-৭ ইঞ্চি হয়, ফলের মধ্যস্থল মোটা—উভয়দিক ক্রমশ সরু। ফলের গায়ে অনেক অর্ব্বুদের ন্যায় কাঁটা আছে উহা দেখিতে ত্রিকোণাকার। বীজ ½ ইঞ্চি, চেপ্টা, কিনারা ঢেউ খেলান, চিত্র-বিচিত্র করা। প্রায় সারা বৎসরই ফুল ও ফল হয়।

করলার আরও একজাতি আছে, উহাকে ছোট উচ্ছে বলে, ইহা বঙ্গদেশে বহু পরিমাণে চাষ হয়; এবং অপর একজাতি আছে, উহাকে বন উচ্ছে বলে, ইহার চাষ হয় না, বনের ধারে আপনা আপনি বীজ পড়িয়া গাছ হয় ও ফল ধরে, এই উচ্ছে কম তিক্ত। এই ত্রিবিধ উচ্ছে গাছের গুণের বিশেষ প্রভেদ নাই, কেবল ফলের পার্থক্য আছে। শেষোক্ত দুই প্রকার গাছের লাটিন বা বৈজ্ঞানিক নাম M. charantia var. muricata (Voigt, 56, Prain, H. H., 217)।

ঔষধার্থে ব্যবহার—করলা বলকারক, পরিপাক যন্ত্রের রোগ নাশক, বাত, গেঁটেবাত, প্লীহা ও যকৃতের পক্ষে হিতকর এবং কৃমিনাশক। পাতার রস ½ পোয়া, দারুচিনি, এলাচ প্রভৃতির সহিত মিশাইয়া বমনকারক ও বিরেচক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। পায়ের তলা জ্বালা করিলে উচ্ছে পাতার রস দিলে আরাম হয়। উচ্ছে পাতা গোলমরিচের সহিত ঘষিয়া চক্ষুর চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে রাতকানা আরাম হয় (Dymock)। উচ্ছে ও উচ্ছে পাতা কৃমিনাশক এবং অর্শ, কুষ্ঠ ও কামলা রোগে হিতকর। ইহার শিকড় রক্তস্রাবনাশক সংকোচক। পত্রের টাটকা রস মৃদুবিরেচক, ইহা বালকদিগকে জোলাপের স্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে। উচ্ছে পাতার রস জ্বর নাশক (Watt)।

ঋতুনাশ রোগে ইহার পাতার রস খাইলে ঋতুস্রাব আনয়ন করে (Watt)।

বসন্তরোগে হরিদ্রাচূর্ণের সহিত উচ্ছে পাতার রস পান করিবে। ইহা হাম বসন্ত ও বিস্ফোটক প্রশমক (চক্রদত্ত)।

উচ্ছে পাতার কাথ তিল তৈল যোগে পান করিলে ওলাউঠা নিবারণ হয় (ভাবপ্রকাশ)। (Fig. 285.)

286. M. dioica Roxb. (ধারকরলা)

Fig.—Wight, Ic., t. 505 & 506; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 454.

Ref.—F. B. I., ii, 617; Roxb., F. I., iii. 709; B. P., i. 521; Prain, H. H., 217; Voigt, H. S., 56.

জন্মস্থান—বাঙ্গালার অনেক স্থানে চাষ হয়, দাক্ষিণাত্যে প্রচুর জন্মে। হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান জেলায় চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. ধারকরলা, ঘি-করলা ; হি. ধারকরলা ; তা. পাম্বুপেথল-কালুজ ; তে. অঙ্গকোরা।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী লতা ; শিকড় আলুর মত, থাঁকড়ী আছে, ডাঁটা চেপ্টা, উজ্জ্বল, পাতা ছোট বড় হয়। পত্র ২·৬ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, ৩-৫টী অংশে বিভক্ত, কিনারা কর্ত্তিত। বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি কোমল লোমযুক্ত। ফুল ফিকে পীতবর্ণ। এক একটী হয়, বোঁটা ২ ইঞ্চি কোমল লোমযুক্ত। পুংপুষ্পের নীচে কচি পাতাগুলি ইহাকে ঘেরিয়া থাকে। ফুলের পাপড়ী ½-১ ইঞ্চি লম্বা, শক্ত লোমযুক্ত। ফল ২ ইঞ্চি লম্বা ও ডিম্বাকৃতি, পাকিলে ফাটিয়া যায়। বীজ ½-১ ইঞ্চি চেপ্টা, শাঁস লালবর্ণ, ফল খাইতে তিক্ত। যেগুলি চাষ হয় সেগুলি কম তিক্ত, তরকারীতে ব্যবহার হয়। বাঙ্গালায় ইহাকে কেহ কেহ ঘি-করলা বলে। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—করলা গাছ, নারিকেল, মরিচ, রক্তচন্দন এবং অপরাপর মসলা যোগে মাথায় প্রলেপ দিলে মাথাধরা আরাম হয় (Rheede)। ইহার শিকড় রক্ত অর্শে ও পেটবেদনায় ব্যবহার হয়, মাত্রা ৩০ গ্রেণ। শুষ্কগাছের গুঁড়া অথবা শুষ্ক ফলের শাঁস নাকে দিলে সর্দ্দি বাহির হয়। পুংগাছের শিকড় সর্পাঘাত জনিত ঘা আরাম করে।

অপক্ক ফলের তরকারী রোগীর পক্ষে মুখরোচক। (Fig. 256)

Genus---MUKIA Arn

287. M. scabrela Arn. (আগমুখী)

Fig—Wight, Ic., t 501 , Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 465.

Ref.—F. B. I , ii, 623 ; Roxb., F. I., iii, 724 ; B. P., i. 525.

জন্মস্থান—ভারতের সকল স্থানে, এবং বাঙ্গালা দেশে হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে প্রায়ই দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. আগমুখী, গোয়ালকাঁকড়ী ; হি. বিলারী ; তে. পুত্রীবুদিজ।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—লতানে গাছ, ডাঁটা অবনত ও শক্ত লোমযুক্ত। পত্র ২-৩ ইঞ্চি, করাতের ন্যায় বোঁটা ছোট, কখন ১ ইঞ্চি হয়। ফুল ⅛-⅙ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট পীতবর্ণ। ফল ⅙-½ ইঞ্চি, উজ্জ্বল লালবর্ণ। বীজ ঘনসন্নিবদ্ধ, চেপ্টা। ফুল বৎসরের সকল সময়েই হয়। শীতের পারম্ভে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজের কাথ ঘর্ম্মকর। শিকড়ের কাথ, পেটফাঁপা ও দাঁতের বেদনা নিবারক (Atkinson)। লতার ডগা এবং কচি পাতা মৃদুবিরেচক এবং কপালের বেদনা ও বিবমিষায় ব্যবহৃত হয় (Watt)। ইহার পাতার রস গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের গর্ভকালীন শোথ রোগে ব্যবহার হয়। (Fig. 287.)

Genus—ZEHNERIA Endl.

288. Z. umbellata Thw. (কুদারী)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., viii, t. 26 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 466B.

Ref.—F. B. I., ii. 625 ; Roxb., F. I., iii. 710, Watt, vi, Pt. IV, 355, B. P., i. 525 ; Dymock, ii, 90. আধুনিক নামকরণানুসারে এই লতাকে Melothria heterophylla Cogn বলা বিধেয়।

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় বন জঙ্গলের ধারে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. কুদারী, বিলাবী, হি. তাবালী, তে. তিদান্দা।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল ও পত্র।

বর্ণনা—ডাঁটায় চিক্কণ লোম আছে। পত্রের অংশগুলি অতিশয় লম্বা, বোঁটা ছোট, পত্রের বৃহৎ অংশটী ১-৬ ইঞ্চি, সরু, ত্রিকোণাকার, গোড়ার দিক হৃৎপিণ্ডাকৃতি। দেখিতে হস্তাঙ্গুলিবৎ। উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট লতা। পুংপুষ্পদণ্ড ২-৪ ইঞ্চি এবং স্ত্রীপুষ্প ছোট বোঁটায় এক একটী থাকে। ফল উজ্জ্বল লালবর্ণ ও লম্বাকৃতি, ফলের পশ্চাৎ ভাগ ক্রমশ সরু। ফলে বীজ প্রায় ১২টী থাকে, কখনও ২ ৬টী থাকে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল হয়, ফল পাকিতে দুইমাস লাগে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড়ের রস, জিরা, চিনি ও দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া, কঙ্কনদেশে বসন্ত ও মেহ রোগে ব্যবহার করে। কোন স্থানে ভেলার রস লাগিয়া ফুলিয়া উঠিলে ইহার পাতার রস দিলে শীঘ্র উপকার হয় (Dymock)। (Fig. 288.)

LII. CACTEAE

Genus—OPUNTIA Tourn, ex Mill.

289. O. Dillenii Hav. (ফনিমনসা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 469B.

Ref.—F. B. I., ii. 657 ; Roxb., F. I., ii. 475 ; B. P., i, 531 ; Prain, H. H., 218.

জন্মস্থান—আমেরিকা দেশীয় গাছ; ভারতের সর্ব্বত্র দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান জেলায় পতিত জমিতে জন্মায় অথবা বাগানের বেড়ায় রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. নাগফণা, ফনিমনসা, হি. নাগফনি, তে. নাগদালি; তা. নাগফালী।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল ও পত্র, রস।

বর্ণনা—কাঁটাযুক্ত গুল্ম। ইহার কাণ্ড চেপ্টা ও ইহাতেই পত্রের কাজ হয়। সারা গায়ে সরু সরু কাঁটা আছে। গাছের পাতা নাই। ফুল এক একটী হয়, উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট; দেখিতে ছোট পদ্মফুলের ন্যায় ও শ্বেতবর্ণ। পাপড়ী এক একটী যুক্ত; ইহা ফুলের গোড়ায় সংলগ্ন। ফল শাঁস যুক্ত, বীজ অনেক থাকে। আমেরিকা দেশে এক হাজারের অধিক ফনিমনসা জাতীয় গাছ আছে। বর্ষার সময় ইহার ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ভারতীয় লেখকগণ ও পোর্টুগীজেরা ইহার ফল উৎকাশী ও হাঁপানী নিবারক বলিয়া প্রশংসা করেন। ফলের সিরাপ ১ চামচ করিয়া দিবসে ৩।৪ বার সেবন করিলে দারুণ সর্দ্দি কাশী আরাম হয়। গর্ভকালীন হাঁপানীতে যখন অপর ঔষধে ফল হয় না তখন ইহার রস সন্ধ্যাকালে সেবন করিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উৎকাশী আরাম হইয়া যায়; কয়েকটী রোগীকে ব্যবহার করিতে দিয়া বিশেষ ফল হইয়াছে (Dymock)। ইহার পাতা ছেঁচিয়া পুলটিস দিলে আরক্ত স্থানের উত্তাপ কমিয়া যায় (Ainslie)। ইহার দুগ্ধের মত আঠা ১০ ফোঁটা চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কোষ্ঠবদ্ধ আরাম হয়। ফল খাইলে প্রস্রাব রক্তবর্ণ হয়। (Fig. 289.)

LIII. FICOIDEAE

Genus—TRIANTHEMA Linn.

290. T. monogyna Linn. (সাবুনী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 470; Wight, Ic., t. 228.

Ref.—F. B. I., ii. 660; Roxb., F. I., ii. 445; B. P., i. 533; Prain, H H., 218. আধুনিক নামকরণ অনুসারে ইহাকে Trianthema portulacastrum Linn. বলা বিধেয়।

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, পূর্ব্ব এবং পশ্চিমবঙ্গ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা; পতিত জমি ও বাগানের জমিতে সাধারণত জন্মে। ইহা আসলে গ্রীষ্মপ্রধান আমেরিকা দেশের আদিমবাসী।

বিভিন্ন নাম—বা. সাবুনী, গাদাবনী; তা. শারুন্নাই; তে. ধেলিজেহরু।

32—1034B

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল ও পত্র।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী গুল্মজাতীয় ভূলুণ্ঠিত লতা; ডাঁটা বক্র ও লোমাচ্ছাদিত। পত্র গাছের বিপরীত দিকে হয়, অসমান, উপরের পত্র ¾-১ ইঞ্চি নিম্নের পত্র ⅛-½ ইঞ্চি, পত্রের মাথার দিক মোটা ও গোলাকার, বোঁটার দিক ক্রমশ সরু। বহির্ব্বাস মোটা, পুংকেসর ১০-১২টী। বীজকোষ ছোট এবং শাখায় লুক্কায়িত। ফলে বীজ ৮টী থাকে, দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়। অনেকে ইহা শ্বেত পুনর্ণবা বলিয়া ব্যবহার করেন।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় তিক্ত, খাইলে বমন উৎপাদন করে। ইহা আদার সহিত গুঁড়া করিয়া ব্যবহার করিলে সর্দ্দি নাশ হয়। টাট্‌কা খাইতে মিষ্ট (Ainslie)। (Fig. 290.)

Genus—MOLLUGO Linn,

291. M. spergula Linn. (গীমাশাক)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i. t. 24; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 474.

Ref.—F. B. I., ii, 662, Roxb., F. I., ii. 360; B. P., i. 533; Prain, H. H., 219.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সকল স্থানে পুকুরের কিনারায় জন্মে।

বিভিন্ন নাম—স. গ্রীষ্মসুন্দরক; বা. গীমাশাক; হি. গিমা; তা. কচ্ছনখারাই; তে. চয়াস্তারাশিয়াকু।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ, মাত্রা রস ১-২ তোলা।

বর্ণনা—চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত পত্রময় বর্ষজীবী উদ্ভিদ। পত্র ½-১ ইঞ্চি, সাধারণতঃ ডাঁটার চারিদিকে বিস্তৃত, লম্বাকৃতি। বোঁটা ⅙ ইঞ্চি। পাপড়ী ⅙-½ ইঞ্চি লম্বা, পুংকেসর ৫-১০টী। বীজাধারে বীজ অনেক থাকে, দেখিতে গোলাকৃতি। Mollugo hirta Thunb. নামে আর এক জাতীয় শাক আছে, ইহার নির্দ্দিষ্ট বাঙ্গালা নাম নাই, কেহ কেহ ইহাকে কাকড়িমে বলে। উভয় প্রকার শাকের ফুল শ্বেতবর্ণ। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা ধারক, অম্ল রোগ নিবারক ও বিষ দোষ নাশক। প্রসবান্তিক স্রাব বন্ধ হইলে এই শাক খাইলে স্রাব নির্গত হইয়া যায় (Ainslie)।

ইহার রস রেড়ির তৈলের সহিত কানে দিলে কান বেদনা আরাম হয়। পাদুকোটা নামক স্থানে ইহার রস এবং M. hirtaর রস চর্ম্মরোগ নিবারক বলিয়া ব্যবহার করে (Dymock, Pharm. Ind., ii, 103)। (Fig. 291.)

LIV. UMBELLIFEREAE

Genus—HYDROCOTYLE (Tourn.) Linn.

292. H. asiatica Linn. (থুলকুড়ি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., t. 46; Wight, Ic., t. 565.

Ref.—F. B. I., ii. 669; Roxb., F. I., ii. 88; B. P., i. 535; Dymock, ii, 107; Prain, B. H., 219.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ ও দক্ষিণ ভারত; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় পুকুরের কিনারায় ও আদ্র স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—স. মণ্ডুকপর্ণী; বা. থুলকুড়ি, হি. ব্রহ্মমণ্ডুকী; তা. বাল্লরীকিরি; তে মণ্ডুকব্রাহ্মী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র; মাত্রা, পত্র রস, ১-২ তোলা, মূলচূর্ণ ½-২ আনা।

বর্ণনা—ভূলুণ্ঠিত লতা, বর্ষজীবী, কখন কখন ২-৩ বৎসর থাকে। পত্র ½-২½ ইঞ্চি, কাণ্ডের দুইদিকে বাহির হয়। পত্র দেখিতে অনেকটা পটল পত্রের ন্যায় কিন্তু আকারে একটু ছোট, পত্রের অগ্রভাগ গোলাকার। পুষ্পদণ্ড ⅛ ইঞ্চি। ফুলের বোঁটা ছোট, সাধারণতঃ ৩টী একত্রে হয়। পুষ্প ক্ষুদ্র, ঈষৎ নীলের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ অথবা লালবর্ণ। ফল ⅙-⅛ ইঞ্চি, শক্ত পুরু। বীজকোষ লম্বা, বক্র, অল্প চেপ্টা। ফুল বসন্তকালে হয় এবং ফল গ্রীষ্মকালে জন্মে। ডাঁটা হইতে শিকড় বাহির হয়।

থুলকুড়ির পত্র ব্রাহ্মীর ন্যায় মাটীতে লুণ্ঠিত থাকে ও গ্রন্থি হইতে মূল নির্গত হয়; কিন্তু তফাৎ এই যে ইহার পত্র গোল, কতক পরিমাণে ঠোঙার ন্যায়, একপ্রকার গন্ধবিশিষ্ট ও খাইতে তিক্ত। আর একপ্রকার থুলকুড়ি আছে তাহাও অনেকটা ব্রাহ্মীর মত ইহার পত্র ব্রাহ্মী অপেক্ষা ছোট ও গোল, পাতাগুলি চেরা, ইহার বোঁটা থুলকুড়ি অপেক্ষা লম্বা, কিন্তু সরু, পত্রের স্বাদ কষায় ও মিষ্ট।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বালকদিগের পেটের অসুখে এবং জ্বরে পাতার কাথ ব্যবহার হয়। কোন স্থানে আঘাত লাগিলে অথবা থেতলাইয়া যাইলে ইহার পাতার রস দেয় (Ainslie)।

থুলকুড়ির ৩টী কিংবা ৪টী পাতা ছেঁচিয়া, জিরা ও চিনির সহিত নাভিদেশে প্রলেপ দিলে অথবা ইহার রস খাইলে রক্ত আমাশয় ও উদরাময় আরাম হয় (Dymock)। ইহার পত্র মূত্রকর ও কুষ্ঠরোগে হিতকর। ইহার পত্র উপদংশ ও চর্ম্মরোগে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয় (Dymock)।

ভারতের কোন কোন স্থানের লোকে ইহার পত্র গুঁড়া করিয়া, স্মরণশক্তি বৃদ্ধির জন্য দুগ্ধের সহিত পান করিতে উপদেশ দেন। ইহা অতিশয় বলকারক। গাছের গুঁড়া পরিপাক যন্ত্রের দোষ ও মূত্রের দোষ নিবারক, মাত্রা ১০ গ্রেণ পরিমাণ দিবসে ৩ বার সেব্য। থুলকুড়ি বহু পরিমাণ ব্যবহার করিলে মাথা ধরা ও অবসাদ আনয়ন করে। (উদর বৃদ্ধিরোগে (উদরী) থুলকুড়ির রস কিংবা জলে সিদ্ধ কাথ, অল্প লবণ দিয়া পান করিলে উক্ত রোগ সারিয়া যায়। অন্নাহার বন্ধ রাখিতে হইবে এবং পিপাসা পাইলে জল পান না করিয়া থুলকুড়ির রস পান করিবে।

পিষ্ট থুলকুড়ির বিল্বফলাকার পিণ্ড দুগ্ধের সহিত দশ রাত্র পান করিলে মেধা ও আয়ুবৃদ্ধি হয়। ইহা নূতন ও পুরাতন পারদঘটিত রোগ, শোথ, কুষ্ঠ ও অপরাপর চর্ম্মরোগ, গলগণ্ড, ফোড়া ও পুরাতন বাতরোগে স্রাব নিবারণ করিয়া রোগ আরাম করিয়া দেয়। থুলকুড়ি কাথ স্ত্রীলোকদের অনিয়মিত ঋতুরোগে ফলপ্রদ ঔষধ। কুষ্ঠ, গলগণ্ড এবং পারদজনিত প্রদাহে ও ক্ষতে ইহার গুঁড়া ৩-৫ গ্রেণ মাত্রায় দিবসে ৩ বার ব্যবহার্য্য। গুঁড়া ক্ষত স্থানে কিংবা টাটকা পাতা পুলটিস দিতে হয়। ইহার প্রয়োগে কুষ্ঠরোগী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অনেকটা আরোগ্য লাভ করে। (Fig. 292.)

Genus—CUMINUM (Tourn) Linn.

293. C. cyminum Linn. (জিরা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 485A.

Ref.—F. B. I., ii. 718; Dymock, ii. 119.

জন্মস্থান—ভারতের কাশ্মীর, গাড়োয়াল, বঙ্গদেশের হুগলী জেলায় অল্প পরিমাণে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. জিরা; হি. সিয়াজিরা; তে. সীমা-জিলাকার, তা. শিমাইশিরাগাম, Eng. Cumin seed.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—ইহার কাণ্ড ১-৩ ফুট লম্বা। সরল ও বহু শাখাবিশিষ্ট উদ্ভিদ। পত্র পক্ষাকার। গাছের নিম্নপাতার শেষ অংশটী ½-¾ ইঞ্চি, উপরের পাতা ½-১ ইঞ্চি। পাপড়ী ৩-৮টী, ⅛-½ ইঞ্চি অসমান। ফল ⅛-¼ ইঞ্চি, পীতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। ভারতবর্ষে আয়ুর্ব্বেদের সময় হইতে কালজিরা ঔষধরূপে প্রচলিত আছে। এই জিরা ইউরোপ হইতে এদেশে আসিয়াছে। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে kuruya বলিত। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা কৃমিনাশক ও ধারক বলিয়া হাকিমেরা বর্ণনা করিয়াছেন। জিরা মূত্রকর, এবং যন্ত্রণাদায়ক গণ্ডের স্ফীতিতে এবং অর্শের উপর প্রলেপ দিতে ইহার ব্যবহার হয় (Dymock)।

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে :—

জীরকস্য কৃতং কল্কোদ্ধৃত সৈন্ধব সংযুতঃ।
সুখোষ্ণামধুনালেপে বৃশ্চিকস্য বিষং হরেৎ॥ (Fig. 293.)

Genus—CARUM Rupp. ex Linn.

294. C. copticum Benth. (জোয়ান)

Fig.—Wight, Ic., t. 566, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 477B.

Ref.—F. B. I., ii. 682, Roxb., F. I., ii. 91; B. P., i. 536; Dymock, ii. 116. Prain, H. H., 220.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র চাষ হয়, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. যমানী; বা. জোয়ান; তা. আমন: তে. ওমান।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় গাছ, মাঠে চাষ হয়। কাণ্ড ১-৬ ফুট, শাখা ও পাতাযুক্ত; পত্র ৬-১৬টা হয়, $\frac{1}{10}$-$\frac{1}{8}$ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত। ফল $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, গোলাকার। ইহা সাধারণে জানে বলিয়া বিশেষ বর্ণনা করা গেল না। শীতের শেষে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—দেশীয় লেখকদের মতে ইহা উত্তেজক, বলকারক এবং কৃমিনিবারক। ইহা পেট ফাঁপা, অম্লউদ্গার এবং উদরাময়ে ব্যবহার হয়, এবং কখন কখন হিং, হরিতকী ও সৈন্ধব লবণ যোগে কলেরা রোগে ব্যবহার হয়। গলার ঘায়ে অপরাপর ঔষধের সহিত জোয়ান ব্যবহার হয়। জোয়ান হইতে জোয়ানের আরক প্রস্তুত হয়, ইহা অম্ল ও অজীর্ণে হিতকর। যমানী পেটবেদনা ও পেটের দোষের ঔষধ স্বরূপ আয়ুর্ব্বেদে বিধান আছে। যথা :—

যমানী হিঙ্গুসিন্ধুত্থক্ষার সৌবর্চ্চলাভয়া।
সুরামণ্ডেন পাতব্যা গুল্মশূল নিবারণা॥ চক্রদত্ত।

অর্থাৎ জোয়ান, হিঙ্গু, সৈন্ধব লবণ ক্ষার, যবক্ষার এইগুলি ১০ গ্রেণ অথবা ২০ গ্রেণ মদ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে হয়। জোয়ান ও গুড় এক সপ্তাহ ভোজন করিলে আমবাত (urticaria) আরাম হয়। (Fig. 294.)

295. C. Roxburghianum Benth. (রাঁধুনী)

Fig.—Wight, Ic., t. 335 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 480.

Ref.—F. B. I., ii. 682 ; Roxb., F. I., ii. 97 ; B. P., i. 536 ; Prain, H. H., 219.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয় ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া জেলায় চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. হি. তে. অজমোদা ; বা. রাঁধুনী ; তা. অমতী-ওমান।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—কাণ্ড ১-৩ ফুট উচ্চ, অনেক শাখা প্রশাখা আছে। পত্র পক্ষাকার, পাতার শেষের অংশটী ১-১/২ ইঞ্চি,। পুষ্পগুচ্ছ ৪-২০টী, ফুল ১/৮-১/৪ ইঞ্চি। ফল ১/১২-১/১০ ইঞ্চি, গোলাকার ও ডিম্বাকৃতি, পীতবর্ণ, ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ আছে। ভাদ্রমাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ খুংড়া কাশীতে, বমন এবং মূত্রযন্ত্রের রোগে বিশেষ আবশ্যকীয়। ইহা অপরাপর ঔষধ যোগে অম্ল ও অজীর্ণ রোগে প্রযুক্ত হয়। (Fig. 295.)

Genus—CORIANDRUM (Tourn.) Linn.

296. C. sativum Linn. (ধনে)

Fig.—Wight, Ic. t. 516 & Ill., t. 11., Fig. 9 ; Kirtikar & Basu, Ind Med. Pl., t. 485C.

Ref.—F. B. I., ii, 717 ; Roxb., F. I., ii. 94 ; Watt, ii. Pt. II, 566 ; B. P., i. 540 ; Prain, H. H., 220.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া, বদ্ধমান, ২৪-পরগনা ও বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান জেলায় চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. ধন্য, তুম্বুরুক ; বা. হি. ধনিয়া ; তা. কাতামলি ; তে. দান্যলু ; Eng. Coriander.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গাছ ; বহু শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট ও সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। নীচের পত্র ডিম্বাকৃতি ও লম্বা, উপরের পত্র সরু ও লম্বা। পুষ্পদণ্ডে পত্র থাকে না অথবা ছোট পত্র

থাকে। বাহিরের ফুল অসমান ও উজ্জ্বল। পাপড়ী ডিম্বাকৃতি, শ্বেতবর্ণ কিংবা ঈষৎ বেগুনে; ফল গোলাকার, ভাঙ্গিলে দুইখানা হইয়া যায়। শীতের শেষে ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বৈদ্যদের মতে ধনে স্নিগ্ধকর ও কৃমিনাশক। ইহা হইতে এক প্রকার চক্ষের ধৌত প্রস্তুত হয়, ইহা দ্বারা চক্ষু ধৌত করিলে বসন্ত রোগে চক্ষের তারা নষ্ট হয় না। ধনে পেটফাঁপা নিবারক, বলকারক, মূত্রকর এবং কামোত্তেজক।

শুষ্ক ধনে এবং volatile oil পেট বেদনার উত্তম ঔষধ। ধনে ভারতীয় Pharmacopoeiaতে ব্যবহার হয়। ধনে গাছের রস কপালে লাগাইলে মাথাধরা আরাম হয়।

প্রাতঃসশর্করঃ পেয়োহিভো ধন্যাকসম্ভবঃ।
অন্তর্দ্দাহং তথাতৃষ্ণাং জয়েচ্ছ্রোতো বিশোধনঃ। ভাবপ্রকাশ।

ধনে চিনির সহিত প্রাতে পান করিলে অন্তর্দ্দাহ ও পিপাসা নিবারণ হয়।

ধান্যনাগরসিদ্ধন্তু তোয়ং দদ্যাৎ বিচক্ষণঃ।
আমাজীর্ণ প্রশমনং দীপনং বস্তিশোধনম। চক্রদত্ত।

ধনের সহিত আদার কাথ খাইলে অগ্নি উদ্দীপিত হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করে ও পরিপাক শক্তি বাড়াইয়া দেয়।

তরুণ জ্বরে উহার বেগ কমাইবার জন্য ধনে ও পলতার কাথ ব্যবহার হয়। ইহা উপর্যুপরি তিন দিবস ব্যবহার করিলে জ্বর ত্যাগ হইয়া যায় এবং অপর ঔষধ খাইবার আবশ্যক হয় না। (Fig. 296)

Genus—DAUCUS (Tourn.) Linn.

297. D. carota Linn. (গাজর)

Fig.—Wight, Ill., t. 111, Fig. 7; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 485B.

Ref.—F. B. I., ii. 718; Roxb., F. I., ii. 90; B. P., i. 541; Prain, H. H., 220, Voigt, H. S., 23.

জন্মস্থান—আদি জন্মস্থান ইউরোপ ও এসিয়া; সমগ্র বঙ্গদেশে চাষ হয়; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা ও বোটানিক গার্ডেন, শিবপুরে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. গারজর; বা. গাজর; তে. পিতাকন্দ; তা. গার্জ্জার; Eng. Carrot.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, শিকড় ও বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, কখনও অধিক দিন থাকে। কাণ্ড ১-৪ ফুট। পত্র ২-৩ ইঞ্চি পক্ষযুক্ত, ইহাতে শক্ত লোম আছে। পুষ্পদণ্ডের পত্র অনেক, ৩টী আঁকড়ী বিশিষ্ট; ফুলের পাপড়ী ডিম্বাকৃতি, শ্বেতবর্ণ, উজ্জ্বল। ফল ১/৬ ইঞ্চি শ্বেতবর্ণ। শীতের শেষ হইতে গ্রীষ্মের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য নাশক ও বলকারক। ইহা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া গাঁজিয়া একপ্রকার মদ প্রস্তুত হয়। পত্র ও বীজের ক্বাথ সেবন করিলে গর্ভবেদনা বর্দ্ধিত হয় ও শীঘ্র গর্ভবতীকে প্রসব করায়। ইহার শিকড় মৃদু বিরেচক (Stewart)। (Fig. 297.)

Genus—FERULA Tourn. ex Linn.

298. Ferula foetida Regil (হিঙ্গু)

Fig.—Bent. and Trim., t. 127; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 483.

Ref.—F. B. I., ii. 708; Dymock, ii. 141.

জন্মস্থান—আফগানিস্থান, কাশ্মীর।

বিভিন্ন নাম—স. বা. হি. হিঙ্গু; তা. পেরুঙ্গায়াম্; তে. ইঙ্গু।

ব্যবহার্য্য অংশ—আঠা।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী গাছ, ৬-৮ ফুট লম্বা। পত্র কোমল লোমযুক্ত, ২-৪ পক্ষযুক্ত; পত্রদণ্ডের উভয় দিকে যোড়া যোড়া পত্র বাহির হয় এবং অগ্রভাগে একটি পত্র থাকে। পত্রের কিনারা কর্ত্তিত। নিম্নে পত্র ১-২ ফুট, ডিম্বাকৃতি। পুষ্পদণ্ডের শেষভাগের দণ্ডটী বৃহৎ ও পত্রহীন। ফল ১/২ ইঞ্চি লম্বা, ১/৪ ইঞ্চি চওড়া গর্ভাশয়ে মসৃণ লোম আছে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিঙ্গু, কৃমিনাশক, আক্ষেপ নিবারক, সর্দ্দি নিঃসারক, স্নায়বিক উত্তেজক, মৃদুবিরেচক ও হিষ্টিরিয়া রোগ নিবারক। ইহা হাঁপানী, উৎকাশি, পেটফাঁপায় হিতকর। হিঙ্গু বালকদিগের নিউমোনিয়া এবং বক্ষপ্রদাহের পক্ক অবস্থায় বিশেষ হিতকর (Dymock)। ইহার পাতা কৃমিনাশক ও পেটবেদনায় ব্যবহৃত হয়। ফিতার মত কৃমিতে ইহার প্রয়োগ হয়।

হিঙ্গু বহুকাল হইতে ভারতে চলিত আছে। নির্ঘণ্টকার ইহাকে নানাবিধ নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। হিঙ্গু বোখারা হইতে আসে বলিয়া ইহাকে বাহ্লিক এবং ইহা ব্যবহার করিলে শূলরোগ বিনাশ পায় বলিয়া ইহাকে শূলনাশক বলে। জেদনগরের আব্রেশির মেহেরবান নামক একজন বণিকের নিকট হইতে হিঙ্গু সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে পারা গিয়াছে।

যেস্থানে হিঙ্গুর গাছ আছে সেই স্থানটীতে উক্ত বণিক্ বহুদিন ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন হিঙ্গুগাছ খোরাসানের নিকটবর্ত্তী প্রস্তরময় ভূভাগে জন্মে। ইহার উপরিভাগের শিকড়ের ব্যাস ২ ইঞ্চির অধিক হয় না। হিঙ্গুসংগ্রহকারীরা গাছের গোড়ার মাটী সরাইয়া শিকড়ের উপরিভাগ কাটিয়া দেয়, দুই তিন দিন পরে আবার আঠাসমেত খানিকটা শিকড় কাটিয়া ফেলে। এইরূপে প্রত্যেক বারে কর্ত্তিত অংশ হইতে যে আঠা পাওয়া যায় তাহাই হিঙ্গুনামে অভিহিত। ইহা চর্ম্মবদ্ধ হইয়া ভারতের বোম্বাই নগরে বিক্রীত হয়; ইহাকে আবুসায়েরী হিঙ্গু বলে। উপরিলিখিত ব্যবসায়ী জেদ হইতে যে বাক্স পাঠাইয়া দেন, উহার কাষ্ঠ-সংলগ্ন আঠা প্রথমে দুগ্ধের ন্যায়, পরে শুষ্ক হইয়া ধূসরবর্ণে পরিণত হয়। Ferula Narthex Boiss গাছ হইতেও হিঙ্গু পাওয়া যায় (Boiss. Flora Orientalis, ii. 994, 1872)।

বম্বে বাজারে হিঙ্গুকে আবুসায়েরী হিঙ্গু বলে। বম্বে হিঙ্গু ইহা অপেক্ষা ভাল নহে, কারণ ইহার সহিত বাবলার আঠা ও অপরাপর দ্রব্য মিশ্রিত করে। অধুনা ইহার সহিত আলুর টুকরা পর্য্যন্ত মিশ্রিত করে।

F. alliacea Boiss., F. foetida Regel, F. Narthex Boiss. প্রভৃতি গাছ হইতে হিঙ্গু উৎপন্ন হয় তবে ইহাদের গুণের বিভিন্নতা ও আকারগত পার্থক্য আছে।

১৮৮৪ খৃঃ Dr. Peters যখন কোয়েটায় থাকিতেন তখন পুষ্পিত হিংগাছ দেখিয়াছিলেন। তিনি যে গাছের পালা (specimens) পাঠাইয়াছিলেন, উহা E. M. Holmes সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, গাছটী F foetida Regel। Dr. Petersও উক্ত গাছের শুষ্ক শিকড় দেখিয়া একই ধারণা করিয়াছিলেন। আফগানিস্থানের Reportএ দেখা যায় যে, গাছ একটু পরিপক্ক হইলে উহার গাত্র হইতে দুগ্ধের মত আঠা বাহির হয় এবং উহা ঘন হইলেই হিঙ্গু হয়। ভারতীয় হিঙ্গুর মূল্য কান্দাহারী ও খোরাসানী হিঙ্গু অপেক্ষা কম।

উৎকৃষ্ট হিঙ্গু চেপটা, উহার গায়ে বালুকাকণা লাগিয়া থাকে, উহার উপরিভাগ পীতাভ, ভাঙ্গিলে মুক্তার মত শ্বেতবর্ণ দেখায়, বাতাস লাগিলে উজ্জ্বল লালবর্ণ, অবশেষে ফিকে হরিদ্রাবর্ণ হয়।

Dr. Aitchison বলেন যে, ইহার দুগ্ধের মত আঠা হইতে ব্যবসায়ীরা হিঙ্গু প্রস্তুত করে। তিনি আরও বলেন যে, হিরাটে "Towah" নামক এক প্রকার লালবর্ণ কর্দ্দম আছে, ইহা হিঙ্গের সহিত মিশ্রিত করে, ইহাকেই কান্দাহারী হিঙ্গু বলে।

Mr. Bellow বলেন যে, হিংগাছের কুঁড়ি ভাঙ্গিয়া যে আঠা বাহির হয় তাহাই মূল্যবান্ হিঙ্গু, আর হিঙ্গুর সহিত পাতার কুঁড়ি মিশ্রিত থাকিলে তাহার মূল্য কম হয়। কান্দাহারী হিঙ্গু বম্বেতে আমদানী হয় এবং উহাতে চাপ দিয়া একপ্রকার লালের আভাযুক্ত তৈল বাহির হয়। আসল হিঙ্গু লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। হিঙ্গু ভাজিয়া ব্যবহার না করিলে বমন হইতে পারে।

ত্রিকটুক-মজমোদা সৈন্ধবং জীরকে দ্বে সমধরণ ঘৃতানামষ্টমো হিঙ্গুভাগঃ।
প্রথম কবড়ভুক্তং সর্পিষা চূর্ণমেতজ্জনয়তি জঠরাগ্নিং বাতরোগাংশ্চ হন্যাৎ॥

ভৈষজ্য-রত্নাবলী।

অর্থাৎ ভাজা হিং, আদা, পিপুল, গোলমরিচ, জোয়ান, জীরা, কালজীরা, সৈন্ধবলবণ সকলগুলি সম-পরিমাণ গুঁড়া করিতে হয়। মাত্রা ১০-২০ গ্রেণ, প্রথমে চাউল ও ঘৃত-যোগে পান করিলে অগ্নি উদ্দীপিত হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিঙ্গু এবং মাষকলাই জলন্ত অঙ্গারে রাখিয়া নলের দ্বারা উহার ধূম গ্রহণ করিলে হাঁপানীর টান প্রশমিত হয়, ইহাকে হিঙ্গুবড়ী ধূম বলে। হিঙ্গু এবং aloes প্রত্যেকটী ১½ গ্রেণ পরিমাণ লইয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে, পরে উহার সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে হিষ্টিরিয়া ও ঐ প্রকারের অপরাপর স্নায়বিক রোগ আরাম হয়।

দুই ড্রাম পরিমাণ হিং জলে ঘষিয়া গুলিবে। সেই জল দ্বারা বস্তিক্রিয়া করিলে টাইফাইড জ্বরজনিত পেটফাঁপা, কলেরা, বালকদের তড়কা ও পেটফাঁপা নিবারিত হয়। হিংএর গুঁড়া, এলাচ, আদা, সৈন্ধবলবণ প্রত্যেকটী ১ গ্রেণ পরিমাণ লইয়া গুঁড়া করিবে, এই গুঁড়া বালকদের পেট-বেদনা ও পেট-ফাঁপায় বিশেষ হিতকর। ইহা দুর্ব্বল ও শীর্ণ বালকদের তড়কায় ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। হিং, জোয়ান, ত্রিফলা এবং সৈন্ধবলবণ প্রত্যেকটীর ১০ গ্রেণ পরিমাণ গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে পেট-বেদনা একেবারে কমিয়া যায়। বালকদের ঘুংড়ি কাশিতে বক্ষস্থলে হিংএর প্রলেপ দিলে কাশির উপশম হয়। ৫ গ্রেণ হিং ১ ড্রাম জলে দিয়া নাসিকা-রন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া দিলে দারুণ মাথা-ধরা কমিয়া যায়। অহিফেন ও হিঙ্গু দাঁতের গর্ত্তে প্রবেশ করাইয়া দিলে দাঁতবেদনা আরাম হয়।

হিঙ্গু, কর্পূর এবং গোলমরিচ প্রত্যেকটী ১ গ্রেণ, অহিফেন ¼ গ্রেণ—এইগুলি একত্র করিয়া যে বটিকা প্রস্তুত হয় তাহা কলেরার প্রথম অবস্থায় এবং উদরাময় রোগে অতি মূল্যবান্ ঔষধ। অল্প পরিমাণ হিঙ্গু ভাজিয়া রশুন এবং তালের মিছরি বা গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রসূতি স্ত্রীলোককে প্রাতঃকালে খাওয়াইলে প্রসবান্তিক স্রাব নির্গত হইয়া শরীর সুস্থ হয় এবং ইহা খাওয়াইলে গর্ভস্রাব-প্রবণ স্ত্রীলোকদের আর গর্ভস্রাব হইবার ভয় থাকে না। ৯০ গ্রেণ পরিমাণ হিংএর ৬০টী বটিকা করিবে, ইহাতে প্রত্যেক বটিকা ১½ গ্রেণ হইবে। এই বটিকা দিবসে দুইবার সেবন করিলে গর্ভস্রাবের কোন আশঙ্কা থাকিবে না। এই মাত্রা ক্রমে বাড়াইয়া ১০টী বটিকা প্রত্যহ সেবন করিবে, তৎপরে কমাইয়া গর্ভ হওয়া পর্য্যন্ত ব্যবহার করিবে। ইহাতে আর গর্ভস্রাব হইবে না।

ভাজাহিং আদা, পিপুল, গোলমরিচ, জোয়ান (cumen), জিরা, কালজিরা এবং সৈন্ধবলবণ প্রত্যেকটী সমভাগ লইয়া গুঁড়াইবে ও মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০-২০ গ্রেণ, চাউল-ধোয়া জল ও ঘৃতযোগে প্রাতে ব্যবহার করিলে ক্ষুধা-বৃদ্ধি, পরিপাকশক্তি-বৃদ্ধি এবং পেটফাঁপা আরাম

হয়। এই গুঁড়াকে হিঙ্গু অষ্টক চূর্ণ বলে; কেহ কেহ ইহার সহিত নেবুর রস মিশাইয়া বটিকা প্রস্তুত করিতে বলেন। ইহাতে হজমশক্তি বৃদ্ধি পায় ও প্লীহা-দোষ আরাম হয়। (Fig. 298.)

Genus—FOENICULUM Adans.

299. F. vulgare Gaertn. (মৌরী)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 477; Woodville, Med. Bot. t. 8.

Ref.—F. B. I., ii. 695; Roxb., F. I., ii. 94; B. P., i. 537; Prain, H. H., 220.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র চাষ হয়; ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা ও বর্দ্ধমানে প্রচুর উৎপন্ন হয়।

বিভিন্ন নাম—সং. মধুরিকা, মিশ্রেয়া, তালপর্ণী, বা. মৌরী।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় এবং বীজ। মাত্রা, বীজচূর্ণ ১-৪ আনা, কাথ ৫-১০ আনা, শীতকষায় ১৫ তোলা, তৈল ১-৫ মিশ্র।

বর্ণনা—লম্বা, সূক্ষ্ম, লোমযুক্ত, বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। পত্র ২-৪ ইঞ্চি, পক্ষযুক্ত; পত্রের অগ্রভাগ লম্বা। পুষ্পদণ্ডে পত্র নাই, কখনও ছোট ছোট পত্র থাকে। ফুলের বহির্ব্বাস নাই, পাপড়ি পীতবর্ণ। ফল সরু সরু, লম্বা, শিরাযুক্ত।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মৌরী উত্তেজক ও কৃমিনাশক, ইহার শিকড় মূত্রকর ও জোলাপের কাজ করে। মৌরী জননেন্দ্রিয়ের রোগ-নিবারক (Watt)।

মিশ্রেয়া তদ্গুণা প্রোক্তা বিশেষাদ্ যোনিশূলহৃৎ।
রুক্ষোষ্ণা পাচনী কাশবমিশ্লেষ্মানিলান্ হরেৎ॥ ভাবপ্রকাশ।

ইহা যোনিশূলনাশক, রুক্ষ, উষ্ণ, পাচক, কাশ, শ্লেষ্মা, বমি ও বায়ুনাশক। মৌরী শ্বাসযন্ত্রের নলের উপর বিশেষ কাজ করে, এই কারণে বালকদিগের শ্লেষ্মায় হিতকর, অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে মত্ততা আনয়ন করে। মৌরীর তৈল কপালে দিলে মাথাবেদনা, পেটে দিলে পেটবেদনা, সন্ধিস্থানে দিলে বাত ও কর্ণে দিলে কানবেদনা আরাম হয় (R. N. Khory)। (Fig. 299.)

Genus—SESELI Linn.

300. S. indicum W. & A. (বনজোয়ান)

Fig.—Wight, Ic., t. 569.

Ref.—F. B. I., ii. 693; Roxb., F. I., ii. 92; Watt, vi. pt. 2; B. P 538; Prain, H. H. 220.

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনার স্থানে স্থানে পতিত জমিতে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. বনযমানী ; বা. বনজোয়ান।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ; মাত্রা ১৫-২০ গ্রেণ।

বর্ণনা—সরল বর্ষজীবী ওষধি, ৪-১২ ইঞ্চি উচ্চ গাছ, অনেক ডাল-পালা আছে। পত্র কর্ত্তিত, ২ পক্ষবিশিষ্ট, ডিম্বাকৃতি, বিভক্ত এবং নরম লোমযুক্ত। বহির্ব্বাস নাই ; পুষ্পগুচ্ছ ৪ ১৬টী ⅙ ইঞ্চি। স্ত্রীপুষ্পদণ্ড বিস্তৃত ; ফুল শ্বেত ও ঈষৎ লালবর্ণ। ফল গোলাকার ফিকে পীতবর্ণ $\frac{1}{12}$-$\frac{1}{18}$ ইঞ্চি লম্বা। বীজকোষ দুইভাগে বিভক্ত। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বনযমানী পেটফাপা-নিবারক, কৃমিনাশক, ইহা ফিতার ন্যায় কৃমিতে বড়ই উপকারী (Moodeen Sherif)। (Fig. 300.)

Genus—PEUCEDANUM Linn.

301. P. Sowa Kurz. (শলুফা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 484 ; Wight, Ic., t. 572.

Ref.—F. B. I., ii. 709 ; Roxb., F. I., ii. 94 ; B. P., i. 540 ; Prain, H. H., 20.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—সং. মিশ্রেয়া ; বা. হি. শলুফা ; Eng. Dill seed.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র এবং ফল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ্ ; ১-৩ ফুট উচ্চ। পত্র ২-৩ ইঞ্চি, পক্ষাকার ; পত্রের লম্বা অংশ ½-১ ইঞ্চি, ফুলের পাপড়ি অনেক, ½ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ডে পত্র নাই। পাপড়ি পীতবর্ণ ; স্ত্রীপুষ্পদণ্ড ছোট। ফল ⅙-$\frac{1}{12}$ ইঞ্চি, সরু পক্ষযুক্ত। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে পেটফাঁপা-নিবারক, মূত্রকর এবং ঋতুকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার কাথ স্ত্রীলোকদিগকে প্রসবের পর খাইতে দিলে উহাদের হৃৎপিণ্ডের কার্য্য ভালরূপে হয়। ইহার পত্র তৈলে ভিজাইয়া ফোঁড়ায় প্রলেপ দিলে উহা বসিয়া যায় অথবা ফাটিয়া যায় (Dymock)। (Fig. 301)

LV. CORNACEAE.

Genus ALANGIUM Lamk.

302. A. Lamarckii Thw. (বাঘ আঁকড়া, আঁকোড়)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iv. II. 17, 26; Wight, Ill., t. 96; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 487A.

Ref.—F. B. I., ii. 741; Roxb., F. I, ii. 502, B. P., i. 545; Prain, H. H., 221.

জন্মস্থান—অযোধ্যা, বঙ্গদেশ, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার জঙ্গলের মধ্যে ও রাস্তার কিনারায় অথবা রেলের লাইনের ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. অঙ্কোট, আঙ্কোল; বা. আঁকোড়, বাঘ আঁকড়া; তে. আমকোলাম্ চেট্টু; তা. এলাঙ্গি, হি. ঢেরা।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল ও ত্বক্।

বর্ণনা—এই গাছ দেখিতে অতি সুন্দর, বঙ্গদেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। গাছগুলি ১০-২০ ফুট উচ্চ হয়, ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, ধূসরবর্ণ। এই গাছে তীক্ষ্ণাগ্র শাখা-কণ্টক আছে, পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, ১-২ ইঞ্চি চওড়া; বৃন্ত ½ ইঞ্চি। পত্র লম্বা, অগ্রভাগ সরু, বোঁটার দিক্ ক্রমশঃ সরু হইয়াছে। পত্রদণ্ডের উভয় দিকে যোড়া যোড়া পত্র হয়, অগ্রভাগে একটী পত্র আছে। পত্রের কিনারা করাতের দাঁতের ন্যায়, পুষ্পগুচ্ছ বদ্ধ; ফুল সুগন্ধি। পাপড়ি ৫-১০টী, সাধারণতঃ ৬-৭টী; পুংকেসর ২০-৩০টী থাকে। ফল ½-¾ ইঞ্চি, কৃষ্ণবর্ণ অথবা লালবর্ণ (Brandis), দেখিতে পক্ক বৈঁচের মত, আকারে আঁশ ফলের ন্যায়; ঘন কোমল লোমযুক্ত অথবা সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ফলের উপরের আচ্ছাদন শক্ত (Hooker)। ইহার ডাল হইতে ছড়ি প্রস্তুত হয়। আঁকোড়ের ছড়ি বেশ শক্ত। গাছের পত্র, ফুল এবং ফল বৎসরের সকল সময়েই দেখা যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকেরা ইহার শিকড়কে উগ্র ও কটু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা মৃদু-বিরেচক, কৃমি ও পেটবেদনা-নিবারক। কোন বিষাক্ত জন্তুতে কামড়াইলে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহার ফল শান্তিকর, বলকারক, গা বা হাতের জ্বালা, ক্ষয়কাশ ও রক্তস্রাবে হিতকর এবং ইহা কুষ্ঠরোগের মহৌষধ (Dutta)।

দেশীয় চিকিৎসায় ইহার শিকড়ের ছাল কৃমিনাশক ও বিরেচক। বম্বে দেশে ইহার পাতার পুলটিস বাতের বেদনায় প্রযুক্ত হয় (S. Arjun)। ইহার শিকড় তিক্ত এবং চর্ম্মরোগে হিতকর। ৫০ গ্রেণ ওজনের শিকড়ের ছাল একটী উৎকৃষ্ট বমনকারক ঔষধ (Moodeen

Sheriff)। Moodeen Sheriff আরও বলেন যে ইহা Ipecacuanhaর স্থানে প্রয়োগ করা চলে এবং রক্ত আমাশয় ভিন্ন অপরাপর রোগে বেশ কাজ করে। বমন, মূত্রনাশ এবং জ্বরের পক্ষে শিকড়ের ছাল ১০ গ্রেণ। ইহার কুষ্ঠ ও উপদংশ রোগ আরাম করিবার শক্তি আছে। কোন বিষধর জন্তুতে বা কুকুরে কামড়াইলে দষ্ট স্থানে ছালের প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয় (Fig. 302)।

LVI. RUBIACEAE.

Genns—ANTHOCEPHĀLUS A. RICH.

303. A. Cadamba Miq (কদম্ব)

Fig.—Bed. Fl. sylv., 127, t. 35; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 489A.

Ref.—F. B. I., iii. 23; Roxb., F. I., i. 512; B. P., i. 551; Prain, H. II, 221; Voigt. 375.

জন্মস্থান—উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে অরণ্যে জন্মে; পশ্চিম বঙ্গে ও উত্তর ভারতে রোপণ করে; ব্রহ্মদেশের পেগু অঞ্চলে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. কদম্ব, নীপ; বা. হি. ধারাকদম্ব, কদম্ব; তাঃ ভেল্লাই কদম্ব; তেঃ. কদম্বা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্‌, পত্র ও ফল। ফলের রস ১-২ তোলা; ত্বক্‌চূর্ণ—১-২ আনা।

বর্ণনা—৪০-৫০ ফুট উচ্চ, সবল গাছ। ছাল গাঢ় ধূসরবর্ণ, উপরের ছাল পাতলা, আঁইশের ন্যায় ফাটিয়া পড়িয়া যায়। কাষ্ঠ শ্বেত ও পীতবর্ণের দাগবিশিষ্ট এবং নরম। পত্র ৫-৯ ইঞ্চি লম্বা, চামড়ার ন্যায় শক্ত, উপরিভাগ উজ্জ্বল, নিম্নভাগ কোমল লোমযুক্ত। ফুল ফিকে নেবু-রং-বিশিষ্ট, পরাগ শ্বেতবর্ণ, রাত্রিকালে ফুলের সুগন্ধি বাহির হয়। ফুলের বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি। ফল ছোট নেবুর ন্যায়; শাঁসযুক্ত, বীজ অতিশয় ক্ষুদ্র। ফুল বর্ষাকালে হয়; পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল জ্বরনাশক ও বলকারক। ইহার ছালের রস-চূর্ণ, অহিফেন এবং ফটকিরি সমপরিমাণে মিশাইয়া অক্ষিকোটরের চতুর্দ্দিকে দিলে চক্ষুপ্রদাহ আরাম হয় (Dymock)। কদম্ব-পাতার কাথ ক্ষতে এবং মুখের ঘায়ে দিলে ক্ষত সারিয়া যায়। কোন স্থানে ব্রণ বা ঘা হইলে কদম্ব-পাতা দ্বারা আচ্ছাদন করিলে উহা আরাম হয় (চরক)। কদম্বকে লোকে বন্য কুইনাইন (Wild Cinchona) বলে, ইহার ত্বকের রস জীরাচূর্ণ ও চিনির সহিত সেবন করিলে শিশুর বমন নিবারিত হয়। জ্বরের প্রবল অবস্থায় যখন অতিশয় পিপাসা হয় তখন ইহার ফলের রস সেবন করিলে পিপাসা নিবারিত হয় (R. N. Khory)। কোন স্থানে বেদনা, শুক্রশোধন ও বমনের জন্য কদম্ব-নির্য্যাস হিতকর (চরক)। (Fig. 303)

Genus—CINCHONA Linn,

304. C. officinalis Linn. (কুইনাইন)

Fig.—Woodville, Med. Bot., iii. t. 200 (1793) ; Bentl. & Trim, Med. Pl., ii. 140 ; Bot. Mag., t. 5364.

Ref.—F. B. I., iii. 35 ; Lamarck, Ill., i. t. 164 ; Trans. Linn. Soc. London, iii. t. 12 ; Baillon Dict. Bot., ii. 49 (1879), iii. 673 (1891).

জন্মস্থান—কুইনাইন গাছের আদি জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকা, পেরু, বলিভিয়া প্রভৃতি দেশ ; এক্ষণে ভারতের নীলগিরি ও দার্জ্জিলিংএ মাংপু, মানসং ও রংগো নামক স্থানে চাষ হইতেছে। দক্ষিণবর্ম্মা টেনাসেরিমে যে ভারত সরকারের কুইনাইন গাছের চাষ হইত উহা কয়েক বৎসর হইল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যাভা দেশে বহুপরিমাণে কুইনাইনের চাষ হয়। তথাকার কুইনাইন গাছের ছাল অতি উৎকৃষ্ট।

বিভিন্ন নাম—বা. কুইনাইন ; হি. কুইনাইন ; Eng. Cinchona।

ব্যবহার্য্য অংশ—গাছের ও শিকড়ের ছাল।

বর্ণনা—এই গাছ ২৫-৩৫ ফুট উচ্চ হয়। গাছের কাণ্ড গোলাকার ও লম্বা. গাছের অগ্রভাগ পত্রময়, ছাল ধূসরবর্ণ, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ দাগে পরিপূর্ণ, অভ্যন্তর পীতবর্ণ। সরু প্রশাখা, কিঞ্চিৎ চেপটা ও নরম। পত্র বিপরীতমুখী, ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা, বিস্তৃত, চিরসবুজবর্ণ, বৃন্ত ঈষৎ লালবর্ণ। ফুল মাঝারী, বোঁটা ক্ষুদ্র, পুষ্পদণ্ড বহু-শাখাপ্রশাখা-বিশিষ্ট, পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে গুচ্ছবদ্ধ ফুল হয় ; ফুল দেখিতে গোলাপী, স্থানে স্থানে কিনারা শ্বেতবর্ণ। ফল লম্বাকৃতি, ½ ইঞ্চি, লাল ও ধূসরবর্ণ। বীজ ছোট চেপটা, ফিকে ধূসরবর্ণ, ফল ও বীজ অনেক জন্মে, ফল ফাটিলে পাতলা বীজ বাতাসে উড়িয়া যায়। মে হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

C. calisaya Weddell. ইহাও একপ্রকার কুইনাইন গাছ, ইহাকে Yellow Cinchona বলে (Bot. Mag., t. 6052 ; Bently. Trim., ii. t. 141)। এই জাতীয় গাছ বড় হয়, ছাল পুরু, শ্বেতাভ। পত্র ৩-৮ ইঞ্চি বিস্তৃত, লম্বা ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ মোটা, বোঁটার দিক্ ক্রমশঃ সরু, উপরিভাগ উজ্জ্বল সবুজবর্ণ, কখন কখন লালের দাগ দেখা যায়। ফুল C. officinalisএর মত, কিন্তু কিছু কম হয়, ফুল গোলাপী। বীজকোষ ½ ইঞ্চি লম্বা। ইহা দেখিতে প্রথমোক্তটীর মত। জানুয়ারী হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

C. Ledgeriana Moens. কেহ কেহ ইহাকে C. calisayaরই একটী variety বলিয়া বিবেচনা করেন। এই গাছ C. calisayaর অনুরূপ ; ইহার পত্র অপেক্ষাকৃত ছোট ও

সরু। জুলাই মাসে ইহার ফুল ও সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ফল হয়। এই জাতীয় গাছেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ও বেশী পরিমাণ কুইনাইন জন্মায়।

C. succirubra Pavon। ইহাকে Red Cinchona বলে। এই গাছ ৫০-৮০ ফুট উচ্চ হয়, কিন্তু সচরাচর ২০-৪০ ফুটের অধিক হয় না। কাণ্ড সবল, গাছের ছাল ধূসরবর্ণ, ইহাতে শ্বেতবর্ণের দাগ আছে, নূতন ডাল নরম। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ঈষৎ মোটা, বৃন্তদেশ ক্রমশঃ সরু, পাতলা, গাঢ় সবুজবর্ণ। ফুল অপরাপরগুলির মত। ফল ৪/৫-১½ ইঞ্চি লম্বা। বীজ অপরগুলির মত। জুলাই ও আগষ্ট মাসে ইহার ফুল ও ফল হয়।

C. cordifolia Mutis। ইহাকে Columbian Bark বলে। এই গাছ মাঝারী, কাণ্ড সরল। শাখা বিস্তৃত। ছাল ধূসরবর্ণ ও কটা, কাটা-কাটা। পত্র বৃহৎ বিস্তৃত, বৃন্ত ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, লালবর্ণ, পত্র ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা, প্রায় গোলাকার, অগ্রভাগ প্রায় সরু, বৃন্তদেশ গোলাকার কিংবা হৃৎপিণ্ডাকৃতি। ফুল অপরাপর সিনকোনা গাছের ন্যায়। পুষ্পদণ্ড শাখাপ্রশাখা-বিশিষ্ট, অতিশয় ঘেঁসাঘেঁসিভাবে ফুল হয়, দেখিতে লালবর্ণ। ফল ডিম্বাকৃতি, লম্বা। বীজ অপরগুলির মত।

Variety ও hybrid লইয়া কুইনাইন গাছ ৩০।৪০ রকমের আছে। দক্ষিণ আমেরিকায় ইহার জন্মস্থান। অতি প্রাচীনকালে কেহ উহার জ্বরনাশক শক্তির বিষয়ে অবগত ছিল না। ১৬৩৯ খৃঃ Countess Chinchon নাম্নী পেরু-দেশীয় শাসনকর্ত্তার স্ত্রী সর্ব্বপ্রথমে ইহা ব্যবহার করিয়া জ্বরনাশক শক্তির পরিচয় পান এবং দক্ষিণ আমেরিকা হইতে ইউরোপে আনয়ন করেন। ইউরোপে ক্রমেই সিনকোনা-ছালের আদর বাড়িয়া যায়।

Sir Clements R Markham সাহেব ভারতের নীলগিরিতে প্রথমে কুইনাইন গাছ উৎপাদন করেন। Lady Canning তদানীন্তন কলিকাতা বোটানিক গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট Dr. Thomas Andersonএর সহিত পরামর্শ করিয়া দার্জ্জিলিঙে চাষের ব্যবস্থা করেন এবং Lady Canning তাঁহাকে যাবাদেশে ইহার চাষ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন, কিন্তু তিনি ম্যালেরিয়া জ্বরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার পর Sir George King সাহেবের চেষ্টায় দার্জ্জিলিঙ ও উহার নিকটবর্ত্তী স্থানে কুইনাইনের চাষ হয় ও তথায় ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হওয়ায় ভারতে কুইনাইন একটু সুলভ হইয়াছে। এক্ষণে নীলগিরি, দার্জ্জিলিঙ এবং আসামের পর্ব্বতেও কুইনাইনের চাষ হইতেছে। এই চাষ মাননীয় Markham, Anderson ও King সাহেবদিগের অবিরত চেষ্টার ফল বলিতে হইবে।

ঔষধার্থে ব্যবহার্য্য—Cinchona-ছাল হইতে প্রধানতঃ Quinine, Sulphate of Cinchonidine এবং C. Febrifuge প্রস্তুত হয়। কুইনাইন অবিরাম জ্বরে ও ম্যালেরিয়া জ্বরে অব্যর্থ মহৌষধ। ইহা Typhoid, typhus, বসন্ত, প্রবলবাত ও বক্ষঃপ্রদাহ রোগের প্রতিষেধক ও নিবারক। ইহা ঘুংড়ি, সর্দ্দি, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে বিশেষ হিতকর।

কুইনাইন Sulphuric acid যোগে সেবন করিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায় এবং কলম্বা প্রভৃতি তিক্ত ঔষধের সহিত ব্যবহার্য্য। কোন কোন ক্ষেত্রে কুইনাইন সেবন অপেক্ষা উহার injection লইলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায়।

১ আউন্স পরিমাণ লাল পিপীলিকার ডিম্ব ও ৩০ গ্রেণ কুইনাইন লইয়া ১ কোয়ার্ট তালের তাড়িতে উক্ত ডিম্ব ও কুইনাইন ৪ ঘণ্টা রাখিয়া দেও, তৎপরে উহা ছাঁকিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে দিবসে ২ বার মাত্রায় ৩।৪ দিন সেবন করিলে দারুণ ম্যালেরিয়া জ্বর আরাম হয়। ইহা একটী পরীক্ষিত ঔষধ (Ind. For., LXI, No. 12, p. 794)। (Fig. 304.)

Genus—ADINA SALISB.

305. A. cordifolia Hook (ধুলিকদম্ব, কেলিকদম্ব)

Fig. - Roxb., Cor. Pl., i, t. 53 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 490.

Ref.—F. B. I., iii, 24 ; Roxb., F. I., i, 514 ; B. P., i, 552 ; Watt, i, Pt. i, 266 ; Prain, H. H., 221.

জন্মস্থান—ভারতের পশ্চিমপ্রদেশ, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলে ও রাস্তার ধারে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. কেলিকদম্ব, ধুলিকদম্ব, দাকম্; হি. হলুদকদমী; তা. সজ্জকদমী; তে. লুন্ধুকদমী।

ব্যবহার্য্য অংশ—কুঁড়ি, শিকড়, পত্র।

বর্ণনা—বড় গাছ ২০-৩০ ফুট উচ্চ, কাষ্ঠ শক্ত। পত্র শরৎকালে পড়িয়া যায়, চামড়ার ন্যায় শক্ত; পত্রের বোঁটা ২-৩ ইঞ্চি। ফুলের মাথার ব্যাস ⅞-১ ইঞ্চি, বোঁটা শক্ত, ১-২ ইঞ্চি। ফুল পীতবর্ণ ও অবনত। ফল দেখিতে সুপারীর মত। বীজাধার ⅙ ইঞ্চি, ৬টী বীজ থাকে। ফুল বসন্তকালে জন্মে, বর্ষাকালে ফল ধরে। এই গাছ সাধারণ কদম্ব গাছ অপেক্ষা ছোট, ঝোপের ন্যায় ইহাতে বহু শাখাপ্রশাখা জন্মে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ত্বক বলকারক, তিক্ত ও জ্বরনাশক। ইহা জ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও গ্রহণীরোগে হিতকর (R. N. Khory, ii, 325)।

ইহার ছোট কুঁড়ি, গোলমরিচের সহিত চূর্ণ করিয়া নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করাইলে মাথাধরা আরাম হয় (A. Campbell)। কেলিকদম্বের রস, ক্ষতের পোকা নাশ করে (Dymock)। (Fig. 305.)

1034B—34

Genus—IXORA Linn.

306. I. parviflora Vahl. (গান্ধালরঙ্গন)

Fig.—Bedd., Fl. Sylv., t. 222; Wight, I. C., t. 711; Kritikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 503.

Ref.—F. B. I., iii, 142; Roxb., F. I., i, 383; B. P. i, 511; Dymock, ii, 214.

জন্মস্থান বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে দেখা যায়; হুগলী জেলাব গোঘাট অঞ্চলে পতিত জমিতে এবং অপরাপব জেলার জঙ্গলের ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. পিণ্ডিতক; বা. গান্ধালরঙ্গন; হি. কোটাগান্ধাল; তা. শুলুন্দু কোরা, সামমেরসেট।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—কণ্টকময় ছোট গুল্ম। পত্র চামড়ার ন্যায় শক্ত ও উজ্জ্বল, গোড়ার দিক গোলাকাব অথবা হৃৎপিণ্ডাকৃতি; ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা। ফুল শ্বেত অথবা ঘোব লালবর্ণ ও সৌগন্ধযুক্ত। পুষ্পনল ⅓-½ ইঞ্চি; পুংকেসর ছোট; স্ত্রীকেসর কোমল, লোমযুক্ত। ফল ছোট। চৈত্র মাস হইতে আষাঢ মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সাঁওতালেবা ইহাব শিকড় কিম্বা ফল, স্ত্রীলোকদিগের রক্তপ্রস্রাবে খাওয়াইয়া দেয় (A. Campbell)। (Fig. 306.)

307. I. coccinea Linn. (রঙ্গন)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 13; Lamk., Ill, i, t. 66, Fig. i; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 504.

Ref.—F. B. I., iii, 142; Roxb., F. I., i, 383; B. P., i, 571; Dymock, ii, 214; Prain, H. H., 223.

জন্মস্থান—পশ্চিম ভারতে চাষ হয়; বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলায় দেখা যায়। চট্টগ্রামের জঙ্গলে বিস্তর জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. রক্তক, বন্ধুক; বা রঙ্গন।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় গাছ, শাখাগুলি লম্বা ও চেপ্টা। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি। ফুল বড় থোঁটায় থাকে। বহির্ব্বাস দাঁতযুক্ত, লম্বা কিংবা সরু। পুষ্পনল ১-১½ ইঞ্চি, অবনত। ফল ½ ইঞ্চি, খাইবার যোগ্য। ইহার অনেক জাতি আছে, বাগানে চাষ হয়।

ফুল বড় অথবা ছোট, পীত ও লালবর্ণ। Dr. Brandis বলেন, এই গাছ দাক্ষিণাত্যে বিশেষতঃ পশ্চিমঘাট পার্ব্বতীয় প্রদেশে নদীর কিনারায় বহু পরিমাণে জন্মে। ইহা অনেক ভারতীয় বাগানে বাহারের জন্য রোপণ করে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার– ইহার ২ তোলা পরিমাণ ফুল ঘৃতে ভাজিয়া ৪ কুঁচ পরিমাণ জীরা ও নাগেশ্বর ফুলের সহিত মিশাইয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে, ইহা চিনি ও মিছরীর সহিত সেবন করিলে রক্ত আমাশয় আরাম হয় (Dymock)। এই বটিকা প্রদর ও গনোরিয়া রোগে হিতকর ; এবং ইহা ঘোল, ছানার জল বা ছাগ দুগ্ধের সহিত সেব্য।

শিকড়ের গুঁড়া জলে গুলিয়া নেকড়ায় লাগাইয়া ঘায়ে পুলটিস দিলে ক্ষত আরাম হয়। গলার ঘায়ে শিকড় জলে সিদ্ধ করিয়া ধৌত স্বরূপ ব্যবহার করিলে গলার ঘা আরাম হয়।

ইহার শিকড় ৩০-৪০ গ্রেণ পরিমাণ পেষণ করিয়া অল্প জল পিপুলচূর্ণ দিয়া খাইলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়। ইহা ইপিকাক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং জ্বর ও গনোরিয়া রোগে হিতকর। (Fig. 307.)

Genus—OLDENLANDIA Linn.

308. Oldenlandia corymbosa Linn. (ক্ষেতপাপড়া)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x, t. 38 ; Wight, I. C., t. 822 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 492B.

Ref.—F. B. I., iii, 64 ; Roxb., F. I., i, 624 ; B. P., i, 559 ; Prain, H. H., 222.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র দেখা যায়, এমন কি ৫০০ ফুট উচ্চ পার্ব্বতীয় প্রদেশেও জন্মে ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় পতিত জমিতে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. ক্ষেত্রপর্পটী, পর্পট ; বা. ক্ষেতপাপড়া ; হি. পিতপাপড়া ; মালাবার—পরিপাট ; তা. পর্পদাগম ; তে. ভেরীনেল্লা বেমু।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমস্ত উদ্ভিদ। ক্বাথ—৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—ঘনসন্নিবদ্ধ বর্ষজীবী ওষধি ; গাছগুলি ১ ফুট কিংবা অধিক উচ্চ হয়, শাখাগুলি ১-২ ইঞ্চি লম্বা হয়। পত্র ½-২ ইঞ্চি লম্বা এবং $\frac{1}{16}$-$\frac{1}{6}$ ইঞ্চি বিস্তৃত, কিংবা বক্র। পুষ্পবৃন্তে ৪টী অথবা অধিক ফুল থাকে। পুষ্পাধার শ্বেতবর্ণ এবং ইহার নল ছোট, বীজকোষ বিস্তৃত, গোলাকার, গোড়ার দিকে সরু। এই গাছ সময়ে সময়ে বিভিন্ন আকৃতির দেখা যায় এবং O diffusa হইতে পৃথক বলিয়া বোধ হয় না। গাছগুলি বর্ষাকালে জন্মে এবং শীতের শেষ ভাগে মরিয়া যায়। এই গাছগুলি সংগ্রহ করিতে হইলে ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসই প্রশস্ত, সেই সময়ে ইহার ফুল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকদের মতে ইহা শক্তিকর ঔষধ, বায়ু ও পিত্ত দমন করে বলিয়া অবিরাম জ্বরে ও উদরাময়ে এবং স্নায়ুবিক দৌর্ব্বল্য থাকিলে বিশেষ হিতকর। সমগ্র গাছের কাথ অপরাপর ঔষধযোগে পাচন প্রস্তুত হয়।

গোয়াদেশে ইহা কালিঝাঁট (Adiantum lunulatum) এবং থুলকুড়ি মিশাইয়া সামান্য জ্বরে ব্যবহার হয়।

কঙ্কন দেশে জ্বরে হাত পায়ের তলা জ্বালায় ব্যবহার হয়। ইহার রস ১ তোলা পরিমাণ দুগ্ধ ও চিনির সহিত মিশাইয়া পান করিলে পেটজ্বালা আরাম হয়। ইহার কাথ অবিরাম জ্বরে ব্যবহৃত হয় এবং শরীরের উপরিভাগে মাখাইতে হয় (Dymock)। কামলা রোগে, যকৃৎ দোষ এবং কৃমি রোগে ইহা ব্যবহৃত হয় (Watt)। পর্পটের কাথ মধুযোগে সেবন করিলে বমন নিবৃত্তি পায়। ক্ষেতপাপড়ার রস ও কাথ পিত্ত রোগে হিতকর। পর্পটের কাথ পিত্ত জ্বরে অতি হিতকর। জ্বর রোগীকে ক্ষেতপাপড়ার কাথ ২।১ দিন সেবন করাইলে আস্তে আস্তে জ্বর আরাম হইয়া যায়। (Fig. 308.)

Genus—PSYCHOTRIA Linn.

309. P. ipecacuanha Stokes. (ইপিকাক্)

Fig.—Mart., Fl. Bras., vi & v, t. 52 (1881) ; Kohl, Off. Phl. Pharm. Germ., t. 144 (1895).

Ref.—Mart., Fl. Bras., vi & v. (1881) ; Kohl, Off. Phl. Pharm. Germ. (1895).

জন্মস্থান—দক্ষিণ আমেরিকা, ব্রাজিল প্রভৃতি স্থানে জন্মে। ভারতের মধ্যে এক্ষণে দার্জ্জিলিঙের Cinchona Plantationএ চাষ হইতেছে।

বিভিন্ন নাম—বা. ইপিকাক্।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—ইপিকাক গাছের generic নাম সম্বন্ধে নানাদেশীয় উদ্ভিদবেত্তাগণের নানা মত আছে। U. S. Pharmacopoeia মতে ইহা Cephaelis, ব্রিটিশ মতে Psychotria এবং German মতে Uragosa নামে অভিহিত। এই সকল গোলযোগ নিরাকরণের জন্য উহার সাবেক নাম Cephaelis দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এই গাছ ছোট গুল্মজাতীয়, মূল নরম ও ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা, মূলে দুই একটী শাখাপ্রশাখা হয় এবং ইহা মাটীতে একটু বক্রভাবে প্রবেশ করে। গাছের কাণ্ড ২-৩ ফুট লম্বা, কখন কখন এক ফুটের কম উচ্চ হয়। গাছের নিম্নভাগে পত্র হয় না. ইহা দেখিতে ধূসরবর্ণ, গাছের উপরিভাগ নরম ও সবুজবর্ণ। পত্র কাণ্ডের বিপরীত দিকে জন্মে, উহা লম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা

এবং ১ ২ ইঞ্চি চওড়া, উপরিভাগ সবুজবর্ণ ও খসখসে, নিম্নভাগ নরম ও ফিকে রং বিশিষ্ট। ফুল ছোট শ্বেতবর্ণ। ফল ডিম্বাকৃতি, ছোট, প্রথমে বেগুনে রং বিশিষ্ট পরে পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং উহাতে দুইটী বীজ থাকে। ইপিকাকের অনেক জাতি আছে, তন্মধ্যে কতকগুলির সাধারণতঃ চাষ হইতেছে। ব্রাজিলের ইপিকাকই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে ফুল এবং মে মাসে ফল হয়। ১৮৬৬ খৃঃ Dr. King সাহেব ভারতে ইপিকাকুয়ানার চাষ প্রবর্ত্তিত করেন এবং বহু চেষ্টার ফলে ও বহু বৎসর পরে এই গাছগুলি দার্জ্জিলিঙ অঞ্চলে Cinchona আবাদে উত্তমরূপে জন্মিতেছে। বর্ম্মার পাহাড়ে ইহার বেশ চাষ হইয়াছিল, কিন্তু Cinchona চাষের সঙ্গে ইহারও চাষ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ত্রিপুরা, আসাম ও বর্ম্মার পার্ব্বত্য প্রদেশে ও পূর্ব্ব হিমালয় অঞ্চলে সংক্ষেই ইপিকাকের চাষ হইতে পারে।

Mongpoo নামক স্থানে সরকারের চাষ ক্ষেত্রে ১৯৩১-৩২ অব্দে ১২০ হাজার, ১৯৩২-৩৩ অব্দে ১৩৬ হাজার এবং ১৯৩৩-৩৪ অব্দে ১৬৭ হাজার ইপিকাকুয়ানা গাছ হইয়াছিল। উক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে ইহার চাষ ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে; কিন্তু চাষে অধিক খরচ হইলে আমেরিকা দেশীয় আমদানি মূলের সহিত প্রতিযোগিতা করা কঠিন হইবে। ইপিকাকুয়ানা আমেরিকার কলম্বিয়া দেশ হইতে আমদানি হয় এবং উহাকে সাধারণতঃ Carthagena Ipecacuanha বলে। ব্রাজিল হইতে যে ইপিকাক আইসে উহা তত ভাল নহে, উহার গুণ কিছু কম। আমাদের দেশে অনেকগুলি গাছ আছে যাহা ইপিকাকের সমগুণবিশিষ্ট। নিম্নে কতকগুলির নাম দেওয়া গেল :—

(1) *Naregamia alata* Wight & Arnot (Wight, I. C., Pl. Ori., t. 90; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t 217)। এই গাছ Meliaceae বর্গভুক্ত, ইংরাজীতে ইহাকে Country Ipecacuanha বলে। ইহার কাণ্ডে ও পত্রে ইপিকাকের ন্যায় বমনকারক গুণ আছে, এবং ১২-২০ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিলে তীব্র রক্ত আমাশয় আরাম হয়। অল্প মাত্রায় ইহা সর্দ্দি-নিঃসারক, পুরাতন ফুসফুস ঘটিত পীড়া ও হাঁপানী আরাম করে। ইহা ৫-২০ মিনিম মাত্রায় ব্যবহার করিলে সর্দ্দির উপসম করে ও ১৫-৪০ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিলে বমন উৎপাদন হয়। ইহার রস নারিকেল তৈলের সহিত ব্যবহার করিলে খোস ও পাঁচড়া আরাম হয়।

(2) *Tylophora asthmatica* W. & A. ইহার বাঙ্গালা নাম অন্তমূল। এই পুস্তকে পরে ইহার গুণ সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

(3) *Asclepias curassavica* Linn. এই গাছ দক্ষিণ ভারতে ও বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র জন্মে (B. P., ii, 689)। ইহার বঙ্গে দেশীয় নাম কুরকী বা কাকতুণ্ডা। (জামেকা দেশীয় লোকে ইহা রক্ত আমাশয়ের ঔষধ বলিয়া ইহাকে "Blood Flower" বলে।)

ইহার শিকড় বা মূল খাইলে প্রথমতঃ ভেদ হয়, তৎপরে ইহা প কস্থলী সঙ্কুচিত করে। ইহার রস বমন কারক। ইহার মূল অর্শ ও গনোরিয়া রোগে হিতকর এবং ইহার শিকর রক্ত আমাশয় নিবারক।

(4) *Calotropis gigantea* R. Br. (আকন্দ)। ইহার সম্বন্ধে এই পুস্তকের অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

আরও কয়েকটী সমগুণবিশিষ্ট গাছ আছে, তাহা নগণ্য বলিয়া এস্থলে লিখিত হইল না।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা ঘর্ম্মকর, পাকস্থলীর উত্তেজক ও সর্দ্দি নিঃসারক ও বমনকারক। অল্পমাত্রায় ব্যবহার করিলে ঘুংড়িকাসি সর্দ্দি নিঃসারিত করিয়া ঘুংড়িকাসি আরাম করে। ইহা নূতন ও পুরাতন ফুসফুস ঘটিত পীড়ায় হিতকর। গর্ভাবস্থায় বমন অথবা মদ্যপানজনিত বমন রোগে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর ১-২ মিনিম মাত্রায় ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল দর্শে। বিছা ও পোকার কামড়ে ইপিকাক প্রযুক্ত হয়। পুরাতন রক্তপ্রদাহ ও হাঁপানী রোগে ইপিকাক ব্যবহারে বিশেষ ফল দর্শে। কঠিন উদরাময় রোগ ১৫ গ্রেণ পরিমাণ ইপিকাক দিবসে ৫।৬ বার সেবনে আরাম হয়। (Fig. 309.)

Genus—OPHIORRHIZA Linn.

310. O. Mungos Linn. (গন্ধ-নকুলি)

Fig.—Gaertn, Fruct., i, t. 55; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 493.

Ref.—F. B. I., iii, 77; Roxb., F. I., i, 701.

জন্মস্থান—ভারতের খাসিয়া পাহাড়, বর্ম্মা এবং দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমভাগে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. সর্পাক্ষী; বা. গন্ধ-নকুলি; তা. কিরিপুবন্দন; তে. সর্পাক্ষীচেট্টু।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় গাছ। পত্র ২-৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ১-২½ ইঞ্চি চওড়া ও পাতলা, পত্রের অগ্রভাগ বসা, বোঁটার দিকে সরু। পুষ্পস্তবকের ব্যাস ১ ৩ ইঞ্চি, মস্তক চেপ্টা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত ও কোমল। পুষ্প শ্বেতবর্ণ; বীজাধারের ব্যাস ⅙-⅙ ইঞ্চি; বীজ ক্ষুদ্র, এক একটী ফলে অনেক থাকে, কোণযুক্ত। বর্ষাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া শীতকাল অবধি ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় অতিশয় তিক্ত এবং বলকারক। বিষধর সর্প অথবা অপর কোন বিষধর প্রাণী অথবা পাগলা কুকুরে কামড়াইলে ইহার শিকড়ের কাথ সেবনে বিষ নষ্ট হয়। (Fig. 310.)

Genus—MUSSAENDA Linn.

311. Mussaenda frondosa Linn. (নাগবল্লী)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 10; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pt., 494.

Ref.—F. B. I., iii, 89; Watt, v, Pl. i, 308; Dymock, ii, 202; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., i, 647.

জন্মস্থান—নেপাল, আসাম, খাসিয়া পাহাড় এবং দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম ভাগ।

বিভিন্ন নাম—সং. শ্রীবস্তি ; বা. নাগবল্লী ; লেপ্‌চা—টাম্বার ; নেপাল—আসারী।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, সরু ; কোমল ও শক্ত লোমযুক্ত। ছাল ধূসরবর্ণ ও মসৃণ। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, নরম ও কিছু শক্ত। পত্রের বোঁটা ছোট, পত্র লম্বা ও ডিম্বাকৃতি। পুষ্পদণ্ড লম্বা, ছোট ও শাখাবিশিষ্ট, গুচ্ছবদ্ধ ও যুক্ত রেশমের মত নরম ; পুষ্প নেবু রং বিশিষ্ট অথবা পীতবর্ণ, কোমল লোমযুক্ত, পত্রাংশ বিস্তৃত, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু। ফলগুলি ডিম্বাকার এবং সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কঙ্কনদেশে ইহার শিকড়ের ½ তোলা পরিমাণ রস গোমূত্রের সহিত দিলে শ্বেতকুষ্ঠ আরাম হয়। ইহার পত্রের রস ২ তোলা পরিমাণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে কামলা রোগ আরাম হয় (Dymock)। পত্রের রস লাগাইলে তিমির দৃষ্টি আরোগ্য হয়। ইহার কাঁচা রস অথবা কাথ বালকদিগকে সেবন করাইলে সর্দ্দি আরাম হয়। (Fig. 311.)

Genus—PAEDERIA Linn.

312. P. foetida Linn. (গন্ধভাদুলিয়া)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 18 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 494.

Ref.—F. B. I., iii, 195 ; Watt, vi, Pt. i, 2 ; Dymock, ii, 228 ; B. P., i, 578 ; Voigt, 388

জন্মস্থান—নেপাল, আসাম, বঙ্গদেশ ও দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম ভাগ ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার জঙ্গলে জন্মে ও বাগানের বেড়ায় রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—সং. প্রসারিণী ; বা. গন্ধভাদুলিয়া ; হি. গন্ধালি।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—লতানে গাছ, সচরাচর অপর গাছে অথবা বাগানের বেড়ায় দেখা যায়। লতায় সূক্ষ্ম লোম আছে, পত্র যোড়া যোড়া বাহির হয় ; বোঁটা লম্বা। পত্র ২-৬ ইঞ্চি লম্বা এবং ⅞-২½ ইঞ্চি চওড়া, গোড়ার দিকে সরু, গোলাকার কিংবা হৃৎপিণ্ডাকৃতি। পুষ্পদণ্ড লতার উভয় দিকে থাকে, ২-৬ ইঞ্চি লম্বা। মুকুলে ছোট ছোট পত্র আছে। ফুলের বোঁটা ছোট, বহির্ব্বাস ছোট নলের মত, ইহার দাঁত ছোট ত্রিকোণাকার, ফুলের রং গোলাপী। পুষ্পাধার ½-⅓ ইঞ্চি, শক্ত লোমযুক্ত। ফুলের পাপড়ি ৫টী। ফল ⅙-¼ ইঞ্চি মসৃণ, ইহার মস্তক মোচার ন্যায়, বহির্ব্বাসের দ্বারা আবৃত, বর্ষার শেষে ও শরৎকালে ফুল হয়, শীতকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতার ক্বাথ দুর্ব্বল লোকের পক্ষে হিতকর। সমগ্র গাছটীর বাতের ঔষধের জন্য বিশেষ খ্যাতি আছে। পত্র বাতে মালিশ করিলে এবং রস খাওয়াইলে বাত আরাম হয় (U. C. Dutt)।

বহুদিন রোগ ভোগ হইয়া মুখ খারাপ হইলে ইহার পাতার ঝোল রোগীদিগকে দেওয়া হয়।

গন্ধভাদুলিয়া পাতার রস ধারক এবং ১ ড্রাম পরিমাণ পাতার রস বালকদের উদরাময়ে বিশেষ হিতকর (Watt).

ইহার ফল খাইলে দাঁত কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে এবং ইহা দাঁত বেদনায় হিতকর (Gamble)।

গন্ধভাদুলিয়া যোগে প্রসারণী লেহ প্রস্তুত হয়. ইহা বাত রোগের একটী অব্যর্থ মহৌষধ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে দেওয়া গেল :—

গন্ধভাদুলিয়ার শিকড় ও পাতা ২ সের, জল ৩২ সের সিদ্ধ করিয়া অবশেষ সিকি পরিমাণ। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া ২ সের মাৎগুড় যোগে পুনরায় সিদ্ধ করিবে। এইটী সিরাপের মত হইলে ইহাতে গুঁড়া আদা, শুঁঠ, পিপুল, গোলমরিচ, চিতামূল এবং চৈ (Piper Chaba)-এর মূল প্রত্যেকটী অর্দ্ধ পোয়া হিসাবে দিলে যে অবলেহ প্রস্তুত হইবে, উহার ১ তোলা পরিমাণ প্রত্যহ খাইলে অতিশয় দুরারোগ্য বাত আরাম হয়।

প্রসারণ্যাড়কে ক্বাথে প্রস্থো গুড়রসো মতঃ।
পক্ব পঞ্চোষণরজো যশ্চ স্যাদামবাতহা॥ (ভাবপ্রকাশ)

গন্ধভাদুলিয়ার শিকড় বমন কারক। ইহা পেটফাঁপা নিবারক, পেটবেদনা, আক্ষেপ, বাত ও গেঁটে বাত রোগে হিতকর (Dymock)। (Fig. 312.)

Genus—PAVETTA Linn.

313. P. indica Linn. (কুকুরচূড়া)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xix, t. 10; Wight, I. C., t. 148; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 505.

Ref.—F. B. I., iii, 150; Roxb., F. I., i, 385; B. P., i, 565; Dymock, ii, 211.

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, ভারতের হিমালয় হইতে ভূটান পর্য্যন্ত স্থানে এবং দক্ষিণ ভারতে দেখা যায়। হুগলী জেলার স্থানে স্থানে ও গোঘাট অঞ্চলে এবং সুন্দরবনের পশ্চিম ভাগে রোপিত হয়। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. পাপট, তির্য্যকফল; বা. কুকুরচূড়া; হি. পাপারী; তে. পাপ্পু-বয়ক

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, পত্র।

বর্ণনা—বড় গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। ছাল পাতলা, মসৃণ ও ধূসরবর্ণ। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ কিংবা ফিকে ধূসরবর্ণ, শক্ত। শাখা বহু বিস্তৃত কোমল লোমযুক্ত। পত্র লম্বাকৃতি, কখনও ডিম্বাকৃতি, উভয়দিকে লোমযুক্ত, মাথা মোটা, বোঁটার দিকে ও অগ্রভাগে ক্রমশঃ সরু হইয়াছে, গাঢ় সবুজবর্ণ, পত্রে স্থানে স্থানে অর্ব্বুদ আছে। পত্রের বোঁটা ⅛-½ ইঞ্চি। ডালে বহুপরিমাণে ফুল হয়, শ্বেতবর্ণ ও সৌগন্ধযুক্ত। পুষ্পনল ½ ইঞ্চি, স্ত্রীকেসর ¼ ইঞ্চি, অত্যন্ত নরম। ফলের ব্যাস ⅛-⅙ ইঞ্চি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত মসৃণ ও কৃষ্ণবর্ণ। বর্ষাকালে ফুল ও শীতের প্রারম্ভে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় ধারক, দেশীয় ডাক্তারেরা অন্ত্রসম্বন্ধীয় রোগে ইহা ব্যবহার করেন। বালকদের পক্ষে শিকড়ের গুঁড়া ১৫ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার্য্য (Ainslie)। গাছের পাতা সিদ্ধ করিয়া সেই জলে ফ্লানেল অথবা কাপড় ভিজাইয়া অর্শে সেক দিলে অর্শের যন্ত্রণা আরাম হয় (Rheede)। শিকড়ের ক্বাথ (১ : ১০) ভাগ, আদা ও চাউল ধোয়া জলের সহিত খাইলে যকৃৎ রোগে হিতকর; ইহাতে যকৃতের কার্য্য বেশ ভাল হয় ও শোথ কমিয়া যায়। (Fig. 313.)

Genus—RANDIA Linn.

314. R. dumetorum Lamk. (মদনফল)

Fig.—Wight, I. C. t., 580; Roxb., Cor. Pl., t. 136; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 496.

Ref.—F. B. I., iii, 110; Roxb., F. I., i, 713; B. P. i, 567; Watt, vi, Pt. i, 389.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশে এবং সিন্ধুনদের নিকটস্থ স্থানে বহু পরিমাণে জন্মে। পশ্চিম বঙ্গে বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলায় স্থানে স্থানে দেখা যায়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. মদনফল; বা. মদনফল; হি. মেনফল; তে. মান্দ; তা. মধুকারৈ; Eng. Emetic nut.

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল, ফলের শাঁস ও ফল। মাত্রা ১-২ আনা।

বর্ণনা—কাঁটাযুক্ত গুল্ম বা ছোট গাছ, বসন্তকালে পত্র পতিত হইয়া যায়। গাছ লম্বা কাঁটা দ্বারা আবৃত; কাঁটা ১-২ ইঞ্চি লম্বা, অতিশয় তীক্ষ্ণ, সরল ও ধূসরবর্ণ। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ ও শক্ত। শাখা লম্বা ভাবে বিস্তৃত। পত্র দেখিতে অনেকটা টেনিসের ব্যাটের ন্যায়, বোঁটা ছোট, ১-২ ইঞ্চি লম্বা, আপাং গাছের পত্রের ন্যায়। ফুলের ব্যাস ১ ইঞ্চি,

প্রত্যেক শাখার গোড়া হইতে ১-৩টী ফুল হয়। পুষ্পস্তবক লোমময়। ফুল শ্বেতবর্ণ কিংবা পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। ফল গোলাকার, কিংবা ডিম্বাকৃতি, প্রায় ½ ইঞ্চি, পীতবর্ণ, ২টী ঘর আছে, শাঁস পুরু। ফল দেখিতে অনেকটা ন্যাসপাতির মত, ভিতরে ফলের ৪ ভাগে ৪টী বীজ থাকে। বীজ চেপ্টা ও শাঁসের দ্বারা আচ্ছাদিত। জ্যৈষ্ঠ মাসে ফুল হয়, শীতে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বৈদ্যদের মতে ইহার ফল একটী উৎকৃষ্ট বমনকারক। মদনফল খাইলে গা ঘোরে ও বমনের ন্যায় হয়। ফোড়া হইলে মদন ফলের প্রলেপ দিলে উহা বসিয়া যায় এবং ফল কাংস্যপাত্রে পেষণ করিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিলে নাভিশূল আরাম হয়।

একটী পাকা ফল ১ মাত্রার পক্ষে যথেষ্ট।

মুসলমান বৈদ্যেরাও ইহাকে বমনকারক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইহা কফ ও পিত্তনাশক ও ধারক। ইহা দারুচিনি, এলাচ প্রভৃতির সহিত ব্যবহার করিতে হয় (Dymock)। ইহা বাতে মালিশ হয় (Stewart)। যখন জ্বরে হাড়ে বেদনা হয় তখন ইহার ছালের কাথ সেবন করিলে বেদনা কমিয়া যায়।

রক্ত আমাশয় রোগে ইহা ইপিকাকের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। ইহার গুঁড়া ব্যবহার করিতে হয়; মাত্রা ৪০ গ্রেণ বমনের জন্য, ১৫-৩০ গ্রেণ রক্ত আমাশয়ের জন্য প্রযুক্ত হয় (Moodeen Sheriff)।

ছাল ধারক। পেটের বেদনায় ইহার ফল চাউল ধোয়া জলের সহিত নাভিদেশে প্রলেপ দিলে পেট বেদনা আরাম হয়।

মদনফল মৎস্য মারিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

মদনফল, আকন্দ এবং যষ্টিমধুযোগে যে চূর্ণ প্রস্তুত হয় উহা সর্দ্দি ও হাঁপানীর একটী উৎকৃষ্ট মহৌষধ। ফলের শাঁস ক্রিমি নাশক এবং কখন কখন গর্ভস্রাব করাইয়া দেয়। ফলের গুঁড়া জিহ্বা ও তালুতে লাগাইলে জ্বর আরাম হয়, বিশেষতঃ বালকদের দাঁত উঠিবার সময় যে জ্বর হয় উক্ত জ্বরে বিশেষ কাজ করে (Murray)। (Fig. 314.)

315. R. uliginosa Dc. (পিরআলু)

Fig.—Wight, I. C., t. 397; Roxb., Cor. Pl., t. 135; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 495.

Ref.—F. B. I., iii, 110; Roxb., F. I., i, 712; B. P., i, 566; Watt, vi, Pt. i, 391.

জন্মস্থান—পূর্ব্ব, মধ্য ও দক্ষিণ ভারত, সিকিম ও আসামে দেখা যায়। হুগলী, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া জেলার স্থানে স্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. পিরআলু; হি. পিণ্ডালু; সামতাল—পিণ্ডি।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় এবং ফল।

বর্ণনা—শক্ত গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, শাখা ৪ কোণবিশিষ্ট। পত্র ২-৮ ইঞ্চি লম্বা ও ১-৪ ইঞ্চি চওড়া, শুষ্ক অবস্থায় মলিনবর্ণ, পত্র বোঁটার দিকে ক্রমশঃ সরু। পুষ্পবৃন্ত ছোট ও ত্রিকোণাকার, পুষ্পস্তবকের ব্যাস ১-২ ইঞ্চি। বহির্ব্বাস ১½ ইঞ্চি। ফল ২ ইঞ্চি লম্বা, পীতবর্ণ। বীজ চেপ্টা, মসৃণ। ফল বাজারে বিক্রয় হয়, লোকে খাইয়া থাকে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল হয় ও শীতকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার অপক্ক ফল কাঠের কয়লায় সেঁকিয়া খাইলে উদরাময় ও রক্ত আমাশয় আরাম হয়। পিণ্ডালু ধারক (Dymock)। ইহার শিকড় ঘৃতে সিদ্ধ করিয়া খাইলে উদরাময় ও রক্ত আমাশয়ে উপকার হয়। (Fig. 315.)

Genus—RUBIA Linn.

316. R. cordifolia Linn. (মঞ্জিষ্ঠা)

Fig.—Wight, I. C., t. 187; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 510.

Ref.—F. B. I., iii, 202; Roxb., F. I., i, 374; B. P., i, 580.

জন্মস্থান—ভারতের পার্ব্বতীয় প্রদেশে, হিমালয়ের উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভাগে, ৮০০০ ফুট উচ্চ স্থান পর্য্যন্ত, এবং দক্ষিণে সিংহল এবং মালাক্কা নামক স্থানে, ছোটনাগপুর, পরেশনাথ পাহাড়ে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সংস্কৃত ও কঙ্কন—মঞ্জিষ্ঠা; বা. মঞ্জিষ্টা; হি. মজিৎ; বম্বে, মারহাট্টা, তে.—তাম্রবল্লী; তা. মন্দিট্ট; Eng. Indian Madder.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল ও শিকড়। মাত্রা, চূর্ণ ১-৪ আনা; কাথ, ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—ইহা একটী বৃক্ষারোহী বহুবর্ষ-জীবি লতা; শিকড় লম্বা ও মোটা। গাছের ডাঁটা প্রচুর পরিমাণে জন্মায়; অতিশয় লম্বা, অন্য গাছের উপর সচরাচর অনেক দূর লতাইয়া যায়। ত্বক্ শ্বেতবর্ণ। লতায় অনেক শাখাপ্রশাখা আছে। ডাঁটা চারিটী কোণবিশিষ্ট, কখনও কোণে কাঁটার মত থাকে। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, গোড়ার দিকে হৃৎপিণ্ডাকৃতি, দেখিতে অনেকটা ছোট পানের পাতার ন্যায়, কিনারায় ছোট শ্বেতবর্ণ বক্র কাঁটা আছে। বোঁটা পাতার দ্বিগুণ লম্বা, ইহাতে কাঁটা আছে। ফুলের পাপড়ি ৫টী; ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম লোম আছে। পুষ্পস্তবক পুরু ও অতিশয় ছোট, ইহার অংশগুলি ডিম্বাকৃতি, মাথাটী সূক্ষ্মকোণী। ফল ⅙ ইঞ্চি, ঈষৎ বেগুণে ও কৃষ্ণবর্ণ। অক্টোবর হইতে জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মঞ্জিষ্ঠা রং করিবার জন্য বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। কোন প্রকার ক্ষত ও চর্ম্মরোগে বাহিক প্রয়োগ হয় (চক্রদত্ত)।

মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে পক্ষাঘাত, কামলা ও মূত্রপথের রোধকারক রোগে এবং স্ত্রীলোকদিগের রজোনাশে প্রয়োগ করেন।

ইহার ফল যকৃতের পীড়ায় একটী আবশ্যকীয় ঔষধ, ইহার শিকড়ের মলম মধুর সহিত মিশাইয়া দিলে চর্ম্মরোগ আরাম হয়।

মঞ্জিষ্ঠার শিকড়ের ছেঁচা রস স্ত্রীলোকদিগের প্রসবের পর প্রসবাস্তিক স্রাব নির্গত করিবার জন্য বড়ই শোধক ঔষধ। ৩ ড্রাম অথবা তাহার অধিক পরিমাণ মঞ্জিষ্ঠা খাইলে স্নায়ুযন্ত্রের অপকার করে (Ainslie) তজ্জন্য উন্মত্ততা ও আক্ষেপ উৎপাদন করে (Pharm. Ind , ii, 232)। এই গাছ ভারতের পার্ব্বতীয় প্রদেশে বহুপরিমাণে জন্মে এবং বম্বে বাজারে অনেক পরিমাণে আমদানী হয়। শরীরের কোন স্থানে মেছেতা হইলে মধুর সহিত পিষ্ট মঞ্জিষ্ঠার প্রলেপ দিলে মেছেতা আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

মেহ রোগে শ্বেতচন্দন ও মঞ্জিষ্ঠার কাথ হিতকর।

আয়ুর্ব্বেদে ইহা ঋতুকর ও মূত্রকর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ; এই কারণে শোথ, পক্ষাঘাত, কামলা ও ঋতুনাশে ইহার ব্যবহার হয়।

ইহার কাথ সেবনে, মূত্র এমন কি অস্থি পর্য্যন্ত লালবর্ণ হয়। ঘায়ের পক্ষে মঞ্জিষ্ঠা ঘৃত বড় উপকারী। ইহা মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন ও মূর্গার শিকড় যোগে প্রস্তুত হয় ; দাহজনিত ক্ষত ও অপরাপর ঘায়ে ইহা বেশ কাজ করে। (Fig. 316.)

Genus—VANGUERIA Juss.

317. V spinosa Roxb. (ময়না)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 502.

Ref.—F. B. I., iii, 136 ; Dymock, ii, 211 ; Roxb., F. I., i, 536 ; B. P., i, 575 ; Prain, H. H., 224.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র দেখা যায়। উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় জঙ্গলের ধারে জন্মে ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. পিণ্ডিতক ; বা. ময়না।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় বড় সবুজ কাঁটাযুক্ত অথবা কণ্টকহীন ছোট উদ্ভিদ, পাতা মসৃণ ও শক্ত লোমাবৃত, ২-৪ ইঞ্চি লম্বা বোঁটা ⅛-১ ইঞ্চি। ফুল ছোট, ঈষৎ সবুজবর্ণ, ১-১½ ইঞ্চি। ফলে

শাঁস আছে, দেখিতে চেরীফলের ন্যায় অথবা কতক পরিমাণে আমলকীর মত, পাকিলে পীতবর্ণ, অনেকটা গোলাকৃতি ও মসৃণ। ফলের ব্যাস ½-১ ইঞ্চি; শাঁস খায়, ফল শক্ত ও মসৃণ, ইহাতে একটী বীজ আছে। গ্রীষ্মকালে এই গাছের ফুল হয় ও শীতকালে ফল পাকে। অপর এক জাতীয় ময়না আছে উহার লাটিন নাম V mollis (F. B. I, iii, 136). ইহা পশ্চিম বঙ্গেই বেশী দেখা যায়; এই গাছ উপরোক্ত গাছ অপেক্ষা ছোট, পত্রের উভয়দিক কোমল ও শক্ত লোমযুক্ত।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত বৈদ্যেরা ইহার ফল বলকারক, সর্দ্দি ও পিত্তনিঃসারক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (Fig. 317.)

Genus—MORINDA Linn.

318. M. citrifolia Linn. (আচ)

Fig.—Bedd., Fl. Sylv., t. 220; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 507.

Ref.—F. B. I., iii, 156; Roxb., F. I., i, 543, B. P., i, 573; Prain, H. H., 224.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র চাষ হয়; ছোটনাগপুর, বিহার, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় জঙ্গলে জন্মে ও চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—সং. আচ্ছুক; বা. আচ; হি. আল; তে. মাদ্দী-চেট্টু; সাঁওতাল—চাইলী বা কাতারী; Eng. Indian Mulberry.

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ, শরৎকালে পাতা পড়িয়া যায়। পত্র কোমল অথবা শক্ত লোমযুক্ত। গাছের ত্বক্ কর্কের মত। কাষ্ঠ পীতবর্ণ, কখনও লালবর্ণ, শক্ত ও ভারী; এই গাছ হইতে পীতবর্ণ রং প্রস্তুত হয়। গাছের গাত্র লম্বালম্বি কাটা কাটা। পত্র উজ্জ্বল নহে, পত্র ৪-৮ ইঞ্চি, বোঁটার দিকে সরু। পুষ্পনল শক্ত লোমযুক্ত; ফুল অতিশয় সৌগন্ধযুক্ত, এক একটী হয়। পাপড়ি ৫টী, ½-¾ ইঞ্চি লম্বা। ফলে শাঁস আছে। এই গাছের আর এক জাতি আছে, ইহাকে M. bracteata Roxb. (B. P., i, 573) অথবা বন আচ কিংবা হল্দীকুঁচ বলে। এই গাছগুলি সুন্দরবন অঞ্চলে এবং বঙ্গদেশের গঙ্গা ও দামোদর নদীর তীরবর্ত্তী জেলার জঙ্গলে ও গ্রামের ধারে দেখা যায়। মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে ফুল হয় ও অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় ধারক এবং সন্ধিনাশক (Irvine)। বম্বেদেশে ইহার পাতা ঘা ও ক্ষতে ব্যবহার হয় এবং পাতার রস, জ্বরনাশক ও বলকারক ঔষধরূপে প্রয়োগ হয় (Dymock)। (Fig. 318.)

Genus—HYMENODICTYON Wall.

319. H. excelsum Wall. (কুকুর কট)

Fig.—Wight, I. C., t. 79 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 491.

Ref.—F. B. I., iii, 35 ; Roxb., F. I., i, 529 ; B. P., i, 555.

জন্মস্থান—ত্রিহুত, মধ্যভারত, টেনাসরিম, চট্টগ্রাম।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. কুকুর কট, কালবুকনন ; তে. ভাগারু ; তা. সাগাপু।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—৩০-৪০ ফুট উচ্চ গাছ, কাণ্ড সরল, মোটা ও উচ্চ, বহু শাখাপ্রশাখা হয়। ছাল পুরু, বাহিরের ছাল ধূসরবর্ণ, ছিদ্রযুক্ত, গায়ে কাটা কাটা দাগ আছে, ভিতরের ছাল শ্বেতবর্ণ। পত্র ডালের বিপরীত দিকে হয়, পশমের ন্যায় নরম। পত্র ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা, ৩-৫ ইঞ্চি চওড়া। ফুল ক্ষুদ্র সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, এক সঙ্গে অনেক ফুল হয়। পুংকেসর ৫টী ছোট পুষ্পনলের মধ্যে থাকে। ফল লম্বা ও দেখিতে প্রায় মটরের মত কিন্তু লম্বায় দ্বিগুণ, ইহাতে ডোরা কাটা আছে। ফলের ভিতর ৬-১২টী বীজ থাকে। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা অতিশয় ধারক ও উগ্র জ্বরে সিনকোনা গাছের তুল্য। ইহার ছাল তিক্ত, ভারতীয়েরা ইহাকে জ্বরনাশক ও বলকারক ঔষধরূপে ব্যবহার করে। Dr. O'Shaughnessy বলেন যে জ্বরের পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, তিনি ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। ইহার ছাল কাঁচা অবস্থায় তিক্ত, কিন্তু শুষ্ক হইলে স্বাদবিহীন হয়। (Fig. 319.)

LVII. VALERIANEAE

Genus—NARDOSTACHYS Dc.

320. N. Jatamansi Dc. (জটামাংসী)

Fig.—Royle, Ill., 242-44, t. 54 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 509B.

Ref.—F. B. I., iii, 211 ; Wall, Cat., 431 ; Dymock, ii, 233.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, কুমায়ুন হইতে সিকিমের পর্ব্বতে প্রায় ১১০০০ হইতে ১৭০০০ ফুট উচ্চে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. বা. তা. তে. জটামাংসী ; হি. বালছর ; Eng. Musk root.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ, মূলের গেঁড়।

বর্ণনা—ইহার মূল কাষ্ঠের মত শক্ত, লম্বা এবং বহুসংখ্যক ছোবড়ার মত দ্রব্যে আবৃত। কাণ্ড ৪-২৪ ইঞ্চি, কোমল লোমাবৃত, পত্র ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা এবং ১ ইঞ্চি চওড়া, লম্বাদিকে শিরা আছে। পুষ্পদণ্ডের মস্তকে সচরাচর ১-৫টী ফিকে গোলাপী অথবা নীল বর্ণের ফুল থাকে। ফল ⅙ ইঞ্চি লম্বা, শ্বেতবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ কেশে আবৃত। ইহার দুই প্রকার গাছ আছে। এক প্রকার গাছে বড় ফুল হয় ও পুষ্পস্তবকে মসৃণ লোম আছে। এই গাছের সংস্কৃত নাম জটামাংসী, কেহ কেহ ইহাকে ভূতকেশী অথবা পীষিত তপস্বিনী বলে, ইহা সৌগন্ধকরণে ও ঔষধে ব্যবহার হয়। জুলাই-আগষ্ট মাসে ইহার ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—জটামাংসী অপস্মার ও মৃগী রোগের মহৌষধ (সুশ্রুত)। হিন্দু কবিরাজেরা ইহাকে স্নায়বিক রোগের ঔষধ ও পেটফাঁপা নিবারক বলিয়া বর্ণনা করেন। নির্ঘণ্টকারের মতে ইহা স্নিগ্ধকর ও কুষ্ঠের মহৌষধ। মাথার চুল কৃষ্ণবর্ণ ও বৰ্দ্ধিত করিবার জন্য ইহা হইতে এক প্রকার মাথার তৈল প্রস্তুত হয়। জটামাংসী ব্যবহার করিলে রক্ত পরিষ্কার হয়।

O'Shaughnessy বলেন ইহা Valerian-এর সমতুল্য (Beng. Disp., 404); Valerian যখন উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করা যায় তখন উহা হজমশক্তি বাড়াইয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি করে; প্রত্যেক বারে ২ ড্রাম পরিমিত ব্যবহার করিলে পাকস্থলীর উত্তাপ বৃদ্ধি হয়, বমন হয় ও পেট বেদনা করে, নাড়ী দ্রুত হয় ও ঘাম হয়।

ইহা উত্তেজক, মূত্রকর ও ঋতুকর, ইহা পাকযন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্রের যাবতীয় বিশৃঙ্খলা দূর করে। জটামাংসী ৪৫ গ্রেণ পরিমাণ ব্যবহার করিলে সর্দ্দির কফ নিঃসারিত হয় (Dymock)।

জটামাংসীর শিকড় উত্তেজক, তিক্ত ও বলকারক। ইহার আক্ষেপ নিবারক গুণ আছে; ইহা অপস্মার, মৃগী, হিষ্টিরিয়া ও অপরাপর আক্ষেপে ব্যবহার হয় (Watt)।

১ তোলা জটামাংসী ৮ তোলা গরম জলে ৪।৫ ঘণ্টা ভিজাইয়া পান করিলে মূর্চ্ছা ও বুক ধড়ফড়ানি রোগ আরাম হয়।

জটামাংসীর ফুল হিষ্টিরিয়া ও মৃগী রোগে ব্যবহার্য্য।

জটামাংসীর শিকড় সুবাসিত ও তিক্ত। কথিত আছে, ইহা বলকারক, উত্তেজক। ইহার আক্ষেপ নিবারক গুণ আছে; এই জন্য মৃগী, হিষ্টিরিয়া ও তড়কা রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহা মূত্রকর, ঋতুকর এবং পাকযন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্রের যাবতীয় রোগে হিতকর। কথিত আছে, ইহা কামলা ও কণ্ঠনালীর রোগ নিবারক ও বিষের প্রতিষেধক। (Fig. 320.)

Genus—VALERIANA Linn.

321. V. Hardwickii Wall (টগর)

Fig.—Wall, Pl. As. Rar., 39, t. 268 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 512.

Ref.—F. B. I., iii, 213 ; Wall, Cat., 452.

জন্মস্থান—কাশ্মীর হইতে ভুটান পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য প্রদেশে ৪০০০ হইতে ১২০০০ ফুট উচ্চে এবং খাসিয়া পাহাড়ে ৪০০০ হইতে ৬০০০ ফুট উচ্চে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—হি. বা. টগর ; কুমায়ুন—আসরুণ ; লেপচা—চাম্মাহা ; Eng. Indian Valerian.

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, বহুবর্ষ জীবিত থাকে ; শিকড় ছোবড়ার ন্যায়। কাণ্ড ১-৫ ফুট সরল। পত্র পক্ষাকার, পত্রদণ্ডে উভয়দিকে যোড়া যোড়া পত্র হয়, অগ্রভাগে একটী বিযোড় পত্র থাকে ; ত্রিপত্রবিশিষ্ট, কখনও ৫টী পত্র থাকে। পুষ্পদণ্ড লম্বা, লোমবিশিষ্ট, পত্রের ডাঁটা অপেক্ষা পুষ্পদণ্ড লম্বা। ফল কেশযুক্ত। জুলাই হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে ইহার ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ জটামাংসীর তুল্য (Makhzan)।

Royle বলেন এই গাছ নেপাল ও উত্তর ভারতে ঔষধার্থে ব্যবহার হয়, ইহা Valerianএর সমগুণ বিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত হয় (Dymock)। (Fig. 321.)

322. V. officinalis Linn. (কালবালা)

Fig.—Woodville, Med. Bot., ii. t. 99 (1792) ; Bentley & Trim., ii. 146 (1876).

Ref.—F. B. I., iii. 211 ; Boiss., Fl. Orient., iii. 89 ; Sowerby & Sm., Engl. Bot., x, t. 698 (1800).

জন্মস্থান—ইউরোপের আইসল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে ; ভূমধ্যসাগরের নিকটস্থ প্রদেশে, পশ্চিম এসিয়া, জাপান্। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় চাষ হয়। কাশ্মীরের উত্তরভাগে ৮০০০ হইতে ৯০০০ ফুট উচ্চ স্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—মারহাট্টা—কালবালা ; Eng. Common Valerian.

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ; মূলদেশ সরল, ইহা হইতে নরম, গোলাকার ফিকে ধূসরবর্ণ ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা শিকড় বাহির হয়। কাণ্ড ২-৩ ফুট উচ্চ, গাছের অগ্রভাগ, গোলাকার ও ফাঁপা প্রশাখা বিশিষ্ট। পত্র পক্ষাকার, কাণ্ডের উভয়দিকে পর্য্যায়ক্রমে বাহির হয়। উপপত্র ⅛-২½ ইঞ্চি লম্বা, কিনারা করাতের ন্যায় কর্ত্তিত। ফুল ছোট, এক সঙ্গে গুচ্ছবদ্ধ ভাবে জন্মে। পুষ্পদণ্ড বহুশাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট ও লম্বা। ফুল ফিকে লালবর্ণ, লম্বাকৃতি, লোমযুক্ত। পুংকেসর ৩টী, ইহার অর্দ্ধেক অংশ পুষ্পনলের অভ্যন্তরে থাকে। ফল ⅙ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি ইহাতে ৩টী শিরা আছে। ফলে এক একটী বীজ হয়, দেখিতে চেপ্টা। আগষ্ট হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় উত্তেজক এবং আক্ষেপ নিবারক। ইহা হিষ্টিরিয়া, মৃগী ও পেশীর আক্ষেপ নিবারক। জ্বরের পুরাতন অবস্থায় ইহা উত্তেজক ঔষধরূপে ব্যবহার হয়। আক্ষেপ নিবারণ করিবার পক্ষে ইহা হিঙ্গু অপেক্ষা শক্তিতে কম। ইহা অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলে, মাথা ধরা, মানসিক উত্তেজনা ও স্নায়ুর অবসাদ আনয়ন করে। সিন্‌কোনার ছালের সহিত ব্যবহার করিলে ইহা অবিরাম জ্বর নাশ করে। প্রবল বাতরোগে ইহার জলে স্নান করিলে কিংবা আক্রান্ত অংশ ধৌত করিলে বাতের উপশম হয়। Volatile তৈল কিংবা Valerian খাইলে বাতরোগে বিশেষ ফল হয় (Bentl. and Trim.)। (Fig. 322.)

LVIII. COMPOSITAE

Genus—VERNONIA Schreb.

323. V. cineria Less. (ছোট কুকসিমা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 64; Wight, Ic., t. 1076; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 516.

Ref.—F. B. I., iii, 233; Roxb., F. I., iii, 406; B. P., i, 590; Prain, H. H., 225.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র জন্মে, এমন কি হিমালয়ের ৮০০০ ফুট উচ্চ স্থানেও দেখা যায়; খাসিয়া পাহাড়, বঙ্গদেশের পতিত জমিতে ও রাস্তার ধারে সর্ব্বত্র দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. অর্দ্ধপ্রসাদন, সহদেবী; বা. ছোট কুকসিমা; তা. সশিরাসঙ্গলা-নীর; বম্বে—মতিসাদরী; গুজরাট—সাদরী; তে. ঘেরিটী কারনিনা; Eng. Fleabane.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গুল্ম, ফুল এবং বীজ।

বর্ণনা—সাধারণ গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ; কাণ্ড নরম ও সরল, ৬-১২ ইঞ্চি উচ্চ, কোমল লোমযুক্ত; শাখা অতি অল্প হয়। পত্র বিপরীত দিকে দূরে দূরে জন্মে, নিম্নের পত্র ২ইঞ্চি,

উপরের পত্রগুলি ছোট ½-১½ ইঞ্চি লম্বা, ইহার বোঁটা ছোট, ডিম্বাকৃতি, গোড়ার দিকে ক্ষয়প্রাপ্ত, কিনারা কর্ত্তিত ; পত্রের উভয় দিকে লোম আছে। ফুল ২০-২৫টী জন্মে, লালের আভাযুক্ত হরিদ্রা বর্ণ, কতক অংশ শ্বেত বর্ণ। Hooker সাহেব তাঁহার লিখিত Flora of British India নামক পুস্তকে ইহার আরও ২টী জাতি উল্লেখ করিয়াছেন। জুলাই-আগষ্ট মাসে ফুল ও শীতের প্রারম্ভে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কবিরাজী মতে ইহার কাথ জ্বরে ঘর্ম্ম উদ্রেক করে (Ainslie)। ইহার রস অর্শে ব্যবহৃত হয়।

পাটনা জেলায় ইহার বীজ কৃমিনাশক ঔষধরূপে ব্যবহার হয়। ছোটনাগপুরে এই গাছ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে মূত্রকোষের আক্ষেপে ব্যবহৃত হয় (A. Campbell)। ইহার শিকড় শোথ নাশক (Wood, Plant, Chutia Nagpur)। (Fig. 323.)

324. V. anthelminticum Willd. (সোমরাজ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 24; Burm. Thes., 210, t. 95, Kirtikar and Basu, t. 515A.

Ref.—F. B. I., iii. 236; Roxb., Fl. I., iii, 405; B. P, i, 589; Prain, H. H., 224; Voigt, H. S., 405.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র জন্মে, বিশেষতঃ হিমালয় প্রদেশে বহু পরিমাণে জন্মে। বঙ্গদেশের হুগলী, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া জেলায় অকর্ষিত ভূমিতে এবং বাগানের ধারে প্রচুর দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. সোমরাজ, বাকুচী ; বা. সোমরাজ ; হি. কালোজী, গু কাদবোজিরি, তে. আদাবী জিলাকারা, তা. কাটাক-জিরাগাম্ ; Eng. Purple Fleabane.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও পত্র। মাত্রা, পত্রের রস ১-২ তোলা ; বীজচূর্ণ ১-৮ আনা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম। পত্র ৩-৮ ইঞ্চি, বহু পত্র হয়। পুষ্পস্তবকের মাথার ব্যাস ½-¾ ইঞ্চি, প্রায় ৪০ ভাগে বিভক্ত, নরম লোমযুক্ত, উজ্জ্বল, চেপ্টা। ফুল ঈষৎ বেগুণে, বর্ষাকালে জন্মে। ফল মার্চ্চ মাসে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকেরা বহুকাল হইতে ইহা শ্বেত প্রদর এবং সর্ব্বাঙ্গীন শোথে প্রধান ঔষধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা অপরাপর ঔষধের সহিত দিলে কৃমি নাশ হয়। সোমরাজ বীজের গুঁড়া ১৫ গ্রেণ এবং কৃষ্ণতিল ১৫ গ্রেণ গরম জলের সহিত পান করিলে যাবতীয় চর্ম্মরোগ আরাম হয়। ঔষধ সেবন করিয়া রৌদ্র লাগাইয়া অথবা ব্যায়াম করিয়া ঘর্ম্ম বাহির করা একান্ত আবশ্যক (চক্রদত্ত)।

Leucoderma রোগে হরিতকী, খদির ও গুঁড়া সোমরাজের কাথ ব্যবহৃত হয়। সোমরাজের তৈল পাঁচড়ার একটী বিশেষ ঔষধ।

নির্ঘণ্ট মতে ইহা মিষ্ট, হজমীকারক, তিক্ত, ধারক, সর্দ্দিনাশক, জ্বর, কাশি ও কৃমিনাশক, কিন্তু এই ঔষধ সর্ব্বদা ব্যবহার করিলে অপকার হয়।

ইহার কৃষ্ণবর্ণ তিক্ত বীজ কৃমিনাশক ও সর্পবিষের ঔষধের অনুপানরূপে ব্যবহৃত হয় (Ainslie)।

মালাবার দেশে ইহা কফ ও পেটফাঁপায় ব্যবহৃত হয়। Pharmacopoeia মতে ইহার বীজের গুঁড়া মধুর সহিত কয়েক ঘণ্টা অন্তর দিবসে দুইবার সেবন করিলে পেটের কৃমি মরিয়া যায় (মাত্রা ১½ ড্রাম অথবা ২২ গ্রেণ)। ডাঃ রস বলেন, বীজের গুঁড়া ১০-৩০ গ্রেণ পরিমাণ কৃমির পক্ষে হিতকর। Dr. Gibson বহু পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে ২০-২৫ গ্রেণ সোমরাজ যাবতীয় পাকযন্ত্রের রোগ নাশক (Pharm. Ind., 126)।

পাতার রস নাকের সর্দ্দি বাহির করিয়া দেয়। ইহা সর্ব্বাঙ্গীন শোথ ও ফোড়ায় প্রলেপ দিলে উহা আরাম হয় (Watt)। সোমরাজের বীজ জ্বর নাশক (Baden-Powell)।

কুষ্ঠ রোগী কৃষ্ণতিলের সহিত এক বৎসর সোমরাজ ব্যবহার করিলে কুষ্ঠ একেবারে আরাম হইয়া রোগী দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করে।

খদির কাষ্ঠ এবং আমলকীর কাথে সোমরাজ বীজ মিশাইয়া পান করিলে শ্বেত কুষ্ঠ আরাম হয় (বঙ্গসেন)। (Fig. 324).

Genus—ELEPHANTOPUS Linn.

325. E. scaber Linn. (গোজিহ্বা, শ্যামদলন)

Fig.—Wight, Ic., t. 1086 ; Rheede, Hort. Mal., n. t. 7 ; Kirtikar & Basu, t. 517.

Ref.—F. B. I., iii, 242 ; Roxb., F. I., iii, 445 ; B. P., i, 590 ; Prain, H. H., 225.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায়, পতিত জমিতে এবং মাঠে, সাধারণতঃ দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. বা. গোজিহ্বা, শ্যামদলন।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় ও পত্র।

বর্ণনা—ঘনসন্নিবদ্ধ গুল্ম। পত্র উভয় দিকে একটীর পর আর একটী জন্মে, অনেকটা গরুর জিহ্বার ন্যায়। পুষ্পদণ্ডের মস্তকে ২-৫টী ফুল হয়। মুকুলের নিম্নভাগে ৮টী ছোট

পত্র হয়। ফুল বেগুনে কিংবা নীল লোহিত বর্ণ, ৪ ভাগে বিভক্ত। ফল গাছে থাকিতে থাকিতে কখন কখন গাছের উপরিভাগেই অঙ্কুরিত হয়। শরৎকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মালবার দেশে ইহার পত্র ও শিকড়ের কাথ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে ব্যবহার হয় (Rheede)। ত্রিবাঙ্কোব দেশে ইহার পাতা ছেঁচিয়া চাউলের সহিত সিদ্ধ করিয়া খায়, ইহাতে পেটফাঁপা ও পেটের যন্ত্রণা আরাম হয় (Watt)।

ছোটনাগপুরে ইহার শিকড়ের কাথ জ্বর নাশক বলিয়া ব্যবহৃত হয় (A. Campbell)। (Fig 326.)

Genus—GRANGEA Forsk.

326. G. maderaspatana Poir. (নামুতি)

Fig.—Wight, Ic., t. 1097; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 520.

Ref.—F. B. I., iii, 247; Roxb., F. I., iii, 412; B. P, i, 593; Prain, H. H., 225.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশেব বহু স্থানে জন্মে, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া জেলার রাস্তার ধারে এবং পতিত জমিতে ও মাঠে, সাধারণতঃ দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. নামুতি; হি. মাস্তারু।

ব্যবহার্য্য অংশ—পাতাব রস।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, মাটীতে গড়াইয়া জন্মে, ৬-১২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, শাখা লোমযুক্ত। পত্র অনেক হয়, ১½-২½ ইঞ্চি লম্বা, বৃন্ত ছোট। পত্রিকা ২-৪ জোড়া কাণ্ডের উভয় দিকে বিভক্তভাবে জন্মে, পত্রিকার শেষ অংশটী বড়; পত্র ঘন ঘন জন্মে, করাতের ন্যায় দাঁতযুক্ত ও কোমল লোমাবৃত। পুষ্প পীতবর্ণ, ¼-½ ইঞ্চি। কার্ত্তিক হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পত্র অম্লরোগ নিবারক বলিয়া খ্যাত। ইহা আক্ষেপ নিবারক। ঋতুবন্ধ হইলে এবং হিষ্টিরিয়া হইলে ইহার রস ব্যবহৃত হয়। ইহার পাতা কখন কখন বিষ দোষে বেদনা নিবারণের জন্য স্বেদ কার্য্যে প্রয়োগ হয় (Ainslie)। ইহার রস কাণে দিলে কাণ বেদনা আরাম হয় (Watt)। (Fig 326.)

Genus—EUPATORIUM Linn.

327. E. Ayapana Vent. (আয়াপান)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 518A.

Ref.—F. B. I., iii, 244; Watt, iii, 293; B. P., i. 592; Prain, H. H., 225; Voigt, H. S., 407.

জন্মস্থান—ইহা আমেরিকার ব্রাজীল দেশীয় গাছ, মধ্যবাঙ্গালা ও পূর্ব্ববাঙ্গালায় বাগানে রোপণ করে, হুগলী, হাওড়া জেলার অনেক বাগানে যত্নে রক্ষিত ও চাষ করে। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. মা. আয়াপান।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র রস; মাত্রা ১ আনা পরিমাণ।

বর্ণনা—ছোট ২-৬ ফুট উচ্চ গুল্ম। শাখা সরল ঈষৎ লালবর্ণ, ইহাতে কতকগুলি বিক্ষিপ্ত লোম আছে। পত্র উভয় দিকে যোড়া যোড়া জন্মে, পত্রের বোঁটা ডাঁটায় মিলিত আছে, পত্র ৪ ইঞ্চি লম্বা, ½ ইঞ্চি চওড়া, নরম, মসৃণ ও লম্বাকৃতি, তিনটি মোটা শিরা বিশিষ্ট। ঈষৎ লালবর্ণ। ফুল বেগুনে। এই গাছের গন্ধ উগ্র ও আনন্দদায়ক; স্বাদ কটু।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আয়াপানের পাতার ক্বাথ মসলার ন্যায় স্বাদবিশিষ্ট, ইহার টাটকা রস বেশ সুন্দর পানীয়। অতিশয় দুরারোগ্য ক্ষত পরিষ্কার করিতে ইহা অতি উত্তম ঔষধ (Ainslie)। আয়াপান বলকারক ও উত্তেজক। কলেরা রোগে ইহা শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়। সর্পাঘাতে আয়াপান বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয় (Pharm. Ind.)। আয়াপান Chamomileএর সমগুণবিশিষ্ট, অল্পমাত্রায় বলকারক, উত্তেজক ও মৃদুবিরেচক। ইহার গরম রস বমনকারক, ঘর্ম্মকর, ক্রমাগত বমন হইয়া যখন শরীর দুর্ব্বল হয় এবং প্রাত্যাহিক জ্বরে যখন নাড়ীর বেগ কমিয়া আইসে তখন ইহা প্রযুক্ত হয়। ইহা আভ্যন্তরিক ক্ষতে ও রক্তবমনে বিশেষ ফলপ্রদ। (Fig 327.)

Genus—BLUMEA DC.

328. B. lacera DC. (কুকসিম)

Fig.—Burm. Fl. Ind., 180, t. 59, Fig. i; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 521A.

Ref.—F. B. I., iii, 263, Roxb., F. I., iii, 438; B. P., i, 598; Watt, i, Pt. ii, 459, Prain, H. H., 226.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতের সমতলভূমিতে এবং ২০০০ ফুট উচ্চে হিমালয় প্রদেশে,

ত্রিবাঙ্কোর, সিংহল, সিঙ্গাপুর প্রদেশে এবং বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে পতিত জমিতে ও শস্যক্ষেত্রে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. কুকুরদ্রু; বা. বড় কুকসিম, কুকুর শোঙ্গা; তে. আদবী; তা. কাট্টু মুলাঙ্গী।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় এবং পাতার রস। মাত্রা, পত্ররস ১-২ তোলা, মূলচূর্ণ ২-৮ আনা, মূলের কাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্ ও আগাছা, কাণ্ড সরল, পত্র ঘনসন্নিবিষ্ট। গাছগুলি ২ ফুট উচ্চ হয়, পত্রের কিনারা কর্ত্তিত। ফুল পীতবর্ণ ও উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট, কোমল ও লোমযুক্ত, ফুলের পাপড়ি শ্বেতবর্ণ। কুকসিম কয়েক জাতীয় আছে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহার পত্রের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়; অপরগুলির পত্র অবিভক্ত, কেবল পত্রে করাতের ন্যায় দাঁত আছে। ইহাদের মধ্যে B. eriantha DC., B. densiflora DC. B. balsamifera DC. এইগুলি প্রধান। ডাঃ Dymock বলেন যে, বম্বেদেশে কুকসিম জাতীয় সকল গাছকে "ভামবারদা" বলে। হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনায় কুকসিম জাতীয় গাছের মধ্যে B. bifoliata DC., B. Wightiana DC., B. glomerata DC., এবং B. laciniata DC. প্রধান (B. P., i, 597-98 এবং Prain, H. H., 226)। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার টাট্‌কা রস মুখে দিলে মুখের শুষ্কতা দূর হয়। কুকসিমের রস গোলমরিচের সহিত ব্যবহার করিলে কলেরা, রক্ত অর্শ ও মূত্ররোধ রোগ উপশমিত হয় (Watt)। পাতার টাট্‌কা রস খাইলে ফিতার ন্যায় কৃমি নাশ করে। ইহা জ্বর নাশক, আমরক্তাতিসারে হিতকর। পাতার রসের ঘ্রাণ লইলে কখন কখন পালাজ্বর আরাম হয়। জ্বর, রক্তাতিসার ও কণ্ডুতে অর্দ্ধছটাক কুকসিমের রস হিতকর। দধির সহিত কুকসিমের শিকড় বাটিয়া খাইলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়। (Fig 328.)

Genus—ANACYCLUS Linn.

329. A. pyrethrum DC. (আকরকরা)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 151; Dymock, iii, l., t. 683.

Ref.—Woodville. t. 20; Dymock, ii, 277.

জন্মস্থান—উত্তর আফ্রিকা, আরব, সিরিয়া দেশে বহুপরিমাণে জন্মে। ইহা ভারতীয় গাছ না হইলেও ঔষধরূপে ইহা আমাদের দেশে ব্যবহৃত হয়।

বিভিন্ন নাম—সং. আকারকরভ; বা. আকরকরা; তা. অক্কির করম; তে. অকলকরা।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় গাছ, গড়াইয়া অথবা খাড়া হইয়া জন্মে, কাণ্ডের গাঁইট দূরে দূরে হয়। ইহার মূল লম্বা, সঙ্কুচিত, দুইপ্রান্ত সরু। মূলের গাত্র হইতে সরু সরু শিকড় বাহির হয়। ছাল ধূসরবর্ণ, তিক্ত ও শ্বেতবর্ণ, চর্ব্বণ করিলে অল্প মিষ্ট পরে ঝাল লাগে। মূল খাইলে জিহ্বা জ্বালা ও চিন্ চিন্ করে। অনেকে ইহাকে আকরকরা বচ বলে, কিন্তু বচ ভিন্ন বস্তু, ইহার লাটিন নাম Zinziber zerumbet Sm. (B. P., ii, 1045)। শিকড় ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, ½-½ ইঞ্চি পুরু, ইহার গায়ে চুলের ন্যায় সরু শিকড় আছে। এইগুলিতে অতিশয় পোকা ধরে এবং অধিক দিন থাকিলে নষ্ট হইয়া যায়। এই গাছ আফ্রিকার আলজিরিয়া দেশ হইতে ভারতে আমদানি হয়। পাতার আস্বাদ কয়েত বেলের পাতার ন্যায়। ফুল অনেকটা গাঁদা ফুলের ন্যায়, ফুলের পাপড়ি শ্বেতবর্ণ ও গোলাপী, মধ্যস্থল হরিদ্রাবর্ণ। ফল চেপ্টা, লম্বাকৃতি, দেখিতে পিয়ারার মত। ফুল এপ্রিল-মে মাসে হয়, বীজ প্রায় হয় না।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আকরকরা সিফিলিস্ রোগ নাশক, বিশুদ্ধ পারদ ½ তোলা, খদির ½ তোলা, আকরকরা ½ তোলা, মধু ১½ তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া ৭টী বটিকা করিবে এই বটী প্রাতে একটী সেবন করিলে দারুণ সিফিলিস্ রোগ আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)। ঔষধ ব্যবহার করিয়া লবণ ও অম্লদ্রব্য ভক্ষণ করিবে না।

ইহা অতিশয় উত্তেজক; ইহার প্রলেপ দিলে চামড়া লালবর্ণ হয়, অধিকক্ষণ থাকিলে ফোস্কা উঠে। অধিক মাত্রায় আকরকরা ব্যবহার করিলে মুখ দিয়া লালা বাহির হয়, ও রক্ত মিশ্রিত মল বারংবার ত্যাগ হয়, সংজ্ঞাহীনতা হয় ও নাড়ির বেগ বাড়িয়া যায়। আদার সহিত ইহা ব্যবহার করিলে তন্দ্রা ও জড়তা নষ্ট হয়। ইহার অরিষ্ট পোকা ধরা দাঁতের কন্কনানি নষ্ট করে। পীনস ও সর্দ্দিতে ইহার চূর্ণ নাসিকাতে দিলে হাঁচি হইয়া সর্দ্দি বাহির হইয়া যায়।

আকরকরা খণ্ড খণ্ড করিয়া মোদক প্রস্তুত করিয়া খাইলে ধ্বজভঙ্গ ও শুক্রক্ষয়জনিত দৌর্ব্বল্য নষ্ট হয় (K. N. Khory, ii, 349)।

ইহা একটী উত্তেজক ঔষধ কিন্তু ইউরোপে ইহা খাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় না। Dr. Thomson বলেন, তিনি মাথাধরা, সন্ন্যাস, চক্ষু উঠা, সংজ্ঞাহীনতা এবং মুখের বাতে ইহা ব্যবহার করাইয়া অনেক রোগীকে আরাম করিয়াছেন (Met. Med. Ind., i, 300)।

মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে পক্ষাঘাত রোগে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। ইহার ফোড়া ফাটাইয়া দিবার বিশেষ শক্তি আছে। কাকাতুয়া পাখীকে কথা বলাইবার জন্য ভারতের লোকে পাখীকে ইহা খাওয়াইয়া থাকে। (Fig. 329.)

Genus—ARTEMISIA Linn.

330. A. vulgaris Linn. (নাগদমনী)

Fig.—Wight, Ic., t. 1112; Rheede, Hort. Mal., n. t. 45; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 540.

Ref.—F. B. I., iii, 325 ; Roxb., F. I., iii, 420 ; Dymock, ii, 284.

জন্মস্থান—পশ্চিম হিমালয়, খাসিয়া পাহাড়, মনিপুর, পশ্চিম ঘাট পাহাড় ; বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান জেলায় বাগানে রোপন করে।

বিভিন্ন নাম—সং. নাগদমনী, গ্রন্থীপর্ণি; বা. নাগদমনী, নাগদানা ; নেপাল—তিতপাট ; তা. তে. ম্যাকিপত্রী।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ ও পত্র।

বর্ণনা—গন্ধযুক্ত গুল্ম, ২-৮ ফুট উচ্চ, কোমল ও শক্ত লোমযুক্ত। কাণ্ডে অনেক পত্র থাকে, নীচের পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি ; পক্ষাকার, পত্রের গোড়ার অংশটী বোঁটার ন্যায়, পত্রের রং ধূসর বর্ণ, নীচের রং শ্বেতবর্ণ ও লোমযুক্ত। উপরে পাতার বোঁটা ছোট ও কিনারা সম্পূর্ণ ৩ ভাগে বিভক্ত। পুষ্পদণ্ড লম্বা, ধূসর বর্ণ ও পীত বর্ণ। স্ত্রীপুষ্প বাহির দিকে থাকে, ইহা নরম, ভিতরে উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট ফুল থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—নাগদমনী অন্ত্ররোগে হিতকর ও আক্ষেপ নিবারক। ইহার রস ঋতুনাশ ও হিষ্টিরিয়া রোগে হিতকর। ইহাব পুলটিস দুরারোগ্য ক্ষতে এবং চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয় (Dutt)।

ইহা বলকারক, কৃমিনাশক, আক্ষেপ নিবারক ও বালকদের সর্দ্দিতে ব্যবহৃত হয়। দেশীয় কবিরাজেরা বালকদের তড়কা নিবারণের জন্য ইহার রস মস্তকে দেয় (Watt)।

নাগদমনী হাঁপানী ও মাথাধরা নিবারণ করে। ইহার কাথ বলকারক ; আফগানিস্থানে ইহার কাথ কৃমি নাশের জন্য সেবন করে। ইহার মৃদু কাথ বালকদের হামে ব্যবহার হয়। Dr. Wight বলেন যে ইহাব পত্র এবং গাছের কচি ডগা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও আক্ষেপ নাশক। ইহার রস ক্ষতে স্বেদরূপে ব্যবহৃত হয়।

Dr. Stewart বলেন, ইহার রস ও গাছের ডগা পেটের দোষ নিবারণ করে (Ph. Ind.)।

নাগদানার ডাল হাতে লইয়া মৌচাক ভাঙ্গিলে মৌমাছি কামড়ায় না। (Fig. 330.)

Genus—CARTHAMUS Linn.

331. C. tinctorius Linn. (কুসুমফুল)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 555.

Ref.—F. B. I., iii, 386 ; Roxb., F. I., iii, 409 ; B. P., i, 625 ; Watt, vi, Pt. ii, 327.

জন্মস্থান—ভারতে অনেক স্থানে এবং উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে শীতকালে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—সং. কুসুম্ভ, বা. কুসুমফুল; তা. সেন্দুরফুল; তে. কুসুম্ববিত্তুলু; Eng. Safflower.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, ফুল, তৈল এবং শাক। মাত্রা, শাক ১-২ তোলা; ফুলের কাথ ৫-১০ তোলা; বীজের ফল ২-৪ আনা।

বর্ণনা—ছোট গুল্ম জাতীয় গাছ, মাঠে চাষ হয়, সূক্ষ্ম অথবা শক্ত লোমযুক্ত। পত্র লম্বা ও কণ্টকময়। পত্রপ্রান্ত করাতের ন্যায়। পুষ্পদণ্ডের পত্র ডিম্বাকৃতি ও লম্বা, গোড়া সবুজ বর্ণ, কাঁটাযুক্ত কিংবা কাঁটা থাকে না। ভিতরের পত্র ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু। ফুল নেবু রংবিশিষ্ট বা লালবর্ণ। পাপড়ি ৫টী, নরম নলের মধ্যে থাকে। ইহার ফুল কুঙ্কুমের ন্যায় বলিয়া ইহাকে গ্রাম্য কুঙ্কুম বলে। ফুল ডালের অগ্রভাগে থাকে। বীজ ক্ষুদ্র, মসৃণ, দেখিতে ক্ষুদ্র শঙ্খের ন্যায়। শীতকালে ফুল হয় এবং গ্রীষ্মকালে ফল পাকে। ভারতবর্ষে ইহা রং ও তৈলের জন্য চাষ হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহার বীজ, বিরেচক, বীজ হইতে যে তৈল বাহির হয় তাহা বাতে ও পক্ষাঘাতে হিতকর। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহার বীজ মৃদুবিরেচক ও সর্দ্দি নিবারক বলিয়া বিবেচনা করেন (Dymock)।

ইহার বীজ পেটে পুলটিস দিলে প্রসবের পর স্ত্রীলোকদিগের উদরস্ফীতি কমিয়া যায়; ইহার তৈল মালিশ করিলে বাত আরাম হয় এবং ক্ষতের মালিশরূপে ব্যবহৃত হয় (Ainslie)।

ইহার বীজ মূত্রকর ও বলকারক (Dr. Stewart)।

ইহা অধিক মাত্রায় সেবন করিলে মৃদুবিরেচক, গরম রস ঘর্ম্মকর। আরক্ত স্ফোটকে ও হামে, কুসুম জাফরাণের স্থানে ব্যবহৃত হয়।

১৫ গ্রেণ পরিমাণ শুষ্ক ফুল খাইলে কামলা রোগ আরাম হয়। ইহার বীজের তৈল ৩।৪ বার পাঁচড়ায় লাগাইলে পাঁচড়া আরাম হইয়া যায়।

কুসুমের কচি পাতা সর্দ্দিতে হিতকর। ইহা দেহ বেশ গরম করিয়া দেয়। ইহার তৈল পশুদের ক্ষত আরাম করিতে ব্যবহৃত হয়।

ভারতের যুক্তপ্রদেশে ইহার সিদ্ধ বীজকে "হেরিরা" বলে। ইহা পেটের বেদনা নিবারক।

সিন্ধুদেশে ইহার বীজ স্নিগ্ধকর এবং তৈল মৃদুবিরেচক বলিয়া ব্যবহৃত হয় (Agric. Ledg., No. 11)।

কিসমিসের কাথের সহিত কুসুমবীজের কাথ পান করিলে অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র আরাম হয় (চরক)। কুসুমের পত্র দুগ্ধে দিলে দুগ্ধ জমিয়া যায় (R. N. Khory)।

কেশযুক্ত স্থানে কুসুম তৈল মর্দ্দন করিলে সেই স্থানে কেশ পুনরায় জন্মে না। (Fig. 331.)

Genus—CHRYSANTHEMUM Linn.

332. C. coronarium Linn. (গুলচিনি)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 536B.

Ref.—F. B. I., iii, 314; Roxb., F. I., iii, 436; B. P., i, 619; Dymock, ii, 276.

জন্মস্থান—কাশ্মীর ও সিন্ধু দেশের ৯০০০ ফুট উচ্চে, লাদাক নামক স্থানে ১১৩০০ ফুট উচ্চে, উত্তরবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ ও আসামের উপত্যকায়, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনার বাগানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. সেবন্তিকা; বা. হি. গুলদণ্ডী, গুলচিনি; তে. চামান্তি; তা. সামন্তিপ্পূ; Eng. Garden Daisy.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল; শিকড়।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ; ৩-৪ ফুট উচ্চ; পত্র কাণ্ডের দুইদিকে যোড়া যোড়া হয়; পত্রের বিভক্ত অংশগুলি গভীর, পক্ষাকার। ফুলের মাথায় পাপড়ি অনেক আছে, ইহা পীতবর্ণ ও এক একটী ফুল হয়। পুষ্পের বহির্ভাগ, পীত অথবা শ্বেতবর্ণ। ফুল উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট, ফুলের ডাঁটা লম্বা। শীতকালে ফুল হয়, ফুল নানাবিধ রঙের হয়। ইহার আর এক জাতি আছে, উহার লাটিন নাম C. indicum, ইহার বাঙ্গালা ও হিন্দি নাম গুলচিনি বা চন্দ্রমল্লিকা। ইহার গুণ উপরোক্ত গাছের সমান।

ঔষধার্থে ব্যবহার—Dr. Dazell & Gibson বলেন, ইহার ফুল Chamomileএর তুল্য। ইহার শিকড় চর্ব্বণ করিলে আকরকরার ন্যায় জিহ্বা কির্‌কির্ করে। দাক্ষিণাত্যের লোকেরা ইহার সহিত গোলমরিচ মিশাইয়া গনোরিয়ার ঔষধরূপে ব্যবহার করে (Pharm. Ind.)। C. cinerariaefolium এর ফুল হইতে যে 'Pyrethrin' তৈয়ারী হয় উহা কীট-পতঙ্গাদি মারিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। Dalmatia দেশে ইহার চাষ হয় ও ফুলের গুঁড়া Dalmation Insect Powder নামে রপ্তানি হয়। ভারতে কাশ্মীর অঞ্চলে ইহার চাষ আরম্ভ হইয়াছে। আশা করা যায় যে পশ্চিম ও পূর্ব্ব হিমাচলে ৫ হইতে ১০,০০০ ফুট উচ্চে ইহার চাষ করিলে সুফল পাওয়া যাইবে। (Fig. 332.)

Genus—ECLIPTA Linn.

333. E. alba Hassk. (কেসুরিয়া)

Fig.—Lamck., Ill., t. 687; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 530.

Ref.—F. B. I., iii, 304; Roxb., F. I., iii, 438; B. P., i, 610; Watt, iii, Pt. i, 210.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে জন্মে, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় সচরাচর পতিত জমিতে এবং আর্দ্রস্থানে জন্মে ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. কেশ্চারী, কেশরাজ ; বা. কেসুরিয়া ; হি. ভাঙ্গরা ; তা. কাইবিসিইলাই।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট গুল্ম। পত্র কাণ্ডের বিপরীত দিকে জন্মে, সচরাচর পত্রের গোড়া হইতে শাখা ও পুষ্পদণ্ড বাহির হয়। পত্রবৃন্ত ছোট, পত্র লম্বা, কিনারাগুলি কর্ত্তিত, পত্রের অগ্রভাগ ও গোড়ার দিক ক্রমশঃ সরু হইয়াছে, ১-৪ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পদণ্ড লম্বা, ফুলের মাথার ব্যাস ¼-⅓ ইঞ্চি। ফুল শ্বেতবর্ণ ; বীজ লম্বা ও কৃষ্ণবর্ণ ; একটী বীজকোষে অনেক বীজ থাকে। গাছগুলি সরস মৃত্তিকায় সচরাচর নর্দ্দামার ধারে জন্মে, ডাঁটায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোম আছে। এই গাছের সহিত অনেকে ভৃঙ্গরাজ গাছের গোলমাল করিয়া থাকেন। ইহার পত্র অপেক্ষা ভৃঙ্গরাজের পত্র অধিক চওড়া, এবং ইহার ফুলের বোঁটা অপেক্ষা ভৃঙ্গরাজের বোঁটা অধিক লম্বা ও ঈষৎ বক্র। কেসুরিয়ার ফুল শ্বেতবর্ণ, ভৃঙ্গরাজের (Wedelia Calendulacea) ফুল পীতবর্ণ। কেহ কেহ নীলপুষ্প ভৃঙ্গরাজ বলিয়া আর এক প্রকার ভৃঙ্গরাজের উল্লেখ করেন। নীলপুষ্প ভৃঙ্গরাজ দেখিতে পাওয়া যায় না, শ্বেতভৃঙ্গরাজ বা কেশরাজ অথবা কেসুত্তের ডাঁটা কৃষ্ণবর্ণ হইলে উহাকে নীল বা কৃষ্ণভৃঙ্গরাজ বলিয়া থাকে, সাধারণতঃ ইহার ডাঁটা ফিকে রক্তবর্ণ। আগাষ্ট মাস হইতে ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত কেসুরিয়ার ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকদের মতে ইহা একটী বলকারক ঔষধ। যকৃৎ বৃদ্ধিরোগে ও চর্ম্মরোগে হিতকর। ইহার রস খাইলে অথবা রস কেশযুক্ত স্থানে মাখিলে কেশ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। কেসুরিয়ার টাট্‌কা রস কামান স্থানে দিলে কেশ বৃদ্ধি হয় (Dutt)। ইহার পত্রের ২ ফোঁটা রসের সহিত ৮ ফোঁটা মধু ও কিছু সৌগন্ধ দ্রব্য, যেমন এলাচ, দারুচিনি মিশাইয়া খাওয়াইলে সদ্যোজাত শিশুর সর্দ্দি আরাম হয়। গুজরাট দেশে ইহা ক্ষতে প্রলেপ স্বরূপ ব্যবহার হয়। ইহা আঘাত জনিত ক্ষতের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কেসুরিয়ার টাটকা গাছ তিল তৈলের সহিত শ্লীপদে লাগাইলে শ্লীপদ আরাম হয়। ইহা শোথ ও যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় হিতকর। ইহার রস অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে বমন হয়। কেসুরিয়া একটী স্নিগ্ধকর ঔষধ। ইহা বেদনা নিবারক ও শোষক, ইহার রস তৈলের সহিত মিশাইয়া মাথায় মাখিলে মাথার বেদনা নিবারণ হয়।

গাল গলা ফুলিলে ও গরুর গলা ফুলিলে ছোটনাগপুরের লোকে ইহার শিকড় ব্যবহার করে (Rev. A. Campbell)। কামলা রোগে ও জ্বরে ইহার শিকড়ের রস এক চামচে পরিমাণ খাইলে বিশেষ কাজ করে। ইহার শিকড়ের রস ১৮০ গ্রেণ পরিমাণ ব্যবহার করিলে মূত্রের জ্বালা নিবারণ করে (Watt)। কেশরাজের রসে উপদংশ ক্ষত ধৌত করিলে উহা শীঘ্র আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)। ছাগের দুগ্ধ ও ইহার রস সমপরিমাণ মিশ্রিত করিয়া লৌহ

বা প্রস্তর পাত্রে রাখিয়া নস্য লইলে সূর্য্যাবর্ত্ত নামক শিরোরোগ আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)। বেলা বৃদ্ধির সহিত মাথা ধরা বাড়িলে উহাকে সূর্য্যাবর্ত্ত বলে।

মদ্যের সহিত বেল গাছের মূলের ছাল এবং সমপরিমাণ ইহার মূল লইয়া পেষণপূর্ব্বক খাইলে প্রসবের পর যোনিশূল আরাম হয়। কেশরাজ মূল জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে রক্ত অতিসার আরাম হয় (বঙ্গসেন)।

দুগ্ধ ও কেশুরিয়া রস ৮ সের যষ্টিমধুর কল্ক ৮ তোলা সহ একত্রে তিল তৈলে যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে কেশের অকালপক্কতা নিবারণ হয়। যে রোগীর অম্লপিত্তের জন্য আহারান্তে বমন হয়, তাহাকে হরীতকী ও সমপরিমাণ কেশুরিয়া চূর্ণ পুরাতন ইক্ষু গুড়ের সহিত খাওয়াইলে অম্লপিত্ত আরাম হয়।

কেশুরিয়া মূল ও হরিদ্রা শীতল জলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিষম ফোড়া আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

মধুর সহিত কেশুরিয়া রস পান করিলে কফ ও কাশি আরাম হয় (চরক)।

ইহার রস বিন্দু বিন্দু কর্ণে প্রবেশ করাইলে কর্ণশূল আরাম হয় এবং রস এরণ্ড তৈলের সহিত পান করিলে পেট হইতে কৃমি পতিত হয়।

কেশুরিয়া পত্রের রস বলকারক, রসায়ন, কাশি, প্লীহাবিবৃদ্ধি ও যকৃৎ দোষে ইহা জোয়ানের সহিত ব্যবহৃত হয় (R. N. Khory)।

কেশুরিয়া রসের সহিত কাঁজিতে সিদ্ধ মৎস্যের ডিম্ব ভক্ষণ করিলে রাতকানা আরাম হয়।

১০ গুণ পরিমাণ তিল তৈলের সহিত কেশুরিয়া রস যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে কাশ ও শ্বাস প্রশমিত হয়। (Fig. 333.)

Genus—ENHYDRA Lour.

334. E. fluctuans Lour. (হিংচা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 528B.

Ref.—F. B. I., iii, 304; Roxb., F. I., iii, 448; Watt, iii, Pt. i, 244, B. P., i, 610; Prain, H. H., 228.

জন্মস্থান—পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম, শ্রীহট্ট, বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায়, পুষ্করিণীর ধারে এবং খালের জলে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. হিলমোচিকা; বা. হিংচা; হি. হরহুচী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, মাত্রা ১৮০ গ্রেণ অথবা ১ তোলা।

বর্ণনা- সূক্ষ্মলোমযুক্ত জলজ উদ্ভিদ; কাণ্ড ১-২ ফুট, বহু শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট, প্রত্যেক গাঁইটে শিকড় জন্মে। পত্র ১-৩ ইঞ্চি লম্বা; পাতার প্রস্থ সবগুলির সমান নহে।

পত্রের গোড়া সরু। সচরাচর জলের ধারে অথবা পুকুরের জলে ভাসিয়া থাকে। রস তিক্ত। ফুল শ্বেতবর্ণ। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্রের রস পিত্তনাশক; পত্রের ছেঁচা রস গনোরিয়া রোগের শান্তিকর, গরু কিংবা ছাগ দুগ্ধের সহিত সেব্য। হিংচা পাতা ছেঁচিয়া মস্তকে ধারণ করিলে মাথা ঠাণ্ডা হয় (Watt)। হিংচা যকৃৎ রোগে হিতকর। হিংচা সিদ্ধ করিয়া সরিষার তৈল ও লবণ যোগে সেবন করিতে হয়। হিংচার রস সমুদ্র ফেনার সহিত গায়ে মর্দ্দন করিলে গায়ের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

শ্বেতচন্দন চূর্ণ ও হিংচার রস বসন্তের প্রারম্ভে পান করিলে অথবা নিম্ব পত্রের রসের সহিত পান করিলে বসন্তের প্রকোপ কমিয়া যায়। (Fig. 334.)

Genus—GUIZOTIA Cass.

335. G. abyssinica Cass. (রামতিল)

Fig.—Wight, Ill., t. 132 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 533B.

Ref. - F. B. I., iii, 308 ; Roxb., F. I., iii, 441 ; B. P., i, 614 , Prain, H. H., 229.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র শীতকালে চাষ হয়; হুগলী জেলার গোঘাট অঞ্চলে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. রামতিল, সোবগুঁজা; Eng. Niger seed.

ব্যবহার্য্য অংশ—তৈল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ। গাছ কোমল লোমাবৃত। পত্র ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা ছোট, পাতার কিনারাগুলি করাতের ন্যায় কর্ত্তিত। পুষ্প বিস্ফারিত, পাপড়ি ৫টী, ও মোটা, সবুজ বর্ণ। ইহা আফ্রিকাদেশীয় উদ্ভিদ, ১৮০০ খৃঃ ভারতে আসে; বেরারের রাজার বৃটিশ রেসিডেন্ট এবং Mr. Heyne বাঙ্গালোর হইতে কলিকাতার বোটানিক গার্ডেনে পাঠাইয়া দেন (Roxb., Flora Indica, iii, 441)। শীতকালে ইহার চাষ হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার তৈল জ্বালানীর জন্য ব্যবহার হয় এবং কখন কখন তিল তৈলের স্থানে ব্যবহৃত হয়; তিল তৈল অপেক্ষা ইহা অপকৃষ্ট। এই তৈল মিষ্ট, ইহা তিল তৈলের সহিত ব্যবহৃত হয় (Dymock)। (Fig. 335.)

Genus—SAUSSUREA DC.

336. S. lappa Clarke (কুড়)

Fig.—Dcne. in Jacq. Voy. Bot., t. 104 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 551B.

Ref.—F. B. I., iii, 376 ; Dymock, ii, 296.

জন্মস্থান—কাশ্মীর।

বিভিন্ন নাম—সং. কুষ্ঠ; কাশ্মীরজ; বা. কুড়; Eng. Costus root.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল; মাত্রা, মূলচুর্ণ ½-৩ আনা; কাথ, ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—কাণ্ড ৬-৭ ফুট, কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর মত মোটা। প্রধান পত্রদণ্ড ২-৩ ফুট লম্বা। ফুলের শাখা শক্ত, পাপড়ি অনেক আছে, বেগুণে রংএর ও কোমল লোমযুক্ত। পুষ্পস্তবক ঘোর বেগুণে, ¾ ইঞ্চি, বীজ ⅓ ইঞ্চি, চেপ্টা ও বক্র। ইহা নদীতটে জন্মে বলিয়া ইহার আর এক নাম "বাপ্য"। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ইহার ফুল ও ফল হয় এবং সেই সময়ে মূল তুলিতে হয়। কাশ্মীর হইতে কুষ্ঠ চীন প্রভৃতি দেশে প্রেরিত হয়। আমাদের দেশে যেমন ঘরে ধুনা দেয়, চীন দেশের লোকে সেইরূপ কুড় ঘরে জ্বালাইয়া থাকে। Dr. Dymock কুষ্ঠকে পুষ্কর মূল বলিয়াছেন। কুড়কে Costus root বলে। আমাদের দেশের লোকের অনেক দিন হইতে ধারণা ছিল যে বাঙ্গালার যে "কেউ" গাছ (Costus speciosus Smith) জন্মে উহাই কুড় গাছ। কিন্তু "কেউ" গাছের মূলের গন্ধ কুড়ের ন্যায় নহে। Dr. Falconer তাঁহার লিখিত একটী প্রবন্ধে (Trans. Linn. Soc., Vol. xix, Pt. i, page 23, 1842) স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে S. lappaই আয়ুর্ব্বেদোক্ত প্রকৃত কুষ্ঠ। কুষ্ঠের অপর নাম কাশ্মীরজ অর্থাৎ কাশ্মীর দেশীয় গাছ। বাঙ্গালায় ইহাকে পাচক মূল বলে (Royle, Illustration)। Royle দুই প্রকার কুষ্ঠের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা মিষ্ট ও তিক্ত। তিক্ত কুষ্ঠের নাম "কুস্ত-ই-তলস্ম" এবং মিষ্ট কুষ্ঠকে "কস্ত-ই-সিরিন" বলে। Royle যে তিক্ত কুষ্ঠের নাম করিয়াছেন উহা Aplotaxisএর মূল। কুষ্ঠের দুই প্রকার গাছ নাই, সম্ভবতঃ পক্ক অবস্থায় তুলিলে মিষ্ট ও অপক্ক অবস্থায় তুলিলে তিক্ত হয়। তিক্ত কুষ্ঠকে নব্য জাতীয় বৈদ্যেরা (Indian Costus) বা পুষ্কর মূল এবং মিষ্ট কুষ্ঠকে (Orris root—Iris Florentina) বলেন। এস্থলে Dr. Dymockএর সহিত মতভেদ হইতেছে। যে কুষ্ঠের বর্ণ ফিকে, চিবাইলে উষ্ণবোধ ও জিহ্বা চিন্‌চিন্ করে উহা ভাল কুষ্ঠ। যে কুষ্ঠ মৃগশৃঙ্গের ন্যায় এবং ভাঙ্গিলে গুঁড়া পড়ে না উহা উৎকৃষ্ট।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদে কুষ্ঠের বহুকাল হইতে ব্যবহার আছে। ইহা ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক, বলকারক এবং বায়ু ও পিত্ত প্রকোপে যে সকল রোগ হয় তাহার শান্তিকারক ও হাঁপানী নিবারক। ইহা প্রাচীন কালে অহিফেনের পরিবর্তে হুঁকায় সাজিয়া ধূমপান স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। ইহার মূল সৌগন্ধযুক্ত, উত্তেজক, সর্দ্দি, হাঁপানী, জ্বর, অজীর্ণ ও চর্ম্মরোগ নিবারক (Dutt)।

ইহা শুষ্ক করিয়া ক্ষতে লাগাইলে ক্ষত আরাম হয়। ইহার দ্বারা কেশ ধৌত করিলে কেশ পরিষ্কার হয়। ইহা কলেরা রোগে উত্তেজক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার মূল সৌগন্ধযুক্ত, পশমী কাপড়ে দিলে কাপড়ে পোকা ধরে না।

কুষ্ঠ অন্ত্রের রোগ নিবারক ও বলকারক, এই জন্য Typhus রোগের পরিপক্ক অবস্থায় প্রযোজ্য। পাঞ্জাব দেশে ইহার গুঁড়া ক্ষতে এবং পাঁচড়ায় ব্যবহার হয়। ইহা একটী উৎকৃষ্ট রসায়ন।

কাশ্মীরের লোকে ইহার মূলের সহিত অপরাপর গাছের মূল ভেজাল দিয়া থাকে। যে কুষ্ঠের বর্ণ ফিকে, শুষ্ক, নিরেট ও যাহা কীটদষ্ট নহে, যাহাতে ঝাঁজ নাই এবং যাহা চর্ব্বণ করিলে গরম বোধ হয় এবং জিহ্বা চিন্ চিন্ করে তাহাই উৎকৃষ্ট। উৎকৃষ্ট কুষ্ঠের পরিচয় চক্রদত্তে এইরূপ লিখিত আছে—

ভঙ্গে মনাগপি নচেন্নিপতন্তি ততঃ কণাঃ।
মৃগশৃঙ্গোপমং কুষ্ঠং।

অর্থাৎ যাহা ভাঙ্গিলে গুঁড়া বাহির হয় না ও দেখিতে হরিণ শৃঙ্গের ন্যায় তাহাই উৎকৃষ্ট কুষ্ঠ।

মাতুলুঙ্গ (Citrus medica) নেবুর ভিতর কুড় এক সপ্তাহ রাখিয়া মধুসহ পেষণ করিয়া লেপন করিলে মুখের কৃষ্ণদাগ নষ্ট হইয়া মুখের কান্তি বৰ্দ্ধিত হয়।

কুড় ও এরণ্ডমূল কাঁজিতে পেষণ করিয়া মস্তকে লেপন করিলে শিরঃপীড়া আরাম হয় (শার্ঙ্গধর)।

মস্তকে বহুমুখবিশিষ্ট ক্ষত হইলে উহা আরাম করিবার জন্য কুড়চূর্ণ কাঠখোলায় ভাজিয়া তিলতৈলযোগে প্রলেপ দিলে উহা শীঘ্র আরাম হয়।

কুষ্ঠমেরণ্ডতৈলেন লেপাৎ কাঞ্জিকপেষিতম্।
শিরোঽর্ত্তিং বাতজাং হন্যাৎ পুষ্পং বা মুচুকুন্দজম্॥ শাঙ্গধর

আরও লিখিত আছে :—

কুষ্ঠসৈন্ধবয়োঃ কল্কশ্চুক্রতৈলসমন্বিতঃ।
সুখোষ্ণো মর্দ্দনে যোজ্যঃ খল্লীশূলনিবারণঃ॥ ভাবপ্রকাশঃ

কুড় বলকারক, ত্রিদোষনাশক, আক্ষেপনিবারক, কামোত্তেজক। ইহার কাথ (১ : ১০) অল্প এলাচ দিয়া খাইলে সর্দ্দি, হাঁপানী, পুরাতন বাত, চর্ম্মরোগ এবং অজীর্ণ আরাম হয়।

হিঙ্গ ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, শুঁট ৪ ভাগ, জোয়ান ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, চিতা ৭ ভাগ এবং কুড় ৮ ভাগ যোগে অগ্নিমুখচূর্ণ প্রস্তুত হয়। উক্ত দ্রব্যগুলি গুঁড়া করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হয়। ইহা ঘোল অথবা মদ্যের সহিত সেবন করিলে অজীর্ণ ও ক্ষুধামান্দ্য আরাম হয়; মাত্রা ২০-৪০ গ্রেণ।

কুড়ের গুঁড়া ক্ষতে লাগাইলে ক্ষত পূরিয়া আইসে ও শীঘ্র আরাম হইয়া যায়। কুড়ের গুঁড়া দিয়া মাথা চুল ক্ষার হয়। সরিষার তৈলে সমপরিমাণ কুড় ও

সৈন্ধব-লবণ দিয়া কাঁজিতে মিশ্রিত করিবে, উহা সন্ধিস্থলে লাগাইলে পুরাতন বাত আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

ঝুড় পশমী বস্ত্রের সহিত রাখিলে কাপড়ে পোকা লাগে না। ইহার শীকড়ের গুঁড়া অথবা সুরাসার সর্দ্দি ও হাঁপানী-নাশক। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের মতে ইহা উত্তেজক, বায়ু ও পিত্তনাশক, সর্দ্দি, শ্বাস ও জ্বর-নিবারক। ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক, পার্শ্বশূল, শোথ ও কামলা রোগ নিবারক। ইহার মলম ক্ষতের পক্ষে হিতকর। গোলাপ জলে পিশিয়া ইহার প্রলেপ দিলে হস্তপদের স্ফীতি ও শিরঃপীড়া আরাম হয়। (Fig. 336).

Genus—XANTHIUM Linn.

337. X. strumarium Linn. (বনওকড়া)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 528A.

Ref.—F. B. I., iii, 303 ; Roxb., F. I., iii, 601 ; B. P., i, 607 ; Prain, H. H., 227.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশে পাওয়া যায়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় পুকুরের কিনারায়, খালের ধারে এবং পতিত জায়গায় দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. অরিষ্ঠ ; বা. বনওকড়া ; হি. ছোট গক্ষুর ; তা. মারলুমুলতা ; তে. ভেরিটেলনেপ।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ্।

বর্ণনা—বর্ষজীবী এবড়োখেবড়ো লোমযুক্ত গুল্ম। কাণ্ড ছোট, দৃঢ়, অল্প শাখাযুক্ত, পাতায় দাগ আছে। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ত্রিকোণাকার বা হৃৎপিণ্ডাকৃতি, দাঁতযুক্ত। পত্র দেখিতে অনেকটা বেগুন পাতার ন্যায় খস্‌খসে। ফুল উপরিভাগে যোড়া যোড়া হয়। পুষ্পদণ্ড ঠ ইঞ্চি লম্বা ও সোজা। ফল কণ্টকময়, পত্রের গোড়ায় কাণ্ডের দুইদিকে এক একটী ফল হয়। শীতকালে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে ইহার কণ্টকময় ফলগুলি স্নিগ্ধ বলিয়া কথিত আছে। ইহা বসন্ত রোগে দেয় (Stewart)।

চীনদেশে ইহার কাঁটা ও লোমগুলি ঔষধে ব্যবহার করে (Watt)।

আরবদেশীয় চিকিৎসকগণ বলেন যে ইহা চক্ষু-উঠা-নিবারক, এবং দূষিত শুক্র ও মূত্রযন্ত্রের রোগে হিতকর। ইহা পেট-বেদনা-নিবারক, মূত্রকর ও উৎকৃষ্ট রসায়ন।

হিন্দুরা সমগ্র গাছকে ঘর্ম্মকর এবং শান্তিকর বলেন এবং ইহা বহুদিনের পুরাতন ম্যালেরিয়া-জ্বর নাশক।

ইহার বীজ প্রাদাহিক ফুলায় হিতকর। আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া দেশে এই গাছ গৃহপালিত গো, মহিষ ও শূকরাদির পক্ষে বড়ই ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত হয় (Dymock)।

ইহা মূত্রকর ও লালানিঃসারক, মাত্রা শুষ্ক পত্র ১০ গ্রেণ।

দক্ষিণ ভারতের লোকে ইহার কচিপাতা ও ফুল অর্দ্ধ-শিরঃশূল নিবারণের জন্য কর্ণে বাঁধিয়া দেয়।

ইহা মূত্রযন্ত্রের পীড়ায় হিতকর এবং মূত্রযন্ত্রের বেদনা ও জ্বালা নিবারণ করে। মধুমেহ ও প্রদর-রোগে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাত্রা গাছের রস এবং গুঁড়া প্রত্যেকটী ১০ গ্রেণ। ইহা অতিরজঃ-রোগে হিতকর (Watt)। (Fig. 337.)

Genus—WEDELIA Jacq.

338. W. calendulacea Less. (ভীমরাজ)

Fig.—Burm. Zeyl., 52, t. 22, Fig. 1; Wight; Ic., t. 1170; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 531.

Ref.—F. B. I., iii, 306; B. P., i, 611; Voigt, 414; Prain, H. H., 228.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থানে জন্মে; আসাম, শ্রীহট্ট, পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় নদীর কিনারায়, খাল ও পুকুরের ধারে নরম আর্দ্রমৃত্তিকায় জন্মে; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. ভৃঙ্গরাজ; বা. ভীমরাজ; হি. পীতভৃঙ্গী, ভাংরা; বম্বে—পিঙ্গলা, ভাংরা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, বীজ, ফুল।

বর্ণনা—সূক্ষ্ম লোমযুক্ত গুল্ম, কাণ্ড ৬-৯ ইঞ্চি, ইহার নীচের গাঁইটে শিকড় জন্মে। পত্র ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা ছোট, পত্র লম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, পত্রের কিনারা কর্ত্তিত করাতের দাঁতের ন্যায়, পত্রের উভয়দিকে শ্বেতবর্ণ লোম আছে। মস্তকে এক একটী পীতবর্ণ ফুল জন্মে। ফুল ১-১½ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, পাপড়ি কর্ত্তিত ও লোমযুক্ত, ফুলের বাহিরের পাপড়ি ৪-১২টী বিস্তৃত, ভিতরের পাপড়ি ২০টী, ছোট, সরু ও বক্র। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়। ভৃঙ্গরাজের আর এক প্রকার জাতি আছে, উহার লাটিন নাম Wedelia scandens Clarke (B. P., i, 612 এবং Prain, H. H., 228); এই গাছ বহুপরিমাণে পশ্চিম সুন্দরবনে নদীর কিনারায় ঝোপের উপর লতাইয়া থাকিতে দেখা যায় এবং গঙ্গানদীর ধারে হাওড়া ও হুগলীর নিকটবর্ত্তী স্থানে অল্প পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ইহার ডাঁটা ঈষৎ রক্তবর্ণ। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ভৃঙ্গরাজের পত্র পককেশ রং করিতে এবং কেশবৃদ্ধি করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। পত্রের রস নস্য-স্বরূপ নাকে দিলে শিরঃশূল আরাম হয় (Dutt)।

ভৃঙ্গরাজ বীজ, ফুল ও পত্রের ক্বাথ বহু রোগের আক্রমণ নিবারণ করে (Ainslie)।

ইহার পত্র বলকারক, ইহা সর্দ্দি, শিরঃশূল, ইন্দ্রলুপ্ত ও চর্ম্মরোগ নিবারক (Dutt)।

ভৃঙ্গরাজের ক্বাথ জননেন্দ্রিয় হইতে রক্তস্রাব ও অতিরজঃ-রোগে হিতকর। ভৃঙ্গরাজের রস ও অপরাপর কয়েকটী গাছের কল্ক-যোগে ভৃঙ্গরাজ তৈল প্রস্তুত হয়; যথা—

ভৃঙ্গরাজরসেনৈব লোহকিট্টং ফলত্রিকম্।
সারিবা চ পচেৎ কল্কৈস্তৈলং দারুণনাশনম্।
অকালপলিতং কণ্ডূমিন্দ্রলুপ্তঞ্চ নাশয়েৎ। শার্ঙ্গধর

ভৃঙ্গরাজ রস, লোহাচূর্ণ, হরীতকী, আমলকী ও অনন্তমূলের কল্কসহ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মস্তকে মর্দ্দন করিলে কেশপতন, কেশের অকালপক্বতা ও ইন্দ্রলুপ্ত আরাম হয়।

Eclipta alba (কেসুরিয়া) গাছকেও সংস্কৃতে ভৃঙ্গরাজ বলে, কেশবর্দ্ধনে ও পককেশ কলপ করিবার জন্য উক্ত গাছেরও শক্তি আছে, তবে উভয় গাছ ভিন্ন। পূর্ব্ববর্ত্তী গাছটীর পত্র কর্ত্তিত, পত্রে ও কাণ্ডে লোম আছে, দ্বিতীয় গাছটীর কাণ্ডে লোম নাই, পত্রে শ্বেতবর্ণ অস্পষ্ট লোম আছে। Eclipta alba গাছের কাণ্ডের গোড়া হইতে ফেঁকড়ি বাহির হয়, কিন্তু ইহার গাঁইটের গোড়া হইতে প্রায়ই ফেঁকড়ি বাহির হয় না। প্রথম গাছটী প্রায়ই খাড়াভাবে হয় আর W. calandulacea গাছ জমির উপর কতকটা গড়াইয়া গড়াইয়া যায়। অপরাপর গুণ দুইটী গাছের ভিন্ন প্রকার। (Fig. 338.)

Genus—SPHAERANTHUS Linn.

339. S. indicus Linn. (মুড়মুড়িয়া)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 524.

Ref.—F. B. I., iii, 257; F. I., iii, 446; B. P, i, 601; Prain, H. H., 226; Voigt, H. S., 409.

জন্মস্থান—কুমায়ুন হইতে সিকিম পর্য্যন্ত প্রায় ৫০০০ ফুট উচ্চ স্থানে দেখা যায়। আসাম, শ্রীহট্ট, সিংহল, সিঙ্গাপুর। বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত জেলায় ধান্যক্ষেত্রে অথবা উচ্চ কলাইক্ষেত্রে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. মুণ্ডী; বা. মুড়মুড়িয়া, মুণ্ডী, ছাগলনাদী; হি. মুণ্ডী, গোরক্ষ, আমলী; তে. বড়তারাপু; তা. কারাণ্ডুই।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, শিকড়, ত্বক্, ফুল।

বর্ণনা—ছোট বর্ষজীবী গুল্ম, প্রায় ১ ফুট উচ্চ, শাখাগুলি বিস্তৃত, পাতার কিনারাগুলি কর্ত্তিত। ইহা ধান্যক্ষেত্রে ও কলাইক্ষেত্রে জন্মে। কাণ্ড গোলাকার; পত্র ১-২ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, গোড়াটী কখন কখন ক্ষয়প্রাপ্ত, করাতের ন্যায় দাঁতযুক্ত, উভয়দিকে শ্বেতবর্ণ লোম আছে। বোঁটা ছোট, পুষ্পদণ্ড ৳-৳ ইঞ্চি গোলাকার, ইহার ফুল বেগুনে, ফল মসৃণ। ইহার আর এক জাতি আছে, উহার লাটিন নাম S. africanus Linn. (B. P., i, 601, Voigt, 409)। উভয় গাছের গুণের বিশেষ পার্থক্য না থাকায় আলাদা লেখা হইল না। শীতকাল হইতে গ্রীষ্মকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ ও শিকড় কৃমিনাশক। শিকড়ের গুঁড়া অন্ত্র-রোগ-নিবারক এবং ছাল ঘোলের সহিত সেবন করিলে অর্শরোগ একেবারে সারিয়া যায় (Rheede)। যাভা দেশে ইহা মূত্রকর ঔষধ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। Mokhzan পুস্তকের লেখক বলেন, ইহা একটী বীর্য্যবান্ বলকারক ঔষধ এবং ত্রিদোষ-নাশক; যে ব্যক্তি ইহা ব্যবহার করে তাহার মূত্রে ও ঘর্ম্মে গাছের গন্ধ অনুভূত হয়। (পিত্তপ্রকোপে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় এবং ইহা অনেক প্রকার ফোড়া ও ব্রণের রক্ত সারাইয়া সাম্যাবস্থায় আনয়ন করে।) তিনি আরও বলেন যে হিন্দুরা এই গাছ বাটিয়া চিনি, ঘৃত ও ময়দা-সংযোগে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে। কথিত আছে, মুড়মুড়িয়ার রস প্রত্যহ খাইলে চুল শীঘ্র পাকে না এবং মাথার চুল পড়িয়া যায় না। ইহার শিকড় হইতে এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়; জলে ভিজাইয়া তিল-তৈলে পাক করিতে হয়, জলীয় অংশ উপিয়া যাইলেই পাক করা হইল। ইহার ক্বাথ একটী উৎকৃষ্ট রসায়ন। অল্প পরিমাণ রস প্রত্যহ প্রাতে খালি পেটে ৪১ দিন ব্যবহার করিলে শরীরের বেশ পুষ্টি হয় এবং কান্তি, বল ও বীর্য্য বর্দ্ধিত হয় (Dymock)। পাঞ্জাব দেশে ইহার ফুল স্নিগ্ধকর, বলকারক ও জ্বরনাশক বলিয়া কথিত আছে (Stewart)। (Fig. 339.)

Genus—TAGETES Linn.

340. T. erecta Linn. (গেঁদাফুল)

Fig.—Bot. Mag., t. 150.

Ref.—B. P., i, 607; Dymock, ii, 321; Prain, B. H., 227; Voigt, H. S., 417.

জন্মস্থান—ইহা মেক্সিকো দেশীয় ফুলের গাছ; এক্ষণে বঙ্গদেশের বহুস্থানে বাগানে ও লোকের বাড়ীতে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. গেঁদা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—খাড়া গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পত্র কাণ্ডের উভয় দিকে জন্মে এবং পক্ষাকারে বিন্যস্ত। ফুলের মস্তক বহু পাপড়িযুক্ত, উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট। ফুল হরিদ্রাবর্ণ, ফিকে হরিদ্রা, বেগুনে প্রভৃতি রংএর আছে। গাঁদার অনেক Variety আছে, কোনটীর ফুল বড়, কোনটীর ছোট, কোনটীর বেগুনে রং এবং কোনটীর হরিদ্রা প্রভৃতি রং হয়। ফুলের বীজ লম্বা ও কৃষ্ণবর্ণ। কখন কখন কাণ্ডের গাত্র হইতে শিকড় বাহির হয়। গাঁদা ডাল কাটিয়া রোপণ করিলে ফুল বেশ বড় হয়। ফুল বর্ষার শেষে ও শীতকালে জন্মে। শীতকালের শেষভাগে বীজ পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—গাঁদাফুলের পাপড়ির রস ১ তোলা এবং ১ তোলা পরিমাণ মাখম ক্রমাগত তিন দিন খাইলে অর্শের রক্তস্রাব নিবারণ হয়। ইহার রক্ত পরিষ্কার করিবার শক্তি আছে। কোন স্থান কাটিয়া যাইলে ইহার পত্র ছেঁচিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ হয় এবং বেদনা কমিয়া যায়, এমন কি কর্ত্তিত অংশ পুনরায় জুড়িয়া যায়। ইহা যক্ষ্মা রোগে হিতকর (Amsterdam Catalogue)। (Fig. 340.)

Genus—CENTIPEDA Lour.

341. C. orbicularis Lour. (মেচেতা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 538.

Ref.—F. B. I., iii, 317 ; Roxb., F. I., iii, 423 ; B. P., i, 620 · Prain, H. H., 230 ; Voigt, H. S., 420.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতের সমতল ভূমিতে জন্মে ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা জেলায়, আর্দ্র জমিতে ও শস্যক্ষেত্রে সর্ব্বত্র দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. মেচেতা, হাচুতি , হি. নাক-চিকনী।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ্, মাটীতে বিস্তৃত থাকে, চিক্কণ লোমযুক্ত। শাখাপ্রশাখা অনেক হয়, কাণ্ড ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা, অবনত ও পত্রপরিপূর্ণ। পত্র ডিম্বাকৃতি, $\frac{1}{4}$-$\frac{1}{2}$ লম্বা। পুষ্পের মস্তক গোলাকৃতি, এক একটী হয়, ব্যাস $\frac{1}{16}$-$\frac{1}{8}$, বোঁটা ছোট। স্ত্রীপুষ্প স্তবক অতিশয় ক্ষুদ্র ও লম্বা। পত্র কর্ত্তিত। ফলে কাঁটা কাঁটা লোম আছে। শীতের শেষ ভাগে জন্মে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছোট ছোট বীজের গুঁড়া হিন্দু বৈদ্যেরা হাঁচি বৃদ্ধিকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা শিরঃপীড়া ও শীতলবায়ু লাগিয়া সর্দ্দি হইলে ব্যবহৃত হয় (Dymock)।

এই গাছ সিদ্ধ করিয়া এবং বাটিয়া গণ্ডদেশে লাগাইলে দাঁতের বেদনা আরাম হয় (Stewart)।

হাচুতি অর্দ্ধ-শিরশূল রোগে ব্যবহৃত হয় (Watt)।

ভারতীয় লেখকেরা ইহাকে উষ্ণবীর্য্য বলিয়া থাকেন, ইহা পক্ষাঘাত, গেঁটেবাত ও কৃমি রোগে ব্যবহার হয়। (Fig. 341.)

Genus—SONCHUS Linn.

342. S. arvensis Linn. (বন পালং)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 562.

Ref.—F. B. I., iii, 414; Roxb., F. I., iii, 402; B. P., i, 629; Prain, H. H., 231.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে বন্য অবস্থায় অথবা চাষ জমিতে জন্মে, খাসিয়া পাহাড় এবং হিমালয়ের ৪০০০ ফুট উচ্চে সাধারণতঃ দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনা এবং বর্দ্ধমান জেলার বাগানে কিংবা পতিত জমিতে স্থানে স্থানে দেখা যায়, কিন্তু সচরাচর অধিক পরিমাণে জন্মে না।

বিভিন্ন নাম—বা. বনপালং; পাঞ্জাব—ভাংগারা; হি. সহদেবী-বরি।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ্।

বর্ণনা—দুগ্ধের ন্যায় আঠাযুক্ত লম্বা গুল্ম, মূলদেশ অনেক দিন থাকে, পুরাতন মূল হইতে আবার নূতন গাছ হয়, কাণ্ড ৩-৪ ফুট উচ্চ, চিক্কণ লোমযুক্ত ও ফাঁপা, পত্র পক্ষাকার, ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, পত্রাংশ নীচের দিকে অবনত, দাঁতগুলি ছোট, গোড়াকার অংশ গোলাকার। ফল সরু, চেপ্টা, প্রত্যেক দিকে শিরা আছে। শীতের সময় ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা গরুতে খাইতে অতিশয় ভালবাসে। কাটিলে দুগ্ধের মত আঠা বাহির হয়, পরে উহা জমিয়া টাটকা আফিংএর মত হয় (Roxb.)।

সাঁওতালেরা ইহার শিকড় কামলা রোগে ব্যবহার করে (Revd. Campbell)। (Fig. 342.)

LIX. PLUMBAGINEAE

Genus—PLUMBAGO Linn.

343. P. zeylanica Linn. (চিতা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x, t. 8; Wight, Ic., t. 179; Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., t. 574.

Ref.—F. B. I., iii, 480; Roxb., F. I., iii, 462; B. P., i, 639; Prain, H. H., 232; Voigt, H. S., 438.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, দক্ষিণভারত ও কুমায়ুন প্রভৃতি স্থানে সাধারণতঃ জন্মে; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় জঙ্গলে ও বাগানের কিনারায় এবং বহুদিনের পতিত জমিতে জন্মে, কেহ কেহ বাগানে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—স. হি. চিত্রক, অগ্নিশিখা; বা. চিতা; তা. বেনচিত্তিরা; তে. তেলচিত্র। Eng. White Leadwort.

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়। মূলচূর্ণ, ¼-১ আনা। মাত্রা অধিক হইলে বিষবৎ ক্রিয়া প্রকাশ পায়, অতএব স্বাস্থ্য দেখিয়া মাত্রা ঠিক করা উচিত।

বর্ণনা—বর্ষজীবী বা অধিক দিন স্থায়ী গুল্ম; গাছ ৪-৫ ফুট উচ্চ হয়। মূল হইতে প্রতি বৎসর গাছ বাহির হয়; গাছের মূল অঙ্গুলিবৎ মোটা, অনেকটা শতমূলীর মূলের ন্যায়। পত্র ৩ ইঞ্চি লম্বা এবং ১½ ইঞ্চি চওড়া, অগ্রভাগ সরু, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত; বোঁটা ¼ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড চট্‌চটে; ৪-১২ ইঞ্চি বহুশাখাবিশিষ্ট। পুষ্পস্তবক ¼ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি। ফুল শ্বেতবর্ণ, গন্ধহীন উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট। বহির্ব্বাস ⅓-½ ইঞ্চি লম্বা ⅟₁₆ ইঞ্চি চওড়া, দাঁতগুলি ছোট। পুষ্পনল ¾-১ ইঞ্চি, অবনত ৫ অংশে বিভক্ত, প্রায় ½ ইঞ্চি লম্বা; স্ত্রীপুষ্পের মস্তক আঠাযুক্ত, দুই ভাগে বিভক্ত। সুঁটী পরদাবিশিষ্ট, লম্বা ধারাল। বীজ লম্বা, শীতকালে ফুল হয়। ফল পাকিতে প্রায় একমাস লাগে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় পরিপাকশক্তি ও ক্ষুধাবৃদ্ধিকর, অজীর্ণ, অর্শ, সর্ব্বাঙ্গীন শোথ উদরাময় ও চর্ম্মরোগে হিতকর (Hindu Met. Med.)।

শিকড়ের ছালের অরিষ্ট জ্বরনাশক। Dr. Oswald বলেন যে অবিরাম জ্বরে ইহা একটী চমৎকার ঔষধ এবং ঘর্ম্মকর (Pharm. Ind.)।

বাতের বেদনা ও পেটফাঁপায়, চিত্রমূল, আমলকী, ছোট কালহরিতকী, পিপুল, পিপুলের মূল এবং সৈন্ধব লবণ ৬ আনা পরিমাণ গুঁড়া গরম জলের সহিত সন্ধ্যায় শয়নকালে সেব্য (Dymock)।

Dr. Taylor বলেন, ইহার আম নিঃসারণ করিবার ক্ষমতা আছে। চিতার দুগ্ধের ন্যায় রস অপরিপক্ক ফোড়ায় ও পাঁচড়ায় দিলে উহা আরাম হইয়া যায় (Watt)।

মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে জ্বালাকর ও সন্দিনাশক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বাত ও প্লীহানাশক এবং পরিপাক শক্তি বৃদ্ধিকরণে হিতকর। চিতা গর্ভস্রাবকারক। চিতা দুগ্ধ ও লবণের সহিত বাটিয়া কুষ্ঠে ও চর্ম্মরোগে লাগাইলে শীঘ্র রোগ সারিয়া যায়। ফোস্কা উঠিতে আরম্ভ হইলে উহা উঠাইয়া ফেলা উচিত (Dymock)।

চিতার শিকড়, সৈন্ধবলবণ, হরীতকী এবং পিপুল সমপরিমাণ লইয়া গুঁড়া করিতে হইবে, অনন্তর ৪০ গ্রেণ মাত্রায় গুঁড়া প্রত্যেকবারে ব্যবহার করিলে অজীর্ণ আরাম হয়।

চিতামূল, ইন্দ্রযব, পাঠার শিকড় (Stephenia hernandifolia), কটকী, অতিষ এবং হরীতকী, প্রত্যেক সমপরিমাণ একত্রে গুঁড়া করিয়া ৩০ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিলে পেটফাঁপা ও অজীর্ণ আরাম হয়। (সুশ্রুত)

চিত্রকেন্দ্রযবাঃ পাঠা কুটুকাতিবিষাভয়াঃ।
মহাব্যাধিপ্রশমনো যোগঃ ষড্ধরণঃ স্মৃতঃ॥ চক্রদত্তঃ

চিতার মূল বাটিয়া ফোড়ায় দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়।

ইহার মূল গোমূত্রের সহিত পান করিলে কুষ্ঠ আরাম হয়। (সুশ্রুত)

দুগ্ধে চিতামূল নিক্ষেপ করিয়া দধি করিবে, সেই দধিতে ঘোল (তক্র) প্রস্তুত করিয়া পান করিলে অর্শ আরাম হয়। (বাগ্‌ভট)

চিতার মূল ছায়ায় শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে; সেই চূর্ণ গব্যঘৃত, মধু, দুগ্ধ কিংবা জলের সহিত পান করিলে মানব মেধাবী ও সুপুরুষ হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে।

চিতামূল চূর্ণ একমাষ তিল তৈল যোগে পান করিলে দুস্তর বাত প্রশমিত হয়। চিতামূলের ক্বাথে যথাবিধ ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে গুল্ম, শোথ ও উদরী আরাম হয়।

গর্ভিণীকে উপযুক্ত মাত্রায় চিতামূল খাওয়াইলে তাহার গর্ভ নষ্ট হইয়া যায়, ইহাতে শিশু জীবিত বা মৃত অবস্থায় বাহির হয়।

চিতা একটী অগ্নিদীপক ঔষধ, ইহার যোগে বড়বানলচূর্ণ প্রস্তুত হয়। এই চূর্ণ ক্ষুধাবৃদ্ধি করে, অজীর্ণ ও অম্লরোগ বিনষ্ট হয়। নিম্নলিখিত কয়েকটী ঔষধের যোগে বড়বানলচূর্ণ তৈয়ারী হয়; যথা—

সৈন্ধবং পিপ্পলীমূলং পিপ্পলীচব্যচিত্রকম্।
শুণ্ঠী হরীতকী চেতি ক্রমবৃদ্ধ্যা বিচূর্ণয়েৎ।
বড়বানলনামৈতচ্চূর্ণং স্যাদগ্নিদীপনম্। শার্ঙ্গধর

অর্থাৎ সৈন্ধব ১ তোলা, পিপুলমূল ২ তোলা, পিপুল ৩ তোলা, চই ৪ তোলা, চিতা ৫ তোলা, শুঁঠ ৬ তোলা ও হরীতকী ৭ তোলা, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইলে বড়বানল চূর্ণ হইল।

চিতা, শুঁঠ, হিঙ্গু, পিপুল, পিপুলমূল, চই, বনযোয়ান ও মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকটী ২ তোলা, স্বর্জ্জিকা (সাঁচিক্ষার), যবক্ষার, সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, বীটলবণ, সামুদ্রিক ও রোমকলবণ, ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা পরিমাণ দাড়িম্ব বা নেবুর রসে ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। এই চূর্ণ সেবন করিলে, গুল্ম, গ্রহণী, আমজনিত পীড়া ও কফ নষ্ট হয়। ইহা অগ্নিদীপক ও রুচিকর (শার্ঙ্গধর)। এই চূর্ণকে চিত্রকাদ্য চূর্ণ বলে। (Fig. 343.)

344. P. rosea Linn. (রক্তচিতা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 574B.

Ref.—F. B. I., iii, 481 ; B. P., i, 639 ; Prain, H. H., 232 ; Voigt, 439.

জন্মস্থান—সিকিম, খাসিয়া পাহাড়, কোচবেহার, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলার জঙ্গলের ধারে ও বহুদিনের পতিত জমিতে এবং বাগানে চাষ করে।

বিভিন্ন নাম—সং. রক্তচিত্রক ; বা. রক্তচিতা ; হি. লালচিত্রা ; তে. ষেরা-চিত্রামূলুম ; তা. সিভাপ্পু-চিত্রিরা ; Eng. Rose-coloured Leadwort.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—সবুজপত্রাচ্ছাদিত বর্ষজীবী বা অধিক দিন স্থায়ী গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ, ২-৪ ফুট উচ্চ। এই গাছ দেখিতে বড় মনোহর হয়। শিকড় বহুশাখাবিশিষ্ট, ধূসরের আভাযুক্ত পীতবর্ণ অথবা ঈষৎসবুজবর্ণ, টাট্‌কা অবস্থায় পীতবর্ণ, ধূসরের দাগ থাকে, পক্ক অবস্থায় ইহার ভিতর ফোঁপরা এবং মাটীর ভিতর অনেক ছোবড়ার মত শিকড় থাকে, শিকড় ২ ফুট লম্বা হয়। পত্র প্রায় অপর চিতার ন্যায়, পত্রের বোঁটা ছোট। বহির্ব্বাস ছোট, গোলাকার, আঠাযুক্ত ইহাতে লম্বালম্বি লাল দাগ আছে, ৫-১০টী শিরাবিশিষ্ট, উপরের অর্দ্ধাংশ উজ্জ্বল লালবর্ণ প্রায় গোলাপ ফুলের ন্যায়, নিম্নের অর্দ্ধাংশ ধূসরবর্ণ ও লাল, একটু শ্বেতের আভাযুক্ত। শুঁটী আঠাযুক্ত ও চট্‌চটে, গায়ে চট্‌চটে লোম আছে। বীজ গোলাকার ও লম্বা, ইহাতে লম্বাভাগে ৫টী ডোরা আছে। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ P. zeylanicaর মত, তবে ইহার গর্ভস্রাব করিবার শক্তি অধিক। Dr. O'Shaughnessy বলেন রক্তচিতার শিকড়ের ছাল জলের সহিত পিষ্ট করিয়া ও চর্ম্মে প্রলেপ দিয়া তিনি ৩।৪ শত রোগীর Blister (ফোস্কা) তুলিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন ; ইহা Cantharidesএর স্থানে সস্তায় ব্যবহার করা বেশ চলে এবং ইহাতে জনন ও মূত্রযন্ত্রের কোনপ্রকার যন্ত্রণা হয় না, সমান মাত্রায় ইহা উত্তেজক, অধিকমাত্রায় বিষতুল্য। দেশীয় লোকেরা ইহা দ্বারা গর্ভস্রাব করায়, ইহার শিকড়ের ছাল যোনিদেশ হইতে গর্ভাশয়ের মুখে দিলেই গর্ভস্রাব হইয়া যায়, অনেকক্ষেত্রে প্রসূতির মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। চিতার শিকড়ের লালা ও আম নিঃসরণ করিবার শক্তি আছে। দক্ষিণভারতে ইহার শিকড় কুষ্ঠ ও উপদংশ রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় একটী মূল্যবান ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হয় (Pharm. Ind.)।

চিতার দুগ্ধের মত রস পাঁচড়া রোগে স্থানীয় প্রয়োগ হয় ; ইহাতে কয়েকটী ধবলকুষ্ঠ রোগী একেবারে আরাম হইয়াছে (Watt)।

ইহার শিকড় জননযন্ত্রের উপর বিশেষ কাজ করে এবং ইহাতে গর্ভপাত হইয়া যায়।

গরোমদনদহনমূলং চিরজমপি গর্ভং মৃতমমৃতং বা নিপাতয়তি।—চক্রদত্ত (Fig. 344.)

LX. MYRSINEAE

Genus—EMBELIA Burm.

345. E. Ribes Burm. f. (বিড়ঙ্গ)

Fig.—Lam., Ill., t. 133 ; Wight, Ic., t. 1207 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 577.

Ref.—F. B. I., iii, 513 ; Roxb., F. I., i, 586 ; Dym., ii, 349 ; B. P., i, 643.

জন্মস্থান—পূর্ব্ব এবং উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণ ভারত, ব্রহ্মদেশ, সিংহল ও চট্টগ্রাম।

বিভিন্ন নাম—স. বা. বিড়ঙ্গ ; হি. বেবারঙ্গ, বেরাঙ্গ ; তে. তা. বায়ু-বিলামগম ; নেপাল—হিমালয়েরী।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, বীজ।

বর্ণনা—বৃক্ষারোহী লতা। ছাল ½ ইঞ্চি, খস্‌খসে, কাঠ ফিকে ধূসরবর্ণ, ছিদ্রযুক্ত ; এই লতা সরু প্রশাখাগুলি দ্বারা গাছে চড়িয়া থাকে। শাখা লম্বা, বিস্তৃত, প্রশাখাগুলি অবনত, গোলাকার ও লম্বা ; নূতন শাখাগুলির ছাল শ্বেতবর্ণ, মসৃণ ও উজ্জ্বল। পত্র ৪-৫ ইঞ্চি, বোঁটা ছোট, পত্রের অগ্রভাগ সরু, গোড়ার দিক গোলাকার, পত্রের উভয় পিঠে সূক্ষ্ম লোম আছে, ভিতরেব পিঠের লোম শ্বেতবর্ণ। ফুল ছোট ⅙ ইঞ্চি, একটী পুষ্পদণ্ডে অনেক হয়, হরিদ্রাভ পীতবর্ণ ; শ্বেত ও নরম লোমে আবৃত ; পুষ্পদণ্ড উচ্চ, ২ ফুট লম্বা। পুংকেসর ৫টী সরল। ফল ⅛ ইঞ্চি, প্রায় গোলাকার ; পাকিলে কোঁকড়াইয়া যায়। বসন্তে ফুল হয় ও বর্ষায় ফল পাকিয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বিড়ঙ্গ কৃমিনাশক, পেটফাঁপা নিবারক, অম্রদোষ নাশক, পাকস্থলীর কৃমিনাশক, অজীর্ণ ও চর্ম্মরোগে হিতকর (Dutt)।

হাকিমেরা ইহাকে ফিতার ন্যায় কৃমিনাশক ও বিরেচক বলিয়া বিবেচনা করেন (Dymock)।

দক্ষিণ ভারতের বোম্বে প্রেসিডেন্সীতে বহুপরিমাণে বিড়ঙ্গ পাওয়া যায়। তথাকার লোকে ইহা ফিতার ন্যায় কৃমি নষ্ট করিবার জন্য এই ঔষধ ব্যবহার করে ও অতিশয় মূল্যবান বলিয়া জানে। মাত্রা বালকের পক্ষে চা খাইবার চামচের এবং পূর্ণবয়স্কের পক্ষে মাঝারী চামচের এক চামচ গুঁড়া দিবসে ২ বার সেবন করিতে হয়। ইহার স্বাদ মনোহর কিন্তু উগ্র এবং অল্প সৌগন্ধযুক্ত ; এই ঔষধ খাইবার পূর্ব্বে রোগীকে জোলাপ দিতে হয়। সাধারণ লোকে ইহার কয়েকটী ফল দুগ্ধের সহিত ছোট শিশুকে প্রয়োগ করে। ইহা পেটফাঁপা নিবারক বলিয়া অনুমিত হয় (Dymock)।

বিড়ঙ্গের বমনকারক গুণ নাই (Dutt)।

এক মাত্রা রেড়ির তৈল (Castor oil) খাইবার পর ১ তোলা পরিমাণ গুঁড়া ঘোলের সহিত খাইলে পরদিন প্রাতে ফিতার ন্যায় কৃমি বাহির হইয়া যায় (Sakharam Arjun)।

যষ্টিমধুচূর্ণ ও বিড়ঙ্গচূর্ণ শীতল জলের সহিত পান করিলে বেশ রসায়নের কাজ করে।

বিড়ঙ্গ অর্শ ও কৃমিনাশক এবং মেধা ও স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধক।

বিড়ঙ্গ ও কৃষ্ণতিল চূর্ণ সমপরিমাণ লইয়া নস্য গ্রহণ করিলে আধকপালে আরাম হয়। (Fig. 345.)

LX. SAPOTACEAE

Genus—ACHRAS Linn.

346. A. Sapota Linn. (সপেটা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 579.

Ref.—F. B. I., iii, 534 ; B. P., i, 648 ; Watt, i, 80 ; Prain, H. H., 233.

জন্মস্থান—আদিম বাসস্থান দক্ষিণ আমেরিকা, সমগ্র বঙ্গদেশে বাগানে চাষ হয়। হাওড়া, হুগলী ও ২৪-পরগনার বাগানে রোপিত আছে।

বিভিন্ন নাম—বা., হি. সপেটা ; তা. সিমাই-এলুপ্পাই ; তে. সিমএপ্পা।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও ত্বক্।

বর্ণনা—মাঝারী বৃক্ষ ২৫-৩০ ফুট উচ্চ। সপেটার কাষ্ঠ লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, শক্ত, ইহার গুঁড়িতে লম্বাভাবে কাটা কাটা দাগ আছে (Gamble)। পত্র উজ্জ্বল, লম্বাকৃতি, ৩-৬ ইঞ্চি। বোঁটা অবনত, ½-১ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ৬টী পাপড়িবিশিষ্ট ও শ্বেতবর্ণ। পুংকেসর ৬টী এবং গর্ভাশয়ে ৬টী পরদা আছে। ফল কমলালেবুর মত বড়, কখন কখন ইহা অপেক্ষা ছোট হয় ; ফলের খোসা খস্‌খসে, ধূসরবর্ণ ও পাতলা। বীজ ৫টী কিংবা অধিক থাকে, ¾ ইঞ্চি লম্বা, কৃষ্ণবর্ণ, আতা বীজের ন্যায় এবং উজ্জ্বল। গ্রীষ্মকালে ফুল হয়, ফল শীতকালে পাকে। এই গাছ আমেরিকা দেশ হইতে ভারতে আসিয়াছে। সপেটা খাইতে অতি মিষ্ট বলিয়া অনেকে বাগানে চাষ করে। পাকা ফল একটু মজিলে বেশ মিষ্ট হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ মৃদুবিরেচক, মূত্রকর ; গাছের ছাল বলকারক ও জ্বরনাশক। সপেটার ফল গলিত মাখমে সমস্ত রাত্রি ভিজাইয়া প্রাতঃকালে খাইলে পৈত্তিক জ্বর নিবারণ হয় (Dymock)। ইহার আঠা হইতে Guttapercha উৎপাদিত হয়। (Fig. 346.)

Genus—BASSIA Linn.

347. B. latifolia Roxb. (মহুয়া)

Fig.—Bedd., Fl. Syl., t. 41 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 580.

Ref.—F. B. I., iii, 544 ; Roxb., F. I., ii, 526 ; B. P., i, 649 ; Dymock, ii. 354.

জন্মস্থান—মধ্যভারত, পশ্চিমঘাট, কুমায়ুন, হুগলী, সাঁওতাল পরগনা, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান জেলার জঙ্গলে জন্মে। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. মধুক ; বা. মহুয়া, মউল ; তা, ইল্লুপি ; হি. মহুয়া ; Eng. Indian Butter tree.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল, পত্র, ফল ও ছাল।

বর্ণনা—পত্রাচ্ছাদিত ৪০-৫০ ফিট উচ্চ বৃক্ষ, শরৎকালে পত্র পড়িয়া যায়। ইহার গুঁড়ি ছোট ও গোলাকার। কচিপাতা ধূসরবর্ণ, শক্ত লোমযুক্ত। ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, ধূসরবর্ণ এবং কৃষ্ণবর্ণ, ছালে কাটা কাটা দাগ আছে, ভিতরেব কাষ্ঠ ঈষৎ লাল, ও শ্বেতবর্ণের আভাযুক্ত। গাছে অনেক শাখাপ্রশাখা হয়। পত্র ৫-৯ ইঞ্চি লম্বা, লম্বাকৃতি, মাথা বসা, পত্রের শিরা ১০-১২টী থাকে, বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি। পুষ্পস্তবক ⅚ ইঞ্চি লম্বা, শ্বেতবর্ণ নরম ও মিষ্টরসযুক্ত। বহির্ব্বাস ⅙ ইঞ্চি, গোড়ায় বিভক্ত। পুংকেসর ২৪-২৬টী, স্ত্রীকেসরদণ্ড ১ ইঞ্চি কিংবা অধিক লম্বা। ফল গোলাকার শাঁসযুক্ত, সবুজবর্ণ, ১-২ ইঞ্চি লম্বা ; পটলের ন্যায় পাকিলে পীতবর্ণ হয়। ফলে ১-৪টী বীজ থাকে ; বীজ ½-১ ইঞ্চি লম্বা। গ্রীষ্মকালে ফুল হয় এবং ভাদ্র আশ্বিন মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মধুকের ফুল হইতে এক প্রকার মদ্য প্রস্তুত হয়, উহা উষ্ণ, ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক, ইহা "রাম্" নামক মদ্যের সমান। এদেশে মহুয়ার মদ্য অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, বিশেষতঃ সাঁওতাল পরগনা ও বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে মহুয়ার মদ্য বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। মহুয়ার মদ্য অতিসার ও গ্রহণী রোগে হিতকর। ইহার ফুলের কাথ চিনির সহিত পান করিলে, পিপাসা, গাত্রদাহ, কাশ ও শরীরের জড়তা বিনষ্ট হয় এবং ইহার তৈল শিরঃপীড়া, বাত ও চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয়।

মহুয়ার ফুল মধুর সহিত পেষণ করিয়া নাকে নস্য লইলে হিক্কা আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

ইহার ফল হইতে নিষ্কাশিত তৈলের অনেক গুণ আছে, যথা:—

বাতপিত্তহরং কেশ্যং শ্লেষ্মলং গুরু শীতলম্।
কফবাতহরং রুক্ষং কষায়ং নাতিপিত্তকৃৎ॥—রাজনির্ঘণ্টঃ

পাকা মহুয়াফলের বীজ হইতে পেষণ করিয়া তৈল বাহির হয়, উহা অতিশয় ঘন। যেস্থানে মহুয়া গাছ জন্মে তথাকার গরীব লোকেরা ইহার তৈল জ্বালানী ও রন্ধন কার্য্যে ব্যবহার করে। ইহার তৈল প্রথমে শ্বেতবর্ণ দেখায় পরে পীত ও ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ দেখায়। নারিকেল তৈলের ন্যায় ইহার তৈল শীতকালে জমিয়া যায় এবং শ্বেতবর্ণ দেখায়। সামতালেরা মহুয়া ফুলে রুটী তৈয়ারী করিয়া খায় এবং সন্ধিবাতে ইহার প্রলেপ ব্যবহার করে। আর একপ্রকার মহুয়া আছে উহাকে চলিত কথায় জলমধুক বলে। ইহার পত্র একটু লম্বা এবং ফুল মিষ্ট। মহুয়ার ফুল খাইলে মত্ততা আসে। ইহার ফুল স্নিগ্ধকর, বলকারক ও পুষ্টিকর। পাহাড়ী লোকেরা ইহার তৈল চর্ম্মরোগে ব্যবহার করে। ইহা ঘৃতের সহিত দেওয়া চলে। ছালের কাথ উগ্র ও বলকারক (Irvine)।

Dr. Voigt বলেন ইহার তৈল গায়ে মাখিলে পাঁচড়া আরাম হয়; মহুয়ার ফুল সর্দ্দিতে ব্যবহার হয়।

মহুয়া উত্তেজক, শান্তিকর, উষ্ণবীর্য্য, ধারক ও বলকারক। ডাঃ উদয়চাঁদ দত্ত বলেন যে ইহা "রাম্" অপেক্ষা পাকযন্ত্রের কম ক্ষতিকারক এবং শরীরের পুষ্টির পক্ষে Beerএর সমান। মহুয়া হইতে অনেক শান্তিকারক ঔষধ প্রস্তুত হয়।

মহুয়া ফুল, গামার ছাল, রক্তচন্দন, উশীর মূল (Andropogon muricatus), ধ'নে, কিস্‌মিস্ এইগুলি সমপরিমাণ লইয়া কাথ প্রস্তুত করিবে, পরে ইহার সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে, পিপাসা, গাত্রদাহ, মূর্চ্ছা এবং শরীরের জড়তা নষ্ট হয়। (শার্ঙ্গধর)

মহুয়ার তৈল মাথায় দিলে মাথা ধরা আরাম হয়। মহুয়ার খইল বমনকারক। (Fig. 347.)

348. B. longifolia Linn. (জলমহুয়া)

Fig.—Wight, Ic., t. 147; Bedd., Fl. Syl., t. 42; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 581.

Ref.—F. B. I., iii, 544; Roxb., F. I., ii, 523; Watt, i, Pt. II, 415.

জন্মস্থান—কঙ্কন, মালাবার, দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমভাগ; পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাট, সিংহল। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. জলমধুক; বা. জলমহুয়া; তে. ইপ্পি; তা. কাঠ ইলুপি।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল, বীজ ও তৈল।

বর্ণনা—৪০-৫০ ফিট উচ্চ বৃক্ষ। পত্র ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ১½ ইঞ্চি চওড়া, পত্রের শিরা ১২টী; বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি লম্বা। প্রত্যেক পুষ্পদণ্ডে একটী ফুল হয়; ফুল শ্বেতবর্ণ,

একটু বক্র ও মোটা। বহির্ব্বাস ⅙-½ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি। ইহার পাপড়ি ৬টী, ১-২ ইঞ্চি, শক্ত লোমযুক্ত; পুংকেসর লোমযুক্ত। ফল ডিম্বাকৃতি, বড় নারিকেল কুলের ন্যায়; পক্ব ফল পীতবর্ণ, ইহাতে শাঁস আছে। ফল খাওয়া যায়, ফল মিষ্ট। ফলে একটী কিংবা দুইটী বীজ থাকে, কখন বা ৩।৪টী থাকে। ইহার ফল মহুয়ার ফল হইতে কিছু ভিন্ন, ফল অধিক পরিমাণে জন্মে। কর্দ্দম-মিশ্রিত পলিমাটীতে ইহা ভাল জন্মে, এই কারণে ইহার সংস্কৃত নাম জলমধুক। নভেম্বর হইতে জানুয়ারী মাসে ফুল হয়, প্রায় দুই মাস পরে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—জলমধুক ধারক ও পাঁচড়ার পক্ষে হিতকর। মহুয়ার মত ইহার ফুল হইতে মদ্য প্রস্তুত হয় এবং বীজ হইতে তৈল পাওয়া যায়। মহুয়ার বীজ পেষণ করিয়া তৈল বাহির হয়, কিন্তু এই মহুয়ার ফুল হইতে চোয়াইয়া তৈল বাহির করে—এই তৈল চর্ম্মরোগে হিতকর। ফুল মৃদু বিরেচক; ইহার আঠা বাতের পক্ষে হিতকর ঔষধরূপে ব্যবহার হয়। ইহার ছালের কাথ পাঁচড়ার পক্ষে হিতকর। ইহা হইতে তৈল ও মদ্য উভয়ই পাওয়া যায়। (Fig. 348.)

Genus—MIMUSOPS Linn.

349. M. Elengi Linn. (বকুল)

Fig.—Wight, Ic., t. 158; Bedd., Fl. Sylv., t. 40; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 583.

Ref.—F. B. I., iii, 548; Roxb., F. I., ii, 236; B. P., i, 649; Prain, H. H., 233.

জন্মস্থান—পশ্চিম ঘাটে জঙ্গলে জন্মে; বর্ম্মা, সিংহল; বঙ্গদেশের রাস্তার ধারে ও বাগানে রোপণ করে। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. বা. বকুল; হি. মলসারি; তা. মগাদাম; তে. পগাদা-মান্নু, কন্নন-রঞ্জল।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্, শাঁস, বীজ।

বর্ণনা—৪০-৫০ ফুট উচ্চ বৃক্ষ। ছাল গাঢ় ধূসরবর্ণ, ফাটা-ফাটা। কাষ্ঠ শক্ত ও ভারী, বাহিরের কাষ্ঠ লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ; ভিতরের কাষ্ঠ গাঢ় লালবর্ণ। পত্র ৩½ ইঞ্চি লম্বা, ১½ ইঞ্চি চওড়া, গোড়া বিষম চতুর্ভুজাকৃতি। বোঁটা ¾ ইঞ্চি। ফুল শ্বেতবর্ণ ও সৌগন্ধযুক্ত, শুষ্ক হইলেও বহুদিন সৌগন্ধ থাকে। বহির্ব্বাস ৮ ভাগে বিভক্ত, ⅙ ইঞ্চি, শক্ত লোমযুক্ত। পাপড়ি ১৬-২০টী, লম্বাকৃতি, ½-⅓ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ। শক্ত লোমযুক্ত। পুংকেসর ৮টী, সরু, করাতের ন্যায় কর্ত্তিত। ফল ¾-১ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, ফলে একটী বীজ

আছে, পীতবর্ণ, কষায় ও আঠাযুক্ত। বকুলের আর একটী নাম ভ্রমরানন্দ। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষার পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—চক্রদত্ত বলেন, ইহার অপক্ক ফল ধারক এবং ইহা চর্ব্বণ করিলে নড়া দাঁত শক্ত হয়। ছালের কাথ ধারক, ইহার দ্বারা কুলি করিলে দন্তরোগ আরাম হয়। কঙ্কন দেশে ইহার ফুল ও অপক্ক ফলের কাথ-দ্বারা ক্ষত ধৌত করে।

Makhzor লেখক বলেন যে ইহার অপক্ক ফল ও বীজের ধারকতা শক্তি আছে। ছালের কাথ ধারক বলিয়া শ্লৈষ্মিকস্রাবে, মূত্রযন্ত্র ও মূত্রনালীর এবং মুখের ঘায়ে ব্যবহৃত হয়। তিনি বলেন যে ইহার শুষ্ক ফুলের গুঁড়া নস্য লইলে Ahwah নামক নাসারোগ আরাম হয়; এই রোগে অতিশয় জ্বর হয়, মাথা ধরে, গলায়, স্কন্ধে ও শরীরের অপরাপর স্থানে অতিশয় যন্ত্রণা হয় (Dymock)।

বালকদের কোষ্ঠবদ্ধ হইলে ইহার বীজ চূর্ণ করিয়া মলদ্বারে প্রবেশ করাইলে কোষ্ঠবদ্ধ আরাম হয়। ইহার ছালের কাথ ধারক ও বলকারক। বকুল ছালের কাথে লালা বাহির করিবার শক্তি আছে (Dr. B. N. Basu)। বকুলের ফুল চোলাই করিয়া দক্ষিণ ভারতের লোকে ব্যবহার করে, ইহা উত্তেজক এবং সৌগন্ধযুক্ত (Pharm. Ind.)।

পাকা ফলের শাঁস মিষ্ট ও ধারক, ইহা পুরাতন রক্ত আমাশয় রোগে হিতকর (Watt)। বকুল ছালের কাথে, মধু, ঘৃত মিশ্রিত করিয়া মুখে কুলি করিলে শিথিল দন্ত বসিয়া শক্ত হয় ও দাঁত দিয়া রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

মাক্ষিকং পিপ্পলী সর্পি মিশ্রিতং ধারয়েন্মুখে।
দন্তশূল হরং প্রোক্তং প্রধানমিদমৌষধং ॥ (চক্রদত্ত)

বকুল ছালের মধ্যভাগ শুষ্ক ও গুঁড়া করিয়া দিবসে ৩।৪ বার ৫।৭ দিন ধরিয়া দাঁতে লাগাইলে দাঁতের গোড়া শক্ত হয় ও নড়া দাঁত আরাম হয়। বকুল, বট, অশ্বত্থ, পাকুড় ও যজ্ঞডুম্বরের ছালের কাথ-দ্বারা কুলী করিলে মুখের ক্ষত আরাম হয়।

শুষ্ক বকুল ফুল চূর্ণ নাকে নস্য লইলে নাক দিয়া প্রচুর শ্লেষ্মা বাহির হইয়া কফজনিত জ্বর ও মাথাধরা আরাম হয়।

বকুল বীজ ১ তোলা, হস্তীদন্তের গুঁড়া ৩ তোলা একত্র পোড়াইয়া গুহ্যদ্বারে ধূম দিলে অর্শজনিত রক্তস্রাব আরাম হয়।

বকুলের ছাল অথবা বকুল বীজের শাঁস দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা তৎক্ষণাৎ আরাম হয়।

বকুল বীজ ৩টী, কাঁকরোল বীজ ৩টী এবং উক্ত পরিমাণ নীলবড়ি, সমুদ্র-ফেনা, শুঁঠ, পিপুল, লবঙ্গ, দারুচিনি, রসসিন্দুর ও ধানীলঙ্কা ২টী একত্র বাসি হুঁকার জলের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে কর্ণমূল প্রদাহ ও কর্ণমূল ফোলা আরাম হয়।

বকুল ছাল, আদা, পান, পিঁয়াজ, সোডা ও খেসারীর ডাইল সমভাগ লইয়া টাট্‌কা গোমূত্রে বাটিয়া ফোড়ায় প্রলেপ দিলে ফোড়া ফাটিয়া পুঁজ বাহির হইয়া যায়।

বকুল বীজের শাঁস কাঁজিতে বাটিয়া তিল তৈলের সহিত ফুটাইয়া মস্তকে ও কপালে লাগাইলে উন্মাদ আরাম হয়। (Fig. 349.)

350. M. Kauki Linn. (খিরনী)

Fig.—Hook., Bot. Mag., t. 3157 ; Rumph., Amb., iii, t. 8 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 583B.

Ref.—F. B. I., iii, 549 ; Wall. Cat., 4149.

জন্মস্থান—মুলতান, লাহোর, বর্মা, রত্নগিরি, হুসিয়ারপুর, গুজরানওয়ালা ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. ক্ষিরিকা ; বা. খিরনী ; হি. চিরুই ; গোয়া—আদোমা।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, ফল, শিকড় এবং ছাল। পত্র কক্ষ ১-৪ খানা।

বর্ণনা—বৃহৎ বৃক্ষ। পত্র ২-৪ ইঞ্চি, অগ্রভাগ মোটা, কখন কখন সরু হয়, ডিম্বাকৃতি, ঘন লোমযুক্ত, পত্রের নিম্নভাগ শ্বেতবর্ণ ; বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি। পুষ্পস্তবক ½ ইঞ্চি লম্বা। বহির্ব্বাস ৬টী, ⅜ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি ও ধূসরবর্ণ, পাপড়ি ১ ইঞ্চি লম্বা, পুংকেশর ৬-৮টী, করাতের ন্যায় কিংবা বিভক্ত। ফল ⅜-১ ইঞ্চি, গোলাকার, মসৃণ। ফলে কৃষ্ণবর্ণ, মসৃণ বীজ ৩-৪টী থাকে। বসন্তে ফুল ও ফল হয়। ফল জলপাইয়ের মত, পাকিলে পীতবর্ণ হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—চক্ষু উঠিলে বীজ গুঁড়া করিয়া দেওয়া হয়। ইহার জ্বরনাশক ও বলকারক গুণ আছে। বীজ উগ্র ; ইহা কুষ্ঠ রোগে প্রযুক্ত হয় এবং ইহার কৃমিনাশক শক্তি আছে (Baden-Powel)।

ফল অতিশয় মিষ্ট, গাছের আঠা কানের বেদনা ও গলার বেদনায় ব্যবহার হয় (Dr. Emerson)।

শিকড়ের ছাল ধারক ; ছাল গুঁড়া করিয়া মধুর সহিত মিলাইয়া জলের সহিত খাইলে বালকদের উদরাময় আরাম হয়। ইহার পত্র তিল তৈল এবং গুঁড়া ছালের সহিত ব্যবহার করিলে বেরিবেরি আরাম হয়। পত্র পেষণ করিয়া, হরিদ্রা এবং আদার সহিত ফোড়ায় প্রলেপ দিলে ফোড়া ফাটিয়া আরাম হয় (Drury)।

ইহা একটী বলকারক ঔষধ, কাশ ও শ্বাসনালীর প্রদাহে ব্যবহার হয়।

ইহার বীজের প্রলেপ দিলে গর্ভস্রাব হয়।

খিরনী ফল ও কয়েতবেল একত্র পেষণ করিয়া মুখে লেপন করিলে মুখের মেছেতা আরাম হয়। (Fig. 350.)

351. M. hexandra Roxb. (ক্ষীরখেজুর)

Fig.—Wight, Ic., t. 1587 ; Rumph., Herb. Amb., iii, t. 8 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 584.

Ref.—F. B. I., iii, 5149 ; Wall, Cat., 4148, A, B ; Roxb., F. I., ii, 238 ; Brandis, For. Fl., 291 ; Dalz. & Gibs., Bomb. Fl., 140.

জন্মস্থান—গুজরাট, বম্বে, দাক্ষিণাত্য ও উত্তর ভারত। বাঙ্গালায় এই গাছ নাই। উত্তর পশ্চিম ভারতে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—সং. রাজাদানি ; বা. ক্ষীরখেজুর ; হি. খিরী ; তা. তে. পালা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র ও ফল। মাত্রা পত্র কল্ক ১-৪ খানা।

বর্ণনা—২৪-২৫ ফুট উচ্চ, চিরপত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ অথবা গুল্ম। গাছের গুঁড়ি সরল ও দেখিতে অতি সুন্দর। ছাল ধূসরবর্ণ, মসৃণ, বড় গাছে বিস্তর কোটর হয়। কাষ্ঠ শক্ত, লাল অথবা বেগুনের আভাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ (Gamble)। পত্র ২-৪ ইঞ্চি, লম্বা, ১½-২ ইঞ্চি বিস্তৃত, চর্ম্মবৎ, উভয় পৃষ্ঠা সবুজবর্ণ। বোঁটা ⅛-¼ ইঞ্চি, পুষ্পদণ্ড বহুশাখাবিশিষ্ট। ফুল ¼ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ কিংবা ফিকে পীতবর্ণ, পুংকেসর ৬-৮টী। ফল ½ ইঞ্চি ও ⅓ ইঞ্চি বিস্তৃত, দেখিতে জলপাইয়ের মত, পাকিলে পীতবর্ণ হয়। ফলে একটী কিংবা ২টী কৃষ্ণবর্ণ, মসৃণ ও চিক্কণ বীজ আছে। পক্ক ফল খাইতে মিষ্ট। বীজ হইতে তৈল হয়। নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ফুল হয় এবং এপ্রিল মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছালের গুণ বকুল-ছালের তুল্য। কঙ্কনদেশে সোঁদাল পাতা, গরুর চোনা এবং Calophyllum inophyllumএর বীজের সহিত ইহার আঠা যোগে মলম করিয়া ফোড়ায় আরাম করিবার জন্য লাগাইয়া থাকে।

রাজাদান ও কয়েতবেলের পত্র পেষণ করিয়া গব্যঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে পিত্ত-প্রদর আরাম হয়। রাজাদান ফল ও কয়েতবেল একত্র পেষণ করিয়া গণ্ডদেশে লেপন করিলে মুখের মেছেতা আরাম হয়। ইহার বীজের প্রলেপ দিলে গর্ভস্রাব হয়। (Fig. 351.)

LXII. EBENACEAE

Genus—DIOSPYROS Pers.

352. D. embryopteris Pers. (গাব)

Fig.—Bently & Trim., Med. P., iii, t. 168 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 586 ; Talbot, For. Fl. Bombay, ii, 171 (1911).

Ref.—F. B. I., iii, 556 ; Roxb., F. I., ii, 533 ; B. P., i, 653 ; Prain, H. H., 233.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে ও বঙ্গদেশের সকল স্থানে দেখা যায়, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. তিন্দুক; বা. গাব; হি. মাকুর কেন্দী; তা. পানিচিকা; তে. তুমিক।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও ফল।

বর্ণনা—বহুশাখাবিশিষ্ট সবুজ পত্রাচ্ছাদিত মাঝারী গাছ। ছাল মসৃণ, গাঢ় ধূসরবর্ণ, প্রায় কৃষ্ণবর্ণ। কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ কাল দাগযুক্ত। পত্র ৫½ ইঞ্চি লম্বা, ২ ইঞ্চি বিস্তৃত, চর্ম্মবৎ, কোমল লোমাবৃত, উজ্জ্বল, লম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ মোটা। বোঁটা ⅛-½ ইঞ্চি লম্বা, শুষ্ক হইলে কোঁকড়াইয়া যায়। ফুল শ্বেতবর্ণ, সৌগন্ধযুক্ত। পুংপুষ্প ক্ষুদ্র পুষ্পদণ্ডে থাকে, ১-⅓ ইঞ্চি, ৩ হইতে ৬টী ফুল হয়, বহির্ব্বাস বাটীর মত। স্ত্রীপুষ্প অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, প্রায় যোড়া, বৃন্ত অতিশয় ক্ষুদ্র ১-৫টী একত্র জন্মে। গর্ভাশয় লোমযুক্ত, আট ভাগে বিভক্ত। ফল সাধারণতঃ এক একটী জন্মে, ফলের ব্যাস ১-২ ইঞ্চি, পাকিলে পীতবর্ণ, মিষ্ট, ইহাতে শাঁসের মধ্যে ৪-৮টী বীজ থাকে। এপ্রেল মে মাসে ফুল হয়, ফল পাকিতে এক বৎসর লাগে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফল ও ত্বক্ ধারক। অপক্ক ফলের রস ক্ষত-ধৌতের পক্ষে বিশেষ হিতকর। ইহা চর্ম্ম পরিষ্কার করিবার জন্য ও মৎস্য-ধরা জালে রং দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। গাবের বীজ-তৈল উদরাময় ও রক্ত আমাশয়ে হিতকর। ইহার ছাল অবিরাম জ্বরে ব্যবহার হয়।

ফলের নিষ্কাসিত রস মুখের ঘা ও মুখ-ধৌত কার্য্যে ব্যবহার হয়। ইহার বীজ উদরাময়ে ব্যবহারের জন্য সাধারণ লোকে সঞ্চয় করিয়া রাখে (Dymock)।

ভারতীয় ভৈষজ্যে ইহা বহু পরিমাণে ব্যবহার হয়। (Fig. 352.)

LXIII. STYRACEAE.

Genus—SYMPLOCOS Roxb,

353. S. racemosa Roxb. (লোধ)

Fig.—Brandis, Ind. Tree, 439 (1906); Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 587 B.

Ref.—F. B. I., iii, 576; Roxb., F. I., ii, 539; B. P., i, 655.

জন্মস্থান—উত্তর ও পূর্ব্ব ভারতবর্ষ, বর্ম্মা, বিহার, ছোটনাগপুর, মালাবার, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. বোম্বে—লোধ্র ; বা. হি. লোধ ; নেপাল—চামলানি ; লেপচা—পালিওক।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল, পত্র। মাত্রা ছালচূর্ণ, ২-৮ আনা ; কাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্ ; শাখাগুলি সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পত্র ১½-৫ ইঞ্চি লম্বা, প্রায় গোলাকার ; পত্রের অগ্রভাগ মোটা, শিরাগুলি অনেক দূরে দূরে থাকে। বোঁটা ⅙ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ২·৪ ইঞ্চি। পুষ্পস্তবক ⅙ ইঞ্চি। ফুল পীতবর্ণ, সৌগন্ধযুক্ত ; গর্ভাশয়ে ৩টী বিভাগ আছে, লোমযুক্ত। ফল ½ ইঞ্চি লম্বা, ⅛ ইঞ্চি চওড়া। আধুনিক নামকরণ অনুযায়ী এই (Symplocos) জাতীয় গাছকে Symplocaceæ family ভুক্ত করা বিধেয়।

লোধ্র গাছ বঙ্গদেশে দেখা যায় না। লোধ্র দুই প্রকার ; যথা—লোধ্র ও শাবর লোধ্র (বন্ধ লোধ্র)। আজকাল বাজারে যে লোধ্র দেখা যায় উহার কতকগুলি ইষ্টকের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট আর কতকগুলি ফিকে শ্বেতবর্ণ, শেষোক্তগুলিকে শাবর লোধ্র বলে। কালিদাস রঘুবংশের দ্বিতীয় সর্গের ২৯ শ্লোকে লালবর্ণ গরুর উপরিস্থিত সিংহকে পর্ব্বতের ধাতুময় উপত্যকায় প্রস্ফুটিত লোধ্র-বৃক্ষের সহিত তুলনা করিয়াছেন। শীতের প্রারম্ভে ফুল ও বসন্তকালে ফল হয়।

শাবর লোধ্রের ইহার লাটিন নাম Symplocos crataegoides Ham. (F. B. I., iii, 573)। ইহা হিমালয় প্রদেশে সিন্ধুনদ হইতে আসাম পর্য্যন্ত স্থানে ৩০০০ হইতে ৮০০০ ফুট উচ্চ স্থানে এবং কাশ্মীর ও খাসিয়া পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রচুর দেখা যায়। গাছগুলি প্রায় ৪০ ফুট উচ্চ হয়, ইহার পত্র ২½ ইঞ্চি লম্বা, ১-১½ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, পত্রের অগ্রভাগ সরু, কিনারা কর্ত্তিত। বোঁটা ½ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ১-৫ ইঞ্চি লম্বা। ফল ⅛-⅙ ইঞ্চি প্রায় গোলাকার। ইহার ছাল ফিকে ধূসরবর্ণ, ফাটা ফাটা, কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ। ইহার ছাল বলকারক এবং চক্ষু উঠা রোগে হিতকর (Dr. Stewart)।

ঔষধার্থে ব্যবহার—লোধ্র ছাল লাল রং করিবার জন্য ব্যবহার হয়। ইহা শান্তিকর, ধারক এবং উদরাময় নিবারক, চক্ষু-রোগ ও ফোড়ায় হিতকর। লোধ্রের সহিত বেল ও কুরচি ছালের যোগে উদরাময়ের ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহার কাষ্ঠের কাথ দাঁতের গোড়া হইতে রক্তপাত নিবারণে ব্যবহার হয়।

ভিল্লোদককষায়েণ তথৈবামলকস্য বা।
প্রক্ষালয়েৎ মুখং নেত্রে স্বস্থঃশীতোদকেন বা।
নীলিকাং মুখশোষঞ্চ পীড়কাংব্যঙ্গমেবচ।
রক্তপিত্তকৃতান্ রোগান্ সদ্য এব বিনাশয়েৎ। সুশ্রুতঃ

লোধ্রের ছাল, যষ্টিমধু, পোড়া ফটকিরি এবং রসাঞ্জন (Rasot) এই কয়টী সমপরিমাণ লইয়া পেষণপূর্ব্বক চক্ষুর চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে চক্ষু উঠা আরাম হয়। শ্বেত লোধ্র চক্ষুরোগে

হিতকর। লোধ্র-কাষ্ঠ কষায় ও বলকারক, ইহার গুণ বেলেডোনা ও নক্সভমিকার তুল্য, এই কারণে ইহা শ্বেত ও রক্তপ্রদর, রক্তঅতিসার ও আমাশয় রোগে হিতকর।

লোধ্র-কাষ্ঠ পেষণ করিয়া ফোড়ায় প্রলেপ দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায় (R. N. Khory, ii, 43)।

আর্ত্তব রক্তঃ অধিক দিন স্থায়ী হইলে ও অধিক পরিমাণে স্রাব হইলে ইহার ছালচূর্ণ ২০ গ্রেণ প্রতিদিন চিনির সহিত দিবসে ৩।৪ বার সেবন করিলে ৩।৪ দিনের মধ্যেই পীড়া আরাম হইয়া যায় (Dr. Charles)।

লাউ-পাতা ও লোধ্র-কাষ্ঠ সমান পরিমাণ লইয়া জলে পেষণপূর্ব্বক যোনিতে প্রলেপ দিলে প্রসূতির যোনিক্ষত আরাম হয় (চিঃ প্রকাশ)।

লোধ্র ত্বক্ দধির সহিত পেষণপূর্ব্বক পান করিলে আমাশয় আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

শাবর লোধ্র গব্যঘৃতে ভাজিয়া কিঞ্চিৎ জলের সহিত পেষণপূর্ব্বক চক্ষের বাহিরে প্রলেপ দিলে যাবতীয় চক্ষু রোগ আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

অষ্টম মাসে গর্ভ নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকিলে গর্ভিণীকে পিপুল, মধু ও গব্য দুগ্ধসহ লোধ্রছাল পান করিতে দিলে গর্ভপাতের আশঙ্কা থাকে না (হারীত)।

কাঁচা লোধ্রপত্র পেষণ করিয়া গব্য ঘৃতে ভাজিয়া চিনি ও জলের সহিত সেবন করিলে আমাতিসার আরাম হয়।

বটের ছালের ক্বাথের সহিত পিষ্টলোধ্র-ত্বক্ পান করিলে শ্বেতপ্রদর আরাম হয় (চরক)।
(Fig. 353.)

Genus—STYRAX Dryand.

354. S. Benzoin Dryand. (লবান)

Fig.—Wood, Med. Bot., i, t. 72 (1792); Bentley & Trim., iii, t. 169 (1905).

Ref.—F. B. I., iii, 589; Roxb., F. I., ii, 416; Trop. Agric., xxv, No. 3, p. 496 (1905).

জন্মস্থান—মালয় দ্বীপপুঞ্জ, সুমাত্রাদ্বীপ, যাভা ও বোর্ণিও দ্বীপপুঞ্জ।

বিভিন্ন নাম—বা. লবান; হি. লুবান; Eng. Olibanum.

ব্যবহার্য্য অংশ—আঠা।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ, মস্তক ঘনশাখায় আবৃত; ত্বক্ ঈষৎ ধূসরবর্ণ ও মসৃণ, নূতন শাখা রক্তাভ লোমযুক্ত। পত্র ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা। শাখার উভয় দিকে পর্য্যায়ক্রমে জন্মে,

ডিম্বাকৃতি গোলাকার, বৃন্তদেশ ক্রমশঃ সরু, পত্রের উপরিভাগ সবুজবর্ণ, নিম্নদেশ কোমল লোমযুক্ত, শ্বেতাভ। ফুল বৃহৎ, একস্থানে অনেক জন্মে। পুষ্পদণ্ড লম্বা ও প্রশাখাবিশিষ্ট; সাধারণতঃ পুষ্পদণ্ড পত্রের গোড়া হইতে বাহির হয়। পুষ্পের বহির্ব্বাস বাটীর মত। ফুলের পাপড়ি শ্বেতবর্ণ, লোমযুক্ত, অভ্যন্তর ফিকে বেগুনে ও লাল রংবিশিষ্ট। পুংকেসর ১ সারিতে ১০টী থাকে। গর্ভাশয় ৩ ভাগে বিভক্ত। ফল গোলাকার চেপ্‌টা, শক্ত ও লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, বীজ এক একটী হয়। শীতের শেষে ফুল ও পর বৎসর শীতে ফল হয়। এই জাতীয় গাছ (Styrax) আধুনিক নামকরণ অনুসারে Styracaceæ family ভুক্ত করা বিধেয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার আঠা উত্তেজক, সর্দ্দি নিঃসারক এবং শরীরের কোন স্থানে লাগাইলে সেই স্থানের উত্তেজনা আনয়ন করে। ইহা পুরাতন সর্দ্দি এবং ফুসফুসের পুরাতন ব্যাধি দূর করে। ইহার ধূম লাগাইলে কিংবা সেবন করিলে উভয়েই উপকার হয়। ইহা pyrosis এবং মূত্রযন্ত্রের যন্ত্রণাদায়ক রোগে বিশেষ হিতকর (Pham. Ind.)।

কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্রব্য পালিশ করিতে লবান rectified spirit এর সহিত ব্যবহার হয়। লবান দেখিতে বাবলা আঠার ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও চকচকে, এক একটী মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল। দেবালয় সৌগন্ধ করিবার জন্য ধূনার ন্যায় হিন্দু, বৌদ্ধ ও রোমান ক্যাথলিকগণ ইহা জ্বালাইয়া থাকেন। (Fig. 354.)

LXIV. OLEACEAE

Genus—JASMINUM Linn.

355. J. arborescens Roxb. (বড়কুঁদ)

Fig.—Wight, I. C., t. 699 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 590.

Ref.—F. B. I., iii, 594 ; Roxb., F. I., i, 95 ; B. P., i, 658 ; Dymock, ii, 379.

জন্মস্থান—ত্রিহুত, বেহার, ছোটনাগপুর ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. মাধবী ; বা. বড়কুন্দ ; হি. চামেলী ; তে. অদ্দিবিমুল্লী ; সামতাল—গদহন্দবাহা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—বড় গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্ ; শাখাগুলি লোমযুক্ত। পত্র ৪ ইঞ্চি লম্বা, ২½ ইঞ্চি চওড়া, পত্রের অগ্রভাগ সরু, গোড়ার দিক অধিক চওড়া, কতকটা হৃৎপিণ্ডাকৃতি অথবা ডিম্বাকৃতি। বোঁটা ½-¾ ইঞ্চি ; প্রত্যেক পুষ্পদণ্ডে ১২-২০টী ফুল হয়, বেশ ঘনসন্নিবদ্ধ নহে। পুষ্পস্তবক ½ ইঞ্চি। বীজকোষ এক একটী থাকে, কৃষ্ণবর্ণ। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষাকালে

ফল হয়। ইহার আরও ২টী জাতি আছে; যথা—J. latifolia Roxb. এবং J. montana Roth (F. B. I., iii, 594)।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার সহিত রসুন, গোলমরিচ ও অপরাপর উত্তেজক দ্রব্য যোগে সেবন করিলে বুকের বসা সর্দ্দি আরাম হয়, ৭টী পত্রের রস সেবনের পক্ষে যথেষ্ট। ছোট বালকদের পক্ষে একটী পত্রের অর্দ্ধেক ও অগস্তি (Sesbania grandiflora) গাছের ৪টী পত্র মিশাইয়া ২ গ্রেণ গোলমরিচের গুঁড়া এবং ২ গ্রেণ সোহাগা (Borax) ও মধুর সহিত সেব্য (Dymock)। (Fig. 355.)

356. J. grandiflorum Linn. (জাতি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vi, t. 52; Wight, Ic., t. 1257; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 593.

Ref.—F. B. I., iii, 603; Dymock, ii, 378; Roxb., F. I., i, 98.

জন্মস্থান—ভারতের উত্তর পশ্চিমাংশ; বাঙ্গালার অনেক বাগানে রোপিত আছে; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. বা. জাতি; হি. চাম্বেলী, জাতি; তে. জাজী; বম্বে—চাম্বেলী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—শাখাগুলি শক্ত, কোণযুক্ত; পত্র কাণ্ডের উভয়দিকে বাহির হয়; পত্রিকা সাধারণতঃ ৩ জোড়া, অগ্রভাগে একটী পত্র থাকে। বহির্ব্বাসের দাঁত ½ ইঞ্চি। ফুলের পাপড়ি ৫টী। ইহার ফুলের গন্ধ অতি মনোহর, গন্ধ তৈল প্রস্তুত করিবার জন্য অধিক পরিমাণে ব্যবহার হয়। স্নানের পূর্ব্বে অনেক ধনী লোকে ব্যবহার করে। গ্রীষ্মকাল হইতে শরৎকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্রের রস চর্ম্মরোগ, মুখের ঘা, কানের পুঁয প্রভৃতি রোগে ব্যবহার হয়। পত্রের টাট্‌কা রস পায়ের অঙ্গুলিতে "কড়া" হইলে উহা নরম করিবার জন্য ব্যবহার হয় (চক্রদত্ত)।

ইহার পত্র চর্ব্বণ করিয়া খাইলে মুখের ঘা ও ক্ষত আরাম হয়।

মুখপাকে সিরাবেধ শিরঃ কায়বিরেচনম্।
কার্য্যঞ্চ বহুধা নিত্যং জাতিপত্রস্য চর্ব্বণম্॥ (ভাবপ্রকাশ)

জাতিপাতার রসে তৈল পাক করিয়া কানে দিলে কানের পুঁয আরাম হয়।

জাতিপত্র রসৈঃ তৈলং বিপক্বং পূতিকর্ণজিৎ। (চক্রদত্তঃ)

যোনিসন্নিহিত স্থানে অথবা কটিতে জাতি পত্র ও ফুল বাটিয়া প্রলেপ দিলে ঋতুকালীন যন্ত্রণা কমিয়া যায় ও সরল ভাবে ঋতুস্রাব হয়। (Fig. 356.)

357. J. Sambac Ait. (বেল)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vi, tt. 50, 51, 55 ; Wight, Ic., t. 704 ; Bot. Mag. t. 1785.

Ref.—F. B. I., iii, 591 ; Roxb., F. I., i, 88 ; B. P., i, 659 ; Prain, H. H., 234.

জন্মস্থান—সমস্ত বঙ্গদেশে বাগানে ও বাটীতে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—সং. বার্ষিকী ; বা. বনমল্লিকা, বেল, মতিয়া ; হি. চাম্বা ; বম্বে—ভটমগরী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—লতানে গাছ, বনে জন্মে ; যেগুলি বাগানে চাষ হয় তাহা ২-৪ ফুট উচ্চ হয়, ডালগুলি অধিক বাড়িয়া যাইলে লতাইয়া পড়ে। পত্রের বোঁটা ¼ ইঞ্চি, পত্র ডালের বিপরীত দিকে জোড়া জোড়া জন্মে। পুষ্পদণ্ডে ৩টী ফুল হয়, কিন্তু যেগুলি বাগানে জন্মে উহাতে আরও অধিক ফুল এবং অধিক পাপড়ি যুক্ত ফুল হয়। ফুল শ্বেতবর্ণ ; সৌগন্ধ যুক্ত। ফুলে অনেক পাপড়ি থাকে, পাপড়ির মস্তক মোটা। ফল ½ ইঞ্চি, বীজকোষ গোলাকার, বীজ ১-২টী থাকে, কৃষ্ণবর্ণ। এই ফুলের আর এক জাতি আছে উহার নাম J. Heyneana Wall. (F. B. I. iii, 592 এবং Wallich, Cat., 2871)। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ জাতি ফুলের মত ; বেলের ২।৩ ফুল ছেঁচিয়া স্তনে লাগাইলে প্রসূতি স্ত্রীলোকদের ঠুনকা জ্বর ও স্তনের যন্ত্রণা আরাম হয়। Dr. Wood বলেন যে এই প্রলেপ দিবসে দুইবার বদলাইয়া দিলে এবং ক্রমাগত দুই দিন ব্যবহার করিলে, ইহা স্তনদুগ্ধ কমাইয়া দেয় ও ফুলা আরাম হয় ; ইহাতে স্তন পাকিবার আর কোন সম্ভাবনা থাকে না।

বনমল্লিকা পাতার রস খাইলে প্রথম ঋতু সঞ্চার হয় (Rheede, vi, 56)।

বনমল্লিকা অতিশয় শান্তিকারক ; ইহা পাগল, অল্পদৃষ্টি ও মুখের ঘায়ে ব্যবহৃত হয় (Baden-Powell)। (Fig. 357.)

358. J. pubescens Willd. (কুন্দ)

Fig.—Wight, Ic., t. 702 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 589, Burm. Fl. Ind., v, t. 3, Fig. 1.

Ref.—F. B. I., iii, 592 ; Roxb., F. I., i, 91 ; B. P., i, 659.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র ; বর্ম্মাপ্রদেশ ও চীন দেশে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. বা. কুন্দ ; হি. কুন্দচামেলী ; বম্বে—বিখম্-সগর।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় বহুবিস্তৃত উদ্ভিদ্। গাছের গোড়া হইতে ডালপালা বহু বিস্তৃত হয় ও একটী কুঞ্জবনের আকার ধারণ করে। শাখা মোচড়ান ও লোমযুক্ত। ছাল ফিকে ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ। পত্র ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, গোড়া গোলাকার বা হৃৎপিণ্ডাকৃতি। প্রধান শিরা ৪-৬ জোড়া, পত্রবৃন্ত ⅛-⅙ ইঞ্চি। ফুল শ্বেতবর্ণ ও সৌগন্ধযুক্ত, বোঁটা ছোট। বীজাধার ১-২, গোলাকার, ব্যাস ⅓ ইঞ্চি, কৃষ্ণবর্ণ। শীতকালে ও বসন্তকালে ফুল হয়, গ্রীষ্মকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র জলে ভিজাইয়া দুষ্ট ক্ষতে প্রলেপ দিলে ক্ষত আরাম হয়। শিকড় সর্পবিষের প্রতিষেধক (Lindley & S. Arjun)। (Fig. 358.)

359. J. humilis Linn. (স্বর্ণযুঁই)

Fig—Bot. Mag., t. 1731 ; Bot. Reg., t. 178 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 592.

Ref.—F. B. I., iii, 602.

জন্মস্থান—ভারতের পার্ব্বতীয় দেশে ; কাশ্মীর, ভূপাল, আবু, নীলগিরি। বঙ্গদেশে বাগানে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—সং. হেমপুষ্পিকা ; বা. স্বর্ণযুঁই ; হি. পিঠমালতী ; তে. পাচ্চা-আদবী।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—সূক্ষ্মলোমযুক্ত খাড়া গুল্ম। গাছ দেখিতে অতি সুন্দর, ছাল ও পাতা ধূসরবর্ণ ; কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, শাখা কোণযুক্ত, বক্র। পত্র কাণ্ডের উভয়দিকে জোড়া জোড়া জন্মে। পত্রিকা ৫টী, উভয়দিকে ৪টী ও সম্মুখে একটী থাকে। পুষ্পস্তবক ⅔ ইঞ্চি, অবনত। পীতবর্ণ ও সৌগন্ধযুক্ত ফুল হয়। ফুল ½-⅔ ইঞ্চি, লম্বা একস্থানে ১-৬টী ফুল হয়। পক্কফল গোলাকৃতি, ⅓ ইঞ্চি, শাঁস আছে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার দুগ্ধের ন্যায় আঠা পুরাতন ক্ষত ও উহার শোষ কমাইয়া ঘা শীঘ্র আরাম করিয়া দেয় (Watt)। শিকড় কৃমির পক্ষে হিতকর (Honningberger)।

Genus—NYCTANTHES Linn.

360. N. arbor-tristis Linn. (শেফালিকা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 594.

Ref.—F. B. I., iii, 603 ; Roxb., Fl. I., i, 86 ; B. P., i, 660 ; Prain, H. H., 234.

জন্মস্থান—বেহার, ছোটনাগপুর, সমগ্র বঙ্গদেশ, মধ্যভারতবর্ষ, বর্ম্মা, সমগ্র ভারতে চাষ হয়; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় বাগানে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—সং. বা. শেফালিকা; হি. হর্‌সিঙ্গর; সামতাল—স্যাপারম্‌; তে. মাপ্লাপু; বম্বে—হরসিংগর; Eng. Weeping Nyctanthes, Night Jasmine.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, ত্বক ও মূলের ছাল; মাত্রা—স্ব-রস, ১-২ তোলা; কাথ, ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—ছোট গাছ, কখন কখন ২৫-৩০ ফুট উচ্চ হয়। ইহার ছাল পুরু ফিকে ধূসরবর্ণ; কাষ্ঠ ফিকে লালবর্ণ এবং ফিকে পীতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, মাঝারি শক্ত। পত্র ডাঁটার বা কাণ্ডের বিপরীত দিকে থাকে, ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ২-২½ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, উভয়দিক লোমাবৃত, পত্রের উপরপিঠ সবুজবর্ণ, নিম্নপিঠ শ্বেতের আভাযুক্ত। কিনারা অখণ্ডিত, কোন কোনটীর খণ্ডিত। পত্র অতিশয় খসখসে। পত্রবৃন্ত ⅙-⅛ ইঞ্চি। ফুলের বোঁটা ক্ষুদ্র, নেবুরং-বিশিষ্ট ৩-৭টী একত্রে থাকে; বহির্ব্বাস ½ ইঞ্চি, ৪-৫টী দাঁতযুক্ত। ফুলের পাপড়ি শ্বেতবর্ণ, বিস্তৃত, ৫-৮টী পাপড়ি আছে, ইহা ½-⅙ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের গন্ধ অতিশয় মনোহর, রাত্রিকালে ফোটে এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পড়িয়া যায়। বীজকোষ ⅚-½ ইঞ্চি লম্বা, ⅚-⅙ ইঞ্চি চওড়া, চেপ্টা ও পুরু। বীজকোষ দুইপরদাবিশিষ্ট, ২টি বীজ থাকে। বৎসরের সকল সময়েই ফুল হয়। বঙ্গদেশে বর্ষাকালে ফুল হয়, আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকগণের মতে ইহার পত্র জ্বর ও বাতরোগের মহৌষধ। পত্রের টাট্‌কা রস মধুর সহিত খাইলে পুরাতন জ্বর আরাম হয় এবং কাথ কোমরের বাতবেদনায় (Siatica) একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ (Datta)।

শেফালিকা ফুলের ৬ কিংবা ৭টী পাতা জলের সহিত বাটিয়া টাট্‌কা আদার রস দিয়া খাইলে বিষম জ্বর ও অবিরাম জ্বর আরাম হয়; ঔষধ সেবনকালে উদ্ভিজ্জ আহার ব্যবস্থেয়। শেফালিকা বীজের গুঁড়া ব্যবহার করিলে মাথার খুস্‌কী আরাম হয় (Dymock)।

ঘন সর্দ্দি বাহির করিবার জন্য কঙ্কনদেশে ইহার ৫ গ্রেণ ছালের সহিত পান ও সুপারি দিয়া ব্যবহার করে (Dymock)। শেফালিকা পিত্ত ও কফ নাশক, উহা পৈত্তিক জ্বরে প্রযুক্ত হয় (K. L. Dey)।

ইহার পাতার রস ধারক ও মৃদুবলকারক ঔষধ এবং পিত্তনাশক (Watt).

শিউলী পাতার রস চিনি দিয়া বালকদিগকে খাওয়াইলে, তাহাদের পেটের বড় কৃমি বাহির হইয়া যায়, অনেক ক্ষেত্রে মরা কৃমি বাহির হইতে দেখা গিয়াছে, ইহা Santoninএর স্থানে প্রযুক্ত হইতে পারে (B. D. B.)।

এরূপ কিংবদন্তী আছে, পারিজাত নামক এক নাগরাজের পারিজাতক নামে এক কন্যা ছিল; সূর্য্যদেব তাহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন, পরে সূর্য্যদেব অপর এক সুন্দরীর প্রেমে

মুগ্ধ হইয়া উঁহাকে পরিত্যাগ করেন। এই দুঃখে পারিজাতক প্রাণত্যাগ করে এবং যে স্থানে কন্যাটী প্রাণ পরিত্যাগ করে তথায় শেফালী ফুলের গাছ হয়; কন্যাটী সূর্য্যকে ভয় করিত বলিয়া, জন্মান্তরে সূর্য্যের ভয়ে শেফালী ফুল প্রাতঃসূর্য্যের উদয়ের পূর্ব্বেই ঝরিয়া পড়িয়া যায়।

শেফালী বীজচূর্ণ মস্তকে ঘসিলে মাথার খুসকী আরাম হয়। ইহার পত্রের শীতকষায় বা কাথ সেবন করিলে গৃধ্রসী (Sciatica) ও বাত আরাম হয়।

শেফালিকাদলৈঃ ক্বাথো মৃদ্বগ্নিপরিসাধিতঃ।
দুর্ব্বারং গৃধ্রসীরোগং পীতমাত্রং সমুদ্ধরেৎ॥
শেফালিঃ কটুতিক্তোষ্ণা রুক্ষা বাতকফাপহা।
স্যাদঙ্গসন্ধিবাতঘ্নী গুদবাতাদিদোষহৃৎ॥ (রাজনিঘণ্টুঃ) (Fig. 360.)

Genus—SCHREBERA Roxb.

361. S. swietenioides Roxb. (ঘণ্টাপারুল)

Fig.—Bedd., Fl. Sylv., t. 248; Wight, Ill., t. 162.

Ref.—F. B. I., iii, 604; Roxb., F. I., i, 109; B. P., i, 660; Brandis, For. Fl., 305.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা।

বিভিন্ন নাম—সং. ঘণ্টাপাটলী; বা. ঘণ্টাপারুল; তা. মগলিঙ্গ-মারাম্; তে. মুকাদি।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, ফুল।

বর্ণনা—৪০-৫০ ফুট উচ্চ গাছ। পত্র ৪ ইঞ্চি লম্বা ২ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু; পক্ষপত্র সূক্ষ্মলোমযুক্ত; বোঁটা ⅙ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ডে ১০০ ফুল হয়। ফুলের বহির্ব্বাস ⅙ ইঞ্চি, ৫ ভাগে বিভক্ত, পাপড়ি শ্বেতবর্ণ ও ধূসরবর্ণের দাগবিশিষ্ট। পুষ্পনল ⅓-⅙ ইঞ্চি, ফল ২ ইঞ্চি লম্বা ও ১½ ইঞ্চি চওড়া, অত্যন্ত শক্ত। বীজ সাধারণতঃ ৩-৪টি থাকে, বীজ ডিম্বাকৃতি চেপ্টা ও লম্বা পক্ষযুক্ত। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

এই গাছের আর একটি জাতি আছে, উহার নাম S. pubescens Kurz বলে (Kurz., For. Fl., 398)। ইহার পত্র কোমল লোমাচ্ছাদিত; পুষ্পদণ্ড শক্তলোমাবৃত, ইহার ফল কিছু ছোট। গ্রীষ্মের প্রথমে ফুল হয়. পত্র পক্ষাকার, দুইদিকে ৩।৪ জোড়া থাকে এবং সম্মুখে একটী পত্র হয়। ফুল ছোট, শ্বেত ও ধূসরবর্ণ, রাত্রিতে অতিশয় সৌগন্ধ বিতরণ করে। কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ হইতে তাঁতের মাকু প্রস্তুত হয়।

ঘণ্টাপারুলের ফুল শ্বেতবর্ণ বলিয়া ইহাকে সিতপুষ্পপাটলা বলে। ইহার আরও দুইটী নাম আছে—যথা কাষ্ঠপাটলা এবং মুষ্কক। ভাবমিশ্র ঘণ্টাপারুলকে সিতপাটলা, মুষ্কক ও

কাষ্ঠ-পাটলা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পাটলা অর্থে বৈদ্যগণ রক্তপুষ্প বা পীতপুষ্প পাটলাই গ্রহণ করিয়া থাকেন। উহার লাটিন্ নাম Stereospermum suaveolens Dc. ইহার আর একটী জাতি আছে, তাহাকে S. chelonoides Dc. বলে, উহার পুষ্প পীতবর্ণ। বঙ্গদেশে পীতপুষ্প পাটলা অপেক্ষা রক্তপুষ্প পাটলাই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার বোটানিক গার্ডেনে ত্রিবিধ পাটলাই আছে। ত্রিবিধ গাছের প্রভেদ স্বচক্ষে দেখিলেই বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়; শুধু বর্ণনা পড়িয়া বোধগম্য হওয়া কঠিন। ইহা পার্ব্বত্য উপত্যকায় অধিক পরিমাণে দেখা যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পারুলের মূল ত্বকের কাথদ্বারা পক্ক সরিষার তৈল লেপন করিলে দগ্ধ ব্রণ আরাম হয়।

পটোল ও পারুল ছালের কাথ ধ'নে ও শুঁঠচূর্ণ যোগে পান করিলে অগ্নিপিত্ত আরাম হয়।

পারুল ফুল মধুর সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে হিক্কা আরাম হয়।

পাটলার অপরাপর গুণ S. suaveolens দ্রষ্টব্য; পাচনে যে পাটলা ব্যবহৃত হয় তাহা ঘণ্টাপারুল বা ঘণ্টাপাটলা নহে, উহা Bignoniaceae orderএর অন্তর্গত। (Fig. 361.)

LXV. SALVADORACEAE

Genus—AZIMA Lamk.

362. A. tetracantha Lamk. (ত্রিকাঁটাগাঁতি)

Fig.—Wight, Ill., t. 1522; Gaertn, Fruct, t. 225.

Ref.—F. B. I, iii, 620; Roxb., F. I., iii, 765; B. P., i, 663; Prain, H. H., 234; Voigt, 348.

জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্য, সিংহল, করমণ্ডল উপকূল, বঙ্গদেশ, হুগলী, শ্রীরামপুর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানের জঙ্গলে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. কুণ্ডালি; বা. ত্রিকাঁটাগাঁতি; হি. কাঁটাগুড়কামাই; তা. সুঙ্গেলি; তে. তেল্লাউপি।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, শিকড় এবং রস।

বর্ণনা—অত্যন্ত কাঁটাযুক্ত গুল্ম, শাখা সবুজবর্ণ; ছাল ফিকে ধূসরবর্ণ, খসখসে, কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ ও নরম। ডালের প্রত্যেক গাঁইটে ১-৩টী কাঁটা আছে ½-১ ইঞ্চি লম্বা। পত্র উজ্জ্বল, অগ্রভাগ ধারাল, ½-২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল সবুজের আভাযুক্ত, শ্বেতবর্ণ, বোঁটা ছোট, এক একটী অথবা অধিক হয়। স্ত্রীপুষ্প এক একটী অথবা ২টী হয়; পাপড়ি লম্বা, অগ্রভাগ সরু। ফলের ব্যাস ½ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ, বীজ সাধারণতঃ একটি করিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র উত্তেজক, প্রসূতি স্ত্রীলোকদিগকে প্রসবের পর দেওয়া হয়। ইহার পত্র, নিমপাতা ও ইটের গুঁড়া সমপরিমাণ একত্রে গুঁড়াইয়া প্রসবের পর দিবসে ২ বার ২ দিন দিবে; তৎপরে প্রসূতিকে ভাত ও মরিচের গুঁড়া খাইতে দিবে ও আহারের পর একটু গরম জল খাইতে দিবে, দিবাভাগে ঘুমাইতে দিবে না; ইহা প্রসূতির পক্ষে একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ (Ind. Med. Gazette, Oct. 1889)। গ্রাম্য লোকে প্রসূতিকে একটু ভাজা হিংএর সহিত নিমতৈল দেয়; তৃতীয় কিংবা চতুর্থ দিন হইতে ১ মাস ধরিয়া উত্তেজক ও বলকারক ঔষধ দেয়, ইহাতে প্রসূতি শীঘ্র সারিয়া উঠে ও কার্য্যক্ষম হয়। এই প্রথা ভারতের অনেক স্থানে আছে।

ইহার পত্র খাদ্যদ্রব্যের সহিত খাইলে বাত আরাম হয় এবং শুষ্ক রস খাইলে সর্দ্দি কমিয়া যায়।

পত্রের ন্যায় শিকড়েরও অনেক গুণ আছে, ইহা মূত্রকর এবং শোথ রোগে অপরাপর ঔষধের সহিত প্রযোগ হয়।

এই গাছের শিকড় ও ছালের কাথ এবং সমপরিমাণ বচ (Acorus calamus), জোয়ান এবং লবণ, একযোগে ব্যবহার করিলে পুরাতন উদরাময় আরাম হয়। ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিকড়ের ছালের রস ১-২ আউন্স এবং ছাগল দুগ্ধ ৩ আউন্স পরিমাণ একত্রে দিবসে ২ বার সেবন করিলে ঘন ঘন মূত্রত্যাগ হইয়া শোথ আরাম হয় (Dym., Pharm. Ind., ii, 385)। শিকড়ের কাথ বমননিবারক, ধারক এবং বলকারক। ইহার পাতা বসন্তের ক্ষতে এবং অপরাপর ক্ষত রোগে উপকারী এবং শিকড়েব ছাল বাতের পক্ষে হিতকর।

ইহার ফল শ্বেতবর্ণ এবং লোকে খায়। কথিত আছে, পত্রেব রস ক্ষয়রোগের সর্দ্দি এবং হাঁপানি নিবারণ করে। (Fig. 362.)

Genus—SALVADORA Linn.

363. S. persica Linn. (পিলু)

Fig.—Bedd., Fl. Sylv., t. 247; Roxb., Cor. Pl., t. 26; Lamk., Ill., t. 81; Wight, Ill., ii, 229, t. 181.

Ref.—F. B. I., iii, 619; B. P., i, 663; Roxb., Fl. I., i, 389.

জন্মস্থান—পশ্চিম বেহার, পঞ্জাব, সিন্ধুদেশ, দক্ষিণভারত, গুজরাট, কঙ্কন, উত্তর ও দক্ষিণ সরকার।

বিভিন্ন নাম—সং. পিলু, করভপ্রিয়; বা. পিলু; তা. উঘাই-পট্টাই; তে. ভারাগণ্ড; রাজপুতনা—ফাল; আরব—আরক; Eng. Tooth-brush tree.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ; বৎসরের সকল সময়েই ফল ও ফুল হয়। সাধারণতঃ উত্তর ও দক্ষিণ সরকারে এই গাছ অধিক পরিমাণে দেখা যায়। ইহার কাণ্ড বক্র; ৮-১০ ফুট উচ্চ হয়। বৃক্ষের ত্বক কর্ত্তিত, শাখা অনেক হয়, শাখার বিপরীত দিকে পত্র হয়। পত্র ১-২ ইঞ্চি লম্বা ও ১ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, মসৃণ। শাখার অগ্রভাগে ফুল হয়। ফুল ক্ষুদ্র, সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ। বহির্ব্বাস ৪টী, দাঁতবিশিষ্ট। পুংকেসর ৪টী, পুষ্পনলের মধ্যে থাকে। ফল অতিশয় ক্ষুদ্র, কাল মরিচের দানা অপেক্ষা ক্ষুদ্র, লালবর্ণ, রসযুক্ত। ফলে একটী বীজ থাকে। গ্রীষ্মকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু বৈদ্যেরা ইহার ফল পরিপাককারক, উষ্ণবীর্য্য ও রসায়ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বর্দ্ধিত প্লীহা ও বাত রোগে হিতকর। মাড়ওয়ার দেশে ইহার ফল শুষ্ক করিয়া খায়, শুষ্ক হইলে উহা কিসমিসের ন্যায় মিষ্ট লাগে। ইহার বীজ হইতে এক প্রকার তৈল বাহির হয়, ইহা প্রসূতির পক্ষে উত্তেজক ও বাতরোগে হিতকর। ইহার পত্র এবং নিশিন্দা (Vitex trifolia) পত্রের যোগে বাতের চমৎকার ঔষধ প্রস্তুত হয়।

আরবেরা ইহাকে Solvadoras Arak অর্থাৎ দাঁতন গাছ বলে। ইহার শিকড়ের ৩।৪ ইঞ্চি পরিমিত অংশ দ্বারা দাঁতন করিলে দাঁত পরিষ্কার ও শক্ত হয়। কথিত আছে যে এই গাছ মহিষে ও উষ্ট্রে খাইলে তাহাদের দুগ্ধ গাঢ় হয়। ইহার ফল পেটফাঁপা নিবারক, মূত্রকর এবং ইহার পাতা অর্শে ও ফোড়ায় পুলটিস্ দিলে ফোড়া ও অর্শের যন্ত্রণা কমিয়া যায়।

Ainslie বলেন, ইহার ক্বাথ সামান্য জ্বর, ও ঋতু ও অর্শ রোগে বলকারক ও উত্তেজক ঔষধ। ইহার শিকড়ের ছালে ফোস্কা হয় (Met. Med. Ind., ii, 66)। পিলু বীজ সর্পবিষ নিবারক; (ইহার বীজ খাওয়াইয়া অনেকগুলি সর্পদষ্ট ব্যক্তি আরাম হইয়াছে) (Dr. Imlach's Report on Snakebites in Sind, Bombay Med. & Phys. Trans., New Series, iii, 80)।

শিকড়ের ছাল থেঁতলাইয়া চর্ম্মে লাগাইলে শীঘ্রই ফোস্কা উঠে, দেশীয় লোকেরা এই উদ্দেশ্যে ইহার ব্যবহার করে, ইহা অতিশয় উত্তেজক (Roxburgh, i, 389)।

মুসলমান লেখকদের মতে ইহার ফল পেটফাঁপা নিবারক এবং মূত্রকর। ইহার বীজ একটী উৎকৃষ্ট জোলাপের কাজ করে। (Fig. 363.)

LXVI. APOCYNACEAE

Genus—CARISSA Linn.

364. C. Carandas Linn. (করমচা)

Fig.—Bedd., Fl. Sylv., 156, t. 19, Fig. 6; Wight, Ic., Fl. 426 & 1289.

Ref.—F. B. I., iii, 630; Roxb., F. I., i, 687; B. P., ii, 668; Prain, H. H., 235.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতের বালুকাময়, শুষ্ক ও পার্ব্বতীয় প্রদেশে জন্মে; পঞ্জাব, বর্ম্মা, সমগ্র বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে বাগানে চাষ হয় ও কখন কখন জঙ্গলে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. করমর্দ্দক; বা. করম্চা; হি. করণ্ডা; তা. কালাকা; তে. কলিভিকেয়া; হি. আসলিকরঞ্জা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল এবং শিকড়।

বর্ণনা—বড় গুল্ম ও ছোট গাছ, শাখাগুলি ঘনসন্নিবদ্ধ ও বিস্তৃত। প্রশাখাগুলিতে ও ডালের গাঁইটে কাঁটা আছে, কখনও ১-২ ইঞ্চি লম্বা হয়। পত্রবৃন্ত ক্ষুদ্র, ১½-৩ ইঞ্চি লম্বা, ১-১½ ইঞ্চি চওড়া; পত্রের বৃন্তদেশ গোলাকার। পুষ্পদণ্ড শক্ত ¼-১ ইঞ্চি। ডালের অগ্রভাগ হইতে ফুল বাহির হয়, ফুলের পাপড়ি ৫টী, একসঙ্গে অনেকগুলি হয়; পুষ্প শ্বেতবর্ণ অথবা ফিকে গোলাপী, বহির্ব্বাস ৫টী। ফল ½-১ ইঞ্চি লম্বা, দেখিতে বকুলের ন্যায়; প্রথমে লালবর্ণ পরে কৃষ্ণবর্ণ হয়, বেশ মসৃণ। ফলে ৪টী বা অধিক বীজ থাকে। ইহার আর এক জাতি আছে, তাহার নাম C. Congesta Bedd. বসন্তকালে করম্চার ফুল হয় ও বর্ষাকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার অপক্ক ফল ধারক ও উগ্র, পক্কফল স্নিগ্ধকর, অম্ল, ইহা পিত্তবিকৃতিতে ব্যবহার হয়। ইহার শিকড় তিক্ত এবং পাকযন্ত্রের দোষ শোধক। (কঙ্কন দেশে ইহার শিকড় গুঁড়াইয়া, অশ্বমূত্র, লেবুর রস ও কর্পূর দিয়া পাঁচড়ার ঔষধ প্রস্তুত করে) (Dymock)।

কটকে ইহার পত্রের ক্বাথ অবিরাম জ্বরের প্রথম অবস্থায় দেয়। (ইহার ফলে চর্ম্মরোগ নিবারণ হয় বলিয়া অনেক কবিরাজে প্রশংসা করেন।) (Fig. 364.)

Genus—AGANOSMA G. Don.

365. A. caryophyllata G. Don. (গন্ধমালতী)

Fig.—Wight, Ic., t. 1305; Bot. Mag., t. 1919.

Ref.—F. B. I., iii, 664; B. P., ii, 679; Watt, i, Pt. I, 129.

জন্মস্থান—বেহার, নিম্নবঙ্গ, মুঙ্গের, ঋষিকুণ্ডের পাহাড়ে অনেক জন্মে; দাক্ষিণাত্যে অনেক স্থানে দেখা যায়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. মালতী; বা. গন্ধমালতী, মালতী; Eng. Malabar nutmeg.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—বৃহৎ লতানে গাছ; কাণ্ড শক্ত, প্রশাখাগুলি কোমল লোমযুক্ত, পত্র ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ২-২½ ইঞ্চি চওড়া, পত্রের বৃন্তদেশ গোলাকার, নীচের শিরাগুলি অতিশয় দৃঢ়। পত্রের বোঁটা ⅛-¼ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে ফুল হয়; ফুল বিস্তৃত, শ্বেতবর্ণ ও শক্ত লোমাবৃত। পুষ্পস্তবক লম্বা, গোলাকার ও শ্বেতবর্ণ। ফুলের ব্যাস ১½ ইঞ্চি। স্ত্রীপুষ্পদণ্ড নত, গর্ভকেসর কোমল লোমাবৃত। বীজ ডিম্বাকৃতি ½ ইঞ্চি লম্বা এবং চেপ্টা। বর্ষাকালে ও শরৎকালে ফুল হয়, ফল শীতের শেষে পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকদের মতে এই গাছ উত্তেজক, বলকারক; ইহা পিত্তপ্রকোপে ও শরীরের রক্ত শোধনে ব্যবহৃত হয় (U. C. Dutt)।

Aganosma calycina A. Dc. গাছকেও কেহ কেহ মালতী গাছ বলেন। ইহা বর্ম্মার অন্তর্গত ট্যাভয় নামক স্থানে দেখা যায় (F. B I., iii, 665; Wight, Ic., t. 410)। ইহার পত্র ৩ ৪ ইঞ্চি; বোঁটা ⅙ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়, ইহাতে শক্ত লোম আছে। ইহার ফল সম্বন্ধে বিশেষ জানা নাই, ভেষজগুণ উপরোক্ত গাছটীর সমান; ইহাকেও বাঙ্গালায় ও সংস্কৃতে মালতী বলে, এইজন্য ইহার সম্বন্ধে আর অধিক লিখিবার আবশ্যক নাই। (Fig. 365.)

Genus—ALSTONIA R. Br.

366. A. scholaris R. Br. (ছাতিম)

Fig.—Wight, Ic., t. 422; Bedd, Fl Sylv., t. 242; Rheede, Hort. Mal., i, t. 45; Bent. & Trim., t. 173.

Ref.—F. B. I., iii, 642; B. P., ii, 672; Dymock, ii, 386; Prain, H. H., 236; Voigt, 526.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, জামু হইতে পূর্ব্বদিকে ৩০০০ ফুট উচ্চ স্থানে; বঙ্গদেশ, বর্ম্মা, দক্ষিণ ভারত; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় রাস্তার ধারে ও জঙ্গলে প্রচুর দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. সপ্তপর্ণ, গুচ্ছপুষ্প; বা. ছাতিম; হি. সাতিয়াম্; সাঁওতাল—চাতনী; তা. ওদরাসী; তে. ইদাকুলা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক, ফুল, আঠা; মাত্রা, ছাল ও ফুলের রস ½-২ তোলা; কাথ ৫-১০ তোলা; আঠা ½-১ আনা; ত্বক চূর্ণ ½-২ আনা; পুষ্পচূর্ণ ½-৩ আনা।

বর্ণনা—বৃহৎ চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ, ৬০ কিম্বা ততোধিক উচ্চ হয়। ছাল, ঘন ধূসরবর্ণ, কতকটা খসখসে। কাঠ, শ্বেতবর্ণ ও নরম; গাছ কাটিয়া ফেলিয়া রাখিলে, কাষ্ঠের রঙ

খারাপ হয়। পত্র, ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা এবং ১-১½ ইঞ্চি চওড়া, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, উজ্জ্বল ও চামড়ার ন্যায় শক্ত, পত্রের নিম্নভাগ ফিকে সবুজবর্ণ; বোঁটা ⅓-½ ইঞ্চি লম্বা। ফুল সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, গুচ্ছবদ্ধ। পুষ্পদণ্ড ১-২ ইঞ্চি লম্বা; বহির্ব্বাস $\frac{1}{16}$-⅛ ইঞ্চি লম্বা, কোমল লোমাবৃত ও ৫ ভাগে বিভক্ত। ফল ১ ফুট লম্বা, কিছু বক্র, গাছে ঝুলিয়া থাকে, ইহা দেখিতে চেপ্টা। বীজ ⅙ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ, দুই দিকে পশমের মত আছে, ফল পাকিলে ফাটিয়া যায় ও বীজ বায়ুবেগে অন্যত্র উড়িয়া পড়ে এবং সময়মত তথায় অঙ্কুরিত হইয়া নূতন গাছের সৃষ্টি করে। শরৎকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকগণ এই গাছকে সপ্তপর্ণ, গুচ্ছপুষ্প ও বৃহত্বক প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। সুশ্রুত বলেন, ছাতিম, হিম, গোলঞ্চ, ভূর্জ্জপত্রের (Betula utilis Don.) ছাল সমপরিমাণ, একুনে ২ তোলা লইয়া, উহার ক্বাথ ব্যবহার করিলে জ্বর, চর্ম্মরোগ, অজীর্ণ আরাম হয়; ইহা একটী বলকারক ঔষধ।

Dr. Rheede এবং Dr. Rumphius বলেন যে দেশীয় লোকেরা ইহার ছাল লবণ ও গোলমরিচের সহিত ব্যবহার করে। ইহা জ্বরের সহিত উদরাময় আরাম করে এবং ইহা স্থানীয় প্রলেপ দিলে গেঁটেবাত ও ক্ষত আরাম হয়। ইহার ছালের গুঁড়া ১৫ গ্রেণ কিংবা ত্বকের ক্বাথ ব্যবহার করিলে আমাশয়িক অজীর্ণ রোগের উপশম করে।

ছাতিমের ছাল Pharmacopoeia of India তে বহুপরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা বলকারক এবং ছোট ও ফিতার ন্যায় কৃমি নাশক।

ইহার টাটকা শিকড়ের রস দুগ্ধের সহিত খাইলে কুষ্ঠ আরাম হয় ও পেটের কৃমি নাশ হয়।

ছাতিমের টাটকা ছালের রস আদার সহিত প্রসূতিকে সেবন করাইলে তাহার শরীর শীঘ্র সারিয়া আইসে (Dymock)।

ছাতিম পাতার ভাজা গুঁড়া ফোড়ার উপর পুলটিস দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায় (Sur. Thomson)। ইহা জ্বর, রক্ত আমাশয় ও উদরাময়ের একটী বিশেষ ঔষধ এবং জ্বরের পক্ষে কুইনাইনের সমগুণবিশিষ্ট।

ছাতিম চর্ম্মরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ; ইহার যোগে অনেক পাচন তৈয়ারী হয়। ছাতিমের আঠা শুষ্ক করিয়া দুষ্টব্রণে লেপন করিলে ক্ষত আরাম হয় (চক্রদত্ত)। দন্তে পোকা হইলে দাঁতের গহ্বরে ছাতিমের আঠা দিলে দাঁতের যন্ত্রণা কমিয়া যায় (বাগভট্ট)। ছাতিম ফুল ও পিপুল সমভাগে চূর্ণ করিয়া দধির জলের সহিত সেবন করিলে শ্বাসকাশ দমন হয় (সুশ্রুত)। গোলঞ্চ ও ছাতিমের ছালের ক্বাথ পান করিলে প্রসূতির স্তন্য বাড়িয়া যায় (চরক)। ছাতিম ছালের ক্বাথ কুষ্ঠঘ্ন। (Fig. 366.)

Genus—ICHNOCARPUS R. Br.

367. I. frutescens R. Br. (শ্যামালতা)

Fig.—Wight, Ic., t., 430; Burm. Fl. Zeyl., 23, t. 12, Fig. 1; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 617.

Ref.—F. B. I., iii, 669; Roxb., F. I., ii, 12; B. P., ii, 680; Watt, vi, Pt. ii, 326; Prain, H. H., 237.

জন্মস্থান—পশ্চিম হিমালয়ের সিরমোর হইতে নেপাল, ১০০০ হইতে ২০০০ ফুট উচ্চে দেখা যায়। দিল্লী হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত ভূভাগে, আসাম, শ্রীহট্ট, বর্ম্মা; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার জঙ্গলে বহুপরিমাণে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. চেত-শরিবা; বা. শ্যামলতা; হি. দুধি; তে. নলটীগা।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, পত্র। কাথ, ৫-১০ তোলা; মূল কল্ক ২-৮ আনা।

বর্ণনা—বহুদূরবিস্তৃত লতানে গাছ, কখন কখন জড়াইয়া গাছের উপর উঠে। প্রত্যেক গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। পত্র সবগুলি সমান নহে; ৳-১½ ইঞ্চি লম্বা। বোঁটা ⅛ ইঞ্চি; পুষ্পদণ্ড ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, কোমল লোমযুক্ত। শাখাপ্রশাখা ছোট, অগ্রভাগে ৮টী ফুল একত্রে হয়। পুষ্পস্তবকের ব্যাস ⅛ ইঞ্চি, ফুল শ্বেতবর্ণ, ঈষৎ বেগুনে। স্ত্রীকেসর অতিশয় ছোট। শুঁটীর আচ্ছাদন ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, ⅙ ইঞ্চি চওড়া, অতিশয় অবনত; বীজ ½ ইঞ্চি। লতায় গো-মহিষাদি বাঁধিলে ছিঁড়িয়া যায় না। এই লতায় জেলেরা খালুই বোনে। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় বলকারক ও Sarsaparillaর তুল্য (Pharm. Ind.); ইহার ডগা ও পাতার কাথ জ্বরনাশক (Watt)।

শ্যামালতার মূলের কাথে শিশুকে স্নান করাইলে পেঁচো পাওয়া আরাম হয়। ইহার মূলের কাথ ও কল্কসহ পক্কঘৃত পান করিলে মূষিক বিষ নষ্ট হয়। (Fig. 367.)

Genus—HOLARRHENA R.Br.

368. H. antidysenterica Wall. (কুরচি)

Fig.—Brandis, For. Fl., 326 & 40; Wight, Ic., tt. 1297, 1298 & 439; Rheede, Hort. Mal., i, t. 47; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 494.

Ref.—F. B. I., iii, 644; Watt, vi, Pt. vi, 316; P. P., ii, 674; Dymock, ii, 391.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, বঙ্গদেশ, বর্ম্মা, মধ্য এবং দক্ষিণভারত। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, সুন্দরবন, বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার বহুস্থানে ও জঙ্গলে প্রচুর গাছ জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. বৎসক, গিরিমালিকা, কুটজ, ইন্দ্রযব (বীজ); বা. কুরচি; হি. দধি, কারচি; তা. ভেপ্পালেই; তে. আমকুডুবিত্তাম্। Eng. Conessi Bark.

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক, বীজ। মাত্রা—ত্বক্ ও বীজের কাথ; ৫-১০ তোলা; বীজচূর্ণ ½-২ আনা।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ, ২০-২৫ ফুট উচ্চ;. বসন্তকালে পাতা পড়িয়া যায়; কোমল ও শক্তলোমযুক্ত; ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, ধূসরবর্ণ, খসখসে; কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ ও নরম, পত্রের বোঁটা ক্ষুদ্র; পত্র ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা এবং ১½ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু; পত্রের শিরা ১০-১৬ জোড়া এবং শক্ত। ফুল শ্বেতবর্ণ অল্প গন্ধযুক্ত, ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, কোমল লোমযুক্ত। ফল, দুইটী আচ্ছাদনে আবৃত, ৮-১৬ ইঞ্চি লম্বা, ½-¾ ইঞ্চি চওড়া, ভিতরভাগে বক্র, মসৃণ, ইহাতে শ্বেতবর্ণ দাগ আছে। ফলে বীজ অনেক থাকে, বীজ ½ ইঞ্চি লম্বা, সরু ও লম্বাকৃতি, সূক্ষ্ম লোমাবৃত, বীজের গায়ে পশম আছে, ধূসরবর্ণ, ১½-২ ইঞ্চি লম্বা। ইহার বীজ Wrightia tinctoria বীজের মত। বাজারে দুই প্রকার ইন্দ্রযব আছে, একটীর বীজ মিষ্ট আর একটীর বীজ তিক্ত। দেশীয় লেখকগণ এবং কবিরাজগণ এই দুই প্রকার ইন্দ্রযবকে একই W. tinctoria গাছ হইতে উদ্ভূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন; কিন্তু বস্তুতঃ উভয় ইন্দ্রযব এক গাছের বীজ নহে। W. tinctoria গাছ মান্দ্রাজ, বর্ম্মা ও মধ্যভারতে এবং দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমভাগে দেখা যায়, ইহার বীজ মিষ্ট কিন্তু Holarrhena গাছের বীজ মিষ্ট নহে পরন্ত তিক্ত। চৈত্র-বৈশাখ মাসে ফুল হয় এবং শীতকালে ফল হইয়া থাকে।

কুটজ সম্বন্ধে এরূপ কিংবদন্তী আছে যে ইন্দ্রদেব যখন হনুমানকে অমৃত দিয়া জীবিত করেন তখন হনুমানের গাত্র হইতে এক ফোঁটা অমৃত ভূমিতে পড়িয়া যায়, উহা হইতে কুরচি গাছ উৎপন্ন হয়।

চরক বলিয়াছেন যে পুরুষ ও স্ত্রী ভেদে কুরচি দুই প্রকার। যে গাছের ফল বৃহৎ, পুষ্প শ্বেতবর্ণ এবং পত্র স্নিগ্ধকর তাহা পুং-কুটজ, এবং যাহার কাণ্ড ও ত্বক্ শ্যামবর্ণ, পুষ্প শ্যামবর্ণ, ফল ও বোঁটা ছোট তাহা স্ত্রী-কুটজ। H. antidysenterica এবং W. tictoria গাছের প্রভেদ এই যে প্রথমটীর ছাল ধূসরবর্ণ, দ্বিতীয়টীর ছাল কৃষ্ণবর্ণ। প্রথমটীর পত্র শুষ্ক হইলে উহার রং ঠিক থাকে, দ্বিতীয়টীর পত্র কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। প্রথমটীর শুঁটী পৃথক পৃথক, দ্বিতীয়টীর শুঁটী জোড়া জোড়া, উহা কাণ্ডের অগ্রভাগে থাকে। প্রথমটীর ফুল শ্বেতবর্ণ, দ্বিতীয়টীর ফুল বড়, মোটা ও সৌগন্ধযুক্ত। এক্ষণে প্রথম কুটজকে শ্বেত কুটজ, দ্বিতীয়টীকে কৃষ্ণকুটজ বলা যাইতে পারে। শ্বেতকুটজ বঙ্গদেশে বহুপরিমাণে দেখা যায় কিন্তু কৃষ্ণকুটজ (W. tinctoria) বঙ্গদেশে পাওয়া যায় না। শ্বেতকুটজ বীজকে ইন্দ্রযব বলে, ইহা দেখিতে যই (oat)এর মত ও তিক্ত।

W. tinctoriaর বীজকেও ইন্দ্রযব বলে, ইহা নকল ইন্দ্রযব। ইহার গুণ আসল ইন্দ্রযবের ন্যায়, কিন্তু রক্ত আমাশয় রোগে ইহার প্রয়োগে প্রায়ই উপকার পাওয়া যায় না। অতএব বিশেষ দেখিয়া ইন্দ্রযব খরিদ না করিলে ঔষধে ফল হয় না।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত ভাষায় কুরচি বীজকে ইন্দ্রযব, ভদ্রযব, বৎসক বলিয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ-মতে ইহার ত্বক্ একটী বিশেষ বিখ্যাত ঔষধ। ইহা তিক্ত, ধারক, শীতবীর্য্য, হজমীকারক, এবং অর্শ, রক্ত আমাশয়, দূষিত পিত্ত, কুষ্ঠ ও শ্লেষ্মারোগে হিতকর।

সুশ্রুত বলেন, ইহা সর্দ্দি-নিঃসারক, বিষের প্রতিষেধক, মূত্রযন্ত্রের ও চর্ম্মরোগের শান্তি-কারক। কুটজ বমনকারক এবং দুরারোগ্য ক্ষতরোগ নিবারক; পেটের যন্ত্রণা নিবারণে ইহা একটী অদ্বিতীয় মহৌষধ এবং বায়ু, পিত্ত ও কফের সংশোধক (Dymock)।

ইহার বীজ ধারক, জ্বরনাশক ও কৃমিনিবারক। কুরচির ত্বক্ ও বীজ হিন্দু কবিরাজেরা অপরাপর উত্তেজক ও ধারক ঔষধের সহিত ব্যবহার করে। কুটজ ত্বকের ক্বাথ, আর্দ্রক ও অতিস (Aconitum heterophyllum) যোগে পান করিলে অতিসার আরাম হয়।

কুটজত্বক্‌কৃতঃ ক্বাথো ঘনীভূতঃ সুশীতলঃ।
লেহিতোঽতিবিষাযুক্তঃ সর্ব্বাতীসারনুদ্ভবেৎ॥ চক্রদত্তঃ

ইহার ক্বাথ মধুযোগে পান করিলে অতিসার আরাম হয় (শার্ঙ্গধরঃ)।

কুটজাতিবিষা-পাঠা-ধাতকীলোধ্রমুস্তকৈঃ।
হ্রীবের-দাড়িম্বযুতৈঃ কৃতক্বাথসমাক্ষিকঃ॥
পেয়ো মোচরসেনৈব কুটজাষ্টকসংজ্ঞকঃ।
অতিসারান্ জয়েদ্দাহরক্তশূলামদুস্তরান্॥ শার্ঙ্গধরঃ

অর্থাৎ কুরচি ছাল, অতিবিষার ছাল, পাঠা (আকনাদি), ধাতকীপুষ্প (ধাইফুল), লোধ্রগাছের (লোধ) ছাল, বালা (Pavonia odorata), বেদানার খোসা এবং মুথা প্রত্যেক ১ তোলা, জল ৩২ তোলা, অবশেষ ৮ তোলা। ইহা সেবন করিলে যে কোন রকম আমাশয় ও কঠিনদাহ, রক্তশূল, রক্ত আমাশয় আরাম হয়।

কুরচি হইতে কুটজলেহ প্রস্তুত হয়—

শতং কুটজমূলস্য ক্ষুণ্ণং তোয়ার্ম্মণে পচেৎ।
ক্বাথে পাদাবশেষেঽস্মিন্ লেহং পূতে পুনঃ পচেৎ॥
সৌবর্চ্চল-যবক্ষার-বিড়সৈন্ধব-পিপ্পলী।
ধাতকীন্দ্রযবাজাজীচূর্ণং দত্বা পলদ্বয়ম্॥
লিহ্যাদ্বদরমাত্রং তৎ শীতং ক্ষৌদ্রেণ সংযুতং।
পক্কাপক্কমতীসারং নানাবর্ণং সবেদনম্॥
দুর্ব্বারং গ্রহণীরোগং জয়েচ্চৈব প্রবাহিকাম্॥ চক্রদত্তঃ

কুরচি ছাল ১২½ সের, জল ৬৪ সের সিদ্ধ করিয়া সিকি অংশ অবশেষ রাখ ও ছাঁকিয়া ফেল। তৎপরে উহাতে তিন সের গুড় মিশাইয়া পুনরায় পাক কর। এই কাথ ঘন করিয়া আটার মত কর, তৎপরে উহাতে সৌবর্চ্চল (Sachal) লবণ, যবক্ষার, বীটলবণ, সৈন্ধবলবণ, পিপুল, ধাইফুল, কুরচী বীজ (ইন্দ্রযব), জিরা, প্রত্যেকের গুঁড়া ১৬ তোলা করিয়া দেও, ইহাতে যে মোদক হইবে উহা ১৫ গ্রেণ মধুর সহিত খাইলে পক্ক অতিসার, কুন্থনযুক্ত রক্ত আমাশয় ও গ্রহণীরোগ আরাম হয়।

কুরচি হইতে আরও বহুপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত হয় সাধারণতঃ সমস্তগুলিই পাকযন্ত্রের রোগ নিবারক। যথা—পাঠাদ্যচূর্ণ, কুটজারিষ্ট, প্রদরারি লৌহ প্রভৃতি।

মুসলমান বৈদ্যেরা ইহার বীজ ধারক ও কৃমিনাশক বলিয়া বর্ণনা করেন, তাঁহারা ইহা পুরাতন হাঁপানি রোগে ব্যবহার করিতে নির্দ্দেশ দেন। ইহা মধু ও জাফরাণের সহিত ব্যবহার করিলে বেশ রসায়নের কাজ করে ও স্ত্রীলোকদের অনিয়মিত ঋতু ও ঋতুনাশ রোগে ব্যবহার হয়।

প্রসূতির বলাধানের জন্য কুরচি ব্যবহৃত হয়।

ইউরোপীয় ডাক্তারেরা ইহার ছালের দুই আউন্স পরিমাণ, ২ পাইন্ট জলে সিদ্ধ করিয়া ১ পাইন্ট থাকিতে নামাইয়া যে ক্কাথ প্রস্তুত হয় উহা বৃদ্ধ ও বালকদের রক্ত আমাশয় রোগে ব্যবহার করিতে বলেন।

মাত্রা ১½ আউন্স কিংবা ২ আউন্স দিবসে দুইবার কিংবা ৩ বার সেব্য।

কুরচির বীজ ভাজিয়া জলে নিক্ষেপপূর্ব্বক সেই জল পান করিলে পেটের দোষ দূর হয়। ইহা ধারক এবং কলেরার বমন নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে (Ainslie, Met. Med. Ind., ii, 483)।

কুরচি ছালের কাথ অর্শের রক্ত নিবারক, ইহা শিশুদের রক্ত আমাশয়ে বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ (Ind. Med. Gaz., i, 352)।

কুটজ শিকড় গোলঞ্চ রসে পেষণ করিয়া সেবন করিলে বহুদিনস্থায়ী জ্বর ছাড়িয়া যায়। ইহার রস এলাচ, লবঙ্গ ও দারুচিনির সহিত মিশাইয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া খাইলে আমাশয় ও রক্ত আমাশয় আরাম হয় (Dymock)।

শোথরোগে সামতালেরা ইহার ছাল বাটিয়া গায়ে মাখিয়া থাকে। কুরচি ফল সর্পবিষের ফুলা ও যন্ত্রণা নিবারক। ইহার বীজ হইতে একপ্রকার তৈল বাহির হয় (Rev. A. Campbell)।

যক্ষ্মারোগে ইন্দ্রযবের প্রলেপ হিতকর (চরক)।

কুরচি মূলের ছাল জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে বিষদোষ আরাম হয়। কুরচির ছাল দধির সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে শর্করা (Sugar) মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায় (ভাবপ্রকাশ)।

কাল কুরচির ত্বক্ জ্বরঘ্ন, পাচক ও বলকারক এবং শুক্রক্ষয়জনিত অবসাদ নিবারক। ইহার পত্র দাঁতের বেদনা নিবারক (R. N. Khory, ii, 392)।

কুরচির ছালকে ইংরাজীতে Conessi Bark বলে। Sir Walter Elliot এবং Dr. Gibson কুরচির রক্ত আমাশয় নিবারক গুণের অতিশয় প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। Sub-Assistant Surg. A. C. Kastogiri লিখিয়াছেন যে তিনি একটী ১৫ মাস বয়সের শিশুকে বহুবিধ ঔষধ পরীক্ষার পর কুরচি ছালের কাথ-দ্বারা রক্ত আমাশয় একেবারে সারাইয়া দিয়াছেন। কুরচি রক্ত আমাশয় রোগে একটী অদ্বিতীয় ঔষধ (Ind. Med. Gaz, i, 352.)। (Fig. 368.)

Genus—RAUWOLFIA Benth.

369. R. serpentina Benth. (চন্দ্রা)

Fig.—Wight, Ic., t. 849, Bot. Mag., t. 784; Burm., Fl. Zeyl., t. 64; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 602 B.

Ref.—F. B. I., iii, 632; Roxb., F. I., i, 691; B. P., ii, 671; Dym., ii, 414; Prain, H. II., 235.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ; সিরহিন্দ এবং মোরাদাবাদ হইতে সিকিম পর্য্যন্ত স্থানে পর্ব্বতের পাদদেশে জন্মে; খাসিয়াপাহাড়, ত্রিবাঙ্কুর, হুগলী, হাওড়া ও বর্দ্ধমান জেলায় ছায়াপূর্ণ জঙ্গলে স্থানে স্থানে দেখা যায় কিন্তু সকল স্থানে নহে; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. সর্পগন্ধা, চন্দ্রিকা; বা. চন্দ্রা, ছোট চাঁদ; তে. পাটলাগন্ধি; মালাবার—চুবান্না-অবিল-পোরী।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, পত্র ও রস।

বর্ণনা—ছোট সূক্ষ্ম লোমযুক্ত গুল্ম, ৬-১৮ ইঞ্চি লম্বা, কখন কখন ২-৩ ফুট উচ্চ হয়। গাছগুলি দেখিতে তেজস্কর কখন লতাইয়া অপর গাছে উঠে; ত্বক্ শ্বেতবর্ণ। পত্র ৩-৭ ইঞ্চি লম্বা, ১½-২½ ইঞ্চি চওড়া, লম্বাকৃতি কিম্বা ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, নীচের দিক ফিকে সবুজ ও উপরের দিক মসৃণ, উজ্জ্বল গাঢ় সবুজ; পত্রের কিনারা স্থানে স্থানে অস্পষ্ট, পত্রের শিরা ৪-১২ জোড়া থাকে; বোঁটা ⅙ ইঞ্চি। পুষ্প শ্বেতবর্ণ, অথবা ঈষৎ লালবর্ণ, কিংবা গোলাপী বর্ণ বিশিষ্ট, প্রায় ১ ইঞ্চি লম্বা হয়। পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল থাকে। বহির্ব্বাস ছোট, উজ্জ্বল লালবর্ণ। পুষ্পের অন্তর্ব্বক ½ ইঞ্চি লম্বা, পুষ্পনল বক্র; পাপড়ি ৫টী থাকে। ফল জোড়া জোড়া কিংবা এক একটী জন্মে, দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, ব্যাস ¼ ইঞ্চি, বিস্তৃত ও ডিম্বাকৃতি। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষাকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সর্পবিষের প্রতিষেধক বলিয়া ইহার বিশেষ খ্যাতি আছে, কিন্তু কোন বিশ্বস্ত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ইহা জ্বরনাশক ও বলকারক, কৃমিনাশক। ইহার শিকড়ের কাথ খাইলে প্রসবকালীন বেদনা বাড়াইয়া দেয় (Dymock, Pharm. Ind.)।

বম্বে প্রদেশের মজুরেরা ইহার শিকড় কোমরে বাঁধিয়া রাখে; তাহারা বলে যে এই শিকড় নিকটে থাকিলে পাকযন্ত্রের কোন পীড়া হয় না। ইহার শিকড় ও ঈশেরমূলের (Aristolochia indica) শিকড়, কঙ্কনদেশে কলেরায় পেট বেদনায় ব্যবহার করে। পেট বেদনায় ১ ভাগ ইহার শিকড়, ২ ভাগ কুরচি ও ৩ ভাগ বাগাভেরেণ্ডার শিকড় (Jatropha Curcas) দুগ্ধের সহিত সেব্য। বিহার ও আরও পশ্চিমে ইহা "পাগলা দাওয়াই" বলিয়া খ্যাত; অনেক স্থানে ইহা উন্মত্ততায় বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া অনুমিত হয়। বিহারে ছেলেদের ঘুম পাড়াইবার জন্যও ইহা ব্যবহৃত হয়।

চন্দ্রার শিকড়, কালমেঘ, আদা এবং বীটলবণ জ্বর রোগে ব্যবহার হয়; মাত্রা ৩-৪ তোলা (Dymock)। (Fig. 369.)

Genus—NERIUM Soland.

370. N. odorum Soland. (করবী)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ix, t. 132; Bot. Reg., t. 74; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 613 B.

Ref.—F. B. I., iii, 655; Roxb., F. I., ii, 2; B. P., ii, 676; Dymock, ii, 398; Prain, H. H., 237.

জন্মস্থান—মধ্যভারতবর্ষ, সিন্ধুদেশ, আফগানিস্থান এবং হিমালয় প্রদেশের ৫৫০০ ফুট উচ্চে। সমগ্র বঙ্গদেশ, ছোট নাগপুর, বিহার, হাওড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় বাগানে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—সং. করবী, অশ্বঘ্ন, অশ্বমারক; বা. করবী; হি. কানের; তা. আলারী; তে. কান্নেরত; বম্বে—কানহেরা; সাঁওতাল—বাজবাকা; Eng. Roseberry Spurge.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূলের ছাল, মাত্রা মূলের ছালচূর্ণ, ১/৮-১/৪ আনা।

বর্ণনা—সরল বিস্তৃত ডালযুক্ত ছোট গাছ ১০-১৫ ফুট উচ্চ হয়; গাছের মূলদেশ হইতে ও কাণ্ড হইতে বহু শাখাপ্রশাখা বাহির হয়। পত্র ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, সরু, পুরু, মধ্যশিরা শক্ত। বোঁটা অতিশয় ছোট। ফুলের ব্যাস ১½ ইঞ্চি, সৌগন্ধযুক্ত, গোলাপী ও শ্বেতবর্ণ। ফল ৬ ইঞ্চি লম্বা ও কতকটা গোলাকার; ফলে বীজ অনেক থাকে, বীজ সিকির মত গোলাকার; চেপ্টা, এক গোছা শ্বেতবর্ণ, উজ্জ্বল ও ঈষৎ ধূসরবর্ণ পশম-ময় লোমে আবৃত। ফল পাকিলে ফাটিয়া

যায়, করবীর ডাল ভাঙ্গিলে প্রচুর শ্বেতবর্ণ আঠা বাহির হয়। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে করবীর ফুল হয়। শীতকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত গ্রন্থে দুই প্রকার করবীর উল্লেখ আছে, শ্বেত ও রক্ত করবী। করবীর আর একটী সংস্কৃত নাম অশ্বমারক। নিঘণ্টু মতে দুই প্রকার করবীই বিষাক্ত। ইহা প্রলেপ স্বরূপ ব্যবহার করিলে শোথ, কুষ্ঠ ও চর্ম্মরোগ আরাম হয়। শ্বেত ও রক্ত করবী বহু স্থানে দেবার্চ্চনার জন্য ব্যবহৃত হয়।

করবী শিকড়ের কাথ তৈল ও গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া, জল মরিয়া যাইলে চিতামূল ও বিড়ঙ্গ যোগে কুষ্ঠে ও পাঁচড়ায় প্রলেপ দিলে উহা আরাম হয়। ইহার কচি পাতার টাটকা রস চক্ষে দিলে চক্ষু উঠা আরাম হয়। ইহার শিকড় বিষাক্ত, অতএব ইহা খাওয়া উচিত নহে।

পত্রের কাথ ফুলায় দিলে ফুলা কমিয়া যায় এবং ইহার শিকড়ের ছাল হইতে যে তৈল উৎপন্ন হয় উহা চর্ম্মরোগ ও কুষ্ঠ নাশক।

ডাঃ মীর মহম্মদ হোসেন বলেন যে ইহা পোকার পক্ষে বিষ, এই কারণে ইহা দ্বারা পাঁচড়া আরাম হয়। করবীর বিষক্রিয়া হৃদযন্ত্রের উপর প্রকাশ পায় এবং ইহা হৃদযন্ত্রের অবসন্নতা আনয়ন করে বলিয়া, ইহা Digitalisএর স্থানে দেওয়া যাইতে পারে (Watt.)।

শ্বেত করবীকে করবীর ও অশ্বঘ্ন এবং রক্ত করবীকে করবীরক বলে। করবী প্রলেপ ছাড়া অপর কোন প্রকারে ব্যবহার করা উচিত নহে, কারণ করবীর মূল একটী বিষ (সুশ্রুত ও চরক)। ধন্বন্তরী নিঘণ্টুকার কেবল প্রলেপ কার্য্যে ইহার ব্যবহারবিধি দিয়াছেন। ইহা কুকুর, বিড়াল, গো, অশ্ব প্রভৃতির পক্ষেও বিষ।

করবীর শিকড় রবিবারে তুলিয়া কাণে বাঁধিয়া দিলে জ্বর আরাম হয়। দষ্টস্থানে ইহার শিকড়ের প্রলেপ দিলে বিছা, ভীমরুল প্রভৃতির বিষ ও সর্পবিষ নষ্ট হয়।

করবীর শিকড় গুঁড়া করিয়া মাথায় মর্দ্দন করিলে মাথা ধরা আরাম হয়। ইহার পত্ররসের কাথ অল্প পরিমাণে ফুলায় দিলে ফুলা কমিয়া যায়। পত্রের রস অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিলে বিষাক্ত প্রাণীর বিষ ও সর্পবিষ নষ্ট হয়। করবীর বিষক্রিয়া শরীরে প্রকাশ পাইলে গব্যঘৃত ব্যবহার করিলে বিষক্রিয়া নষ্ট হইয়া যায়। শ্বেতকরবীর ফুল শুষ্ক করিয়া উহার গুঁড়া ও এলাচ গুঁড়া একত্র করিয়া নস্য লইলে সর্পবিষ নষ্ট হয়। করবীর শিকড় গর্ভস্রাব-কারক। ইহার শিকড়ের কাথ ৪ সের, তিল তৈল ৪ সের, গোমূত্র ৮ সের, রক্তচিতা, বীড়ঙ্গ বীজ প্রত্যেক অর্দ্ধ সের, এই কয়টী মলমের মত করিয়া একত্রে অগ্নিতে জ্বাল দিয়া যে তৈল হয়, উহা পাঁচড়া, কাউর প্রভৃতি চর্ম্মরোগে হিতকর। ইহাকে করবীরাদ্য তৈল বলে। করবীর শিকড় বাটিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে পৃষ্ঠব্রণ ও লিঙ্গমুণ্ডের ক্ষত আরাম হয় (শার্ঙ্গধর)।

শুষ্ক করবীমূলের ত্বক্ অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া উহার ক্ষার ½-¾ আনা মাত্রায় মধুসহ সেবন করিলে অশ্মরী আরাম হয়। (Fig. 370.)

Genus—WRIGHTIA R. Br.

371. W. tomentosum Roem and Schult. (দুধকরবী)

Fig.—Wight, Ic., t. 443, 1296, Wight, Ill., ii, t. 154; Rheede, Hort. Mal., ix, t. 384.

Ref.—F. B. I., iii, 653; B. P., ii, 674; Roxb., F. I., ii, 6.

জন্মস্থান—এই গাছ সমগ্র ভারতে দেখা যায়। সিকিম, সাহারাণপুরের জঙ্গলে, রাজপুতনার আবু পাহাড়ের নিকট, বিহার, বর্ম্মা, গোদাবরী নদীর তীর ও আসামে ও বোটানিক গার্ডেন, শিবপুরে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. কৃষ্ণকুটজ; বা. দুধকরবী, হি. ধরোউলি, মিঠাইন্দ্রয়ো; নেপাল—করিঙ্গি; তে. কইলামুকরি; আসাম—কুরি।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় ও পত্র।

বর্ণনা—ছোট গাছ, কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ ও শক্ত। ফুল ১ ইঞ্চি পরিমাণ, পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়, ফুলের অন্তঃস্তবক পীতবর্ণ ও নেবুরং বিশিষ্ট। ফুলের গন্ধ অপ্রীতিকর। ফুল প্রথমে শ্বেত, পরে বেগুনে রংএ পরিবর্ত্তিত হয়। ফল শুঁটীর মত, ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা, ¼-½ ইঞ্চি চওড়া, সরল ও চেপ্টা, ফলে বীজ অনেক হয়। বীজে শ্বেতবর্ণ রেশমের মত লোম আছে। নভেম্বর মাসে ফুল ও পরে ফল হয়। Dr. Brandis বলেন, ফুল ফুটিবার পর ইহার বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছও সর্পবিষ নিবারক। ইহার ছাল হইতে এক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত হয়, উহা স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তব ব্যাধি ও পুরুষদের জননযন্ত্রের রোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

Mr. Manson বলেন যে, কোন স্থান হইতে রক্তস্রাব হইলে ইহার দুগ্ধের মত আঠা উহা বন্ধ করিয়া দেয় (Gamble)।

ইহার বীজ শুক্রক্ষয় জন্য দৌর্ব্বল্যনাশ করে। পত্র দন্তশূল নিবারক ও উদরাময় নাশক। (Fig. 371.)

372. W. tinctoria Br. (ইন্দ্রযব)

Fig.—Bot. Reg., xi, t. 933 (1825); Wight, Ill. Ind. Bot., ii, t. 154; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 611 (1918); Beddome, Fl. Sylv., t. 241.

Ref.—F. B. I., iii, 653; Roxb., F. I., ii, 4; Talbot, For. Fl. Bombay, ii, 223; Brandis, For. Fl., 324; Dallz. & Gibbs., Bomb. Fl., 145.

জন্মস্থান—মধ্য ভারতবর্ষ, দাক্ষিণাত্য, ব্রহ্মদেশ, বঙ্গে, করমণ্ডল ও গোদাবরী প্রভৃতি স্থানে ও বোটানিক গার্ডেন, শিবপুরে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. হয়মারক; বা. ইন্দ্রযব; হি. গু. মারহাট্টী—মিঠা ইন্দ্রযব; তে. এলকুটু-কোদিশা।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও ত্বক্।

বর্ণনা—ছোট গাছ, প্রশাখাগুলি নরম লোমযুক্ত। পত্র ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ১-১½ ইঞ্চি চওড়া, পত্রে ৬-১২ জোড়া শিরা আছে, পত্রের বৃন্তদেশ গোলাকার, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, বৃন্ত অতিশয় ক্ষুদ্র। পুষ্পদণ্ড কুরচীর ন্যায় শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট, পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে ৩।৪টী ফুল হয়। প্রশাখার গাঁইট হইতে পুষ্পদণ্ড বাহির হয়। ফুল শ্বেতবর্ণ, ব্যাস ¾ ইঞ্চি, সৌগন্ধযুক্ত। স্ত্রীকেশর দণ্ড নরম। শুঁটী ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার, মসৃণ, পাকিলে ফাটিয়া বীজ বাহির হয়। বীজ ½-¾ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত। চৈত্র বৈশাখ মাসে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড়ের ছাল এবং বীজ কুরচীর সহিত ভেজাল দিয়া থাকে। বাজারে ইহার বীজ ইন্দ্রযব বলিয়া বিক্রয় হয়, কিন্তু প্রকৃত ইন্দ্রযব কুরচী বীজ ভিন্ন অপর বীজ নহে; তবে উভয়ের বহুপরিমাণে সৌসাদৃশ্য আছে।

ইহার ছাল কুরচীর ছালের ন্যায়, তবে ইহা কুরচী অপেক্ষা একটু কৃষ্ণবর্ণ। বাজারে ইহার ছাল Conessi of Tellichery Bark বলিয়া বিক্রয় হয়; কিন্তু Conessi Bark বলিতে কুরচীর ছাল বুঝায়। ইহার ছাল বলকারক ও বীজ কামোত্তেজক।

ইহার পত্র ও ছালের ক্বাথ (1 : 10) পরিমাণ ½-২ আউন্স মাত্রায় সেবন করিলে শরীরে বল হয় ও জ্বর নাশ হয়; ইহা পেটের দোষ নিবারক। ইহার বীজ শুক্রাল্পতায় ব্যবহৃত হয়। পত্র দাঁতের বেদনা নিবারণ করে। (Fig. 372.)

Genus—THEVETIA Juss.

373. T. neriifolia Juss. (কল্‌কেফুল)

Fig.—Bot. Mag., t. 2309; Pflanzenfam., iv, ii, 157 (1895).

Ref.—B. P., ii, 669; Dymock, ii, 407; Prain, H. H., 235; Voigt, H. S., 531.

জন্মস্থান—ইহার আদিম বাসস্থান আমেরিকা; এক্ষণে ভারতের বহুস্থানে জন্মে; বিশেষতঃ হুগলী, হাওড়া, বোটানিক গার্ডেন শিবপুর, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায়, জঙ্গলে ও গ্রামের পতিত জমিতে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. পীতকরবী, বা. কল্‌কেফুল, হল্‌দে করবী; হি. পিলাকাহুর; তা. পাছাইআলারি; তে. পাচ্চাগেন্নেরু; Eng. Yellow Oleander.

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্।

বর্ণনা—ছোট বিস্তৃত গাছ, ১০-২০ ফুট উচ্চ হয়। পত্র একশিরাবিশিষ্ট, সরু ও লম্বা। ফুল পীতবর্ণ, শাখার অগ্রভাগে কয়েকটী মাত্র ফুল হয়। ফুলের বহির্ব্বাস ৫টী, ফুল ধুতুরার ন্যায় অথবা কল্‌কের ন্যায়। ফুলের পাপড়ি ৫টী, পাকান, হল্‌দে, সাদা বা ফিকে লালবর্ণ; পুংকেসর ৫টী পুষ্পনলের উপরে থাকে; স্ত্রীকেসরের মস্তক ছোট। ফল শাঁসযুক্ত, লম্বা অপেক্ষা চওড়ার দিকে বেশী বিস্তৃত, চেপ্টা, সমকোণী ও শক্ত। বীজ শক্ত, উহার দুই পার্শ্বে সরু, মধ্যস্থলে বলিরেখার ন্যায় দাগ আছে। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল তিক্ত, বিরেচক। ফল বমনকারক এবং ইহার অরিষ্ট অবিরাম জ্বর নাশক। ইহার ফল খাইলে শীতজনিত ঘর্ম্ম, উন্মত্ততা, প্রলাপ ও অপরাপর স্নায়বিক লক্ষণ দেখা দেয় এবং বমন, সুতার মত নাড়ীর স্পন্দন, সময়ে সময়ে আক্ষেপসহ গান, হাসি ও ক্রন্দন আরম্ভ হইয়া, শেষে দৃষ্টিশক্তি স্থির হয়, অবশেষে সংজ্ঞাহীনতা আনয়ন করে। এই সকল লক্ষণ দেখা দিলে বমনকারক ঔষধ সত্বর দেওয়া কর্ত্তব্য।

কল্‌কেফুলের বীজ খাইলে পক্ষাঘাতের ন্যায় হয় এবং মস্তিষ্কের শিরদাড়ায় ও পাকযন্ত্রে পক্ষাঘাত আনয়ন করে এবং অবশেষে মৃত্যু হইয়া থাকে।

Dr. Dumonties বলেন যে ইহার একটীমাত্র বীজ খাইয়া একটী ৩ বৎসরের বালক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

Dr. Leyon বলেন যে একটী পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীলোকের পক্ষে ৮-১০টী বীজ অতিশয় সাংঘাতিক। মানুষ মারার উদ্দেশ্যে ইহার বিষ এদেশে ব্যবহৃত হইতে অল্প দেখা যায়, কিন্তু বম্বে প্রেসিডেন্সীতে ইহার দ্বারা গো, মহিষ মারিবার অনেক মোকর্দ্দমা হইয়া থাকে।

ইহার ছালের জ্বরনাশক শক্তি আছে এবং নানাবিধ অবিরাম জ্বর ইহার দ্বারা আরাম হয় (Medical Journ., v, 178)। ইহার টাটকা শুষ্ক ছাল ১ আউন্স পরিমাণ, ৫ আউন্স Rectified Spiritএ ৮ দিন ভিজাইয়া ১০-১৫ ফোঁটা দিবসে তিনবার খাইলে জ্বর আরাম হয়। উক্ত আরক (৩০-৬০ ফোঁটা,) বমনকারক ও বিরেচক। ইহা অতি শক্তিসম্পন্ন বিষ বলিয়া পরিগণিত হয়। পীত করবীর ছাল চূর্ণে, সিন্‌কোনা অপেক্ষা ৫ গুণ জ্বরঘ্ন শক্তি বিদ্যমান আছে।

কল্‌কেফুলের বীজ তিক্ত। ইহার ছালের অরিষ্ট ২ গ্রেণ পরিমাণ খাইলে অবিরাম জ্বরের শক্তি কমাইয়া দেয় এবং ইহার ছালের রস বমন নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হয় (Dr. A. J. Amadu, Porto Rico, Pharm. Indica)।

কল্‌কেফুলের মূলের ত্বক্ জ্বর রোগের মহৌষধ; Dr. Shortt ইহা অবিরাম জ্বরে প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন।

ইহা জ্বরনাশক, তিন আনা পরিমাণ ত্বক্ চূর্ণ ১৬ আনা পরিমাণ সিনকোনা ত্বকের সমান; নূতন জ্বরে ইহার ত্বক্ খাওয়াইয়া বেশ ফল পাওয়া যায়, কিন্তু অধিক খাওয়াইলে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। (Fig. 373.)

Genus—VALLARIS Spreng.

374. V. Heynei Spreng. (হাপরমালী)

Fig.—Wight, Ic., t. 438 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 610.

Ref.—F. B. I., iii, 650 ; Roxb., Fl. I., ii, 19 ; B. P., ii, 675 ; Brandis, For. Fl., 327 ; Prain, H. H., 237.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশে জঙ্গলের ধারে দেখা যায় ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর ; গঙ্গার তীরবর্ত্তী স্থান হইতে হিমালয় প্রদেশ, মধ্যভারত ও দক্ষিণভারত।

বিভিন্ন নাম—সং. ভদ্রবল্লী, আস্ফোতা ; বা. হাপরমালী ; হি. রামশর ; তে. পলা-মাল্লী-তিব্বা।

ব্যবহার্য্য অংশ—আঠা ও মূলের ত্বক্।

বর্ণনা—লম্বা লতানে গুল্ম ; ছাল ফিকে, পত্র ১½-৪ ইঞ্চি লম্বা ও ¾-১½ ইঞ্চি চওড়া ; সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, বোঁটা ⅛-⅜ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ৩-১০টী শাখাবিশিষ্ট। ফুল ছোট, ⅜ ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ, ও সৌগন্ধযুক্ত, কতকটা বকুল ফুলের ন্যায় ; ফুলের পাপড়ি ৫টী, ডিম্বাকৃতি, লম্বা, স্থূলকোণী ও বিস্তৃত। স্ত্রীপুষ্পদণ্ড কোমল লোমযুক্ত। ফল ৬ ইঞ্চি লম্বা ও ২ ইঞ্চি চওড়া, সরল, গোড়ার দিকে গোলাকার, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু ; ফল পাকিলে ফাটিয়া যায়। বীজ ১ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ঠোঁটের মত। ফলেব খোল পুরু এবং আঁশপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গে শুষ্ক জমিতে জন্মে। শাখার গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হইয়া ভূমিতে প্রবেশ করে। ইহার পাতা ভাঙ্গিলে ছাগলবেঁটের ন্যায় আঠা বাহির হয়। ফুল গ্রীষ্মকালে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শাখার চিতার ন্যায় গর্ভপাত করিবার শক্তি আছে। হাপরমালীর আঠা চন্দন তৈল ও কর্পূর যোগে পাঁচড়ায় লাগাইলে পাঁচড়া আরাম হয়।

ইহার আঠা ক্ষতে ও কোন স্থান কাটিয়া গেলে ব্যবহৃত হয় (Atkinson)।

ত্বকের ন্যায় আঠা উত্তেজক, ইহা পুরাতন ক্ষত ও শোথে ব্যবহার হয় ; ঔষধ প্রয়োগ করিলে প্রথমে প্রদাহ হইয়া শীঘ্র ঘা সারাইয়া দেয় (Watt)।

নখকুনীতে ইহার আঠা দিলে নখকুনী আরাম হয় ও নূতন নখ উৎপন্ন হয় (চক্রদত্ত)।

চিপ্পে সটঙ্কনাস্ফোতামূললেপোনখপ্রদঃ। চক্রদত্তঃ

ইহার ছাল গনোরিয়া নিবারক। ইহার পত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে শোথ আরাম হয়। ইহার আঠা বাতের বেদনা নিবারক। শিকড়ের ছাল ভেদক। এই গাছের ছাল, নারিকেল তৈল, ঘৃত ও চাউলের সহিত ব্যবহার করিলে উদরাময় আরাম হয়। ফুলের অগ্রভাগ পানের সহিত খাইলে বমন নিবারণ হয়। একটী মুড়িতে যে পরিমাণ আঠা শুষিয়া যায় সেই পরিমাণ রস খাইলে জোলাপের কাজ করে। (Fig. 374.)

Genus—PLUMERIA Linn.

375. P. acutifolia Poir. (গরুড়চাঁপা)

Fig —Wight, Ic., t. 471 ; Bot. Reg., t. 114 ; Bot. Mag., t. 3952.

Ref.—F. B. I., iii, 641 ; Roxb., F. I., ii, 20 ; B. P., ii, 570 ; Prain, H. H., 235.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে বহু বাগানে রোপণ করে, বিশেষতঃ দেবমন্দিরের নিকট ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুরে ইহার অনেক জাতীয় আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. গরুড় চাঁপা, গবুবীয় চাঁপা ; উড়িয়া—কাঠচাপা ; তে বাদাগন্নের ; সামতাল—গোলাঞ্চবাহা ; কচ্ছল—গোসামগিগি।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল, পত্র, রস, শাখা ও ফলের কুঁড়ি।

বর্ণনা—২০-২৫ ফুট উচ্চ বিস্তৃত গাছ, বসন্তে পাতা পড়িয়া যায়, ইহার গুঁড়ি বক্র, শাখা মোটা ও নরম, শাখা হইতে প্রায় তিনদিকে তিনটী প্রশাখা বাহির হয়, ডাল ভাঙ্গিলে দুগ্ধের মত আঠা বাহির হয়। ছাল ধূসরবর্ণ ও উজ্জ্বল, কাষ্ঠ পীতাভ শ্বেতবর্ণ ও নরম। পত্র ছত্রাকারে শাখার অগ্রভাগে থাকে, ৮-১২ ইঞ্চি লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি চওড়া, মাথা মোটা, বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি। একটী পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়। ফুল কতকটা কলকে ফুলের ন্যায়, গন্ধযুক্ত, শ্বেতবর্ণ, ভিতরে ফিকে হরিদ্রাবর্ণ অথবা ফিকে লাল বা রক্তবর্ণ। এই জাতীয় কোন কোন গাছের ফুল লালবর্ণ, মধ্যে মধ্যে শ্বেতবর্ণের রেখা থাকে ; গাছে যখন পত্র থাকে না তখন উহার পুষ্পদণ্ড বাহির হয়। ফুলের পাপড়ি ৫টী ; শুঁটী লম্বা ও বক্র, ভিতরে বীজ থাকে। ভারতবর্ষে প্রায় ফল হয় না। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড়ের ছাল অতিশয় বিরেচক ; ইহা গনোরিয়া ও জননযন্ত্রের অপরাপর ঘায়ে বিশেষ উপকারী। শিকড় ব্যবহার করিয়া অতিশয় ভেদ হইলে ঘোল খাইলে উহা নিবারণ হয়। ইহার ছাল লইয়া পুলটিস দিলে শক্ত ব্রণ ও আব আরাম হয় (Pharm. Ind., ii, 421)।

এই গাছ সবিরাম জ্বর নাশক ; মালাবার দেশের লোকেরা ইহাকে Cinchonaর স্থানে ব্যবহার করে। এই গাছের পাতার পুলটিস দিলে ফোড়ার ফুলা কমিয়া যায়। ইহার দুগ্ধের ন্যায় আঠা বাতনাশক ও চর্ম্মরোগ নাশক। ইহার ভোঁতা শাখা যোনিদেশে প্রবেশ করাইলে গর্ভস্রাব হয়।

ইহার ছাল, নারিকেলের ঘৃত ও চাউলের জল একত্রে সেবন করিলে উদরাময় আরাম হয়। ফুলের কুঁড়ি পানের সহিত খাইলে বমি নিবারণ হয় এবং ইহার আঠা, চন্দনতৈল ও কর্পূরের সহিত প্রয়োগ করিলে পাঁচড়া আরাম হয় (Dymock)।

ছোট নাগপুরে ইহার পাতা ও শিকড় অনেক ঔষধে ব্যবহার হয়। মানভূমের লোকেরা ইহার কচি কাষ্ঠের মধ্যভাগ প্রসূত স্ত্রীলোকদের তৃষ্ণা ও সর্দ্দি নিবারণের জন্য ব্যবহার করে (Campbell)।

উত্তরবঙ্গে ইহাকে "দলনাফুল" বলে, ইহার আঠা অতিশয় বিরেচক। মাত্রা একটী মুড়ি অথবা খৈ যে পরিমাণ আঠা শোষণ করে সেই পরিমাণ ব্যবহৃত হয় (Watt)। (Fig. 375.)

Genus—TABERNÆMONTANA R. Br.

376. T. coronaria R. Br. (টগর)

Fig.—Bot. Mag., 1861 ; Wight, Ic., t. 477 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 609.

Ref.—F. B. I., iii, 646 ; Roxb., F. I., ii, 23 ; B. P., ii, 573 ; Prain, H. H., 236.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র, বাগানে চাষ হয়। হিমালয় প্রদেশের কুমায়ুন হইতে পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিকে সর্ব্বত্র জন্মে। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বাগানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. টগর—একপাটীকে ফিরফি টগর ও দোপাটীকে বড় টগর বলে (Roxb.) , হি. টগ্‌গর ; তে. নন্দীবর্দ্ধন।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় ও রস।

বর্ণনা—বড় গুল্মজাতীয় গাছ, ৬-৮ ফুট উচ্চ হয়। ছাল ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ। পত্র ডালের বিপরীত দিকে জন্মে, পত্র ৫-৬ ইঞ্চি লম্বা, ১-১½ ইঞ্চি চওড়া মসৃণ, সবুজবর্ণ ; পাতার কিনারা ঢেউ খেলান, শিরা ৬-৮ জোড়া ; বোঁটা ⅛-½ ইঞ্চি। ফুল গুচ্ছবদ্ধ ডালের অগ্রভাগে হয়। ফুল রৌপ্যের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, পুষ্পনল অবনত, ফুলের পাপড়ি ডানদিকে একটীর পর আর একটী জন্মে। পুংকেসর নলের উপরিভাগে থাকে ; স্ত্রীকেসর দণ্ড উপরিভাগে অধিক মোটা। ফল দুইটী লম্বা ও নরম আচ্ছাদনে আবৃত। বীজ লম্বা, বীজকোষ ১-৩ ইঞ্চি, লম্বা, বিস্তৃত ও বক্র। একটী ফলে ৩-৬টী বীজ হয়, ইহা লম্বা ও সোজা। গ্রীষ্ম এবং বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার কার্য্য শান্তিকর। দুগ্ধের মত আঠা তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মাথায় মাখিলে চক্ষের যন্ত্রণা নিবারণ হয়। টগরের শিকড় চর্ব্বণ করিলে দাঁতের বেদনা আরাম হয় এবং জলের সহিত বাটিয়া সেবন করিলে পাকযন্ত্রের কৃমি মরিয়া যায়। ইহা চক্ষু উঠা রোগে বিশেষ হিতকর (Ainslie)। ইহার আঠা ক্ষতস্থানে দিলে উহার প্রদাহ কমিয়া স্নিগ্ধ হয় এবং ক্ষত শীঘ্র আরাম হইয়া যায় (Dymock)। (Fig. 376.)

LXVII. ASCLEPIADACEAE

Genus—DREGEA Benth.

377. D. volubilis Benth. (নাকচিকনী)

Fig.—Wight, Ic., t. 586 ; Rheede, Hort. Mal., 9, t. 15 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 629A.

Ref.—F. B. I., iv, 46 ; B. P., ii, 697 ; Dymock, ii, 441 ; Prain, H. H., 239.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, আসাম, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি স্থানে ফুলের জন্য রোপণ করে। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান জেলার বেড়ায় এবং জঙ্গলের ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. তিতকুঙ্গা ; হি. নাকচিকনী ; তা. কোদিপালাই , তে. দুধিপাল্লা।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, সমগ্র গাছ ও ফল।

বর্ণনা—বৃক্ষারোহী লতা। ত্বক্ মসৃণ এবং ধূসরবর্ণ। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা এবং ২-৪ ইঞ্চি বিস্তৃত, পত্রের গোড়ার দিক গোলাকার অথবা হৃৎপিণ্ডাকার ; শিরা ৪-৫ জোড়া, বোঁটা ১ ৩ ইঞ্চি ; পুষ্পদণ্ড ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, নরম ও অবনত। পাপড়ি ½ ইঞ্চি। বীজাধার ২টী, ৩ ৪ ইঞ্চি লম্বা এবং ১-১½ ইঞ্চি চওড়া। বীজ ⅓-½ ইঞ্চি লম্বা, মসৃণ, উজ্জ্বল, দুইদিকের কিনারা ধারাল। বীজের আকৃতি শ্বেতবর্ণ, পশমের মত লোম আছে। গ্রীষ্মকালে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র ফোড়ায় ব্যবহৃত হয়। শিকড় ও ডালের নরম অগ্রভাগ বমনকারক ও সর্দ্দিনিবারক (Dymock, Pharm. Ind.)।

ইহার শিকড় সর্পবিষ নিবারক এবং প্রসূত স্ত্রীলোকদিগের মাথা বেদনায় ব্যবহার হয় (Rheede)। ইহার শিকড় ও নরম অগ্রভাগ শোথরোগ আরাম করে (Ainslie)। ইহার পাতা হিন্দু বৈদ্যেরা ফোড়ার পূয উৎপাদনে ব্যবহার করে।

সর্দ্দিতে হাঁচি উৎপাদনের জন্য এই গাছ ব্যবহার করে, এই জন্য ইহার হিন্দী নাম "নাকচিকনী"। ফল সিদ্ধ করিয়া তরকারীতে ব্যবহার করে ; রন্ধন করিলে ইহার তিক্ততা নষ্ট হইয়া যায় (Dymock)। (Fig. 377.)

Genus—CALOTROPIS R. Br.

378. C. gigantia R Br. (বড় আকন্দ)

Fig.—Griff., Ic., R. Asiat., t. 397 ; Wight, Ill., t. 155 & 156A ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 621A.

Ref.—F. B. I., iv, 17; Roxb., F. I., ii, 30; B. P., ii, 688; Prain, H. H., 238.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষে প্রধানতঃ অকর্ষিত ও পতিত স্থানে দেখা যায়; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় প্রচুর জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. অলর্ক (শ্বেত আকন্দ), অর্ক; বা. বড় আকন্দ; হি. মাদার; তে. এরাখাম; তা, মন্দারাম্; Eng. Madar.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, ছাল, পত্র এবং রস। মাত্রা—মূল ত্বক্ ½-১ আনা; আঠা ⅛-১ আনা; পত্রের রস ২-৬ বিন্দু; অঙ্কুর, পুষ্প ও মূলের কাথ ½ ছটাক।

বর্ণনা—মাঝারী বা গুল্ম জাতীয় গাছ, কাণ্ড শক্ত, ছাল ধূসরবর্ণ, কচি ডাল পশম-ময়। পত্র ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা, ১-৩ ইঞ্চি চওড়া, লম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি; পত্রবৃন্ত ক্ষুদ্র। পত্রের উপরিভাগ মসৃণ, নীচের দিক তুলার ন্যায় লোমে আচ্ছাদিত। পুষ্পদণ্ড বহুশাখাবিশিষ্ট, অনেক ফুল হয়। ফুল ফিকে বেগুনেবং বিশিষ্ট। ফল বক্র, ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা। বীজ ⅛ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, পশম-ময়। ফল পাকিলে ফাটিয়া যায় এবং বীজ বাতাসে উড়িয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হয়। ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ মাসে ফুল এবং মে-জুন মাসে ফল হয়।

Makhzon-el-Aduiya পুস্তক লেখক বলেন যে আকন্দ তিন প্রকারের আছে :—

প্রথম—বড় গাছ, ফুল শ্বেতবর্ণ, পত্র বৃহৎ এবং ইহা হইতে অধিক পরিমাণে শ্বেতবর্ণ দুগ্ধের ন্যায় আঠা বাহির হয়। এই গাছ সাধারণতঃ বিহার ও বঙ্গদেশের গ্রামের বাহিরে ও লোকের বসতবাটীর নিকট দেখা যায়।

দ্বিতীয়—গাছ ছোট, পত্র ছোট, ফুল শ্বেতবর্ণ ও দেখিতে সুন্দর।

তৃতীয়—খুব ছোট গাছ, ফিকে পীতের আভাযুক্ত সবুজবর্ণ ফুল হয়। এই গাছ বালুকাময় মরুভূমিতে জন্মে। তিনটীর গুণ সমান কিন্তু প্রথমটীর গুণ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, কারণ ইহা হইতে অধিক পরিমাণে আঠা বাহির হয়।

হিন্দু লেখকেরা শ্বেত আকন্দকে অলর্ক ও বেগুনে ফুলধারী গাছকে অর্ককান্তা বলিয়া থাকেন।

রাজনিঘণ্টুতে রাজার্ককে "সদাপুষ্প" এবং শ্বেত মন্দারককে "দীর্ঘপুষ্প" বলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের আকন্দ সদাপুষ্প নহে, উহার ফুল ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে হয়। বসন্ত ছাড়া অপর ঋতুতেও যে শ্বেত আকন্দের ফুল হয়, তাহাই সদাপুষ্প বা রাজার্ক নামে অভিহিত। যে শ্বেত আকন্দের ফুল অতিশয় বৃহৎ, তাহাই শ্বেত মন্দারক। লাল আকন্দ অপেক্ষা শ্বেত আকন্দের আঠা বেশী। বঙ্গদেশীয় আকন্দকে C. gigantia বলা হয়।

দক্ষিণ ভারতের লোকের এই বিশ্বাস যে যদি স্ত্রীলোকেরা কোন পর্ব্ব উপলক্ষে আকন্দ গাছের গোড়ায় পান, সুপারী এবং কিছু পয়সা দিয়া গাছের নিকট অনুমতি লইয়া ইহার পত্র

তুলিয়া রাখে, তাহা হইলে যে কার্য্যের জন্য পাতা তুলিয়া আনে সেই কার্য্যে সিদ্ধিলাভ হয়; কার্য্যসিদ্ধ হইলে উক্ত পত্র পুনরায় গাছের তলায় রাখিয়া আইসে।

হিন্দুদের মধ্যে এই রীতি আছে যে, যদি কোন পুরুষের তিনবার স্ত্রী মরিয়া যায় তবে চতুর্থবারে আকন্দ গাছের সহিত বিবাহের পর নূতন বধূর সহিত বিবাহ হয়। উহাতে চতুর্থ পক্ষের স্ত্রীর আর কোন বিপদ হয় না এবং পুরুষেরও দুরদৃষ্ট গাছের উপর পড়িয়া তাহার সৌভাগ্য আনয়ন করে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু বৈদ্য মতে ইহার শিকড়ের ছালের আভ্যন্তরিক স্রাব নির্গত করিবার শক্তি আছে বলিয়া কথিত আছে। আকন্দের আঠার প্রয়োগে গর্ভপাতও হইয়া থাকে। ইহা চর্ম্মরোগ, পাকযন্ত্র বিবৃদ্ধি, পাকাশয়ের কৃমি নিঃসরণ, সন্ধি ও সর্ব্বাঙ্গীন শোথে বিশেষ ফলপ্রদ। ইহার দুগ্ধের ন্যায় আঠা বিরেচক। ইহা মনসা (Euphorbia nerifolia) আঠার সহিত ব্যবহৃত হয়।

আকন্দের ফুল হজমীকারক, বলকারক, ও ইহা সর্দ্দি, হাঁপানি ও অগ্নিমান্দ্যে ব্যবহৃত হয়। ইহার পাতা আবদ্ধ পাত্রে একরূপভাবে ভাজিতে হইবে যেন কোন প্রকারে ধূম নির্গত না হয়; এই প্রকারে প্রাপ্ত ছাই ঘোলের সহিত ব্যবহার করিলে পাকাশয় বিবৃদ্ধি ও উদরী রোগ আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

অর্কপত্রং সলবণমন্তর্ধূমং দহেত্ততঃ।
মস্তুনা তৎ পিবেৎ ক্ষারং গুল্মপ্লীহোদরাপহম্॥ চক্রদত্তঃ

আকন্দ শিকড়ের শুষ্ক ছালের গুঁড়া উহার দুগ্ধে ভিজাইয়া, উহার "নাস" নাসিকা দ্বারা টানিয়া লইলে সর্দ্দিজনিত শ্বাসযন্ত্রের টান কমিয়া যায়। আকন্দের শিকড় ভাতের আমানীর সহিত পেষণ করিয়া শ্লীপদে (গোদে) লাগাইলে শ্লীপদ আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

ইহার আঠা, মনসা আঠা (E. nerifolia) ও দারুহরিদ্রা (Berberis asiatica) একত্রে মিশাইয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া উহা অর্শে ও ভগন্দরে দিলে শীঘ্র রোগ আরাম হইয়া যায়।

স্নুহ্যর্কদুগ্ধ দার্ব্বিভির্ব্বর্ত্তিং কৃত্বা বিচক্ষণঃ।
ভগন্দরগতিং জ্ঞাত্বা পূরয়েত্তাং প্রযত্নতঃ॥ চক্রদত্তঃ

আকন্দের আঠা দন্তে লাগাইলে দাঁত কন্‌কনানি আরাম হয়।

সপ্তচ্ছদার্কদুগ্ধাভ্যাং পূরণং ক্রিমিদন্তনুৎ। চক্রদত্তঃ

আকন্দ আঠা ১৬ ভাগ, তিল তৈল ৮ ভাগ এবং হরিদ্রা ১ ভাগ লইয়া মলম তৈয়ারী করিলে উহা কাউর ও চর্ম্মরোগ আরাম করে। ইহার আঠা ও সরিষার তৈল মিশ্রিত করিয়া কঙ্কনদেশের লোকেরা বাতে মালিশ করে।

আকন্দ ফুলের উপরিভাগ গুঁড়া করিয়া মাতগুড়ের সহিত ১৫ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতে খাইলে হাঁপানী আরাম হয়।

১২৫টী আকন্দ ফুল লইয়া শুষ্ক ও গুঁড়া করিয়া উহার সহিত লবঙ্গ, জায়ফল (Nutmeg), জয়িত্রী (Mace), আকরকরা (Anacyclus pyrethrum) শিকড় প্রত্যেকটী ১ তোলা পরিমাণ লইয়া একত্রে গুঁড়া করিয়া ৬ মাসা পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে এই বটিকা, প্রত্যহ দুগ্ধে মাড়িয়া খাইলে হাঁপানি আরাম হয় (Dymock)।

চর্ম্মকারেরা ইহার আঠা চর্ম্মের লোম উঠাইবার জন্য ব্যবহার করে। গুহ্য অঙ্গে লোম উঠাইবার জন্য স্ত্রী ও পুরুষে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার আঠা মধুর সহিত মিশাইয়া মুখের ঘায়ে ব্যবহৃত হয়। আকন্দের আঠা মাথায় মাখিলে মাথার উকুন মরিয়া যায়। আকন্দের আঠায় তুলা ভিজাইয়া পোকা খাওয়া দাঁতে টিপিয়া দিলে পোকা মরিয়া যায়।

হাকিম মীর আবদুল হামিদ বলেন, ইহা কুষ্ঠ, প্লীহা বৃদ্ধি, শোথ এবং ক্রিমিতে বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। আকন্দের আঠা খাইবার বিশেষ পদ্ধতি এই যে, চাউল, গম, মুড়ি প্রভৃতি ইহার দুগ্ধে ভিজাইয়া খাইতে হয়।)

আকন্দের দুগ্ধ যন্ত্রণাদায়ক গেঁটে বাত এবং বাতের ফুলায় হিতকর। ইহার টাট্‌কা পাতা অল্প অগ্নিতে সেঁকিয়া বাতে প্রয়োগ করিতে হয়। ইহার পত্র তৈলে সিদ্ধ করিয়া পক্ষাঘাতাক্রান্ত অঙ্গে প্রয়োগ হয়। আকন্দের শুষ্ক পাতার গুঁড়া ক্ষতে ছড়াইয়া দিলে ক্ষত পূরিয়া আইসে ও শীঘ্র আরাম হইয়া যায়।

আকন্দের শিকড়ের শুষ্ক ছাল রক্ত আমাশয় আরামকারক। ইহা Ipecacuanhaর তুল্য।

আকন্দের মূলত্বক্ ও শুষ্ক আঠা অল্প মাত্রায় সেবন করিলে, কুষ্ঠ ও উপদংশের দ্বিতীয় অবস্থায় বিশেষ হিতকর। শিকড়ের ছাল অধিক মাত্রায় বমন কারক এবং ইহা সেবন করাইলে স্রাব নির্গত হয়। ইহা পাকাশয়িক স্রাব বাড়াইতে, (সর্ব্বাঙ্গীন শোথ আরাম করিতে ও সর্দ্দি কমাইতে বিশেষ সাহায্য করে।

আকন্দের ফুল অগ্নিমান্দ্য নিবারক, পরিপাকশক্তি বৃদ্ধিকারক, বলকারক, হাঁপানি নিবারক ও ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক। ফুলের গুঁড়া ৫ গ্রেণ পরিমাণ ব্যবহারে আমাশয়িক স্রাব বাড়াইয়া দেয়; ইহা মৃদু উত্তেজক এবং অজীর্ণজনিত পেটফাঁপায় অতিশয় হিতকর; আকন্দের জ্বরনাশক শক্তি আছে।

আকন্দের পুষ্প ও পত্রের অঙ্কুর কাঁজিতে বাটিয়া কিঞ্চিৎ তিলতৈল ও সৈন্ধবলবণ যোগে একটী মনসার ডাল ফাঁপা করিয়া উহার ভিতর রাখিবে, এই ডাল আকন্দের পত্র দ্বারা আবৃত করিয়া তদুপরি মৃত্তিকার প্রলেপ দিবে ও শুষ্ক হইলে পুটপাক করিবে। মনসার ডাল হইতে বহির্গত আকন্দের রস গরম গরম কানে দিলে কান কটকটানি আরাম হয়। (সুশ্রুত)।

তিল তৈল ২ তোলা, পুরাতন ইক্ষুগুড় ২ তোলা ও শুষ্ক আকন্দ আঠা একত্রে মিশাইয়া

কুকুর-দষ্ট ব্যক্তিকে সেবন করাইলে কুকুর-বিষ আরাম হয়। আকন্দের ছাল কাঁজিতে বাটিয়া কুরণ্ডে প্রলেপ দিলে অতি পুরাতন ও বৃহৎ কুরণ্ড আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

এক পোয়া আকন্দ মূলের ছাল কুটিয়া এক পোয়া জলে কিছুক্ষণ রাখিয়া ছাঁকিয়া লইবে। যদি চক্ষু লাল হয়, কর কর করে কিংবা পিচুটী পড়ে বা চুলকাইতে ইচ্ছা হয় তবে এই জল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া চক্ষের ভিতর দিলে উহা শীঘ্র আরাম হইয়া যায় (চক্ষুরোগ চিঃ)।

আকন্দ-পত্র-রস ও হরিদ্রা-কল্কসহ সরিষার তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে পামা, কচ্ছ, ও পাঁচড়া আরাম হয়।

অর্কপত্ররসে পক্বং হরিদ্রাকল্কসংযুতম্।
নাশয়েৎ সার্ষপং তৈলং পামাকচ্ছুবিচর্চ্চিকাম্॥ শার্ঙ্গধরঃ

শুষ্ক আকন্দ পত্র ও পত্রের ¼ ভাগ সৈন্ধব লবণ একটী মাটীর হাঁড়িতে পর পর রাখিয়া হাঁড়িতে ঢাকা দিয়া অন্তর্ধূমে উহা দগ্ধ করিবে। এই ভস্ম ঘোলের সহিত বা দধির জলের সহিত পান করিলে বর্দ্ধিত প্লীহা আরাম হয়।

আকন্দের আঠা হরিদ্রা-চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া মুখের মেছেতায় লাগাইলে উহা একেবারে আরাম হয়, মেছেতা অধিক দিনের হইলেও উহার আর কোন চিহ্ন থাকে না।

আকন্দের আঠা শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে বেশ বমন বিরেচন হয় (চরক)। (Fig. 378.)

379. C. procera R. Br. (শ্বেত আকন্দ)

Fig.—Wight, Ic., t. 1278 ; Bot. Reg., t. 1792 · Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 621 B.

Ref.—F. B. I., iv. 18 ; B. P., ii. 688.

জন্মস্থান—ভারতের স্থানে স্থানে দেখা যায় ; পশ্চিমবঙ্গের স্থানে স্থানে বাগানে যত্নে রোপণ করে। হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া জেলায় কদাচিৎ দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. অলর্ক ; বা. শ্বেত আকন্দ, ছোট আকন্দ ; তা. ভেল্লাবরু ; মারহাট্টা—মন্দার।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, ছাল, পত্র, আঠা ও রস।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় গাছ ৬-১০ ফুট উচ্চ হয়। পত্র C. gigantea (বড় আকন্দ) গাছের মত, কিন্তু কিছু লম্বাকৃতি ও অগ্রভাগ সরু কখন বা ৮-৯ ইঞ্চি লম্বা ও ৪ ইঞ্চি চওড়া হয়। ফল ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা ও বক্র। ফুল বেগুনে আভাযুক্ত লালবর্ণ বা শ্বেতবর্ণ, সৌগন্ধময় ও

গোলাকৃতি। বীজ ¼ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি। ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে ফুল এবং মে ও জুন মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ প্রথমোক্তটীর মত। দুগ্ধের ন্যায় আঠা Blister দিবার একটী উপকরণ। টাট্‌কা শিকড়ের দ্বারা দাঁতন করিলে দাঁত শক্ত হয় (Watt)।

ফুলের বিবেচন-শক্তি আছে (S. Arjun)। (ইহার টাট্‌কা আঠা পঞ্জাবে শিশুহত্যায় ব্যবহার করে, ১৫ গ্রেণ পরিমাণ রস মুখে দিলে ফেনা উঠিয়া বালকের মৃত্যু হয়) (Watt)।

আকন্দের ফুল কখন কখন কলেরায় ব্যবহৃত হয় এবং রস রক্ত-আমাশয়-নাশক।

Col. G. F. A. Harris বলেন যে ১৬নং লক্ষ্ণৌ রেজিমেণ্টে যখন Ipecacuanha ফুরাইয়া যায় তখন সামান্য রক্ত আমাশয়ে ইহার শিকড়ের গুঁড়া দিয়া অনেক রক্ত-আমাশয়গ্রস্ত রোগী আরাম হইয়াছে। আকন্দের ১৫ মিনিম পরিমাণ অরিষ্ট দিবসে ৪ বার সেবন করাইয়া Dr. F. X. de Attaides একটী রক্ত আমাশয় রোগীকে আরাম করিয়াছেন।

ইপিকাকুয়ানার পরিবর্ত্তে রক্ত আমাশয়ে আকন্দ দিবার মাত্রা Tincture ½-১ ড্রাম, গুঁড়া ৫-১০ গ্রেণ। ৩০-৬০ গ্রেণ পরিমাণ খাওয়াইলে ইহা অতিশয় বমনকারক (emetic) হয়। Cap. K. Prosad বলেন যে ইহার গুঁড়া রক্ত আমাশয়ে অরিষ্ট অপেক্ষা বিশেষ ফলপ্রদ।

Civil Sur. Maddon বলেন যে আকন্দের গুঁড়া ৫ গ্রেণ বমনকারক ও ভেদক, অতএব প্রথমে অল্পমাত্রায় দিয়া পরে মাত্রা বাড়ান উচিত। (২০ গ্রেণ অরিষ্ট কোন অপকার করে না, ক্রমে মাত্রা ৩০ গ্রেণ করিলে কোন অনিষ্ট হয় না।

আকন্দের অরিষ্ট এবং গুঁড়া সর্দ্দিজনিত বক্ষঃপ্রদাহ ও আমাশয়ে হিতকর। Major Powel বলেন যে ইহার ২০ মিনিম পরিমাণ অরিষ্ট বলকারক, পেটের বেদনা নিবারক এবং ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক (I. D. Committee). (Fig. 379.)

Genus—DAEMIA R. Br.

380. D. extensa. R. Br. (ছাগল বেটে)

Fig.—Bot. Mag., t. 5704, Wight, Ic., t. 596; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 623.

Ref.—F. B. I., iv. 20; Roxb., F. I., ii. 44; B. P., ii. 692; Prain, H. H., 238.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের বহুস্থানে বনজঙ্গলের ধারে ও বাগানের বেড়ায় দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. ফলকণ্টক; বা. ছাগল বেটে; হি. সেগোবানী; তা. উওমানী; তে. গুরতিচেটু।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র ও সমগ্রলতা, শিকড়।

বর্ণনা—বৃক্ষারোহী লতা, ইহার ডাঁটায় লোম আছে। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা এবং বিস্তৃত। বোঁটা ২-৪ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পদণ্ড ২-৬ ইঞ্চি, ফুলের পাপড়ি ছোট, ডিম্বাকৃতি ও কোমল লোমযুক্ত। ফুল ফিকে পীতের আভাযুক্ত সবুজ ও লালবর্ণ। ফল ১½-২ ইঞ্চি লম্বা ও বক্র। বীজ ⅛ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, চওড়া ও কোমল লোমযুক্ত। শীতের আগে ফুল হয় এবং শীতকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—দক্ষিণভারতে ইহার পাতার কাথ বালকদের কৃমিতে দেয়, ইহার রস হাঁপানী-নিবারক এবং ইহা চূণের সহিত বাতের বেদনায় দিলে বাত ভাল হয় (Ainslie)। পশ্চিমভারতে এই লতার বমনকারক ও সর্দ্দিনিবারক বলিয়া খ্যাতি আছে। গোয়া নামক স্থানে ইহার পাতার রস বাতের ফুলায় ব্যবহার করে (Dymock)। ইহার ১০ গ্রেণ পরিমাণ রস সর্দ্দি রোগে হিতকর (Dr. Oswald)। ছাগলবাটীর টাট্‌কা পাতা বাটিয়া পৃষ্ঠব্রণে প্রলেপ দিলে বেশ ভাল ফল পাওয়া যায় (S. Arjun)।

ছাগলবেটে বালকদের বমনকারক, ইহার পত্র এবং তুলসী পত্র একত্রে হাতে বগড়াইয়া খাইলে বেশ বমনকারক ঔষধ প্রস্তুত হয় (Watt)। ইহার রস আদার সহিত ব্যবহার করিলে বাতের বেদনা নিবারিত হয়।

শিকড়ের ছাল ১-২ ড্রাম পরিমাণ গোদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বাধক, ঋতুনাশ ও বাতরোগ আরাম হয়। ইহা একটী বমনকারক ঔষধ (Dymock ii, 443)।

ইহার লতা হইতে একপ্রকার আঁশ বাহির হয়, ইহা দেখিতে উজ্জ্বল ও শক্ত, এই গাছের পত্র ছাগলে খায়। ফল ছাগলের বাঁটের ন্যায় বলিয়া ইহাকে ছাগলবেটে বলে।

বঙ্গদেশে ইহার আঠা নখের কুনিতে ব্যবহার করে। (Fig. 380.)

Genus—OXYSTELMA R. Br.

381. O. esculentum. R. Br. (দুধলতা)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., i, 13, t. 11 ; Hook., Comp. Bot. Mag., t. 22.

Ref.—F. B. I., iv. 17 , Roxb., F. I., ii. 40 ; B. P., ii. 688.

জন্মস্থান—উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ, পূর্ণিয়া, কিশনগঞ্জ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, পতিত জমিতে স্থানে স্থানে দেখা যায় তবে সচরাচর নহে।

বিভিন্ন নাম—সং. দুগ্ধিকা ; বা. দুধলতা, কিরনী ; তে. দুধিপাল্লা ; বম্বে—দুধিকা।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, ত্বক্, আঠা, চূর্ণ।

বর্ণনা—নরম ও সূক্ষ্ম লোমযুক্ত বর্ষজীবী বৃক্ষারোহী লতা, বসন্তে পত্র পড়িয়া যায়। পত্র ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, ½-১ ইঞ্চি চওড়া, বহুশিরাবিশিষ্ট। বোঁটা ½ ইঞ্চি অতিশয় অবনত।

পুষ্পদণ্ড কয়েকটী শাখাবিশিষ্ট। ফুল শ্বেতবর্ণ, গোলাপী এবং বেগুনে রংএর শিরাবিশিষ্ট। ফল ২-৩ ইঞ্চি, সরু পরদাবিশিষ্ট। বীজ ফলে অনেক থাকে, ½ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি ও চেপ্টা। বর্ষার শেষে ফুল এবং শীতের প্রারম্ভে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতার কাথে কুলি করিলে গলার ঘা ও মুখের ঘা আরাম হয়। ত্বখিলতার দুগ্ধের ন্যায় আঠা সিন্ধুদেশে ক্ষত ধৌতকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। এই আঠার সহিত তার্পিন তৈল মিশ্রিত করিলে পাঁচড়ার ঔষধ প্রস্তুত হয় (Murray)। ইহার স্বাদ তিক্ত; ইহার জ্বরনাশক শক্তি আছে। (উড়িষ্যাদেশে ইহার টাটকা মূল কামলা রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (W. W. Hunter)। (Fig. 381.)

Genus—GYMNEMA R. Br.

382. G. sylvestre R Br. (মেড়াশিঙ্গে)

Fig.—Wight, I. C., t. 349 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 626.

Ref.—F. B. I., iv. 29.

জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্যের কঙ্কণ, ত্রিবাঙ্কুর, বান্দা।

বিভিন্ন নাম—সং. মেষশৃঙ্গী, অজশৃঙ্গী, সর্পদংষ্ট্রা; বা. হি. মেড়াশিঙ্গে, ত। শিরুবঞ্জা; তে. পাটলা-পদরা।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, পত্র ও সমগ্র উদ্ভিদ। মাত্রা ½-২ আনা।

বর্ণনা—দৃঢ়কাষ্ঠময় লতানে গাছ, উচ্চ বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহার শাখা ও প্রশাখাগুলি সরু, লম্বা, গোলাকার, নরম ও ক্ষুদ্র লোমযুক্ত। পত্র ১-২½ ইঞ্চি এবং ½ ২ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, স্থানে স্থানে লুপ্ত, বোঁটার দিক্‌ গোলাকার প্রায় হৃৎপিণ্ডাকৃতি, অগ্রভাগ লম্বা, শিরায় লোম আছে; বোঁটা ½ ইঞ্চি, লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ½ ইঞ্চি চেপ্টা। ফুল ক্ষুদ্র ফিকে পীতবর্ণ। ফল ছোট ১½-২ ইঞ্চি, অগ্রভাগ লম্বা; বীজ সরু ½ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, চেপ্টা ও পাতলা, পক্ষ আছে। ইহার মূল কতকটা অনন্ত মূলের মত। শরৎকালে ফুল ও শীতের শেষে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু বৈদ্যদের মতে ইহার মূল বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগে সর্পবিষ নষ্ট হয় (Ainslie)। বীজ সর্দ্দি-নিবারক ও বমনকারক।

কঙ্কণদেশে ইহার শুষ্ক ও গুঁড়া পাতা নাসা-রোগে ব্যবহার করে (Dymock)।

মেষশৃঙ্গীর পাতা চিবাইয়া কুইনাইন খাইলে জিহ্বায় তিক্ত আস্বাদ লাগে না, জিহ্বায় খড়ি চিবাইলে যেরূপ আস্বাদ হয় সেইরূপ আস্বাদ হইয়া থাকে (Hooper)। (ইহার মূলের ত্বকে বাতি তৈয়ারী করিয়া তাহার ধূম পান করিলে কফজনিত মাথা-ধরা আরাম হয়।)

মূলের ত্বক বেড়ির তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে সর্পবিষ ও কীটদষ্ট বিষ নষ্ট হয়। যকৃৎ ও প্লীহার উপর ইহার পাতার পটী লাগাইলে বা প্রলেপ দিলে প্লীহা ও যকৃৎ কমিয়া যায়।

ইঙ্গুদস্য ত্বচা বাপি মেষশৃঙ্গ্যা চ বা ভিষক্।
আভ্যামেব কৃতা বর্তীর্ধূমপানে প্রযোজয়েৎ॥ সুশ্রুত (Fig. 382.)

Genus—SARCOSTEMMA Wight.

383. S. brevistigma Wight. (সোমলতা)

Fig.—Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., t. 625.

Ref.—F. B. I., iv. 26; Roxb., F. I., ii. 31, B. P., ii. 692; Prain, H. H., 238.

জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্য এবং শুষ্ক পার্ব্বত্য প্রদেশে জন্মে; সিংহভূম, ছোটনাগপুর ও হুগলী জেলার স্থানে স্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. সোমলতা; বম্বে—সোম, তে. মু়ু, মারহট্টা—রণসের।

ব্যবহার্য্য অংশ—রস।

বর্ণনা—পত্রহীন গুল্ম, শাখায় অনেক গাঁইট আছে, কাণ্ড পেনকলমের ন্যায় মোটা; গাঁইট ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পদণ্ড ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, বহু শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট। ফুলের পাপড়ি ⅛ ইঞ্চি, নরম লোমযুক্ত। ফুল ফিকে সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ কিংবা ঈষৎ শ্বেতবর্ণ। পুষ্পস্তবকের ব্যাস ⅙ ইঞ্চি, উহার অংশগুলি ডিম্বাকৃতি ও লম্বা। বীজকোষ ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা, ⅙ ইঞ্চি চওড়া, অগ্রভাগ সরু। বীজ চেপটা ⅙-⅛ ইঞ্চি লম্বা ও ডিম্বাকৃতি। এই গাছকে ও Periploca aphylla গাছকে বৈদিক সময়ের সোমলতা বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। সেপ্টেম্বর হইতে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই লতা জলে ভিজাইয়া সেই জলের সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া শস্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে শস্যক্ষেত্রের উই নষ্ট হইয়া যায়। প্রাচীন হিন্দুগণ ইহার রস বার্লি এবং ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া এক প্রকার মদ্য প্রস্তুত করিতেন, ইহাকে সোমরস বলে (Birdwood)। (Fig. 383.)

Genus—HEMIDESMUS. R. Br.

384. H. indicus. R. Br. (অনন্তমূল)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x. t. 34; Wight, Ic., t. 594, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 618A.

Ref.—F. B. I., iv. 5; Roxb., F. I., ii. 39; B. P., ii. 686; Watt, iv. Pt. i, 219.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, বেহার, বঙ্গদেশ, সুন্দরবন, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা।

বিভিন্ন নাম—সং. শারিবা, সুগন্ধি, কৃষ্ণ শারিবা, গোপবল্লী; বা. অনন্তমূল; হি. শারমা; তে. মুক্কাপুলগাম; তা. নান্নারি; Eng. Indian Sarsaparilla.

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় ও রস। মাত্রা, ক্বাথ, ৫-১০ তোলা; মূলকল্ক, ২-৮ আনা।

বর্ণনা—সরু লতানে উদ্ভিদ্। পত্র লোমযুক্ত, কাণ্ডের উভয় দিকে জন্মে, পত্রগুলি সব সমান নহে, ডিম্বাকৃতি অথবা লম্বা, অগ্রভাগ মোটা। কোনও পত্র ১-১½ ইঞ্চি লম্বা ও চওড়া; কোনটি ৪ ইঞ্চি লম্বা ও ¼ ইঞ্চি চওড়া। বোঁটা ⅙ ইঞ্চি। পুষ্পস্তবক ⅙ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট; বহির্ভাগ সবুজবর্ণ, ভিতর দিকে বেগুনে রংবিশিষ্ট, পুষ্পনল ছোট। শুঁটী ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা। বীজ ⅓ ইঞ্চি, চেপ্টা ও কৃষ্ণবর্ণ। অনন্তমূলের পত্রের মধ্যস্থলে শ্বেতবর্ণ দাগ আছে। পত্রে লোম নাই, ইহার ডাঁটা সরু, মূল ভাঙ্গিয়া শুঁকিলে এক প্রকার সৌগন্ধ বাহির হয়। মূল মোটা, ভিতরে কাঠ আছে। ফুল বর্ষাকালে হয়। শীতের প্রারম্ভে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার দুগ্ধের ন্যায় রস চক্ষে ঢালিয়া দিলে চক্ষের প্রদাহ নষ্ট হয় ও জল বাহির হইয়া চক্ষু শীতল হয়। ইহার শিকড় ও কলার শিকড় একত্র করিয়া গরম ছাইয়ের মধ্যে ঝলসাইয়া তাহা হইতে গরম রস বাহির করিবে; জীরা, চিনি ও ঘৃতের সহিত সেই গরম রস সেবন করিলে মূত্রযন্ত্রের প্রদাহ ও জ্বালা নিবারিত হয়। চক্ষু ফুলিলে ইহার প্রলেপ ব্যবহৃত হয় (Dymock)।

দুগ্ধ ও চিনির সহিত ইহার গরম রস খাইলে বালকদের জ্বর নষ্ট হয় ও শরীরে বল হয় (Watt)।

ইহার মূল British Pharmacopoeiaতে গৃহীত হইয়াছে এবং ইহা Sarsaparillaর স্থানে ব্যবহৃত হয় (Dutt, Met. Med.)।

কুরচি, অনন্তমূল, শ্যামালতা এবং পর্পটি (Hedyotis biflora) এই কয়েকটী মূলের ক্বাথ পিপুলচূর্ণ দিয়া সেবন করিলে চর্ম্মরোগ, উপদংশ, শ্লীপদ এবং পক্ষাঘাত-জনিত জ্ঞানশূন্যতা আরাম হয়।

ইন্দ্রবারুণিকানন্তা শারিবা পর্পটৈঃ সমৈঃ।
এভিঃ কৃতং পিবেৎ ক্বাথং কণাগুগ্গুলুসংযুতঃ॥
অষ্টাদশসু কুষ্ঠেষু বাতরক্তার্দ্দিতে তথা।
উপদংশে শ্লীপদে চ প্রসুপ্তে পক্ষঘাতকে॥ শার্ঙ্গধরঃ

অনন্তমূল, বালাশিকড় (Pavonia odorata), কটকী, মুথা এবং আদা সমপরিমাণ একত্র ২ তোলা জল দিয়া প্রাতে খাইলে জর আরাম হয়।

অনন্তা বালকং মুস্তং নাগবং কটুরোহিণী।
পিষ্টা সুখাম্বুনা কল্কং পায়য়েদক্ষসম্মিতম্‌॥
কল্কঃ স্বল্পেন কালেন হন্যাৎ সর্ব্বজ্বরাময়ং।

রক্তপিত্ত-নাশকারী ঔষধের মধ্যে অনন্তমূল শ্রেষ্ঠ। (চবক)

অনন্তমূলের সর্ব্বপ্রকার ব্রণ নাশ করিবাব শক্তি আছে। (চক্রদত্ত)

এক ছটাক অনন্তমূল ১ পাইন্ট জলে একরাত্রি ভিজাইয়া পব দিন পান করিলে মূত্র ৩।৪ গুণ বর্দ্ধিত হয়। ইহা মূত্ররোধ বোগে হিতকব। (Fig. 384.)

Genus—ASCLEPIAS Linn.

385 A. curassavica Linn (কাকতুণ্ডী)

Fig.—Bot Reg., t. 81, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 622 B.

Ref.—F B. I., iv. 18; Dym, ii. 427, Watt, i, Pt 2, 343; B. P., ii. 689, Prain, H. II., 238.

জন্মস্থান—আদি জন্মস্থান পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, অধুনা ভারতের অনেক স্থানে দেখা যায়, বঙ্গদেশের বহুস্থানে বিশেষতঃ হুগলী ও হাওড়া জেলার জঙ্গলেব ধাবে বহু পরিমাণে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. বনকাপাস, কাকতুণ্ডী; বহি. কাকতুণ্ডী।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল ও পাতাব বস।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী সরল উদ্ভিদ্‌। পত্র দেখিতে অনেকটা লঙ্কা-পাতাব ন্যায় লম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, সূক্ষ্মলোমযুক্ত। পত্রের কিনারাগুলি স্থানে স্থানে অস্পষ্ট। পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়। পুষ্পস্তবক বিভক্ত, নেবুরংবিশিষ্ট; স্ত্রীকেসরের চতুর্দ্দিকে পুংকেসর আছে; পুংকেসর শিঙ্গার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। ফল মসৃণ লম্বা, দেখিতে লঙ্কার ন্যায়। বীজকোষে অনেক বীজ আছে। নভেম্বর হইতে মে মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—জামেকা দেশে এই গাছকে Blood-flower বলে, কারণ ইহার রক্ত আমাশয় আরাম করিবার শক্তি আছে। ইহার শিকড় বিরেচক এবং ধারক; ইহা অর্শ এবং গনোরিয়া আরাম করে (Baden Powell)।

U. S. Dispensatoryর মতে ইহার শিকড়ের রস বমনকারক ও সর্দ্দিনাশক। পাতার রস কৃমিনাশক এবং Dr. W. Hamilton বলেন যে ইহা অর্শ ও প্রবল গনোরিয়া বোগনাশক।

মাংসপেশী, হৃৎপিণ্ড ও রক্তসঞ্চালন যন্ত্রের উপর ইহার বেশ ক্রিয়া আছে। ইহা উদরাময়নাশক ও বমনকারক (Dymock)।

ইহার শিকড়ের বমনকারক শক্তি আছে বলিয়া পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিগণ ইহাকে Bastard কিংবা Wild-Ipecacuanha বলে। ইহার পাতার পিষ্টরস ক্রিমিনাশক। ফুলের রস রক্তপাতরোধক বলিয়া কথিত আছে। (Fig. 385.)

Genus—TYLOPHORA W. & A.

386. T. asthmatica W. & A. (অন্তমূল)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 618A ; Bentl & Trim., Med. Pl., iii, t. 177 ; Wight, Ic. Pl. Ind. Or., iv. t. 1277.

Ref.—F. B. I., iv. 45 ; B. P., ii. 698 ; Roxb., F. I., ii. 33 ; Prain., H. H., 240.

জন্মস্থান—উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম, কাছাড়, চট্টগ্রাম, দাক্ষিণাত্য, হুগলী, হাওড়া ও বর্দ্ধমান জিলার জঙ্গলের ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. অন্তমূল ; বম্বে—পিটকারী ; তা. নাকচুরুপ্পান ; তে. কুক্কাপল ; উড়িয়া—মেন্দি।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, পত্র, ত্বক্।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী লতা ; শিকড় নরম এবং বহুশাখাবিশিষ্ট ; লতার কাণ্ড নরম, লম্বাশাখাবিশিষ্ট ও পশমময়। পত্র কোমল লোমাবৃত, চর্ম্মের ন্যায় শক্ত, ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, বিস্তারে সকল পত্র সমান নহে, ডিম্বাকৃতি, গোলাকার কিংবা লম্বা অথবা অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি ; পত্রবৃন্ত ১/৪-১/২ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পদণ্ড পত্র অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও ২।৩টী শাখা-বিশিষ্ট। ফুল পীতাভ, অভ্যন্তরদেশ বেগুনে রংবিশিষ্ট, ফুলের পাপড়ি লম্বা বর্শাকৃতি। ফল চেপ্টা, ৩-৪ ইঞ্চি ; বীজ ১/৪-১/২ ইঞ্চি লম্বা, চেপ্টা, ডিম্বাকৃতি এবং পশমময়। মে মাসে ফুল এবং সেপ্টেম্বর মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শুষ্ক পত্রের গুঁড়া ঘর্ম্মকর এবং ইহা ইপিকাকুয়ানার কাজ করে। জ্বরের সহিত উদরাময় ও রক্ত আমাশয় থাকিলে, জ্বরের প্রথম অবস্থায় ইহার পাতার গুঁড়া ১০ গ্রেণ পরিমাণ এক আউন্স জলে দিয়া দিবসে ৩।৪ বার সেবন করিলে জ্বর ত্যাগ হয় ও রক্ত আমাশয় সারিয়া যায় ; যদি ইহাতে সারিতে কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে ১/২ গ্রেণ কুইনাইন ও অল্প পরিমাণ পাতার রস সেব্য। অবিরাম ও ম্যালেরিয়া জ্বরে ইহার সহিত কুইনাইন দিতে হয়।

বক্ষঃপ্রদাহ ও ঘুংড়ি কাশীর প্রথম অবস্থায় ৫ গ্রেণ পরিমাণ দিবসে তিন বার অথবা উহার সহিত ½ আউন্স জলে যষ্টিমধুসহ সেবন করিতে হয়। ইহার জ্বরনাশক ও রক্ত-সংশোধক গুণ বিদ্যমান আছে বলিয়া বাতে প্রযুক্ত হয়। ইহা তিক্ত সৌগন্ধযুক্ত ও উত্তেজক। প্রসূতি স্ত্রীলোকদের প্রসবান্তিক স্রাব নির্গত করাইবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা বাত ও উপদংশ-ঘটিত বাতে প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। এক ভাগ মূল দশ ভাগ জলে পেষণ করিয়া পান করিলে হাঁপানী, রক্ত আমাশয় ও কাশে উপকার হয়।

পাতার ২।৩ তোলা রস কঙ্কণদেশে বমনকারক ঔষধ বলিয়া ব্যবহার করে। শুষ্ক লতার বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে রক্ত আমাশয় আরাম হয় (Dymock)।

করমণ্ডল উপকূলের লোকেরা ইহার মূল ইপিকাকের স্থানে ব্যবহার করে। ইহা অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলে বমনকারক, অল্প মাত্রায় সর্দ্দি ও জ্বরনাশক; ৩।৪ ইঞ্চি পরিমাণ মূলের টাটকা ছাল বাটিয়া জলের সহিত পান করিলে বেশ জোলাপের কাজ করে।

সংক্রামক রক্ত আমাশয়ে ইহার মূল একটী অমোঘ ঔষধ, Dr. D. Anderson মান্দ্রাজ হাঁসপাতালে অনেকবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন (Notes by Dr. P. Russell). (Fig. 386.)

LXV.II. LOGANIACEAE.

Genus-- STRYCHNOS Linn.

387. S Nox-Vomica Linn. (কুচিলা)

Fig.—Rheede., Hort. Mal., i, t. 37; Bentl. & Trim., t. 178; Bedd., Fl. Sylv., 243; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 633A

Ref.—F. B. I., iv. 90; Roxb., F. I., i. 575; B. P., ii. 704.

জন্মস্থান—ভারতের উষ্ণপ্রধান স্থানে এবং ৪০০০ ফুট উচ্চ স্থানে দেখা যায়। মান্দ্রাজ ও টেনাসরিম প্রদেশে প্রচুর জন্মে। বঙ্গদেশের বাঁকুড়া, মানভূম ও উড়িষ্যা অঞ্চলের জঙ্গলে দেখা যায়। বোটানিক গার্ডেন শিবপুরে ২।৩টী গাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—সং. বিষতিন্দুক; বা. কুচিলা; তা. ইট্টিক-কোট্টাই; তে. মুস্তিবিত্তুলু; বম্বে—কাজরা; Eng. Nox-Vomica.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, ত্বক্, মূল ও সমগ্র উদ্ভিদ্।

বর্ণনা—বহুশাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বড় গাছ, ৪০-৬০ ফুট উচ্চ হয়। কাষ্ঠ কাটিবার সময়ে শ্বেতবর্ণ পরে পীতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ হয়। ছাল পাতলা গাঢ় ধূসরবর্ণ কিংবা পীতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ ও মসৃণ। পত্র ২-৩½ ইঞ্চি, বৃন্তদেশ স্থূল; বোঁটা ½ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড

১-২ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত। ফুল সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। ইহার ফুল হইতে বেশ সৌগন্ধ বাহির হয় (Gamble)। পুষ্পনল ⅛-⅙ ইঞ্চি, ইহার অংশগুলি ⅙ ইঞ্চি অপেক্ষা কম, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, নীচে কয়েকটী কেশ আছে। পুংকেসর ৫টী, গর্ভাশয় ২ ভাগে বিভক্ত। স্ত্রীকেসর লম্বা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, ইহার মস্তক ছোট। ফল গোলাকার, মসৃণ, আপেলের মত পাকিলে নেবুরংবিশিষ্ট হয়। ফলের খোলা শক্ত, ইহার মধ্যে নরম শ্বেতবর্ণ শিচুর মত শাঁস আছে, উহা অতিশয় তিক্ত। প্রত্যেক ফলে ২।৫টী বীজ থাকে। বীজের ব্যাস ½ ইঞ্চি, গোলাকার, উজ্জ্বল ফিকে, শ্বেতাভ ধূসরবর্ণ, পশমময়, দেখিতে বোতামের ন্যায়, শক্ত, সহজে চূর্ণ করা যায় না। মার্চ্চ-এপ্রেল মাসে ফুল হয় এবং শীতকালে ফল পাকে।

নরহরি কুচিলাকে কারস্কর ও ভাবমিশ্র কপীলু বলিয়াছেন।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পত্র, শিকড ও বীজ। মাত্রা বীজ ১/১৬-⅛ আনা, অতিমাত্রায় বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। হিন্দু বৈদ্যেরা ইহার কাষ্ঠ, রক্ত আমাশয়ে, জবে ও অজীর্ণে ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহার বীজ এক প্রকার মাদক দ্রব্য, এই কারণে কোন কোন লোকে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনার জন্য ব্যবহার করে।

ইহার বীজ অজীর্ণনাশক ও স্নায়বিক রোগনাশক (Hindu Met. Med.)।

ইহার বীজ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য রোগনাশক, বলকারক ও উত্তেজক (Pharm. Ind.)। অতিমাত্রায় ইহার বীজ বিষবৎ। ইহা পক্ষাঘাত, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, উদরাময়, রক্ত আমাশয়, কোষ্ঠবদ্ধ, অর্শ ও লালামেহের পক্ষে হিতকর।

ইহা অবিরাম জ্বর, মৃগী, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগে প্রযুক্ত হয়।

কঙ্কণদেশে ইহার বীজ অল্পমাত্রায় অপরাপর সৌগন্ধ দ্রব্যের সহিত মিশাইয়া পেটবেদনায় ব্যবহার করে; ইহার ছালের টাটকা রস কলেরা ও পুরাতন রক্ত আমাশয়ে ব্যবহৃত হয়, কোন কোন স্থানে অল্প পরিমাণ আফিংএর পরিবর্ত্তে উত্তেজক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (Dymock)।

পাতার পুলটিস দিলে ঘা ও ক্ষত শীঘ্র আরাম হয়। ইহার মূলের ত্বক্ গুঁড়াইয়া নেবুর রসের সহিত মিশাইয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইলে কলেরা রোগে বিশেষ ফল প্রদান করে (Watt)।

ম্যালেরিয়া জ্বরে ইহা একটী ফলপ্রদ ঔষধ এবং বুকে সর্দ্দি বসিলে ইহার সর্দ্দি বাহির করিবার শক্তি আছে (Watt)। পেট ফাঁপা এবং আমাশয়ের সহিত অজীর্ণ হইলে কুচিলার দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। ইহা স্নায়ু-সকলের উত্তেজক, এই জন্য পক্ষাঘাত ও ইন্দ্রিয়-শৈথিল্যে হিতকর। ইহা বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে শরীরে জ্বালা উৎপাদন করে এবং চর্ম্ম হইতে শরীরে বিষক্রিয়া প্রকাশ করে। কুচিলা, অহিফেন ও গোলমরিচ প্রত্যেকটী ২ গ্রেণ পরিমাণ লইয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে স্নায়বিক রোগ নাশ করে।

কুচিলার যোগে কবিরাজী শূলহরণ নামক শূল রোগের ঔষধ প্রস্তুত হয়। হরীতকী,

পিপুল, গোলমরিচ, আদা, কুচিলা, হিঙ্গু, গন্ধক ও সৈন্ধব লবণ প্রত্যেকটী সমপরিমাণ লইয়া ৪ গ্রেণ পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া গরম জলের সহিত আহারের পর সেবন করিলে উদরাময়, পেটবেদনা এবং অজীর্ণ আরাম হয়।

শূলহরণ যোগ—

হরীতকী ত্রিকটুকং কুচিলা হিঙ্গু গন্ধকম্।
সৈন্ধবঞ্চ সমং সর্ব্বং বটীঃ কুর্য্যাৎ সুখাবহাঃ ॥
লঘুকোলপ্রমাণাস্তাঃ শস্তস্তে প্রাতরেব চ।
একৈকা বটিকা গ্রাহ্যা গুল্মশূলনিবারিণী ॥
গ্রহণ্যামতিসারে চ সাজীর্ণে মন্দপাবকে।
যোজয়েদুষ্ণপয়সা সুখমাপ্নোতি তৎক্ষণাৎ ॥ রসেন্দ্রসারসংগ্রহঃ

কুচিলা মূলের ত্বকের সহিত পাতিনেবুর রস মিশ্রিত করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে বিসূচিকা নষ্ট হয়। কুচিলা অল্প মাত্রায় সেবন করিলে অন্ন ও পিত্ত হইতে রস নির্গত করিয়া পরিপাক শক্তি বাড়াইয়া দেয়। ইহা গর্ভাশয়, জননযন্ত্র ও মূত্রযন্ত্রের উত্তেজক বলিয়া ঋতু বাড়াইয়া দেয়।

অধিক মাত্রায় কুচিলা ব্যবহার করিলে আক্ষেপ বাড়াইয়া দেয় এবং আক্ষেপের সময়ে ধমনীর সঙ্কোচ করাইয়া রক্তের চাপ বৃদ্ধি করে, চক্ষের তারা স্থির হয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি পড়িতে থাকে এবং শ্বাসযন্ত্রের আক্ষেপবশতঃ নিঃশ্বাস বাহির হয় না। অতিমাত্রায় ব্যবহার করিলে নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া হাঁপ বাড়িতে থাকে, রক্তের উত্তাপ বাড়িয়া জ্ঞানশক্তি নষ্ট হইয়া মৃত্যু ঘটে।

ইহার বীজ উত্তেজক, নার্ভের পুষ্টিকারক, বাত, গ্রহণী, বিসূচিকা, ধ্বজভঙ্গ, শূল, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ, শুক্রমেহ, কফ ও কাশি নাশ করে।

কুচিলা বীজ অতিশয় তিক্ত এবং বিষাক্ত, ইহাতে শতকরা $\frac{1}{4}$ হইতে $\frac{1}{2}$ অংশ পরিমাণ strychnine এবং brucine আছে। ইহা অবিরাম জ্বর, পক্ষাঘাত, বহুমূত্র ও রক্তহীনতা রোগে বিশেষ হিতকর। (Fig. 387.)

388. S. potatorum Linn. (নির্ম্মলী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 633B ; Roxb., Cor. Pl., i. t. 5 ; Wight, Ill. Ind. Bot., ii. t. 156.

Ref.—F. B. I., iv. 90 ; Roxb., F. I., i. 576 ; B. P., ii. 704.

জন্মস্থান—পশ্চিম বিহার, ছোট নাগপুর, উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য ও সিংহলদ্বীপে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. কতক, অম্বুপ্রসাদন ; বা. হি. নির্ম্মলী ; তা. তেত্তরান-কোট্টাই ; তে. চিল্লাজিল্লালু ; সামতাল—কুচিলা ; Eng. Clearing nut.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ মাত্রা ১-২ আনা; বমনের জন্য ৩ আনা।

বর্ণনা—মধ্যমাকৃতি গাছ, ৪০।৫০ ফুট উচ্চ। ছাল ½-¾ ইঞ্চি পুরু, কৃষ্ণবর্ণ কিংবা ধূসরের আভাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ, কর্কের মত। পত্র ২½ ইঞ্চি লম্বা, ১ ইঞ্চি বিস্তৃত, ডিম্বাকৃতি, দুইদিকে সরু, স্থানে স্থানে অস্পষ্ট। পত্র সূক্ষ্মলোমযুক্ত, গোড়ায় ৩টী শিরা আছে। বোঁটা ক্ষুদ্র, পুষ্পদণ্ড ১ ইঞ্চি, ফুল শ্বেত অথবা পীতবর্ণ, সৌগন্ধযুক্ত। স্ত্রীকেসরদণ্ড লম্বা, মোটা। ফল ⅔ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়। বীজ ১ কিংবা ২টী হয়, গোলাকার, ½-⅓ ইঞ্চি, বোতামের ন্যায়, কুচিলার বীজ অপেক্ষা ক্ষুদ্র, বীজের স্বাদ নাই। গ্রীষ্মকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ ঘোলা জল পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় (সুশ্রুত)। নির্ম্মলী প্রধানতঃ নেত্ররোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার বীজ মধু ও অল্প কর্পূরের সহিত বাটিয়া চক্ষে প্রলেপ দিলে চক্ষের জল-পড়া আরাম হয় জল ও সৈন্ধব লবণের সহিত মাড়িয়া ব্যবহার করিলে চক্ষু-উঠা আরাম হয় (Hind. Met. Med.)। ইহার বীজ বিষাক্ত নহে, এই কারণে ইহা বমনকারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (Ainslie)। ইহা বহুমূত্র ও গণোরিয়া-নিবারক। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে রুক্ষ ও শান্তিকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা উদরে মালিশ করিলে পেটের বেদনা আরাম হয়। ইহা একটী সর্পবিষের ঔষধ (Dymock)।

মান্দ্রাজ দেশের লোকে ইহার বীজ বহুমূত্র ও গণোরিয়া রোগে ব্যবহার করে (Drury)। যে উদরাময় বহুদিন ধরিয়া আরাম হয় নাই এবং বহু ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফল হয় নাই, ইহার একটী কিংবা অর্দ্ধখানি বীজ গুঁড়া করিয়া ঘোলের সহিত ব্যবহার করিলে উক্ত উদরাময় একেবারে আরাম হয় (Watt)।

নির্ম্মলী ফল মধুতে ঘষিয়া কর্পূরের সহিত চক্ষে অঞ্জন দিলে চক্ষু হইতে জল-পিচুটী-পড়া আরাম হয়। (ভাবপ্রকাশ)

কতকস্য ফলং ঘৃষ্টা মধুনা নেত্রমঞ্জয়েৎ।
ঈষৎকর্পূরসহিতং তৎ স্যান্নেত্রপ্রসাদনম্॥ ভাবপ্রকাশঃ

নির্ম্মলীর বীজ বাটিয়া উদরে প্রলেপ দিলে শূলবেদনা আরাম হয়। ইহার শীতকষায় সোমরোগ ও গণোরিয়া রোগে বিশেষ হিতকর। (Fig. 388.)

LXIX. GENTIANACEAE.

Genus—CANSCORA Roem.

389. C. decussata Roem. (ডানকুনি)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 638A.

Ref.—F. B. I., iv. 104; Roxb., F. I., i. 403; B. P., ii. 708; Prain, H. H., 233.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের অকর্ষিত পতিত ও আর্দ্রভূমিতে প্রচুর জন্মে, বোটানিক গার্ডেনে অনেক দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. দণ্ডোৎপল, শঙ্খপুষ্পী; বা. ডানকুনি; হি. শঙ্খহূলী।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ্।

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, ৬-১৮ ইঞ্চি লম্বা, কাণ্ডে চারিটী শিরা আছে। শাখাগুলি উপর দিকে বিস্তৃত। পত্র অনেক হয়, বোঁটা ছোট। নীচের পত্র প্রায় ১ ইঞ্চি, উপরের পত্র ছোট, ডিম্বাকৃতি ও লম্বা, বৃন্তদেশ গোলাকার। পুষ্পদণ্ড লম্বা ও চতুষ্কোণ। পুষ্পস্তবক গোলাকার, ফুল শ্বেতবর্ণ কিংবা ফিকে পীতবর্ণ; পুংকেসর ৪টী ও ছোট। স্ত্রীকেসরদণ্ড ছোট। বীজ বড়, কাল ও ধূসরবর্ণ। (এই গাছ বর্ষার শেষে উচ্চ জমিতে জন্মে।) শরৎকাল হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু শাস্ত্রমতে এই গুল্ম ধারক ও বলকারক এবং স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য রোগে বড়ই হিতকর। ইহা পক্ষাঘাত ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার টাটকা রস ১ আউন্স পরিমাণ প্রয়োগ করিলে পাগল রোগ আরাম হয় (Dutt.)। ইহার টাটকা রস ১ আউন্স মধু এবং পুষ্করমূল (কুড়) সহ পাগলকে পান করাইলে পাগলামি আরাম হয়।

গুলঞ্চ, অপামার্গ, বিড়ঙ্গ, কুষ্ঠমূল, শতমূলী, বচ, হরীতকী, ডানকুনি (শঙ্খপুষ্পী) সমপরিমাণ গুঁড়া করিয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া উক্ত গুঁড়া ৩ দিন ব্যবহার করিলে মেধা বৃদ্ধি হয় এমন কি ছাত্রেরা এক দিনে ১০০০ শ্লোক মুখস্থ করিতে পারে বলিয়া কথিত আছে। (Fig. 389)

Genus--SWERTIA Ham.

390. S. Chirata Ham. (চিরেতা)

Fig.—Bentl & Trim., iii, t. 183; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 641B.

Ref.—F. B. I., iv. 124; Dym., ii. 511; Roxb., F. I., ii. 71.

জন্মস্থান—হিমালয় পর্ব্বতের নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে ৪০০০ হইতে ১০,০০০ ফুট উচ্চে কাশ্মীর হইতে ভূটান এবং খাসিয়া পাহাড়ের ৪০০০ হইতে ৫০০০ ফুট উচ্চে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. কিরাততিক্ত, ভূনিম্ব; বা. হি. চিরেতা; তা. নীলবেম্বু; তে. নীলবেম; বম্ব—কিরাত; মালাবার—নীলবেপ্পা; বর্ম্মা—সেখাগী।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ্। চূর্ণ ১-৪ আনা; কাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—ছোট খাড়া গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, কাণ্ড ২-৫ ফুট উচ্চ। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ১/২ ইঞ্চি বিস্তৃত; গাছের নীচের পাতা বড় হয়। প্রশাখাগুলি গোলাকার অথবা চারিটী শিরাবিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ড বহু শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট, পত্রপূর্ণ। ফুলের বহির্ব্বাস ১/৩ ইঞ্চি। পুষ্প সবুজ ও পীতবর্ণ। পুংকেসর লম্বা; বীজকোষ ১/৪ ইঞ্চি ডিম্বাকৃতি, সূক্ষ্ম। বীজ ১/২০ ইঞ্চি মসৃণ। আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বাণ্ডিল বাজারে বিক্রীত হয়। সমগ্র গাছটী ঔষধে ব্যবহৃত হয়, বিশেষতঃ ইহার মূল অধিক মূল্যবান্। দেশীয় বৈদ্যেরা ইহাকে পাকযন্ত্র-শোধক ও বলকারক বলিয়া বর্ণনা করেন। Dr. Drury বলেন যে ইহার কাথ খাওয়া উচিত নহে গাছের কাণ্ড জলে ভিজাইয়া সেই জল খাইতে হয়। কেহ কেহ বলেন যে চিরেতা সিদ্ধ করিলে ইহার শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। চিরেতা বলকারক, তিক্ত ও বাতরোগগ্রস্ত ব্যক্তির অজীর্ণে বড়ই উপকারী। চিরেতা প্রধানতঃ নেপাল হইতে বঙ্গদেশে আমদানী হয়; নেপাল হইতে আসে বলিয়া ইহার আর একটী নাম নাইপাল। চিরেতা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার করে এবং পিত্ত নিঃসরণ করিয়া দেয়।

আয়ুর্ব্বেদে ইহা বলকারক, জরনাশক, ধারক, গাত্রদাহ, কৃমি ও চর্ম্মরোগ-নিবারক বলিয়া বর্ণিত হয়। চিরেতার সহিত আরও ৫০টী মসলাযোগে যে সুদর্শনচূর্ণ প্রস্তুত হয় উহা পৈত্তিক জরের অব্যর্থ ঔষধ। Dr. Moodeen Sheriff বলেন যে প্রকৃত চিরেতার সহিত S. angustifolia, S. decussata এবং S. elegans প্রভৃতি কয়েকটী গাছ ভেজাল দিয়া বাজারে বিক্রয় হয়।

চিনি ও চিরেতা-চূর্ণ সমভাবে লইয়া পান করিলে অথবা চিরেতা ও মধু একত্রযোগে সেবন করিলে গর্ভাবস্থায় বমন আরাম হয়। (হারীত)

চন্দন ও চিরেতার কাথ সেবন করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয়। (চরক)

ইহা বলকারক, মৃদুবিরেচক, জরনাশক; হাত-পায়ের জ্বালা-নিবারক, ক্রিমিনাশক ও চর্ম্মরোগে হিতকর (W. C. Dutt.)। (Fig. 390.)

Genus—LIMNANTHEMUM Griseb.

391. L. cristatum Griseb. (চাঁদমালা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, t. 29 (1692); Wight, Ill. Ind. Bot., ii, t. 157; Roxb., Cor. Pl., ii. 3, t. 105.

Ref.—F. B. I., iv. 131; Dalz & Gibs., Bomb, Fl., 158.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতের ও বঙ্গদেশের পুষ্করিণী ও ঝিলে সচরাচর দেখা যায়। কাশ্মীর দেশীয় হ্রদে বহুপরিমাণে আছে।

বিভিন্ন নাম—সং. কালাম্বুশারিবা ; বা. চাঁদমালা, সিউলীছোপ ; হি. টগরপাত্বিকা।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ্।

বর্ণনা—লতানে উদ্ভিদ্, জলে ভাসিয়া থাকে, গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। পত্রের ব্যাস ১-৩ ইঞ্চি, দেখিতে শালুক ফুলের পত্রের ন্যায় কিন্তু আকারে ক্ষুদ্র, পত্রবৃন্ত ১½ ইঞ্চি লম্বা। পত্রের উপরিভাগ মসৃণ, নিম্নের শিরাগুলি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ফুল শ্বেতবর্ণ, ফল গোলাকার, ফলে ১-২টী বীজ থাকে, বীজ গোলাকার ১/১৬ ইঞ্চি। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কথিত আছে যে দুগ্ধবতী গাভীকে ইহা খাইতে দিলে দুগ্ধ বাড়িয়া থাকে। অনেক কবিরাজী ও হাকিমী ঔষধে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (Fig. 391.)

LXX. HYDROPHYLLACEAE.

Genus—HYDROLEA Vahl.

392. H zeylanica Vahl. (ঈষলাঙ্গুলা)

Fig.—Lamk, Ill., t. 184 ; Bot. Mag., n. 193, t. 26 , Wight, Ill., t. 167 & Ic. t. 601 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 644.

Ref.—F. B. I., iv. 133 ; Roxb., F. I., ii. 73 ; B. P., ii. 711 ; Watt, iv, Pt. 1, 315 , Prain, H. H., 241.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ , হুগলী, হাওড়া ও বর্দ্ধমান জেলার নিম্ন জলাভূমি ও ধান্যক্ষেত্রে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. লাঙ্গুল , বা. ঈষলাঙ্গুলা, কাঁকড়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী কাঁটাশূন্য গুল্ম। ইহার প্রত্যেক গাঁইট হইতে শিকড় জন্মে। কাণ্ড ও শাখা নরম ও ছোট, পত্র ১-২½ ইঞ্চি লম্বা, দেখিতে বেলপাতার ন্যায় লম্বা, বোঁটা ছোট, পত্রের উভয় দিক্ ক্রমশঃ সরু। পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়। ফুল উজ্জ্বল ফিকে সবুজবর্ণ। ফুলের পাপড়ি কোমল ও লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ১-২ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পস্তবক ¼ ½ ইঞ্চি। পুংকেসর সূক্ষ্ম, স্ত্রীকেসরদণ্ড লম্বা, বিস্তৃত। বীজকোষ ডিম্বাকৃতি ও লম্বা। বীজকোষে ছোট ছোট লম্বা বীজ অনেক থাকে। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র পেষণ করিয়া ক্ষতে লাগাইলে ক্ষত পরিষ্কার হইয়া শীঘ্র আরাম হইয়া যায়। ক্ষতে কোন প্রকার বিষাক্ত দোষ হইলে ইহা দোষ নষ্ট করিয়া ক্ষত সারাইয়া আনে। (Fig. 392)

LXXI. BORAGINEAE.

Genus—CORDIA Linn.

393. C. myxa Linn. (বহুনারী)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iv, t. 37; Wight, Ill., t. 169; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 645.

Ref.—F. B. I, iv. 136; Roxb., F. I., i. 590; B. P., ii. 714; Prain, H. H., 241.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশের চিনাব হইতে আসাম ৫০০০ ফুট উচ্চে এবং বঙ্গদেশের পার্ব্বত্য প্রদেশ, বর্ম্মা, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ; বঙ্গদেশের জঙ্গলে ও গ্রামের কিনারায় দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. বহুবার, বা. বহুনারী; হি. লাসোরা; লেপ্‌চা—নিস্থত; তা. বিদি।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্।

বর্ণনা—৩০-৪০ ফুট উচ্চ গাছ; শরৎকালে পত্র পতিত হয়। কাণ্ড বক্র। ত্বক্ ½ ¾ ইঞ্চি পুরু ধূসরবর্ণ, লম্বা ভাগে কর্ত্তিত দাগ আছে। কাষ্ঠ ঈষৎ ধূসরবর্ণ। পত্র ডাঁটার উভয় দিকে হয়, ১৫ ইঞ্চি লম্বা। পত্র কোনটী লম্বা এবং কিনারাগুলি অস্পষ্ট, পত্রের বোঁটার দিক্ হৃৎপিণ্ডাকৃতি। পত্রের শিরা ৩-৫টী, বোঁটা ১-২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ছোট, উভয়লিঙ্গ-বিশিষ্ট, শ্বেতবর্ণ, পুষ্পদণ্ডে অনেক শাখা আছে। ফলে শাঁস আছে, ½-১ ইঞ্চি লম্বা, পাকিলে ঈষৎ পীতবর্ণ, লাল এবং কৃষ্ণবর্ণ হয়। ফল উজ্জল, শক্ত ও মিষ্ট, ফল দেখিতে প্রায় সুপারীর মত। প্রত্যেক ফলে একটী বীজ থাকে। চৈত্র মাসে ফুল হয় এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকদের মতে ইহার ছাল সর্দ্দিনিবারক, পাকা ফল মিষ্ট এবং স্নিগ্ধকর। ইউরোপীয়দের মতে ইহা হৃদ্‌যন্ত্র ও মূত্রযন্ত্রের উপর কার্য্য করে। ইহার ১০-১২ ড্রাম পরিমাণ শাঁস বিরেচক; ছাল জ্বরনাশক ও বলকারক (Dymock, ii. 519)। ইহার বীজ ক্রিমিনাশক, ছাল বলকারক (Ainslie)। (Fig. 393)

394. C. obliqua Willd. (ছোট বহুনারী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 646.

Ref.—F. B. I., iv. 137; Roxb., F. I., ii. 330; B. P., ii. 714.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর; পশ্চিমভারত, পঞ্জাব হইতে সিংহল পর্য্যন্ত ভূভাগে দৃষ্ট হয়।

বিভিন্ন নাম—সং. ভূকর্ব্বুদার ; বা. ছোটবহনারী ; হি. ছোট লাসোরা ; তা. স্পিরুনারুবিলি ; তে. সিন্নাবটকু।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা ৪০ ফুট উচ্চ গাছ, ইহা দেখিতে অনেকটা C. myxa গাছের তুল্য। পত্র দণ্ডের উভয়দিকে জন্মে, ডিম্বাকৃতি ; পাতার পার্শ্বশিরা ৬টী, পাতায় কোমল লোম আছে, কিনারাগুলি কর্ত্তিত। ফল ১ ইঞ্চি, গোলাকার, বকুলের ন্যায় দুইদিকে ক্রমশঃ সরু, ফলে ১টী বীজ থাকে, বীজ হইতে শাঁস পৃথক্ করা যায়। ইহার বীজ করাত দিয়া কাটিলে এক প্রকার অপ্রীতিকর গন্ধ বাহির হয় (Dymock)। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ফুল এবং বর্ষাকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফল সর্দ্দিনিবারক এবং ধারক। সিন্ধুদেশের লোকেরা ইহাকে স্নিগ্ধকর বলিয়া বর্ণনা করে। ইহার কাঁচা ফল হইতে এক প্রকার আঠা বাহির হয়, উহা গণোরিয়া-নিবারক (Watt)। C. obliqua র আর একরকম জাতি আছে উহার গুণ এই গাছের সমান বলিয়া আর পৃথক্ লেখা হইল না। (Fig. 394)

Genus—HELIOTROPIUM Linn.

395. H. indicum Linn. (হাতিশুঁড়া)

Fig.—Wight, Ill., t. 171 ; Rheede, Hort. Mal., x, t. 48.

Ref.—F. B. I., iv. 152 ; Roxb., F. I., i. 454 ; B. P., ii. 716 ; Prain, H. H., 242.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের অকর্ষিত জঙ্গলের ধারে ও সুরকীর গা ও আবর্জ্জনাপূর্ণ স্থানে দেখা যায় ; বোটানিক গার্ডেনে অনেক দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. হস্তিশুণ্ডী ; বা. হি. হাতিশুঁড়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ্। রস, মাত্রা ½-১ তোলা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম, ১-২ ফুট উচ্চ ; কাণ্ড ফাঁপা ও নরম। শাখাগুলি খাড়া হইয়া থাকে। গাছে বিস্তৃত শ্বেতবর্ণ লোম আছে। পত্র ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, নিম্নদিকে লোমযুক্ত, বৃন্তদেশ গোলাকার অথবা হৃৎপিণ্ডাকৃতি, পুষ্পদণ্ড হস্তীর শুণ্ডের ন্যায়, অগ্রভাগ অবনত, ½ ইঞ্চি লম্বা। ফুল শ্বেতবর্ণ, ঈষৎ বেগুনে ও ছোট ; পাপড়ি ৫।৬ ভাগে বিভক্ত। ফল ⅙ ইঞ্চি লম্বা, প্রত্যেক ফলে ১টী বীজ থাকে। সাধারণতঃ বর্ষার পরে ফুল ও ফল হইয়া থাকে, তবে বৎসরের অন্য সময়েও কখনও কখনও ইহার ফুল ও ফল হইতে দেখা যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—দেশীয় কবিরাজেরা ইহার পাতার রস দন্তের মাড়ির ক্ষতে এবং মুখের ব্রণে ব্যবহার করেন। চক্ষু উঠিলে হাতিশুঁড়ার প্রলেপ দিলে চক্ষু-উঠা সারিয়া যায়। হাতিশুঁড়ার আদিম বাসস্থান পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, তথাকার লোকে এই গাছ ক্ষত-নিবারক বলিয়া ব্যবহার করে। হাতিশুঁড়ার পাতার সহিত রেড়ির তৈল মিশাইয়া বিছা ও বোল্‌তা কামড়ান স্থানে প্রয়োগ করিলে যন্ত্রণা আরাম হয়। পাগলা কুকুরে কামড়াইলে হাতিশুঁড়ার রসে কুকুর বিষ নষ্ট হয় (Met. Med. Ind., ii, 414)। ভারতের কোন কোন স্থানে পোকায় কামড়াইলে এবং সর্পবিষে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহা ক্ষত-নিবারক ও ফোড়ায় হিতকর এবং সন্নিপাত-জ্বর-নিবারক। (Fig. 395)

Genus—TRICHODESMA R. Br.

396. T. indicum R. Br. (ছোট কল্প)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 655A.

Ref.—F. B. I., iv. 153 ; Roxb., F. I., i. 458 ; B. P., ii. 720.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র দেখা যায়; হুগলী, হাওড়া ও বর্দ্ধমান জেলার মাঠে ও অকর্ষিত ভূমিতে বহুপরিমাণে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. ছোট কল্প ; সিন্ধু—গাওজাবান ; পঞ্জাব—কৌরী-বুটী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র ও শিকড়।

বর্ণনা—সোজা গুল্মজাতীয় গাছ, ইহার কাণ্ডে ও পাতায় শক্ত শক্ত লোম আছে। কাণ্ড ঘনসন্নিবদ্ধ, ১৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হয়। পত্র ডাঁটার দুই দিকে জন্মে, ১-৪ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা ছোট। ফুল এক একটী হয়, ফিকে লালবর্ণ, এবং লাল ও শেষে শ্বেতবর্ণ হয়। পুষ্পস্তবক ½ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, লোমযুক্ত। ফুলের পাপড়ি ৫টী। ফল ½ ইঞ্চি, খসখসে, শ্বেতবর্ণ কিংবা পাকিলে ঈষৎ বেগুনে হয়। বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা সর্পবিষের মহৌষধ এবং মূত্রকর। দাক্ষিণাত্যে ইহা পুলটিসরূপে ব্যবহৃত হয় (Watt)। ছোটনাগপুরের লোকে ইহার শিকড় গুঁড়া করিয়া ফুলায় ও গেঁটেবাতে প্রয়োগ করে (Rev. A. Campbell)। ইহা রক্ত পরিষ্কারক ও স্নিগ্ধকর। (Fig. 396)

397. T. zeylanicum Br. (বড় কল্প)

Fig.—Burm f, Fl. Ind. 41, t. 14, Fig. 2 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 655B.

Ref.—F. B. I., iv. 154 ; Roxb., F. I., i. 458 ; B. P., ii. 720 ; Prain, H. H., 243.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনায় সচরাচর দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. বড় বন্ন; হি. ছোট মুড়িয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম, ১-২ ফুট উচ্চ। কাণ্ড শক্ত ও ঘন লোমযুক্ত, কখন কখন লোমগুলি বেগুনে-রংবিশিষ্ট হয়। পত্র ছোট, ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ সরু। ফুল ফিকে নীলবর্ণ। বহির্ব্বাস ½ ইঞ্চি লম্বা। ফল পাকিলে ধূসরবর্ণ, ইহা দেখিতে T. indicumএর ফলের ন্যায়। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র পুলটিসে ব্যবহৃত হয়; ইহাতে আক্রান্ত স্থান নরম হয়। (Fig. 397)

LXXII. CONVOLVULACEAE.

Genus—ARGYREIA Sw.

398. A. speciosa Sw. (বীজতাড়ক)

Fig.—Wight, Ic., t., 851; Burm., Fl. Ind., 18, t. 20, Fig. 1; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 658.

Ref.—F. B. I., iv. 185; Roxb., F. I., i. 488, B. P., ii. 741; Pram, U. H., 247.

জন্মস্থান—পূর্ব্ববঙ্গ, চট্টগ্রাম, আসাম, মহীশূর এবং বঙ্গদেশের বহু স্থানে জন্মে। হুগলী ও হাওড়া জেলার গ্রামের ধারে জঙ্গলে দেখা যায়। শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে বহু গাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—সং. বৃদ্ধদারক; বা. বীজতাড়ক; হি. সমন্দরকা-পাট; তে. সমুদ্রপেলা; তা. সমুদ্রশোক; সাঁওতাল—কেদক-আরক।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র; শিকড়। মাত্রা, মূলচূর্ণ ১-৪ আনা; বীজচূর্ণ ½-২ আনা।

বর্ণনা—বহুদূরব্যাপী, বৃক্ষারোহী, জড়ানে লতা; ডাঁটা শক্ত ও গোলাকার, লতার গায়ে সুন্দর পশমের মত নরম ও শ্বেতবর্ণ লোম আছে। প্রশাখা মোটা, শ্বেতবর্ণ এবং শক্ত লোমাবৃত। পত্র ১½-৩ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, প্রশস্ত, দেখিতে অনেকটা পানের ন্যায়, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। পাতার উপরিভাগে সূক্ষ্ম লোম এবং নীচে পশমের ন্যায় লোম আছে। পত্র দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বিস্তারে অধিক। বোঁটা ১-২ ইঞ্চি, ঘন পশমময় লোমাবৃত। পুষ্পদণ্ড ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, বহুশাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট। ফুলের কুঁড়ি বৃহৎ, অগ্রভাগ ছুঁচালো। ফুলের পাপড়ি ৫টী, পুংকেসর ৫টী, মধ্যস্থলে গর্ভকেসর থাকে।

ফুল কলমী ফুলের স্থায় গোলাপী সৌগন্ধবিশিষ্ট, রাত্রে প্রস্ফুটিত হয়। পুষ্পনল ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, সরু, শ্বেতবর্ণ। ফল গোলাকার ১ ইঞ্চি পরিমাণ, মসৃণ, উজ্জল, ফিকে ধূসরবর্ণ। পক্ক ফল আপনা আপনি ফাটিয়া যায়। বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুলের সময়, পরে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় বলকারক, বাতনাশক এবং স্নায়বিক রোগে ব্যবহৃত হয় (Dutta)। পাতায় ফোড়া পাকাইয়া দেয় ও পুঁজ নির্গত করিয়া দেয়। ইহা চর্ম্মরোগে হিতকর। ইহার মূল গুঁড়া করিয়া দুগ্ধের সহিত প্রয়োগ করিলে গ্রন্থির পুঁজ নির্গত হইয়া যায়।

ভিনিগারের সহিত ইহার আঠা শরীরে মাখিলে শরীরের স্থূলতা কমাইয়া দেয় (Watt)। ইহার পাতা কোন স্থানে লাগাইলে চর্ম্ম আরক্ত হয়। বৃদ্ধদারকের মূল পাকান, ½ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, কর্ত্তিত অংশ কৃষ্ণবর্ণ। ইহা বৃষ্য এবং বৃদ্ধদিগের শরীরের পুষ্টিসাধন করে। বঙ্গদেশে A. speciosa গাছ বৃদ্ধদারক বলিয়া ব্যবহার করে কিন্তু পশ্চিম ভারতে বৃদ্ধদারক বলিয়া যে মূল বিক্রয় হয় তাহা এই গাছের মূল নহে। নির্ঘণ্টু মতে ইহা ছাগলস্কুরি, ছাগলান্ত্রিকা, দীর্ঘমূলক, দুর্গা প্রভৃতি নামে খ্যাত আছে। ইহাতে বেশ জ্ঞাত হওয়া যায় যে ছাগলখুরীই বৃদ্ধদারক। বৃদ্ধদারক ধারক, উষ্ণ, বলকারক, বাতনাশক, শোথ, গণোরিয়া এবং সন্ধিনাশক বলিয়া বর্ণিত আছে।

বৃদ্ধদারকের মূল গোমূত্রের সহিত শ্লীপদে লাগাইলে উহা সারিয়া যায়। ইহার মূলচূর্ণ, শতমূলীর রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে; সেই চূর্ণ গব্যঘৃত-যোগে উপযুক্ত মাত্রায় ১ মাস সেবন করিলে মানুষ মেধাবী হয় ও চিরযৌবন লাভ করে।

পুত্রকামী পুরুষ বৃদ্ধদারক মূলের কল্ক এবং দুগ্ধ, গব্যঘৃতের সহিত যথাবিধি পাক করিয়া যোগ্য মাত্রায় খাইলে বেশ বলবান্ হয়; ইহা একটী উৎকৃষ্ট রসায়ন।

আর একপ্রকার বৃদ্ধদারক আছে ইহার লাটিন নাম A. argentea Choisy. ইহা হুগলী জেলায় স্থানে স্থানে দেখা যায়। চন্দননগর ও চুঁচুড়ার যে সমস্ত বাগান জঙ্গলে পরিপূর্ণ আছে সেইগুলির কোন কোনটীর কিনারায় অপর গাছে জড়াইয়া এই গাছ উঠিতে দেখা যায়। ইহা বীজতাড়কের তুল্য গুণবিশিষ্ট বলিয়া আর পৃথক্‌ভাবে লেখা হইল না।

কবিরাজী শাস্ত্রেও বৃদ্ধদারকদ্বয় বলিয়া লিখিত আছে। উভয় বৃদ্ধদারকই সমগুণবিশিষ্ট। (Fig. 398)

Genus—IPOMOEA Sw.

399. I. Pes-Caprae Sw. (ছাগলখুরী)

Fig.—Rumph. Herb. Amb. v. t. 159, Fig. i; Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, xxi, t. 26, Fig. 59; Cleghorn. in Madras. Journ., xvii, t. 3.

Ref.—F. B. I., iv. 212 ; Roxb., F. I., i. 485 ; B. P, ii. 736 ; Dym., ii. 526 ; Prain, H. H., 245.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা, সুন্দরবন, চট্টগ্রাম, বিশেষতঃ সমুদ্রের কিনারায় অধিক জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. ছাগলখুরী ; হি. দোপাটীলতা ; তে. চেবুলাপিল্লি-তিগি ; তা. আদাপুকদী ; উড়িষ্যা—কংসারিনাটা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, মূল।

বর্ণনা—লতানে উদ্ভিদ, সমুদ্রতীরে বালুকাময় স্থানে অধিক জন্মে। এই গাছ Dr. Kurz রাণীগঞ্জের পাহাড়ে দেখিয়াছিলেন। পত্র ১-৪ ইঞ্চি লম্বা ও নরম, কাঞ্চন ফুলের পাতার ন্যায় অগ্রভাগ দুই ভাগে বিভক্ত ; শিরাগুলি স্পষ্ট, পত্রের শিরা কম ; বোঁটা ১-৪ ইঞ্চি, পুষ্পদণ্ড ১-৪ ইঞ্চি। ফুল বড়, লাল ও বেগুনে, পাপড়ি ½-¾ ইঞ্চি। পুষ্পস্তবক ২ ইঞ্চি, মোচার ন্যায়। বীজকোষ ½ ইঞ্চি, গোলাকার সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বীজ লম্বা, নরম লোমাবৃত। ছাগলখুরীর ফলে ৪টী বীজ থাকে। বৃদ্ধদারকের ফুল ছোট, পাতা বড এবং শিরা অধিক পরিমাণে আছে। বৎসবের প্রায় সকল সময়েই ছাগলখুরীর ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতা বাতে ব্যবহৃত হয়, ইহা পেট-বেদনা নাশ করে। মূলের রস মূত্রকর ও শোথরোগ-নাশক। পাতার মিষ্টরস শোথের পক্ষে হিতকর (Dymock)। পাতা সর্দ্দিনাশক এবং মূলের রস বিবেচক, মাত্রা ১২-১৪ গ্রেণ। পশ্চিম ভারতের কলিস্‌জাতি সন্তানপ্রসবের ১৬ দিন পরে শিশুর দোলনায় এই গাছের ফুল দিয়া ষষ্ঠী দেবীর পূজা করে, উহাতে সন্তানের কোন অমঙ্গল হয় না বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস আছে। (Fig. 399)

400. I. Batatus Lamk. (সকরকন্দ আলু)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vii, t. 50 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 663.

Ref.—F. B. I., iv. 202 ; Roxb., F. I., i. 483 ; B. P. ii. 735 ; Prain, H. H., 245.

জন্মস্থান—আমেরিকা-দেশীয় উদ্ভিদ, ভারতে সর্ব্বত্র চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. সকরকন্দ আলু, রাঙ্গা আলু ; তা. বিল্লি-কিলঙ্গু ; তে. কেনাগেদা।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—লতাজাতীয় উদ্ভিদ, মাটিতে গড়াইয়া জন্মে। পত্র কলমীশাকের পত্রের ন্যায়। ফুল ১ ইঞ্চি লম্বা, বেগুনে, পাপড়ি স্থানে স্থানে অস্পষ্ট। পুংকেসর ফুলের ভিতর থাকে। গর্ভাশয় ৪ কুঠরিবিশিষ্ট। বীজ লোমযুক্ত। আলু দুই প্রকার, লালজাতীয় আলুকে

রাঙ্গা আলু ও শ্বেতবর্ণ আলুকে সকরকন্দ আলু বলে। শীতকালে ফুল হয়, ভারতবর্ষে ইহার ফল হয় না।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার কন্দ ধারক, ইহাতে শতকরা ১০-২০ ভাগ চিনি ও ১৬'০৫ ভাগ Starch আছে। ইহা হইতে absolute alcohol পাওয়া যায়। (Fig. 400)

401. I. paniculata R. Br. (ভুঁইকুমড়া)

Fig.—Bot. Reg., t. 62; Bot. Mag., t. 3685; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 662.

Ref.—F. B. I., iv. 202, Roxb., F. I., i. 478; B. P., ii. 735; Prain, H. H., 245.

জন্মস্থান—মধ্য ও পূর্ব্ববঙ্গ, ছোট নাগপুর, আসাম; ভারতের উষ্ণপ্রধান স্থানে জন্মে। হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান জেলার জঙ্গলের ধারে ও বেড়ায় জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. বিদারী; বা. ভুঁইকুমড়া, বিলাইকন্দ, তে. মাট্টা-পাল-টিগা, বম্বে—ফল-কোহালা।

ব্যবহার্য্য অংশ—কন্দ ও মূল।

বর্ণনা—জড়ান, বৃক্ষারোহী লতা। পত্র ৩-৭ ইঞ্চি, পত্রের আকৃতি হস্তাঙ্গুলবৎ ও ৫।৭ অংশে বিভক্ত। পুষ্পদণ্ড পাতার বোঁটা অপেক্ষা বৃহৎ। পুষ্পদণ্ড ৬ ইঞ্চি লম্বা। ফুল কৃষ্ণাভ রক্তবর্ণ, বর্ষাকালে জন্মে। ফুলের পাপড়ি ⅛-⅙ ইঞ্চি, চিক্কণ লোমযুক্ত। পুষ্পস্তবক ১½-২½ ইঞ্চি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, দেখিতে লাল ও বেগুনে। গর্ভাশয়ে ৪টী বিভাগ আছে। বীজকোষ গোলাকার, ৪ ভাগে বিভক্ত। বীজে ⅓ ইঞ্চি লম্বা পশম আছে। লতা মরিয়া গেলে কন্দ মাটীর ভিতর থাকে, পুনরায় বৃষ্টি আরম্ভ হইলে উহা হইতে গাছ বাহির হয়। কন্দের অভ্যন্তর শাঁক আলুর মত শ্বেতবর্ণ ও মিষ্টি, কন্দে শ্বেতবর্ণ আঠা আছে। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত জীরক ঋষভক না পাওয়া গেলে ইহার কন্দ উহাদের স্থানে ব্যবহৃত হয়। বিদারী বলকারক, শান্তিকর ও স্তন্যকর। ইহার কন্দের গুঁড়া মদ্যের সহিত পান করিলে স্ত্রীলোকের স্তনদুগ্ধ বাড়িয়া থাকে। ইহা বলকারক ঔষধ (Makhzon-ul-Adwiya)।

ইহার কন্দের গুঁড়া প্লীহা রোগে হিতকর ও বিরেচক ((Rev. J. Long)।

ইহা যকৃৎ-দোষনাশক (Watt)। ইহার কন্দ ধৌত করিয়া গব্যঘৃতসহ পেষণ করিয়া বিসর্পে প্রলেপ দিলে উহা আরাম হয়। (চরক)

ভূমিকুষ্মাণ্ডের চূর্ণ, ইহার রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে, ঐ চূর্ণ গব্যঘৃত ও মধুসহ সেবন করিলে বেশ বাজীকরণ ঔষধ সেবন করা হয়। (সুশ্রুত)

গরম দুগ্ধ, তিল তৈল, গব্যঘৃত, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইক্ষুরস ও মধু একত্রে নাড়িয়া পান করিলে বিষমজ্বর আরাম হয়। (চক্রদত্ত)

চিনি দিয়া ইহার রস খাইলে পিত্তশূল আরাম হয়। (চক্রদত্ত)

সুরার সহিত বিদারী-কন্দচূর্ণ সেবন করিলে প্রসূতি স্ত্রীলোকদের স্তন্য বাড়িয়া থাকে।

বিদারীকন্দং সুরয়া পিবেদ্বা স্তন্যবর্দ্ধনম্।

আর্ত্তবরক্তের অতিস্রুতিতে ইহা সেবন করিলে রক্তঃস্রাব নিবৃত্তি পায়। Dr. Dymock বলেন যে, ইহাব সরু সরু শিকড় বম্বের বাজারে বিক্রয় হয় তথাকার দেশীয় গাছগাছড়া বিক্রেতারা উহাকে "Asgand" বলে।

বিদারী-কন্দ, যব, বার্লি, দুগ্ধ, ঘৃত, চিনি ও মধু সকলগুলি সমভাগ লইয়া সন্দেশ প্রস্তুত করিয়া খাইলে বালকদের দৌর্বল্য নাশ হয়। ইহা একটী উৎকৃষ্ট রসায়ন।

বিদারী, শালপাইন, গক্ষুর, আপাং, অনন্তমূল, গাদাপুন্না, বৃহতী এইগুলি ১ ২ আউন্স মাত্রায় দিবসে ২ বার সেবন করিলে জ্বর ও কাশ আরাম হয়। ইহাকে বিদারী-কন্দাদি ক্বাথ বলে। (Fig. 401)

Genus—IPOMOEA Roth.

402. I. Nil Roth. (নীলকলমী)

Fig.—Bot. Mag., t. 188; Bot. Reg., t. 85; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 661A.

Ref.—F. B. I., iv, 199; Roxb., F. I. i, 501; B. P., ii, 734; Prain, H. H., 245.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশের বাগানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. নীলকলমী; হি. কালাদানা; তা. জিরিকি-বিরাই; তে. কল্লিবিত্তুলু।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ; ওজনে ½-১ গ্রেণ। পত্র ও পত্র রস।

বর্ণনা—শক্ত লোমযুক্ত লতা, কাণ্ড সরু। পত্রের ব্যাস ২-৫ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি ও হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ইহা ৩ অংশে বিভক্ত, প্রত্যেক অংশের অগ্রভাগ সরু, বোঁটা ১-৪ ইঞ্চি। পুষ্পনল সরু মোচার মত আকৃতি। বীজকোষে ৩টী ঘর আছে, উহা গোলাকার ও মসৃণ। বীজ গোলাপী ও নেবুরংবিশিষ্ট, কোষের মধ্যে ৪-৬টী বীজ থাকে। বর্ষার শেষে ফুল ও শীতের প্রারম্ভে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা অতিশয় বিরেচক, পিত্ত ও সর্দ্দিতে হিতকর। ইহার কৃমিনাশ করিবার শক্তি আছে। Dr. Roxburgh বলেন যে এই ঔষধ জোলাপের জন্য বেশ ব্যবহার হইতে পারে; ইহা অপরাপর ঔষধ অপেক্ষা অধিক সস্তায় পাওয়া যায় অথচ কাজ বেশ ভাল হয়। ১৮৬৮ খৃঃ ইহা Pharm. Ind.তে গৃহীত হয়। ইহার অরিষ্ট, গুঁড়া এবং আঠা জোলাপের কাজে ব্যবহার হয়, তন্মধ্যে আঠাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মাত্রা ৪-৮ গ্রেণ। ইহার বীজের গুঁড়া কুষ্ঠ ও ক্ষয়কাশে ব্যবহার হয়। ইহার পাতার রস স্নিগ্ধকর।

Ipomœa muricata jacq গাছের বীজ কালদানার সহিত মিশ্রিত করিয়া বাজারে বিক্রয় হয় (U. C. Dutt)। ইহার দেশীয় নাম তুরুমিনি। (Fig. 402.)

403. I. pestigridis Linn. (লাঙ্গলীলতা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, t. 59; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl, t. 664.

Ref.—F. B. I., iv, 204; Roxb., F. I., i, 503; B. P., ii, 734; Prain, H. H., 245.

জন্মস্থান—বেহার, ছোটনাগপুর; হুগলী, বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলের ধারে স্থানে স্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. লাঙ্গলিকা, লাঙ্গলীলতা; Eng. Superb lily.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—লতানে উদ্ভিদ, কাণ্ড সরু ও ঘন লোমযুক্ত। পত্র ১-৫ ইঞ্চি, দুই দিকে লোমযুক্ত, পত্রাংশ ৫-৯টী, প্রত্যেক অংশ অস্পষ্ট, অগ্রভাগ সরু। বোঁটা ১-৩ ইঞ্চি; পুষ্পবৃন্ত ½-৩ ইঞ্চি। পুষ্প লাল অথবা শ্বেতবর্ণ, মধ্যমাকৃতি, মোচার মত, ১½ ইঞ্চি, পুষ্পনল সরু, মুখ বিস্তৃত। পাপড়ি ⅙-½ ইঞ্চি, শক্ত, লোমাবৃত। বীজকোষ ⅓ ইঞ্চি, গোলাকার, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বীজ ছোট, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত; ৪-২টী থাকে, কখনও ১টী দেখা যায়। বর্ষায় ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কথিত আছে ইহা পাগলা কুকুরের বিষনাশক। পাতার গুঁড়া মাখনের সহিত গুঁড়া করিয়া পৃষ্ঠব্রণে প্রলেপ দিলে উহা বসিয়া যায়। (Fig. 403.)

404. I. reptans Poir. (কলমীশাক)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, t. 52; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 665.

Ref.—F. B. I., iv, 210, Roxb., F. I., i, 432; B. P., ii, 736; Prain, H. H., 245.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের বহু জলাশয়ে এবং জলাভূমিতে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. কলম্বী ; বা. কলমীশাক ; তা কৈলাঙ্গু ; তে. তুত্তিকোরা।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র লতা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী লতা বহুদূর ব্যাপিয়া জলাশয়ে জন্মে। কাণ্ডের অভ্যন্তর ভাগ ফাঁপা, মধ্যে মধ্যে গাঁইট আছে, প্রত্যেক গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি, অগ্রভাগ সরু, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকার। পুষ্পদণ্ড ২-৭ ইঞ্চি, ১টী হইতে ৫টী ফুল হয়। ফুল বড়, বেগুনে বা শ্বেতাভ সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বীজকোষ ⅓ ইঞ্চি, গোলাকার, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, ৪-২টী বীজ হয় ; বীজ ছোট, পশমের ন্যায় কোমল লোমযুক্ত। বর্ষায় ফুল ও ফল হয়, কখন কখন বৎসরের অন্য সময়েও ফুল-ফল হইতে দেখা যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আফিং কিংবা আর্সেনিক খাইয়া বিষ হইলে বমন করাইবার জন্য ইহার রস অতি হিতকর। কলমীর রস শুষ্ক করিয়া সেবন করিলে দাস্ত করাইয়া দেয় (O'Shaughnessy)।

কলমীশাক সারক, স্তন্য এবং আফিংএর বিষ নাশক। আর্সেনিক অথবা আফিংএর রোগীকে ইহার ½-১ ছটাক পরিমাণ রস খাওয়াইলে আফিংএর অথবা আর্সেনিকের বিষ নষ্ট হইয়া যায় এবং রোগীর প্রাণহানি হয় না। (Fig. 404.)

Genus—OPERCULINA Manso.

405. O. Turpethum Manso. (তেউড়ী)

Fig.—Bot. Mag., t. 2093 ; Bot. Reg., t. 279 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 666.

Ref.—F. B. I., iv. 212, Roxb., F. I., i. 476 ; B. P., ii. 731.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, এমন কি ৩০০০ ফুট উচ্চে দেখা যায় ; বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র জঙ্গলের ধারে ও নদীর কিনারায় জন্মে। বোটানিক গার্ডেনে গঙ্গার কিনারায় বহু পরিমাণে আছে।

বিভিন্ন নাম—সং. ত্রিবৃৎ ; বা. তেউড়ী, দুধকলমী ; হি. পিটোহারী ; তে. তেল্লাতেগাদা ; Eng. Turpeth root.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল, শিকড় ও ত্বক্। মাত্রা, মূলের ছাল চূর্ণ ১-৪ আনা।

বর্ণনা—বৃক্ষারোহী নরম লোমযুক্ত, কোমল লতা। কাণ্ড মোটা, ২।৩টী শিরাবিশিষ্ট, চেপ্টা, কখন বা গোলাকার। লতা ভাঙ্গিলে দুগ্ধের ন্যায় আঠা বাহির হয়। পত্র ২-৫ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, গোড়ার দিকে হৃৎপিণ্ডাকৃতি, অনেকটা কলমীশাকের পাতার ন্যায়।

পত্র কোনটী ক্ষীণ কোনটী অধিক চওড়া হয়। ইহার ফুল শ্বেতবর্ণ, দেখিতে কলমী-শাকের ফুলের মত অথবা তামাক খাইবার ক'লকের মত। পুষ্পদণ্ড ১-৪ ইঞ্চি। বহির্ব্বাস ৫ ভাগে বিভক্ত, পুংকেসর ৫টী, গর্ভকেসর মধ্যে থাকে। ফুলের পাপড়ি ½ ইঞ্চি, পুষ্পনল লম্বা। ফল ১ ইঞ্চি, গোলাকার কিংবা ডিম্বাকৃতি; প্রত্যেক ফলে ৪টী বীজ থাকে। বীজ মসৃণ কৃষ্ণবর্ণ। সংস্কৃত লেখকেরা দুই জাতীয় তহরীর উল্লেখ করিয়াছেন। ভাবমিশ্র কৃষ্ণ ও শ্বেত এই দুই প্রকার, রাজবল্লভ, শ্বেত কৃষ্ণ ও রক্ত এই ত্রিবিধ এবং নরহরি কৃষ্ণ ও রক্ত ত্রিবৃতের উল্লেখ করিয়াছেন। মূল তুলিয়া ছেদন করিলে দুগ্ধের ন্যায় আঁঠা বাহির হয়। গাছ পুরাতন হইলে মূলের ছাল পুরু হয়। মার্চ্চ মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—লালবর্ণ ত্রিবৃৎই বেশী উপকারী, ইহার অভাবে শ্বেতবর্ণ গ্রহণ করিতে হয়। উর্ব্বরা জমি হইতে গাছের মূল গ্রহণ করা উচিত; মূলের কাষ্ঠ ত্যাগ করিয়া ত্বক্ গ্রহণ করা উচিত।

অর্শরোগীকে ত্রিফলার কাথের সহিত ইহার মূল সেবন করাইলে অর্শ প্রশমিত হয় এবং ইহার পত্র ও তিল-তৈল সমপরিমাণ গব্যঘৃতে ভাজিয়া দধির সহিত খাইলে অর্শ আরাম হয়।

বাতজ শোথগ্রস্ত রোগীকে ত্রিবৃতের কিংবা এরণ্ডের তৈল ১ মাস পান করাইলে শোথ আরাম হয় (সুশ্রুত)। মধুর সহিত ইহার মূলচূর্ণ পান করিলে প্রবল জ্বর কমিয়া যায়।

কৃষ্ণ ত্রিবৃৎ অতি শক্তিসম্পন্ন, ইহা বমন ও দৌর্ব্বল্য আনয়ন করে (Dutta)। মুসলমান বৈদ্যদের মতে কৃষ্ণবর্ণ ত্রিবৃৎ বিষতুল্য। পশ্চিম ভারতের লোকে আধকপালে হইলে ইহার পাতা কপালে দেয় (Dymock)। ত্রিবৃৎমূল বিরেচক, ইহার ১০--১৫ গ্রেণ পরিমাণ জোলাপের কাজ করে, শিকড়ের গুঁড়া ব্যবহার করাই প্রশস্ত। ইহার টাটকা শিকড় দুগ্ধে বাটিয়া ব্যবহার করিলে জোলাপের কাজ হয়।

T. N. Mukherjee বলেন ইহার শিকড়ের সহিত I Bona-nox (The Moon-flower) গাছের শিকড় মিশ্রিত করিয়া বাজারে বিক্রয় করে। উভয় গাছ দেখিতে একই প্রকার। I. Bona-nox গাছের কাণ্ড গোলাকার। আর এই গাছের কাণ্ড শিরাযুক্ত, প্রথমোক্ত গাছের ফুল এবং বীজ Turpethum অপেক্ষা বড়। (Fig. 405)

Genus—QUAMOCLIT Tourn. ex Moench.

406. Q. pinnata Boj. (তরুলতা)

Fig.— Rheede, Hort. Mal., xi, t. 60; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 661 B.

Ref.—F. B. I., iv. 199; Roxb., F. I., i. 503; B. P., ii. 738; Prain, H. H., 246.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশের বাগানে ও অবধিত স্থানে দেখা যায়; ইহা আমেরিকা-দেশীয় লতা।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. তরুলতা, কামলতা; বম্বে—সীতা-কী কেশ।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—সরু সূক্ষ্ম লোমযুক্ত লতা। পত্র পক্ষাকার, ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা, চওড়া ২ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ডে অল্প ফুল থাকে। ফুল লালবর্ণ, পুষ্পনল সরু, ১ ইঞ্চি লম্বা, মুখের ব্যাস ½ ইঞ্চি; গর্ভাশয় ৪ ভাগে বিভক্ত, ½ ইঞ্চি গোলাকার এবং মসৃণ। বীজ কৃষ্ণবর্ণ। বর্ষার শেষে ফুল এবং ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু কবিরাজেরা ইহাকে অতিশয় স্নিগ্ধকর বলিয়া বর্ণনা করেন। পাতার গুঁড়া অর্শে ব্যবহৃত হয়। (এক তোলা পরিমাণ পাতার রস সমপরিমাণ গব্যঘৃতসহ দিবসে ২ বার সেবন করিলে অর্শ আরাম হয়।) পত্র বাটিয়া খাইলে অর্শ আরাম হয়। পাতা বাটিয়া পৃষ্ঠব্রণে প্রলেপ দিলে পৃষ্ঠব্রণ আরাম হয়। (Fig. 406.)

Genus—CALONYCTION Boj.

407. C. Bonanox Boj. (দুধকলমী)

Fig.—Bot. Mag., t. 752; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 659B.

Ref.—F. B. I., iv, 197; Roxb., F. I., i, 492; B. P., ii, 738; Prain, B. H., 246.

জন্মস্থান—বেহার ও পশ্চিমবঙ্গ; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান জেলার বেড়ায় ও জঙ্গলের কিনারায় সচরাচর দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. দুধকলমী, জলকলমী; তা. নাগমুগাতেই; তে. নাগমুকুর্ত্তকাই; Eng. Moonflower.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—লতানে কলমীজাতীয় উদ্ভিদ্। পত্র কলমীশাকের মত; ফুল শ্বেতবর্ণ, পুষ্পনল ৩ ইঞ্চি লম্বা, পাপড়ি শ্বেত ও সবুজের আভাযুক্ত। বীজকোষ ১ ইঞ্চি, গোলাকার ও ডিম্বাকৃতি। বীজ ½ ইঞ্চি লম্বা, মসৃণ, পীতবর্ণ এবং সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ফুল রাত্রিতে প্রস্ফুটিত হয় এবং সূর্য্যোদয়ের এক ঘণ্টা পরেই মুদিত হয় ও শুকাইতে থাকে, এই জন্য ইহাকে Moonflower বলে। Dr. Roxburgh সাহেব ইহার দুইটী Var. বর্ণনা করিয়াছেন—

একটীকে Lettsonia bona-nox Roxb., অপরটী I. grandiflora Roxb., Flora Indica কহে। শেষোক্তটীর পত্রে কোন বিভাগ নাই। I. grandifloraর এক্ষণে বাঙ্গালা নাম পৃথক্ বলা বড়ই অসম্ভব। Roxburgh সাহেব ইহাকে দুধকলমী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং Lettsonia bona-noxকে কলমীলতা বলিয়াছেন। বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজকোষ, বীজ, ফুল, পত্র, শিকড় সর্পবিষ নিবারক (Ainslie)। ব্রাজীলদেশে ইহার বীজ সর্পবিষ নিবারণে বহু পরিমাণে প্রয়োগ করে। (Fig. 407.)

Genus—EVOLVULUS Linn.

408. E. alsinoides Linn. (বিষ্ণুগন্ধি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, t. 64 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 668B ; Wight, Ill., t. 168.

Ref.—F. B. I., iv, 220 ; Roxb , F. I , ii, 105 ; B. P., ii, 725 ; Prain, H. H., 243.

জন্মস্থান—ভারতের সকল স্থানে ঘাসের সহিত জন্মে, ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্ত্তী তৃণময় স্থানে বহুপরিমাণে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. বিষ্ণুগন্ধি ; বা. বিষ্ণুগন্ধি, বিষ্ণুকান্দী ; তে. বিষ্ণুক্রান্দাম্ ; সাঁওতাল—তাওীকোদেবাহা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, কাণ্ড ও শিকড়।

বর্ণনা—অনেক শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বহু বর্ষজীবী গুল্ম। কাণ্ড বহু শাখাবিশিষ্ট, ছোট ও কাষ্ঠময়। পত্র ছোট ও বড় দুই প্রকার জন্মে, পাতার বোঁটা ছোট, ½-১ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ মোটা। ফুল নীলবর্ণ কিংবা শ্বেতবর্ণ, ডালের অন্তর্গত পাতার গোড়া হইতে এক একটী ফুল বাহির হয়। পুষ্পস্তবক ¼ ইঞ্চি লম্বা; বীজাধার ⅛-¼ ইঞ্চি, ইহাতে ৪টী ঘর আছে, প্রত্যেক ঘরে একটী বীজ থাকে। বর্ষার শেষ হইতে শীত অবধি ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বৈদিক সময় হইতে ইহা ঋতুবর বলিয়া খ্যাত আছে। মুসলমান হাকিমেরা বলেন যে ইহা মেধাবর্দ্ধক ও মস্তিষ্কের স্নিগ্ধকারক (Dymock)। ইহা জীরা এবং দুধের সহিত ব্যবহার করিলে জ্বর নাশ করে এবং তৈলের সহিত ব্যবহার করিলে মস্তকের কেশ বর্দ্ধিত হয় (Rheede)। ইহার পত্র, কাণ্ড ও শিকড় উদরাময় নিবারক। ছোট চামচের

½ চামচে রস দিবসে ২ বার ব্যবহার করিলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়। ইহা রক্ত আমাশয়ের একটী অদ্বিতীয় ঔষধ (Ainslie)। সিংহল দেশে ইহা জ্বরনাশক ও বলকারক ঔষধরূপে ব্যবহার হয়।

সাঁওতালেরা ইহার মূল বালকের অবিরাম জ্বরে ব্যবহার করে (Rev. A. Campbell)।

ইহার পাতা হইতে সিগারেট প্রস্তুত করিয়া উহার ধূম গ্রহণ করিলে পুরাতন সর্দ্দি, কাশি এবং হাঁপানী আরাম হয় (Watt)। (Fig. 408.)

Genus—CUSCUTA Roxb

409. C. reflexa Roxb. (অলোকলতা)

Fig.—Hook., Exot. Fl., t. 150; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 668A.

Ref.—F. B. I., iv, 225; Roxb., F. I., i, 446; B. P., ii, 723; Prain, H. H., 243.

জন্মস্থান—বাঙ্গালা দেশের বহু স্থানে, গাছের উপবিভাগে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. অমরাবেল, আকাশবল্লী; বা. স্বর্ণলতা, অলোকলতা; হি. আকাশবেল।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—পত্রশূন্য জড়ানে লতা, শাখা নরম, গোলাকার ও হরিদ্রাবর্ণ, ফুল শ্বেতবর্ণ, ছোট বোঁটায় থাকে। ফুল একস্থানে গুচ্ছবদ্ধ হয়, পুষ্পদণ্ড ১-৪ ইঞ্চি লম্বা হয়। পাপড়ি ⅛ ইঞ্চি, পুষ্পস্তবক ¼-⅓ ইঞ্চি, গোলাকার, ফুলের মস্তক বিস্তৃত। বীজকোষ মাংসল ও নরম; ফল শিরাযুক্ত, একস্থানে ১-৪টী হয়, বৃন্ত ছোট; ফল থোকো থোকো ধরে। বীজ কৃষ্ণবর্ণ। ইহার বীজ মাটীতে পড়িয়া গাছ হয়, কিন্তু পোষণ উপযোগী পদার্থ মাটী হইতে খুব কম গ্রহণ করে; গাছ যখন বড় হয় তখন অপর গাছে উঠিতে থাকে এবং গাছের কাণ্ড হইতে শোষক মূল দ্বারা রস গ্রহণ করে। গাছ বড় হইলে উহার গোড়া শুষ্ক হইয়া যায় এবং আশ্রিত গাছের রস টানিয়া সমগ্র গাছটী আবৃত করিয়া থাকে। ইহা সাধারণত কুল, অশ্বত্থ প্রভৃতি বহু গাছের উপর জন্মে। ইহার ফুল সৌগন্ধযুক্ত। ফুল ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ মাসে, ফল এপ্রিল-মে মাসে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ পেটফাঁপা নিবারক, এই কারণে ইহা সিদ্ধ করিয়া পেটের উপর প্রলেপ দিলে পেটফাঁপা কমিয়া যায়। ইহার পিষ্ট রসের রক্ত পরিষ্কার করিবার

শক্তি আছে। বাজারে যে Kasus নামক জোলাপ বিক্রয় হয় উহার সহিত এই গাছের বীজ মিশ্রিত থাকে (Stewart)।

সিন্ধু ও পঞ্জাবের ডাক্তারেরা ইহার বীজের সহিত সার্সাপেরিলা মিশ্রিত করিয়া সালসা প্রস্তুত করে। এরূপ প্রবাদ আছে যে যদি কেহ ইহার শিকড় দেখিতে পায় সে অতুল ধনসম্পত্তির অধিকারী হয় এবং তাহার অদৃশ্য হইবার শক্তি সঞ্চয় হয় অর্থাৎ তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না, সে সকলকে দেখিতে পায় (Murray)।

ইহার শিকড় পিত্তপ্রকোপজনিত রোগে ব্যবস্থা হয়। ইহা একটী বিরেচক ঔষধ। এই গাছের লতা বাটিয়া পাঁচড়ার উপর মলম দিলে পাঁচড়া সারিয়া যায়। ইহা ব্যবহার করিলে বহুদিনের স্থায়ী জ্বর আরাম হয় এবং যকৃৎ জনিত দোষ ও পিপাসা দূর হয় (Punjab Product)। কোন স্থানে ব্যথা হইলে বা মচকাইয়া যাইলে ইহার প্রলেপ দিলে ব্যথা সারিয়া যায়।

Cassytha filiformis Linn. (আকাশবেল) নামক গাছের বীজ সম্ভবতঃ এই বীজের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাজারে বিক্রয় হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয় গাছ সম্পূর্ণ ভিন্ন। উহা Laurineae বর্গভুক্ত (এই পুস্তকের ৫১০ নম্বরের গাছ দ্রষ্টব্য)। (Fig. 409.)

Genus—ERYCIBE Roxb.

410. E. paniculata Roxb. (অমোঘা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 654A.

Ref.—F. B. I., iv. 180 ; Roxb., F. I., i, 585 ; B. P., ii, 724.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, বোটানিক গার্ডেন শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. অমোঘা ; সাঁওতাল—কারী।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল।

বর্ণনা—৩০-৪০ ফুট উচ্চ বিশাল লতা ; ছাল ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ নরম, ছিদ্রযুক্ত শাখাগুলি বক্র। পত্র ৫-২ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, লম্বা অগ্রভাগ বক্র এবং সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, শিরা ৫-৭ জোড়া, বোঁটা ⅙ ইঞ্চি লম্বা। ফুল পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, মাথাটী বিস্তৃত। বহির্ব্বাস লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ লোমে আবৃত। পুষ্পস্তবক ⅙-½ ইঞ্চি। ফলের ব্যাস ½ ইঞ্চি পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়, ফলে ৫টী শিরা আছে। মে-জুন মাসে ফুল হয়, ফল পাকিতে একবৎসর লাগে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছোটনাগপুরের লোকে ইহার ছাল বসেরায় ব্যবহার করে (Rev. A. Campbell)। (Fig. 410.)

LXXIII. SOLANACEAE

Genus—SOLANUM Linn.

411. S. nigrum Linn. (গুড়কামাই)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x, t. 73; Wight, Ic., t. 344; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl, t. 670.

Ref.—F. B. I., iv, 229; Roxb., F. I. i, 565; B. P., ii, 745; Watt, vi, Pt. 3. 363; Prain, H. H., 247.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র, ছায়াময় স্থানে, জঙ্গলের ধারে ও পতিত স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. কাকমাচী; বা. গুড়কামাই; হি. মাকোই; তা. মান্ন-তাকালি-স্থল্লুম। তে. কাঞ্চীপুণ্ড।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ, ফল ও পত্র।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, ইহা অপর গাছে জড়াইয়া উঠে, শাখাগুলি বক্র। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা এবং ১½ ইঞ্চি বিস্তৃত ডিম্বাকৃতি, পাতার কিনারা স্থানে স্থানে বসা, মাথা মোটা, পত্রবৃন্ত ½ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের বোঁটা ¼ ইঞ্চি, পুষ্পদণ্ড ⅛-¼ ইঞ্চি লম্বা, ইহাতে ৫-৮টী ফুল হয়। বহির্ব্বাস ⅙ ইঞ্চি লম্বা ইহাতে ৫টী দাঁত আছে, কোমল লোমযুক্ত; ফুল ছোট, শ্বেতবর্ণ, লঙ্কাফুলের মত। কখন বেগুনে হয়। ফল বৃহতী তুল্য; ফলের ব্যাস ¼ ইঞ্চি, কৃষ্ণবর্ণ কখন বা লাল ও হরিদ্রাবর্ণ হয়, মসৃণ, গোলাকার ও উজ্জ্বল। বীজ পীতবর্ণ, অতিশয় ক্ষুদ্র। অপক্ক অবস্থায় ফলের গায়ে শ্বেতবর্ণ ডোরা থাকে। পক্ক ফল বেগুনে রংএর। বর্ষায় ফুল এবং মাঘ-ফাল্গুনে ফল হয়। পাকা ফল ছেলেরা খায়, ইহা হইতে বেশ কালী প্রস্তুত হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহার ফল বলকারক ও মূত্রকর; সর্ব্বাঙ্গীন শোথে ও হৃৎপিণ্ডের রোগ নিবারণে ইহা ব্যবহার হয় (U. C. Dutt)।

বঙ্গদেশে ইহার ফল জ্বরনাশক, উদরাময়, চক্ষুরোগ ও জলাতঙ্ক রোগে প্রযুক্ত হয় (T. N. Mukherjee)।

যুক্তপ্রদেশে ইহার রস অর্শ ও রক্ত আমাশয়ে ব্যবহার হয়। প্লীহা বৃদ্ধি হইলে ৬ ৮ আউন্স পরিমাণ রস প্রযুক্ত হয়, ইহা একটী সংশোধক ঔষধ (Dymock)।

ইহার রস বিরেচক, সর্দ্দি নিবারক এবং মূত্রকর (Dymock)। ইহার সরবৎ সর্দ্দি নিবারক ও ঘর্ম্মকর। ইহার সরবৎ একটী স্নিগ্ধকর পানীয়।

চীনদেশীয় লোকেরা ইহার পাতার রস মূত্রাশয়ের প্রদাহে, মূত্রযন্ত্রের রোগে ও গণোরিয়ায় প্রয়োগ করে (Rhumphius)।

ইহার পাতার কাথ ও অরিষ্ট ১ ড্রাম পরিমাণ দিবসে ৩ বার সেবন করিলে যাবতীয় শোথ রোগ আরাম হয় (Moodeen Sheriff)।

ইহা মূত্রকর এবং ধারক, পাতার রস বালকদের মুখের ঘায়ের একটী প্রধান ঔষধ (Dymock, Pharm. Ind.)।

ইহার রস ৪ ৬ আউন্স পরিমাণ পুরাতন যকৃৎবৃদ্ধি রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। রস মাটীর পাত্রে গরম করা উচিৎ। রস ঈষৎ লালবর্ণ ও ধূসরবর্ণ হইলে ছাঁকিয়া প্রাতঃকালে খাইতে হয়। পুরাতন চর্ম্মরোগে ১-২ আউন্স পরিমাণ রস অতিশয় হিতকর। সর্ব্বাঙ্গীন শোথে ইহা ব্যবহার করিয়া বেশ ফল পাওয়া যায়। ইহা বেদনা নিবারক, আক্রান্ত স্থানে অতি সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়।

কাকমাচীর পাতা ঘৃতে ভাজিয়া ফোড়ায় দিলে উহা কমিয়া যায় (চরক)।

কাকমাচীর শাক তিল তৈল মিশ্রিত জলে পাক করিয়া বিনা লবণে উরুস্তম্ভ রোগীকে সেবন করাইলে উরুস্তম্ভ সারিয়া যায় (চরক)।

ইহা রসায়ন ও মূত্রকর। পুরাতন যকৃৎবৃদ্ধি রোগে তিন ছটাক হইতে এক পোয়া কাকমাচীর রস সেবন করিলে যকৃৎ আরাম হয়।

Dr. Barton Brown বলেন, তিনি কাকমাচীর ফল ভোজন করিয়া ৩টী শিশুকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়াছেন (Punjab Product)।

কাকমাচীর পাতা গরম করিয়া অণ্ডকোষে বাঁধিয়া দিলে একশিরার ফুলা ও বেদনা আরাম হয়। ইহার ফল ও ফুলের কাথ ক্ষয়রোগে ও সর্দ্দির পক্ষে হিতকর—মাত্রা ১-২ আউন্স। কাকমাচীর কৃষ্ণবর্ণ ফল, পত্র এবং নরম ডাঁটা মূত্রকর, ইহা বাত ও গেঁটেবাতে পুলটিসরূপে ব্যবহার হয়। পাতার কাথ ½-২ ড্রাম মাত্রায় ব্যবহার করিলে শোথ, চর্ম্মরোগ, অর্শ, গণোরিয়া, প্রাদাহিক শোথ এবং পুরাতন প্লীহা ও যকৃৎবৃদ্ধি আরাম হয়। ইহাতে ভেদবমি হয়, হেঁচকা, মাথাধরা, অলসতা, অতিশয় পিপাসা, পেটবেদনা প্রভৃতি হয়। (Fig. 411.)

412. S. ferox Linn. (রামবেগুন)

Fig.—Wight, Ic., t. 1399 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 674.

Ref.—F. B. I., iv, 233 ; Roxb., F. I., i, 571 ; B P., ii, 746 ; Prain, H. H., 247.

জন্মস্থান—দক্ষিণ ভারতের পার্ব্বতীয় প্রদেশে, আসাম, টেনাসরিম, মধ্য ও পূর্ব্ববঙ্গ, চট্টগ্রাম, হুগলী ও হাওড়া জেলার পতিত জমিতে স্থানে স্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. রামবেগুন।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয় গাছ, ডাঁটায় কাঁটা আছে, ২-৪ ফুট উচ্চ। পত্র ৮-৬ ইঞ্চি, ঘন ও শক্ত লোমযুক্ত, পাতার ডাঁটায় সোজা ও সূচাল ½ ইঞ্চি লম্বা কাঁটা আছে। পত্র ত্রিকোণাকৃতি ও খণ্ডিত। প্রত্যেক খণ্ডিত অংশ ১ ইঞ্চি গভীর। ফুল বড় শ্বেতবর্ণ, ১½ ইঞ্চি। ফল পীতবর্ণ, গোলাকার, ব্যাস ১-১½ ইঞ্চি, সূচীবৎ লোমাবৃত। বীজ ⅙ ইঞ্চি, প্রায় মসৃণ। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফল দেশীয় বৈদ্যেরা ঔষধে ব্যবহার করে (Watt)। (Fig. 412)

413 S. Melongena Linn. (বেগুন)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 37 & x, t. 74; Wight, Ill., t. 166.

Ref—F. B. I, iv, 235; Roxb., F. I., i, 566; B. P., ii, 746; Prain, H. H., 248.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র চাষ হয়। বঙ্গদেশের উচ্চ জমিতে ও বাগানে চাষ করে।

বিভিন্ন নাম—সং. বৃন্তাকী, বার্ত্তাকু; বা. বেগুন; হি বইগন; তা. কৃখিবেকাই; তে. ভঙ্গ-ব্রহিবি-বঙ্গু।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, ফল ও বীজ।

বর্ণনা—কাঁটাযুক্ত বর্ষজীবী বা দ্বিবর্ষজীবী উদ্ভিদ, ২-৪ ফুট উচ্চ। পাতার ডাঁলে কাঁটা আছে, কখন কখন কাঁটা হয় না। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি দীর্ঘ, ডিম্বাকৃতি; পত্র কযেকটী ভাগে বিভক্ত, পশমের ন্যায় নরম। পত্রের বৃন্ত ১ ইঞ্চি লম্বা। ফুল নীলাভ বেগুনে, এক একটী কখন বা পাশাপাশি ২।৩টী হয়। যোড়া যোড়া ফুলের মধ্যে একটী পুংপুষ্প ও একটী স্ত্রীপুষ্প থাকে; পুংপুষ্পের বোঁটা ছোট। ফল ১-৯ ইঞ্চি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত; ফল কখন শ্বেতবর্ণ, কখন বেগুনে, কখন বা রক্তিমাকার ধারণ করে। আর এক প্রকার বেগুন আছে উহাকে কুলিবেগুন বলে, উহার লাটিন নাম S. esculanta Dunal, এই গাছ বেগুন গাছের ন্যায়, ফল লম্বা লম্বা ও থোলো থোলো হয়। বেগুনের আর একটী জাতি (Var.) আছে, উহাকে Var. insana (B. P., ii, 746) বলে, ইহার বাঙ্গালা নাম শ্বেতবৃহতী। ইহা বনজঙ্গল ও অকর্ষিত ভূমিতে জন্মে। গুণ বেগুনের ন্যায়। সারাবৎসরই বেগুনের ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বেগুন সিদ্ধ করিয়া খাঁটি রেড়ির তৈলে ভাজিয়া খাইলে গৃধ্রসী বাত-পীড়িত ব্যক্তি বেশ হাঁটিতে পারে।

কানে পোকা হইলে বেগুন পোড়াইয়া তাহার ধূম দিলে পোকা আরাম হয়।

ঘোষালতার (Luffa acutangula Roxb.) ক্বাথোদক তৈয়ারী করিয়া তাহাতে বেগুন সিদ্ধ করিয়া সেই সিদ্ধ বেগুন গব্যঘৃতে ভাজিয়া গুড়ের সহিত ভোজন করিয়া ঘোল পান করিলে যে কোন রকম অর্শ সত্বর আরাম হয় (চিঃ প্রকাশ)।

ইহার বীজ উত্তেজক, পত্রের মাদকতা শক্তি আছে (Atkinson)। ইহার বীজ অজীর্ণকর ও কোষ্ঠবদ্ধতা আনয়ন করে।

বেগুন পাতা সর্পবিষে হিতকর। বেগুনের রস মধুর সহিত সেবন করিলে সর্দ্দিজনিত শ্বাস আরাম হয়। (Fig. 413.)

414 S. Xanthocarpum, Schr & Wendl. (কণ্টিকারী)

Fig.—Wight, Ic., t. 1401 ; Jacq., Ic. Rar., ii, t. 332 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 677.

Ref.—F. B. I., iv, 236 ; Roxb., F. I., i, 569 ; B. P., ii, 746 ; Watt., vi, Pt. iii, 273 ; Prain, H. H., 248.

জন্মস্থান—আসাম, দাক্ষিণাত্য, পঞ্জাব, বঙ্গদেশ ; হুগলী, হাওড়া ও বর্দ্ধমান জেলার নদীর ধারে বালুকাময় স্থানে প্রচুর জন্মে। বিশেষতঃ বর্দ্ধমান জেলায় সাদীপুর, কনকপুর, পারাম্বো, জামালপুর প্রভৃতি স্থানে দামোদর নদীর বালিতে বহুপরিমাণে গাছ জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. ব্যাঘ্রী, নিদিগ্ধিকা, বা. কণ্টিকারী ; হি. কটেরী ; তে. কুদা ; তা. কান্দন-কাট্টিরি ; Eng, Wild Egg-Plant.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, সমগ্র উদ্ভিদ, ফুল ও ফল। ক্বাথ, ৫-১০ তোলা ; রস ১-২ তোলা, কল্ক ৪-৮ আনা।

বর্ণনা—কণ্টকময় গুল্ম, মাটিতে গড়াইয়া বৃদ্ধি পায়। ডাঁটা ১-৪ ফুট লম্বা, উজ্জ্বল সবুজবর্ণ। পত্র ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, পত্রের স্থানে স্থানে অস্পষ্ট, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, কাঁটা তীক্ষ্ণ, ½ ইঞ্চি, সরল। পুষ্পদণ্ড শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট, ফুল নীলবর্ণ। বহির্ব্বাস ½ ইঞ্চি। ফল পীতবর্ণ, কিংবা শ্বেতের আভাযুক্ত সবুজবর্ণ, ফলের ব্যাস ½-¾ ইঞ্চি, বর্ত্তুলাকার ফলের গায়ে শ্বেতবর্ণ দাগ আছে। ফল পাকিলে পীতবর্ণ হয়। কণ্টিকারী শীতে কুঞ্চিত এবং গ্রীষ্মকালে ফল ও ফুলে শোভিত হয় এবং বর্ষায় বিনষ্ট হয়। আর এক জাতীয় কণ্টিকারী আছে উহার গাছ ও ফুল শ্বেতবর্ণ ; এই কণ্টিকারী প্রায় বক্র করা যায় না।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল সর্দ্দিনিবারক এবং সর্দ্দি, হাঁপানি, কফজ জ্বর ও কটিবেদনায় ব্যবহার হয়। শিকড়ের ক্বাথ, পিপুল ও মধুর সহিত সর্দ্দি হইলে দেওয়া হয়।

হিঙ্গু ও সৈন্ধব লবনের সহিত মূল ব্যবহার করিলে আক্ষেপ জনিত কাশ আরাম হয় (Hindu Met. Med.)।

কণ্টিকারীর শিকড় মদ্যের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে বমি বন্ধ হয়, ইহার ফলের রস গলার ঘায়ে প্রযুক্ত হয়।

শিকড় জ্বর ও সর্দ্দিজনিত জ্বরে প্রযুক্ত হয়, ইহা মূত্রকর। ইহার ডাঁটা ও ফল তিক্ত, ইহা পেটফাঁপা নিবারক ও হস্তপদের জ্বালা নিবারক। কণ্টিকারীর দগ্ধ বীজের ধূম দাঁত বেদনার একটী চমৎকার ঔষধ (Pharm. Ind)।

কণ্টিকারীর টাট্‌কা রস ২ তোলা, অনন্তমূলের রস ২ তোলা, ঘোলের সহিত একত্রে ব্যবহার করিলে প্রস্রাব হয়। মূল আদা ও চিরেতার সহিত কাথ করিয়া খাইলে জ্বর আরাম হয়।

কণ্টিকারী শোথ রোগে মূত্রকর ঔষধরূপে ব্যবহার হয় (Dymock, ii, 559)। ইহার রস গোলমরিচের সহিত ব্যবহার করিলে বাত আরাম হয়। পাতার প্রলেপ দিলে বাতের কন্‌কনানি আরাম হয়। কণ্টিকারীর কাথ গনোরিয়া নিবারক। ইহার ফুলের কুঁড়ি লবণের সহিত চক্ষে প্রলেপ দিলে চক্ষু হইতে জল পড়া আরাম হয় (Wood, Plants of Chutia Nagpur)।

বৃহতী ও কণ্টিকারী মূলের ত্বক্ দধির সহিত পেষণ করিয়া সাত দিন পান করিলে অশ্মরী চূর্ণ হইয়া যায়।

চতুর্গুণ কণ্টিকারীর রসে পক্ক সরিষার তৈল মিশাইয়া হাজায় লাগাইলে পায়ের হাজা আরাম হয় (সুশ্রুত)।

বাতজনিত চক্ষু উঠাতে (অভিষ্যন্দ) কণ্টিকারীর মূল ছাগদুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া একটু গরম থাকিতে ঐ দুগ্ধ চক্ষে বারংবার লাগাইলে চক্ষু উঠা আরাম হয় (সুশ্রুত)।

কণ্টিকারীর কল্ক আমলকী প্রমাণ এবং তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ হিঙ্গুসহ মধুযোগে সেবন করিলে প্রবল শ্বাস তিন দিনে আরাম হয়। কণ্টিকারীর রস সেবন করিলে মূত্রদোষ আরাম হয় (সুশ্রুত)।

কণ্টিকারীর কাথে পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে সকল প্রকার কাশ আরাম হয়। ইহার রস মধুসহ পান করিলে, মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ আরাম হয়। কণ্টিকারীর রস বস্ত্রপূত করিয়া পান করিলে মূত্ররোধ আরাম হয়। ইহা অতিশয় মূত্রকর বলিয়া কথিত আছে (চক্রদত্ত)।

কণ্টিকারী ফুলের কেশর চূর্ণ করিয়া মধু সহ লেহন করিলে শিশুর পুরাতন কাশ আরাম হয় (বঙ্গসেন)।

কণ্টিকারী সান্নিপাত জ্বরে হিতকর, ইহা সেবন করিলে কণ্ঠস্বর বর্দ্ধিত হয় এবং বাত ও জ্বরে হিতকর। ক্রিমি প্রক্ষিপ্ত দাঁতের শূলে ইহার ধূম প্রশস্ত।

কণ্টিকারী দশমূল পাচনের একটী উপকরণ। Dr. W. C. Mukharjee বলেন, ইহা শোথ ও জ্বরের একটী ঔষধ; জ্বরে যখন অপর ঔষধে কোন ফল হয় না তখন উহা দিলে উপকার হয়।

ইহা মূত্রকর এবং পুরাতন সামান্য জ্বরে, শোথে কিংবা সর্ব্বাঙ্গীন শোথে অমোঘ ঔষধ। প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি হইয়া যখন শরীরের বল একেবারে কমিয়া যায় তখন ইহার ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইহা রক্ত আমাশয়ে ও সর্ব্বাঙ্গীন শোথে কুরচীর সহিত ব্যবহার হয় (Bengal Dispen., 1878).

শ্বেত কণ্টিকারী গর্ভদোষ নাশক, ইহার ক্বাথ পান করিলে বন্ধ্যা স্ত্রী পুত্রবতী হয় (ভাবপ্রকাশ)।

কণ্টিকারীর বীজ অপক্ব ফোড়ায় প্রলেপ দিলে উহা ফাটিয়া পুঁজ নির্গত হইয়া যায় (R. N. Khory)।

কণ্টিকারী বায়ুনাশক ও কফ নিঃসারক, ইহা সন্দিঘটিত জ্বর আধ্মান, পার্শ্বশূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী ও শোথ রোগে হিতকর।

সবিষার তৈলে ৪ গুণ পরিমাণ কণ্টিকারীর রস দিয়া তৈল প্রস্তুত করিয়া পায়ের পাঁকুইয়ে লাগাইলে পাঁকুই আরাম হয়। (Fig. 414.)

415. S. indicum Linn. (বৃহতী)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 36, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 676.

Ref.—F. B. I., iv, 234; Roxb., F. I., i, 570, B. P., ii, 746; Prain, H. H., 248.

জন্মস্থান—পঞ্জাব, দাক্ষিণাত্য; বাঙ্গালার সর্ব্বত্র, হুগলী, হাওড়া ও বর্দ্ধমান জেলার পতিত জমিতে ও জঙ্গলের কিনারায় পাওয়া যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. বৃহতী; বাং. ব্যাকুড়, বৃহতী, হি. বড়ীখাতাই; তে. তেল্লামূলক; তা. পাপ্পারামল্লী।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় ও পত্র।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ১-৬ ফুট উচ্চ হয়, গাছে অনেক শাখাপ্রশাখা আছে, কাণ্ড ও পত্র কণ্টকময়, কাঁটা চেপ্টা এবং বক্র। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, ১-৪ ইঞ্চি চওড়া, পক্ষাকার, বোঁটা ১ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ছোট, পুষ্পবৃন্ত ⅛-½ ইঞ্চি। ফুল ¾-১ ইঞ্চি, নীলবর্ণ। ফল পীতবর্ণ। কঙ্কন দেশের গাছগুলির কাঁটা বিক্ষিপ্ত ও ফুল বৃহৎ হয়। পঞ্জাব দেশীয় গাছগুলির শাখা অনেক হয়, পত্র পাতলা ও ছোট। সম্বৎসর ধরিয়া ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বৃহতী দুই প্রকার—এক প্রকার বৃহতীর ফল ছোট, এই গাছগুলি সচরাচর রাস্তার ধারে ও জঙ্গলে দেখা যায়; আর এক প্রকার বৃহতী আছে তাহার ফল বড়, গাছ প্রায় ৬।৭ ফুট উচ্চ হয়, উহার কাঁটা প্রথমোক্তটির অপেক্ষা সরু, লম্বা ও

ঈষৎ বক্র, পত্র অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, অনেক শাখাপ্রশাখা আছে, পুষ্পদণ্ড শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট, ফুল শ্বেতবর্ণ, ফল বৃহৎ ও কিছু লম্বা। বৃহৎ বৃহতীর ফুল সকল সময়েই দৃষ্ট হয়, কিন্তু শ্বেত বৃহতীর ফুল সকল সময়ে দেখা যায় না।

ইহা দশমূল কাথের একটী উপকরণ। বৃহতী রসায়ন, ধাবক, পেটফাঁপা নিবারক এবং হাঁপানি, সর্দ্দি, পুরাতন জ্বর, পেটবেদনা ও কৃমির পক্ষে হিতকর। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহার গুণ বিষয়ে হিন্দুদের সহিত একমত। চক্রদত্ত বলেন, ইহা সর্দ্দি ও জ্বরের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

পিষ্ট বৃহতী ফল, পিষ্ট হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা একত্রে মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা যোনি পূরণ করিলে কিংবা ইহার ধূম যোনিতে প্রদান করিলে যোনিকণ্ডু আরাম হয় (সুশ্রুত)।

ক্ষুদ্র বৃহতী ফলের রস মধুর সহিত টাকের উপর প্রলেপ দিলে ইন্দ্রলুপ্ত রোগ আরাম হয়।

শিশু স্তন্যপান করিয়া বমন করিলে বৃহতী ফলের রস মধু ও গব্যঘৃত যোগে লেহন করিলে বমন আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

বৃহতী বীজ চূর্ণ ও শুঁঠ চূর্ণ একত্রে নাসিকায় প্রবেশ করাইয়া দিলে রোগীর জ্ঞান হয় ও হাঁচি হয়।

ঘোলের সহিত বৃহতী মূল চূর্ণ খাইলে গ্রহণী আরাম হয়। সদ্য দধির সহিত বৃহতীদ্বয়ের মূল ও ছাল চূর্ণ সেবন করিলে অশ্মরী চূর্ণ হইয়া যায় (চরক)।

শিশুকে পেঁচোয় পাইলে বৃহতী ফল গলায় বাঁধিয়া দিলে পেঁচোয় পাওয়া আরাম হয়।
(Fig. 415.)

416. S. torvum Swartz (গোঠবেগুন)

Fig.—Wight, Ic., t. 345.

Ref.—F. B. I., iv, 234; Roxb., F. I., 572; B. P., ii, 746; Prain, H. H., 248.

জন্মস্থান—সমস্ত বঙ্গদেশে রাস্তার ধারে ও জঙ্গলের ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. গোষ্ঠবার্ত্তাকু; বা. গোষ্ঠবেগুন, গোঠ-বেগুন।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল, বীজ ও গাছ।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ৮-১২ ফুট উচ্চ হয়, রাস্তার কিনারায় ও জঙ্গলের কিনারায় দেখা যায়। পত্র ৬ ইঞ্চি লম্বা ও ৪ ইঞ্চি চওড়া, পত্রের বিভাগগুলি অগভীর, উপরে নরম লোম আছে, কিনারা দাঁতযুক্ত, বোঁটা ১ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ছোট, পুষ্পস্তবকের ব্যাস ১-১½ ইঞ্চি। ফল পীতবর্ণ; বীজ $\frac{1}{10}$ ইঞ্চি এবং মসৃণ। ইহার বীজ শুষ্ক হইলে বৃহতী কিংবা বেগুন বীজ হইতে পৃথক করা যায় না। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ বৃহতীর সমান বলিয়া আর পৃথক লিখিত হইল না। (Fig. 416.)

417. S. trilobatum Linn. (নাভিআঙ্গুরী)

Fig.—Wight, Ic., t. 854, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 678.

Ref.—F. B. I., iv, 236 ; Roxb., F. I., i, 511 ; B. P., ii, 747 ; Prain, H. H., 248 ; Voigt, H. S., 573.

জন্মস্থান—সুন্দরবন, উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. অলর্ক ; উ. নাভিআঙ্গুরী ; তে. মুণ্ড-লামুষ্টি।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, পত্র, ফুল ও ফল।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ৬।১২ ফুট উচ্চ হয়। কাঁটাগুলি ছোট, শক্ত ও চেপ্টা এবং বক্র। পত্র ৩ ইঞ্চি লম্বা, ১½ ইঞ্চি বিস্তৃত, বেগুন পাতার ন্যায়। বোঁটা ½-১½ ইঞ্চি। পুষ্পের বোঁটা ছোট। পুষ্পদণ্ড ½-১½ ইঞ্চি, ইহাতে বহু শক্ত ও বক্র কাঁটা আছে। পুষ্পস্তবক ১-১⅛ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত। ফল ⅙ ইঞ্চি মসৃণ, লালবর্ণ ও গোলাকার। বীজ ⅛ ইঞ্চি, মসৃণ। ফল লোকে খায়। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় এবং পত্র তিক্ত, কোষ্ঠবদ্ধে ইহার ক্বাথ ও গুঁড়া ব্যবহৃত হয়। ইহার ফল এবং ফুল সর্দ্দিতে ব্যবহার হয় (Ainslie)। (Fig. 417.)

Genus—CAPSICUM Linn.

418. C. frutescens Linn (ধানিলঙ্কা)

Fig—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 56.

Ref.—F. B. I., iv, 239 ; Roxb., F. I., i, 574 ; B. P., ii, 749 ; Watt, ii, Pt. i, 237.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে বাগানে ও ক্ষেত্রে চাষ হয় ; জঙ্গলে আপনা-আপনি জন্মিয়া থাকে।

বিভিন্ন নাম—বা. ধানিলঙ্কা ; হি. গাছমরিচ ; তা. মুল্লাগ্গাই ; তে. মীরাপাকাই।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল ও বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী অথবা বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। পত্র বোঁটার দিকে ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, ঈষৎ বক্র। কাঁচা লঙ্কা সবুজবর্ণ, পাকিলে লাল, লেবুরংবিশিষ্ট পীতবর্ণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রং হয়। বীজ ফলে অনেক থাকে, দেখিতে বেগুন বীজের ন্যায়, চেপ্টা ও ক্ষুদ্র। ফুল ও ফল বৎসরের সকল সময়েই জন্মে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—দেশীয় ডাক্তারেরা ইহা সান্নিপাতিক, অবিরাম জর, শোথ, গেঁটে বাত, অম্লরোগ ও কলেরায় ব্যবহার করেন।

ইহা বাহ্যিক প্রলেপ দিলে চর্ম্ম রক্তবর্ণ ধারণ করে। [১০ গ্রেণ লঙ্কা বীজের গুঁড়া এক আউন্স গরম জলের সহিত দিবসে ২।৩ বার সেবন করিলে, প্রবল জরজনিত প্রলাপ দূর হয়।]

C. acuminata Fing., C. abbreviata Fing., C. grossa Sendt. প্রভৃতি ৬ জাতীয় লঙ্কা আছে; উহা লম্বা, সরু, মোটা প্রভৃতি আকৃতিবিশিষ্ট। এগুলি এদেশে চাষ হয় এবং বড় লঙ্কা, সূর্য্যমণি লঙ্কা প্রভৃতি নামে কথিত হয়। ইহাদের গুণ সবগুলির সমান বলিয়া আর ভিন্নভাবে লিখিত হইল না। (Fig. 418.)

Genus—DATURA Linn.

419 D. fastuosa Linn. var. alba Linn. (ধুতুরা)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 192; Eng. Bot., t. 935.

Ref.—F. B. I, iv, 242; Roxb., F. I., i, 561; B. P., ii, 751; Watt, iii, Pt. i, 32, Prain, H. H., 219

জন্মস্থান—ভারতের সকল স্থানেই দেখা যায়, ছোটনাগপুর, বঙ্গদেশের পতিত জমিতে ও জঙ্গলপূর্ণ বাগানে, শস্যক্ষেত্রের ধারে বহু পরিমাণে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. ঘণ্টাপুষ্প, কণ্টফল; বা. ধুতুরা; হি. সফেদ ধুতুরা; তা. ওমাতাই; তে. উম্মেট্টা; Eng. Thornapple.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, ফল ও মূল। মাত্রা, পত্রের রস কুকুর দংশনে ½-১ তোলা; সাধারণ ৫ ফোঁটা; বীজ ⅛ আনা; মূল ২-৪ আনা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, ২-৬ ফুট উচ্চ। পত্র ৭ ইঞ্চি লম্বা ৪ ইঞ্চি চওড়া, বোঁটা ১ ইঞ্চি, বহির্ব্বাস ১-১⅛ ইঞ্চি লম্বা ⅛-½ ইঞ্চি চওড়া, পুষ্পস্তবক ৩-৬ ইঞ্চি। বীজকোষ ১½-১ ইঞ্চি, গোলাকার, গায়ে কাঁটা আছে, ফিকে সবুজবর্ণ। বীজ লঙ্কা বীজের ন্যায়, কিঞ্চিৎ বৃহৎ। শ্বেতধুতুরার ফুলের উপরিভাগে ও ভিতরে বেগুনে রং-এর দাগ আছে। ইহার ফুল এক স্তবক হয়, ফলে কখন হল্‌দে এবং কখন বেগুনে চিহ্ন থাকে। বেহার অঞ্চলে এক প্রকার ধুতুরা আছে, উহার পত্র বাসক ফুলের পত্রের ন্যায়। ফল ও ফুল প্রায় বৎসরের সকল সময়ে দৃষ্ট হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হরিদ্রা ও ধুতুরা পাতা একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে স্তনের বেদনা আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

ধুতুরা পাতার রস ৫ বিন্দু ঘোলের সহিত সেবন করিলে ক্রিমি বিনাশ হয়।

রুটী, ডাইল ও ছোলা প্রভৃতি দ্রব্য অতিমাত্রায় ভক্ষণ করিয়া অজীর্ণ হইলে ধুতুরার বীজ সেবন করিলে অজীর্ণ আরাম হয়।

ধুতুরার মূলের ছাল ৪ আনা পরিমাণ, ½ সের জলে মিশাইয়া ঐ জলে ৫ তোলা পুরাতন চাউল পাক করিবে, পরে উহাতে ১ সের গব্য দুগ্ধ, অর্দ্ধপোয়া মিছরী এবং ½ ছটাক গব্যঘৃত দিয়া পায়স প্রস্তুত করিয়া উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তিকে ২ বাবে সেবন করাইলে উন্মাদ আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

এক সের ধুতুরা পাতার রস, হরিদ্রা ৮ তোলা, গন্ধক ৮ তোলাসহ এক সেব সরিষার তৈল পাক করিয়া সেই তৈল কানে দিলে কানের ঘা আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

শীতল জলেব সহিত ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ধুতুরা বীজ সেবন কবিলে দারুণ শ্লীপদ আরাম হয়। ধুতুবা অধিক মাত্রায সেবন করিলে হৃদয়েব ক্রিয়া বৈষম্য হইয়া ভয়ানক প্রলাপ উৎপন্ন হয়।

ধুতুরা নিউমোনিয়া ও রজঃকৃচ্ছ্র বোগে হিতকর। ধুতুরার ধূম শ্বাসের পক্ষে হিতকব।

কামোন্মাদ, আত্মঘাতেচ্ছা, সূতিকা ও উন্মাদে ইহার ফল হিতকর। ধুতুরা পাতার রসে, অহিফেন ও পুনর্নবামূল পেষণ কবিয়া প্রলেপ দিলে বাতের বেদনা ও হাতপায়ের শোথ আরাম হয়।

ইহার পত্র হাঁপানি রোগে হিতকর। মালয় দ্বীপের লোকেবা ইহার পাতার সহিত মত্স্য অথবা চাউলেব গুঁড়া এবং জাফবান মিশ্রিত করিয়া কোন স্থানে ফুলিলে অথবা বেদনা হইলে প্রলেপ দেয়।

ইহাব শিকড গুঁড়া কবিয়া দাঁতেব গোড়ায় দিলে দাতের বেদনা আবাম হয়। ইহাব শুষ্ক ফুল গুঁড়া করিয়া পাতায় জডাইয়া সিগারেটেব ন্যায় ধূমপান কবিলে হাঁপানির যন্ত্রণা কমিয়া যায়। ইহার কাঁচা ফল সেবন কবিলে দারুণ মত্ততা আনয়ন কবে (Ainslie)। (Fig. 419.)

420. D. fastuosa Linn. (কালধুতুরা)

Fig.—Wight, Ic., t. 1396; Rheede, Hort. Mal., ii, t. 28.

Ref.—F. B. I., iv, 242; Roxb., F. I., i, 561; Watt, iii, Pt. i, 32; B. P., ii, 751; Prain, B. Pl., 249.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের বাগানে দেখা যায়; বর্দ্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলার স্থানে স্থানে পতিত ভূমিতে জন্মে, সচরাচর দেখা যায় না।

বিভিন্ন নাম—বা. কালধুতুরা, কনকধুতুরা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, মূল ও বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম, ইহার সহিত শ্বেতধুতুরার সাদৃশ আছে তবে ইহার ফুল সাধারণতঃ বড়, শ্বেতবর্ণ কিংবা বেগুনে; ২ স্তবক হয়, কখন বা ৩ স্তবক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ফলে কাঁটা আছে, গোলাকার। পত্রবৃন্ত ১-২ ইঞ্চি; বহির্বাস ৩ ইঞ্চি লোমযুক্ত, ত্রিকোণাকার পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। ফল সবুজবর্ণ কাঁটায় আবৃত। ফলে বীজ ঘেঁসাঘেঁসিভাবে অনেক থাকে। বীজ মসৃণ, ফিকে ধূসরবর্ণ। ইহার পত্র, কাণ্ড ও ফল সমস্তই বেগুনে রংএর। সাধারণতঃ বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ বিষাক্ত, বীজ খাওয়াইয়া অসৎ উদ্দেশ্যে লোককে অচেতন করে। ধুতুরা অধিক পরিমাণে সেবন করিলে মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে (K. L. Dey)। ইহার বীজ গুঁড়া করিয়া সিদ্ধির সহিত মিশ্রিত করিলে সিদ্ধির নেশা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কোন একটী পাত্রে ধুতুরা বীজ রাখিয়া জ্বাল দিলে যখন ধোঁয়া বাহির হইতে আরম্ভ হয় তখন কোন মাদক দ্রব্য উহাতে দিয়া পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া এক রাত্রি রাখিলে মাদক দ্রব্যের শক্তি বৃদ্ধি হয়।

ইহার কয়েকটী বীজ, আকরকরার মূল (Anacyclus pyrethrum) এবং লবঙ্গ চিবাইয়া খাইলে কাশের উত্তেজনা অধিক হয় (Dr. Emerson)। ইহার বীজ, পত্র ও টাটকা রস মাদক ও আক্ষেপ নিবারক, এই ধুতুরা শ্বেতধুতুরা অপেক্ষা ক্ষমতাশালী এবং উভয় ধুতুরা সন্ন্যাস, অতিসার ও মাথাধরায় ব্যবহার হয়। ইহার বীজ হইতে একপ্রকার Alkaloid প্রস্তুত হয়, উহা বেলেডোনার সমান (K. L. Dey)।

ইহার কয়েকটী পাতার ধূম গ্রহণ করিলে হাঁপানির উপশম হয় (Dr. Osward)। ধুতুরার টাটকা পাতার রস ফুলায় প্রলেপ দিলে ফুলার উপশম হয় এবং টাট্‌কা রস চক্ষু উঠায় হিতকর। পাতার টাট্‌কা রস এক ফোঁটা কিংবা দুই ফোঁটা কানে দিলে কানের বেদনা আরাম হয় (T. N. Ghose)। আক্ষেপের সহিত হাঁপানির পক্ষে ইহা একটী চমৎকার ঔষধ। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে কিংবা মুসলমান হাকিমদের পুস্তকে ধুতুরার উল্লেখ নাই, ইহাতে বোধ হইতেছে যে ধুতুরা একটী অল্পদিন আবিষ্কৃত ঔষধ। (Fig. 420.)

Genus—HYOSCYAMUS Linn.

421. H. niger Linn. (খোরাসানী যোয়ান)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 196; Bot. Mag., t. 2394; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 687 B.

Ref.—F. B. I., iv, 244; Roxb., F. I., ii, 239.

জন্মস্থান—হিমালয়ের পশ্চিমাঞ্চলে, কাশ্মীর, গাড়ওয়াল, সাহারানপুর। শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—সং. যমানী বা. হি. খোরাসানী যোয়ান ; তা. খোরাসানী যোমাম ; তে. খোরাসনী জামাম ; Eng. Henbane.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ, ফল।

বর্ণনা—সোজা খস্‌খসে গুল্ম, কোমল লোমযুক্ত। পত্র ডিম্বাকৃতি কিংবা লম্বা, ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত, ৫ ইঞ্চি লম্বা ২ ইঞ্চি চওড়া, পত্রবৃন্ত ছোট। ফুলের বোঁটা ছোট, ফল ১-½ ইঞ্চি। ফুল বেগুনে কিংবা সবুজবর্ণ, শিরাগুলি বেগুনে। বীজকোষ ½ ইঞ্চি, বীজ ১/১৬ ইঞ্চি (C. B. Clarke)। জুলাই আগষ্ট মাসে ফুল ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা কৃমিনাশক, হাঁপানি নিবারক, শান্তিকর ও আক্ষেপ নিবারক। স্নায়বিক রোগ, মানসিক উত্তেজনা, নিদ্রাহীনতা এবং অপরাপর মানসিক বিকার প্রাপ্ত রোগে ইহা হিতকর। ইহার বাহ্যিক প্রয়োগ বাত, গ্রন্থিস্ফীতি এবং ঘায়ে উপকার হয়। চক্ষু রোগে ইহা অতি মূল্যবান ঔষধ। (Fig. 421.)

422. H. muticus Linn. (কোহিবাঙ্গ)

Fig.—Griff., Ic. Pl. Asiat., t. 412 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 688.

Ref.—F. B. I., iv, 245 ; Boiss., Fl. Orient., iv, 293.

জন্মস্থান—পাঞ্জাব, কাবুল এবং সিন্ধুদেশ।

বিভিন্ন নাম—বা. পার্ব্বতীয় শন, কোহিবাঙ্গ।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—সরল গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। কাণ্ড ১-৩ ফুট উচ্চ। পত্র ২-৪ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত, কতকটা পশমের মত, কিনারা দাঁতযুক্ত। বোঁটা ½-৩ ইঞ্চি, বহির্ব্বাস কোমল লোমযুক্ত, ¾ ইঞ্চি। পুষ্পনল ১-১½ ইঞ্চি, পীতবর্ণ কিংবা শ্বেতবর্ণ; বীজকোষ ½ ইঞ্চি, বীজ ১/১৬ ইঞ্চি। জুলাই মাসে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছ বেলুচিস্থানে বহুপরিমাণে জন্মে, তথাকার লোকে ইহাকে Kohi-bung কিংবা Mountain Hemp বলে। ইহার বিষক্রিয়া অতিশয় অধিক বলিয়া কথিত আছে। ইহার ধোঁয়া নাকে দিলে লোকে সংজ্ঞাহীন হইয়া যায়; দুষ্ট লোকেরা ইহার ধোঁয়া লাগাইয়া লোকজনকে অচৈতন্য করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে। ইহার ধূমপান করিলে সমগ্র শরীর শুষ্ক বোধ হয় এবং অতিশয় মত্ততা ও সংজ্ঞাহীনতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। (Fig. 422.)

423. H. reticulatus Linn. (খোরাসানী জোয়ান)

Fig.—Commelyn, Hort., 77, t. 22 ; Griff., Ic. Pl. Asiat., t. 412.

Ref.—Dymock, ii, 626 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., ii, 921.

জন্মস্থান—বেলুচিস্থান, বাগদাদ, খোরাসান।

বিভিন্ন নাম—বা. খোরাসানী জোয়ান ; তা. খোরাসানী যোমান ; তে. খোরাসানী বাসান ; Eng. Henbane.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—ইহা অপরাপর Hyoscyamus গাছগুলির মত, বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। পত্র কর্ত্তিত, কাণ্ডে কাঁটা আছে। ফুলের কিনারাগুলি বেগুনে ; বীজ কৃষ্ণবর্ণ। ফুল ও ফল জুলাই আগষ্ট মাসে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ অপরাপর গাছগুলির গুণের তুল্য। প্রাচীন হিন্দুগণ ইহার ব্যবহার জানিতেন না, কারণ আয়ুর্বেদ গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই। মীর মহম্মদ হোসেন বলেন, এই গাছ তিন রকমের আছে—শ্বেত, কৃষ্ণ ও লালবর্ণ। ইহাদের মধ্যে শ্বেতবর্ণ গাছই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহার পত্রের টাটকা রস রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া এবং পত্র পেষণ করিয়া ময়দার সহিত মোদক প্রস্তুত করিয়া রাখা হয়।

বালির সহিত ইহার পত্রের পুলটিস দিলে ফুলা আরাম হয়। ইহার বীজ মদ্যে মিশ্রিত করিয়া বাতে, বক্ষস্থলের ফুলায় এবং গালগলা ফুলায় ব্যবহার হয়। বীজ ½ ড্রাম, ১ ড্রাম পোস্ত, মধু ও জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কফ ও বাতের বেদনা আরাম হয়। ইহার বীজ ও সমপরিমাণ অহিফেন অতিশয় মত্ততা আনয়ন করে। বীজের গুঁড়া দন্তরোগে ও গর্ভাশয়ের রোগে ব্যবহার হয়। ইহার রস ও বীজের পিষ্ট রস চক্ষে প্রলেপ দিলে চক্ষের যন্ত্রণা নিবারণ হয়। (বীজ ঘোটকীর দুগ্ধে পেষণ করিয়া বন্য ষাঁড়ের চামড়ায় বাঁধিয়া বটিদেশে পরিধান করিলে স্ত্রীলোকদের গর্ভ হয় না (Dymock, ii, 628)।)

ইহা আক্ষেপ নিবারক, অবসাদজনক, বেদনানিবারক এবং রতিশক্তি হ্রাসকারক, মস্তকের নার্ভের এবং মেরুদণ্ড-সংশ্লিষ্ট নার্ভের অবসাদকারক। ইহা নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিলে পেশীর অবসাদ জন্মাইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটাইয়া থাকে। (Fig. 423.)

Genus—NICOTIANA Linn.

424. N. Tabacum Linn. (তামাক)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 191 ; Wight, Ill., t. 166 ; Lamk, Ill., t. 113 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 689A.

Ref.—F. B. I., iv, 245 ; B. P., ii, 752 ; Voigt, H. S., 516.

জন্মস্থান—আমেরিকা দেশীয় গাছ। সমগ্র ভারতে চাষ হয়। বর্দ্ধমান, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, মতিহারী প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়। হুগলী জেলায় স্থানে স্থানে চাষ করে।

বিভিন্ন নাম—সং. তাম্রকূট; বা. তামাক; তা. পুকাই-ইলাই; তে. পোগাকু; Eng. Tobaco.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, কাণ্ড ও সমগ্র উদ্ভিদ। মাত্রা শুষ্কপত্র চূর্ণ ½-২ আনা; পত্র রস ¼-½ তোলা।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় গাছ; পত্র লম্বা ও বৃহৎ, কিনারা স্থানে স্থানে অস্পষ্ট। বহির্ব্বাস ডিম্বাকৃতি গোলাকার, ৫ ভাগে বিভক্ত এবং ত্রিকোণাকার। পুষ্পস্তবক লম্বা, ইহার মস্তক কলকের মত। বীজকোষ ¼ ইঞ্চি, ৪ ভাগে বিভক্ত। বীজ ছোট, ফলে অনেক থাকে, চেপ্টা, কৃষ্ণবর্ণ, আকারে পোস্ত অপেক্ষা ছোট, পোস্ত শ্বেতবর্ণ, ইহার বীজ ফিকে কৃষ্ণবর্ণ। ভারতে বহুপরিমাণে চাষ হয়। শীতের পরে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—Dr. Royle বলেন যে তামাক গাছ পূর্ব্বে ভারতে ছিল না, ইহা ১৬০৫ খৃঃ পোর্টুগীজেরা দাক্ষিণাত্যে আনয়ন করেন। কোন সংস্কৃত বৈদ্যশাস্ত্রে ইহার উল্লেখ নাই। তামাক ক্ষুধানাশ করে ও পরিপাকশক্তির ব্যাঘাত জন্মায়, ইহা মনের উদ্বিগ্নতা ও ভীরুতা আনয়ন করে। ইহা স্মরণশক্তি কমাইয়া দেয় ও ঘন ঘন মূত্রপ্রবৃত্তি আনয়ন করে। ইহা দোক্তার ন্যায় ব্যবহার করিলে spinal cordএর উত্তেজনা আনে এবং আক্ষেপ ও উত্তেজনা উৎপাদন করে। তামাকের $\frac{1}{32}$ হইতে $\frac{1}{16}$ গ্রেণ জিহ্বার জ্বালা উৎপাদন করে এবং লালা বাহির করিয়া দেয়। ইহা স্নায়ুসকলের উত্তেজনা আনয়ন করে। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে শরীরের জড়তা, নিদ্রালুতা, এলোমেলো স্বপ্ন, শ্রুতিহীনতা ও শ্বাসকষ্ট আনয়ন করে।

Makhzan-el-Adwin বলেন যে তামাকের ধোঁয়া বিষনাশক এবং কলেরা রোগীকে ইহার ধোঁয়া দিতে উপদেশ দেন। ইহার ধোঁয়া হাঁপানির শান্তিকর, উপবাসের পর খাইলে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করে। তামাক গাছের ছাই তৈলের সহিত মিশাইয়া ঘায়ে দিলে ক্ষতস্থানের রক্তপাত দূর হয়। হুঁকার জল মূত্রকর, এবং হুঁকার কাই শোষঘায়ে দিলে উহা সারিয়া যায়; চক্ষে দিলে রাতকানা আরাম হয়।

তামাকের নস্য, চূন ও কাঠচাঁপার (Caulophyllum inophyllum) ছালের মলম করিয়া অণ্ডকোষে প্রয়োগ করিলে অণ্ডকোষ প্রদাহ আরাম হয়।

Dr. K. L. Dey তামাকের নিম্নলিখিত প্রস্তুত প্রণালী লিখিয়া গিয়াছেন :—

তামাক পাতার গুঁড়া	১২ ভাগ	এইগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া ছয় মাস মাটীতে পুঁতিয়া পচাইতে হয়।
সুগন্ধি দ্রব্যের গুঁড়া	১৬ "	
গুড়	৮৮ "	
পাকা চাঁপাকলা	১৬ "	
পাকা কাঁঠাল	২ "	
পাকা আনারসের রস	১ "	

২য় প্রণালী—

তামাক পাতার গুঁড়া	১২ ভাগ	এইগুলি মিশ্রিত করিয়া কিছুদিন পরে ব্যবহার চলে।
পাতার শিরার "	৬ "	
সুগন্ধি দ্রব্য	২ "	
গুড়	২২ "	
গুঁড়া চুন	১ "	

তামাকের পাতা মত্ততা আনয়ন করে, ইহা সেবন করিলে দর্শনশক্তি কমিয়া যায়, ইহা বমনকারক শ্বাসকাশ ও কফ নাশক। তামাক শুক্রপীড়া, দাঁতের বেদনা, শোথ নাশক ও বিছা, ভীমরুলের বিষ নাশক। তামাক কফঘ্ন ও আম নাশক, বিষমাত্রায় সেবন করিলে সংজ্ঞাহীনতা আনয়ন করে এবং বক্ষ ও শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়ার অবসাদ জন্মাইয়া মৃত্যু ঘটায়। তামাক অতিমাত্রায় খাইলে পাকস্থলী ও কণ্ঠের উত্তেজনা হয়। অতিমাত্রায় তামাক খাইলে স্ত্রীসম্ভোগ ইচ্ছা কমিয়া যায় ও শরীরের অবসাদ জন্মে।

নাইকোটিন (nicotine) তামাকের একটী বিশেষ উপাদান, পরিমিত মাত্রায় প্রয়োগে ইহা হিতকর। (ইহা শোথরোগে, শ্বাস, ঘুংড়িকাশি ও হিক্কায় বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। তামাকের পাতা গরম করিয়া পেটে স্থাপন করিলে শূল ও পেটকামড়ানি আরাম হয়। তামাক পাতায় শিলারস লাগাইয়া অণ্ডকোষে লাগাইলে যন্ত্রণা কমিয়া যায়।) অতিমাত্রায় তামাক সেবন করিলে, ক্ষুধানাশ, অজীর্ণতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, স্বরভঙ্গ, পেটবেদনা ও স্মৃতিশক্তিহীনতা হয় (Dymock, ii, 638)। (Fig. 424.)

Genus—PHYSALIS Linn.

425. P. minima Linn. (বনটেপারি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x, t. 71; Wight, Ic., t. 166B, Fig. 6.

Ref.—F. B. I., iv, 238; Roxb., F. I., i, 563; B. P., ii, 750; Watt vi, Pt. I, 224.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনায় জঙ্গলের ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. বনটেপারি; হি. তুলাটী-পাটী; তে. কুপান্তি।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল ও উদ্ভিদ।

বর্ণনা—নরম লোমযুক্ত বর্ষজীবী উদ্ভিদ। ইহার শাখাগুলি সরলভাবে জন্মে এবং গাছ ৬-১৮ ইঞ্চি উচ্চ হয়। পত্র ২ ইঞ্চি ডিম্বাকৃতি, পাতার প্রান্তগুলি করাতের ন্যায় কর্ত্তিত।

বোঁটা ১ ইঞ্চি: ফুল এক একটী জন্মে, বৃন্ত লম্বা ও অবনত, পীতবর্ণ $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি। ফল $১\frac{১}{২}$ ইঞ্চি লম্বা $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি চওড়া, লালবর্ণ। ফলে বীজ অনেক থাকে, ব্যাস $\frac{১}{১২}$ ইঞ্চি। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফল বলকারক, মূত্রকর এবং বিরেচক (Stewart); ইহা গনোরিয়া রোগে ব্যবহার হয়। কঙ্কনদেশে এই গাছের পিষ্ট অংশ চাল ধোয়া জলের সহিত শ্লথ স্তন দৃঢ় করণে প্রয়োগ করে (Dymock)।

Genus—WITHANIA Pauq.

426. W. somnifera Dunal. (অশ্বগন্ধা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iv., t. 55; Wight, Ic., t. 853.

Ref.—F. B. I., iv, 239; Roxb., Fl. I., i, 561; B. P., ii, 750; Prain, H. H., 249.

জন্মস্থান—ভারতের বহুস্থানে জন্মে; উত্তরবঙ্গ, হুগলী, হাওড়া জেলার বাগানে চাষ করে।

বিভিন্ন নাম—সং. বা. অশ্বগন্ধা; তা. আমকুলাঙ্গ; তে. পিনিরু; Eng. Winter cherry.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ ও মূল, বীজ, মূলচূর্ণ ৪-৮ আনা; ক্ষার ২-৪ আনা।

বর্ণনা—গাছ ১-৫ ফুট উচ্চ হয়, শাখাগুলি গোলাকার, চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত। পত্র ২-৪ ইঞ্চি, অগ্রভাগ সরু, পত্রে শ্বেতবর্ণ লোম আছে। পত্রবৃন্ত $\frac{১}{৪}$-$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি; পুষ্পদণ্ড $\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি। ইহার ফুল পত্রের বৃন্তদেশ হইতে বাহির হয়। ফুল উভয়লিঙ্গবিশিষ্ট, ছোট কোমল লোমযুক্ত। ফুল সবুজের আভাযুক্ত কিংবা পীতবর্ণ। পুংকেসর লম্বা। ফল মটরের ন্যায়, $\frac{১}{৪}$-$\frac{১}{৩}$ ইঞ্চি, গোলাকার, পাকিলে লালবর্ণ। বীজ $\frac{১}{১২}$ ইঞ্চি, মসৃণ ও চেপ্টা। শিকড় ঈষৎ শ্বেতবর্ণ, শিকড়ের গন্ধ ঘোড়ার গন্ধের ন্যায় বলিয়া ইহাকে অশ্বগন্ধা বলে। অক্টোবর হইতে মে মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছাল বলকারক, রসায়ন; ইহা বালকদিগের দৌর্ব্বল্য, ক্ষয়রোগে ও বৃদ্ধদিগের বলাধানের জন্য ব্যবহৃত হয় (Dutta)।

বন্ধ্যা স্ত্রী ঋতুস্নানের পর অশ্বগন্ধার ক্বাথ গব্যঘৃত যোগে পান করিলে উহার গর্ভ সঞ্চার হয়।

ক্ষয়কাশে অশ্বগন্ধার শিকড়ের ক্বাথ ১ ভাগ, দুগ্ধ ১০ ভাগ, ঘৃত ১ ভাগ এক সঙ্গে সিদ্ধ করিয়া ঘৃত প্রস্তুত হয়। এই ঘৃত সেবন করিলে বালকদের পুষ্টি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়।

পীতশ্বগন্ধাপয়সার্দ্ধমাসং ঘৃতেন তৈলেন সুখাম্বুনা বা।
কৃষস্য পুষ্টিং বয়সো বিধত্তে বালস্য শস্যস্য যথাম্বুবৃষ্টিঃ॥
পাদকল্কেঽশ্বগন্ধায়াঃ ক্ষীরে দশগুণে পচেৎ।
ঘৃতং পীতং কুমারাণাং পুষ্টিকৃদ্বলবর্দ্ধনম্॥ চক্রদত্তঃ

অশ্বগন্ধার যোগে অনেক রসায়ন ঔষধ প্রস্তুত হয়।

অশ্বগন্ধা দশপলা তন্মাত্রো বৃদ্ধদারকঃ।
চূর্ণীকৃত্যোভয়ং বিদ্বান্ ঘৃতভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥
কর্ষৈকং পয়সা পীত্বা নারীভির্নৈবতৃপ্যতি।
অগত্বা প্রমদাংমুয়াদ্বলীপলিতবর্জ্জিত॥ শার্ঙ্গধরঃ

অশ্বগন্ধা ১০ পল (৮ তোলা), বৃদ্ধদারক (Argyreia speciosa) ৮০ তোলা উত্তমরূপ চূর্ণ কবিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। ইহা ২ তোলা পরিমাণ লইয়া দুগ্ধের সহিত পান করিলে নারীতে তৃপ্তিলাভ হয় না। ইহা পান করিয়া স্ত্রীসহবাস করিলে বলীপলিত বর্জ্জিত হইয়া জীবন ধারণ করা যায়।

অশ্বগন্ধা মূল, পিষ্টপত্র, পৃষ্ঠব্রণ, নালিঘা এবং কষ্টকর ফুলায় প্রলেপ দিলে উহা আরাম হয় (Pharm. Ind.)।

ইহার পত্র অতিশয় তিক্ত, পত্রের রস খাইলে অবিরাম জ্বর আরাম হয়। অশ্বগন্ধা ফল মূত্রকব। ইহার বীজ দুগ্ধে দিলে দুগ্ধ জমিয়া যায়।

অশ্বগন্ধা নিদ্রাকর। বীজ মূত্রকর ও নিদ্রাকর (Irvine)। অশ্বগন্ধাব শিকড় বাতনাশক ও অম্লবোগনাশক।

ইহার Alkaloid ইনজেকসন দিলে আক্ষেপ ও সংজ্ঞাহীনতা জন্মে।

উদরশোথে গোমূত্রের সহিত অশ্বগন্ধা সেবন করিলে উহা সারিয়া যায়।

ঋতুস্নাতা স্ত্রীলোক অশ্বগন্ধার কাথে কিছু ঘৃত দিয়া পান করিলে গর্ভবতী হয়।

অশ্বগন্ধার শিকড় চিনি ও গব্যঘৃত যোগে লেহন করিলে নিদ্রানাশ রোগ আরাম হইয়া রোগী গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়।

বৈদ্যশাস্ত্রে কাকলী ও ক্ষীরকাকলীর স্থানে অশ্বগন্ধা ব্যবহার হয়। (Fig. 426.)

427. W. coagulans Dunal. (অশ্বগন্ধা)

Fig.—Wight, Ic., t. 1616; Stocks, in Hook., Ic., t. 801; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 682.

Ref.—F. B. I., iv, 240; Boiss., Fl. Orient., iv. 288.

জন্মস্থান—পাঞ্জাব, সিন্ধু ও শতদ্রু (Sutlej) প্রভৃতি স্থানে সর্ব্বত্র জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. পীতভৃঙ্গী ; বা. অশ্বগন্ধা ; হি. ভানরা ; বম্বে—ভাজরা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—ছোট ধূসরবর্ণ গাছ। পত্র অতিশয় ঘন ঘন জন্মে, ধূসরবর্ণ লোমাবৃত। পত্রের অগ্রভাগ মোটা, ডিম্বাকৃতি ও লম্বা। বোঁটা ক্ষুদ্র, ½-⅙ ইঞ্চি। ফুল একলিঙ্গবিশিষ্ট, ফুলের বহির্ব্বাস ½ ইঞ্চি। পাপড়ি ½ ইঞ্চি, পীতবর্ণ। ফল ⅙ ইঞ্চি, চামড়ার মত শক্ত। ফল ঘন ঘন জন্মে। ইহার ফল ও বীজ পূর্ব্বলিখিত অশ্বগন্ধার মত (C. B. Clarke)। ইহার শুষ্কফল বাজারে বিক্রয় হয়, ইহাকে পুনির যাফোটা (Punir-jafata) বলে। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পক্কফল বমনকারক। ইহা অম্ল, পেটফাঁপা ও পেটবেদনায় ব্যবহার হয়। ইহার পিষ্টরস, Rhazya stricta Dc. গাছের পত্রের সহিত বলকারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। শুষ্কফল দুগ্ধ জমাট করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় (Pharm. Ind.)। পক্কফল বেদনানিবারক এবং শান্তিকর গুণ আছে।

ইহা রসায়ন, মূত্রকর এবং পুরাতন যকৃৎ রোগে ব্যবহার হয় (Dymock)। Sir James Fergusson বলেন যে ইহার ৪ আউন্স ফল ১½ পাইন্ট জলে ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া উহার অর্দ্ধেক অংশ ৫৫ গ্যালন দুগ্ধে দিলে উক্ত দুগ্ধ ১½ ঘণ্টার মধ্যে ছানা হইয়া যায়। এই ছানা স্বাদশূন্য এবং গন্ধশূন্য হয় (Dymock)।

ইহার ফল মূত্রকর এবং পুরাতন যকৃৎ রোগে ব্যবহৃত হয় (Dymock)।

ইহার গুণ Physalisএর তুল্য। উভয় গাছের ফল রক্ত পরিষ্কারক। (Fig. 427).

LXXIV. SCROPHULARINEAE.

Genus—HERPESTIS H. B. & K.

428. H. Monniera. H. B. & K. (বিরমী)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x. t. 14 ; Bot. Mag., t. 2557 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 696C.

Ref.—F. B. I., iv, 272 ; Roxb., F. I., ii, 94 ; B. P., ii, 765 ; Prain, H. H., 251.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের বহু স্থানে পুকুরের কিনারায় ও নদীর ধারে, আর্দ্রভূমিতে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. ব্রাহ্মী ; বা. বিরমীশাক ; হি. শ্বেত-চামনী ; তা. নীরব্রাহ্মী ; তে. সামবানীচেট্টু ; Eng. Indian Pennywort.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, পত্র, কাণ্ড। রস, ১-২ তোলা; মূলচূর্ণ, ½-২ আনা।

বর্ণনা—সতানে উদ্ভিদ, ভিজা মাটীতে গড়াইয়া বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেক গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। কাণ্ড অতিশয় নরম, রসযুক্ত, গায়ে সূক্ষ্ম লোম আছে। পত্র ½-¾ ইঞ্চি, কাণ্ডের বিপরীত দিকে যুগ্মপত্র জন্মে, বোঁটা কাণ্ডে সংলগ্ন। পত্রের কিনারা অখণ্ডিত, অগ্রভাগ গোলাকার, বৃন্তদেশ ডিম্বাকৃতি; পত্রের শিরা অস্পষ্ট। ফুল ফিকে নীলবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ, ইহার শিরাগুলি বেগুনে। বহির্ব্বাস ⅙-⅛ ইঞ্চি লম্বা, ৫ ভাগে বিভক্ত, উপরের পাপড়ি ডিম্বাকৃতি। পুষ্পস্তবক গোলাকার ও লম্বা। পুংকেসর ৪টী—২টী ছোট ও ২টী বড়। বীজকোষে ২টী ঘর আছে, বীজ ফিকে, বীজাধারে বীজ অনেক হয়। গ্রীষ্মকালে ফুল ও ফল হয়। সমগ্র গাছ তিক্ত।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ব্রাহ্মী স্নায়বিক রোগে বলকারক ঔষধ এবং স্বরভঙ্গ ও অপস্মার রোগে বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ (Dutt)।

ইহা মূত্রকর ও মৃদুকষায় (Ainslie, Met. Med., ii, 239)।

Dr. Roxburgh বলেন, পাতার রস পেট্রোলিয়মের সহিত বাতে মালিশ করিলে বাত আরাম হয়।

ছোট চামচের এক চামচ রস ছোট বালকদিগকে খাওয়াইলে সামান্য ভেদ হইয়া সর্দ্দি ও কষ্টকর বুকের শ্লেষ্মা বাহির হইয়া সর্দ্দি আরাম হয় (U. C. Dutt)।

ইহা একটী উৎকৃষ্ট রসায়ন। ব্রাহ্মী, বচ, হরিতকী, বাসকের শিকড়, পিপুল এই কয়টী গুড়া করিয়া সমপরিমাণ মাত্রায় মধুর সহিত পান করিলে স্বরভঙ্গ ও গলাভাঙ্গা রোগ আরাম হয়।

ব্রাহ্মী বচাভয়া বাসা পিপ্পলী মধু সংযুতা।
অস্য প্রয়োগাৎ সপ্তাহাৎ কিন্নরৈঃ সহ গীয়তে॥ ভাবপ্রকাশঃ

মেধা ও আয়ুকামী ব্যক্তি প্রাতে ব্রাহ্মী রস পান করিয়া অপরাহ্নে দুগ্ধের সহিত যবমণ্ড ৭ দিন পান করিলে মেধাবী হয়; ১৪ দিন পান করিলে তাহার স্মৃতিশক্তি পুনরায় ফিরিয়া আইসে এবং ২১ দিন পান করিলে অতিশয় মেধাবী হয় ও শ্রুতিধারণ করিতে সমর্থ হয় (সুশ্রুত)।

বসন্ত রোগীকে মধুর সহিত ইহার রস পান করাইলে রোগের প্রকোপ কমিয়া যায়। কুড়চূর্ণ ও মধুসহ ইহার রস সেবন করিলে উন্মাদ আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

মূত্রাঘাত রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ইহার রস পান করাইবে।

শিশুর কফ ও কাশে ব্রাহ্মী অল্প গরম করিয়া প্রলেপ দিলে কাশ আরাম হয় (R. N. Khori)।

বাতজনিত দুর্ব্বলতা, শুক্রহীনতা ও অপস্মার রোগে ব্রাহ্মীর রস হিতকর। (Fig. 428.)

Genus—PICRORHIZA Royle

429. P. Kurrooa Royle. (কটকী)

Fig.—Royle, Ill., 291, t. 71 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 699.

Ref.—F. B. I., iv, 290.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ ও কাশ্মীর এবং সিকিম, কুমায়ুন ও উত্তর ভারতের অনেক স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. কটুকা, কটুরোহিণী, চক্রাঙ্গী, শতপর্ব্বা ; বা. হি. কটকী ; তা. কটুকুভোগানি ; তে. কটুৰী ; Eng. Hellebore.

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় ও কন্দ। কন্দচূর্ণ, ১-২ আনা ; বিরেচনার্থ, ৫ আনা।

বর্ণনা—মৃণার ন্যায় কন্দযুক্ত গুল্ম, মূলে সরু শিকড় আছে, গাছের কাণ্ড শক্ত ; কন্দ আঙ্গুলের ন্যায় মোটা, ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা। পত্রের কিনারা করাতের ন্যায় ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ গোলাকার, বৃন্তদেশ সরু। পুষ্পদণ্ড শক্ত হইয়া উপরিভাগে উত্থিত হয়, ইহাতে পত্র থাকে না এবং অনেক ফুল হয়। পাপড়ি ¼ ইঞ্চি লম্বা, ফুলের পাপড়ি ৪টী। পুষ্পস্তবক ছোট, পুংকেসরযুক্ত ⅛-⅙ ইঞ্চি লম্বা। বীজকোষ ½ ইঞ্চি লম্বা। ইহার আর একটী নাম চক্রাঙ্গী, কারণ ইহার গাত্রে আঙ্গুলের ন্যায় দাগ আছে এবং ইহার গাঁইট অনেক বলিয়া শতপর্ব্বা বলে। কটকী গাছ অপর গাছে জড়াইয়া উঠে ও চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়। জুন মাসে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—যষ্টিমধু ও কটকী সমভাগ লইয়া পেষণপূর্ব্বক চিনির সহিত সেবন করিলে হৃদ্‌রোগ আরাম হয়। কটকীর কাথ পান করাইলে প্রসূতির স্তনদুগ্ধের শোধন হয় (চরক)।

কটকীচূর্ণ ২ তোলা চিনির সহিত পান করিলে কফপিত্ত জ্বর আরাম হয়।

কটকী রসায়ন, পিত্তনিঃসারক ও পাচক। কামলারোগে পিত্তের বিকৃতিতে, অজীর্ণে ও গ্রহণীরোগে ইহা বিশেষ হিতকর। যকৃতের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া আছে। বিষম জ্বরে কটকী একটী অতি উত্তম ঔষধ। কটকী কৃমিনাশক (R. N. Khory)।

ইহা অম্লরোগে ও যাবতীয় পাকযন্ত্রের রোগে বড়ই উপকারী। পাকযন্ত্রের রোগে কটকী ১০-১৫ গ্রেণ পরিমাণ দিবসে ৩।৪ বার সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয় (Moodeen Seriff)।

শোথরোগে ইহার উগ্রকাথ দিবসে ৩।৪ বার ৩।৪ দিন সেবন করিলে জলবৎ ভেদ হইয়া শোথ আরাম হয়। কখন বা ইহা ১ সপ্তাহ ধরিয়া খাওয়াইলে উপকার দর্শে (Watt)।

কটকীর পালাজ্বরনাশক শক্তি কুইনাইন অপেক্ষা কিছু কম, কিন্তু তিক্ত ও বলকারক ঔষধ-রূপে ইহা বড় উপকারী। ইহার শিকড় বিরেচক, যদি সামান্য জ্বর হয় এবং উহার সহিত কোষ্ঠবদ্ধ থাকে তবে দাস্ত করাইয়া ইহা জ্বর কমাইয়া দেয়। একটী ম্যালেরিয়া রোগীকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ইহা খাওয়াইয়া উহার গাত্রের তাপ ১০১° হইতে ৯৯.৫° হয়—২ দিন তাহার দাস্ত কমে নাই, তৃতীয় দিনে কিছু কম পরিমাণে খাওয়াইবার পর পেট ধরিয়া যায় ও জ্বর একেবারে বন্ধ হয় (Report, Ind. Drugs)।

। কটকীর গুঁড়া ২ ড্রাম চিনি ও গরম জলের সহিত পান করিলে বিরেচক ঔষধের কাজ করে।

সশর্করামক্ষমাত্রাং কটুকামুষ্ণবারিণা।
পীত্বা জ্বরং জয়েজ্জন্তুঃ কফপিত্তসমুদ্ভবম্॥ চক্রদত্তঃ

পিত্তজ্বরে কটকীর মূল, যষ্টিমধু, কিসমিস এবং নিমের ছাল প্রত্যেক ½ তোলা, ও জল ৩২ তোলা লইয়া পাক করিবে, এবং ¼ ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান করিলে পিত্তজ্বর আরাম হয়।

মৃদ্বীকা মধুকং নিম্বং কটুকা রোহিণী সমা।
অবশ্যায়স্থিতং পাক্যমেতৎ পিত্তজ্বরাপহম্॥ চক্রদত্তঃ

কটকী, বচ, হরিতকী এবং চিতামূল সমপরিমাণ মিশ্রিত করিয়া ১ ড্রাম পরিমিত গোমূত্রের সহিত পান করিলে দারুণ অম্লরোগের যন্ত্রণা কমিয়া যায় (Dutt)। (Fig. 429.)

Genus—CELSIA Linn.

430. C. coromandeliana Vahl. (ছোট কুকসিম)

Fig.—Wight, Ill., t. 165; & Ic., t. 1406; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 691.

Ref.—F. B. I., iv, 251; Roxb., F. I., iii, 100; B. P., ii, 757; Prain, H. H., 250.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশ; পঞ্জাব হইতে সিংহল; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনা, ময়দান ও বাগানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. কুলাহল, অকম্বুষ; বা. ছোট কুকসিম; হি. তামবাকু; বম্বে—কোলহল।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, সমগ্র উদ্ভিদ; মূল, পত্ররস, ১-২ তোলা; মূলচূর্ণ, ২-৮ আনা; মূলের কাথ, ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ; কাণ্ড ২-৩ ফুট উচ্চ, মোটা ও নরম। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, গভীর ভাবে বিভক্ত, মোটা ও দাঁতযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ১-২ ফুট; পুষ্পবৃন্ত ⅛-⅙ ইঞ্চি; পাপড়ি ডিম্বাকৃতি ও লম্বা। পুষ্পের ব্যাস ½ ইঞ্চি, পীতবর্ণ; পুংকেসর লোমময়। বীজকোষ অল্প গোলাকার ⅛-⅙ ইঞ্চি, বীজ লম্বা। ফেব্রুয়ারী হইতে মে মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—উদ্ভিদ ঈষৎ তিক্ত এবং চট্‌চটে; দেশীয় লোকেরা ইহার রস ১ আউন্স পরিমাণ জ্বরনাশক বলিয়া ব্যবহার করে। ইহা রক্ত আমাশয় ও চর্ম্মরোগে ব্যবহার হয় (Pharm. Ind.)।

সমগ্র গাছের রস প্রাতে ও সন্ধ্যায় ½ ছটাক পরিমাণ ব্যবহার করিলে উপদংশজনিত স্ফোটক আরাম হয়। ইহার রস সমপরিমাণ সরিষার তৈলের সহিত ব্যবহার করিলে বাত ও পায়ের জ্বালা আরাম হয় (Watt)।

ইহার শিকড় চর্ব্বণ করিলে পিপাসা দূর হয় (Watt)।

পত্রের রস চিনি ও জলের সহিত খাইলে রক্ত অর্শের শান্তি হয়। ইহা অতিশয় বমনকারক। বালকদের সর্দ্দি ও বক্ষপ্রদাহে ইহার রস হিতকর; ইহা বহুমূত্র রোগে হিতকর (Watt)।

পাতার রস ঘ্রাণ লইলে পালাজ্বর আরাম হয় বলিয়া কথিত আছে। এ দেশীয় লোকে ইহার ½ ছটাক পরিমাণ রস রক্ত-অতিসার ও পাঁচড়ায় ব্যবহার করিতে নির্দ্দেশ দেন (Dymock, iii, 4)। (Fig. 430.)

Genus—LINDENBERGIA Lehm.

431. L. urticaefolia Lehm. (হলদে বসন্ত)

Fig.—Hook, Ic. Pl., t. 875; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 694.

Ref.—F. B. I., iv, 262; Roxb., F. I., iii, 94; B. P., ii, 764; Prain, H. H., 250.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, পুরাতন দেওয়ালের উপর ও নদীর কিনারায় জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. হল্‌দে বসন্ত; মারহাট্টা—চোল; বম্বে—গাজদার।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্রের রস।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম, ৪-১০ ইঞ্চি উচ্চ হয়। কাণ্ড ও পত্র লোমযুক্ত, কাণ্ডের উভয়দিকে যুগ্ম পত্র হয়। শাখাগুলি বহুপত্রবিশিষ্ট। পত্র ১-১½ ইঞ্চি লম্বা বহুশিরাযুক্ত, কিনারা কর্ত্তিত। প্রত্যেক গাঁইট হইতে এক একটী ফুল বাহির হয়। ফুল ছোট, উজ্জ্বল পীতবর্ণ,

বহির্ব্বাস ⅙ ইঞ্চি; পুষ্পনল পীতবর্ণ। বীজকোষ লোমযুক্ত। বর্ষার পর হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কঙ্কনদেশে ইহার রস বক্ষপ্রদাহে ব্যবহার হয় এবং ধনে গাছের সহিত মিশাইয়া চর্ম্মরোগে প্রয়োগ করে। ইহা অতিশয় তিক্ত ও সৌগন্ধযুক্ত (Dymock)। (Fig. 431)

Genus—LIMNOPHILA R. Br.

432. L. gratissima Blume (কর্পূর)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 696A.

Ref.—F. B. I., iv, 268; B. P., ii, 264; Prain, H. H., 251.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, উত্তরবঙ্গ ও সুন্দরবন অঞ্চলে পুকুরে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. কর্পূর; হি. কুট্রা; তা. আম্বুলি।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—মসৃণ লোমযুক্ত উদ্ভিদ; জলে কিংবা জলাভূমিতে জন্মে। কাণ্ড মোটা নরম ও সরল, ১-২ ফুট উচ্চ, প্রায় শাখা হয় না। পত্র ১½-২ ইঞ্চি, ডাঁটার বিপরীত দিকে যুগ্ম পত্র হয়, কখন বা তিনটী দেখা যায়; পত্রের কিনারা করাতের ন্যায় দাঁতযুক্ত, অগ্রভাগ সরু ও অবনত। ফুল এক একটী হয়। ফুল সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, বেগুনে দাগ আছে; পুষ্পদণ্ড ১ ফুট লম্বা; ফুলের বোঁটা ½-১ ইঞ্চি। বীজকোষ লম্বা, অগ্রভাগ সরু। উদ্ভিদ দেখিতে অনেকটা কুলেখাড়ার ন্যায়—কুলেখাড়া গাছে কাঁটা আছে, ইহাতে কাঁটা নাই। বর্ষাকালে ফুল হয়, শীতকালে ফল ধরে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা জ্বরে স্নিগ্ধকর ঔষধ। স্ত্রীলোকদের স্তনদুগ্ধ যখন অম্ল হয় তখন প্রসূতিদিগকে ইহার রস খাওয়াইলে দুগ্ধ শোধিত হইয়া থাকে (Dymock)। (Fig 432.)

433. L. gratioloides R. Br. (কার্পূর)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ix, 85 & xii, t. 36; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 696B; Burm., Fl. Zey., t. 55, Fig. 1.

Ref.—F. B. I., iv, 271; Roxb., F. I., iii, 97; B. P. 764; Prain, H. H., 251.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের ধান জমিতে ও আর্দ্রস্থানে বহুপরিমাণে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. অমরাগন্ধক; বা. কার্পূর।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ, ধান জমিতে জন্মে, সচরাচর গাছের কতক অংশ জলে ডুবিয়া থাকে। গাছ ৪-৮ ইঞ্চি উচ্চ হয়, ইহার গন্ধ তার্পিনের ন্যায়, ত্রিপত্র বিশিষ্ট উদ্ভিদ। গাছের কাণ্ড নরম ও মোটা। কাণ্ডের উভয়দিকে একটীর পর একটী পত্র জন্মে। ½-⅓ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পস্তবক ⅓ ইঞ্চি। বহির্ব্বাস ⅙-⅓ ইঞ্চি লম্বা। এই গাছের আরও ২টী জাতি আছে—Var. intermedia এবং Var. elongata; প্রথমটীর কাণ্ড মোটা, পত্র ঘন ঘন থাকে—ইহা উত্তর পশ্চিম ভারত, মোরাদাবাদ ও গাড়োয়াল নামক স্থানে দেখা যায়; দ্বিতীয়টীর কাণ্ড লম্বা—ইহা দাক্ষিণাত্য ও অযোধ্যায় দেখা যায়। বর্ষার পর হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত এই গাছের ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার সংস্কৃত নাম অমরাগন্ধক। ইহা বিষদোষ নাশক, ইহার রস গায়ে লাগাইলে সংক্রামক রোগ হয় না। আদা, জীরা, এলাচ এবং লবঙ্গ যোগে ইহার রস খাইলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়। ইহার রসের সহিত নারিকেল তৈল মিশাইয়া যে তৈল প্রস্তুত হয় উহা শ্লীপদে (গোদে) লাগাইলে উহা আরাম হয় (Rheede)।

Dr. Roxburgh ইহাকে Columnea balsamea বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই গাছের টাট্‌কা গন্ধ কর্পূরের মত বলিয়া ইহার বাঙ্গালা নাম কার্পূর।

Limnophila Roxburghii G. Don. নামে আর এক প্রকার গাছ আছে, ইহা ছোটনাগপুর ও উত্তরবঙ্গে পুষ্করিণীর ধারে প্রচুর জন্মে—ইহাকে বাঙ্গালায় কালাকর্পূর বলে। (Fig. 433.)

Genus—VANDELLIA Linn.

434. V. pyxidaria Maxim. (বকপুষ্প)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ix, t. 57; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 698A.

Ref.—F. B. I., iv, 281; Roxb., F. I., i, 137; B. P., ii, 769; Prain, H. H., 252.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. বক পুষ্প।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—সরল, চিকণ লোমযুক্ত বর্ষজিবী উদ্ভিদ। গাছের গোড়া হইতে শাখা বাহির হয়। গাছ ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা। পত্র ½-¾ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা ছোট, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, বৃন্তদেশ মোটা, দেখিতে ছোলা পাতার ন্যায়। পুষ্পদণ্ড নরম, উহা পত্রের দ্বিগুণ লম্বা। বহির্ব্বাস ⅛-⅙ ইঞ্চি লম্বা; ফুলের পাপড়ি ৩টী, বোঁটার দিক নলাকৃতি। বীজকোষ গোলাকার। বর্ষার শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছ হইতে যে ঘৃত প্রস্তুত হয় উহা গনোরিয়ার ঔষধ এবং ইহার রস বালকদের সবুজ ভেদ হইলে দেওয়া হয় (Dymock, iii, 14)। (Fig. 434.)

Genus—DIGITALIS Linn.

435. D. purpurea Linn. (ডিজিটেলিস)

Fig.—Wood., Med. Bot., i, t. 24 (1790), Ed. 3, ii, t. 78 (1832); Bentl. & Trim., Med. Pl., iii, t. 195; Lamarck, Ill., iii, t. 525, Fig. i (1797); Reich. Ic. Germ., xx, t. 1688.

Ref.—Gard. Chron., (Ser. iii), xxxvi, 208 (1904); U. S. Dept. Agric. Bur. Pl. Indust. Bull., No. 219, p. 33 (1911); New Phyto., x, t. i (1911).

জন্মস্থান—ইউরোপের বহুস্থানে বালুকাময় ও প্রস্তরময় ভূমিতে, আজোর্স ও মাদেরা দ্বীপে জন্মে। এক্ষণে আমেরিকার ওরেগন, ওয়াশিংটন, ভার্জিনিয়া প্রভৃতি স্থানে চাষ হইতেছে। ভারতের সিকিম ও দার্জ্জিলিঙ প্রভৃতি স্থানে অনেক ডাকবাংলার নিকট ডিজিটেলিস গাছ শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। ভারতে বহুপরিমাণে ইহার চাষ আবশ্যক।

বিভিন্ন নাম – Eng. Digitalis.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র ও মূল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। প্রথম বৎসরে গাছের গোড়ায় ঘন পত্র হয়, দ্বিতীয় বৎসরে গাছ ৩-৪ ফুট উচ্চ হয়, গাছের গোড়ার পত্র অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, অগ্রভাগের পত্র ক্রমশঃ ছোট। পত্র ডিম্বাকৃতি ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা এবং ২-৬ ইঞ্চি চওড়া, দেখিতে অনেকটা ধুতুরা পাতার ন্যায়। পত্রের উপরিভাগ ফিকে সবুজবর্ণ ও কোঁকড়ান, বৃন্তদেশ ক্রমশঃ সরু, পত্রের অগ্রভাগ মোটা, নিম্নদেশে ধূসরের আভাযুক্ত, কোমল ও ছোট লোম আছে, কিনারা গোলাকার দাঁতযুক্ত। ইহার ফুল হইলে গাছটী দেখিতে মনোহর হয়। ইহার পুষ্পদণ্ড প্রায় ১৪ ইঞ্চি লম্বা হয় এবং উহার চতুর্দ্দিকে গোড়া হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত গুচ্ছবদ্ধ ৬০-৭০টী বড় ফুল হয়, ফুল বেগুনে, ল্যাভেণ্ডার রংএর ও শ্বেতাভ, ফুলগুলি নিম্নদিকে ঝুলিয়া থাকে, ইহার অগ্রভাগ শ্বেতবর্ণ ও লালবর্ণের দাগবিশিষ্ট, শ্বেতবর্ণ নরম লোমাবৃত। ফুল দেখিতে তিল ফুলের ন্যায়। ফুলের বহির্ব্বাস ৫ ভাগে খণ্ডিত। ফল ⅙ ইঞ্চি লম্বা, উহাতে বহু বীজ জন্মে। জুন মাসে ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—দ্বিতীয় বৎসরের গাছ হইতে ফুল জন্মিবার পূর্ব্বে পত্র সংগ্রহ করিতে হয়। এইগুলি অতিশয় যত্নের সহিত ছায়ায় শুষ্ক করিতে হয়, তৎপরে বায়ু চলাচল করিতে না পারে এমন একটী পাত্রে সযত্নে রাখিয়া দিতে হয়। পত্রগুলি ভাল করিয়া শুষ্ক না করিলে কিংবা রৌদ্র ও আর্দ্রতায় রাখিলে উহার গুণ নষ্ট হইয়া যায়।

ইহা অতিশয় ক্ষমতাপন্ন ঔষধ; ইহা হৃদ্‌যন্ত্রের উপর বেশ কাজ করে ও মূত্রকর। ইহা হইতে Digitalin প্রস্তুত হয় এবং উহা শুষ্ক গুঁড়া পত্র অপেক্ষা শতগুণ শক্তিশালী। ডিজিটেলিস ও Digitalin প্রয়োগ করিতে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত, কারণ শেষোক্তটী অতি উগ্র বিষ, ইহা অধিক দিন ব্যবহার করিলে শরীরে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। ডিজিটেলিস শোথ ও হৃৎপিণ্ডের রোগে বিশেষ মূল্যবান ঔষধ, ইহা হৃৎপিণ্ডঘটিত রোগে উহার ক্রিয়া বাড়াইয়া দেয়। ইহা জ্বর ও অবঘাতিক জ্বর রোগে প্রয়োগে অতি কৃতকার্য্যতার সহিত রোগ আরাম করে। অপেক্ষাকৃত বেশী মাত্রায় প্রয়োগ করিলে ক্ষিপ্ততা, ভয়ঙ্কর সর্দ্দিজনিত আক্ষেপ, ঋতুনাশ, গর্ভাশয় হইতে রক্তস্রাব রোগ আরাম করে; ইহা কামোদ্রেককারী। (Fig. 435.)

LXXV. BIGNONIACEAE

Genus—OROXYLUM Vent.

436. O. indicum Vent. (শোনা)

Fig.—Wight, Ic., t. 1337; Rheede, Hort. Mal., i, t. 43; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 704.

Ref.—F. B. I., iv, 378; Roxb., F. I., iii, 110; B. P., ii, 787; Prain, H. H., 255.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বেহার, উত্তরবঙ্গ; চট্টগ্রাম, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া জেলায় স্থানে স্থানে জন্মে। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. শ্যোনাক, টুণ্টুক, শুকনাশ; বা. হি. শোনা; তে. দন্দীল্লাস; তা. বঙ্গ-আদন্ত্য; সামতাল—বানহাতক।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্, বীজ ও ফল। মাত্রা—পাতা চূর্ণ, ½-২ আনা; কাথ, ৫-১০ তোলা; রস, ১-২ তোলা।

বর্ণনা—২০-৩০ ফুট উচ্চ গাছ; ছাল পুরু; পত্র ২-৪ ফুট লম্বা, পক্ষাকার, অগ্রভাগে একটী পত্র থাকে। পত্রিকা ৫ ইঞ্চি লম্বা, ৩-৪ ইঞ্চি চওড়া, অগ্রভাগ সরু, কতকটা বেলপাতার ন্যায়, বোঁটা ছোট। পুষ্পদণ্ড ১০ ইঞ্চি; পুষ্পস্তবক ২½ ইঞ্চি, মাংসল। ফুলের গন্ধ অপ্রীতিকর, অভ্যন্তরভাগ ফিকে লালের আভাযুক্ত পীতবর্ণ; বহির্ভাগ ঈষৎ লালের আভা-

যুক্ত বেগুনে। পাপড়ি ½-১ ইঞ্চি। বহির্ব্বাস ১-১½ ইঞ্চি, মাংসল। পুংকেসর খর্ব্ব ও বিস্তৃত, পশমময়; পঞ্চম পুংকেসর অপর ৪টী অপেক্ষা ক্ষুদ্র। স্ত্রীকেসর ২½ ইঞ্চি। ফল ১-৩ ফুট লম্বা ২-৩½ ইঞ্চি চওড়া, কিনারা কতক পরিমাণে বক্র; বীজকোষের আবরণ কাষ্ঠের মত শক্ত ও চেপ্টা। বীজ পক্ষ সহিত ৩ ইঞ্চি লম্বা ১½ ইঞ্চি চওড়া। ফল চেপ্টা লম্বা, দেখিতে তরবারির ন্যায়; দুইদিকই ক্রমশঃ সরু (Hook. & C. B. Clarke)। বর্ষাকালে ফুল হয় ও শীতকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড়ের ছাল হিন্দু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে দশমূল পাচনের একটী মসলারূপে ব্যবহৃত হয়, ইহা ধারক, বলকারক এবং উদরাময় ও রক্তআমাশয়ে বিশেষ ফলপ্রদ। শার্ঙ্গধর ইহার ঝলসান শিকড়ের রস, শিমুলের আঠা উদরাময় ও রক্তআমাশয় রোগে বিধান দেন। তিনি বলেন যে ইহার শিকড়ের ছাল তিল তৈলের সহিত ব্যবহার করিলে কর্ণশূল ও কানের পুঁজ আরাম হয়।

নিঘণ্টুকার মতে ইহা পরিপাককারক, ক্ষুধাবৃদ্ধিকর, তিক্ত, ধাবক, স্নিগ্ধকর, কিরকিরে, বায়ুনাশক, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও কফ নাশক। বলদের কাঁধে ঘা হইলে কৃষকেরা সমপরিমাণ হরিদ্রা-যোগে ইহার ছাল বাটিয়া প্রলেপ দেয়।

Dr. Rheede বলেন ইহার ছাল ঘায়ে, কর্ত্তিতস্থানে ও ভগ্নস্থানে প্রয়োগ করিলে উহা আরাম হয়। ইহার শিকড়ের কাথ শোথের পক্ষে হিতকর। Dr. B. Evers বলেন ইহার ছালের কাথ বাতজনিত ফুলায় বিশেষ হিতকর। শোনা ছালের কাথে বাত ধোয়াইয়া বহুসংখ্যক রোগী আরাম হইয়াছে। ইহা একটী পরীক্ষিত ঔষধ। মাত্রা—গুঁড়া ৫ হইতে ১৫ গ্রেণ, দিবসে ৩ বার; ১ আউন্স শিকড়, ১০ আউন্স জল, অবশেষ ১ আউন্স, দিবসে ৩ বার। ইহার গুঁড়া ইপিকাকের গুঁড়া অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। ইহার কোন জ্বরনাশক শক্তি নাই (Dymock, iii, 16)।

ইহার কচি ফল পেটফাঁপা ও পেটের দোষ নিবারক। শোনা বীজ বিরেচক (Plants of Chutia Nagpur, 125)।

ইহার মূলের ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে পেঁচো পাওয়া বালককে স্নান করাইলে উক্ত রোগ আরাম হয় (সুশ্রুত)।

শোনা ছালের কাথ বেদনা নিবারক বলিয়া শোথ ও বাতরোগীকে স্নান ও ধাবন জন্য প্রয়োগ হয়। (Fig. 436.)

Genus—STEREOSPERMUM Cham.

437. S. chelonoides DC. (পীতপাটলা)

Fig.—Wight, Ic., t. 1341; Bedd., Fl. Sylv., t. 72; Rheede, Hort. Mal., vi, 26.

Ref.—F. B. I., iv, 382; Roxb., F. I., iii, 106; B. P., ii, 790. একণে ইহাকে S. tetragonum DC. বলা বিধেয়।

জন্মস্থান—উত্তরবঙ্গ, চট্টগ্রাম, ব্রহ্মদেশ, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. ধারমারু, পীতপাটলা, আটকাপালি; হি. পাদরী; তা. কানাবিরু-খাম; তে. তাগাদা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল, পত্র ও শিকড়।

বর্ণনা—বৃহদাকার গাছ ৩০-৬০ ফুট উচ্চ। বসন্তকালে পত্র পড়িয়া যায়, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ছাল ধূসরবর্ণ, বাহিরের ছাল কর্কের মত। কাষ্ঠ শক্ত, ধূসরবর্ণ। পত্র পক্ষাকার, ১২-১৮ ইঞ্চি লম্বা। ফুল সৌগন্ধযুক্ত; বহির্ব্বাস ⅓ ইঞ্চি, তিনটী দাঁতবিশিষ্ট। পুষ্পস্তবক পীতবর্ণ, বেগুনে এবং লাল রংযুক্ত। বীজাধারের মধ্য শিরা উন্নত। ফল লম্বাকৃতি, নরম এবং বক্র, ১০-৩০ ইঞ্চি লম্বা, ⅓ ইঞ্চি চওড়া ও মসৃণ; বীজ ১ ইঞ্চি লম্বা, ¼ ইঞ্চি চওড়া, ফল ফাটিয়া বীজ বাহির হয়। গ্রীষ্মকালে ফুল হয় ও শীতের শেষে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র ও ফুলের কাথ জ্বরনাশক (T. N. Mukherjee)। ইহার পাতার রস লেবুর রসের সহিত ব্যবহার করিলে উন্মাদ রোগ আরাম হয় (Rheede)। (Fig. 437.)

438. S. suavolens DC. (পারুল)

Fig.—Wight, Ic, t. 1342; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 708.

Ref.—F. B. I., iv, 382; Roxb., F. I., iii, 104; B. P., ii, 790.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বেহার, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. শ্বেতপাটলা, মুষ্কক, মধুদূতী (Messenger of Spring); বা. পারুল; হি. পাদ; তা. পাদরি; তে. কালগোরু।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল, শিকড়, পত্র, ফুল ও ফল।

বর্ণনা—৩০-৬০ ফুট উচ্চ গাছ, লোমযুক্ত। ছাল ধূসরবর্ণ, বাহিরের কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ পীতাভ ধূসরবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ দাগ আছে, পালিশ করিলে ভাল দেখায় (Gamble)। পত্র ১২-১৮ ইঞ্চি লম্বা, পক্ষাকার; পত্রিকা ৭-৯ ইঞ্চি লম্বা, ৩-৫ ইঞ্চি চওড়া; বোঁটা ⅛ ইঞ্চি। পুষ্পস্তবক ফিকে অথবা ঘনবেগুনে, ফুল তাম্রবর্ণ বা রক্তবর্ণ। বহির্ব্বাস ⅓ ইঞ্চি, লোমযুক্ত, ৩-৫ অংশে বিভক্ত, অতিশয় খর্ব্ব ও বিস্তৃত। ফুলের পাপড়ি ৫টী, পুষ্পাধার

ঘণ্টার ন্যায়। পাপড়ির এক একটী অংশ গোলাকার। ফল ১৮ ইঞ্চি লম্বা, ½ ইঞ্চি চওড়া, ৪টী শিরাবিশিষ্ট, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বীজ ½-১½ ইঞ্চি, মধ্যস্থল গভীরভাবে খাঁজকাটা। ফল সরল ও গোলাকার, ১২-২৪ ইঞ্চি লম্বা ও ¾ ইঞ্চি চওড়া। ফলের পরদাগুলি পুরু এবং কাঠের ন্যায় শক্ত (Brandis)। পূর্ব্বকালে পারুল ফুল জলে ফেলিয়া জল সৌগন্ধ করা হইত, এই কারণে ইহার আর একটী নাম অম্বুবাসিনী। ইহার ফুল গ্রীষ্মকালে হয়। শীতকালে ফল পাকে।

পারুল দুই জাতীয় আছে; একপ্রকার গাছের ফুল পীতবর্ণ—ইহার পত্র দণ্ডের দুই দিকে ৪ জোড়া এবং সম্মুখে ১টী পত্র জন্মে, শুঁটী দীর্ঘ ও পাতলা; শ্বেত পাটলার ফুল তাম্রাভ শ্বেতবর্ণ—ইহার পত্র ৩।৪ জোড়া হয়, প্রথম জোড়া বড় পরে ক্রমশঃ ছোট পাতা হয়, ফুলের গন্ধে রাত্রি আমোদিত হয়! ভাবমিশ্র শ্বেত পাটলাকে মুষ্কক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, শ্বেতপুষ্প পাটলাকে ঘণ্টাপারুলও বলে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফুল মধুর সহিত মাড়িয়া খাইলে ঘুংড়িকাশি আরাম হয়। শিকড়ের কাথ দশমূল পাচনের উপকরণ। ইহা শান্তিকর, মূত্রকর, বলকারক। ইহা অপরাপর ঔষধের সহিত ব্যবহার হয় (U. C. Dutt)।

তাঞ্জোর দেশে ইহার ফুলে মিঠাই প্রস্তুত করিয়া রসায়নরূপে ব্যবহার করে। ইহার পত্র বাটিয়া ব্রণে প্রলেপ দিলে ব্রণ আরাম হয় (চরক)।

পারুলের ফুল ও ফলের রসের সহিত কলাই পাক করিয়া মধুর সহিত পান করিলে হিক্কা আরাম হয় (সুশ্রুত)।

পটোল ও পারুলের ছালের কাথ, ধনে, শুঁঠচূর্ণযোগে পান করিলে অম্লপিত্ত আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

পটোলপাটলাকাথো ধান্যনাগরকান্বিতঃ।
জলেনহিতকঃ প্রোক্তশ্চাম্লপিত্ত নিবারণঃ॥ চক্রদত্তঃ

পাটলার ক্ষার ছাগী মূত্রের সহিত পান করিলে শর্করারোগ আরাম হয়। (Fig. 438.)

LXXVI. PEDALINEAE

Genus—MARTYNIA Linn.

439. M. diandra Glox. (বাঘনখা)

Fig.—Bot. Reg., xxiii, t. 2001 (1837).

Ref.—F. B. I, iv, 386 ; B. P., ii, 791 ; Prain, H. H., 255.

জন্মস্থান—পশ্চিম বঙ্গে, সুরকীর গাদা ও আবর্জ্জনাপূর্ণ স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. বাঘনখা ; হি. বিচু ; সামতাল—বাঘনকা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—ইহা আমেরিকা দেশীয় উদ্ভিদ ; এক্ষণে গঙ্গার কিনারায় ও গ্রামের জঙ্গলের ধারে দেখা যায়। পত্র বৃহৎ, কাণ্ডের উভয় দিকে জন্মে, হৃৎপিণ্ডাকৃতি। ফুল গোলাপ ফুলের মত রংবিশিষ্ট, দেখিতে তিল ফুলের মত। ফল কাষ্ঠময়, বোঁটা আছে, দুই দিকে নখের ন্যায় বক্র কাঁটা আছে। বর্ষার সময়ে ফুল ও বর্ষার পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফল ঘর্ষণ করিয়া দষ্ট স্থানে দিলে বোলতা ও বিছার বিষ আরাম হয় (Dymock)। (Fig. 439.)

Genus—PEDALIUM Linn.

440. P. Murex Linn. (বড় গোক্ষুর)

Fig.—Wight, Ic., t. 1615 ; Lam., Ill., t. 538 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 74.

Ref.—F. B. I., iv, 386 ; Roxb., F. I., iii, 114 ; Rheede, x, 32 ; Prain, H. H., 255.

জন্মস্থান—দক্ষিণ ভারতে ও উড়িষ্যা প্রদেশে বালুকাময় স্থানে ও সমুদ্রের কিনারায় জন্মে।

বিভিন্ন নাম— বা. হি. বড় গোক্ষুর ; তে. পেদ্দা-পাল্লেরু ; তা. পেরু-নারেঙ্গী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র ও কাণ্ড।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম, কাণ্ডে অনেক শাখাপ্রশাখা আছে। পত্র ত্রিপত্রবিশিষ্ট, ডাঁটার দুইদিকে পক্ষাকারে থাকে, ১-১½ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, উপরিভাগে সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, পত্রের বৃন্তদেশ সরু কিংবা মোটা। বোঁটা ¼-½ ইঞ্চি। ফুল গন্ধকের ন্যায় পীতবর্ণ, বক্র পুষ্পদণ্ডে থাকে। বহির্ব্বাস ছোট, বিস্তৃত, ফুলে ৫টী পাপড়ি আছে। পুষ্পস্তবকের ব্যাস ১ ইঞ্চি। ফল ½-¾ ইঞ্চি, উপরের দিকে ক্রমশঃ সরু হইয়া থাকে, নিম্নদিকে সরু ছোট বোঁটায় থাকে, চারিটী কোণবিশিষ্ট, প্রত্যেক কোণে কাঁটা আছে। ফলের ছাল কাষ্ঠের মত শক্ত। শরৎকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতার গুঁড়া ১ ড্রাম দুগ্ধ ও চিনির সহিত পান করিলে গনোরিয়া ও গনোরিয়া জনিত বাত আরাম হয়। টাট্‌কা গাছ দুগ্ধ কিংবা জলে বাটিয়া চিনির সহিত খাইলে তীব্র গনোরিয়া আরাম হয়। ইহার শুষ্ক ফল দোকানে বড় গোক্ষুর নামে খ্যাত।

Dr. Emerson বলেন যে ইহার রস চক্ষুরোগে হিতকর। চক্ষের চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিতে হয়।

ইউরোপে সম্প্রতি ইহা স্বপ্নদোষ, মূত্ররোগ ও ধ্বজভঙ্গে ব্যবহার হয় (Practitioner, xvii, 381)। ফলের ১ আউন্স রস ১ প্যাইণ্ট পরিশ্রুত জলে দিয়া প্রত্যহ খাইতে হয় (Dymock)।

ইহার ফলের রস খাইলে স্ত্রীলোকের প্রথম ঋতু আনয়ন করে। গোক্ষুর সূতিকাজ্বরে ব্যবহৃত হয়; ইহাতে প্রসবান্তিক স্রাব নির্গত হইয়া যায়; শিকড়ের কাথ পিত্ত নাশক (Watt)।

ইহার টাট্‌কা পাতা এবং ডাঁটা শীতল জলের সহিত ছেঁচিয়া রস বাহির করিলে একপ্রকার আঠার মত পদার্থ হয়, দেখিতে ডিম্বের শ্বেত অংশের মত। ইহা গনোরিয়ার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। দক্ষিণ ভারতে ইহার পাতার পুলটিস দেয় এবং রস একটী উৎকৃষ্ট পানীয় (Dymock)। (Fig. 440.)

Genus—SESAMUM Linn.

441. S. indicum DC. (তিল)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ix, 54 & 55; Wight, Ill., t. 163.; Bot. Mag., t. 1688; Lam., Ill., t. 528.

Ref.—F. B. I., iv, 387; Roxb., F. I., iii, 100; B. P., ii, 792; Prain, H. H., 255.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রচুর পরিমাণে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. সং. তিল; হি. মিঠাতিল।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, তৈল এবং সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—তিল গাছ ১-২ ফুট উচ্চ, কোমল লোমযুক্ত। পত্র ৩-৫ ইঞ্চি, গাছে ছোট বড় পাতা হয়, উপরের পাতা সরু এবং লম্বা, মধ্যের পাতা ডিম্বাকৃতি ও ক্ষয়প্রাপ্ত, নিম্নের পাতা পাকান। বোঁটা ½-২ ইঞ্চি। ফুল ½ ইঞ্চি, এক একটী কখন বা ২।৩টী হয়। ফুলের পাপড়ি ⅙ ইঞ্চি। পুষ্পস্তবক কোমল ও লোমযুক্ত, ঈষৎ শ্বেতবর্ণ বা লালবর্ণ বা পীতবর্ণের দাগ বিশিষ্ট। বীজকোষ ১ ইঞ্চি লম্বা, ¼ ইঞ্চি চওড়া, উপরদিকে মোড়া থাকে। বীজ ধূসরবর্ণ, মসৃণ এবং কৃষ্ণবর্ণ। হিন্দু বৈদ্যশাস্ত্রে কৃষ্ণ, শ্বেত ও লালবর্ণ তিন প্রকার তিলের উল্লেখ আছে। কৃষ্ণতিল ঔষধে ব্যবহার হয়। বুনোতিলকে রামতিল বলে; ইহার গাছ কৃষ্ণতিলের মত, ফুল চিত্রবিচিত্র, পত্র কৃষ্ণতিল অপেক্ষা বড়। কৃষ্ণতিলে অধিক তৈল থাকে। তিল ২।৩ বার

পেষণ করিতে হয়, নতুবা ইহার তৈল সম্পূর্ণরূপে বাহির হয় না। শীতের প্রারম্ভে ফুল ও শীতের সময়ে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—তিল স্তন্যবর্দ্ধক, মূত্রকর ও বলকারক। ইহা অর্শের পক্ষে হিতকর। তিল জলে বাটিয়া মাখনের সহিত রক্ত অর্শে প্রলেপস্বরূপ ব্যবহৃত হয় তিলের মিষ্টান্ন করিয়া খাইলে অর্শের উপশম হয়। তিল ও তিলের তৈল শান্তিকর, রক্ত আমাশয় নাশক ও মূত্রযন্ত্রের রোগ নাশক। বীজের তৈল ধাতুকর। ইহার সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া খাইলে সর্দ্দি আরাম হয়। তিলের সহিত তিসি মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে কামোত্তেজক ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়। তিলের প্রলেপ দিলে দগ্ধজনিত ক্ষত আরাম হয়। তিল পত্রের লোশন দিয়া কেশ ধৌত করিলে কেশ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। তিলের শিকড়ের কেশ কৃষ্ণবর্ণ করিবার শক্তি আছে (Dymock)।

কথিত আছে তিল অধিক পরিমাণ ব্যবহার করিলে গর্ভপাত হয়। ঋতুনাশ রোগে একমুঠা তিল বাটিয়া ব্যবহার করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

Dr. Evans বলেন তিলের পত্রের রস ব্যবহার করাইয়া তিনি ১৬টী রক্ত আমাশয় রোগীকে আরাম করিয়াছেন। এই ঔষধ ৬।৭ দিন ব্যবহার করিতে হয়। তিনি বলেন ১০ গ্রেণ মাত্রা তিলের গুঁড়া দিবসে ৩ বার খাওয়াইয়া ৩টী বাধক রোগীকে আরাম করিয়াছেন।

কাঁচা বেলের শাঁস, দধির সর ও তিল তৈল সমভাগ লইয়া পাক করিয়া সেবন করিলে আমাশয় আরাম হয় (চরক)। ৮ তোলা তিল পেষণ করিয়া প্রতিদিন ভোজন করিলে ও পরে জল পান করিলে শরীরে পুষ্টি ও দন্ত দৃঢ় হয় (বাগভট্ট)। দগ্ধ তিলের ক্ষার দধি ও মধু যোগে পান করিলে মূত্ররোগ আরাম হয় (হারীত)।

গোক্ষুর ও তিলপুষ্প সমভাগ মধু ও ঘৃত যোগে পেষণ করিয়া মাথায় লাগাইলে ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) আরাম হয়।

কুল মূলের কল্ক, তিল কল্কের রসসহ ছাগদুগ্ধের সহিত পান করিলে রক্ত আমাশয় আরাম হয় (বঙ্গসেন)।

কৃষ্ণতিলের কাথে স্নান করিলে তিমির রোগ আরাম হয়, ইহা চক্ষুর পক্ষে হিতকর (বঙ্গসেন)।

বদরীমূলকল্কস্ত তিলকল্কং তথৈব চ।
সংগৃহ্য সরসং তেষামজাক্ষীরেণ যোজয়েৎ॥
স্নানং কৃষ্ণতিলৈশ্চাপি চক্ষুষ্যং তিমিরাপহম্। বঙ্গসেন

গোক্ষুরতিলপুষ্পাণি তুল্যে চ মধুসর্পিষী।
শিরঃ প্রলেপিতং তেন কেশৈঃ সমুপচীয়তে। ভাবপ্রকাশঃ

তিলতৈলে অনেক ঔষধ ও কেশতৈল প্রস্তুত হয়। (Fig. 441.)

LXXVII ACANTHACEAE

Genus—CARDANTHERA Buch-Ham.

442. C. uliginosa Buch-Ham. (কালা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 713.

Ref.—F. B. I., iv, 405 ; Roxb., F. I., iii, 52 ; B. P., ii, 799 ; Prain, H. H., 256.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশে ধান্যক্ষেত্রে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. কালা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী নরম গুল্ম, ১ ফুট লম্বা, কাণ্ডের উভয় দিকে যুগ্মপত্র হয়। পত্র ডিম্বাকৃতি ও হৃৎপিণ্ডাকৃতি এবং লোমযুক্ত। পক্ষাকার ½-১ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। ফুল ১-৩টী এক সঙ্গে হয়; পুষ্পদণ্ডের পত্র ডিম্বাকৃতি, দাঁতযুক্ত, পাপড়ি লোমযুক্ত, একটী অপরটী অপেক্ষা লম্বা। পুষ্পস্তবক ⅓-½ ইঞ্চি। বীজাধার ¼-⅓ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত বীজ অনেক থাকে; বর্ষার পরে গাছগুলি দেখা যায়। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পত্রের রস লবণের সহিত খাইলে রক্ত পরিষ্কার হয় (Balfour)। (Fig. 442.)

Genus—HYGROPHILA R. Br.

443 H. spinosa Anders (কুলেখাড়া)

Fig.—Wight, Ic., t. 449 ; Rheede, Hort. Mal., ii, t. 54 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 714.

Ref.—F. B. I., iv, 408 ; Roxb., F. I., iii, 50 ; B. P., ii, 802 ; Watt, iv, Pt. I, 316 ; Prain, H. H., 256.

আধুনিক নামকরণানুসারে ইহাকে Asteracantha longifolia Nees বলা বিধেয়।

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের ধান জমির মধ্যে ও পুকুরের কিনারায় বহু পরিমাণে জন্মে; বোটানিক গার্ডেনের পুকুরের কিনারায় স্থানে স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. কোকিলাক্ষ; বা. কুলেখাড়া, কাঁটাকলিকা; হি. গোক্ষুর, তালমাখনা; তে. নিগুরী-তেক; তা. নির্ম্মলি।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, পত্র ও বীজ। মাত্রা, মূল-কাথ ৫-১০ তোলা; বীজচূর্ণ ১-২ আনা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম, সচরাচর জলার ধারে আর্দ্রস্থানে জন্মে; ইহার পত্র ও কাঁটাগুলি ঊর্দ্ধদিকে উন্নত; কাণ্ড মোটা ও নরম; গাছের প্রত্যেক গাঁইটে কাঁটা আছে, কাঁটা শক্ত, ২-৪ ইঞ্চি লম্বা; প্রত্যেক গাঁইটে ৬টা পত্র হয়, বাহিরেরগুলি ৪-৫ ইঞ্চি এবং ভিতরেরগুলি ১½ ইঞ্চি, পত্রের গোড়া হইতে পীতবর্ণের ধারাল কাঁটা বাহির হয়। ফুল উজ্জল বেগুনে বা লালবর্ণ, কখন শ্বেতবর্ণ হয়। পুষ্পস্তবক সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বীজকোষ ⅓ ইঞ্চি, প্রত্যেক বীজকোষে ৪-৮ বীজ থাকে। শীতের প্রারম্ভে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু বৈদ্যশাস্ত্র মতে ইহা স্নিগ্ধকর, মূত্রকর ও বলকারক। ইহার শিকড়, বীজ এবং গাছের ছাই সচরাচর শোথের সহিত পিত্ত প্রকোপ, বাত ও মূত্রযন্ত্রের রোগে ব্যবহার হয়।

মুসলমান বৈদ্যেরা ইহার বীজ বাতে ব্যবহার করেন। ইহার ৩ ড্রাম পরিমাণ বীজ, চিনি দুগ্ধ ও মদ্যের সহিত ব্যবহার করিলে কাম উদ্দীপ্ত হয়; ইহা একটী উৎকৃষ্ট রসায়ন।

Ainslie বলেন যে ইহার গুণ কণ্টিকারির তুল্য। Dr. Rheede বলেন যে মালাক্কা দেশে ইহার শিকড়ের কাথ মূত্রকর বলিয়া ব্যবহৃত হয়; ইহা শোথ ও পাথরী রোগে বিশেষ ফলপ্রদ (মাত্রা ½ চামচ, দিবসে ২ বার)।

অনেক ইউরোপীয় ডাক্তারের মতে ও Pharmacopoeia Indica মতে ইহা মূত্রকর বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বম্বে প্রদেশে অনেক ঔষধের দোকানে ইহার বীজ বিক্রয় হয় (Dymock)।

ইহা গনোরিয়া ও মেহ রোগে দুগ্ধ ও চিনির সহিত ব্যবহৃত হয়। ইহার বীজ মুখে দিলে আঠার মত জিহ্বায় লাগিয়া যায় ও বড় বিস্বাদজনক গন্ধ হয়। ইহা শোথ রোগে ব্যবহার হয় এবং ইহার মূত্রকর গুণ নিশ্চয়রূপে স্থির হইয়াছে (Dr. Gibson)।

গোক্ষুর কুলেখাড়া এবং এরণ্ডমূল দুগ্ধে পেষণ করিয়া পান করিলে অশ্মরী আরাম হয় (চরক)।

আলকুশী, কুলেখাড়ার বীজ চূর্ণ, চিনি ও গাভীর দুগ্ধের সহিত পান করিলে একটী উৎকৃষ্ট বাজীকরণ হয় (সুশ্রুত)।

শুষ্ক কুলেখাড়ার মূলের ছাই, গোমূত্র কিংবা গরম জলের সহিত পান করিলে শোথ আরাম হয় চক্রদত্ত)।

চিনির সহিত কুলেখাড়া মূল উত্তমরূপে চর্ব্বণপূর্ব্বক ইহার রস প্রসূতির কানে দিলে শীঘ্র প্রসব হয় (বঙ্গসেন)।

সিতয়া চর্ব্বণং কৃত্বা কোকিলাক্ষস্য মূলকম্।
তৎকর্ণপূরণেনাশু সুখং নারী প্রসূয়তে ॥ বঙ্গসেন

কুলেখাড়ার কাথ পান করিলে বা মূল মস্তকে বাঁধিলে নিদ্রাহীন মনুষ্য সত্বর নিদ্রালাভ করে।

কাকজঙ্ঘা ত্বপামার্গঃ কোকিলাক্ষঃ
ক্বাথো নিদ্রাকরঃ শীঘ্রং মূলং বা বান্ধয়েচ্ছিখাম্। হারীতঃ (Fig. 443.)

444. H. salicifolia Nees (কাকনাসা)

Fig.—Wight Ic., Pl., Ind. Or., iv, t. 1490.

Ref.—F B. I., iv, 407 ; Dalz. & Gibs., Bom. Fl., 184; Roxb., F. I., iii, 50.

আধুনিক নামকরণানুসারে ইহাকে H. angustifolia R. Br. বলা বিধেয়।

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে ও সিংহলে সাধারণতঃ জন্মে ; বঙ্গদেশে সচরাচর দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. বা. কাকনাসা ; হি. কাউয়াডোরী ; Eng. Indian perry.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—ইহার কাণ্ড ১-৩ ফুট উচ্চ। পত্র ২½ ইঞ্চি লম্বা, ⅙-⅓ ইঞ্চি চওড়া ; উভয় দিকে ক্রমশঃ সরু, লম্বাকৃতি ; বোঁটা ক্ষুদ্র। বহির্ব্বাস ⅙-½ ইঞ্চি, ফলের মূলে বিভক্ত। পাপড়িগুচ্ছ ½-⅓ ইঞ্চি লম্বা, দেখিতে ফিকে বেগুনে রংবিশিষ্ট। পুংকেসর ৪টী। বীজকোষ ½-⅓ ইঞ্চি লম্বা ইহাতে ২০-২৮টী বীজ থাকে (T. Anders, Journ. Linn. Soc., ix, 456)। ইহার, কয়েকটী উপজাতি আছে, যথা H. asaurgens, H. dimidiata (Wall. Pl. As. Rar., iii, 81), H. obovata (Wall. Pl. As. Rar., iii, 81)। শীতের আগে ফুল ও শীতের সময়ে ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কাকনাসা জ্বরের পক্ষে অতি হিতকর ঔষধ। (Fig. 444.)

Genus—ADHATODA Nees

445. A. Vasica Nees (বাসক)

Fig.—Lam., Ill., t. 12 ; Bot. Mag., t. 861 ; Rheede, Hort. Mal., ix, t. 43 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 722A.

Ref.—F. B. I., iv, 540 ; Roxb., F. I., i, 126 ; B. P., ii, 819 ; Prain, H. H., 258.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুর ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর

52—1034B

বিভিন্ন নাম—সং. বাসা, সিংহমুখী, সিংহপর্ণী, অরুষক; বা. বাসক; হি. অরূষ; তা. এধাডোড.; তে. আদাসরা; Eng. Malabar nut.

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক, পত্র, মূল, পুষ্প। ত্বক কাথ, ৫-১০ তোলা, পত্ররস, ১-২ তোলা; মূলের ত্বক ১-৪ আনা।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ৪-৮ ফুট উচ্চ হয়, কখন কখন ২০ ফুট উচ্চ দেখা যায়। পত্র ৮-৩ ইঞ্চি, বোঁটা ১ ইঞ্চি, পুষ্পদণ্ড ১-৩ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পদণ্ডের পত্র ⅝-½ ইঞ্চি, স্থানে স্থানে বসা। বহির্ব্বাস ⅙-½ ইঞ্চি, ৫ ভাগে বিভক্ত। পুষ্পনল ⅙-½ ইঞ্চি, অগ্রভাগ শ্বেতবর্ণ, ফুলের ডোরাগুলি গোলাপী। পুংকেসর লোমযুক্ত; গর্ভাশয় ও গর্ভকেসর ক্ষুদ্র লোমযুক্ত। বীজকোষ ⅝ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত; বীজকোষে ৪টী বীজ থাকে, বীজের ব্যাস ⅙ ইঞ্চি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। গাছের প্রত্যেক অংশ তিক্ত। শ্বেত ও তাম্র ভেদে বাসক দুই প্রকার। শ্বেতপুষ্প বাসক অধিক উচ্চ হয় না; ইহার কাণ্ড সরল, শাখা গোলাকার, পত্র লম্বা, বোঁটা ছোট, ফুল শাখার অগ্রবর্ত্তী পুষ্পদণ্ডে চিহ্নিত দলমিলিত—ইহার নাম সিংহাস্য; দলের অগ্রভাগে বেগুনে রংএর চিহ্ন আছে। তাম্রপুষ্প বাসকের পত্র গাঢ় হরিদ্বর্ণ, মোটা ডালের গাঁইট লালবর্ণ, ইহা কম তিক্ত; বঙ্গদেশে এই বাসক প্রায়ই দেখা যায় না; তাম্রপুষ্প বাসকের নাম অসিতপর্ণা। রক্তপুষ্প বাসক অধিক গুণসম্পন্ন। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বাসকের ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বাসক গাছ সমগ্র ভারতে দেখা যায়। ইহা আক্ষেপ নিবারক, সর্দ্দিনাশক, ও ক্ষয়কাশ এবং হৃদযন্ত্রের রোগে বহুপরিমাণে ব্যবহৃত হয়, বিশেষতঃ পৈত্তিক ও সর্দ্দিজ্বরে বিশেষ হিতকর। হিন্দু বৈদ্যেরা ইহার পাতার রস ১ তোলা মধু ও পিপুলের সহিত সর্দ্দিতে বিধান দেন।

বাসাদ্রাক্ষাভয়াকাথঃ পীতঃ সক্ষৌদ্রশর্করঃ।
নিহন্তি রক্তপিত্তার্ত্তিং শ্বাসকাসঞ্চ দারুণম্॥
রক্তপিত্তং ক্ষয়ং কাসং শ্লেষ্মপিত্তজ্বরন্তথা।
কেবলো বাসককাথঃ পীতঃ ক্ষৌদ্রেণ নাশয়েৎ॥ শার্ঙ্গধরঃ

বাসক, কিসমিস ও হরীতকীর কাথ চিনি ও মধুর সহিত পান করিলে দারুণ রক্তপিত্ত, শ্বাস ও কাস বিনষ্ট হয়। বাসকের কাথ কেবলমাত্র মধুর সহিত পান করিলেও ক্ষয়কাস, রক্তপিত্ত ও শ্লেষ্মপিত্ত জ্বর নাশ হয়।

বাসাক্ষুদ্রামৃতাকাথঃ ক্ষৌদ্রেণ জ্বরকাসহা।
কাসঘ্নঃ পিপ্পলীচূর্ণযুক্তঃ ক্ষুদ্রামৃতাস্তথা॥

বাসক কণ্টিকারী ও গুলঞ্চের শিকড়ের কাথ সর্ব্বসমেত ২ তোলা মধুর সহিত পান করিলে জ্বর ও কাস আরাম হয়। কণ্টিকারী ও গুলঞ্চের কাথ এবং পিপুলচূর্ণ সহ ইহা পান করিলে কাস বিনষ্ট হয়।

বাসকস্য রসপ্রস্থং মাণিকা সিতশর্করা।
পিপ্পল্যাদ্বিপলং তাবৎ সর্পিষশ্চ শনৈঃ পচেৎ॥
তস্মিন্ লেহত্বমায়াতে শীতে ক্ষৌদ্রপলাষ্টকম্।
দত্বাবতারয়েদ্বৈদ্যো লীঢো লেহোঽয়মুত্তমঃ॥
হন্তেব রাজযক্ষ্মাণঃ কাসং শ্বাসঞ্চ দারুণম্।
পার্শ্বশূলং চ হৃচ্ছূলং রক্তপিত্তং জ্বরং তথা॥ ভাবপ্রকাশঃ

বাসক পাতার রস ৪ সের, চিনি ১ সের, পিপুল ১৬ তোলা, ঘৃত ১৬ তোলা এইগুলি একত্রে সিদ্ধ করিয়া ঘন কর। শীতল হইলে উহাতে ১ সের মধু যোগ করিয়া বেশ মিশ্রিত করিলে বাসকাবলেহ প্রস্তুত হয়। উহা সর্দ্দি, ক্ষয়কাস ও হাঁপানির একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাত্রা ১ কিম্বা ২ তোলা।

বাসক ক্ষয়কাসের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। যতদিন বাসক পৃথিবীতে থাকিবে ততদিন ক্ষয়কাস রোগীকে আব নিবাশ হইতে হইবে না।

নির্ঘণ্টকার বলেন, ইহা শ্লেষ্মা ও পিত্তনাশক, রক্তের পরিশোধক এবং হাঁপানি, সর্দ্দি, জ্বর, বমন, গনোরিয়া, কুষ্ঠ এবং ক্ষয়কাস নিবারক। Makhzen-el-Adwiya বলেন যে বাসকের কাষ্ঠ দাঁতন ও বারুদ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার ফুল পিত্ত, রক্তের উত্তাপ ও গনোরিয়া নাশক। বাসকের শিকড় সর্দ্দি, হাঁপানি, জ্বর ও গনোরিয়ায় ব্যবহৃত হয়। বাসকের ফুল বালকদের গলায় বাঁধিয়া দিলে সর্দ্দি আরাম হয়। ইহার পত্র, ফুল ও শিকড় সিংহলের লোকে আক্ষেপ ও হাঁপানিতে ব্যবহার করে।

পুরাতন বক্ষপ্রদাহ, হাঁপানি এবং সর্দ্দিজনিত পীড়ায় ইহা একটী প্রত্যক্ষফলপ্রদ ঔষধ (Jackson & Dutt)।

ইহার পাতার চুরুট ব্যবহার করিলে হাঁপানির উপশম হয়। বাসক পত্র জমিতে ছড়াইয়া দিলে উহাতে অপর কোন জলীয় গুল্ম জন্মিতে পারে না বলিয়া প্রবাদ আছে। বাসক পাতার কাথ ভেক জলৌকাদি ক্ষুদ্র প্রাণীর পক্ষে বিষতুল্য।

বাসক বিষদোষ ও ক্রিমি নাশক। Dr. Drury বলেন যে বাসকপাতা কণ্টিকারী ও Solanun trilobatum Linn. (অলর্ক) পাতার কাথ একত্রে পান করিলে ক্রিমিনাশ হয়

বর্ম্মাদেশীয় লোকে আঘাতজনিত স্থানে ইহার টাট্‌কা পাতার পুলটিশ দেয় ও ইহার পিষ্ট রস সর্দ্দিতে ব্যবহার করে।

পানীয় জলে বাসক পাতা দিলে যাবতীয় রোগের বীজাণু মরিয়া যায়।

কোমল বাসক পত্র গোমূত্রে পেষণ করিয়া কুষ্ঠ ও পাঁচড়ায় লেপন করিলে তিনদিনের মধ্যে উহা আরাম হইয়া যায়।

বাসকের কাথ বক্ষ হইতে রক্তস্রাব নিবারণ করে এবং চিনির সহিত ইহার কাথ খাইলে বালকদের সর্দ্দি আরাম হয়। বাসক পাতা দিয়া ফল রাখিলে ইহা শীঘ্র নষ্ট হয় না। যক্ষ্মারোগে ভারতের বহুস্থানে বাসক ব্যবহার হয়। বাসক পাতার Alchoholic extract দ্বারা মশা, মাছি প্রভৃতি মরিয়া যায়—ইহা মশা মাছির পক্ষে বিষবৎ। বাসকের মূল, পত্র, শাখা ও পুষ্প একত্রে পেষণ করিয়া যে কাথ হয় উহার সহিত ঘৃত সেবন করিলে যক্ষ্মা, প্রবল কাস, পাণ্ডু ও শ্বাস আরাম হয় (সুশ্রুত)।

চিনি ও মধুর সহিত বাসক পাতার রস পান করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয় (সুশ্রুত)। বাসকের পত্র ও ফুলের রস চিনি ও মধু যোগে পান করিলে অম্লপিত্ত, কাসসংযুক্ত পিত্তশ্লেষ্মাজ্বর আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)। বাসক পাতা গোমূত্রে পেষণ করিয়া ৩ দিন কুষ্ঠে প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ আরাম হয়। বাসকের মূল কটিতে বাঁধিয়া দিলে এবং ইহা পেষণ করিয়া নাভিতে ও যোনিদেশে প্রলেপ দিলে প্রসূতি সুখে প্রসব করে (চক্রদত্ত)। কফজনক হামে বাসক পত্র মধুযোগে পান করিলে হাম আরাম হয়। (Fig. 445.)

Genus—ANDROGRAPHIS Wall.

446. A. paniculata Nees (কালমেঘ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., t. 56; Bentl. & Trim., t. 197; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 722B.

Ref.—F. B. I., iv, 501; Roxb., F. I., i, 117; B. P., ii, 809; Watt, i, Pt. i, 240; Prain, H. H., 257.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, আসাম, বঙ্গদেশ, হুগলী হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. মহাতিক্ত, ভূনিম্ব, কিরাত; বা. কালমেঘ; হি. মহাতিতা; তে. নেলাবেমু; তা. নীলা বেম্বু।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ, পাতার রস। মাত্রা, কল্ক ১-৪ আনা; কাথ ৫-১০ তোলা; বালকের পক্ষে ১০-২০ ফোঁটা।

বর্ণনা—সরল বর্ষজীবী গুল্ম, ১-৩ ফুট উচ্চ, শাখাগুলি চতুষ্কোণ, পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, বৃন্তদেশ ক্রমশঃ সরু, অগ্রভাগ সরু, প্রধান শিরা ৪-৬টী, জোড়া জোড়া, বোঁটা ক্ষুদ্র অথবা

⅛ ইঞ্চি। ফুল ছোট, এক একটী হয়, বিস্তৃত ও স্ফুটিত। বহির্ব্বাস ⅙ ইঞ্চি লম্বা। ফুল লাল অথবা শ্বেতবর্ণ, ½ ইঞ্চি লম্বা, লোমযুক্ত। পুংকেসরদণ্ড লোমযুক্ত। বীজকোষ ¾ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ সরু। কোষের মধ্যে বীজ অনেক থাকে, উহা চতুষ্কোণ ও কোমল লোমযুক্ত। বর্ষার শেষ হইতে শীতকাল অবধি ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কালমেঘ অতিশয় তিক্ত, ইহা হইতে স্ত্রীলোকেরা আলুই প্রস্তুত করে। কালমেঘ পাতার রস, দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, গোলমরিচ এই গুলি পেষণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করে। ইহা বালকদের পেটকামড়ানি, অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠবদ্ধে প্রয়োগ হয়।

ইহার শিকড় ও পত্র জ্বর নাশক, উদরাময় নিবারক, বলকারক, ক্রিমিনাশক ও বায়ুপিত্তকফের দমন কারক। ইহা সাধারণ দৌর্ব্বল্যে, রক্ত আমাশয়ে ও কয়েক প্রকার অম্লরোগে ব্যবহার হয়।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে Gipsy জাতীয় লোকেরা ইহার টাটকা পাতা ও তেঁতুল যোগে এক প্রকার বটিকা প্রস্তুত করে; উক্ত ঔষধ সর্পবিষের প্রতিষেধক বলিয়া খ্যাত। একটী বটিকা জলে পেষণ পূর্ব্বক আঠার মত করিয়া দষ্ট স্থানে প্রলেপ দেয় এবং ইহার কিয়দংশ চক্ষে প্রলেপ দেয়। দুইটী বটিকা ১ ঘণ্টা অথবা ২ ঘণ্টা অন্তর একমাত্রায় খাওয়ান হয়।

কালমেঘ, ঈশের মূলের পত্র এবং অশ্বগন্ধার ত্বক দিয়া যে ঔষধ হয় উহা দেশীয় হাকিমেরা বলকারক, উপদংশনাশক ও উপদংশজনিত ক্ষতনাশক বলিয়া বিধান দেন। অনেক রোগীকে ইহা দিয়া বিশেষ ফল লাভ হইয়াছে (Morris, Watt's Dic.)।

ইহাকে দেশীয় চিরেতা বলে, বিলাতে ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। কালমেঘ গাছ বর্ষার শেষে সংগ্রহ করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া রাখিতে হয়, অনন্তর উহা বাজারে বিক্রয় করা যাইতে পারে। ইহা হইতে এক বিলাতী জ্বরনাশক ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহা ম্যালেরিয়া জ্বর, উদরাময় ও আমাশয় নাশক।

আলুই প্রস্তুত—জীরা, রাঁধুনী, মৌরী, জায়ফল, বড় এলাচের খোসা সমভাগ লইয়া কালমেঘের রসে পেষণ করিয়া ছোট ছোট বটিকা তৈয়ারী করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। এই বটিকা একটি স্তনদুগ্ধের সহিত শিশুকে সেবন করাইতে হয়। এই আলুই ইংলণ্ডে কুইনাইনের প্রতিনিধিরূপে ব্যবহৃত হইতেছে; ইহার নাম হালতিত্তা। মাত্রা, কালমেঘের শুষ্ক পত্র ১০ গ্রেণ, গোলমরিচ ২০ গ্রেণ।

কালমেঘ, রক্ত আমাশয়ে দৌর্ব্বল্য রোগে ব্যবহার হয়। ইহা অগ্নিদীপক, বলবর্দ্ধক, জ্বরনাশক, এবং বালকের পক্ষে হিতকর (Murray)। (Fig. 446.)

Genus—ACANTHUS Linn.

447. A. ilicifolius Linn. (হরকুচকাঁটা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 48 ; Wight, Ic., t. 459.

Ref.—F. B. I., iv, 481 ; B. P., ii, 800 ; Roxb., F. I., iii, 32 , Prain, H. H., 255.

জন্মস্থান—সুন্দরবন, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনা, সচরাচর জলের কিনারায় জন্মে। গঙ্গানদীর ধারে কলিকাতার নিকট। মালাবারের সমুদ্রতীরে সিংহল, মালাক্কা উপদ্বীপ।

বিভিন্ন নাম—সং. হরিকুসা ; বা. হরকুচকাঁটা, হারগোজা ; মারহাট্টা—মারাণ্ডী ; তা. কালুতাইমুল্লী।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, পত্র এবং নরম শাখা।

বর্ণনা—সাধারণ সবুজ পত্রাচ্ছাদিত গুল্ম, সচরাচর নদীর কিনারায় জন্মে। গাছের গোড়ার দিক কাষ্ঠময়, অথবা একটী কন্দের ন্যায় মোটা মূলবিশিষ্ট দেখায়। কাণ্ড ১-৫ ফুট, কোমল লোমময়। পত্র ৬ ইঞ্চি লম্বা এবং ২½ ইঞ্চি বিস্তৃত, দাঁতযুক্ত, পক্ষাকার ও মসৃণ। বোঁটা ¼ ইঞ্চি। ফুল ৪-১৬ ইঞ্চি লম্বা, কাণ্ডে জন্মে, প্রায় এক একটী হয়। ফুলটী ২ জোড়া, ¼-¾ ইঞ্চি বহির্ব্বাস দ্বারা রক্ষিত। পাপড়ি ১¼ ইঞ্চি লম্বা, উজ্জ্বল নীলবর্ণ। ফুলের পুংকেসর ৪টী। বীজকোষ উজ্জ্বল ধূসরবর্ণ, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু ৬টী শিরাযুক্ত, উজ্জ্বল, মস্তক মোটা। বীজ ¼-¾ ইঞ্চি। বীজকোষের ভিতরে ২টী লম্বা গহ্বর আছে, কোষের মধ্যে ৩-৪টী বীজ থাকে। পক্ক অবস্থায় বীজ শ্বেতবর্ণ। গ্রীষ্মকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় সর্দ্দিনিবারক এবং কাসি ও হাঁপানিতে ব্যবহার হয়। ইহার মূল দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া, শ্বেত প্রদর ও সাধারণ দৌর্ব্বল্যে ব্যবহার হয়। ইহার ক্বাথ মিছরী ও জীরার সহিত ব্যবহার করিলে অম্ল ঢেকুরের সহিত অজীর্ণ রোগ আরাম হয় (Dymock)। গোয়া নামক স্থানে ইহার পত্র বাত রোগে প্রলেপ রূপে ব্যবহার হয়। শ্যাম এবং কোচীনের লোকে এই গাছ হাঁপানি ও পক্ষঘাত রোগে বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া ব্যবহার করে। নরম ডালের অগ্রভাগ এবং পত্র জলে বাটিয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে সর্পবিষ নষ্ট হয় (Rheede)। (Fig. 447.)

Genus—BARLERIA Linn.

448. B. prionitis Linn. (কাঁটাঝাঁটি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ix, t. 41 ; Wight, Ic., t. 432 ; Kirtikar & Basu, Ind, Med. Pl., t. 720B.

Ref.—F. B. I., iv, 482 ; Roxb., F. I., iii, 36 ; B. P., ii, 812 ; Watt, i, Pt. ii, 400 ; Prain, H. H., 257.

জন্মস্থান—পশ্চিমবঙ্গ, বম্বে, মান্দ্রাজ, আসাম, শ্রীহট্ট এবং লঙ্কাদ্বীপ ; শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে বহুপরিমাণে জন্মে। হুগলী জেলার জঙ্গলের ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. কুরুন্টক, বজ্রদণ্ডি ; বা. কাঁটাঝাঁটি ; তা. সেম্মুলি ; তে. মুলীগোরান্ট।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ ও পত্র।

বর্ণনা—ঘন শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট গুল্ম, ২-৫ ফুট উচ্চ, কখন কখন বেড়ায় রোপণ করা হয়। ইহাতে অতিশয় কাঁটা আছে। পত্র ৪ ইঞ্চি লম্বা ও ½ ইঞ্চি চওড়া। ফুলের পাপড়ি ৫টি, পাপড়ির মস্তকদেশ মোটা ও বিস্তৃত। পুষ্পস্তবক ১½-১¾ ইঞ্চি ও কোমল লোমযুক্ত। ফুল উজ্জ্বল লেবু রং বিশিষ্ট ও পীতবর্ণ, এক একটী হয়। পুংকেসর ৪টী, ইহার মধ্যে ২টী ক্ষুদ্র। গর্ভকেসর সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বীজকোষ ¾-১ ইঞ্চি, উহাতে ২টী বীজ থাকে ; বীজের ব্যাস ⅓ ইঞ্চি, অতিশয় চেপ্টা ও ডিম্বাকৃতি।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মান্দ্রাজ দেশে ইহার পাতার রস বালকদের শ্লেষ্মা ও জ্বরে ব্যবহৃত হয়। দগ্ধগাছের ছাই, কাঁজী ও জলে মিশ্রিত করিয়া শোথ, সর্ব্বাঙ্গীন শোথ ও সর্দ্দিতে দেওয়া হয় (Ainslie)।

বম্বেপ্রদেশে পাতার রস বর্ষাকালে পায়ের হাজায় ব্যবহার করে। কঙ্কন দেশে গাছের শুষ্ক ছাল ঘুংড়ি কাসিতে ব্যবহার করে। ছালের ২ তোলা রস দুগ্ধের সহিত খাইলে শোথ আরাম হয়। ইহার পিষ্টমূল ফোড়ায় দিলে ফোড়া বসিয়া যায়। ঝাঁটীর শাখা ও পত্র সরিষার তৈলের সহিত পাক করিয়া সেই তৈল কাটা ঘায়ে দিলে ঘা আরাম হয় (Dymock)।

ইহার পত্র লবণ দিয়া দন্তে লাগাইলে দন্ত বেদনা আরাম হয় ও দন্ত শক্ত হয় (Sakharam Arjun)। ইহা উপদংশ রোগ নিবারক (Dr. Stewart)।

ঝাঁটি বালকদের সর্দ্দি ও উদরাময়ে ব্যবহার হয় (Dr. Thompson)। ইহার শিকড় ও সমগ্র গুল্ম মূত্রকর ও বলকারক (Trimen)। (পত্রের রস পায়ের তলায় লাগাইলে পায়ের তলা ফাটা নিবৃত্তি পায়।) (Fig. 448.)

449. B. cristata Linn. (শ্বেতঝাঁটি)

Fig.—Bot. Mag., t. 1615 ; Wight, Ic., t. 453 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 721.

Ref.—F. B. I., iv, 488 ; Roxb., F. I., iii, 37 ; B. P., ii, 812 ; Watt, i, Pt. ii, 399 ; Prain, H. H., 257.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর ; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান জেলায় জঙ্গলের ধারে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. সৈরেয়ক ; বা. শ্বেতঝাঁটি।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গুল্ম।

বর্ণনা—সরল ছোট গুল্ম। শাখা পীত লোমযুক্ত। পত্র ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা ও ১ ইঞ্চি চওড়া, উহাতে পীতবর্ণের লোম আছে। প্রত্যেক গাঁইট হইতে দুইদিকে খাড়া ভাবে শাখা বাহির হয়। পুষ্পনল ফিকে লম্বা। পাপড়ি ৬টি, বীজকোষ ½ ইঞ্চি, ইহাতে ৪টি বীজ থাকে। বীজ গোলাকার চেপ্টা ও পশমময়। শ্বেতঝাঁটি সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। বর্ষার শেষ হইতে শীতের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল পেষণ করিয়া মধু ও চাউল ধোয়া জলের সহিত খাওয়াইলে ইন্দুরের বিষ ও সর্পবিষ নষ্ট হয়। ইহার মূল এবং পত্র আঘাত জনিত ফুলায় হিতকর। পত্রের টাটকা রস সর্দ্দিনিবারক। (Fig. 449.)

450. B. strigosa Willd. (নীলঝাঁটি)

Fig.—Goebel Entfaltung, Pfl. 249 (1920).

Ref.—F. B. I., iv, 489 ; Roxb., F. I., iii, 39 ; B. P., ii, 812.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, উত্তরবঙ্গ, গোরক্ষপুর, অযোধ্যা।

বিভিন্ন নাম—সং. দাসী ; বা. নীলঝাঁটি।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—ছোট গুল্ম ২-৮ ফুট উচ্চ, কাণ্ড লোমযুক্ত। পত্র ৪½-৬ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু। পত্রের শিরা ৬-৮ জোড়া। ফুল ঘন লোমযুক্ত, পুষ্পদণ্ডের উপরিভাগে অনেকগুলি একসঙ্গে থাকে। বহির্ব্বাস ঘন, ½-১ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পস্তবক ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, নীলবর্ণ, পুষ্পনল ফিকে নীলবর্ণ। বীজকোষ ¾ ইঞ্চি লম্বা, উপরিভাগ সরু। বীজকোষে ৪টী বীজ থাকে। বীজ পশমের মত লোমযুক্ত (Duthie)। নীলঝাঁটির ফুল পত্রের গোড়ায় থাকে, এই গাছ সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না। ফুল মে মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত এবং ফল শীতকালে জন্মে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল সাঁওতালেরা সর্দ্দিতে ব্যবহার করে (Rev. Campbell)। নীলঝাঁটির পত্রের রস গায়ে লেপন করিলে ছুলী (সিধ্ম) আরাম হয়। পাতার কাথে মুখ ধৌত করিলে দাঁত শক্ত হয় ও নড়া দাঁত বসিয়া যায়। (Fig. 450.)

Genus—JUSTICIA Linn.

451. J. Gendarusa Linn. f. (জগৎমদন)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ix, t. 42; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 724.

Ref.—F. B. I., iv, 532; Roxb., F. I., i, 728; B. P., ii, 818; Watt, iv, Pt. ii, 557; Prain, H. H., 258.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশে দেখা যায়, বিশেষতঃ হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে জঙ্গলের ধারে ও বেড়ায় দেখা যায়; কোন কোন স্থানে চাষ হয়। মার্ত্তাবান ও টেনাসরিমের জঙ্গলে প্রচুর জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. নীলনির্গুণ্ডী; বা. জগৎমদন, মামলক; হি. উদি-সম্ভালু; তে. নাল্লা-বাভিলি; তা. কারুনচ-চি।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র এবং তৈল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। কাণ্ড ২-৪ ফুট, কাণ্ডের চারি পার্শ্বে লম্বা ও চাপা দাগ আছে। গাছের অগ্রভাগ একটু মোটা, সূক্ষ্ম ও বেগুনে রংএর লোমযুক্ত। পত্র ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা, বৃন্তদেশ ও অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু হইয়াছে। পত্রের কিনারা কর্ত্তিত ও উজ্জ্বল এবং সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পত্রের শিরার নিম্নে বেগুনে রংএর দাগ আছে। পত্রবৃন্ত ⅛ ইঞ্চি। ফুল ছোট, শ্বেত অথবা লাল বর্ণ, ইহাতে অতি ক্ষুদ্র লাল দাগ আছে। পাপড়ি ½ ইঞ্চি লম্বা, তরবারির আকৃতি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পুষ্পনল ⅛ ইঞ্চি। বীজকোষ ½ ইঞ্চি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, কোষে ৪টী বীজ থাকে। Trimen বলেন, ইহার ফল প্রায় দেখা যায় না। পত্রে মনোহর গন্ধ আছে। আরও দুই প্রকার নির্গুণ্ডী আছে—উহাদের নাম Vitex Negundo এবং V. trifolia; উহা Verbenaceae Order ভুক্ত। এপ্রিল-মে মাসে ইহার ফুল ও বর্ষার প্রারম্ভে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পত্রের রস সরিষার তৈলের সহিত খাইলে হাঁপানি রোগীর বমন হয় এবং ইহার পাতার জলে স্নান করিলে বাত আরাম হয় (Rheede)।

নির্গুণ্ডী বমনকারক ও বালকদের পেটবেদনায় অতিশয় ফলপ্রদ। ইহার পত্রের কাথ পুরাতন বাতে হিতকর (Ainslie)। ইহার রসায়ন শক্তিও বিদ্যমান আছে। পত্র হইতে প্রস্তুত তৈলে পাঁচড়া আরাম হয় এবং পিষ্ট রস খাইলে অর্দ্ধশিরঃশূল (আধকপালে মাথাধরা) ও মুখের পক্ষাঘাত আরাম হয় (Watt)।

পত্রের টাটকা রস কর্ণে প্রদান করিলে কান বেদনা এবং মাথার যে দিকে আধকপালে হইয়াছে সেই দিকের নাকে লইলে উহা আরাম হয়। (Fig. 451.)

53—1034B.

452. J. diffusa Willd. (পীতপাপড়া)

Fig.—Wight, Ic., t. 1539 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 725 ; Rheede, Hort. Mal., x, t. 94 ; Ann. Jard. Bot. Buitz., xxiv, t. 22, Fig. 19.

Ref.—F. B. I., iv, 538 ; Roxb., F. I., i, 132 ; B. P., ii, 818.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বেহার।

বিভিন্ন নাম—বম্বে—ঘাতি, পীতপাপড়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। বর্ষাকালে বহু পরিমাণে দেখা যায়। ইহার গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। কাণ্ডে যুগ্মপত্র জন্মে; পত্র লম্বাকৃতি, অগ্রে মোটা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পত্র ¾-১½ ইঞ্চি, নিম্নের পত্র কিঞ্চিৎ বক্র। ফুল ছোট, ফিকে বেগুনে, মূল নরম, লম্বা ও সরল। ফুলের নীচের পাতায় গাঢ় লাল দাগ আছে, ফুল ছোট বড় উভয়বিধ হয়। বীজকোষ ½ ইঞ্চি। বর্ষার প্রারম্ভ হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ফুলের সময় এই গাছ সংগ্রহ করা উচিত। গাছের ও ফুলের গন্ধ অপ্রীতিকর। Ainslie বলেন, ইহার পাতা রগড়াইয়া চক্ষে রস দিলে চক্ষের আরক্ততা ও চক্ষু উঠা আরাম হয় (Dymock, iii, 49)। (Fig. 452.)

Genus—RHINACANTHUS Nees.

453. R. communis Nees. (পলকজুঁই)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ix, t. 69 ; Bot. Mag., t. 325 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 72613.

Ref.—F. B. I., iv, 541 ; B. P., 819.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, দাক্ষিণাত্যের ত্রিবাঙ্কুর, বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। সচরাচর হুগলী, বর্দ্ধমান ও হাওড়ার বাগানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. যূথিকাপর্ণী ; বা. হি. জুঁইপোনা, পলকজুঁই ; তা. তে. নাগামাল্লি।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—শাখাবিশিষ্ট গুল্ম। কাণ্ড হইতে উভয় দিকে যুগ্মপত্র বাহির হয়। পত্র ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, ¾-১½ ইঞ্চি চওড়া, পত্রের কিনারা ঢেউখেলান। অগ্রভাগ ক্রমশ সরু। পত্রবৃন্ত ½ ইঞ্চি, ফুল গুচ্ছবদ্ধ হয়। বহির্ব্বাস ⅕ ইঞ্চি, পুষ্পনল ১ ইঞ্চি লম্বা। বীজকোষে ৪টী বীজ থাকে, ইহার বোঁটা লম্বা, নিরেট এবং গোলাকার। ডিসেম্বর হইতে এপ্রেল মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার টাটকা শিকড় ও পাতা ছেঁচিয়া চূণের জলের সহিত পান করিলে বড় কৃমি আরাম হয়। ইহার বীজ বড় কৃমির পক্ষে হিতকর (Ainslie)।

শিকড়ের ছাল চর্ম্মরোগের মহৌষধ; উহাকে ইউরোপীয় ডাক্তারেরা Dhobie's itch বলেন (Dymock, iii, 55)।

সিন্ধুদেশের কবিরাজেরা ইহার কামোত্তেজক শক্তি আছে বলিয়া ইহার শিকড় দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া খাইবার ব্যবস্থা দেন (Murray)।

ভারতের কোন কোন স্থানে ইহার শিকড় সর্পবিষ নিবারণের জন্য ব্যবহার করে। (Fig. 453.)

Genus—ECBOLIUM Kurz.

454. E. Linneanum Kurz. (উদুর্জাতি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 20; Bot. Mag., 1847; Wight, Ic., t. 463.

Ref.—F. B. I., iv, 544; Roxb., F. I., 114; B. P., ii, 816; Prain, H. H., 258.

জন্মস্থান—মধ্য ও পূর্ব্ববঙ্গ; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় জঙ্গলের ধারে বহু পরিমাণে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. ও হি. রশুনে গাছ; উদুর্জাতি।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ২-৩ ফিট উচ্চ, কখন বা আরও উচ্চ হয়। কাণ্ডের উভয় দিকে যুগ্মপত্র হয়। পত্র ৪½-৬ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, কোমল লোমযুক্ত; বোঁটা ক্ষুদ্র, পুষ্পদণ্ড ২-১০ ইঞ্চি লম্বা, চতুষ্কোণ; পুষ্পস্তবক ১½ ইঞ্চি। ফুলের রং ফিকে নীলবর্ণ অথবা নীলাভ সবুজবর্ণ। Dr. Hooker বলেন, ফুল সবুজের আভাযুক্ত নীলবর্ণ অথবা নীল কিংবা বেগুনে। বীজকোষ লোমযুক্ত, বীজ শ্বেতবর্ণ। সেপ্টেম্বর হইতে এপ্রেল মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় যকৃৎরোগে ও বাধকে ব্যবহার হয় (Dymock)।

Dr. Rheede বলেন, সমগ্র গাছ বাতে ব্যবহার হয়। এই গাছ গাভীতে ভক্ষণ করিলে উহার দুগ্ধে রশুনের ন্যায় গন্ধ হয় বলিয়া কথিত আছে। (Fig. 454.)

Genus—RUNGIA Nees.

455. R. parviflora Nees (পিপ্তি)

Fig.—Bedd., Ic., Pl. Ind. Orient., 266 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 729.

Ref.—F. B. I., iv, 550 ; Roxb., F. I., i, 133 ; B. P., ii, 821 ; Prain, H. H., 259.

জন্মস্থান—ভারতের স্থানে স্থানে, বঙ্গদেশে ও ছোটনাগপুরে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. পিপ্তি ; সামতাল—বীরলোপজ-আরক ; তে. পিপ্তিকুণ্ড ; তা. পুনকপুণ্ড।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী নরম গুল্ম। পত্র ২½-৪ ইঞ্চি, লম্বাকৃতি, পত্রের বৃন্তদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ছোট, ⅜ ইঞ্চি, চেপ্টা। পাপড়ি লম্বাকৃতি ; পুষ্পস্তবক ½ ইঞ্চি, ছোট। ফুল শ্বেতবর্ণ, উহাতে নিম্নদিকে নীলের ডোরা আছে। বীজকোষ ½ ইঞ্চি, বীজ ছোট। ফলে সচরাচর ৪টী বীজ থাকে। সাধারণতঃ শীতের সময় ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার নূতন পত্ররস শান্তিকর এবং বালকদের বসন্ত হইলে প্রদত্ত হয়, মাত্রা ছোট চামচের এক চামচে দিবসে দুইবার ব্যবহার্য্য। আঘাত জনিত বেদনায় ইহার পাতার রসে যন্ত্রণার উপশম হয় (Ainslie)। (Fig. 455.)

Genus—PERISTROPHE Nees.

456. P. bicalyculata Nees. (নাসভাগ)

Fig.—Lam., Ill., t. 12, Fig. 2 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 730.

Ref.—F. B. I., iv, 554 ; Roxb., F. I., i, 126 ; B. P., ii, 820 ; Prain, H. H., 259 ; Dalz & Gibs, Bomb. Fl., 197.

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, বেহার, উত্তর পূর্ব্ব বঙ্গদেশ, মৈমনসিংহ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, গঙ্গানদীর কিনারায় শুষ্ক পতিত স্থানে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. নাসভাগ ; হি. অত্রিলাল ; তে. চেবিরা।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—সরল বিস্তৃত গুল্ম, লোমযুক্ত। পত্র ২-১ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু। বোঁটা ½ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ডের পত্র ⅙-⅓ ইঞ্চি, লম্বাকৃতি ও সরু। পুষ্পস্তবক ⅙-½ ইঞ্চি ; বীজকোষ ⅙ ½ ইঞ্চি ; বীজ ছোট ছোট অনেক হয়। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—Dr. Rheede বলেন, সমগ্র গাছটী পেষণ করিয়া জলের সহিত পান করিলে বিষাক্ত সর্পের বিষ নষ্ট হয়। ডাক্তার সখারাম অর্জ্জুন তাঁহার লিখিত Bombay Drugs নামক পুস্তকে ইহার গুণ Fumaria parvifloraর (বনগুলকা) তুল্য বলিয় লিখিয়াছেন এবং ইহা বনগুলকার স্থানে প্রয়োগ করা যাইতে পারে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ইহার তিক্ততা বনগুলকা অপেক্ষা কম। (Fig. 456.)

LXXVIIII. VERBENACEAE

Genus—CLERODENDRON Linn.

457. C. infortunatum Gaertn. (ঘেঁটু)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 25; Bot. Mag., t. 1805; Lamk., Ill., t. 544.

Ref.—F. B. I., iv, 594; Roxb., F. I., iii, 59; B. P., ii, 835; Prain, H. H., 261.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বেহার, বঙ্গদেশ, চট্টগ্রাম, ব্রহ্মদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় পতিত জমিতে ও জঙ্গলের ধারে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. ঘণ্টাকর্ণ; বা. ঘেঁটু, ভাঁট; হি. ভাঁট; সামতাল—আরবারি।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্ ও পত্র।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ৪ ফুট উচ্চ; কখন কখন অধিক উচ্চ হয়। গাছগুলি পীতবর্ণ অথবা শ্বেতবর্ণ লোমদ্বারা আবৃত। পত্র ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা, হৃৎপিণ্ডাকৃতি অথবা ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু; বোঁটা ১-৪ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পদণ্ড ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা ও বহু শাখাবিশিষ্ট, উপরের পত্র লালবর্ণ। ফুলের বহির্ব্বাস ½ ইঞ্চি ও কর্ত্তিত। অন্তঃস্তবক কোমল লোমযুক্ত, শ্বেতবর্ণ ও ঈষৎ লালবর্ণ। ফলের ব্যাস ½ ইঞ্চি, চেপ্টা ও কৃষ্ণবর্ণ। (Lindl, Bot. Reg., t. 19এ যে চিত্র আছে উহার ফুলের রং অতিশয় লালবর্ণ; সচরাচর যে সকল ঘেঁটুগাছ বাগানে দেখা যায় উহার ফুল শ্বেতবর্ণ বা ঈষৎ লালবর্ণ (U. N. Kanjilal)। শীতের শেষে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।)

ঔষধার্থে ব্যবহার—Dr. Rheede বলেন, ইহার পত্র কৃমিনাশক এবং মূল ঘোলের সহিত ব্যবহার করিলে পেট বেদনা ও ঘন ঘন ভুক্তদ্রব্য ভেদ আরাম হয়।

Dr. Bholanath Basu বলেন, ইহা চিরেতার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে (Pharm. Ind.)। পাতার পিষ্ট রস ধারক, কৃমিনাশক, তিক্ত ও বলকারক। ইহার রস মলদ্বার দিয়া পিচকারী দিলে ছোট ছোট কৃমি নাশ হয় (Thornton)।

Dr. U. C. Dutt ইহার সংস্কৃত নাম ভাণ্ডিরা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু রাজনিঘণ্টু পুস্তকে এই নাম দেখা যায় না।

টাটকা ঘেঁটুপাতার রস বলকারক ও ম্যালেরিয়া জ্বর নাশক (K. L. Dey)। (Fig. 457.)

458. C. Siphonanthus R. Br. (বামুনহাটী)

Fig.—Burm., Fl. Ind., 136, t. 43, Figs. 1 & 2; Wight, Ill., t. 173; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 747.

Ref.—F. B. I., iv, 595; Roxb., F. I., iii, 67; B. P., ii, 836; Watt, II, Pt. II, 375; Prain, H. H., 261.

জন্মস্থান—কুমায়ুন, দক্ষিণ ভারত, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া জেলায় পতিত জমিতে ও জঙ্গলের কিনারায় স্থানে স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. ব্রহ্মযষ্ঠিক, ভার্গী; বা. বামুনহাটী; হি. বারাঙ্গী।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল ও পত্র। মাত্রা—চূর্ণ ১-৪ আনা, কাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—সূক্ষ্ম লোমযুক্ত গুল্ম, ৪-৮ ফুট লম্বা। ইহার কাণ্ডের অভ্যন্তর ভাগ ফাঁপা, পত্র কাণ্ডের অগ্রভাগে চতুর্দ্দিকে ৩-৫টী জন্মে। পত্র ৬-৯ ইঞ্চি লম্বা, ১-১½ ইঞ্চি চওড়া। বোঁটা ½ ইঞ্চি। ফুল শ্বেতবর্ণ, একটু ম্লান হইলে পীতবর্ণ হয়। পুষ্পদণ্ড ৯-১৮ ইঞ্চি লম্বা; বহির্ব্বাস ½ ইঞ্চি, কৃষ্ণবর্ণ অথবা লালবর্ণ; অন্তঃস্তবক লোমযুক্ত ও শ্বেতবর্ণ। ফলে শাঁস আছে, গোলাকার ৫ ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগে মটরের ন্যায় বীজ থাকে। বর্ষার সময়ে ফুল হয় ও বর্ষার পরে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল হাঁপানি, সর্দ্দি ও গাল গলা ফুলায় হিতকর (Watt)। কাষ্ঠ ঈষৎ তিক্ত ও ধারক। আঠা উপদংশজনিত বাতে হিতকর (Baden-Powell)। বামুনহাটীর পত্র ও শাখার নরম অগ্রভাগের রস দিয়া যে ঘৃত প্রস্তুত হয় উহা নারাঙ্গা প্রভৃতি চর্ম্মরোগ আরাম করে। ইহার কাষ্ঠ খণ্ড খণ্ড কাটিয়া সূতার মালার ন্যায় গাঁথিয়া ছেলের গলায় পরাইয়া দিলে ডাইনী খাইতে পারে না, এবং ইহা কোমরে বাঁধা থাকিলে ভূত প্রেত ধরিতে পারে না বলিয়া এ দেশীয় লোকের বিশ্বাস আছে (Dr. Thornton)। ইহার শিকড় আদার সহিত পেষণ করিয়া গরম জলের সহিত পান করিলে হাঁপানি আরাম হয়। বামুনহাটী বক্ষঃপ্রদাহের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হিক্কাশ্বাসী পিবেদ্ভার্গী সবিশ্বামুষ্ণবারিণা।
নাগরং বা সিতা ভার্গী সৌবর্চ্চলসমন্বিতম্॥ চক্রদত্তঃ

ভার্গীর শিকড়ের কাথ, দশমূল, হরীতকী, মাতগুড় এবং তেজপাত, এলাচ ও দারুচিনি দ্বারা প্রস্তুত ঘৃত হাঁপানি নিবারক।

অগ্নিমন্থভবং মূলং পিষ্টং পীতঞ্চ সর্পিষা।
শীতপিত্তোদর্দ্ধকোটান্ সপ্তাহাদেব নাশয়েৎ॥ চক্রদত্তঃ

বামুনহাটীর মূলের ত্বক্, শুঁঠ চূর্ণের সহিত গরম জলে দিয়া পান করিলে কাসি আরাম হয় (চরক)।

মধু ও গব্যঘৃতযোগে ইহার মূলের ত্বক্ সেবন করিলে শ্বাসরোগ আরাম হয় (চরক)।

ইহার মূলের ত্বক্ চাউল ধোয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া গণ্ডমালায় প্রলেপ দিলে উহা আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

মূলের ত্বক্ যবের কাথে পিষিয়া কুরণ্ডে প্রলেপ দিলে কুরণ্ড উপশম করে। (Fig. 458.)

459. C. phlomides Linn. (বাতঘ্নী)

Fig.—Wight, Ic., t. 1473 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 744 ; Wight, Ic., Pl. Ind. Or., iv, t. 1473 ; Dalz. & Gibs., Bomb. Fl., t. 200.

Ref.—F. B. I., iv, 590 ; Roxb , F. I., iii, 57 ; B. P., ii, 835 ; Brandis, For. Fl., 363 ; Talbot, For. Fl. Bomb., ii, 358.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, বেহার।

বিভিন্ন নাম—সং. বাতঘ্নী ; বা. বাতঘ্ন ; তা. বাত্মাকদকী ; তে. তেলেকীতিলক।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় ও পত্র।

বর্ণনা—৩০ ফুট উচ্চ গাছ, কোমল লোমযুক্ত। পত্র ছোট, ১½-২½ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, বিষম চতুর্ভুজের ন্যায়, প্রান্তদেশ কর্ত্তিত। ফুলের বহির্ব্বাস ⅛ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু। বোঁটা ½-১ ইঞ্চি ; ফুল শ্বেতবর্ণ অথবা গাঢ় লালবর্ণ, সৌগন্ধযুক্ত। ফল শাঁসযুক্ত, শুষ্ক, ⅙-½ ইঞ্চি লম্বা। গাছের ছাল ধূসরবর্ণ, পাতলা, মসৃণ, কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ। সেপ্টেম্বর হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মূল তিক্ত ও বলকারক ; হাম ও তড়কায় ইহা বেশ ফলপ্রদ (S. Arjun)।

পাতার রস উপদংশ নাশক (Ainslie)।

ইহা শোথ নিবারক এবং গো-মহিষাদির কৃমিরোগে ও পেটফাঁপায় ব্যবহৃত হয় (Campbell)। (Fig. 459.)

Genus—LANTANA L.

460. L. Câmara L. (গুয়ে গেঁদা)

Fig.—Lamarck, Ill., iii. t. 540, Fig. 1 (1797); Boiss. Atlas Pl. Jard., t. 226 (1896).

Ref.—F. B. I., iv. 562 ; B. P., ii, 825 ; Voigt, H. S., 472 ; Prain, H. H., 259.

জন্মস্থান—ইহা আমেরিকা দেশীয় গাছ ; মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গ, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনা জেলার বেড়া ও জঙ্গলের ধারে প্রচুর জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. গুয়ে গেঁদা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—ঘনসন্নিবদ্ধ শক্ত ডাঁটাবিশিষ্ট গুল্ম, শাখার একদিকে বক্র কাঁটা আছে। পত্র ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু। ফুল ছোট, গাছের অগ্রভাগে থাকে, দেখিতে সুন্দর, লাল ও লেবু রংবিশিষ্ট। বহির্ব্বাস ছোট, পুষ্পনল নরম, পাপড়ি বিস্তৃত। টাটকা বীজে Albumin নাই। বর্ষার পর হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মেক্সিকো দেশে ইহার পত্র যবের সহিত সিদ্ধ করিয়া স্ত্রীলোকদের প্রসব হইবার সময় প্রয়োগ করে। ইহার আর একটী জাতি আছে, তাহা অজীর্ণে ব্যবহার হয়। (Fig. 460.)

Genus—CALLICARPA Linn.

461. C. arborea Roxb. (বরমাল্লা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 732A.

Ref.—F. B. I., iv, 567 ; Roxb., F. I., i, 390 ; B. P., ii, 827.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বেহার, উত্তর বঙ্গ, শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম।

বিভিন্ন নাম—বা. বরমাল্লা, বরমালা ; সামতাল—দমকটকৈ ; কুমায়ুন—সিওয়ালি।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্।

বর্ণনা—৩০-৪০ ফুট উচ্চ গাছ, পুষ্পগুচ্ছ পত্রের নীচে ঢাকা থাকে। ছাল ঈষৎ ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ, কাষ্ঠ খুব শক্ত নহে। পত্র ডিম্বাকৃতি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, ১২ ইঞ্চি লম্বা, ৬ ইঞ্চি চওড়া। শাখা ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের শিরা ৮-১২টী হয়। পুষ্পদণ্ডে ৩-৪টী শাখা হয়, ১-২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ফিকে বেগুনে ও সৌগন্ধময়। ফলের ব্যাস $\frac{1}{16}$ ইঞ্চি, বেগুনে,

রংবিশিষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণ। সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষার পরে ফল হয়; কখনও কখনও অন্য সময়েও ফুল ও ফল দেখা যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল সৌগন্ধযুক্ত, তিক্ত; ইহার কাথ পাঁচড়া নিবারক। ইহা বলকারক ও পেটফাঁপা নিবারক (Watt.)। (Fig. 461.)

462. C. lanata L. (মসন্দার)

Fig.—Wight, Ill., t. 173b, Fig. 5; Ic., t. 1480.

Ref.—F. B. I., iv, 567; Brandis, For. Fl., 368.

জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্য; উত্তর ও দক্ষিণ সরকার।

বিভিন্ন নাম—মসন্দারী, মসন্দার।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—৩০-৪০ ফুট উচ্চ গাছ, শাখা মোটা ও গোলাকার। পত্র ৬-৯ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, ঘন লোমাবৃত, বৃন্তদেশ গোলাকার, অগ্রভাগ সরু, উপরিভাগ উজ্জ্বল সবুজবর্ণ, নিম্নদিক শ্বেত অথবা পীতবর্ণ লোমাবৃত। বোঁটা ½-২ ইঞ্চি, গোলাকার, শক্ত লোমাবৃত। ফুল ফিকে লালবর্ণ, ফুলের বোঁটা ছোট, গুচ্ছবদ্ধ; পুষ্পনল ½ ইঞ্চি লম্বা, বক্র। ফল ¼ ইঞ্চি, গোলাকার উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ। শীতের সময় ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত আয়ুর্বেদ গ্রন্থে এই গাছের উল্লেখ দেখা যায় না। Dr. Rheede বলেন, ইহার পত্র দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া মুখ ধৌত করিলে মুখের ঘা আরাম হয়। ইহার ছালের শিকড় জলে সিদ্ধ করিয়া কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে জ্বরের উত্তাপ, পিত্তজনিত উদ্বেগ এবং পিত্তপ্রকোপ নিবারিত হয়। Dr. Ainslie বলেন যে মালয়দেশীয় লোকেরা ইহাকে মূত্রকর বলিয়া ব্যবহার করে। ইহার শিকড়, পত্র ও ত্বক্ সিংহলের লোকেরা চর্ম্মরোগে ব্যবহার করে (Trimen)। (Fig. 462.)

Genus—TECTONA Linn. f.

463. T. grandis Linn. f. (সেগুণ)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., i, 10, t. 6; Rheede, Hort. Mal., ix, t. 27; Bedd., Fl. Sylv., t. 260; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 735.

Ref.—F. B. I., iv, 570; Roxb, Fl. I., i, 600; B. P., ii, 929; Prain, H. H., 260.

54—1084B

জন্মস্থান—মধ্যভারত, দাক্ষিণাত্য, ব্রহ্মদেশ, উড়িষ্যা, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনার বাগানে ও রাস্তার ধারে রোপণ করে। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুরে বহু গাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—সং. সাক; বা. সেগুণ; তা. টেক্কুটেক; তে. টেকু; Eng. Teak wood.

ব্যবহার্য্য অংশ—কাষ্ঠ।

বর্ণনা—বড় গাছ, ৮০-১৫০ ফুট উচ্চ হয়। বসন্তে পাতা পড়িয়া যায়। পত্র প্রায় ১২ ইঞ্চি লম্বা হয়; ডিম্বাকৃতি, স্থানে স্থানে বসা, অগ্রভাগ সরু, উপরিভাগ কর্কশ, নিম্নভাগ ধূসর বর্ণ অথবা পীতাভ লোমাবৃত। প্রধান শিরা ৮-১০ জোড়া। ফুল ছোট, অনেক হয়। পুষ্পদণ্ডে বহু শাখা হয়, উহা ১-৩ ফুট লম্বা। ফুলের বহির্ব্বাস ⅙ ইঞ্চি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, পাপড়ি ⅓ ইঞ্চি। পুষ্পস্তবক শ্বেতবর্ণ লোমযুক্ত, ৪ ভাগে বিভক্ত। ফলের ব্যাস ¾ ইঞ্চি, ৪ ভাগে বিভক্ত। ফলের আচ্ছাদন নরম লোমাবৃত। বর্ষার সময় ফুল ও শীতের সময় ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সেগুণ কাষ্ঠের গুঁড়' মাথায় প্রলেপ দিলে মাথাধরা আরাম হয় ও আঘাত জনিত ফুলায় প্রলেপ দিলে উহার রক্ত সরাইয়া দেয়। ইহা সেবন করিলে অম্লরোগে পেটজ্বালা নিবারণ হয়। ইহা কৃমিনাশক। সেগুণ বীজের তৈল মাথায় মাখিলে কেশ বর্দ্ধিত হয় ও গায়ে মাখিলে চুলকানি আরাম হয়। কাষ্ঠের ছাই চক্ষের পাতায় প্রলেপ দিলে দৃষ্টিশক্তি বাড়াইয়া দেয়। সেগুণ ফুল মূত্রকর; Dr. Gibson বলেন, ইহার বীজেরও এই গুণ বর্ত্তমান আছে (Dymock, iii, 61)।

বর্ম্মাদেশে ইহার কাষ্ঠ হইতে নিষ্কাশিত তৈল বার্ণিশের কাজে ব্যবহার করে।

কঙ্কন দেশে ইহার Tar ঘায়ে ব্যবহৃত হয় (Jour. Asiat. Soc. Bengal, i, 170)। Dr. Rheede বলেন, ইহার কচি পাতা হইতে বেগুণে রং প্রস্তুত হয়। সেগুণের Tar কোন কাষ্ঠে বা কোন দ্রব্যে লাগাইলে উহাতে উই ধরে না (Dymock)। (Fig. 468.)

Genus—PREMNA Linn.

464. P. integrifolia Linn (ভুতভৈরবী)

Fig.—Wight, Ic., t. 1469; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 736.

Ref.—F. B. I., iv, 574, Roxb., F. I., iii, 81; B. P., ii, 830; Watt, iv, 570; Prain, H. H., 261; Kurz, For. Fl., ii, 263.

জন্মস্থান—সুন্দরবন; ভারতের সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান, বোম্বাই, শ্রীহট্ট; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. গণিকারিকা, অগ্নিমন্থ; বা. ভূতভৈরবী, গণিয়ারী; তা. মুন্নি; তে. ঘেবু-নেল্লী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, শিকড় ও ত্বক্। মাত্রা ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—সবুজপত্রাচ্ছাদিত কন্টকময় উদ্ভিদ, ১০-২০ ফুট উচ্চ। ছাল পাতলা, ফিকে পীতবর্ণ, কাষ্ঠ ফিকে ধূসরবর্ণ। পত্র ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ গোলাকার, কিনারা কর্ত্তিত। পুষ্পদণ্ডে ঘন ঘন ফুল হয়। ফুল ছোট, কোমল লোমযুক্ত, ফিকে পীতাভ সবুজবর্ণ। পুংকেসর ৪টী, দুইটী বড় ও দুইটী ছোট। ফল ⅛ ইঞ্চি; বীজ মটর কলায়ের মত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে ফুল হয়, ভাদ্র মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকগণ ইহার মূল দশমূল পাচনের একটী মসলা বলিয়া গণনা করিয়াছেন। ইহার শিকড় তিক্ত, পাকস্থলীর দোষ নিবারক, জ্বরনাশক, সর্ব্বাঙ্গীন শোথ নিবারক ও আমবাতে হিতকর। পত্রের রস ক্রিমিনাশক। Rheede বলেন, ইহার পত্রের কাথ পেটফাঁপা নিবারক, শিকড়ের কাথ বলকারক। ইহার পত্র গোলমরিচের সহিত বাটিয়া খাইলে সর্দ্দি ও জ্বর আরাম হয়। সমগ্র গাছের কাথ বাত ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যনাশক (Atkinson)। ইহার শাখা ও পত্র একত্রে পেষণ করিয়া কাথ প্রস্তুত করিয়া সেই কাথে বাত-স্থান ধৌত করিলে উহা শীঘ্র আরাম হয়। ইহার মূল ও ছালের কাথ ইক্ষুমেহে হিতকর। মূলের ত্বক্ গব্যঘৃতের সহিত ১ সপ্তাহ ব্যবহার করিলে শীতপিত্ত আরাম হয়। ইহার মূলের ত্বকে শিলাজতু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অতিস্থূল ব্যক্তি কৃশ হয়। (Fig 464.)

465. P. herbacea Roxb. (ভুঁইজাম)

Fig.—Griff, Ic., t. 447; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 738A.

Ref.—F. B. I., iv, 581; Roxb., F. I, iii, 80; B. P., ii, 831.

জন্মস্থান—পশ্চিমবঙ্গ, বেহার, ছোটনাগপুর, উত্তর বঙ্গ, কুমায়ুন ও ভূপালে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. ভূমিজম্বু; বা. ভুঁইজাম; সাঁওতাল—কাদামেট; তে. নলানিরেদু।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—গুঁড়িহীন গুল্ম। পুষ্পিত শাখা ১-৪ ইঞ্চি। পত্র ৪ ইঞ্চি লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি চওড়া, লোমযুক্ত, শিরা ৫টী। পুষ্পদণ্ড ১-১½ ইঞ্চি; পুষ্পস্তবক ⅙ ইঞ্চি, সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, গলায় লোম আছে। ফলের ব্যাস ⅛ ইঞ্চি, গোলাকার, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়। শিকড় কাকের পালকের মত মোটা, ইহাতে শক্ত শক্ত গাঁইট আছে। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষার সময়ে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সাঁওতালেরা ইহার শিকড় বাতে ব্যবহার করে (Rev. A. Campbell)। Clerodendron serratum গাছের সহিত অনেকটা সাদৃশ্য আছে, ভারতের বহু

স্থানে C. serratum গাছকে ভূঁইজাম বলে। C. serratum গাছের শিকড় কতক পরিমাণে শ্বেতবর্ণ, উহার ব্যাস ১ ইঞ্চির অধিক হয় না। ইহার শিকড়ের রস ও আদার রস গরম জলের সহিত ব্যবহার করিলে হাঁপানি আরাম হয়। (Fig. 465.)

Genus—VITEX Linn.

466. V. Negundo Linn. (নিশিন্দা)

Fig—Wight, Ic., t. 519; Rheede, Hort. Mal., ii, t. 12; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 12.

Ref.—F. B. I. iv, 530; Roxb., F. I., iii, 70; B. P., ii, 833; Watt, vi, Pt. iv, 250; Prain, H. H., 261.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, ছোটনাগপুর, বেহার, সুন্দরবন, উত্তরবঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলের ধারে ও বেড়ায় জন্মে; সুন্দরবনের পশ্চিমাংশে প্রচুর জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. নির্গুণ্ডী; বা. নিশিন্দা; তা. নচ্চী; তে. সিন্দুবারাম্।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, মূল; মাত্রা, পত্ররস ১-২ তোলা; মূলত্বক্, ১-৪ আনা।

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ৩ ফুট উচ্চ, ইহার পত্র শরৎকালে পড়িয়া যায়। উদ্ভিদ অতিশয় সৌগন্ধযুক্ত। পত্র ও পুষ্পদণ্ড শ্বেত ও ধূসর বর্ণ, লোমাবৃত। ত্বক্ পাতলা, ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ ধূসরের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। পত্রিকা ৩-৫টী হয়, সাধারণতঃ ত্রিপত্রিকাবিশিষ্ট। পত্রিকা লম্বাকৃতি, ১-৫ ইঞ্চি লম্বা ও ½-১½ ইঞ্চি চওড়া, নিম্নে ধূসরবর্ণ লোম আছে। ফুল ছোট, পুষ্পদণ্ড ১২ ইঞ্চি লম্বা। বহির্ব্বাস ⅛-⅙ ইঞ্চি, ৫টী দাঁতযুক্ত। পুংকেসর ৪টী; গর্ভাশয় ২-৪টী ঘরবিশিষ্ট। ফলে শাঁস আছে, ব্যাস ⅙-⅛ ইঞ্চি, গোলাকার, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ; ফলে সচরাচর ৪টী বিভাগ আছে। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়।

নিঘণ্টুকারের মতে নির্গুণ্ডী ২ প্রকার, কর্ত্তরীনির্গুণ্ডী ও বননির্গুণ্ডী। প্রথমোক্তটীর পত্র অরহর পত্রের ন্যায়, পত্রের নিম্নভাগ শ্বেতবর্ণ, ফুল বেগুনে, ফিকে নীলবর্ণ অথবা নীলাভ শ্বেতবর্ণ। অপরাপর সংস্কৃত লেখকেরাও নির্গুণ্ডী দুই প্রকার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; একটীকে Vitex trifolia অথবা সংস্কৃতে সিন্দুবার বলে, ইহার ফুল ফিকে নীলবর্ণ এবং ফল নীলবর্ণ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—নিশিন্দার শিকড় বলকারক, শ্লেষ্মানিবারক ও জ্বরনাশক। পত্র সৌগন্ধযুক্ত, বলকারক ও কৃমিনাশক। পত্রের কাথ গোলমরিচের সহিত পান করিলে সর্দ্দিজ্বর, মস্তকভার ও কানে তালা লাগা আরাম হয়। বালিসের মধ্যে ইহার পত্র দিয়া শয়ন করিলে মাথাধরা ভাল হয়। পত্রের রস ক্ষতের পোকা নাশ করে ও পুঁজ বাহির করিয়া দেয়। পাতার রসের তৈল ক্ষতের শোথ আরাম করিয়া দেয় (Dutta, Hind. Met. Med., 219)।

সমূলপত্রাং নিগু'ণ্ডীং পীড়য়িত্বা রসেন তু।
তেন সিদ্ধং সমং তৈলম্ নাড়ীদুষ্টব্রণাপহম্॥
হিতংপামাপচীনান্ত পানাভ্যঞ্জন নাবনৈঃ
বিবিধেষ্ চ স্ফোটেষ্ তথা সর্ব্বব্রণেষু চ। চক্রদত্তঃ

Dr. Fleming বলেন যে, ইহার পত্র দারুণ গেঁটে বাতের ফুলা কমাইয়া দেয় এবং গনোরিয়াজনিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গাঁইট ফোলায় হিতকর। মহীশূর দেশের লোকেরা জ্বর, শ্লেষ্মা এবং বাতরোগে ইহার ভাপরা লয়। Dr. Roxburgh বলেন, ইহার পাতার কাথে স্নান করিলে স্ত্রীলোকদের সূতিকা রোগ নিরাময় হয়। Ainslie বলেন, মুসলমান বৈদ্যেরা ইহার শুষ্ক পাতার ধূম (তামাকের ন্যায়) ব্যবহার করিলে মাথাধরা ও সর্দ্দি জ্বর আরাম হয় বলিয়া নির্দ্দেশ দেন। ইহার শুষ্ক ফল কৃমিনাশক (Pharm. Ind., iii, 74)।

কঙ্কনদেশে ইহার পত্রের রস, তুলসীপত্র ও কেশুরিয়া (Eclipta alba) পাতার রস, এবং যোয়ান একত্রে ভিজাইয়া তৎপরে উত্তমরূপে বাটিয়া ৬ আনা পরিমাণ বাতে ব্যবহার হয়।

ইহার রস ½ তোলা পরিমাণ ঘৃত এবং গোলমরিচ যোগে ২ তোলা গোমূত্রের সহিত প্রত্যহ প্রাতে ব্যবহার করিলে দারুণ প্লীহা বৃদ্ধি আরাম হয় (Dymock)।

পত্র অল্প ঘৃতের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে ফোড়া আরাম হয় (চরক)।

নীল নিশিন্দা পাতার রসে প্রস্তুত তিল তৈল কুষ্ঠ, ব্রণ ও বাতরোগে পান ও মর্দ্দনার্থে ব্যবহার হয়। নিশিন্দা পাতার রসে পক্ব ঘৃত কফনাশক। ইহার পাতার রস সৈন্ধব লবণ, মূল ও পুরাতন গুড়ের সহিত পক্ব তিল তৈল মধুর সহিত কানে দিলে কানের পুঁজ আরাম হয়। ইহার মূল, ফল ও পত্রের রস গব্যঘৃতে পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলে ক্ষয়রোগী আরাম হইয়া দিব্যকান্তি প্রাপ্ত হয়। (Fig. 466)

467. V. trifolia Linn. f. (নীলনিশিন্দা)

Fig.—Bot. Mag., t. 2187; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 740B; Rumph., Herb. Amb., iv, t. 18.

Ref.—F. B. I., iv, 583; Roxb., F. I., iii, 69; B. P., ii, 833; Prain, H. H., 161.

জন্মস্থান—মধ্য ও পূর্ব্ব বঙ্গ, চট্টগ্রাম, দক্ষিণ ভারত, ব্রহ্মদেশ; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া।

বিভিন্ন নাম—সং. সিন্দুবার, নীলনিগু'ণ্ডী; বা. নীল নিশিন্দা; তে. বর্ভিলি; তা. নিরনুকী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, মূল।

বর্ণনা—ছোট গুল্ম-জাতীয় উদ্ভিদ, ত্রিপত্রযুক্ত, কাণ্ডে সূক্ষ্ম লোম আছে। পত্রিকা ছোট, সৌগন্ধযুক্ত, ১-৩ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, লম্বা। বোঁটা ১ ইঞ্চি লম্বা, পুষ্পদণ্ড সরল, শ্বেত লোম দ্বারা আবৃত, ১-৪ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ফিকে নীলবর্ণ। ফল কৃষ্ণবর্ণ, ব্যাস ½ ইঞ্চি। তামিল দেশে ২ প্রকার নিশিন্দাকে পুং ও স্ত্রী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে; উভয়বিধ নিশিন্দাই তাহারা ঔষধে ব্যবহার করে। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—উভয়বিধ নিশিন্দার গুণ একই। নিশিন্দা মূত্রকর, স্নায়ুমণ্ডলের ও মস্তিষ্কের যন্ত্রণা নিবারক ও প্রথম রজঃ নিঃসারক। ইহার কাথে স্নান করিলে বা সেঁক দিলে Beri-beri আরাম হয় ও পায়ের হাতের জ্বালা কমিয়া যায়। ইহা Beri-beri রোগের একটী চমৎকার ও মূল্যবান্ ঔষধ।

ইহার পত্র স্ত্রীলোকদের প্রসবের পর ব্যারামে হিতকর। ইহা পিত্তের সাম্যাবস্থা আনয়ন করে ও ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, বড় প্লীহা ও বাতে মালিশ দিলে উহা আরাম হয়।

নিশিন্দা পাতার গুঁড়া সবিরাম জ্বর নিবারক। ইহার ফুল মধুর সহিত খাইলে বমন এবং পিপাসার সহিত জ্বর আরাম হয়। ইহার ফল ঋতুনাশ রোগের পক্ষে হিতকর।

ফণাধারী সর্পের বিষ আরাম করিবার জন্য মূলের ত্বক্ পেষণ করিয়া শীতল জলের সহিত রোগীকে পান করাইবে (চরক)।

ইহার পত্র ঘৃতের সহিত ভাজিয়া খাইলে রক্তপিত্ত আরাম হয়। পত্রের কাথ পিপুল যোগে পান করিলে কফ ও জ্বর আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

Vitex peduncularis Wall নামে এক জাতীয় নিশিন্দা Balck water জ্বরে বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া অনুমিত হয়। (Assam অঞ্চলে ইহার রস উক্ত রোগে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। রাজাবাহাদুর মনিলাল সিংহরায় ইহার ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইয়া একটি পুস্তিকা লিখিয়া ইহার বহুল প্রচারের জন্য চেষ্টা করিতেছেন।) Chopra সাহেব কিন্তু এই ঔষধের বিশেষ গুণ সম্বন্ধে সন্দেহ করেন। (Fig. 467.)

Genus—GMELINA Linn.

468. G. arborea Roxb. (গাম্ভার)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 739; Wight, Ic., t. 1470; Rheede, Hort. Mal., i, t. 41.

Ref.—F. B. I., iv, 581; Roxb., F. I., iii, 84; B. P., ii, 828; Prain, II. H., 260.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গ, চট্টগ্রাম; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর। হুগলী জেলায় গোঘাট অঞ্চলে দেখা যায়; বাঁকুড়া জেলায় প্রচুর গাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—সং. গাম্ভারী ; বা. গামার ; তা. গুমাদি ; তে. পদ্মগোমরু।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র রস, মূল।

বর্ণনা—কাঁটাশূন্য গাছ, ৫০-৬০ ফুট উচ্চ ; গ্রীষ্মকালে পাতা পড়িয়া যায়। পত্রের বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি। নূতন পাতার সহিত ফুল হয়। পত্র ৯ ইঞ্চি লম্বা, ৬ ইঞ্চি চওড়া, লোমযুক্ত, বোঁটা ৩ ইঞ্চি। ফল ¾ ইঞ্চি, গোলাকার, ডিম্বাকৃতি, ফলে ২-১টী বীজ হয়। ফল পাকিলে লেবুরং ও পীতবর্ণবিশিষ্ট হয়। ইহা দশমূল পাচনের একটী মসলা। শীতের পরে ফুল এবং জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু বৈদ্যশাস্ত্র মতে ইহা ক্ষতের পুঁজ নির্গত করিয়া দেয় ও পোকা নষ্ট করে। ইহার শিকড় তিক্ত, জ্বরনাশক ও ধারক। গামার সর্দ্দিনাশক এবং বাত ও অজীর্ণে ব্যবহার হয়। ইহার কৃমিনাশ করিবার শক্তি আছে (Watt)।

ইহার নূতন ও কোমল পাতার রস গনোরিয়ার জ্বালা নিবারণ করে ও সর্দ্দি নাশ করে (Dymock)। (Fig. 468.)

Genus—AVICENNIA Linn.

469. A. officinalis Linn. (বীনা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iv, t. 45 ; Wight, Ic., t. 1481 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 748.

Ref.—F. B. I., iv, 604 ; Roxb, F. I., iii, 88 ; B. P., ii, 838 ; Watt, i, Pt. ii, 360 ; Kurz., For. Fl., ii, 276.

জন্মস্থান—সুন্দরবন, চট্টগ্রাম।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. বীনা ; তে. নাপ্লামাড়া ; সিন্ধু—তিম্মার।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্, পত্র ও বীজ।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ২৫ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ৩½ × ১½ ইঞ্চি। পত্রের বৃন্তদেশ ক্রমশঃ সরু, নিম্নভাগে সূক্ষ্ম লোম আছে। বোঁটা ½ ইঞ্চি, বহির্ব্বাস ⅙ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত। পুষ্পনল ¼ ইঞ্চি, পাপড়ি ডিম্বাকৃতি, ৪টী কিম্বা ৫টী, সকলগুলি সমান নহে। পুংকেসর ৪টী, পুষ্পনলের গলায় থাকে। ফল ১ ইঞ্চি ও চেপ্টা। গর্ভাশয় ৪ ভাগে বিভক্ত। ফলে বীজ একটী থাকে, বীজ পাকিবার পূর্ব্বেই বীজ হইতে গাছ বাহির হয়। ইউরোপে ইহাকে Ocimum magnus (large-leaved) ও O. parvum (small-leaved) বলে। বর্ষার সময়ে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় রসায়ন। অপক্ব বীজ ফোড়া ফাটাইবার জন্য পুলটিশরূপে ব্যবহার হয়। মাদ্রাজ দেশে ইহা বসন্ত রোগে ব্যবহার হয়। ইহার শিকড় ও ছাল উগ্র (Watt, i, 336)।

ইহা উত্তেজক, কৃমিনাশক; ইহার বীজ পিত্তনাশক। গাছের রস নস্য লইলে হাঁচি হয় ও মস্তক বেশ পরিষ্কার থাকে। (Fig. 469.)

LXXIX. LABIATAE.

Genus—OCIMUM Linn.

470. O. sanctum Linn. (তুলসী, কৃষ্ণতুলসী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 751.

Ref.—F. B. I., iv, 609; Roxb., F. I., iii, 14; B. P., ii, 843; Prain, H. H., 261.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ; প্রায় সকল স্থানে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. মঞ্জরিবা, সুরসা; বা. তা তুলসী, কৃষ্ণতুলসী; তে. গাপ্পারাচেট্টু; Eng. Holy Basil.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, শিকড় ও রস।

বর্ণনা—সৌগন্ধযুক্ত, গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ১-২ ফুট উচ্চ; কাণ্ড কখন কখন কাষ্ঠের মত শক্ত ও কোমল লোমাবৃত। শাখাগুলি উপরিভাগে সরল ও বিস্তৃত। পত্র ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ মোটা, বৃন্তদেশ ক্রমশঃ সরু; বোঁটা ½-১ ইঞ্চি লম্বা। পত্রের কিনারা করাতের ন্যায় কর্ত্তিত। পুষ্পদণ্ড নরম, ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা। বহির্ব্বাস নরম; পুষ্পনল ছোট, কখন কখন বহির্ব্বাস অপেক্ষা বড় হয়। বীজ চেপ্টা, মসৃণ ও ফিকে লালবর্ণ। শীতের সময় ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পত্র সর্দ্দিনিবারক; ইহার রস দেশীয় ডাক্তারেরা সর্দ্দি ও বক্ষঃপ্রদাহে ব্যবহার করেন। পত্র রস উদরাময় নিবারক ও শিশুদের পিত্তজনিত দোষে হিতকর। ইহার পাতার রস নস্য লইলে নাসা রোগ আরাম হয়। শুষ্ক পত্রের গুঁড়া পিনাশ রোগে হিতকর। শিকড়ের ক্বাথ ম্যালেরিয়া জ্বরে হিতকর, ইহা অতিশয় ঘর্ম্মকর। ইহার বীজ শক্তিকর, মূত্রযন্ত্র ও জননযন্ত্রের রোগ নিবারক। পত্রের রস কানে দিলে কান বেদনা আরাম হয়। ইহা কর্ণরোগের একটী উত্তম ঔষধ। এই তুলসী দেবার্চ্চনার জন্য ঘরে ঘরে রোপণ করে। কোন স্থানে বোলতা কামড়াইলে ইহার রস দিলে জ্বালার উপশম হয়। মূল জ্বরনাশক। তুলসীর বীজ সর্পবিষ নাশক বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করেন।

ইহা ম্যালেরিয়া নাশক। অধিক পরিমাণে এই গাছ বাড়ীতে থাকিলে মশা তাড়াইয়া দেয়। পাতার কাথ ম্যালেরিয়া নাশক ও বালকদের পাকাশয়িক পীড়া ও যকৃৎসম্বন্ধীয় পীড়ায় হিতকর। ইহার রস লেবুর রস সংযোগে ব্যবহার করিলে কৃমি আরাম হয়। (শুষ্ক তুলসী গাছের কাথ (১-১০ ভাগ) সর্দ্দি, স্বরভঙ্গ, বক্ষঃপ্রদাহ এবং উদরাময়ে হিতকর।) তুলসী, ফণ্টিকারী, ভূমিজম্বু (Premna herbacea), গুলঞ্চ, আদার সমপরিমাণ কাথ দুই তোলা সেবন করিলে সর্দ্দি ও ফুস্‌ফুস সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া আরোগ্য হয়।

তুলসী পাতার কাথ, এলাচগুঁড়া এবং ১ তোলা পরিমাণ সালেমিছরী পান করিলে ধাতুপুষ্টি সাধিত হয়; ইহা ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক। এক তোলা পরিমাণ তুলসীর রস প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে, পুরাতন জ্বর, রক্ত অর্শ, রক্ত আমাশয় এবং অজীর্ণ আরাম হয়। পাতার রস বালকদের পেটবেদনা নিবারক। এক তোলা রস ½ তোলা গোলমরিচের সহিত পান করিলে সর্দ্দিজনিত জ্বর ও অবিরাম জ্বর আরাম হয়। (তুলসী পাতার টাটকা রস, মধু, আদা ও পেঁয়াজ রসের সহিত পান করিলে সর্দ্দি উঠিয়া যায় এবং ইহা সর্দ্দি ও হাঁপানির পক্ষে হিতকর।) তুলসীপাতা, কুলের আঁটী এবং মিছরী প্রত্যেকটী ৩ আনা এবং গোলমরিচ ১ আনা পরিমাণ লইয়া ছোট কুলের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে বমন নিবারণ হয়।

তুলসী বীজ ৫, অহিফেনের ঢেঁড়ী ৪, আলকুশী ৩, গোক্ষুর ৫, তালমূলী ৪ এবং চিনি ৬ ভাগ লইয়া ইহার গুঁড়া ২০ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিলে ইন্দ্রিয়-শৈথিল্য আরাম হয়। বীজ গোদুগ্ধের সহিত পান করিলে বালকদের বমন ও উদরাময় আরাম হয়। মাত্রা ১ বৎসরের বালকের জন্য ২-৩ গ্রেণ দিবসে ৩।৪ বার সেব্য। (Fig. 470.)

471. O. gratissimum Linn. (রামতুলসী)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x, t. 86; Jacq., Ic. Pl. Rar., iii, t. 495.

Ref.—F. B. I., iv, 608; Roxb., F. I., iii, 17; B. P., ii, 843; Dalz. & Gibs., Bomb. Pl., 202; Prain, H. H., 262.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ, চট্টগ্রাম, নেপাল; ভারতে চাষ হয়। আদিম বাসস্থান দক্ষিণপূর্ব্ব এসিয়া।

বিভিন্ন নাম—সং. ফণিজ্জক; বা. হি. রামতুলসী, বনতুলসী; তা. ইলুমিক-চামতুলসী; তে. নিম্মাতুলসী; Eng. Shrubby Basil.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, রস ও বীজ।

বর্ণনা—সৌগন্ধযুক্ত গুল্ম ৪-৮ ফুট উচ্চ, বহুশাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট, কাণ্ড কাষ্ঠবৎ। পত্র ২-৬ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি ও কর্ত্তিত। বোঁটা ১-২ ইঞ্চি, পুষ্পদণ্ড সরল ও নরম, চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত। বহির্ব্বাস কোমল লোমযুক্ত, ⅛ ইঞ্চি লম্বা। পাপড়ি ⅛ ইঞ্চি লম্বা ও ফিকে পীতবর্ণ।

ফল ছোট, গোলাকার ও চেপ্টা। এই তুলসী বঙ্গদেশে বহুপরিমাণে দেখা যায়, বর্ষা ও শীতকালে ইহার ফুল হয়। শীতকালে বীজ পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই তুলসীপাতার রস জলের সহিত সেবন করিলে গনোরিয়া রোগে হিতকর। ইহা বালকদের মুখের ঘায়ে বিশেষ হিতকর। বাঁত ও পক্ষাঘাত রোগে ইহার ধূম বিশেষ হিতকর। ইহার পাতার কাথ ধ্বজভঙ্গ রোগে বড়ই উপকার করে। ইহা মাথা ধরা ও স্নায়বিক রোগে প্রশস্ত হয় (Dr. S. Arjun)। শরীরের কোন স্থান বাতের দ্বারা আক্রান্ত হইলে ইহার রস আক্রান্ত স্থানে লেপন করিলে বাত আরাম হয় (বঙ্গসেন)। ইহার রস বোল্‌তা ও ভীমরুলের বিষনাশক। ইহার বীজ গুঁড়া করিয়া মধুর সহিত বালকদিগকে খাওয়াইলে বমন নিবারণ হয়। আর এক প্রকার তুলসী আছে উহাকে বাঙ্গালায় গুলাল তুলসী বা দুলাল তুলসী বলে; উহার বৈজ্ঞানিক নাম O. caryophyllatum Roxb. এবং সংস্কৃত নাম মরুবক ও সুমুখ বা বনবর্ব্বরিকা; ইহার দুইটী Var. আছে, একটী শ্বেত ও অপরটী কৃষ্ণবর্ণ; ইহার পত্র অতিশয় সৌগন্ধযুক্ত। Sir George Birdwood বলেন যে বম্বেতে যখন মশক দংশনে বহুলোক ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত হয়, ঐ সময়ে একজন দেশীয় মহাজনের কথামত বম্বের Victoria Gardenএর চতুর্দ্দিকে তুলসী গাছ রোপণ করা হয়। ইহাতে উক্ত বাগানে মশা ও ম্যালেরিয়া জর একেবারে কমিয়া যায়। মশা হইতে যে ম্যালেরিয়া জর হয় তাহা সেই সময় জানা ছিল না। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে বাড়ীর চতুর্দ্দিকে এই তুলসীর গাছ রোপণ করিলে ম্যালেরিয়া উৎপাদনকারী মশক কমিয়া যায়। বিছানার নিকট তুলসী ডাল রাখিয়া দিলে কিংবা তুলসী গাছ পোড়াইলে ঘরে মশা আসিতে পারে না। O. Sanctum কিংবা O. Basilicum তুলসীই প্রশস্ত। (Fig. 471.)

472. O. Basilicum Linn. (বাবুইতুলসী)

Fig.—Wight, Ic., t. 8680; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 756 A.

Ref.—F. B. I., iv, 608; Roxb., F. I., iii, 17; B. P., ii, 843; Prain, H. H., 262.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশ, পঞ্জাব; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বাগানে ও জঙ্গলে দেখা যায়। আদিম বাসস্থান দক্ষিণপূর্ব্ব এসিয়া।

বিভিন্ন নাম—সং. বিশ্বতুলসী, বর্ব্বর; বা. বাবুইতুলসী; হি. সাবজা; তা. পাচ্চাই; তে. রুদ্রজেড়ু; মালাবার-রামতুলসী; Eng. Sweet Basil.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, বীজ ও রস।

বর্ণনা—দুই ফুট উচ্চ গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, কোমল লোমযুক্ত, কাণ্ড ও শাখা সবুজবর্ণ, কখন কখন ঈষৎ বেগুনে রংবিশিষ্ট। পত্র ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, দাঁতযুক্ত ও সৌগন্ধময়। পুষ্পস্তবক ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা, শ্বেত অথবা বেগুনে। ফল ১/১২ ইঞ্চি, কৃষ্ণবর্ণ। ইহার আরও দুইটী Var. আছে, (1) O. purpurascens. Benth., (2) O. thyrsiflora Benth. (Roxb. F. I., iii, 115). শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বাবুইতুলসীর সংস্কৃত নাম বর্ব্বর। বম্বে বাজারে Salba বলিয়া এই গাছ বিক্রয় হয়। এই গাছ বম্বে দেশীয় মুসলমানেরা প্রত্যেক শুক্রবারে কবরের উপর প্রদান করে। ইহার বীজ ভিজাইলে হড়হড়ে দেখায়; ইহা গনোরিয়া, উদরাময় ও প্রাচীন রক্তআমাশয় রোগে হিতকর। পাতার রস কৃমিনাশক এবং পাতা পেষণ করিয়া লাগাইলে বিছার কামড়াইবার জন্য যন্ত্রণা ও বিছার বিষ দূর হয়। ইহার বীজ ও ফুল উত্তেজক, মূত্রকর এবং স্নিগ্ধকর। ইহা ঘর্ম্ম ও সর্দ্দি নিবারক। ইহার বীজ জলের সহিত সেবন করিলে প্রসবান্তিক বেদনা আরাম হয়। (Fig. 472.)

Genus—COLEUS Lour.

473. C. aromaticus Benth. (পাথরচুর)

Fig.—Wight, Ill, ii, t. 175; Bot. Reg., t. 1520.

Ref.—F. B. I, iv, 625; B. P., ii, 847; Roxb., F. I., iii, 22; Prain, II. H., 262.

জন্মস্থান—ভারতের অনেক বাগানে চাষ হয়। আদিম জন্মস্থান মলকা দ্বীপপুঞ্জ; হুগলী, বর্দ্ধমান ও ২৪-পরগনার বাগানে দেখা যায়; শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে বড়বটতলা যাইবার রাস্তার ধারে ও জঙ্গলে এই গাছ দেখা যায়। আধুনিক নামকরণানুসারে এই গাছের নাম এক্ষণে C. amboinicus Lour হওয়া উচিত।

বিভিন্ন নাম—সং. হি. পাষাণভেদী; বা. পাথরচুর, তে. কর্পূরবল্লী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী অতি সৌগন্ধযুক্ত উদ্ভিদ, নিম্নভাগ ঝোপের ন্যায়, শক্ত লোমযুক্ত। কাণ্ড ১-৩ ফুট ও নরম। পত্র ১-২ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, কিনারা কর্ত্তিত। ফুলের পাপড়ি ১/৬ ইঞ্চি, বহুভাগে বিভক্ত। পুষ্পস্তবক ফিকে বেগুনে, নল ছোট, গলা চেপ্টা, উপরিভাগ ছোট, সমগ্র গাছের গন্ধ অতিশয় প্রীতিপ্রদ। শীতের পরে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছ বেদনা নিবারক, হাঁপানি ও পুরাতন সর্দ্দিতে বিশেষ ফলপ্রদ। পত্রের সমস্ত অংশ অতিশয় সৌগন্ধযুক্ত, ইহা রুটী ও মাখনের সহিত সচরাচর ব্যবহৃত হয়। দাক্ষিণাত্যে ইহার পাতা বাটিয়া কচুরি প্রস্তুত করিয়া খায় (Roxb., F. I., iii, 22)। দেশীয় বৈদ্যেরা ইহার রস অম্ল ও পেটবেদনায় ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। ইহার পাতা বাটিয়া বিছা প্রভৃতির বিষে প্রদান করিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। Dr. Wight বলেন যে ইহা একটী তেজস্কর উগ্র ঔষধ, ইহা পেটফাঁপা নিবারক এবং বালকদের পেট বেদনায় প্রদত্ত হয়, রস চিনির সহিত সেব্য। ইহার মাদকতা শক্তি আছে। একটী ইউরোপীয় ভদ্র মহিলা ইহা সেবন করিয়া দুরারোগ্য অজীর্ণ হইতে আরাম লাভ করেন, কিন্তু মাদকতার জন্য তিনি ইহা ত্যাগ করেন। সংস্কৃত লেখকেরা বলেন যে ইহার মূত্রযন্ত্রের উপর কার্য্যকর শক্তি আছে, এই কারণে ইহা প্রস্রাব সম্বন্ধীয় রোগে ও জননযন্ত্র হইতে নির্গত স্রাবে হিতকর (W. C. Dutt)। সিংহলদ্বীপে ইহা পশুচিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় (Trimen)। ইহা হাঁপানি, পুরাতন সর্দ্দি ও অপস্মার রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। (Fig. 473.)

Genus--MENTHA Linn.

474. M. viridis Linn. (পুদিনা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 756B.; Woodville, Med. Bot., iii, t. 170 (1793); Bentley & Trim., Med. Pl., iii, t. 202 (1875).

Ref.—F. B. I., iv, 647; Linnaea, xii, t. 6.

জন্মস্থান—ইউরোপ ও পশ্চিম এসিয়ার গাছ। কাশ্মীর, সিন্ধুদেশ ও বঙ্গদেশে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. পুদিনা; হি. তে. মালাবার; Eng. Spear-mint.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ, তৈল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গাছ, ইহার গন্ধ অতিশয় উগ্র। ইহার পাতা ছোট কিনারা করাতের ন্যায় কর্ত্তিত; পুষ্পদণ্ড নরম, বহির্ব্বাস লোমযুক্ত, পুষ্পস্তবকের মধ্যে থাকে। এই গাছের চাষ হয়। এই জাতীয় আরও কয়েক প্রকার গাছ আছে, তন্মধ্যে M. sylvestris Linn. (F. B. I. iv, 647), M. arvensis Linn., M. incana Willd. এইগুলি প্রধান। ভারতবর্ষে জাত পুদিনার ফুল হয় না।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শুষ্কগাছ পেটফাঁপা নিবারক, মূত্রকর এবং উত্তেজক। ইহা কামলা রোগ নিবারক ও শুষ্ক গাছের গুঁড়া দন্তরোগ নিবারক। টাট্‌কা ফলের গন্ধ মূর্চ্ছানাশক (Dr. Emerson)। ইহা মধ্যে মধ্যে সেবন করিলে বমন নিবারণ হয়। টাট্‌কা গাছের চাট্‌নী বঙ্গদেশে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। (Rai Kanai Lall Dey Bahadur). (Fig. 474.)

475. M. piperita Linn. (পিপারমেণ্ট)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 757A ; E. B., 10, t. 687.

Ref.—F. B. I., iv, 647 ; Voigt, H. S., 453.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতের বাগানে চাষ হয় ; ইউরোপ, এসিয়া ও মিসরে বহু পরিমাণে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. পুদিনা, পিপারমেণ্ট ; Eng. Marsh-mint ; Peppermint.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী উগ্র গন্ধবিশিষ্ট ঔষধি। পত্র ১-৪ ইঞ্চি, বৃন্তদেশ সরু অথবা মোটা; পত্রের কিনারা করাতের ন্যায় দাঁতযুক্ত, উপরিভাগ মসৃণ, নীচের শিরা পশমময়, ডিম্বাকৃতি অথবা লম্বাকৃতি। পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে ফুল হয়। ফুল শক্ত লোমাবৃত ছোট ও বেগুনে। বহির্ব্বাস লালবর্ণ। শীতের সময় ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র হইতে এক প্রকার volatile oil নির্গত হয়, ইহাকে Oleum mentha বলে। ইহা উত্তেজক, পেটফাঁপা নিবারক, সাধারণতঃ ইহা মাথাধরা, বাত প্রভৃতিতে ব্যবহার হয়। ইহার পাতার ছেঁচা রস (১ : ১০) কিংবা তৈল বমন, পাকাশয়িক বেদনা, কলেরা, উদরাময় এবং পেটফাঁপায় বড়ই হিতকর। ইহা ক্ষতনাশ, উৎকাশি এবং বক্ষঃপ্রদাহে হিতকর। ইহার ঘ্রাণ ক্ষয়কাশের প্রতিষেধক এবং তৈল মাখাইয়া দিলে গালগলা ফুলা আরাম হয়। এই তৈল দাঁত বেদনা নিবারক।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহার পত্র উগ্র উত্তেজক ও ঘর্ম্মকর (Stewart)। বীজ হইতে নিষ্কাশিত তৈল সামতালেরা ঔষধে ব্যবহার করে। ইহার টাট্‌কা রস পাঁচড়া নিবারক। ইহার ফুলের সিরাপ সর্দ্দি ও শ্লেষ্মা নিবারক।

বিষম জ্বরে মরিচ চূর্ণের সহিত ইহার পাতার রস হিতকর (ভাবপ্রকাশ)। (Fig. 475.)

Genus—SALVIA Linn.

476. S. plebeia R. Br. (ভূতুলসী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 764A.

Ref.—F. B. I, iv, 655 ; Roxb., F. I., i, 115 ; B. P., ii, 859 ; Prain, H. H., 264.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের বাগানে ও মাঠে সচরাচর দেখা যায় ; শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে স্থানে স্থানে এই গাছ দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. ভূতুলসী।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম, কাণ্ড সরল, ৫-১৮ ইঞ্চি। পুষ্প গুচ্ছবদ্ধভাবে জন্মে। পত্র লম্বা, ও কিনারা কর্ত্তিত, পত্রের উভয় দিক ক্রমশঃ সরু। ফুল ছোট, কখন কখন ½ ইঞ্চি লম্বা হয়, দেখিতে শ্বেতবর্ণ, পুষ্পদণ্ডে ঘনভাবে জন্মে। বহির্ব্বাস ⅛ ইঞ্চি, ঘণ্টার ন্যায় আকৃতি। পুংকেসর শ্বেতবর্ণ ও ছোট। বীজ ছোট, ১/১৬ ইঞ্চি লম্বা। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ গনোরিয়া ও বাধক রোগে হিতকর (Stewart)। বম্বে দেশে ইহার বীজ সম্ভোগ ইচ্ছা বাড়াইবার জন্য ব্যবহার করে (Dymock)। (Fig. 476.)

Genus—ANISOMELES R. Br.

477. A. ovata R. Br. (গোবরা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 769; Wight, Ic. Ind. Or., iii, 865 (1843-45).

Ref.—F. B. I., iv, 672; Roxb., F. I., iii, 2; B. P., ii, 853; Prain, H. H., 263.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের পতিত জমিতে ও জঙ্গলের ধারে সচরাচর দেখা যায়। শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে বহু গাছ আছে। করমণ্ডল, বম্বে, সিকিম (দার্জ্জিলিং জেলায়), নেপাল দেশে জন্মে। আধুনিক নামকরণানুসারে এক্ষণে এই গাছের নাম A. indica O. ktz. হওয়া উচিত।

বিভিন্ন নাম—বা. গোববা।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ ও তৈল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, ৩-৬ ফুট উচ্চ. কাণ্ড শক্ত চতুষ্কোণ কাষ্ঠময় ও কোমল লোমযুক্ত। পত্র ১½-৩ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, কিনারা কর্ত্তিত, বোঁটা ১ ইঞ্চি লোমযুক্ত। ফুলের বোঁটা ছোট, গুচ্ছবদ্ধ, গোলাকার। পুংকেসর ৪টী অসমান। ফল ১/১৬ ইঞ্চি, চিক্কণ। ফুল শ্বেতবর্ণ, নিম্নের অংশ লালের আভাযুক্ত বেগুনে। পাতায় কর্পূরের ন্যায় গন্ধ আছে। গাছ দেখিতে অনেকটা সোমরাজ গাছের ন্যায়। শীতের আগে ফুল ও শীতের সময় ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা হইতে নিষ্কাশিত তৈল জননযন্ত্রের রোগে ব্যবহৃত হয় (Pharm. Ind.)। ইহার বীজ পেটের ব্যথা নিবারক, ধারক ও বলকারক। (Fig. 477.)

Genus—LEUCAS R. Br.

478. L. linifolia Spreng. (হলকসা)

Fig.—Jacq.. Ic. Pl. Rar., i, 11, t. 3; Rhump., Herb. Amb., vi, t. 16; Fig. 1; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 776.

Ref.—F. B. I., iv, 699 ; Roxb., F. I., iii, 9 ; B. P., ii, 856 ; Prain, H. H., 263.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশের পতিত জমি ও চাষক্ষেত্রে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. দ্রোণপুষ্প, দণ্ডকলস ; বা. হলকসা, ঘলঘসে ; তে. পুয়াম্পাত্তোসী ; তা. তুম্বারী।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী ঘন পত্রবিশিষ্ট উদ্ভিদ, কাণ্ড ২-৩ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ২-৪ ইঞ্চি, অগ্রভাগ সরু, কিনারা কর্ত্তিত। বোঁটা ½ ইঞ্চি, গাছের অগ্রভাগে ফুল হয়। বহির্ব্বাস ফিকে, নিম্নভাগে থাকে, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, মুখ বক্র, সঙ্কুচিত। এই গাছ সচরাচর উচ্চ জমিতে ও গ্রামের রাস্তার ধারে ও জঙ্গলের কিনারায় দেখা যায়। ইহার আর ২টী জাতি আছে, যথা (১) L. aspera Spreng (দেবদ্রোণ), (২) L. Zeylanica R. Br. (কুতুম্বা) ; এইগুলির গুণ প্রায়ই এক, এই কারণে আর ভিন্নভাবে লেখা হইল না। ঘলঘসার বহির্ব্বাস ছোট বাটীর ন্যায় বলিয়া ইহাকে দ্রোণপুষ্প বলে। শীতের সময় ইহার ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—নির্ঘণ্টকারের মতে ইহা সুস্বাদু, উগ্র, পিত্ত ও বায়ুর শান্তিকারক এবং কামলা রোগে ব্যবহার্য্য। ইহা কৃমি ও শ্লেষ্মা নাশক, উত্তেজক ও ঘর্ম্মকারক।

ইহার রস ১ ভাগ, মধু ২ ভাগ এবং কিছু সোহাগা একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্দ্দি আরাম হয়। Dr. Rheede বলেন যে L. aspera জাতীয় ঘলঘসা স্বল্পরজঃ রোগে ব্যবহার হয়। ঘলঘসা জাতীয় গাছগুলি পাঁচড়ার ঔষধ। ইহার পাতার রস নাকে নস্য লইলে সর্পবিষ নষ্ট হয়। ইহা মাথাধরা ও সর্দ্দির পক্ষে হিতকর। এই পাতার রস দিলে কোন গাছে পোকা ধরিতে পাবে না, অধিকন্তু পোকা মরিয়া যায়। ইহার পাতা ভাজিয়া লবণ যোগে খাইলে জ্বর নাশ হয় (Duthie)।

সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে প্রথমে ½ ছটাক প্রমাণ ঘলঘসার রস খাওয়াইতে হয়, তৎপরে ইহার রস পায়ের তলায় ও ঘায়ের মুখে মাখাইতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহার রস লইয়া নাকে নস্য লইতে হয়। ইহার ফলে রোগী একেবারে আরাম হয়। (Fig. 478.)

479. L. cephalotes Spreng. (বড় ঘলঘসা)

Fig.—Wight., Ic., t. 337 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med., Pl., 773.

Ref.—F. B. I., iv, 689 ; Roxb., F. I., iii, 10 ; B. P., ii, 856 ; Prain, H. H., 263.

জন্মস্থান—পঞ্জাব, বঙ্গদেশ এবং পার্ব্বতীয় প্রদেশের ৪০০০ ফুট উচ্চ পর্য্যন্ত স্থানে জন্মে। বঙ্গদেশে বহু পরিমাণে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. দণ্ডকলস; বা. বড় হলকসা; হি. ধুরপিশাক; তে. তুমুই; সামতাল—আনদিয়া-ধুরুপ-আরক; মা. কেদারি-তুষ।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ, পত্র ও ফুল। মাত্রা, রস ½ তোলা।

বর্ণনা—লম্বা শক্ত বর্ষজীবী উদ্ভিদ। কাণ্ড ২-৩ ফুট। পত্র কোমল লোমযুক্ত, ২-৪ ইঞ্চি, বোঁটা ছোট, ডিম্বাকৃতি, পত্রের কিনারা কর্ত্তিত; পুষ্পগুচ্ছের ব্যাস ১-২ ইঞ্চি, অত্যন্ত বৃহৎ ও গোলাকার। ফুল ১ ইঞ্চি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত শ্বেতবর্ণ। শীতকালে ফুল হয়, গ্রীষ্মকালে গাছ মরিয়া যায়। বর্ষায় বৃষ্টি হইলে শত শত গাছ বাহির হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা উত্তেজক ও ঘর্ম্মকর। (Fig. 479.)

Genus—LALLEMANTIA Fich & Mey

480. L. Royleana Benth. (তোকমারি)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med, Pl., t 766C.

Ref.—F. B. I., iv, 667; Boiss., Fl. Orient., iv, 674; Birdwood, Bomb. Pl., 62; Stewart, Punjab Pl, 168; Atkinson, Him. Dist., 315.

জন্মস্থান—পঞ্জাব, লাহোরের পশ্চিম ভাগে প্রচুর জন্মে ও চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. তোকমারি, তোপমারি; হি. তুখমালঙ্গা; পঞ্জাব—বালুঙ্গু।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী সরল উদ্ভিদ, ৬-১৮ ইঞ্চি লম্বা; কাণ্ড হইতে বহু শাখাপ্রশাখা বাহির হয়। পত্র ½-১ ইঞ্চি; বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি। পুষ্পদণ্ডের উপরিভাগে গুচ্ছবদ্ধ বহু পুষ্প হয়। ফুলের বোঁটা ক্ষুদ্র; ফুলের বহির্ব্বাস ⅓ ইঞ্চি, সোজা ও ঘনসন্নিবিষ্ট। ফল 1/12 ইঞ্চি, সরু লম্বা ও মসৃণ। মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ শান্তিকর। জলে দিলে হড়হড়ে ও আঠার মত হয় বলিয়া ইহা অনেক প্রকার পানীয় দ্রব্য ও ঔষধে ব্যবহার হয়। প্রস্রাবে জ্বালা, আটকাইয়া প্রস্রাব হওয়া প্রভৃতি রোগে তোকমারি ভিজাইয়া উহার জল পান করিলে বেশ উপকার হয়। তোকমারি জলে ভিজাইয়া ফোড়ায় পটি দিলে উহা বসিয়া বা ফাটিয়া যায়। (Fig. 480.)

LXXX. PLANTAGINACEAE

Genus—PLANTAGO Linn.

481. P. ovata Forsk. (ইসপগুল)

Fig.—Bentl. & Trim., Med. Bot., t. 211; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 782A.

Ref.—F. B. I., iv, 707 ; Roxb., F. I., i, 404 ; Dymock, iii, 126.

জন্মস্থান—পাঞ্জাব, মুলতান, সিন্ধুদেশ প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়। আদিম বাসস্থান বেলুচিস্থান, আফগানিস্থান, আরব, মিসর।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. পা. ইসপগুল ; সিন্ধু—স্পানগার ; Eng. Spogel seed.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ। শীতকষায় ১-৩ ছটাক ; কাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, ঘন শক্ত লোমযুক্ত। পত্র লম্বা কুশঘাসের ন্যায়, ৩-৯ ইঞ্চি, পাতায় ৩টী শিরা আছে, দূরে দূরে দাঁতযুক্ত। পুষ্পদণ্ডের মস্তক ½-১½ ইঞ্চি গোলাকার ; পুষ্পস্তবক ডিম্বাকৃতি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বীজকোষ ২ ঘর বিশিষ্ট, প্রত্যেক ঘরে ১টী বীজ থাকে। জুলাই মাসে ইহার ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইসপগুল স্নিগ্ধকর ও মূত্রবিরেচক। ইহার বীজ জ্বর, সর্দ্দি ও শুক্রসম্বন্ধীয় রোগে হিতকর। উদরাময় ও রক্ত আমাশয় রোগে ইহা প্রধানতঃ ব্যবহার হয়। জলে ভিজাইলে ইহা বেশ পুলটিসের কাজ করে। ইসপগুলের দানা অশ্বের কর্ণের ন্যায় বলিয়া পারসিক ভাষায় ইহাকে ইসপগুল বলে। ইহার বীজ ভিজাইলে তোকমারির ন্যায় আঠার মত হয়। ইহার বীজে অল্প ধারকতা শক্তি আছে বলিয়া দেশীয় ও ইউরোপীয় বৈদ্যেরা বালকদিগের পুরাতন উদরাময় রোগে যখন অপর ঔষধে কোন ফল হয় না তখন ইহা ব্যবহার করিতে বলেন (Bentl. & Trim.)।

ইসপগুল ধারক, বাত ও শ্লেষ্মানাশক, কফ ও পিত্তনাশক, রক্ত আমাশয় ও আমনাশক, বস্তি শোধক, প্রমেহ নাশক। ইহার শীতকষায় সচরাচর এই রোগে প্রয়োগ হয়। ইহা গুঁড়া করিয়া গরম জলে এক রাত্রি ভিজাইয়া রাখিলে শীতকষায় প্রস্তুত হয়, শীতকষায়ে উহার গুণ ৬ গুণ বর্দ্ধিত হয়। Dr. Edgeworth বলেন ইহা মুলতানে চাষ হয় কিন্তু Dr. Stewart বলেন ইহা পাঞ্জাবে চাষ হয় না। (Fig. 481)

LXXXI. NYCTAGINEAE.

Genus—BOERHAAVIA Linn.

482. B. repens Linn. (পুনর্ণবা)

Fig.—Wight, Ic., t. 874 ; Rheede, Hort. Mal., vii, t. 56.

Ref.—F. B. I., iv, 709 ; Dymock, iii, 130 ; B. P., ii, 862 ; Prain, H. H., 254.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র জন্মে, বঙ্গদেশের বহুস্থানে পতিত জমিতে বর্ষাকালে প্রচুর জন্মে। সচরাচর শীতল স্থানে ও সারের গাদায় দেখা যায়।

56—1034B

বিভিন্ন নাম—সং. বা. পুনর্ণবা ; হি. গাদাপুর্ণা ; তা. মুকুক্রাট্ট ; তে. আত্তাভাসামিদী।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ ও শিকড়। মাত্রা, রস ১-২ তোলা ; কাথ, ৫-১০ তোলা ; মূলের রস ৪-৮ আনা।

বর্ণনা—পুনর্ণবার প্রধানতঃ ৬টী Var. আছে ; তন্মধ্যে Var. diffusaকে প্রকৃত পুনর্ণবা (B. P., ii, 863 ; F. B. I., iv, 709) বলে ; Var. procumbens ইহার নামও পুনর্ণবা, ইহা সচরাচর মধ্য ও পূর্ব্ব বঙ্গে দেখা যায়। পুনর্ণবার গুণ সবগুলিরই সমান, তবে শ্বেত পুনর্ণবার গুণ বৈদ্যশাস্ত্রে অধিক বলিয়া উল্লিখিত আছে। ঘনশাখাযুক্ত লতানে গাছ, শিকড় মোটা, মূল শিকড় শক্ত ও কাষ্ঠের মত। লতা ২-৩ ফুট লম্বা, নরম মাটীতে ছড়াইয়া পড়ে, পাতা পুরু, অগ্রভাগ মোটা। প্রত্যেক শাখায় জোড়া জোড়া পাতা হয়, ইহা ১-১/২ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, লম্বা অথবা গোলাকার, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত ; গোড়ার পাতা গোলাকার অথবা হৃৎপিণ্ডাকৃতি। পুষ্প লোমযুক্ত, পুংকেসর ২-৩টী, বিস্তৃত ; ফল ১/২ ইঞ্চি লম্বা ও গোলাকার। ইহার বীজ নটে শাকের বীজের ন্যায়। ফুল শ্বেতবর্ণ, রৌদ্রে লতা শুকাইয়া গেলেও ইহার মূল থাকে এবং পুনরায় বর্ষায় গজাইয়া উঠে। রক্তপুনর্ণবার ডাঁটা লালবর্ণ ও ফুল লালবর্ণ হয় ; ইহার লতা অধিক দূর বিস্তৃত হয় ; শ্বেতপুনর্ণবার রস হইতে একটু তিক্ত। শীতের সময় পুনর্ণবার ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কামলা, উদরী, সর্ব্বাঙ্গীন শোথ, অল্পমূত্র ও আভ্যন্তরিক প্রদাহে ইহা প্রয়োগ হয়। ইহা শোথ রোগের একটী প্রধান ঔষধ, এই কারণে ইহার আর একটী নাম শোথাগ্নি। ইহার শিকড়ের কাথ এবং চিরেতা শুঁড়া ও আদা সর্ব্বাঙ্গীন শোথের বিশেষ ঔষধ।

ভূনিম্ব বিশ্বকল্কং জগ্ধ্বা পেয়ঃ পুনর্ণবাকাথঃ।
অপহরতি নিয়তমাশু শোথং সর্ব্বাঙ্গজং নৃণাম্॥

পুনর্ণবাষ্টক—পুনর্ণবা শিকড়, নিমের শিকড়, পটল পত্র, আদা, কটকী, হরিতকী, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রার কাষ্ঠ প্রত্যেক ১/২ তোলা, ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইবে ; এই কাথ সর্ব্বাঙ্গীন শোথে, উদরী, সর্দ্দি এবং কখন কখন কষ্টকর শ্বাসে ব্যবহার হয়।

ইহার শিকড়ের কাথ, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাচ প্রভৃতির সহিত তৈল প্রস্তুত করিয়া গায়ে মাখিলে সর্ব্বাঙ্গীন শোথ আরাম হয়, ইহাকে পুনর্ণবা তৈল বলে।

পুনর্ণবানিম্বপটোলশুণ্ঠীতিক্তামৃতাদার্ব্যভয়াকষায়ঃ।
সর্ব্বাঙ্গশোথোদর কাশশূলশ্বাসান্বিতং পাণ্ডুগদং নিহন্তি॥ চক্রদত্তঃ

গোয়াদেশে ইহার কাথ, গনোরিয়া রোগে মূত্রকর বলিয়া এবং বম্বেপ্রদেশে শোথ রোগে বহুপরিমাণে ব্যবহৃত হয় (Dymock)।

ইহার শিকড় পশ্চিমভারতীয় দ্বীপে গনোরিয়া রোগের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। হাঁপানিতে বুকে সর্দ্দি বসিলে ইহার মূল সেবনে উপকার হয়। ইহা শ্লেষ্মা-নিঃসারক; কয়েকটী রোগীকে ইহার কাথ, রস ও গুঁড়া দিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে (Asstt. Sur. B. M. Chatterjee)।

Dr. Lall Mohon Ghose পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ইহার মূত্রাশয়ের উপর ক্রিয়া আছে এবং অপর ঔষধের সহিত সেবন করিলে যকৃতের উপর বিশেষ কাজ করে (Food & Drugs, 1910; 80)। ইহা অধিক পরিমাণে মূত্র বাড়াইয়া দেয় বলিয়া যাবতীয় গনোরিয়া রোগে ব্যবহৃত হয়। হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্ব্বলতার জন্য শোথে ইহা একটী ফলপ্রদ ঔষধ। ইহা মূত্রাশয়ের মধ্য দিয়া রক্ত চলাচল করাইবার পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শোথ রোগে ইহা মূত্র বৃদ্ধি করাইয়া শোথের উপশম করে।

দধির সবের সহিত পুনর্ণবা মূল পেষণ করিয়া কুষ্ঠে দিলে কুষ্ঠ আরাম হয়। (চরক)

শোথরোগগ্রস্ত রোগী পুনর্ণবা কাথ, মূলের রস এবং আদা একত্রে এক মাস সেবন করিলে ও দুগ্ধ অনুপান স্বরূপ ব্যবহার করিলে শোথ আরাম হয়।

পুনর্ণবা মূল মধুর সহিত সেবন করিলে ইন্দুরের বিষ নষ্ট হয়।

শ্বেতপুনর্ণবা মূল ধুতুরা বীজের সহিত সেবন করিলে কুকুর বিষ নষ্ট হয়।

পুনর্ণবা মূলের ত্বক্ উপযুক্ত মাত্রায় গব্যঘৃতের সহিত পেষণ করিয়া তিন মাস হইতে এক বৎসর সেবন করিলে কৃশ ব্যক্তি বেশ বলবান ও শক্তিশালী হয়।

নিদ্রাহীন ব্যক্তি পুনর্ণবা শাক খাইলে বেশ নিদ্রালাভ করে।

পুনর্ণবা মূল দুগ্ধে পেষণ করিয়া পানের সহিত খাইলে ২ দিন অন্তর জ্বর আরাম হয়।

পুনর্ণবা শাক আমবাতগ্রস্ত রোগীকে খাওয়াইলে আমবাত আরাম হয়। উরুতে ঘা হইলে এবং পুঁয ও রক্ত থাকিলে পুনর্ণবা কাথ পান করিলে শীঘ্র আরাম হয়। (Fig. 482.)

Genus—PISONIA Linn.

483. P. aculeata Linn. (বাঘ আঁচড়া)

Fig.—Wight, Ic., t. 1763-64; Bedd., Sylv., Madr., 175, t. 22, Fig. 3; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 784.

Ref.—F. B. I, iv, 711; Roxb. F. I., ii, 217; B. P., ii, 864; Watt, v, Pt. I. 264; Prain, H. H., 264.

জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্য, উড়িষ্যা, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনা, বন জঙ্গলের ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. বাঘ আঁচড়া; উড়িয়া—হাতী-অঙ্কুশ; তে. কঙ্কী; তা. কারুইন্দু।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল ও পাতা।

বর্ণনা—কাঁটাযুক্ত লতানে বা ভূলুণ্ঠিত লতা। নূতন ডাল এবং পুষ্পদণ্ড কোমল এবং ধারাল কাঁটা দ্বারা আবৃত। ছাল ফিকে ধূসরবর্ণ ও পাতলা, কাষ্ঠ ফিকে ধূসরবর্ণ ও নরম। পত্র ২-৩ ইঞ্চি, মাথা মোটা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, অকর্ত্তিত, পত্রবৃন্ত $\frac{1}{8}$-$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা। ফুল সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, ঘন ঘন জন্মে। পুংকেসর ৭।৮টী, স্ত্রীপুষ্প গোলাকার দাঁতযুক্ত। ফল লম্বা $\frac{1}{8}$-$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, ৫টী শিরাবিশিষ্ট। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ত্বক্ ও পত্র বাতের বেদনায় দিলে বেদনা আরাম হয় ও ফুলা কমিয়া আইসে। ইহার রস গোলমরিচের সহিত ও অপরাপর সৌগন্ধ দ্রব্যের সহিত বালকদিগকে সেবন করিতে দিলে তাহাদের ফুসফুস ঘটিত রোগ আরাম হয় (Watt)। (Fig. 483.)

Genus—MIRABILIS Linn.

484. M. Jalapa Linn. (কৃষ্ণকেলি)

Fig.—Bot. Mag., t. 371; Rheede, Hort. Mal., x, t. 75.

Ref.—B. P., ii, 862; Dymock, iii, 132; Prain, H. H., 264; Voigt., H. S., 328.

জন্মস্থান—আদিম বাসস্থান আমেরিকা; বঙ্গদেশে বিশেষতঃ হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়ায় বহু গাছ বাগানে ও বসতবাটীতে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. কৃষ্ণকেলি; হি. গুলাব্বাস; তা. পাথারাচী; তে. বাধারাচী; Eng. Four-o'clock flower.

ব্যবহার্য্য অংশ—পাতা ও শিকড়।

বর্ণনা—এই গাছ শ্বেত, পীত, লাল, লাল ও শ্বেত, লাল ও পীত বর্ণ ভেদে ৫ প্রকার। ১৫৯৬ খৃঃ পোর্টুগীজেরা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ হইতে এই গাছ ভারতে আনয়ন করে। এই গাছকে সন্ধ্যাকলি কিংবা সন্ধ্যাফুল বলে। পারস্য ভাষায় ইহাকে Gul-A'bas বলে। এই ফুল পারস্যবাসীদের প্রিয় এবং বাড়ী সাজাইবার জন্য রোপণ করে। গাছের শিকড় গোলাকার ও লম্বা, অভ্যন্তর শ্বেতবর্ণ ও ঈষৎ সবুজবর্ণ; পুরাতন শিকড় শুকাইলে শক্ত হয়, নূতন শিকড় চামড়ার মত। পত্র দেখিতে অনেকটা পানের ন্যায়। পত্র ২-২$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু; বৃন্ত ১-১$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। ফুলের পাপড়ি অবিভক্ত, প্রান্তদেশ কর্ত্তিত। পুষ্পদল ১ ইঞ্চি লম্বা, পাপড়ি ৪-৫টী। বীজ কৃষ্ণবর্ণ, এবড়ো খেবড়ো, অনেকটা গোলমরিচের ন্যায়। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই বীজ জোলাপের ন্যায় কাজ করে। ইহার পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া বাগী ও ফোড়া পাকাইতে ব্যবহার হয়। বীজ গোলমরিচের সহিত ভেজাল দিয়া থাকে। শিকড় মৃদুবিরেচক। কঙ্কনদেশে ইহার শুকনা শিকড় চূর্ণ ঘৃতে ভাজিয়া দুগ্ধের সহিত শরীরের পুষ্টিসাধনের জন্য ব্যবহার করে এবং শিকড় সিদ্ধ করিয়া তরকারীর ন্যায় খাইলে অর্শ আরাম হয়। শিকড়ের মণ্ড অনেক খাবারে ব্যবহার করে। (Fig. 484.)

LXXXII. AMARANTACEAE

Genus—ACHYRANTHES Linn.

485. A. aspera Linn. (আপাঙ)

Fig.—Wight, Ic., t. 1780; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 193.

Ref.—F. B. I., iv, 730; Roxb., F. I., i, 672; B. P., ii, 895; Prain, H. H., 266.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান।

বিভিন্ন নাম—সং. অপামার্গ, ময়ূরক, খরমঞ্জরী; বা. আপাঙ; হি. চিরচিটা; তা. নায়ুরিবি; তে. অপামার্গাম্। Eng. Chaff tree.

ব্যবহার্য্য অংশ—শাখা, পত্র, বীজ ও মূল। মাত্রা, পাতার রস ১ তোলা, কাথ ১ ছটাক, মূল ১/৪-১/২ তোলা, বীজচূর্ণ ১/৪ তোলা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, কাণ্ড ১ ২ ফুট খাড়া ভাবে জন্মে; শাখা বহুবিস্তৃত, শাখার অগ্রভাগ মোটা, পত্র অতি অল্প হয়, ডিম্বাকৃতি, গোলাকার, ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি বিস্তৃত, বৃন্তদেশ ও অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, কোমল লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়। ফুল সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। পুংকেসর ৫টী, ফল ছোট, লম্বাকৃতি, মসৃণ, ধূসরবর্ণ। ফল শক্ত ও পক্ষযুক্ত, ফলের গায়ে কাপড় লাগিলে ফল কাপড়ে আটকাইয়া যায় বা কোন জীবজন্তু উহার নিকট দিয়া যাইলে উহাদের গায়ে ফল লাগিয়া যায়। জ্যৈষ্ঠের শেষে ইহা অঙ্কুরিত হয়। ফুল শীতকালে জন্মে, গ্রীষ্মে ফল শুষ্ক হইয়া মাটীতে পতিত হয়।

ইহার আরও ৩টী জাতি আছে। লাল আপাঙের পত্রে লাল দাগ থাকে, ডাল চেপ্টা ও চতুষ্কোণ; Var. A. rubro-fusca ইহার পাতার অগ্রভাগ সরু, ডিম্বাকৃতি, ধূসরবর্ণ (Wight, Ic., t. 1778); Var. A. porphyristachys, এই গাছ একটু বৃহৎ, ৪-৬ ফুট, শাখাগুলি ঘনসন্নিবদ্ধ, পত্র ৩-১০ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত, ইহার পুষ্পদণ্ড নরম (Wall, Cat. 6925); Var. A. argentea, পত্র শ্বেতবর্ণ, নিম্নের পত্র পশমময় (Thwaites Enu. 249)।

রক্ত আপাঙের শাখা লালবর্ণ, ইহার ফুল লাল ও বেগুণে রং বিশিষ্ট ও ময়ূরের গলার ন্যায়, এইজন্য ইহার আর একটী নাম ময়ূরক, ফল নিম্নে ঝুলিয়া থাকে, ফলের ভিতর ধূসরবর্ণ তিক্ত বীজ থাকে। আপাঙ ব্রণ নাশ করে বলিয়া ইহার আর এক নাম "কিনীহি" এবং পুষ্পদণ্ড এবড়ো খেবড়ো বলিয়া ইহাকে খরমঞ্জরী বলে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা অতিশয় উগ্র ও ধারক এবং শোথ, অর্শ, ফোড়া ও চর্ম্মরোগে ব্যবহার হয়। বীজ ও পত্র বমনকারক, কুকুর ও সর্প বিষে ব্যবহৃত হয় (T. N. Mukherjee)। শুষ্ক গাছ বালকদেব পেট বেদনায় ও গণোরিয়া রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার পুষ্পদণ্ড বিছার যম স্বরূপ। আপাঙের ছাইয়ে অধিক পরিমাণ Potash বিদ্যমান আছে, এই কারণে ইহা অনেক ঔষধে ব্যবহার হয়। তিল তৈল ও আপাঙের ছাই যোগে তৈল কর্ণরোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনেক ইউরোপীয় চিকিৎসক ইহার ক্বাথ মূত্রকর বলিয়া প্রশংসা করেন। Dr. Cornish বলেন ইহা শোথ রোগে হিতকর। Dr. Turner ইহাকে সর্পবিষে হিতকর বলেন (Pharm. Ind.)।

ইহার ছাই হাঁপানিতে ব্যবহার হয়। পুষ্পদণ্ড হইতে বটিকা প্রস্তুত করিয়া অল্প চিনি যোগে সেবন করিলে ক্ষিপ্ত কুকুরেব বিষ নষ্ট হয় (Balfour)।

ইহা হিষ্টিরিয়া ও স্নায়বিক রোগে হিতকর। আপাঙের বীজ হইতে যে তণ্ডুল বাহির হয় তাহার নস্য লইলে নাসিকা হইতে প্রচুর শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া জ্বর কমিয়া আইসে (চরক)।

চাউল ধোয়া জলের সহিত আপাঙ মূল প্রত্যহ মধুসহ সেবন করিলে অর্শ আরাম হয় (সুশ্রুত)।

কোন স্থান কাটিয়া গেলে আপাঙ পাতার রস সেই স্থানে দিলে রক্ত পড়া বন্ধ হইয়া যায়।

তামার পাত্রে দধির জলের সহিত কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ দিয়া উহাতে আপাঙ ঘর্ষণ করিয়া চক্ষে দিলে চক্ষু উঠা আরাম হয়।

অপামার্গ মূল, জলে পেষণ করিয়া উহা পান করিলে বিসূচিকা আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

অপামার্গের মূল চাউল ধোয়া জলে পেষণ করিয়া পান করিলে রক্ত অর্শ একেবারে সারিয়া যায় (শার্ঙ্গধর)।

অপামার্গ ও কাকজঙ্ঘার (Leea acquata) ক্বাথ পান করিলে নিদ্রাহীন ব্যক্তির নিদ্রা হয় (হারীত)।

মূল, শাখা ও পত্রের সহিত অপামার্গ ½ ছটাক, ৫ ছটাক জলে ১৫ মিনিট সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ ছটাক হইতে এক ছটাক দিবসে ৩ বার সেবন করিলে প্রস্রাব হইয়া শোথ রোগ কমিয়া যায় (Pharm. Ind.)।

যজুর্ব্বেদে কথিত আছে যে ইন্দ্রদেব নমুচি নামক দৈত্যকে সংহার করিয়াছিলেন; ঐ দৈত্যের মস্তক হইতে আপাঙ গাছ হয়। ইহার সাহায্যে তিনি অপরাপর দৈত্যকে সংহার

করেন বলিয়া এই গাছের বিশেষ খ্যাতি আছে। অনেকে অনুমান করেন যে আপাঙ গাছ ছোঁয়াইলে বিছা, সর্প প্রভৃতি জন্তু পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া আর নড়িতে পারে না। নরক চতুর্দ্দশীর দিন (দেওয়ালীর প্রথম দিন) প্রাতে স্নান করিবার পর আপাঙ গাছ গায়ে বুলাইয়া দেয়, ইহাতে সাম্বৎসর শরীর বেশ ভাল থাকে বলিয়া কথিত আছে। (Fig. 485.)

Genus—AERUA Forsk.

486. A. lanata Juss. (চায়া)

Fig.—Wight, Ic., t. 723; Rheede, Hort. Mal., x, t. 29, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 792.

Ref.—F. B. I., iv, 728; Roxb., F. I., i, 676; B. P., ii, 874; Prain, H. H., 266.

জন্মস্থান—সিন্ধুদেশ হইতে বঙ্গদেশ ও বর্ম্মা, মাদ্রাজ, প্রেসিডেন্সি; বঙ্গদেশের পতিত জমিতে সচরাচর দেখা যায়।' হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা জেলায় জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. চায়া; সিন্ধু—জারী; পাঞ্জাব—ভুঁই-কুল্লান, দাক্ষিণাত্য—কুলকেজার; তে. পিণ্ডিকাণ্ডা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, বীজ, শিকড়।

বর্ণনা—বর্ষজীবী সাধারণ গুল্ম, গোড়া কাষ্ঠের মত শক্ত, কাণ্ড খাড়া অথবা মাটীতে গড়াইয়া জন্মে; শাখা নরম, গোলাকার, তুলার মত লোমযুক্ত, বহু প্রশাখাবিশিষ্ট ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা। পত্র ½-১ ইঞ্চি, পশমময়। পুষ্পদণ্ড ¼-½ ইঞ্চি। ফুল ছোট, বোঁটা ছোট, উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট, সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফুল অনেক ঔষধে ব্যবহার হয়। শিকড় মাথা ধরিলে প্রদত্ত হয়। মালাবার দেশের লোক ইহা স্নিগ্ধকর বলিয়া ব্যবহার করে। ইহা অতিশয় মূত্রকর ও আর্সেনিক বিষের প্রতিষেধক।

উত্তর ভারতে ইহার ফুল ও ফল "ভুঁই-কুল্লান" বলিয়া বিক্রয় করে। ইহার গুণ আপাঙ গাছের তুল্য। ফুল অতিশয় নরম, সিন্ধুদেশে ইহার ফুল বালিসে ও গদিতে তুলার স্থায় দেয় (Dymock)। (Fig. 486.)

Genus—ALTERNANTHERA Forsk.

487. A. sessilis R. Br. (সাঁচি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x, t. 11; Rhumph., vi, t. 15, Fig. 1; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 794.

Ref.—F. B. I., iv, 731 ; B. P., ii, 875 ; Roxb., F. I., i, 674 ; Prain, H. H., 267.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র পাওয়া যায় ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান জেলার পতিত জমি, রাস্তার কিনারা ও প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. সান্‌চি।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—গড়ানে গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ৬-১৮ ইঞ্চি পরিমাণ হয়। কাণ্ডের গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। পত্র বৃন্ত ছোট, সরু, পত্র লম্বাকৃতি ১-৩ ইঞ্চি, অগ্রভাগ মোটা। ফুল ছোট, শ্বেতবর্ণ ; পুংকেসর ৫টী, মিলিত ; স্ত্রীকেসর দণ্ড অতিশয় ছোট। ফল শুষ্ক, চেপ্টা ও একটী আবরণ দ্বারা আবৃত, ইহাতে একটী বীজ থাকে। বর্ষা হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা সেবন করিলে প্রসূতির স্তনের দুগ্ধ বাড়ে। চক্ষুরোগে ধৌত স্বরূপ ব্যবহার হয়। (Fig. 487.)

Genus—CELOSIA Linn.

488. C. argentea Linn. (শ্বেতমুর্গা)

Fig.—Wight, Ic., t. 1767 ; Rheede, Hort. Mal., x, t. 28 & 29 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 786.

Ref.—F. B. I., iv, 714 ; Roxb., F. I., i, 678 ; B. P., ii. 167 ; Prain, H. H., 265.

জন্মস্থান—পাঞ্জাব, বঙ্গদেশের বহু বাগানে আপনা আপনি জন্মে। আদিম বাসস্থান, দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়া ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. শ্বেতমুর্গা, শ্বেতমোরগ ফুল ; হি. সফেদ মুর্গা ; তে. গুরুগু ; মারাঠী—কুরুণ্ড।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গাছ, ১-৩ ফুট উচ্চ, শক্ত। পত্র ১-৬ অগ্রভাগ সরু। পুষ্পদণ্ড এক একটী হয় কিংবা একসঙ্গে অনেক হয়, ১-৮ ইঞ্চি লম্বা $\frac{1}{2}$-১ ইঞ্চি বিস্তৃত ; ফুল শ্বেতবর্ণ, শাখার উপরিভাগ মোরগের মস্তকের ফুলের ন্যায় গুচ্ছবদ্ধ। বীজ নটেশাকের বীজের মত কৃষ্ণবর্ণ। শীতের সময় ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ উদরাময়ের একটী ফলপ্রদ ঔষধ। Rev. A. Campbell বলেন যে সামতালেরা ইহা হইতে এক প্রকার ভেষজ তৈল বাহির করে। ইহার বীজ ১ তোলা এবং মিছরী ১ তোলা, একবাটী দুধের সহিত প্রত্যহ সেবন করিলে উৎকৃষ্ট রসায়নের কাজ করে (Dymock)। (Fig. 488.)

489. C. cristata Linn. (লালমুর্গা)

Fig.—Bot. Reg., t. 1834; Lamk., Ill., t. 168; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 787.

Ref.—F. B. I., iv, 715; Roxb., F. I., i, 679; B. P., ii, 867; Prain, H. H., 265.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ ও কাশ্মীরে বাহারের গাছরূপে চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান জেলায় বাগানে চাষ করে, বিশেষতঃ সামতালেরা প্রায়ই গৃহপ্রাঙ্গনের নিকট রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—সং. মূর্গাশিখা; বা. লালমূর্গা, মোরগফুল; হি. লালমুর্গা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল ও বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী সরল উদ্ভিদ, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত ও লম্বা শাখাবিশিষ্ট। পত্র ৯ ইঞ্চি লম্বা ৩ ইঞ্চি চওড়া হয়। ফুল ছোট; পুষ্পদণ্ড গোলাকার, অতিশয় শক্ত। ফুল ঘনসন্নিবদ্ধ, ⅙-⅛ ইঞ্চি। বীজ কৃষ্ণবর্ণ, গোলাকার নটে বীজের মত। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফুল ধারক ও উদরাময় নিবারক এবং অতিরিক্ত ঋতুস্রাবে হিতকর (Stewart)। ইহার বীজ স্নিগ্ধকর এবং যন্ত্রণাদায়ক প্রস্রাব, সর্দ্দি ও রক্ত আমাশয়ে ব্যবহার হয় (Dutta)। (Fig. 489.)

Genus—AMARANTUS Linn.

490. A. spinosus Linn. (কাঁটানটে)

Fig.—Wight, Ic., t. 573; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 788.

Ref.—F. B. I., iv, 718; Roxb., F. I., iii, 611; B. P, ii, 869; Prain, H. H., 265.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ ও মালাবার দেশে প্রচুর জন্মে, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় পতিত অকর্ষিত স্থানে ও রাস্তার ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. মারিষ; বা. কাঁটানটে; হি. কাঁটাদার; শামতাল—জাহুম আরক; তে. এরা-মুলু-গোরন্ত; তা. মুল্লুকিরাই।

57—1084B.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী সূক্ষ্ম লোমযুক্ত গুল্ম। কাণ্ড ১-২ ফুট, শক্ত গাঁইটযুক্ত ও কণ্টকময় কাণ্ডে অনেক ডাল হয়। প্রত্যেক গাঁইট হইতে প্রশাখা বাহির হয়। ইহার পুষ্পদণ্ড দীর্ঘ, পত্র ক্ষুদ্র, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশ সরু, পুষ্পদণ্ড পুচ্ছাকৃতি। ফুলের বোঁটা ক্ষুদ্র, ফুল ফিকে সবুজবর্ণ গুচ্ছবদ্ধ; স্ত্রী পুষ্প অপেক্ষা পুং পুষ্প অধিক হয়। পুংকেসর ৫টি বিস্ফারিত। গর্ভাশয় কোমল লোমযুক্ত ও সরু। স্ত্রীকেসর ২টি, লম্বা বিস্তৃত ও লোমযুক্ত। ফুল $\frac{1}{12}$ ইঞ্চি লম্বা। বীজের ব্যাস $\frac{1}{24}$ ইঞ্চি, কৃষ্ণবর্ণ ও উজ্জ্বল। গাছ প্রথমে সবুজবর্ণ তৎপরে লাল ও বেগুনে রং বিশিষ্ট দেখায়। বর্ষার পরে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা স্নিগ্ধকর ও মূত্রবৃদ্ধিকর। ইহার শিকড় অতিরজঃ, প্রদর ও গনোরিয়া রোগে হিতকর। কাঁটানটে পেটবেদনার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার পাতার পুলটিস বেঙ্গল ফারমেকোপিয়ায় ব্যবহৃত হয়। Pharm. Ind. লেখক ইহাকে স্নিগ্ধকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

কাঁটানটে ফোড়া ও বাগীতে দিলে ফোড়া ও বাগী ফাটিয়া যায়। ইহার শিকড় গনোরিয়া ও কাউর রোগে বিশেষ হিতকর। ইহা গনোরিয়ার ধাতুস্রাব এবং লিঙ্গের উত্তেজনা, জ্বালা ও টনটনানি কমাইয়া দেয় (Dymock, iii, 138)। সমগ্র গাছটী সর্পবিষ নাশক; কথিত আছে ইহা চাউলের খুদের সহিত বা চাউলের সহিত গাভীকে খাইতে দিলে গাভীর দুগ্ধ বাড়ে। কাঁটানটের ছাই পাঁচড়ার পক্ষে হিতকর। ইহার মূলচূর্ণ নখকুনীতে দিলে নখকুনী আরাম হয়। (Fig. 490.)

491. A. tristis Linn. (চাঁপানটে)

Fig.—Wight, Ic., t. 512, 719.

Ref.—F. B. I., iv, 721 ; Roxb., F. I., iii, 602 ; B. P., ii, 870 ; Prain, H. H., 265.

জন্মস্থান—বেহার, ত্রিহুত ও বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—সং. তণ্ডুলীয়; বা. চাঁপানটে, লালনটে।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা – বর্ষজীবী শাক, মাটীতে গড়াইয়া অথবা খাড়া হইয়া জন্মে। পত্র ছোট, লম্বাকৃতি, মাথা মোটা, গুচ্ছবদ্ধ কয়েকটি ফুল হয়। ইহাতে অধিক সংখ্যক পুংপুষ্প আছে। শাখা ক্ষীণকায়, ইহাতে কাঁটা নাই। নটে দুই রকম আছে—একটীর ডাঁটা কাঁটানটের ন্যায়, অপরটীর ডাঁটা স্থানে স্থানে লালবর্ণ। আর একপ্রকার নটে জলের ধারে জন্মে, উহাকে জলতণ্ডুলীয় বা

কঙ্কট কহে, উহার ফুল শ্বেতবর্ণ এবং গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। উহার বাঙ্গালা নাম কাঁচড়াদাম বা কেশরদাম, লাটিন নাম Jussieua repens Linn. (২৬২ নং গাছ দেখ)। আরও কয়েক প্রকার নটে আছে, উহাদের বাঙ্গালা ও লাটিন নাম ভিন্ন ভিন্ন, তবে উহাদের বিশেষ পার্থক্য নাই, যেমন বাঁশপাতা নটে (A. lanceolatus); লাল বাঁশপাতা নটে (A. atropurpureus); গোবরা নটে (A. lividus); সাদা নটে (A. Blitum Linn. Var. oleracea); লাল শাক (A. gangeticus Linn.)। আবার কতকগুলি নটে আপনা আপনি জন্মে, উহাদের চাষ হয় না, যেমন টুনটুনি নটে (A. fasciatus Roxb.); চিক নটে (A. polygamous Linn); ঘেণ্টি নটে (A. tenuifolus Willd); বন নটে (A. Viridis Linn); (*Vide* Prain, Hooghly, Howrah and 24-Pergannas, p. 265)। বর্ষার পরে নটে গাছের ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার রস ও কল্ক রক্তপিত্তে হিতকর এবং রসে বিষদোষ নাশ করে। চাঁপানটের মূল মধুর সহিত পিষিয়া চাউল ধোওয়া জলসহ সেবন করিলে প্রদর রোগ নষ্ট হয় (চরক)।

চাঁপানটের মূল মধুর সহিত খাইলে ইন্দুরের বিষ নষ্ট হয় (সুশ্রুত)।

চাউল ধোয়া জলে পিষিয়া চাঁপানটের মূল চিনি ও মধুর সহিত খাইলে অতিসার আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

জম্বু, দাড়িম্ব, পানিফল, পাঠা (আকনাদি) ও কাচড়ার পাতা উপরি উপরি সাজাইয়া তাহার উপর একটী কাঁচা বেল রাখিয়া উপযুক্ত জল দিয়া পাক করিবে, বাসী হইলে ঐ বেল সমভাগ পুরাতন গুড় ও অল্প শুঁঠচূর্ণ যোগে খাইয়া পরে বেল সিদ্ধ জল পান করিবে, ইহাতে গ্রহণী রোগ আরাম হয়।

জম্বূদাড়িম্বশৃঙ্গাট পাঠাকঞ্চটপল্লবৈঃ।
পক্ক পর্য্যুষিতং বালবিল্বং সগুড়নাগরং।
হন্তিসর্ব্বানতীসারান্ গ্রহণীমতিদুস্তরাং। চক্রদত্তঃ

রক্তপিত্ত রোগে চাঁপানটের শাক খাইলে উহা কমিয়া যায়। চাঁপানটের মূল পেষণ করিয়া গরম জলের সহিত খাইলে বমন হইয়া বিষদোষ কমিয়া যায়।

তণ্ডুলীয়ক মূলানি পিষ্টা চোষ্ণেণ বারিণা।
পীতং পীতবিষং হন্তি বমনে লাঘব ভবেৎ॥ ভাবপ্রকাশঃ

নখকুনীতে চাঁপানটের মূল পেষণ করিয়া লাগাইলে বেদনা কমিয়া যায়।

তণ্ডুলীয়ক মূলস্ত চূর্ণং পুতিনখাপহম্। (বঙ্গসেনঃ)

অপরাপর নটের গুণ প্রায় সমান। (Fig. 491.)

LXXXIII. CHENOPODIACEAE

Genus—CHENOPODIUM Linn.

492. C. album Linn. (বেতোশাক)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 793A ; Bull. Herb. Boiss. Ser., II, iv, t. 5 ; Fig 1 (1904).

Ref.—F. B. I., v, 6 ; Roxb., F. I., ii, 58 ; B. P., ii, 879 ; Prain, H. H., 267.

জন্মস্থান—পাঞ্জাব, হিমালয় প্রদেশের ৪৫০০ ফুট উচ্চ পর্য্যন্ত স্থানে এবং বাঙ্গালা দেশের হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় বাগানে ও আলুর জমিতে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. বাস্তুক ; বা. বেতোশাক ; হি. বড় বথায়া ; সাঁওতাল—চাকবৎ ; গুজরাট—টাকো।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ। মাত্রা, ১ হইতে ২ তোলা।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ ১ হইতে ৩ ফুট উচ্চ হয়। পত্র কর্ত্তিত, মূল শিরা হইতে দুইদিকে শিরা আছে। পুষ্পদণ্ড লম্বা, প্রত্যেক গাঁইটে ফুল হয়। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছাগদুগ্ধের সহিত বেতোশাকের রস পান করিলে অর্শের রক্তপড়া আরাম হয়। অতিসারে যখন বহু কষ্টে অল্প অল্প মল নির্গত হয় ও কুন্থন হয় তখন ইহার রস দধি ও দাড়িমের রসের সহিত তিল তৈল যোগে পাক করিয়া সেবন করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় (চরক)।

ইহার শাক তিল তৈলযোগে পাক করিয়া লবণযোগে খাইলে উরুস্তম্ভ আরাম হয় (চরক)।

বেতোশাক ধারক, ইহা প্লীহা ও পিত্তজনিত রোগে হিতকর।

C. purpurascens Ham., ইহাকে বাঙ্গালায় লাল বেতোশাক বলে। ইহার গুণ বেতোশাকের সমান (F. B. I., v, 3)। (Fig. 492.)

493. C. ambrosioides Linn. (চন্দন বেতো)

Fig.—Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., t. 796 ; Wight, Ic., t. 1786.

Ref.—F. B. I., v, 4 ; B. P., ii, 879 ; Prain, H. H., 267.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র পতিত জমিতে পাওয়া যায়। আদিম বাসস্থান আমেরিকা।

বিভিন্ন নাম—বা. চন্দন বেতো।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—লম্বা ও বহু শাখাবিশিষ্ট সৌগন্ধযুক্ত ও কোমল লোমযুক্ত গুল্ম। পত্র লম্বাকৃতি, মাথা সরু ও দাঁতযুক্ত, পাতার বোঁটা ছোট। গুচ্ছবদ্ধ ফুল হয়। বীজ মসৃণ উজ্জ্বল। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা হইতে এক প্রকার তৈল বাহির হয় উহা বলকারক ও আক্ষেপ নিবারক। ইহার কৃমিনাশ করিবার শক্তি আছে। ইহা স্নায়বিক রোগে ব্যবহার হয়। ইহার পিষ্ট রস খাইতে হয় (Watt, ii, 267)। (Fig. 493.)

Genus—SPINACIA Linn.

494. S. oleracea Linn. (পালং শাক)

Fig.—Wight, Ic., t. 818; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 798.

Ref.—F. B. I., v, 6; Roxb., F. I., iii, 77; B. P., ii, 879; Prain, H. H., 267.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র বাগানে ও ক্ষেত্রে চাষ হয়। ইহার আদিম বাসস্থান আফ্রিকা।

বিভিন্ন নাম—বা. পালং শাক; হি. পালক; তা. ভেজালি-কিরাই; তে. দামনা বাচ্চালি।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম। পত্র ডিম্বাকৃতি, লম্বা ও বিস্তৃত, মস্তক মোটা, পুংপুষ্প পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে থাকে। স্ত্রীপুষ্প লম্বা। পুংকেসর ৪।৫টী। বীজকোষ পাতলা, ভিতরে ধূসরবর্ণ বীজ থাকে; বীজের শাঁস শ্বেতবর্ণ। ফুল ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে পড়িয়া যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ ধারক ও স্নিগ্ধকর, ইহা যকৃৎ বৃদ্ধি ও কামলা রোগে ব্যবহার হয়। বীজের তৈল অতিশয় ঘন। কাঁচা গাছ মূত্রযন্ত্রের রোগে হিতকর। (Fig. 494.)

Genus—BASELLA Linn.

495. B. rubra Linn. (পুঁই শাক)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vi, t. 24; Wight, Ic., t. 876; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 802.

Ref.—F. B. I., v, 20; Roxb., F. I., ii, 104; B. P., ii, 882; Prain, H. H., 268.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র চাষ হয়। হুগলী ও হাওড়া জেলায় জমিতে চাষ করে।

বিভিন্ন নাম—সং. উপোদকী; বা. পুঁই শাক; হি. পোহ্নকা শাক; তা. সিবাপ্পু-বাসলা-কিরি; তে. আল্লা-বৎসল্ল।

ব্যবহার্য্য অংশ—পাতা এবং সমগ্র গাছ ও শিকড়।

বর্ণনা—বহু শাখাবিশিষ্ট চিক্কণ লোমযুক্ত শাঁসে পরিপূর্ণ লতা। পাতা বিস্তৃত, ডিম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি ও গোলাকার, ২ হইতে ৭ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ড ১ হইতে ৬ ইঞ্চি লম্বা, নত ও শাখাবিশিষ্ট। ফুল শ্বেত ও লালবর্ণ, ফল মটরের ন্যায়, পাকিলে বেগুনে রংবিশিষ্ট হয়। ইহাদের অনেকগুলি জাতি আছে, কাহারও ডাঁটা লাল কাহারও বা শ্বেতবর্ণ, এই দুই জাতি পুঁইই জমিতে চাষ হয়। আর এক প্রকার পুঁই আছে উহা জঙ্গলের ধারে আপনা-আপনি জন্মে, ইহার নাম ঈরা, বাঙ্গালায় ইহাকে রক্ত পুঁই বলে। B. lucida Linn. এবং B. cordifolia Lamk. এই দুইটী পুঁইয়ের চাষ হয় এবং ক্রমে ক্রমে ইহাদের উন্নতির চেষ্টা হইতেছে (F. B. I. v, 20)। শীতের সময় পুঁইএর ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতার রস বালকদিগের সর্দ্দিতে ব্যবহার হয় (Drury)। ইহা স্নিগ্ধকর, মূত্রকর এবং গনোরিয়া ও লিঙ্গপ্রদাহে ব্যবহৃত হয় (Watt, i, 404)।

অর্শরোগীর অতিশয় রক্তস্রাব হইলে পুঁই শাক ও কুল ঘোলের সহিত সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে উপকার হয়। পুঁই শাক দধি ও দাড়িম্বসহ সিদ্ধ করিয়া স্নেহদ্রব্যের সহিত ভোজন করিলে অতিসার আরাম হয় (চরক)।

কোন স্থানে পীড়কা কিম্বা (আব) হইলে উহাতে পুঁই শাকের রস মাখাইয়া পুঁইপাতা বাঁধিয়া দিলে পীড়কা আরাম হয় (বঙ্গসেন), এমন কি শ্লীপদে (গোদে) উহা প্রদান করিলে গোদ আরাম হয় (সুশ্রুত)। সুশ্রুত পুঁইশাকের নিম্নলিখিত গুণ বর্ণনা করিয়াছেন—

মধুরামধুরাপাকে ভেদিনীশ্লেষ্মবর্দ্ধনী।
স্বাদুপাকরসা বৃষ্যা বাতপিত্তমদাপহা।
উপোদিকা সদা স্নিগ্ধা বল্যা শ্লেষ্মাকরী হিমা॥ (Fig. 495.)

LXXXIV. POLYGONACEAE

Genus—RHEUM Wall.

496. R. emodi Wall. (রেবাঙ্গচিনি)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 813A; Bot. Mag., t. 3508.

Ref.—F. B. I., v, 56; Nees & Eberm., Med. Pharm. Bot., i, 455.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, নেপাল, সিকিম ও সিমলা।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. রেবান্দচিনি ; পারস্য—রেভান্দ-ভিন্দি ; তা. ভেরিয়াট্টু ; তে. নিট্টু রিবল-চিন্নি ; কঙ্কন—নাট-রেভা-চিনি।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—ওষধি ভঙ্গ, কাণ্ড অতিশয় মোটা ও দৃঢ়, লম্বা শাখাবিশিষ্ট ও পত্রময় ; ৫-৬ ফুট উচ্চ, সবুজ এবং ধূসরবর্ণ। শিকড় অতিশয় দৃঢ় ও মোটা। পত্র দেখিতে অনেকটা অশ্বত্থ পত্রের ন্যায় কোমল, মাত্র চওড়ায় একটু কম ; পত্রবৃন্ত ১২-১৮ ইঞ্চি, অতিশয় শক্ত। পত্রের বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ৫-৭টী শিরাবিশিষ্ট। ফুল দেখিতে অনেকটা আকন্দের কুঁড়ি অথবা বেঁটে লঙ্কার ন্যায়, কেবলমাত্র একটী শিরা আছে। ফুলের পাপড়ি ৫টী আছে। ফুলের ব্যাস $\frac{1}{6}$ ইঞ্চি। ফল $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা, বেগুনে রংবিশিষ্ট। কয়েক জাতীয় Rheum হিমালয় প্রদেশে নেপাল সিকিম কমায়ুন প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়, তন্মধ্যে R. spiciforme Royle (F. B. I., v, 55) ; R. Moorcroftianum Royle (F. B. I., v, 56) ; R. accuminatum Hook. f. & Thom. (F. B. I., v, 57) ; R. Webbianum Royle (F. B. I., v, 57) এইগুলি প্রধান ; ইহাদিগকে সাধারণতঃ ভারতীয় রেবান্দচিনি বলা হয়। R. Webbianum Royle গাছ ১-৬ ফুট উচ্চ হয়, কাণ্ডে বহু শাখাপ্রশাখা ও পত্র আছে। পত্র ৪ ইঞ্চি হইতে ২ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট ; পত্র লম্বা ও বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ৫-৭টী শিরা আছে। পুষ্পদণ্ড লম্বা, ইহার চারিদিকে ফুল হয়, ফুলের রং ফিকে পীতবর্ণ, R. Emodi গাছের ফুল অপেক্ষা ক্ষুদ্র। ফলের ব্যাস $\frac{1}{6}$ ইঞ্চি, দেখিতে উভয় দিকে Vএর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। জুলাই-আগষ্ট মাসে রেবান্দের ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—উপরোক্ত জাতীয় রেবান্দচিনির শিকড়কে হিমালয় প্রদেশীয় Rhubarb বলে। R. emodiর শিকড় মোচড়ান বা পাকান, খাঁজকাটা ও লম্বাকৃতি, উভয় দিক বক্রভাবে কর্ত্তিত, প্রায় ৪ ইঞ্চি লম্বা ও ১$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি গোলাকার, গাঢ় ধূসরবর্ণ, তিক্ত এবং কিরকিরে, স্পঞ্জের মত, সহজে গুঁড়া করা যায় না, গুঁড়ার রং ফিকে ধূসর ও পীতাভ। R. Webbianum হইতে যে Rhubarb পাওয়া যায় উহা গাঢ় ধূসরবর্ণ, অতিশয় তিক্ত ও উগ্র গন্ধবিশিষ্ট। Prof. Royle এবং Twining সাহেব Diseases of Bengal, vol. i, 220 নামক পুস্তকে ইহার অতিশয় ফলপ্রদ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। Twining সাহেব বলেন যে ইহা বিদেশীয় রেবান্দচিনি অপেক্ষা পাকাশয়িক পীড়ায় অধিক ফলপ্রদ। অনেক চিকিৎসক বলেন যে বাজারের দেশীয় রেবান্দচিনি বিদেশীয় Rhubarb অপেক্ষা হীনবীর্য্য। কারণ খারাপগুলিই বাজারে চালান আসে। Dr. Hugh Cleghorn (Madras Quart. Med. Journ. 1862, vol. v, 464) পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে দেশীয় রেবান্দচিনির টাট্‌কা শিকড় রুশিয়া দেশীয় Rhubarbএর সমান। যদি বেশ

যত্নের সহিত চাষ করা যায় তাহা হইলে তুরস্ক ও চীন দেশীয় রেবান্দচিনির ন্যায় গুণসম্পন্ন ঔষধ হিমালয় প্রদেশীয় গাছ হইতে পাওয়া যাইতে পারে।

ইহা পেটের দোষ নিবারক এবং শ্লেষ্মা নিবারক; ইহার ক্ষুধা বৃদ্ধি করিবার শক্তি আছে। সামান্য উদরাময়ে ইহা ব্যবহার্য্য। ইহা জ্বর ও প্রদাহিত জ্বরে ব্যবহার্য্য নহে। অপরাপর শান্তিকর ঔষধের সহিত দিলে ইহা অজীর্ণ আরাম করে। সাধারণতঃ ইহা বৃদ্ধ ও বালকদের পক্ষে বিশেষ হিতকর। আদার সহিত বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি করে। মাত্রা ৫-১০ গ্রেণ পরিমাণ। রেবান্দ যোগে অনেক মিশ্রিত ঔষধ প্রস্তুত হয়। Grey Powderএর সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে বালকদের দাঁত উঠিবার কালীন উদরাময় এবং পুরাতন রক্ত আমাশয়, কামলারোগ, সর্দ্দি প্রভৃতি আরাম হয়। ইহা Sodium bicarbonate অথবা Magnesia যোগে ব্যবহার করিলে বালকদের বদহজমজনিত উদরাময় আরাম হয়। টমাটোর মত রেবান্দ, বাতরোগী অথবা সন্ন্যাস রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ব্যবহার করা উচিত নহে।

চীনদেশ হইতে যে রেবান্দচিনি আমদানী হয় উহার নাম Rheum officinale Baillon। এই গাছ চীনদেশে জঙ্গলে জন্মে ও চাষ হয়। Rheum palmatum Linn. গাছও এই গাছের সমগুণবিশিষ্ট; ইহাকে রুশিয়াদেশীয় রেবান্দচিনি বলে। Col. Prejevalsky ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এই গাছ চীনের উত্তর পশ্চিম দিকে Kansu জেলায় দেখিতে পান। এই গাছ তথায় ১০,০০০ ফুট উচ্চ বনভূমিতে জন্মে, সচরাচর ইহা পীতনদীর উৎপত্তি স্থানে জন্মে। ইহার জুন মাসে ফুল হয় এবং আগষ্টের শেষ ভাগে ফল পাকিয়া থাকে। চীনদেশীয় লোকেরা সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে মাটী হইতে ইহার মূল তুলিয়া থাকে; মূলের উপরিভাগের ছাল ছাড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটে ও ছায়ায় শুষ্ক করে। শিকড় ৮-১০ বৎসরের হইলে তবে পরিপক্ক ও ব্যবহারোপযোগী হয়। (Fig. 496.)

Genus—RUMEX Linn.

497. R. maritimus Linn. (বনপালং)

Fig.—Fl. Don., 1208; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 815B.

Ref.—F. B. I., v, 59; F. I., ii, 208; B. P., ii, 888; Prain, H. H., 269.

জন্মস্থান—উত্তর, মধ্য ও পূর্ব্ববঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা ও বর্দ্ধমান জেলায় জলাভূমিতে সাধারণতঃ দেখা যায়। আসাম, কাছাড় ও সিলেটে এই গাছ জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. বনপালং; Eng. Indian Sorrel.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও পত্র।

বর্ণনা—সরল বর্ষজীবী উদ্ভিদ্, ১-৪ ফুট উচ্চ হয়; কাণ্ড শিরাবিশিষ্ট। পত্র ৩-১০ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা ও অগ্রভাগ সরু। প্রত্যেক গাঁইট হইতে পুষ্প গুচ্ছবদ্ধভাবে হয়। ফুল উভয়-লিঙ্গবিশিষ্ট। পুংকেশর ৬টি। ফলের আবরণী খোলা, কতকগুলি আবার আবদ্ধ থাকে, পাকিবার সময়ে পীতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, মসৃণ, কিনারা সরু। অগ্রভাগ বড়সীর ন্যায় অল্প বক্র। বীজ অভ্যন্তরের পাপড়ির ভিতরে থাকে, আকারে সূক্ষ্মকোণী। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা স্নিগ্ধকর, পত্র দগ্ধস্থানে দিলে পোড়া ঘা আরাম হয়। বীজকে বাজারে "Big Bond" বলে। ইহা রসায়নরূপে ব্যবহৃত হয় (Atkinson)। (Fig. 497.)

498. R. vesicarius Linn. (চুকপালং)

Fig.—Campd. Rum, 129, t. 3; Fig. 1-8; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 815A.

Ref.—F. B. I., v. 61; Roxb., F. I., ii. 209; B. P., ii. 889; Dymock iii, 157; Prain, H. H., 269.

জন্মস্থান—বেহার, ত্রিহুৎ ও বঙ্গদেশে চাষ হয়; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনায় আলু-ক্ষেত্রে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. চুক্র, যাতবেধ্বি, অম্লবেতস; বা. হি. চুকপালং; তে. সুকক-কুরাকু; তা. সুকান-কিরাই। Eng. Country Sorrel.

ব্যবহার্য্য অংশ—রস ও বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম, ৫-১২ ইঞ্চি উচ্চ হয়। পত্র স্থানে স্থানে অস্পষ্ট, ডিম্বাকৃতি, লম্বা, ৩-৫টি শিরাবিশিষ্ট, বক্রাকৃতি, ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু; বোঁটা লম্বা। পুষ্পদণ্ডের উভয় দিকে ফুল হয়। পুষ্পদণ্ডে পত্র নাই। ফলের ব্যাস ½ ইঞ্চি, শ্বেত কিংবা লালবর্ণ। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়। বনৌষধি দর্পণে অম্লবেতসের বর্ণনা যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভুল।

ঔষধার্থে ব্যবহার—চুকপালং অতিশয় স্নিগ্ধকর ও মূত্রকর (Ainslie)। ইহার রস দাঁতের বেদনা-নিবারক, বমন-নিবারক ও ক্ষুধাবৃদ্ধিকর। পেট গরম হইলে ইহার রস বাহিক মাখাইলে উহা কমিয়া যায় ও বীজ ভাজিয়া খাইলে রক্ত-আমাশয় নিবারিত হয়। ইহা বিছা, মৌমাছি ও সর্পবিষের যন্ত্রণা-নিবারক এবং ইহা বিছার বিশেষ প্রতিষেধক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার মূল ঔষধে ব্যবহৃত হয় (Dymock)। (Fig. 498.)

LXXXV. ARISTOLOCHIACEAE

Genus—ARISTOLOCHIA Linn.

499. A. indica Linn. (ইশের মূল)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., viii, t. 25; Wight, Ic., t. 1858; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 820B.

Ref.—F. B. I., v. 75; Roxb., F. I., iii, 489; B. P., ii, 891; Prain, H. H., 269.

জন্মস্থান—নেপাল, দাক্ষিণাত্য, কঙ্কণ, চট্টগ্রাম, নিম্নবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনা, বাঁকড়া জেলার রাস্তার ধারে, জঙ্গলে ও পতিত জমিতে সাধারণতঃ প্রচুর গাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—সং. রুদ্রজটা, অর্কমূলা, সুনন্দা; বা. হি. ইশের মূল; সামতাল—ভেদী-জানেটেট; তে. দুলাগবেলা; তা. পেরু-মারিন্দু; বম্বে—সাপাসন; Eng. Indian Birthwort.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, পত্র। মাত্রা, কাথ ৫-১০ তোলা, মূলচূর্ণ ½-১ আনা, পত্ররস ½-২ ড্রাম।

বর্ণনা—সূক্ষ্ম লোমযুক্ত লতানে গুল্ম, মাটীতে গড়াইয়া জন্মে। কাণ্ডের গোড়া কাষ্ঠের মত শক্ত, শাখা নরম, পত্র লম্বা, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, বৃন্তদেশ মিলিত বা গোলাকার, গোড়ার শিরা ছোট ও সরু। বোঁটা ⅛-⅙ ইঞ্চি, অতিশয় অবনত। বহির্ব্বাস সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, গোড়া গোলাকার, পুষ্পনল সিঁদেলাকৃতি, অগ্রভাগ বক্র ও ঈষৎ ধূসরবর্ণ। ফুল ১-৩ ইঞ্চি। বীজকোষ ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, খাঁজকাটা। বীজ চেপ্টা ত্রিকোণাকার ও পক্ষযুক্ত। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় তিক্ত। দেশীয় বৈদ্যেরা ইহাকে উত্তেজক, জ্বর-নাশক, বলকারক ও ঋতুকর বলিয়া বর্ণনা করেন। ইহা সবিরাম জ্বর ও অপরাপর রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহা অজীর্ণ ও অম্লরোগে বিশেষ মূল্যবান (Asiat. Researches, vol. xi)। ইশের মূল পেটবেদনায় অতিশয় হিতকর (Dr. Gibson)। সর্পবিষের প্রতিষেধক বলিয়া প্রাচীন পোর্টুগীজেরা ইহাকে Raiyde Cobra নাম দিয়াছেন। ইহার পত্র ও পত্ররস মান্দ্রাজ-দেশীয় কবিরাজেরা সর্পবিষে ব্যবহার করেন। কোন ইউরোপীয় ডাক্তার এ বিষয়ে এ পর্য্যন্ত পরীক্ষা করেন নাই, ইহার পরীক্ষা আবশ্যক। বম্বে প্রেসিডেন্সীতে ইহা সচরাচর বালকদের পেটের পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। কলেরা রোগে ইহা একটি উত্তেজক ঔষধ, পেটের উপর ইহার বাহ্যিক প্রয়োগ আবশ্যক।

ইশের মূলের পাতার রস বালকদের সর্দ্দিতে হিতকর, ইহা বমন করাইয়া সর্দ্দি তুলিয়া দেয়, কিন্তু কোন প্রকার অবসাদ আনয়ন করে না (T. N. Mukherjee)।

ইশের মূল গর্ভস্রাবে ব্যবহৃত হয়। শিশুর দাঁত উঠিবার সময়ে উদরাময়, পুরাতন জ্বর ও ওলাউঠায় হিতকর। শিশুর বুকে সর্দ্দি বসিলে শূলবেদনায় ইহা অগুরুর সহিত প্রযুক্ত হয়।

ইশের মূলের কাথ কম্পজ্বর, মাথাধরা, পেটফাঁপা এবং মূত্রনাশে হিতকর (R. N. Khory, iii, 159)। (Fig. 499.)

500. A. bracteata Retz. (কিরামার)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 820.

Ref.—F. B. I., v. 75; Roxb., F. I., iii, 490; B. P., ii, 890.

জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্য, বুন্দেলখণ্ড, সিন্ধুদেশ, পশ্চিম বেহার; গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থান এবং পশ্চিমভারতে প্রচুর জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. বা. ধূম্রপত্র, পাট্রবঙ্গ; হি. কিরামার; তা. আড্র-তিন-পাল্লা; তে. কাদামারা; উড়িয়া—পানিরি; Eng. Birthwort.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ। রস ½-১ আউন্স, বীজের গুঁড়া ৩০-৯০ গ্রেণ।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী নরম লতানে উদ্ভিদ। শিকড় নরম; ডাঁটা ও শাখাগুলি নরম, ১২-১৮ ইঞ্চি, সরল। পত্র ১½-৩ ইঞ্চি লম্বা ও বিস্তৃত, বৃন্তদেশ ক্রমশঃ সরু, অগ্রভাগ মোটা, পত্রের কিনারাগুলি চেপ্টা ও ঢেউখেলান। বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ছোট, ইহার পত্র গোলাকার। ফুল একত্রে অনেক জন্মে। বহির্ব্বাস ১-১¾ ইঞ্চি, ফুলের গোড়া গোলাকার, পুষ্পনল গোলাকার, লম্বা, কিনারা গাঢ় বেগুণে ও লোমযুক্ত। বীজকোষ ১ ইঞ্চি লম্বা খাঁজযুক্ত। বীজ ত্রিকোণাকার, হৃৎপিণ্ডাকৃতি। বর্ষার পরে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—গাছের প্রত্যেক অংশ তিক্ত ও বমনকারক। পেট কামড়ানির সহিত দাস্ত হইলে দুইটী টাটকা পাতা জলের সহিত পেষণ করিয়া একবার সেবন করিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উহা আরাম হইয়া যায় (Roxb.)।

ইহার হিন্দুস্থানী নাম "কিরামার" অর্থাৎ কৃমিনাশক। পাতার রস ক্ষতস্থানে প্রদান করিলে ক্ষতের পোকা মরিয়া যায়। ইহা সবিরাম জ্বর নাশক (Dr. Gibson)।

ইহার প্রথম ঋতুকারকগুণ বিদ্যমান আছে। Dr. Newton বলেন, ইহার শুষ্ক শিকড় ১½ ড্রাম পরিমাণ গুঁড়া করিয়া অথবা ছেঁচিয়া খাওয়াইলে স্ত্রীলোকদের প্রসব বেদনা বাড়াইয়া দেয় (Pharm. Ind., iii, 164)।

এই গাছ গুজরাটে প্রচুর জন্মে। ইহার মূল এবং পত্র অতিশয় তিক্ত। ইহা হইতে এক প্রকার পীতবর্ণ ও ঘন রস বাহির হয়, উহা জ্বাল দেওয়া দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া উপদংশ রোগীকে সেবন করাইলে উহা সারিয়া যায়। ইহার সহিত অহিফেন দিলে গনোরিয়া আরাম হয়।

বম্বে দেশীয় ডাক্তারেরা ইহার সহিত, হিজল (Barringtonia acutargula) ও মালকাকনীর (Celastrus paniculata) বীজ মিশ্রিত করিয়া এক প্রকার মণ্ড বা বটিকা প্রস্তুত করে, উহা ম্যালেরিয়া জ্বরে হিতকর (Dymock)।

ইহার পাতা বালকদের নাভিতে প্রদান করিলে ও রস রেড়ির তৈলের সহিত সেবন করাইলে পেট বেদনা আরাম হয় (Dymock)।

ইউরোপীয় ডাক্তারেরা বলেন যে ইহার ক্রিমিনাশক শক্তি আছে এবং গর্ভাশয়ের উপর ইহার ক্রিয়া থাকায় গর্ভ সঙ্কুচিত করিয়া প্রসব বেদনা বাড়াইয়া দেয় (Watt, i, 314)। (Fig. 500.)

LXXXVI. PIPERACEAE

Genus—PIPER Linn.

501. P. longum Linn. (পিপুল)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 244; Wight, Ic., t. 1928; Rheede, Hort. Mal., vii, t. 14.

Ref.—F. B. I., v, 83; Roxb., F. I., i, 156; B. P., ii, 893; Watt, vi, Pt. 1, 258; Prain, H. H., 270.

জন্মস্থান—উত্তর, পূর্ব্ব ও মধ্যবঙ্গ, বেহার, আসাম, খাসিয়া পাহাড়; নেপাল, যাবা, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশ; বঙ্গদেশে চাষ হয় ও হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার জঙ্গলে ও নদীর ধারে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. পিপ্পলী, কণামূল; বা. ক্ষে. পিপুল; হি. পিপুলমূল; তা. টিপিলি। Eng. Long pepper.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, ফল, রস।

বর্ণনা—লতানে গাছ; অগ্রভাগ অতিশয় নরম, ইহার প্রশাখাগুলি অপর গাছে জড়াইয়া উঠে। নীচের পাতা ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, পত্র দেখিতে অনেকটা পান পাতার ন্যায়। পুষ্পদণ্ড সোজা ও উন্নত। ফুল একলিঙ্গবিশিষ্ট। পুংপুষ্পদণ্ড, ১-৩ ইঞ্চি, স্ত্রীপুষ্প ½ ¾ ইঞ্চি লম্বা। ফলের ব্যাস ⅒ ইঞ্চি লম্বা। ফল পাকিলে লালবর্ণ হয়। পত্রের ৫টী শিরা

আছে বলিয়া গোলমরিচ গাছ হইতে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। বর্ষাকালে ফুল ও শরৎকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—গোলমরিচের ন্যায় ইহা উত্তেজক ও পেটফাঁপা নিবারক। পিপুলচূর্ণ ৪ আনা, মরিচ ও আদা প্রত্যেক ½ আনা, Arok (Salvadora persica Garcin.) ২০ আউন্স ৭ দিন ভিজাইবার পর উহার জল ১ ড্রাম পরিমাণ দিবসে ২।৩ বার সেবন করিলে বেরীবেরী আরাম হয়। ইহা বেরীবেরীর একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। পিপুলের মূল তিক্ত, উহা পেটের দোষ নিবারক ও হজমকারক। শিকড়ের পিষ্টরস ত্রিবাঙ্কুর দেশে প্রসবের পর ফুল পড়িবার জন্য ব্যবহৃত হয় (Pharm. Indica)।

তিনটী পিপুলের পিষ্টরস প্রথম দিন, তৎপরে প্রত্যেক দিন ৩টী করিয়া বাড়াইয়া ক্রমাগত ১০ দিন সেবন করিবার পর ঔষধ একেবারে বন্ধ করিতে হইবে। এই প্রকার ২০ দিন সেবন করিলে একটী উৎকৃষ্ট রসায়ন ঔষধ সেবন করা হয়। ইহাতে পুরাতন কাশি, প্লীহাবৃদ্ধি ও অপরাপর পেটের দোষ আরোগ্য হয়।

পিপুল, আদা, সরিষার তৈল, ছানার জল এবং ছানা একত্রে মিশাইয়া একটী মলম প্রস্তুত হয়, ইহাতে পক্ষাঘাত ও কটিশূল আরাম হয়।

পিপুল ভাজিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে বাত আরাম হয়। সৈন্ধব লবণ ½ তোলা, পিপুল ১ তোলা ও গোলমরিচ ১½ তোলা একত্রে গুঁড়া করিয়া সেবন করিলে পেট বেদনা আরাম হয়।

মুসলমান বৈদ্যেরা বলেন ইহা যকৃৎ ও প্লীহা দোষ দূর করে এবং হজমশক্তি বাড়াইয়া দেয়। ইহা রসায়ন, মূত্রকর ও ধাতুকর।

পিপুলের মূল ও পিপুল বাত, কটিবেদনা ও অপরাপর এইরূপ রোগে প্রদত্ত হয়। বিষাক্ত সর্পে কামড়াইলে ইহার মলম দিলে বিষ নষ্ট হয় (Dymock, iii, 176)। বঙ্গদেশে পিপুলের চাষ হয়, পিপুল পাকিলে প্রত্যহ সংগ্রহ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া বাজারে বিক্রয় হয়। পিপুল রাতকানা রোগে হিতকর। পিপুলের মূল কাটিয়া বেশ শুষ্ক করিয়া বাজারে বিক্রয় হয়, ইহার মূল্য অধিক। বম্বে এবং দক্ষিণ ভারতে জাত পিপুল বঙ্গদেশীয় পিপুল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

পিপুল কুষ্ঠ, গনোরিয়া, অর্শ ও প্লীহা রোগে হিতকর। পিপুল, পিপুল মূল, আদা, গোলমরিচ সমপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া খাইলে, সর্দ্দি কফ ও জ্বর রোগ আরাম হয়।

পিপুলের মূল ছাগীর মূত্রে পেষণ করিয়া পান করিলে কৃমি আরাম হয়। পিপুলের কল্ক তিল তৈলে ভাজিয়া মিছরীর সহিত কুলত্থ কলাইয়ের কাথে ভিজাইয়া পান করিলে কফজনিত কাশ আরাম হয় (বাগ্‌ভট)।

মধুর সহিত পিপুল চূর্ণ পান করিলে শ্লেষ্মাজনিত জ্বর আরাম হয়। মরিচ ও পিপুলমূল দুগ্ধ সহ সেবন করিলে স্ত্রীলোকদিগের স্তন্য বর্দ্ধিত হয় (হারীত)।

বাসক পাতায় পিপুল চূর্ণ সাতবার ভাবনা দিয়া মধু সহ সেবন করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

গোমূত্রের সহিত পিপুলের কল্ক পান করিলে উরুস্তম্ভ আরাম হয়; মধুর সহিত পিপুল চূর্ণ পান করিলে অম্লপিত্ত আরাম হয় (চক্রদত্ত)। দুগ্ধের সহিত পিপুল চূর্ণ পান করিলে প্লীহা অল্পে অল্পে কমিয়া যায় (ভাবপ্রকাশ)।

গুড়ের সহিত পিপুল চূর্ণ পান করিলে নিদ্রাহীন ব্যক্তির গাঢ় নিদ্রা হয় (বঙ্গসেন)। পাষানভেদীর (Coleus aromaticus Bth.) সহিত পিপুলের প্রলেপ দিলে স্তনে অধিক দুগ্ধ হয় (R. N. Khori, iii, 519)।

মধুনা পিপ্পলীচূর্ণং লিহেৎ কাশজ্বরাপহম্।
হিক্কাশ্বাসঃ হরং কণ্ঠ্যং প্লীহঘ্নং বালকোচিতাং। (ভাবপ্রকাশ)
পিপ্পলী পিপ্পলিমূলং মরীচং বিশ্বভেষজং
পিবেৎ মূত্রেন মতিমান্ কফজে স্বরসঙ্ক্ষয়ে। (ভাবপ্রকাশ) (Fig. 501.)

502. Piper Betle Linn. (পান)

Fig.—Wight, Ic., t. 2926; Bot. Mag., t. 3132; Rheede, Hort. Mal., t. 15.

Ref.—F. B. I., v, 85; Roxb., F. I., i, 158; B. P., ii, 893; Watt, vi, Pt. 1, 287.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশ এবং সমগ্র ভারতে চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনায় প্রচুর চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. পান; সং. তাম্বুল; তা. বেত্তিলী; তে. তামাল-পাকু।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র। মাত্রা ½ হইতে ২ তোলা।

বর্ণনা—লতানে গাছ, ডাঁটা শক্ত। পাতা ৩ হইতে ৮ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি; বোঁটা ½ হইতে ২ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ৩ হইতে ৬ ইঞ্চি, স্ত্রী-পুষ্পদণ্ড আরও লম্বা। ফলের ব্যাস ¼-⅓ ইঞ্চি, শাঁসযুক্ত। ইহার অনেক গাছ স্ত্রীজাতীয় আছে (Brandis)। মার্চ্চ হইতে মে মাস পর্য্যন্ত ইহার ফুল ও ফল হইয়া থাকে। অনেক রকমের পান আছে, যথা—বাঙ্গালা পান, ছাঁচি পান, মিঠে পান, কর্পূরগন্ধযুক্ত মিঠে পান, ইত্যাদি। এই সব পানের আস্বাদও বিভিন্ন প্রকার, এবং গুণেরও একটু পার্থক্য আছে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বৈদ্য মতে ইহার দশটী গুণ আছে। ইহা অম্ল, তিক্ত, উত্তেজক, মিষ্ট, লবণাক্ত, ধারক, বাতঘ্ন, শ্লেষ্মা, কৃমি ও দুর্গন্ধনাশক। পান খাইলে মুখ পরিষ্কার হয়। ইহা কামোদ্দীপক এবং উত্তেজক। কথিত আছে, পান স্বর্গ হইতে অর্জ্জুন চুরি করিয়া আনেন

এবং নিজের বাগানে রোপণ করেন। প্রাচীন বৈদ্যদিগের মতে প্রাতঃকালে আহারের পর এবং রাত্রিতে শুইবার সময় পান খাইতে হয়। সুশ্রুত বলেন, ইহা উত্তেজক, পেটফাঁপা নিবারক ও ধারক। পান গলার স্বর উন্নত করে ও মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট করে। ইহার রস অপরাপর ঔষধের অনুপান রূপে ব্যবহার হয়। পানের বোঁটায় রেড়ীর তৈল মাখাইয়া বালকদের মলদ্বারে প্রবেশ করাইলে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয়। পান কপালে দিলে মাথাধরা আরাম হয়, ফোড়ায় দিলে ফোড়া বসিয়া যায় এবং স্তনে দিলে দুগ্ধ কমিয়া যায়। পান হইতে নিষ্কাশিত তৈল গলাফুলা এবং সর্দ্দিতে হিতকর, ইহার ফল মধুর সহিত খাইলে সর্দ্দি আরাম হয়। ইহার শিকড় খাইলে স্ত্রীলোকদিগের আর সন্তান হয় না। চক্ষে কোন প্রকার যন্ত্রণা হইলে পানের রস দিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়। পানের রস চক্ষে দিলে রাতকানা আরাম হয় (B. D. Basu)।

সাতটী পান পেষণ করিয়া কিছু সৈন্ধব লবণ যোগে গরম জলের সহিত পান করিলে শ্লীপদ (গোদ) আরাম হয়। পানের তৈল কফজ পীড়া, স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনালীর প্রদাহে হিতকর। একবিন্দু পানের তৈলের অভাবে চারিটী পানের রস দেওয়া যাইতে পারে (Dymock, iii, 186)। পানের ভিতর একটু জল লইয়া অল্প আগুনের উপর ধরিয়া গরম করিয়া তিনবার খাইলে গলার বেদনা কমিয়া যায়।

প্রসূতির স্তনে পান স্থাপন করিলে ফুলা নষ্ট হইয়া দুগ্ধস্রাব কমিয়া যায়। পানের পাতা ক্ষত স্থানে দিলে ক্ষত শুখাইয়া যায়। (Fig. 502.)

503. Piper nigrum Linn. (গোলমরিচ)

Fig.—Bot. Mag., t. 3139; Bentl. and Trim., t. 245.

Ref.—F. B. I., v, 90; Roxb. F. I., i, 150; B. P., ii, 893; Watt, VI, Part I, 260.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. গোলমরিচ; হি. কালমরিচ; সং. মরিচ; তা. মিলাগু; তে. মিরিয়ালু; Eng. Black-pepper।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও ফল। মাত্রা ½-২ আনা।

বর্ণনা—মোটা লতানে গাছ, শাখার গাঁইটে শিকড় হয়। পত্রের শিরা ৫টী; ৫-৭ ইঞ্চি লম্বা এবং ২-৫ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, পত্রের বৃন্তদেশ সরু ও গোলাকার; বোঁটা ½-১½ ইঞ্চি মোটা। পটল গাছের ন্যায় মরিচের লতার কোনটীতে পুংপুষ্প কোনটীতে স্ত্রীপুষ্প থাকে, একটী লতায় কদাচ ২ প্রকার ফুল থাকে। স্ত্রীপুষ্পের পুষ্পদণ্ডের পত্র ছোট। ফুল একলিঙ্গ বিশিষ্ট, পুংপুষ্পে দুইটী পুষ্পরেণু বহন করে। ইহার ফুল দেখিতে সুন্দর নহে, বায়ুর দ্বারা ইহাদের মিলন-কার্য্য হয়, এইজন্য যে দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয় সেই দিকে পুংলতা এবং তাহার পর স্ত্রীলতা রোপণ করিলে গর্ভাধান-কার্য্য বেশ ভাল হয়। ফল গোলাকার,

বোঁটা ছোট, ফল পাকিলে লালবর্ণ হয়, শাঁস অতিশয় পাতলা। ও বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মরিচ মালাবার দেশে বহুকাল হইতে চাষ হয়। ইহা অবিরাম জ্বর, রক্ত অর্শ, অম্ল, সর্দ্দি, গনোরিয়া ও পেটফাঁপায় ব্যবহার হয়। মরিচ চূর্ণের সহিত পিপুল ও আদা খাইলে অম্লরোগে উপকার পাওয়া যায়।

গোলমরিচ বাহ্যিক প্রলেপ দিলে চামড়া লালবর্ণ হয়। কঠিন সবিরাম জ্বরে ও পেট ফাঁপার সহিত অম্লরোগে হিন্দুরা শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ মরিচ ব্যবহার করে। একসের জলে এক চামচে মরিচ সিদ্ধ করিয়া একপোয়া থাকিতে যে কাথ হয় সেই কাথ সমস্ত রাত্রি শীতল জলে রাখিয়া প্রাতে ৭ দিন খাইলে অম্লরোগ নিবারণ হয়।

গোলমরিচ মূত্রকর, ঋতু উৎপাদক। বোল্‌তা ও ভিমরুল কামড়াইলে গোলমরিচ উত্তেজক রূপে ব্যবহার করিলে যন্ত্রণা কমিয়া যায়। গোলমরিচ ও পেঁয়াজ বাটিয়া কেশে লাগাইলে কেশ বর্দ্ধিত হয়। দধিতে মরিচ ঘর্ষণ করিয়া সেই দধির অঞ্জন লইলে রাতকানা আরাম হয় (বাগ্‌ভট্ট)। ঘৃত, চিনি ও মধুর সহিত গোলমরিচ লেহন করিলে কাশ আরাম হয় (চরক)। মরিচ চূর্ণের সহিত ঘৃত ভক্ষণ করিলে ঘৃত বেশ পরিপাক হয় (ভাবপ্রকাশ)। মধু ও অশ্বের লালার সহিত মরিচ ঘষিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে অতিনিদ্রা দূর হয়। পীনস রোগে পুরাতন গুড় ও দধির সহিত মরিচ চূর্ণ পান করিবে (ভাবপ্রকাশ)। মানুষের লালার সহিত মরিচ চূর্ণ ঘর্ষণ করিয়া নেত্রে অঞ্জন দিলে নষ্টনিদ্র ব্যক্তির নিদ্রা আসিয়া থাকে (বঙ্গসেন)। বিষাক্ত কীটে দংশন করিলে ভিনিগারের সহিত মরিচ চূর্ণ দিয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে উপকার পাওয়া যায়। শোথগ্রস্ত শিশুকে নবনীতের সহিত মরিচ চূর্ণ খাওয়াইলে শোথ আরাম হয়।

গোলমরিচ বিষদোষ নাশক, দীপনীয় এবং কৃমিনাশক। সদ্যপ্রসূতা স্ত্রীলোককে ঘৃতের সহিত মরিচ চূর্ণ সেবন করাইলে গায়ের বেদনা ও সূতিকা দোষ নষ্ট হইয়া প্রসূতি শীঘ্র সবল হয়।

ইহার ফুলের রস চিনির সহিত খাইলে পিপাসা, শারীরিক বেদনা ও অলসতা দূর হয়। মরিচ অধিক মাত্রায় সেবন করিলে মূত্রবৃদ্ধি, মূত্রযন্ত্রের উত্তেজনা, বমন ও পেট বেদনা আরাম হয়। ইহা গনোরিয়া, অর্শ ও শুক্রমেহ রোগে বিশেষ হিতকর। (Fig. 503).

504. Piper Cubebe Linn. (কাবাবচিনি)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 243.

Ref.—Dymock, iii, 180.

জন্মস্থান—যাবা ও মলক্কস দ্বীপপুঞ্জ।

বিভিন্ন নাম—সং. কঙ্কোলক; হি. শীতলচিনি; পারস্য, বা. কাবাবচিনি; তা. বিলমি-লাবু; তে. টোকা-মিরিয়ালু; Eng. Cubebs.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল; মাত্রা ২-৮ খানা; তৈল, ৫-২০ ফোঁটা।

বর্ণনা—যাবা দেশীয় বৃক্ষারোহী গুল্ম, কাণ্ড বক্র। পত্র শাখার বিপরীত দিকে অযুগ্ম ভাবে জন্মে। পত্র ৬ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু ও বৃন্তদেশ ক্রমশ সরু; বৃন্ত মোটা, পাতায় বহু শিরা আছে। ফুল একলিঙ্গ বিশিষ্ট ছোট, ফুলের বোঁটা ক্ষুদ্র, পুষ্পদণ্ডে ঘন ঘন ফুল হয়। পুংপুষ্পদণ্ড নরম ১ ইঞ্চি লম্বা, স্ত্রীপুষ্পদণ্ড আরও ক্ষুদ্র, পুরু মাংসল। পুংপুষ্পের বহির্ব্বাস নাই, পুংকেসর ২।৩টী। স্ত্রীপুষ্পেরও বহির্ব্বাস নাই, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ফল গোলাকার মসৃণ ⅛ ইঞ্চি লম্বা। কাবাব চিনি দেখিতে গোলমরিচের ন্যায়, তবে কাবাবচিনির বোঁটা লম্বা, বোঁটা ফলে লাগিয়া থাকে, গোলমরিচের তাহা থাকে না; ইহার উপরের আচ্ছাদন (খোসা) অতিশয় কোঁকড়ান। অগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কাবাবচিনি উগ্র, জ্বরনাশক ও বলকারক। ইহা প্রধানতঃ মুখের ক্ষতে ব্যবহার হয়। স্বরভঙ্গ রোগ ও যকৃতের ক্রিয়ার ব্যাঘাত হইলে কাবাবচিনি ব্যবহৃত হয়। ইহা একটী মূত্রকর ঔষধ। পাথরী রোগে কাবাবচিনি ব্যবহার করিলে উহা ক্রমে ক্রমে কমিয়া যায়। Ibn Sina বলেন যে কাবাবচিনি সম্ভোগ-ইচ্ছা বাড়াইয়া দেয়।

মদন পাল ইহাকে Katuka-kola অর্থাৎ ঝাল মরিচ বলেন। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহার ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক গুণের জন্য Hab-el-arus (হ্যাবেল আরাস) অর্থাৎ Bridegroom's berry বলেন।

ইহার মূত্র ও জনন যন্ত্রের উপর ক্রিয়া আছে (Pharm. Ind.).

ইহা তিক্ত, উষ্ণ, লঘু, রুচিকর, হৃদ্‌রোগনাশক, কফ, পিত্ত ও বাতনাশক, মুখের দুর্গন্ধ নাশক, অগ্নিবর্দ্ধক ও পাচক (ভাবপ্রকাশ)। কাবাবচিনি শ্বেতপ্রদর, মূত্রনাশ ও অর্শরোগে হিতকর। ইহা উত্তেজক বলিয়া মূত্রযন্ত্রের পীড়া ও কফ রোগে ব্যবহার হয়। কাবাবচিনির তৈল গোলাপ জলের সহিত মাথায় দিলে মাথা ধরা আরাম হয়। ইহা উপদংশ জনিত ক্ষতে প্রদান করিলে ক্ষত আরাম হয় (R. M. Khory, 517)।

গনোরিয়া, প্রদর, মেহ, শ্বেতপ্রদর ও বক্ষপ্রদাহ রোগে ইহার গুঁড়া ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া যায়। পুরাতন রক্তঅর্শ ও স্নায়বীয় রোগে বেশ ফল পাওয়া যায়। ইহার তৈল উত্তেজক ও পেটফাঁপা নিবারক। (Fig. 504.)

505. Piper chaba Hunter (চৈ)

Fig.—Wight, Ic., t. 1927; Miq. Ill. Pip., t. 34; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 822.

Ref.—F. B. I., V, 83; Roxb., F. I., i, 158; B. P., ii, 93; Prain., H. H., 270.

জন্মস্থান—আদিম জন্মস্থান মালয় দ্বীপপুঞ্জ, ভারতে এবং বঙ্গদেশে চাষ হয়। হুগলী ও হাওড়া জেলার স্থানে স্থানে জন্মে। ফরিদপুর ও খুলনা জেলায় বহু পরিমাণে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. চৈ ; হি. চব ; সং. চবিকা ; গুজ. চবক ; তে. সেবামু।

ব্যবহার্য্য অংশ—কাণ্ড, মূল ও ফল।

বর্ণনা—লতানে বর্ষজীবী ও বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ; মূল হইতে গাছ বাহির হয়। শাখা শক্ত, শুকাইলে ফিকে রংবিশিষ্ট হয়। শাখার গাঁটগুলি স্ফীত। ইহার পাতা পান অপেক্ষা ক্ষুদ্র, দেখিতে পান পাতার ন্যায়। বোঁটা পান অপেক্ষা ক্ষুদ্র। পত্র ৫-৭ ইঞ্চি লম্বা, ২½-৩½ ইঞ্চি চওড়া, উপর দিক উজ্জ্বল, তিন হইতে পাঁচটী শিরা আছে, বোঁটা ½-¾ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট। ইহাতে অনেক ফল হয়, ফলের ব্যাস ⅙ ইঞ্চি, ফল পিপুল অপেক্ষা লম্বা ও মোটা। সমগ্র গাছটী ঝাল। ইহার ফলকে কেহ কেহ গজপিপ্পলী বলে। বর্ষার শেষে ইহার ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

চবিকায়াঃ ফলং প্রাজ্ঞৈঃ কথিতা গজপিপ্পলী।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা মরিচ ও পিপুলের ন্যায় গুণবিশিষ্ট, উত্তেজক ও পেটফাঁপা নিবারক। ইহার অর্শ হইতে রক্তস্রাব নিবারণ করিবার শক্তি আছে। সর্দ্দি, কাশি, স্বরভঙ্গে অপরাপর ঔষধের সহিত চৈ ব্যবহৃত হয় (Dutta, Hindu Met. Med., 245)। ইহার মূল সিদ্ধ করিয়া খায়। ফল উত্তেজক, সর্দ্দি-নিবারক, পেটফাঁপা-নিবারক এবং সর্দ্দি-নিঃসারক। (Fig. 505.)

LXXXVII. MYRISTICEAE

Genus—MYRISTICA Linn.

506. M. fragrans Houtt. (জৈত্রী)

Fig.—Bentl. & Trim., iii, t. 218 ; Bot. Mag., t. 2756 and 2757.

Ref.—F. B. I., v, 102 ; Roxb., F. I., iii, 843 ; Roxb., Cor., Pl., iii, 267 ; Dymock, iii, 192.

জন্মস্থান—মালয় উপদ্বীপ, পিনাং, মালয দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ ভারত।

বিভিন্ন নাম—হি. বা. জায়ফল, জৈত্রী ; সং. জাতিফল, জাতীপত্রী, জয়ত্রী ; তে. জাইকেয় ; তা. জাদীপত্রী ; Eng. Nutmeg।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ এবং ফল।

বর্ণনা—বড় গাছ, সরলভাবে উঠে, শাখাগুলি অবনত। পত্র চামড়ার ন্যায় শক্ত, লম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ সরু, পাতার উপরিভাগ গাঢ় সবুজবর্ণ, নিম্নভাগ ফিকে পীত ধূসরবর্ণ, পাকা পাতা লাল ধূসরবর্ণ, শিরা নীচে থাকে; বোঁটা ⅛-½ ইঞ্চি লম্বা। পুংপুষ্পদণ্ড ১-২ ইঞ্চি, ফুল ⅛ ইঞ্চি লম্বা, ছোট গন্ধপূর্ণ ও পীতবর্ণ। পুংকেশর লম্বা ৬-১০ ইঞ্চি। ফল গোলাকার একটু লম্বা, ১½ ইঞ্চি হইতে ৩ ইঞ্চি লম্বা, দেখিতে ছোট ন্যাসপাতির ন্যায়। গায়ে লম্বা লম্বা দাগ আছে। খোসা ½ ইঞ্চি পুরু, দেখিতে পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। উপরের আভরণ অতিশয় শক্ত। ফলে শাঁস আছে। বীজ ১½ ইঞ্চি লম্বা ডিম্বাকৃতি। ফল পাকিলে আপনাআপনি ফাটিয়া যায় এবং জৈত্রী বাহির হয়। লোকে জৈত্রী অংশ বাহির করিয়া ফলের বীজ বাজারে বিক্রয় করে, ইহাকে জায়ফল বলে। বর্ষার আগে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত বৈদ্যদিগের মতে ইহা উষ্ণ, পরিপাককারক, কৃমি, সর্দ্দি ও পেটফাঁপা নিবারক (সুশ্রুত)।

মুসলমান বৈদ্যেরা বলেন, ইহা উত্তেজক, হজমকারক, বলকারক ও রসায়ন। ইহা কলেরার ন্যায় উদরাময়, প্লীহা ও যকৃৎ রোগে ব্যবহার হয়। ইহার মণ্ড মাথায় দিলে মাথাধরা ও অপরাপর স্নায়বিক রোগ নাশ করে, চক্ষের উপর প্রলেপ দিলে চক্ষের জ্যোতি বাড়াইয়া দেয়। ইহা হইতে নিষ্কাশিত তৈলকে জৈত্রী তৈল বলে। গাছের ছাল ধারক, উদরাময় ও রক্ত আমাশয়ে হিতকর।

জাতিফলের তিনটী ভাগ আছে, প্রথমতঃ ফলের খোলা, দ্বিতীয়তঃ ফল ফাটিয়া যাইলে বীজের গাত্রে নানা ভাগে বিভক্ত একপ্রকার নরম দ্রব্য (fleshy Aril) দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাকে জৈত্রী বলে। জৈত্রী পীতবর্ণ, টিপিলে ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতে মিষ্টান্ন প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য রং করে। ইহার তৃতীয় অংশটী ফলের বীজ, দেখিতে মুরগীর ডিমের মত। আমবোয়ানা ও নিউগিনি দেশে ইহার চাষ হয়। পুংগাছ অপেক্ষা স্ত্রীগাছ সচরাচর অধিক দেখা যায়।

জায়ফলের তৈল অপর তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাতে মালিস করিলে বাত আরাম হয় (R. N. Khori, iii, 524)। ইহা পেটফাঁপা নিবারক ও উত্তেজক। অধিক মাত্রা সেবন করিলে মত্ততা আনয়ন করে ও কর্পূরের ন্যায় ক্ষতিকারক। জায়ফল মৃদু উদরাময়, পেটফাঁপা, পেটবেদনা এবং অম্লরোগে ব্যবহার হয়। (Fig. 506.)

LXXXVIII. LAURINEAE

Genus—CINNAMOMUM Bl.

507. C. tamala Fr. Nees (তেজপাত)

Fig.—Wight, Ic., t. 140; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 826.

Ref.—F. B. I., v, 128; Roxb., ii, 297; B. P., ii, 899; Prain., H. H., 270.

জন্মস্থান—আদিম জন্মস্থান পূর্ব্ব-হিমালয় প্রদেশ। ত্রিপুরা, উত্তরপূর্ব্ব ও মধ্যবঙ্গে বাগানে রোপণ করে; হুগলী হাওড়া প্রভৃতি জেলার অনেক বাগানে দেখা যায়। ব্রহ্মদেশ; খাসিয়া পাহাড়; ইন্দোচীন।

বিভিন্ন নাম—বা. তেজপাতা; হি. তালিশপাতর, শিলকাম্তি; তা. তে. তালিশপত্রী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র ও ছাল।

বর্ণনা—মাঝারি, উগ্র গন্ধ বিশিষ্ট গাছ। কাষ্ঠ লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। পত্র ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, তিনটী শিরাবিশিষ্ট। পত্র ডালের দুইদিকে একটির পর আর একটি হয়, বোঁটা ½ ইঞ্চি লম্বা, কচি পাতা লালবর্ণ। ফুলের ব্যাস ⅙ ইঞ্চি। পুংকেসর নয়টী, ছয়টী বাহিরে থাকে, তিনটী ভিতরে থাকে। ফল পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহা ½ ইঞ্চি লম্বা। Cassia Cinnamon or C. Lignea এই গাছ হইতে পাওয়া যায়। ইহার ফুলকে Cassia Buds বলে। ডাক্তার Kurz বলেন, ইহার শিকড়ের ছাল প্রকৃত দারুচিনির তুল্য। ইহার শিকড়ের ছাল দারুচিনির সহিত ভেজাল দিয়া থাকে। ডাক্তার Gamble বলেন, এই গাছের ছাল বাজারে (Taj) তাজ বলিয়া বিক্রয় হয়। মার্চ্চ এপ্রেল মাসে ইহার ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পঞ্জাবদেশে ইহার পাতা উত্তেজক বলিয়া বাতে ও পুরাতন উদরাময়ে ব্যবহার হয়। ইহার ছাল গনোরিয়া নাশক। প্রসবের পর স্রাব বন্ধ হইলে ইহার কাথ কিম্বা গুঁড়া সেবন করাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইহাতে স্রাব নির্গত হইয়া শরীরের গ্লানি কাটিয়া যায় (Watt)। তেজপাত, দারুচিনি এবং এলাচ এই তিনটীকে ত্রিজাত বলে। ইহাদের যোগে অনেক সুগন্ধি ঔষধ প্রস্তুত হয়। (Fig. 507.)

508. C. Zeylanicum Bl. (দারুচিনি)

Fig.—Wight, Ic., t. 123, 129, 134; Bot. Mag., t. 1636; Kirtikar & Basu, Ind. Med., Pl. t. 830A.

Ref.—F. B. I., v, 131; Roxb., F. I., ii, 295; B. P., ii, 899; Kurz, For. Fl. ii, 287.

জন্মস্থান—লঙ্কাদ্বীপের বনে বহু পরিমাণে জন্মে, ব্রহ্মদেশের টেনাসিরিমের জঙ্গলে দেখা যায়; বঙ্গদেশের কোন্ কোন বাগানে রোপণ করে, শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে দারুচিনির গাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. দারুচিনি; তা. কারুয়া; তে. সানলিঙ্গ; বর্ম্মা—লুলেঙ্গ কাইয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল। মাত্রা—চূর্ণ, ১-৪ খানা; কাথ, ১-৪ তোঃ।

বর্ণনা—ইহার আদিম জন্মস্থান সিংহল দ্বীপ। ছাল ধূসরবর্ণ, খসখসে, ¼-⅜ ইঞ্চি পুরু।

কাষ্ঠ ফিকে-লালবর্ণ, অতিশয় শক্ত নহে। পত্র শাখার বিপরীত দিকে হয়, চর্ম্মবৎ, সূক্ষ্মলোম-যুক্ত, উপরিভাগ উজ্জ্বল, শিরা ৩-৫টী আছে। কচি পাতা গোলাপী রংবিশিষ্ট। ফুল ধূসরবর্ণ, পশমের মত, ইহার ব্যাস ⅙-⅕ ইঞ্চি। ফল গাঢ় বেগুণে রং বিশিষ্ট, ⅔-১ ইঞ্চি লম্বা। বসন্তকালে ইহার ফুল ও ফল হয়।

দারুচিনির গার্হস্থ্য ঔষধ—দারুচিনির গুঁড়া ১ ড্রাম, হরিতকী ৪ ড্রাম, জল ৪ আউন্স একত্রে মিশ্রিত করিয়া ১০ মিনিট সিদ্ধ করিলে একটী উত্তেজক ঔষধ প্রস্তুত হয়।

গুঁড়া দারুচিনি ১ ড্রাম, খদির ৩ ড্রাম, গরম জল ১০ আউন্স লইয়া, খদির ও দারুচিনি ২ ঘণ্টা ভিজাইবার পর ছাঁকিয়া ২ চামচ দিবসে ৩ বার সেবন করিলে উদরাময় আরাম হয়।

শুঁঠ ১০ গ্রেণ, দারুচিনি ১০ গ্রেণ, বড় এলাচ ১০ গ্রেণ একত্রে গুঁড়া করিয়া আহারের পূর্ব্বে সেবন করিলে অজীর্ণ ও পেটফাঁপা আরাম হয়।

দারুচিনি ১ ড্রাম, লবঙ্গ ১০ গ্রেণ, আদা ৩০ গ্রেণ এইগুলি একত্রে জলে ১০ মিনিট সিদ্ধ করিবার পর, ২ আউন্স মাত্রায় ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে ইনফ্লুয়েঞ্জা আরাম হয়।

দারুচিনি ১ ড্রাম, মৌরী ½ ড্রাম, যষ্টিমধু কিসমিস প্রত্যেক ১ ড্রাম, মিষ্ট বাদাম (Prunus amygdalus var amara) ৩ ড্রাম, তিক্ত বাদাম (P. amygdalus var dulcis) ১ ড্রাম, চিনি ১ ড্রাম; এইগুলি গুঁড়াইয়া এক একটী ৫ গ্রেণ বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। ঐ বটিকা দিবসে কয়েকবার সেবন করিলে সর্দ্দি আরাম হয়।

ইহার ছাল British Pharmacopoeiaতে ব্যবহৃত হয়। Taj কিংবা Kalfah কিংবা ভারতীয় দারুচিনি প্রধানতঃ C. Tamala, C. iners এবং C. nitidum গাছের ছাল হইতে সংগৃহীত হয়। ইহা C. Zeylanica অপেক্ষা নিকৃষ্ট। C. Tamala হিমালয় প্রদেশে এবং শেষোক্ত দুইটী দাক্ষিণাত্যে জন্মে। সিংহলের দারুচিনি চীন দেশীয় দারুচিনি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সিংহলের দারুচিনি দেখিতে পীতাভ, তাম্রবর্ণ ও পাতলা। চীন দেশীয় দারুচিনি ভাঙ্গিলে মড় মড় শব্দ হয়, ইহার স্বাদ মিষ্ট ও ঝাল। ভারতীয় দারুচিনি কৃষ্ণবর্ণ ও মোটা, ইহার গন্ধ অতিশয় তীব্র।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ভারতীয় দারুচিনি কটু, তিক্ত ও স্বাদু, কফ ও কণ্ডুনাশক। ইহা আমাশয় রোগে প্রযোজ্য এবং কৃমিনাশক, কফ ও শুক্র বৃদ্ধিকর। দারুচিনির তৈল আক্ষেপ, বমন, দন্তরোগ ও দন্তশূল নিবারণ করে। ইহা ধারক ও রজঃস্রাবকারী।

দারুচিনি বলকারক ও উত্তেজক ঔষধ। ইহার ছাল ও পত্র সৌগন্ধযুক্ত, ইহা হইতে তৈল নিষ্কাশিত হয়। গাছের ছাল তুলিয়া রৌদ্রে দিলে কোঁকড়াইয়া যায় ও দারুচিনি হয়, ইহা ⅙ ইঞ্চি পুরু। সিংহলের নিগম্বু নামক স্থানের দারুচিনি অতিশয় উৎকৃষ্ট। দারুচিনি অপরাপর ঔষধের সহিত উত্তেজক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। চাখড়ির (Chalk) যোগে ইহার ধারকতা শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া উদরাময় রোগ আরাম করে। (Fig. 508.)

509. C. Camphora Nees (কর্পূর)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 222; Wight, Ic., t. 1818.

Ref.—F. B. I., v, 134; B. P., ii, 899; Watt, ii, Pt. i, 317; Dymock, iii, 199; Prain, H. H., 270.

জন্মস্থান—আদিম জন্মস্থান চীনদেশ ও জাপান; বঙ্গদেশের কোন কোন বাগানে চাষ হয়। শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে অনেক গাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. কর্পূর; হি. পারস্, আরম কফুর; তা. তে. কর্পূরস।

ব্যবহার্য্য অংশ—কর্পূর, কর্পূর তৈল।

বর্ণনা—কর্পূর গাছ ৩০-৪০ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ডালের বিপরীত দিকে যুগ্ম অথবা অযুগ্মভাবে জন্মে, সাধারণতঃ ৩টী শিরা বিশিষ্ট। ফুল ছোট, উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট। স্ত্রীপুষ্প সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত বড় হয়; পুংকেসর ৯টী। ফুলের রং ফিকে সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ। ফল জামের মত, বীজ পাতলা খোলায় থাকে। মার্চ্চ ও এপ্রেল মাসে ফুল ও ফল হয়। বিশুদ্ধ কর্পূর আমাদের দেশে অতি অল্প থাকে। বোম্বাই অঞ্চলে এই অবিশুদ্ধ কর্পূর শোধন করিয়া লয়। জাপান হইতে যে কর্পূর আসে উহা বৃহৎ ও চারকোণা, ইহা ইউরোপীয় কর্পূরের তুল্য। কর্পূর জাপান হইতে চীন দেশ হইয়া ভারতে আমদানী হয়। এক একটী কর্পূর গাছ হইতে ৪।৫ সের কর্পূর জন্মে। পক্ক কর্পূর ডাল ও পাতা শুঁকিলে কর্পূরের মত গন্ধ পাওয়া যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকদের মতে কর্পূর দুই প্রকার, পক্ক ও অপক্ক। এক প্রকার উত্তাপ দিয়া ও অপর প্রকার বিনা উত্তাপে প্রস্তুত হয়, ইহাদের মধ্যে অপক্ক কর্পূরই উৎকৃষ্ট। অপক্ক কর্পূর সম্ভবতঃ বোর্ণিও দ্বীপ হইতে Shorea Camphorifera Roxb. গাছ হইতে এবং পক্ক কর্পূর চীন দেশ হইতে C. Camphora গাছের কাষ্ঠ হইতে প্রস্তুত হয়।

কর্পূর হইতে এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়, উহাকে কর্পূর তৈল বলে। ইহা বোর্ণিও দেশের কর্পূর গাছ হইতে প্রস্তুত হয়। কর্পূর উত্তেজক, পেটফাঁপানিবারক এবং কামোত্তেজক। ইহা জ্বর, উদরাময়, ধ্বজভঙ্গ, সর্দ্দি ও চক্ষুরোগে হিতকর। কর্পূর হইতে কর্পূর রস প্রস্তুত হয়। হিঙ্গুল, অহিফেন, কর্পূর, মুথা, কুরচী বীজ, জায়ফল এইগুলি সমপরিমাণ লইয়া ৪ গ্রেণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া জলের সহিত সেবন করিলে উদরাময় আরাম হয়।

হিঙ্গুলমহিফেনঞ্চ মুস্তকেন্দ্রযবং তথা।
জাতীফলঞ্চ কর্পূরম্ সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য যত্নতঃ॥
জলেন বটিকা কার্য্যা হিঙ্গুঞ্জাপরিমাণতঃ।
জ্বরাতিসারিণে চৈব তথাতিসাররোগিণে॥
গ্রহণীষট্প্রকারে চ রক্তাতিসার উল্বণে
অত্র কেচিৎ টঙ্কনমপ্যেকভাগমিচ্ছন্তি। রসরত্নাবলী

কর্পূর বটের আঠার সহিত বাটিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে শুক্রদোষ আরাম হয় (বঙ্গসেন)। কোন স্থান কাটিয়া গেলে, কর্পূরচূর্ণ গব্যঘৃত সহ পেষণ করিয়া ক্ষতস্থানে তৎক্ষণাৎ লাগাইয়া কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দিলে ব্যথা কমিয়া যায়। কাণচটা হইলে ঐস্থানে গোময়ের পুঁটুলী দ্বারা স্বেদ দিয়া, ছাগলমূত্রে কর্পূরচূর্ণ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে উক্ত রোগ আরাম হয় (চক্রদত্ত)। কর্পূর অতিশয় বৃষ্য (ভাবপ্রকাশ)।

কর্পূর সেবন করিলে স্ত্রীসম্ভোগস্পৃহা বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু ইহা বেশীদিন ব্যবহার করিলে জননেন্দ্রিয়ের অবসাদ আসে। ইহা সেবন করিলে গর্ভাশয়ের উত্তেজনা হয় এবং রজঃস্রাব বৃদ্ধি হয়। অধিক পরিমাণে কর্পূর ব্যবহার করিলে পাকস্থলীর ও অন্ত্রের প্রদাহ হয় এবং বিষ ভক্ষণের লক্ষণ প্রকাশ পায়। কর্পূরের মাত্রা বৃদ্ধি হইলে অনেক সময়ে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। কর্পূরের দ্বারা ক্ষত ধৌত করিলে উহা শীঘ্র ভাল হইয়া যায় এবং ক্ষত ব্যক্তি শীঘ্র সারিয়া উঠে। পৃষ্ঠের বাত, গেঁটে বাত, পেশীর বেদনায় অলিভ তৈল ৪ ভাগ ও কর্পূর ১ ভাগ মর্দ্দন করিলে ঐগুলি একেবারে আরাম হইয়া যায় (R. N. Khory, 526)।

কর্পূরের একটী ছোট বর্ত্তিকা জননেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করাইয়া দিলে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ কমিয়া আসে ও মেহ আরাম হয়।

মেহরস্যাথযোনের্বা মুখস্যাভ্যন্তরে শনৈঃ।
ঘনসারযুতাং বর্ত্তিকারয়েন্মূত্রনিগ্রহে॥ ভাবপ্রকাশ

কর্পূরের কাষ্ঠ খণ্ড খণ্ড কাটিয়া চোয়াইয়া লইলে কর্পূর পাওয়া যায়। তৎপরে ইহা শোধন করিয়া লইলেই ব্যবহারোপযোগী কর্পূর প্রস্তুত হয়। (Fig. 509.)

Genus—CASSYTHA Linn.

510. C. filiformis Linn. (আকাশবেল)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vii, t. 44.

Ref.—F. B. I., v, 188; Roxb. F. I., ii, 314; B. P. ii, 904; Dymock, iii. 216.

জন্মস্থান—বিহার, ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ, সুন্দরবন, হুগলী, হাওড়া ও শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. আকাশবেল; সং. আকাশবল্লী।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—সরু বৃক্ষারোহী লতা; ইহার কতকগুলি শিকড় আছে, উহার দ্বারা আশ্রিত গাছ হইতে রস টানিয়া বর্দ্ধিত হয়। ডাঁটা অতিশয় শক্ত ও গোলাকার, শাখা প্রশাখা অনেক হয়,

উহার দ্বারা আশ্রিত গাছকে জড়াইয়া ধরে। পুষ্পদণ্ড ½-২ ইঞ্চি, ফল সূক্ষ্ম লোমযুক্ত মটরের ন্যায় গোলাকার। এই লতাকে স্বর্ণলতা বলিয়া লোকের ভ্রম হয় কিন্তু Cuscata reflexa Roxb. গাছকে আলোকলতা বা স্বর্ণলতা বলে। এই গাছ Convolvulace গণ (family) ভুক্ত। (এই পুস্তকের ৪০৯ নং গাছ দ্রষ্টব্য।) ইহা সাধারণতঃ কুল, বাসক, সেওড়া ও বট প্রভৃতি গাছে জন্মে। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই আকাশবেলের ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছ বলকারক ও জ্বরনাশক। ইহার শুক্রক্ষরণের শক্তি আছে। মরিসস দ্বীপে ইহার কাথ পাকস্থলীর রোগ ও গণ্ডমালা রোগে ব্যবহার হয়। গাছের গুঁড়া তিল তৈলের সহিত কেশে লাগাইলে কেশ শক্ত হয়। ইহার রস তিসির তৈলের সহিত কেশে লাগাইলে কেশ বৃদ্ধি হয়। (Fig. 510.)

Genus—LITSAEA Lamk.

511. L. sebifera Pers. (কুকুরচিতে)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., ii, 25, t. 147 ; Bot. Reg., t. 893.

Ref.—F. B. I., v, 157 ; Roxb., F. I., iii, 823 ; B. P., ii, 902 ; Watt, v, Pt. 1, 83 ; Prain., H. H., 270.

বিভিন্ন নাম—বা. কুকুরচিতে ; হি. গব্বীজাউর ; তা. মেদালাকতি ; তে. মেদা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ, ২০-৫০ ফুট উচ্চ, পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত নিম্নভাগে কোমল লোম আছে। ছাল ১ ইঞ্চি পুরু ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ উজ্জ্বল ও ধূসরবর্ণ। শাখা ও পুষ্পদণ্ডে কোমল লোম আছে। পত্রের শিরা ১০-১২ জোড়া। বৃন্ত ½ হইতে ২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুচ্ছবদ্ধ, ½ ইঞ্চি ; ফুটিবার পূর্ব্বে শ্বেত কিংবা ঈষৎ পীতবর্ণ দেখা যায়। পুষ্পবৃন্ত ½-৩ ইঞ্চি লম্বা। পুংকেসর ৯-২০টী হয়। ফলের ব্যাস ¼ ইঞ্চি, মটরের ন্যায় গোলাকার। মে জুন মাসে ফুল হয় এবং বর্ষাকালে ফল জন্মে। এই গাছের আরও দুইটী জাতি আছে, যথা—Var. glabraria Hook. f. (F. B. I., V, 158 ; B. P. ii, 902), ইহার পাতা বেশী বড়, ডগাটী বেশী সরু ; এবং Var. tomentosa Hook f. (F. B. I., V, 1585), ইহার শাখা ঘন ও নরম, পাতা লম্বা অগ্রভাগ সরু।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার আঠা এবং ছাল একটী বিখ্যাত ঔষধ। ইহা স্নিগ্ধকর মৃদুধারক, উদরাময় ও রক্ত আমাশয় রোগে ব্যবহার হয়। Dr. Irvine বলেন যে ইহা একটী কামোদ্দীপক ঔষধ ; ইহার টাট্‌কা গুঁড়া জলে কিম্বা দুধে গুলিয়া প্রলেপ দিলে ভগ্ন স্থানের বেদনা নিবারণ হয় এবং ক্ষত স্থানে বাঁধিয়া দিলে ক্ষত শীঘ্র সারিয়া যায়। বিছা ও বোল্‌তা কামড়াইলে সেই স্থানে ইহা দিলে জ্বালা ও ফুলা কমিয়া যায়। ইহার ফল হইতে নিষ্কাশিত তৈল বাতের

পক্ষে হিতকর। এই গাছের পাতার গন্ধ অতি মনোহর। ইহার দেশীয় নাম "মবদালকরী" কোন হিন্দু বৈদ্যশাস্ত্রে ইহার বর্ণনা নাই কিন্তু দেশীয় নাম দেখিয়া ইহাকে আয়ুর্ব্বেদীয় মেদার স্থানে ব্যবহার করা যাইতে পারে। মেদা অষ্টবর্গের মধ্যে একটি গাছ। মারহাট্টা দেশীয় কৃষকেরা ইহার ফলকে দেখিতে মরিচের ন্যায় বলিয়া "মিরি" বলিয়া থাকে। এই গাছের বীজ তৈলময়। ইহা হইতে এক প্রকার শ্বেত চর্ব্বির মত পদার্থ বাহির হয়। (Fig. 511.)

512. L. polyantha Juss. (বড় কুকুরচিতে)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., ii, 26, t. 148, Brand., For. Fl., 3807, t. 45.

Ref.—F. B. I., v, 162; Roxb., F. I., iii, 821; B. P., ii, 903; Watt, v, P. I., 182; Prain, H. H., 271.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশে বনের মধ্যে এবং গ্রামের কিনারায় জঙ্গলে সাধারণতঃ দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. বড় কুকুরচিতে; হি. মেদা; তা. নর-মামুদী-নর; মারহাট্টা—রণম্বা।

বর্ণনা—মধ্যম আকৃতি চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ। ছাল ঘন ধূসরবর্ণ, মসৃণ, কর্কের মত। গাছ ২০-৪০ ফুট উচ্চ হয়। শাখাগুলি মোটা। পত্র ১-৯ ইঞ্চি; নিচেকার শিরাগুলি শক্ত, ৪-১০ জোড়া হয়। বোঁটা ½-১ ইঞ্চি। পুষ্পগুচ্ছ নরম, ধূসরবর্ণ ও কোমল লোমযুক্ত। ফুল ৫-৬ ইঞ্চি। পুংকেশর ৭-১৩টী থাকে। ফল ½ ইঞ্চি, গোলাকার, ছোট, বোঁটায় থাকে। জুলাই ও আগষ্ট মাসে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল ধারক ও মিষ্ট। পার্ব্বতীয় লোকেরা ইহা উদরাময় রোগে ব্যবহার করে। Dr. Stewart বলেন ইহার ছাল উত্তেজক। ইহা টাট্‌কা ছেঁচিয়া কিম্বা শুষ্ক ছাল দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভগ্ন স্থানের বেদনায় দিলে বেদনা কমিয়া যায়, অতিরিক্ত কাজকর্ম্ম করিয়া গায়ে বেদনা হইলে এবং পশুদিগের কোন স্থান কাটিয়া বা ছিঁড়িয়া যাইলে ইহা লাগাইলে আরাম হইয়া যায়। ইহার বীজ হইতে একপ্রকার তৈল বাহির হয়, সেই তৈল L. sebifera তৈলের সমগুণবিশিষ্ট। (Fig. 512.)

LXXXIX. THYMELAEACEAE

Genus—AQUILARIA Lamk.

513. A. Agallocha Roxb. (অগুরু)

Fig.—Royle, Ill., t. 36, Fig. 1; Roxb. & Coleb., in Trans. Lin. Soc., xxi, t, 21; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 836B.

Ref.—F. B. I., v, 199. F. I., ii, 922; B. P., ii, 902, Dymock, iii, 217.

জন্মস্থান—হিমালয়ের পূর্ব্বে, ভূটান, ব্রহ্মদেশ, খাসিয়া, সিলেট, টিপারা, মালয় উপদ্বীপ, আসাম, মণিপুর, চট্টগ্রাম, মারগুই, সুমাত্রা।

বিভিন্ন নাম—বা. অগরু, অগুরু; স. অগুরু; তে. অগুই; তা. আগলি চন্দ; Eng. Aloe Wood.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ। মাত্রা কাষ্ঠের গুড়া ১-২ আনা, কাথ ৫-১০ তোলা, তৈল ৩০-৬০ ফোঁটা।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত লম্বা গাছ, ছাল পাতলা খসখসে, ভিতরের ছাল ভাল করিয়া পাট করিলে পার্চমেন্ট কাগজের ন্যায় হয়! প্রাচীন আসাম দেশীয় রাজারা ইহাতে লিখিতেন। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ ও নরম, টাটকা কাটিলে বেশ গন্ধ বাহির হয়। পুরাতন গাছের ভিতরের কাষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ। ইহা হইতে মধুর ন্যায় গন্ধ বাহির হয়। ইহা Eagle wood বলিয়া বাজারে বিক্রয় হয়। পত্র কাণ্ডের উভয় দিকে কুণ্ডভাবে জন্মে, ২-৩½ ইঞ্চি লম্বা পাতলা, উজ্জ্বল চামড়ার ন্যায়, অগ্রভাগ সরু, ইহার অনেকগুলি সমান্তরাল শিরা আছে। বোঁটা ⅛ ইঞ্চি। ফুল শ্বেতবর্ণ, পুষ্পদণ্ডে অনেকগুলি ফুল হয়। পাপড়ি অবনত, ⅙ ইঞ্চি লম্বা। ফল ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, বহির্ব্বাস ফলে লাগিয়া থাকে, ফল মখমলের ন্যায় নরম। ভাল অগুরু কাষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ, শক্ত এবং ভারী, জলে ডুবিয়া যায়; যে কাষ্ঠ জলে ডুবে না তাহা খারাপ। ইহার কাষ্ঠ হইতে বেড়াইবার ছড়ি প্রস্তুত হয়। শ্রীহট্টে এই গাছ বেশী পরিমাণে জন্মে। আসামে বহুকাল হইতে অগুরু গাছ আছে। কালিদাস রঘুদিগ্বিজয় বর্ণনে লিখিয়াছেন:—

চকম্পেতীর্ণলৌহিত্যে তস্মিন্ প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বরঃ।
তদ্‌গজালানতাং প্রাপ্তৈঃ সহ কালাগুরুদ্রুমৈঃ॥ রঘুবংশ, চতুর্থ সর্গ

রাজনিঘণ্টু মতে অগুরু চার প্রকার—কৃষ্ণাগুরু (আসামে), কাষ্ঠাগুরু (পীতবর্ণ), দাহাগুরু (গুর্জ্জরে), মঙ্গল্যাগুরু (কেদারে) পাওয়া যায়। কৃষ্ণাগুরু উৎকৃষ্ট, যে অগুরু কাষ্ঠ জলে ডুবিয়া যায়, যাহা চর্ব্বণ করিলে দাঁতে জড়াইয়া যায়, যাহা কষা ও তিক্ত, পেষণ করিলে যে কাষ্ঠ গুঁড়া হইয়া যায় এবং যাহার গন্ধ মনোহর, যাহা পোড়াইলে গন্ধ বাহির হয় তাহাই উৎকৃষ্ট। শ্রীহট্টের ভাল অগুরুর নাম "ঘড়কী"। অগুরুর ইংরাজি নাম Aloe wood। অগুরুর ধূপ দেবমন্দিরে ব্যবহারের জন্য বাজারে বিক্রয় হয়। অগুরু কাষ্ঠ জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল পরিস্রুত করিয়া অগুরু আতর প্রস্তুত হয়। ইহা ভারতের বহু লোকে ব্যবহার করে। অগুরু সৌগন্ধ কাষ্ঠ দ্বারা গহনার বাক্স প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

পুরাতন অগুরু গাছের কাষ্ঠের মধ্যে এক প্রকার Fungus হয়। উক্ত Fungus Enzymeএর সাহায্যে বাবলার আঠার মতন আঠা (gum or resin) উৎপাদন করে। এই আঠাই (gum) অগুরু এবং ইহা হইতেই উৎকৃষ্ট সুগন্ধি প্রস্তুত হয়। Dr. S. R. Bose

এই বিষয়ে গবেষণা করিয়া ইহার তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন ও injection করিয়া উক্ত Fungus অগুরু গাছে লাগাইয়া অগুরু-gum প্রচুর পরিমাণে উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছেন।

অগুরু কাষ্ঠের ধুনা মোমের ন্যায় গলিয়া যায় এবং ইহা হইতে মনোহর গন্ধ বাহির হয়। Dr. Royle বলেন যে অগুরু কাষ্ঠ হইতে মনোহর গন্ধ বাহির হয় এবং ইহা A. Agallocha গাছ হইতে উৎপন্ন। Gamble সাহেব বলেন ইহার ব্রহ্মদেশীয় নাম Akyan। ইহা দক্ষিণ টেনাসিরিম এবং মারগুই দ্বীপপুঞ্জের বনে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। জুন মাসে ইহার ফুল ও আগষ্ট মাসে ইহার ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—অগুরু অতিশয় উত্তেজক। ইহা গেঁটে বাত ও বাতে ব্যবহার হয়। অগুরু অতিশয় সৌগন্ধযুক্ত, ইহা মাথাধরা, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, পক্ষাঘাত ও বমন নিবারণ করে। ইহার কাথ জ্বরে পিপাসা দূর করে। অগুরু তৈল সৌগন্ধযুক্ত, ইহা ঔষধে ব্যবহার হয়। ইহার কাষ্ঠের গুঁড়া লাগাইলে কাপড়ে পোকা ধরে না। অগুরু ১০-৬০ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার করিলে বলকারক ঔষধের কাজ করে। সংস্কৃত বৈদ্যগণের মতে অগুরু উগ্র, বমন নিবারক, নাসিকা, কর্ণ ও চক্ষুরোগ নাশক। সুশ্রুত বলেন যে অগুরু, গুগ্‌গুল, ধনে, যব, শ্বেত সরিষা, নিম্বপত্র এইগুলি মিশাইয়া মণ্ডের মত প্রস্তুত করিয়া লাগাইলে ক্ষত আরাম হয়। অগুরুর ধূম বেদনা নিবারক। ক্ষত স্থানে লাগাইলে ক্ষত শীঘ্র সারিয়া উঠে।

মধুর সহিত কৃষ্ণ অগুরু সেবন করাইলে হিক্কা আরাম হয়। (চরক)

অগুরু তৈল কুষ্ঠ ও নানাবিধ চর্ম্মরোগে লাগাইলে উহা সারিয়া যায়। (সুশ্রুত)

মধুর সহিত অগুরু কাষ্ঠের গুঁড়া সেবন করিলে কাস আরাম হয়। (বাগ্‌ভট)

কফের বেদনা ও শিরোরোগে ব্রাণ্ডির সহিত অগুরুর প্রলেপ দিলে বিশেষ ফল হয় (Met. Med. Ind., ii, 535)।

শিংশপাগুরুসারস্নেহাদদ্রুকুষ্ঠকিটিমেষু। (সুশ্রুত) (Fig. 513.)

XC. ELAEAGNACEAE

Genus—ELAEAGNUS Linn.

514. E. latifolia Linn. (গুয়ারা)

Fig.—Brand., For. Fl., 390, t. 46; Wight, Ic., t. 1856.

Ref.—F. B. I., v, 202; Roxb., F. I., i, 440, B. P., ii, 908.

জন্মস্থান—উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ, চট্টগ্রাম, কুমায়ুন, সিকিম, ভূটান, খাসিয়া পাহাড় ও কুমিল্লা।

বিভিন্ন নাম—বা. গুয়ারা; হি. কুম্বি; কুমায়ুন—মীজহানলা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল ও ফল।

বর্ণনা—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। কখন কখন কাণ্ডের ব্যাস ৬ ইঞ্চি হয়, ইহাতে কাঁটা আছে। পত্র ৪-৫ ইঞ্চি, পাতলা ও চামড়ার ন্যায় শক্ত, পত্রের অগ্রভাগ মোটা কিংবা সরু, পত্রের নিম্নভাগ শ্বেতবর্ণ অথবা ফিকে লালবর্ণ; বোঁটা ১/৪-১/২ ইঞ্চি। ফুল অনেক হয়। ফল, ১/২-১১/২ ইঞ্চি লম্বা ও শাঁসযুক্ত। Dr. Roxburgh বলেন ইহার ফুল শ্বেতবর্ণ এবং ফিকে পীতবর্ণ, সম্ভবতঃ পরিবর্ত্তনশীল। শীতকালে ফুল হয়, গ্রীষ্মকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফুল ধারক ও হৃদ্‌যন্ত্রের উপর ক্রিয়াশীল বলিয়া সিন্ধুদেশে ব্যবহার হয় (Stewart)। Dr. Griffith বলেন ইহার ফল ধারক ও উগ্র বলিয়া কাশ্মীরে ব্যবহার হয়। আফগানিস্থানের দরিদ্র অধিবাসীরা ইহার ফল খাইয়া থাকে। ফুল পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে উত্তেজক ও ধারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। (Fig. 514.)

XCI. LORANTHACEAE.

Genus—LORANTHUS Linn.

515. L. globusus Roxb. (ছোট মান্দা)

Fig.—Blume, Fl. Jav., t. 17 ; Rheede, Hort. Mal., x, t. 5.

Ref.—F. B. I., v, 220 ; Roxb., F. I., i, 550 ; B. P., ii, 912 ; Prain, H. H., 271.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশ, কাছাড় ও খাসিয়া পাহাড়ে জন্মে, হুগলী, হাওড়া জেলায় বহু গাছের উপর দেখা যায়। আধুনিক নামকরণানুসারে ইহাকে এক্ষণে Maciosolem cochinchinensis (Lour) Van Teigh. বলা বিধেয়।

বিভিন্ন নাম—বা. ছোট মান্দা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক।

বর্ণনা—ইহা একপ্রকার পরগাছা, অনেক গাছের শাখায় জন্মে, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ফুল সূক্ষ্ম লোমযুক্ত; সবুজের আভাযুক্ত, লেবু রং বিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ড ১/৪-১/২ ইঞ্চি লম্বা; পুষ্পনল লম্বা, চেপ্টা, সরু লম্বাকৃতি ও লালবর্ণ। ফল গোলাকার। Dr. Kurz ও Clarke বলেন যে পুষ্পনল সবুজের আভাযুক্ত লেবু রং বিশিষ্ট, ইহাতে পীতের দাগ আছে। ডিসেম্বর হইতে মার্চ্চ মাস অবধি ফুল ও মার্চ্চ হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পরবর্ত্তী L. longiflorus দেখ। (Fig. 515.)

516. L. longiflorus Desv. (বড় মান্দা)

Fig.—Wight, Ic., t. 302 ; Roxb., Cor. Pl., t. 139.

Ref.—F. B. I., v, 214 ; Roxb., F. I., i, 548 ; F. I., ii, 185.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশে ও আসামে অনেক দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. বড় মান্দা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক।

বর্ণনা—ঝোপযুক্ত পরগাছা, শাখা মসৃণ এবং ফিকে ধূসরবর্ণ। পত্র ৩-১০ ইঞ্চি লম্বা এবং ½-৫ ইঞ্চি চওড়া, সব পাতা সমান নহে। বোঁটা শক্ত ¼-½ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ১-৪ ইঞ্চি এক একটী হয়, মোটা ও নরম লোমযুক্ত। ফুল গাঢ় লালবর্ণ কিংবা লাল ও সবুজ মিশ্রিত। ফল ½ ইঞ্চি মসৃণ। ডিসেম্বর হইতে মার্চ মাস অবধি ফুল ও মার্চ হইতে এপ্রিল মাসে ফল হয়। যখন ফুল হয় তখন প্রায়ই গাছে পাতা থাকে না।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল ক্ষতে এবং ঋতু সম্বন্ধীয় পীড়ায় হিতকর। ইহা ক্ষয়কাশ, হাঁপানি ও মস্তকবিকৃতি রোগে ব্যবহার হয়। ইহার ছাল রংএর কার্য্যে ব্যবহার হয় (Forest Flora, Kanjilal). (Fig. 516.)

XCII. SANTALACEAE

Genus—SANTALUM Linn.

517. S. album Linn. (চন্দন)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 292; Bedd., Fl. Sylv., t. 256.

Ref.—F. B. I., v, 231; Roxb., F. I., i, 442; B. P., ii, 914; Dymock, iii, 232.

জন্মস্থান—দক্ষিণ ভারত, মহীশূর, কোইম্বাটোর এবং সালেম হইতে মাদুরা পর্য্যন্ত স্থানে, নীলগিরি প্রদেশে এবং ২০০০ হইতে ৩০০০ ফুট উচ্চ, শুষ্ক এবং অনুর্ব্বর স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা., সং. চন্দন; কা. চন্দনামাবেন, তে. গন্ধপুচেক্কা, হি. সফেদচন্দন।

ব্যবহার্য্য অংশ—কাষ্ঠ ও পরিস্রুত তৈল। মাত্রা ½-১ আনা; তৈল ৫-১৫ ফোঁটা।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত বৃক্ষ, ৩০-৪০ ফুট উচ্চ। ছাল গাঢ় ধূসরবর্ণ অথবা প্রায় কৃষ্ণবর্ণ, খস্খসে, লম্বা ভাগে কাটা কাটা দাগ আছে। ভিতরের ছাল লালবর্ণ, কাষ্ঠ শক্ত ও তৈলময়। বাহিরের কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ ও গন্ধশূন্য, ভিতরের কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ ও অতিশয় সৌগন্ধযুক্ত। পত্র ডিম্বাকৃতি সরু ও লম্বা, পত্রের বিস্তার ১½-২½ ইঞ্চি। বোঁটা ½ ইঞ্চি। ফুল ধূসরের আভাযুক্ত বেগুণে রংবিশিষ্ট। পুংকেসর ৪টী, উহা পাপড়ি বলিয়া ভ্রম হয়। ফল গোলাকার, ইহার ব্যাস ½ ইঞ্চি, পাকা ফল কৃষ্ণবর্ণ, উপরের আবরণ শক্ত। সংস্কৃত লেখকগণের মতে চন্দন দুই প্রকার—তাঁহারা কৃষ্ণবর্ণ ভিতরের কাষ্ঠকে পীতচন্দন ও হাল্কা কাষ্ঠকে "শ্রীখণ্ড" বা শ্বেতচন্দন বলেন। খৃঃ পূঃ ৫০০ শতাব্দীতে নিরুক্ত গ্রন্থে চন্দনের উল্লেখ

আছে। রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক স্থানে চন্দনের বর্ণনা দেখা যায়। চন্দনের মধ্যে শ্বেতচন্দনই উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান। মলয় পর্ব্বতের নিকট যে স্থানে চন্দন গাছ হয় উহার নাম ভদ্রশ্রী, "ভদ্রশ্রীমলয়জম্"। তেজস্কর ও উর্ব্বরা জমির চন্দন অপেক্ষা পাহাড়ের উপরকার কাঁকরযুক্ত মৃত্তিকার চন্দন গন্ধে উৎকৃষ্ট ও উহা হইতে অধিক পরিমাণ তৈল উৎপন্ন হয়। চন্দন গাছ ৫০ বৎসরের পূর্ব্বে পক্বতা প্রাপ্ত হয় না। শ্বেতচন্দনের আরও ৫টী নাম আছে—যথা, সুকর, বর্ব্বর, তৈলপর্ণ, বেটট্ট ও গোশীর্ষ; ইহাদের কাষ্ঠ ও গাছ একই, কেবল উৎপত্তিস্থান ভেদে পৃথক পৃথক নাম হইয়াছে।

চন্দনের পত্র চওড়া অপেক্ষা লম্বায় বৃহৎ, অগ্রভাগ মোটা। ফুল অনেক জন্মে, রং ফিকে পীতবর্ণ, পরে বেগুনে রংবিশিষ্ট হয়। ফল গোল ও মসৃণ, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। ইহার পত্র, ত্বক ও ফুলে কোন প্রকার গন্ধ নাই। মহীশূর দেশে বহু চন্দন গাছ জন্মে। চন্দন গাছের কাণ্ড অপেক্ষা মূলে অধিক তৈল থাকে। মহীশূর হইতে চন্দন ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও ইউরোপে প্রেরিত হয়। একমণ চন্দন কাষ্ঠ হইতে অর্দ্ধপোয়া হইতে একপোয়া তৈল পাওয়া যায়। চন্দন হইতে চুয়া তৈয়ারী হয়। উড়িষ্যা দেশে চুয়া পানের সহিত ব্যবহার করে। নব্য Botanistগণ শ্বেতচন্দনের উপরের শ্বেত কাষ্ঠকে শ্বেতচন্দন এবং ভিতরের পীতাভ কাষ্ঠকে পীতচন্দন নামে অভিহিত করেন। আমরা যে রক্তচন্দন ব্যবহার করি উহা ধন্বন্তরিনিঘণ্টু মতে কুচন্দন ও ইহার লাটিন নাম Adenanthera pavonina Linn.; এই গাছ Leguminosae Family ভুক্ত। উহার বাঙ্গলা নাম রক্তস ও ইহা পূর্ব্বে বস্ত্রাদি রঞ্জন কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। এক্ষণে উহা অনুলেপনে ব্যবহার হয়। আসল রক্তচন্দনের লাটিন নাম Pterocarpus santalinus Linn.। এই গাছও Leguminosae Family ভুক্ত। ইহা দক্ষিণ ভারতে কুড্ডাপা ও উত্তর আর্কটে প্রধানতঃ দেখা যায়। শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে এই ত্রিবিধ গাছই রোপণ করা আছে। বর্ষা হইতে শীত কাল পর্য্যন্ত ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত বৈদ্যেরা চন্দনকে তিক্ত, শান্তিকর, ধারক ও পৈত্তিক জ্বরে হিতকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। চন্দন হিন্দুদের সকল রকম পূজায় ব্যবহৃত হয়। অবস্থাপন্ন লোকে শবদাহ কার্য্যে চন্দনকাষ্ঠ ব্যবহার করেন। Mukhzan লেখক, চন্দনকে স্নিগ্ধকর, জ্বরনাশক, বলকারক ও ধারক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (তিনি পৈত্তিক জ্বরে ইহার শ্বেতবর্ণ আরক ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন।) Ainslie বলেন যে পিষ্ট চন্দন দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে গনোরিয়া আরাম হয়। Dr. Rumphius বলেন যে আম্বোয়ানায় ইহা গনোরিয়া রোগে ব্যবহার হয়। (কঙ্কন দেশে চন্দনের তৈল, লবঙ্গ ও বংশলোচনের সহিত পান করিলে গনোরিয়া আরাম হয়) কোন স্থানে ফোস্কা হইলে লেবুর রস, চন্দন তৈল ও কর্পূর একত্রে মিশাইয়া ফোস্কার উপর লাগাইলে উহার প্রদাহ কমিয়া যায়। অবিরাম জ্বরে চন্দন জ্বরের প্রকোপ কমাইয়া হৃদযন্ত্রের মৃদুতা আনয়ন করে। চন্দনের তৈল

৩০-৪০ মিনিম দিবসে ৩ বার সেবন করিলে গনোরিয়া আরাম হয়। Dr. Anderson বলেন ইহা একটী নির্দ্দোষ ঔষধ। বেশী মাত্রায় সেবন করিলে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রোগের উপশম হয়। ইহা কাবাবচিনি অপেক্ষা অধিক গুণশালী; গত ৫ বৎসর তিনি এই ঔষধ দিয়া অনেক রোগীকে আরোগ্য করিয়াছেন। চন্দন কাষ্ঠের মধ্যস্থলের কাষ্ঠ ও শিকড় হইতে চন্দন তৈল প্রস্তুত হয়। চন্দন ধারক; পিত্তপ্রকোপে, বমনে, জ্বরে, পিপাসায় এবং শরীর উত্তপ্ত হইলে ইহা ব্যবহার হয়।

পিত্তকৃতে বিসর্পে লেপাবিধেয়াঃ সঘৃতাস্সুশীতাঃ।
প্রদেহা পরিষেকাশ্চ চন্দনৈর্বা প্রশস্যতে॥ (চক্রদত্ত)

চন্দন কাষ্ঠের পেষিত জল, চিনি, মধু ও চাউলের জল একত্রে সেবন করিলে রক্ত আমাশয়, পিপাসা এবং শরীরের উত্তাপ দূর হয়।

পীতং মধুসিতাযুক্তং চন্দনং তণ্ডুলাম্বুনা।
রক্তাতীসারবিজিদ্রক্তপিত্ততৃড়দাহমেহনুৎ॥ (ভাবপ্রকাশ)

শুঁঠ ও শ্বেতচন্দনের কাথ পান করিলে রক্ত অর্শ আরাম হয়। স্তনদুগ্ধে ঘর্ষণ করিয়া শ্বেত-চন্দনের নস্য লইলে হিক্কা আরাম হয়। আমলকীর রসে কুচন্দন (Adenanthera pavonina) পান করিলে বমন নিবৃত্তি পায় (চরক)। ঋতুকালীন দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব হইলে বা অপরাপর আর্ত্তব দোষ থাকিলে শ্বেতচন্দনের কাথ পান করিলে রোগ সারিয়া যায়। অনেকে মনে করেন চন্দনের তেলে গর্ভনিরোধ শক্তি আছে।

অর্জ্জুন ছাল ও শ্বেতচন্দনের কাথ পান করিলে শুক্রমেহ আরাম হয় (সুশ্রুত)। হামের পূর্ব্বে পিষ্ট শ্বেতচন্দন হেলেঞ্চার রসের সহিত পান করিলে হাম আরাম হয়। শ্বেতচন্দন চূর্ণ দিয়া শিশুর নাভি পূরণ করিয়া দিলে নাভিপাকা আরাম হয় (বঙ্গসেন)।

চন্দনের তৈল ধারক, মূত্রকর ও কফনিঃসারক। ইহার তৈল দারুচিনি ও বংশলোচনের সহিত পান করিলে গনোরিয়া, কাশ, মূত্রাশয় ও বৃক্ক প্রদাহ আরাম হয়। চন্দনের প্রলেপ দিলে অনেক সময় ফোড়া ফাটিয়া যায় ও প্রদাহ আরাম হয়। (Fig. 517.)

XCIII. EUPHORBIACEAE

Genus—ACALYPHA Linn.

518. A. indica Linn. (মুক্তঝুরি)

Fig.—Wight, Ic., t. 877; Rheede, Hort. Mal. x t. 81, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 874.

Ref.—F. B. I., v, 416; Roxb., F. I., iii, 675; B. P., ii, 948; Watt, ii, Pt. 2, 615; Dymock., iii, 291; Prain, H. H., 276.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ; রাস্তার ধারে বাগানে ও পতিত ভূমিতে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. মুক্তঝুরি, মুক্তবর্ষী; হি. খোকালী; তা. কুপ্পাইমেনী; তে. কুপ্পাইচেট্টু।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ। কোমল শাখা ও পত্র চূর্ণ ১-৩ আনা; পাতার রস অর্দ্ধ চামচ; মূলের শীতকষায় (১ ভাগ ঔষধ, ৯ ভাগ জল) ১-২ কাঁচ্চা; কাথ ২-৬ তোলা; অরিষ্ট (১ ভাগ ঔষধ, ৯ ভাগ স্পিরিট) ৩০-৬০ বিন্দু।

বর্ণনা—বর্ষজীবী ১-৩ ফুট উচ্চ গুল্ম। পত্র ১½-৩ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি বৃন্তদেশ ক্রমশঃ সরু, প্রান্তভাগ করাতের ন্যায় কর্ত্তিত, পত্রে মসৃণ লোম আছে, দেখিতে ফিকে সবুজবর্ণ; পাতার বোঁটা পাতা অপেক্ষা লম্বা ও নরম। ফুলের বোঁটা ফুল অপেক্ষা ছোট ও সবুজবর্ণ, পুংকেশর ৮টী, স্ত্রীকেশর এক একটী থাকে। ফল ক্ষুদ্র তিন অংশে বিভক্ত অতি সূক্ষ্মভাবে খাঁজ কাটা। বীজকোষ ছোট একটী বীজ বিশিষ্ট, বীজ গোলাকার তীক্ষ্ণ ও মসৃণ। বৎসরে সকল সময়ে ফুল ও ফল হয়। এই গাছের আর একটী নাম হরিতমঞ্জরী।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার রস তৈলের সহিত মালিস করিলে বাত, এবং লিঙ্গে লাগাইলে লিঙ্গমণি প্রদাহ ও উহার স্ফোটক আরাম হয়। ইহার শিকড় গরম জলে বাটিয়া সেবন করিলে মৃদু বিরেচকের কার্য্য করে। কাথ কর্ণবেদনায় হিতকর। ইহার রস তিল তৈল দিয়া ব্যবহার করিলে প্রাদাহিক ফুলা ও অর্শ আরাম হয়। শুষ্ক পাতার গুঁড়া বালকদিগের কৃমি আরাম করে। পাতার রস ও কচি ডাল অল্প পরিমাণ নিম্ব তৈলের সহিত বালকদিগের জিহ্বায় লাগাইলে দাস্ত পরিষ্কার হইয়া থাকে। ইহার রস বালকদিগের একটী বমনকারক ঔষধ। ইপিকাকের ন্যায় ইহার পাকযন্ত্রের উপর ক্রিয়া আছে এবং ফুসফুস ঘটিত স্রাব বাহির করিবার ক্ষমতা আছে (মাত্রা ছেঁচা রস বালকের পক্ষে চা-চামচের এক চামচ)।

Dr. Ross বলেন ইহা সর্দ্দিস্রাবকারক এবং Cenegaর তুল্য। তিনি বালকদিগের ফুসফুস প্রদাহে ইহা ব্যবহার করিতে বলেন। ইহার আঠায় একখণ্ড বস্ত্র ভিজাইয়া নাসিকা-রন্ধ্রে প্রবেশ করাইলে নাক দিয়া রক্ত বাহির হইয়া মাথাধরা আরাম করে। ইহা হাঁপানি ও শ্বাসনালীর প্রদাহে বিশেষ হিতকর। মুক্তঝুরি ফুসফুস প্রদাহ, হাঁপানি ও নিউমোনিয়ার একটি মূল্যবান ঔষধ। ইহার পত্র হরিদ্রার সহিত মিশাইয়া খাইলে কৃমি নাশ হয় এবং পাঁচড়ায় প্রলেপ দিলে পাঁচড়া আরাম হয়। মুক্তঝুরির রস তৈলে মাড়িয়া বাতে লাগাইলে বাত আরাম হয়। উপদংশ জনিত ক্ষতে পাতার প্রলেপ দিলে ক্ষত আরাম হয়। ইহা সর্পদংশনে যন্ত্রণা কমাইয়া দেয় (Drury)।

মুসলমান বৈদ্যেরা উন্মাদ রোগের প্রথম অবস্থায় ইহা ব্যবহার করিতে বলেন। টাটকা রস ১ আউন্স এবং লবণ (chloride of sodium) ৬ গ্রেণ একত্রে মিশাইয়া প্রত্যহ প্রাতে দুই নাকে প্রবেশ করাইয়া শীতল জলে স্নান করাইলে উন্মাদকতা সারিয়া যায়। তাঁহারা বলেন এই ঔষধ দেওয়ায় মাথা হইতে শ্লেষ্মা বাহির হইয়া রোগ আরামের পক্ষে বিশেষ সুবিধা করিয়া

দেয়। টাটকা গাছের ½-১ আউন্স রস বমনকারক, কফনাশক ও কৃমিঘ্ন। মুক্তঝুরির রস রশুনের সহিত শিশুদিগকে খাওয়াইলে উহাদের কৃমি পড়িয়া যায়। ইহার পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিছা প্রভৃতি দংশন জনিত বেদনা নিবৃত্তি পায়। মুক্তবর্ষী ফুসফুসের টিউবারকুলোসিস, ঘুঙড়ীকাসি, শ্বাস ও শিশুর শ্বাসনালীর প্রদাহে হিতকর। (Fig. 518.)

Genus—ALEURITES Linn.

519. A. moluccana Willd. (আখরোট)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 869.

Ref.—F. B. I., v, 384 ; Roxb., F. I., iii, 629 ; B. P., ii, 942 ; Prain, H. H., 275.

জন্মস্থান—ভারতের অনেক স্থানে দেখা যায়। বঙ্গদেশের বাগানে রোপণ করে। ইহার আদিম জন্মস্থান পাপুয়া দ্বীপে। শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে আছে।

বিভিন্ন নাম—হি., বা. আখরোট ; সং. আখসোটা, তা. আখরোটুকোট্টাই ; তে. নাটুআখরোটুভিটু ; Eng. Walnut.

ব্যবহার্য্য অংশ—তৈল।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ ৪০-৬০ ফুট উচ্চ হয়। ইহা এক্ষণে উষ্ণপ্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে চাষ হইতেছে। পত্র ডিম্বাকৃতি অথবা ত্রিকোণাকার, ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল শ্বেতবর্ণ, বহির্ব্বাস মাখমের ন্যায় কোমল, ফুলের পাপড়ি পাঁচটী, ⅓ ইঞ্চি লম্বা। ফলের ব্যাস ২-২½ ইঞ্চি ; বীজ অতিশয় তৈলময়। বসন্তকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আখরোট বীজের তৈল মৃদু বিরেচক। ইহা প্রায় রেড়ির তৈলের সমান কিন্তু গন্ধ ও স্বাদে রেড়ির তৈল অপেক্ষা উত্তম (Dymock, iii, 279)। সিংহলে ইহাকে kekuni তৈল বলে। ভারতবর্ষে ইহার তৈল ক্ষতে মালিশ করিতে ব্যবহার হয়। (Fig. 519.)

520. A. Fordii Hemsl. (টাঙ অইল বা টাঙ তৈল)

Fig.—Hook, Ic. Pl., xxix, t. 2801-2 (1906) ; Bull. Imp. Inst. London, xi, t. 9-13 (1913).

Ref.—Wilson, Veg. West China (Publ. Arn. Arb. no. 2), 117-20 (1911) ; W. S. Dept. Agric. Bur. Pl. Indust. Circ. no. 108, t. 1-3 (1913) ; Trop. Agriculturist, vol. LXXV, no. 1, p. 38-39 (1930) ; Wilson, Natural. W. China, ii, 64.

জন্মস্থান—আদি বাসস্থান চীন ও জাপান, চীনের নেকৌ বন্দর হইতে বহু পরিমাণে এই টাঙ বীজ ও তৈল ইউরোপে রপ্তানি হয়। শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে আছে।

61—1034B

বিভিন্ন নাম—বা. টাঙ্গ তৈল। Eng. Tung oil.

ব্যবহার্য্য অংশ—তৈল।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ, পত্রদণ্ডের উভয়দিকে পর্য্যায়ক্রমে পত্র জন্মে, পত্র অনেকটা হৃৎপিণ্ডাকৃতি। শীতের পর ঝরিয়া পড়ে। ফুল একলিঙ্গ বিশিষ্ট, বহির্ব্বাস ২-৩টী, পাপড়ি ৫টী, পুংকেশর ৪-২০টী। ফুল দেখিতে আপেলের মত একটু সূক্ষ্মাগ্র। প্রত্যেক ফলে ৩-৫টী বীজ থাকে; দেখিতে ব্রাজীল দেশীয় বাদামের মত। ফল পাকিলে ৩ ভাগে বিভক্ত হইয়া ফাটিয়া যায় ও বীজ পড়িয়া যায়, এইজন্য ফাটিবার পূর্ব্বে সংগ্রহ করিতে হয়। বীজের আচ্ছাদন মোটা ও বাদামের মত শক্ত। এই জাতীয় পাঁচটি গাছ আছে—যেমন, A. moluccaua, A. trisperma, A. cordata, A. montana ও A. Fordii। শেষোক্ত দুইটী হইতেই উৎকৃষ্ট তৈল বাহির হয়। এই গাছ জলবসা-জমিতে জন্মে না, ভাল চটান জমিতে হয়। গাছগুলি বীজ হইতে অথবা কর্ত্তিত অংশ হইতে উৎপন্ন হয়। তিন বৎসর হইতে ছয় বৎসরের মধ্যে ফল উৎপাদন করে। গাছ অতি শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া থাকে এবং উচ্চে ১৫-৩০ ফুট পর্য্যন্ত হয়। এপ্রেল মাসে প্রচুর ফুল হয়, ফুল দেখিতে শ্বেতবর্ণ এবং লাল ও পীতের দাগ আছে। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে ফল পাকে। এই গাছ ভারতের বিশেষতঃ পূর্ব্বোত্তর অংশে ও উত্তর বর্ম্মার বহু স্থানে ও আসামের ভেরাঙ্গ নামক স্থানে বাগমারি চা বাগানে চাষের চেষ্টা হইতেছে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছের তৈল ক্ষত আরাম করিবার জন্য ও পাঁচড়া রোগে বিশেষ ব্যবহার্য্য। টাঙ্গ গাছের বীজ চীন দেশীয় লোকেরা ইন্দুর মারিবার জন্য ব্যবহার করে এবং ইহার বমনকারক গুণ বিদ্যমান আছে। বর্ত্তমানে টাঙ্গ তৈলের আদর ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। এই তৈল হইতে অতি উত্তম বার্ণিশ তৈয়ারী হয়; এই তৈল দিয়া কাষ্ঠ পালিশ হয় বলিয়া ইহার আর একটী নাম Chinese wood oil। এই তৈল সংযোগে যে বার্ণিশ প্রস্তুত হয় উহা শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায় এবং অপর যত প্রকার তৈল আছে তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কাষ্ঠে লাগাইয়া দিলে উহার উপরিভাগে একটী পাতলা চকচকে পরদা পড়ে এবং এই বার্ণিশে কাষ্ঠে জল প্রবেশ করিতে পারে না ও উহার রং বহুদিন স্থায়ী হয়। জাহাজের গায় রং করার জন্য এবং অয়েলক্লথ, ওয়াটারপ্রুফ্ ইত্যাদি তৈয়ারীতেও ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হয়। ইহার চাষ ভারতে করা বিশেষ প্রয়োজন ও লাভজনক হইবার সম্ভাবনা। (Fig. 520.)

Genus—BALIOSPERMUM Blume

521. B. axillare Blume (হাকুন)

Fig.—Wight, Ic., t. 1885; Rheede, Hort. Mal., x., t. 76; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 879.

Ref.—F. B. I., v, 461, Roxb., F. I., iii, 682; B. P., ii, 946; Dymock iii, 311; Prain, H. H., 276. আধুনিক নামকরণানুসারে ইহাকে এক্ষণে B. montanum Muell & Arg. বলা বিধেয়।

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বেহার, ত্রিহুত, উত্তরবঙ্গ, চট্টগ্রাম, হুগলী জেলার গোঘাট অঞ্চলে জন্মে; দক্ষিণ ভারত; ব্রহ্মদেশ।

বিভিন্ন নাম—বা হি. হাফুন, দন্তী; সং. দন্তী; তে. কন্দ আমাদাম, নাগদন্তী।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, পত্র; মূলের কল্ক, ১-৪ আনা; বীজ ১-২টী।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ; ইহার শিকড় হইতে গাছ বাহির হয়। পত্র চর্ম্মের ন্যায় শক্ত, আকৃতিতে সমস্ত পত্র সমান নহে। উপরের পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, নীচের পত্র ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা ও পত্রে ৩-৫টী বিভাগ আছে, কিনারা দাঁতযুক্ত। বোঁটা ২-৬ ইঞ্চি লম্বা। ফুল পুষ্পদণ্ডে ঘেঁসাঘেঁসি ভাবে হয়। পুং ও স্ত্রীপুষ্প পৃথক পৃথক পুষ্পদণ্ডে থাকে। গাছের গোড়ার দিকে সবগুলি পুংপুষ্প ও কয়েকটি স্ত্রীপুষ্প থাকে। পুংপুষ্পদণ্ড স্ত্রীপুষ্পদণ্ড অপেক্ষা বৃহৎ পুংকেসর প্রায় ১৫টী থাকে। স্ত্রীপুষ্পের মস্তক মুক্ত, ১/১০ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট। ফল নিচে ঝুলিয়া থাকে, ৩ ভাগে চিহ্নিত সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বীজকোষ ১/৩-১/২ ইঞ্চি লম্বা, পশমময় বীজ ১/৪ ইঞ্চি লম্বা ও মসৃণ, প্রত্যেক ফলে ৩টী থাকে। দন্তী দুই প্রকার, লঘুদন্তী ও দীর্ঘদন্তী। লঘুদন্তীর পত্র ডুমুর পাতার ন্যায় এবং দীর্ঘদন্তীর পত্র রেড়ি গাছের পাতার ন্যায়। ইহার সংস্কৃত নাম দন্তী, নাগদন্তী ও দন্তিমূলিকা। ইহার ফুল ফাল্গুন-চৈত্র মাসে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহার মূল বিরেচক। ইহার বীজ বাজারে দন্তী বীজ বা জয়পাল বীজ বলিয়া বিক্রয় হয়।

Dr. Roxburgh বলেন দন্তীর বীজ বিরেচক। জলের সহিত ১টী বীজ খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। দাস্ত বন্ধ করিতে হইলে আর ঔষধ খাওয়া উচিত নহে। দন্তী সমমাত্রায় বিরেচক, অধিক মাত্রায় Narcotic বিষযুক্ত। দন্তী কখন কখন জয়পালের সহিত ব্যবহার হয়।

দন্তী তৈল বাতে মালিশ করিলে বাত আরাম হয়। দন্তীর শিকড় শোথ, সর্ব্বাঙ্গীন শোথ ও কামলা রোগে প্রয়োগ হয়। পাতার কাথ হাঁপানি রোগ নিবারক।

চারি পল দন্তীমূলের রস, ঘৃত ১ পল, অপক্ব দন্তী ফলের কল্ক দ্বারা যথাবিধি পাক করা ঘৃত পান করিলে প্লীহা, পাণ্ডু ও শোথ আরাম হয়। দন্তীমূলের ছালে পুরাতন ইক্ষু গুড় মিশাইয়া শীতল জলের সহিত পান করিলে কামলা রোগ আরাম হয়। দন্তী ভেদক ও কৃমিনাশক। দন্তী ও হরীতকী যোগে দন্তী হরীতকী নামক আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহা প্লীহা, শূল, গুল্ম, অর্শ, হৃদ্‌রোগ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ ও বিষমজ্বরে বিশেষ হিতকর। দন্তী হরীতকী প্রস্তুত করিতে হইলে ২৫টী উৎকৃষ্ট হরিতকী একখণ্ড বস্ত্রে বাঁধিতে হইবে, অনন্তর ২০০ তোলা দন্তী ও ২০০ তোলা ত্রিবৃৎমূল ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিতে হইবে, অবশেষ ৮ সের। এইগুলি

ছাঁকিয়া যে ক্বাথ হইবে উহাতে ২০০ তোলা পুরাতন গুড় মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতে জ্বাল দিয়া আঠার মত করিবে। এই মিশ্রিত দ্রব্যে ত্রিবৃৎমূলের চূর্ণ ৩২ তোলা, পিপুল ৮ তোলা, শুঁঠ ৮ তোলা সংযোগ করিয়া বেশ নাড়িতে হইবে। যখন উহা শীতল হইবে তখন উহাতে ৩২ তোলা মধু, দারুচিনি ৮ তোলা, এলাচ ৮ তোলা, তেজপত্র ৮ তোলা, নাগেশ্বর ফুল ৮ তোলা দিয়া সন্দেশের মত করিবে। পূর্ব্বে যে ২৫টী হরিতকী দেওয়া হইয়াছিল ঐগুলি ৩২ তোলা তিল তৈলে ভাজিয়া রাখিবে। যে মিষ্টান্ন হইল উহা ২ তোলা এবং হরিতকী ১টী প্রত্যহ প্রাতে ব্যবহার্য্য। এই ঔষধ উপরোক্ত রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। (চক্রদত্ত)

দন্তীর যোগে গুড়াষ্টক নামক কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে, দন্তী, ত্রিবৃৎ এবং চিতামূল, গোলমরিচ, পিপুল শুঁঠ এবং পিপুল মূল প্রত্যেকটী সমপরিমাণ লইয়া বেশ গুঁড়া করিতে হইবে। যে সমস্ত দ্রব্যগুলি দেওয়া হইল উহাদের সমান ওজনের গুড় উহাতে মিশ্রিত কর। মাত্রা এক তোলা প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে পেটফাঁপা, শোথ, কামলা, অবরুদ্ধ স্রাব প্রভৃতি রোগ আরাম হয়। (ভাবপ্রকাশ)

কোন স্থান কাটিয়া গেলে দন্তী পাতার রস দিলে রক্ত স্রাব বন্ধ হয়। দন্তী পাতা বাঁধিয়া দিলে ক্ষত স্থানের পুঁয পড়া বন্ধ করিয়া ক্ষত শীঘ্র আরাম করিয়া দেয়। দন্তী মূলের ত্বক পেষণ করিয়া পাকা ফোড়ায় দিলে উহা ফাটিয়া যায়। (Fig. 521.)

Genus—CROTON Linn.

522. C. tiglium Linn. (জয়পাল)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 872B ; Bentl. & Trim., t. 235 ; Rheede, Hort. Mal., ii, t. 33.

Ref.—F. B. I., v, 393 ; F. I., iii, 682 ; B. P., ii, 943 ; Dymock, iii, 281.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে, বাগানে রোপণ করা হয় ; বঙ্গদেশ, আসাম ও ব্রহ্মদেশ।

বিভিন্ন নাম—বা. জয়পাল ; হি. জামালগোটা ; সং. জয়পাল ; তে. নেপালাবীতনা ; তা. নারচালাম।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ এবং তৈল। বীজ ১-২টী, মূল বন্ধ ১-৪ আনা।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত, বৃক্ষ। পত্র ২-৪ ইঞ্চি, যখন শুষ্ক হয় তখন পীতের আভাযুক্ত। পত্র লম্বাকৃতি উহাতে দুই অথবা তিন জোড়া শিরা আছে। পত্রের শেষভাগে মসুর কলাইয়ের অর্ব্বুদ আছে ; পত্রের কিনারাগুলি খণ্ডিত, বোঁটা ১-২ ইঞ্চি ; নরম, পুষ্পবৃন্ত দুই হইতে তিন ইঞ্চি। পুংপুষ্প লোমযুক্ত, এক একটি হয়, ইহার পাপড়ি সরু, কিনারাগুলি লোমযুক্ত। স্ত্রীপুষ্পের পাপড়ি শক্ত, লোমযুক্ত, গোড়ার পাপড়ি নাই ; বীজকোষ ৳-১ ইঞ্চি

লম্বা এবং সাদা, ডিম্বাকৃতি। বীজ ½-¾ ইঞ্চি লম্বা, সামান্ত মোটা এবং ফিকে। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে জয়পালের উল্লেখ নাই। আধুনিক সংস্কৃত বৈদ্য গ্রন্থে ইহার গুণ সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। জয়পালের আর একটি সংস্কৃত নাম কনক ফল। গ্রীষ্মকালে ইহার ফুল হয় ও শীতকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—জয়পালের তৈল ½-১ মিনিম খাইলে অতিশয় দাস্ত হয়। যে সকল রোগী গিলিতে পারে না তাহাদের জিহ্বার পশ্চাৎদিকে লাগাইয়া দিতে হয়। এই তৈল কৃমিনাশক, কৃমিনাশের জন্য রেড়ির তৈলের সহিত ব্যবহার হয়। জয়পাল বীজের প্রলেপ দিলে ত্বক লোহিত বর্ণ হয়। জয়পাল অর্দ্ধমাত্রা খাইলে প্রচুর জলের ন্যায় ভেদ হয় কিন্তু অধিক মাত্রা খাইলে অন্ত্রস্থিত গ্রন্থির উত্তেজনা, পাকযন্ত্রের প্রদাহ, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ হয়। অপস্মার, সংজ্ঞাহীনতা, পক্ষাঘাত ও কোষ্ঠবদ্ধ রোগে ব্যবহার হয়। পাকস্থলীর প্রদাহ কিম্বা কোন শরীরযন্ত্রের প্রদাহ থাকিলে ইহা খাওয়া উচিত নহে। যে রোগী রেচক ঔষধ খাইতে চাহে না তাহার জিহ্বায় কয়েক বিন্দু জয়পালের তৈল দিলে ফল লাভ হয়। ইহা কোষ্ঠবদ্ধ, কৃমি, শোথ, প্লীহা, যকৃৎ বিবৃদ্ধি, পেটফাঁপা, শূল, বাত ও পাথরী রোগে ব্যবহৃত হয়।

বীজের প্রলেপ দিলে বা তৈল মাখিলে মাথা বেদনা, পৃষ্ঠদণ্ডের পীড়া ও পুরাতন কাশ রোগ আরাম হয়। জয়পালের তৈল মালিস করিলে পুরাতন গেঁটে বাত, গর্ভাশয়ের প্রদাহ ও গ্রন্থীর স্ফীততা আরাম হয়।

বিরেচক, জ্বরনাশক, কোষ্ঠবদ্ধ নিবারক, সর্ব্বাঙ্গীন শোথ ও সর্দ্দি নিবারক বলিয়া ইহার খ্যাতি আছে। ইহা পিত্ত ও শ্লেষ্মা নাশক। জয়পাল দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া বাহিরের খোলা ফেলিয়া দিয়া শাঁস পৃথক করিতে হয়। জয়পাল বীজ নেপাল হইতে আসে, ইহা উত্তর পশ্চিম ভারত সীমানায় Dand নামে পরিচিত। মুসলমান বৈদ্যদের মতে জয়পাল বীজ বিরেচক, শ্লেষ্মা ও পিত্ত নাশক, ইহা শোথ ও বাতে প্রয়োগ হয়। ইহা আদার রসের সহিত বালকদিগকে খাওয়াইলে বালকদিগের ঘুংড়ীকাশি ভাল হয়। (জয়পালের বীজের শাঁস বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া গোবর জলে সিদ্ধ করিতে হয়, তৎপরে উহা গুঁড়া করিয়া দুই ভাগ খদির দিয়া এই মিশ্রিত দ্রব্যে দুই গ্রেণ পরিমাণ একটি একটি বটিকা কর, ইহা একটি উৎকৃষ্ট বিরেচক ঔষধ।) (Fig. 522.)

Genus—CHROZOPHORA Neck.

523. Chrozophora plicata A. Juss (কুদিওকরা)

Fig.—Burm. Ind., t. 62, Fig. 1.

Ref.—F. B. I., v, 409; Roxb., F. I., iii, 681; B. P., ii, 944; Prain, H. H., 276.

জন্মস্থান—পঞ্জাব, বর্ম্মা, ত্রিবাঙ্কুর এবং সমগ্র বঙ্গদেশের পুকুরের কিনারায়, শস্যক্ষেত্রে ও পতিত জমিতে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. ক্ষুদিওকরা ; হি. শনবল্লী ; সং. প্যাঙ্কোনারী ; তে. গুরুগুচেট্টু ; প. নীলকণ্ঠি।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, পত্র ও বীজ।

বর্ণনা—দুই ফুট উচ্চ গুল্ম, পুকুরের কিনারায় বা পতিত জমিতে জন্মে। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি অথবা গোলাকার, পুরু, খস্‌খসে, কোঁকড়ান, ফিকে সবুজবর্ণ, উভয়দিকে লোম আছে, বোঁটা ১-২ ইঞ্চি লম্বা, পাতায় তিনটী বিভাগ (খাঁজ) আছে। পুংপুষ্পের বহির্ব্বাস ⅛ ইঞ্চি লম্বা, পাপড়ি ছোট ছোট ; পুংকেশর ১৫টী, দুই থাকে জন্মে। স্ত্রীপুষ্পের বোঁটা ⅒ ইঞ্চি লম্বা, ত্রিকোণাকার পাপড়ি ছোট ও সরু। ফলের ব্যাস ⅙ ইঞ্চি, ঘন লোমাবৃত, কণ্টকময় ফুল শ্বেতবর্ণ। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শিকড়ের ছাল বালকদিগের সর্দ্দিতে দেওয়া হয়। বীজ বিরেচক (Stewart)। ইহা কুষ্ঠরোগের মূল্যবান ঔষধ (Drury)। সামতালেরা ইহার শিকড় করমচার শিকড়ের সহিত মিশাইয়া বেলেস্তারা দেয় (A. Campbell)। শুষ্ক পাতার কাথে একটু সরিষার তৈল দিয়া ব্যবহার করিলে কুষ্ঠরোগ আরাম হয় (Dymock, iii, 316)। (Fig. 523.)

Genus—EUPHORBIA Linn.

524. Euphorbia antiquorum Linn. (বাজবারণ)

Fig.—Wight, Ic., t. 897 ; Rheede, Hort. Mal., ii, t. 42 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 851.

Ref.—F. B. I., v, 255 ; Roxb., F. I., ii, 468 ; B. P., ii, 923 ; Dymock, iii, 253 ; Prain, ii, 271.

জন্মস্থান—দক্ষিণ ভারত ও বঙ্গদেশের বহুস্থানে বেড়ায় ব্যবহার করে।

বিভিন্ন নাম—বা. বাজবারণ, তেশিরেমনসা, তেকাঁটাশির ; হি. তিধারা ; সং বজ্রকণ্টক ; সাম. এতকেক ; তে. বনতাকেমেছু ; তা. তিরিকাল্লী।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, শিকড়ের ছাল এবং আঠা।

বর্ণনা—গাছ প্রায় ২৫ ফুট উচ্চ হয়, শাখা ৫।৬ ইঞ্চি, ত্রিকোণাকার, সবুজ, স্থূল ও নরম, পার্শ্বে ৩টী শিরা ও শক্ত কাল কাঁটা আছে ; কাণ্ড শক্ত, কখন কখন ২।৩ ফুট উচ্চ হয়, ছাল পুরু, খসখসে, ঢেউখেলান ও ধূসরবর্ণ, গাছে দুগ্ধের ন্যায় আঠা আছে। সব গাছের পাতা হয় না ; কখন কখন নরম ছোট ছোট কতকটা গোলাকার পাতা হয় ; তাহা শীঘ্র

পড়িয়া যায়। পাতায় শিরা নাই, বোঁটা ক্ষুদ্র। ফুল উভয়লিঙ্গবিশিষ্ট, প্রায় ½ ইঞ্চি, সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ কিম্বা গাঢ় লালবর্ণ। ফল ½ ইঞ্চি। (প্রবাদ আছে, এই গাছ ছাদে রাখিলে বাড়ীতে বাজ পড়ে না, এইজন্য ইহার আর এক নাম বাজবারণ।) গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় বাটিয়া বালকদিগের পেটে লেপন করিলে কৃমি আরাম হয়। শিকড়ের ছাল বিরেচক এবং কাণ্ডের ক্বাথ বাতে ব্যবহার হয় (Rheede)। শাখার রস বিরেচক, ইহা কোমরের বেদনা, বাতের বেদনা ও দাঁতের বেদনায় ব্যবহার হয়। ইহার রস অতিশয় ভেদক, শোথ, স্নায়বিক রোগ এবং বধিরতায় প্রয়োগ হয় (Baden-Powell)। নিঘণ্টুমতে ইহা ভেদক, হজমকারক ও তিক্ত, এবং কোষ্ঠবদ্ধতা, পেটফাঁপা, শোথ, বাত, প্লীহা, কুষ্ঠ এবং কামলা রোগে ব্যবহার হয়। ইহার দুগ্ধের ন্যায় আঠা ছোলার ছাতুর সহিত ভাজিয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া খাইলে গনোরিয়া আরাম হয় (Dymock)। ইহার অপরাপর গুণ মনসাসিজের ন্যায়। (Fig. 524.)

525. E. nerifolia Linn. (মনসাসিজ)

Fig.—Rumph. Herb. Amb., iv, t. 40; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 849.

Ref.—F. B. I., v, 255; Roxb., F. I., ii, 465; B. P., ii, 923; Dymock, iii, 253; Wall., Ill., Pt. 2, 297; Prain, H. H., 272.

জন্মস্থান—ভারতের বহুস্থানে, সিকিম, ভূটান এবং বঙ্গদেশে সচরাচর বেড়ায় রোপণ করে। ইহা হিন্দুদিগের একটী পবিত্র গাছ।

বিভিন্ন নাম—বা. মনসা; সং. স্নুহি; হি. সিজ; বর্ম্মা—সেহুন; Eng. Common Dulkhedge.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, পাতা ও আঠা। মাত্রা পত্ররস ১-২ তোলা, শুষ্ক আঠা ½-১ আনা।

বর্ণনা—ছোট সোজা গাছ, সূক্ষ্ম লোম আছে। কাণ্ড ও শাখা কণ্টকময় ও গোলাকার; গাছের শাখা প্রসার, কাঁটা ⅛-¼ ইঞ্চি লম্বা। পত্র ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা, মোটা, শীতকালে পাতা পড়িয়া যায়। পাতার গোড়ার দিক ক্রমশঃ সরু, অগ্রভাগ ১-১½ ইঞ্চি চওড়া, গোলাকার, বোঁটা ছোট। ফুল পীতের আভাযুক্ত, ছোট ও বোঁটায় আবদ্ধ। বীজকোষ ½ ইঞ্চি, বীজ চেপ্টা, কোমল লোমযুক্ত। বহু কাঁটাযুক্ত বড় মনসা গাছকে স্নুহী বলে। সূতীক্ষ্ন অল্প কণ্টকযুক্ত গাছকে গোহস্ত বলে। আর এক প্রকার মনসা আছে উহার পাতা প্রায় থাকে না। আরও কয়েক প্রকার মনসা আছে তাহার ব্যবহার বৈদ্যশাস্ত্রে নাই। বসন্তকালে ইহার ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কথিত আছে, ইহার শিকড় সর্পবিষ নিবারক। পাতার রস হাঁপানির টান আরাম করে। হিন্দু বৈদ্যমতে ইহার শ্বেতবর্ণ আঠা বিরেচক। হরিতকী, পিপুল, ত্রিবৃৎমূল ইহার সহিত মিশাইয়া শোথ এবং বাতে প্রয়োগ হয়। পাতার রস কানের বেদনা আরাম করে এবং মূল বাটিয়া চক্ষে দিলে চক্ষু উঠা আরাম হয় (Watt)। ইহার রস শোথ, অবিরাম জ্বর আরাম করে, মাত্রা ২০ গ্রেণ। নিম তৈলের সহিত মিশাইয়া বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে পুরাতন বাত আরাম হয় (Met. Med. Ind., ii, 97)। মনসার রস লাগাইলে ঘায়ের পোকা মরিয়া যায়, কানে দিলে কান বেদনা আরাম হয়। ইহার রস মধু এবং সোহাগার সহিত অল্প মাত্রায় সেবন করিলে বুকের সর্দ্দি উঠিয়া যায়। হলুদের গুঁড়া মনসা আঠায় মিশাইয়া অর্শে দিলে অর্শ আরাম হয়। দারুহরিদ্রার গুঁড়া, মনসা ও আকন্দ আঠায় ভিজাইয়া বাতি প্রস্তুত করতঃ ভগন্দরে ও অপরাপর শোষ ঘায়ে প্রবেশ করাইলে উহা আরাম হইয়া যায়। আতপ চাউল মনসা আঠায় ভাবনা দিয়া তদ্দারা পিঠা তৈয়ারী করিয়া ভোজন করিলে উদরী রোগ আরাম হয় (চক্রদত্ত)। মনসার মূল চিবাইয়া দাঁতের মূলে দিলে দাঁতের পোকা পতিত হয়। মনসা পাতা আকন্দ পাতায় জড়াইয়া অঙ্গারে দগ্ধ করতঃ একটু গরম থাকিতে কানে দিলে কান কটকটানি আরাম হয়।

অর্কপত্রপুটে দগ্ধঃ স্নুহীপত্রভবোরসঃ।
কদুষ্ণ পূরণাদেব কর্ণশূল নিবারণঃ॥

দুই তিন বৎসরের মনসা গাছ অস্ত্রের দ্বারা কাটিয়া শীতের শেষভাগে আঠা গ্রহণ করিতে হয়। মনসা আঠা অতি সাবধানে প্রয়োগ করা উচিত নতুবা নানাবিধ অনিষ্ট হইতে পারে। (Fig. 525.)

526. E. Tirucalli Linn. (জটালঙ্কা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 44; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 849B.

Ref.—F. B. I., v, 254; Roxb., F. I., ii, 470; B. P., ii, 924; Wall., iii, Pt. 2, 301; Prain, H. H., 272.

জন্মস্থান—সিন্ধুদেশ, দাক্ষিণাত্য, কঙ্কন, গুজরাট ও বঙ্গদেশে সচরাচর দেখা যায়। আদিম বাসস্থান আফ্রিকা।

বিভিন্ন নাম—বা. জটালঙ্কা, লঙ্কাসিজ; হি. সেহুন্দ; তা. তিরুকাল্লী; তে. জেমুডু।

ব্যবহার্য্য অংশ—আঠা ও ছাল; মাত্রা আঠা ১-৩ ফোঁটা।

বর্ণনা—এই গাছ আফ্রিকা হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছে। ইহা প্রায়ই বেড়ায় ব্যবহৃত হয়। গাছ ১৫-২০ ফুট উচ্চ হয়, নরম মসৃণ উজ্জ্বল এবং সবুজবর্ণ শাখা প্রশাখা হয়। সরু

পাতা গাছের অগ্রভাগে থাকে, কিন্তু গাছ বড় হইলে পাতা পড়িয়া যায়। ডাল শক্ত, পুরাতন গাছের কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ ও শক্ত কাষ্ঠ হইতে বেশ বারুদের কয়লা হয়। গাছের গুঁড়ির ব্যাস ৬-১০ ইঞ্চি, সবুজবর্ণ ও গোলাকার, পত্র নরম ½ ইঞ্চি লম্বা। বীজকোষ ⅓ ইঞ্চি লম্বা, গাঢ় ধূসরবর্ণ, তিনভাগে বিভক্ত, ফল চেপ্টা, বীজ গোলাকার ও মসৃণ। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—রস বিরেচক; বেদনাযুক্ত স্থানে লাগাইলে বেদনা আরাম হয়। Dr. Rheede বলেন ইহার শিকড়ের কাথ পেটের বেদনায় ব্যবহৃত হয় এবং দুগ্ধের ন্যায় আঠা মাখমের সহিত খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। Dr. Rumphius বলেন যে কোন স্থান ভাঙ্গিয়া গেলে ইহার আঠা প্রদান করিলে বেদনা নিবারণ হয়; ইহার ১-৪ ফোঁটা আঠা গুড় কিম্বা ছোলার ছাতুর সহিত খাইলে জোলাপের কার্য্য করে। জটাশঙ্ক পুকুরের জলে দিলে মাছ মরিয়া যায় (Dymock)। জটালঙ্কার সাদা আঠা উপদংশ রোগ নাশ করে। Dr. J. Shortt বলেন যে তিনি উক্ত রোগে প্রাতে ও রাত্রে ৫ গ্রেণ হিসাবে ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ ফল লাভ করিয়াছেন (Ph. Ind.)।

527. E pilulifera Linn. (বড়কেরুই)

Fig.—Burm. Thes. Zeyl., t. 104 & 105, fig. 1; Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., t. 846A.

Ref.—F. B. I., v, 250; Roxb., F. I., ii, 472; B. I., ii, 925; Prain, H. H., 272; Dalz. & Gibs, Bomb. Fl. 227.

জন্মস্থান—ভারতবর্ষে উষ্ণপ্রধান দেশে এবং বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় শস্যক্ষেত্রে, বাগানে, পতিত জমিতে, রাস্তার ধারে ও রেল রাস্তার ধারে প্রায় সকল স্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. বড়কেরুই; হি. দুধি; সাম. পুখিত্তোয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—পাতা এবং রস।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গাছ, খাড়াভাবে ও অবনতভাবে জন্মে, শক্ত লোমযুক্ত কাণ্ড ১-২ ফুট। পত্র কাণ্ডের উভয়দিকে যুগ্মভাবে হয়। পত্র লম্বা ডিম্বাকৃতি, করাতের ন্যায় দাঁতযুক্ত ১-২ ইঞ্চি ছোট, বৃন্ত ছোট, পত্রের শিরাগুলি স্পষ্ট দেখা যায়। পুষ্পবৃন্ত ছোট, ফুল $\frac{1}{20}$ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত; বীজকোষ $\frac{1}{20}$ ইঞ্চি লোমযুক্ত। বীজ ফিকে ধূসরবর্ণ, সূক্ষ্মকোণী ও গোলাকার। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কথিত আছে ইহার হাঁপানি ও পুরাতন বক্ষপ্রদাহ আরাম করিবার শক্তি আছে। বড়কেরুই ও ছোটকেরুই, উভয় প্রকার কেরুই রক্ত আমাশয় ও পেট

বেদনায় ব্যবহার হয়। বড়কেরুই বালকদের কৃমি, পেটের দোষ ও সর্দ্দিতে বিশেষ হিতকর। কখন কখন ইহা গনোরিয়া রোগে ব্যবহার হয় (S. Arjun)। সাঁওতালেরা ইহার শিকড় বমন নিবারণের জন্য ব্যবহার করে। প্রসূতিদের স্তনদুগ্ধ কমিয়া গেলে ইহা ব্যবহার করিলে তাহাদের স্তনে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ আনয়ন করে (Dymock)।

528. E. microphylla Heyne (ছোটকেরুই)

Fig.—Journ. Coll. Science, Tokyo, xx, Art. 3, t. 5; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 848B.

Ref.—F. B. I., v, 252; Roxb., F. I., ii, 473; B. P., ii, 925; Prain, H. H., 273.

জন্মস্থান—দক্ষিণ ভারত, বুন্দেলখণ্ড ও বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র দেখা যায়। হুগলী জেলার পশ্চিমভাগে প্রায়ই দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. ছোটকেরুই বা খিরুই; সাঁওতাল—দুধিয়াফুল।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ইহা মাটীতে গড়াইয়া কিংবা বিস্তৃত হইয়া জন্মে। কাণ্ড পত্রময়, নরম, বহুশাখাবিশিষ্ট, ৪-১০ ইঞ্চি লম্বা। পত্র ছোট ১/৬-১/৪ ইঞ্চি, লম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ গোলাকার। কোন কোন পত্রে দাঁত থাকে। পুষ্পবৃন্ত ক্ষুদ্র, ত্রিকোণাকার, পুষ্পদণ্ডের কচিপাতা, তরবারি আকৃতি। বীজকোষ ছোট বোঁটায় থাকে, ইহার ব্যাস ১/১২ ইঞ্চি। ফলে ছাল আছে, উহা সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বীজ মসৃণ, ঈষৎ নীলবর্ণ, আঠাযুক্ত। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছোটনাগপুরে এই গাছের সহিত Cryptolepis Buchanani R. & S. করন্ট বা সাঁওতালী উতরিদুধি গাছের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রসূতিদের স্তন-দুগ্ধ বাড়াইবার জন্য প্রয়োগ করে (Rev. A. Campbell)।

529. E. thymifolia Burm. (শ্বেতকেরুই)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x, t. 33; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 847.

Ref.—F. B. I., v, 252; Roxb., F. I., ii, 473; B. P., ii, 925; Prain, H. H., 272.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে সাধারণতঃ মাঠের ধারে, বাগানে ও রাস্তার কিনারায় দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. শ্বেতকেরুই; হি. ছোটদুধি।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—কোমল লোমযুক্ত, বহুশাখাবিশিষ্ট বর্ষজীবী গুল্ম; কাণ্ড, ৪-১২ ইঞ্চি, মাটীতে গড়াইয়া জন্মে। পত্রের কিনারায় সূক্ষ্ম দাঁত আছে, ½ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের অগ্রভাগ মোটা ও গোলাকার, কাণ্ডে যুগ্ম পত্র হয়। পুষ্পদণ্ড ক্ষুদ্র ও সরল। স্ত্রীকেসর ছোট। বীজকোষ কোমল লোমযুক্ত, বীজ কোঁকড়ান। গাছ দেখিতে তাম্রবর্ণ, পুষ্প বৎসরের সকল সময়েই থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার রস কিংবা গাছের গুঁড়া দষ্টস্থানে মধুর সহিত লাগাইলে বিষাক্ত সর্পের বিষ নষ্ট করে এবং দুগ্ধের সহিত ইহা খাইলে ভেদ ও বমন হইয়া সর্পবিষ শরীর হইতে বাহির করিয়া দেয়। ইহার গনোরিয়া রোগের স্রাব নষ্ট করিবার শক্তি আছে। পত্র ও বীজ শুষ্ক অবস্থায় সৌগন্ধযুক্ত এবং কামোত্তেজক। তামিল ডাক্তারেরা ইহা বালকদের কৃমি রোগে প্রয়োগ করেন, তাঁহারা সাধারণতঃ খালিপেটে ছানার জলের সহিত ইহার গুঁড়া দিবাভাগে সেবন করান।

ইহার পত্র যত্নে শুষ্ক করিলে চায়ের মত হয় (Mat. Med. Ind., ii, 75)। Dr. Irvine বলেন ইহা উত্তেজক ও মৃদু বিরেচক। ইহার পত্র কঙ্কন দেশে বড় কৃমি নাশে ব্যবহার হয়। Dr. O'Shaughnessy বলেন ইহা অতিশয় ভেদক। সাঁওতালেরা ইহার শিকড় স্ত্রীলোকের বাধক বেদনায় প্রদান করে (Dymock)।

Genus—JATROPHA Linn.

530. J. Curcas Linn. (বাগাভেরেন্দা)

Fig.—Jacq. Hort. Vind., iii, t. 63; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 867B.

Ref.—F. B. I., v, 383; Roxb., F. I., iii, 686; B. P., ii, 941; Dymock, iii, 274; Prain, H. H., 275.

জন্মস্থান—ইহার আদি জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকা ব্রাজিলে; বঙ্গদেশের বহুস্থানে বেড়ায় ব্যবহার করে।

দেশীয় নাম—বা. বাগাভেরেন্দা; হি. এরণ্ড; তা. কাট আমুনক; তে. নেপালাম্; সং. কানন এরণ্ড।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, শিকড়ের ছাল।

বর্ণনা—সবুজ পত্রাচ্ছাদিত উদ্ভিদ। কাণ্ড ৫-৬ ফুট, বহু শাখা প্রশাখা হয়। নূতন ডাল সূক্ষ্মলোমযুক্ত, আঠা সাবানের ন্যায়, জল দিয়া রগড়াইলে ফেনা হয়। ডাল ধূসরবর্ণ, মসৃণ, উজ্জ্বল। গাছ একটু বড় হইলে পাতলা কাগজের ন্যায় ছাল উঠে। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, ছিদ্রযুক্ত ও

নরম শোলার ন্যায়। পত্র ৩ হইতে ৫ ভাগে অগভীর ভাবে খণ্ডিত। বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা; বোঁটা ৫-৯ ইঞ্চি লম্বা। ফুল পীতবর্ণ কিংবা পীতের আভাযুক্ত সবুজবর্ণ। পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়। পুংকেসর ১০টী, ২ থাকে জন্মে। স্ত্রীকেসরের মস্তক পীতবর্ণ কিংবা শুষ্ক হইলে ধূসরের আভাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ। ফল গোলাকার ঈষৎ লম্বা সবুজবর্ণ পরে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। বীজে তৈল আছে। গ্রীষ্মকালে ফুল ও ফল হয়। কাষ্ঠ হইতে বারুদের কয়লা হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজের তৈল বিরেচক এবং বমন কারক, ইহা পাঁচড়া প্রভৃতি রোগে ব্যবহার হয় (Gamble)। ইহার পাতলা তৈল পুরাতন বাতের পক্ষে হিতকর। ইহার পাতার কাথ স্তনে দিলে স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি হয় (Pharm. Ind.)। গোয়া দেশে ইহার শিকড়ের ছাল বাতে প্রলেপ দেয়। ইহার আঠা হিংএর সহিত এবং ছানার জলের সহিত ব্যবহার করিলে অজীর্ণ ও উদরাময় আরোগ্য হয় (Dymock)।

ইহার পাতা ও রেড়িগাছের পাতার দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার হয়। ভেরেণ্ডা আঠা খোস, পাঁচড়া ও চুলকানিতে এবং কাউর ঘায়ে দিলে বেশ ফল পাওয়া যায়।

531. J. gossypifolia Linn. (লালভেরেণ্ডা)

Fig.—Bot. Reg., t. 746; Jacq. Ic. t. 633; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t.

Ref.—F. B. I., v, 383; B. P., ii, 941; Prain, H. H., 275; Dymock, Cook Fl. Bombay, ii, 597.

জন্মস্থান—ইহার আদি বাসস্থান আমেরিকা, বঙ্গদেশের জঙ্গলে রাস্তার ধারে ও পতিত জমিতে বহু পরিমাণে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. লালভেরেণ্ডা; সং. নিকুম্ভ; তা. আদ্দালয়; তে. নেলাক্রসিদা।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও তৈল।

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয় গাছ, রাস্তার ধারে ও জঙ্গলের কিনারায় জন্মে। ইহার রস পীতের আভাযুক্ত। কাণ্ড ছোট ও শক্ত; পত্র ৩-৪ ইঞ্চি, ইহাতে ৩।৫টী অগভীর খণ্ড আছে। বিভাগগুলি ডিম্বাকৃতি, স্থানে স্থানে অস্পষ্ট, অগ্রভাগ সরু, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, কিনারা করাতের ন্যায় কর্তিত। বোঁটা ২-৩ ইঞ্চি লম্বা। ফুল সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ (Hodder), কিন্তু Dr. Dymock বলেন ফিকে লালবর্ণ। পুংপুষ্প সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ, পুষ্পনল ছোট, পুংকেসর ৮টী। স্ত্রীপুষ্পের বহির্ব্বাস গোড়ায় ৫ অংশে বিভক্ত, গর্ভাশয় সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ফল মসৃণ, গায়ে খাঁজ আছে। ফলের ব্যাস ½ ইঞ্চি, প্রায় ৩

ভাগে বিভক্ত। বীজের আকৃতি মসৃণ, লম্বাকৃতি, উজ্জ্বল ও কৃষ্ণবর্ণ (Brandis and Gamble)। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজের তৈল উত্তেজক, ইহা বাতে ও পক্ষাঘাতে ব্যবহার হয়। তৈল বিরেচক, ইহা ক্ষতশোষ, ক্ষতে, অতিশয় আঘাত জনিত বেদনা ও কৃমিতে ব্যবহার হয়। ইহার শিকড় জলের সহিত বাটিয়া বালকদিগকে দিলে তাহাদের উদর বিবৃদ্ধি আরাম হয়। ইহা অতিশয় ভেদক এবং গলার গ্ল্যাণ্ড ফোলা আরাম করে। ইহার রস চক্ষে দিলে চক্ষের ঝাপ্‌সা আরাম করে।

Genus—RICINUS Linn.

532. R. communis Linn. (গাবভেরেণ্ডা)

Fig.—Bent. & Trim., t. 237; Rheede, Hort. Mal., ii, t. 32; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 878, Reichb. Hort. Bot. t. 153.

Ref—F. B. I., v, 457; Roxb., F. I., iii, 689; B. P., ii, 952; Dymock, iii, 301; Prain, H. H., 277; Brandis, For. Fl, 453.

জন্মস্থান—ভারতের বহু স্থানে চাষ হয়, বঙ্গদেশে চাষ হয় ও পতিত জমিতে এবং রেল রাস্তার ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. গাবভেরেণ্ডা, বেড়ি, সং. এরণ্ড; তে. আমুতাপুচেট্টু; তা. আন আনাককাম চেদী। Eng. Castor oil plant।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, ত্বক, পত্র, বীজ ও তৈল। মাত্রা—মূল ত্বক কল্ক ¼-½ তোঃ; মূলের কাথ ৫-১০ তোঃ; মূল রস ১-২ তোঃ; পত্র কল্ক ১-২ তোঃ; পত্রের ছাই ¼-½ তোঃ; বীজ শস্য ২-৬ টা; তৈল ২½-৪ তোঃ।

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ ৫-১২ ফুট উচ্চ হয়। পত্র সবুজ কিংবা লালের আভাযুক্ত, ১-২ ফুট। পত্র কতকটা হস্তাঙ্গুলিবৎ, পত্রের বিভাগগুলি লম্বা ও গোলাকার, অগ্রভাগ সরু। পত্রের বোঁটা ফাঁপা ৪-১২ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড মোটা শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট। পুংপুষ্পের ব্যাস ⅓ ইঞ্চি, স্ত্রীপুষ্পের উপরে থাকে। পুংকেসর অনেক আছে, স্ত্রীপুষ্পের বহির্ব্বাস ⅓ ইঞ্চি লম্বা। গর্ভাশয় ৩টী পরদা বিশিষ্ট; স্ত্রীকেসর বিস্তৃত, গাঢ় লালবর্ণ। বীজকোষ গোলাকার, ½-১ ইঞ্চি লম্বা; বীজ লম্বা মসৃণ, মাংসল, শ্বেতবর্ণের দাগবিশিষ্ট। ফলের গাত্র কণ্টকিত। বীজ ধূসর ও কৃষ্ণবর্ণ। আর এক প্রকার ভেরেণ্ডা আছে, উহাকে রক্ত এরণ্ড বলে; উহার কাণ্ড লাল ও পত্র রক্তবর্ণ; উভয়ের গুণ এক। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পরিভাষা অনুসারে ভেরেণ্ডা বীজের কাথ পান করিলে পিত্তোদর আরাম হয়। এরণ্ড পত্রের অন্তরধূমদগ্ধ ক্ষার, ত্রিকটু তিল তৈল এবং পুরাতন গুড়ের সহিত খাইলে কাস আরাম হয় (চরক)। এরণ্ড পাতা ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে রাতকানা আরাম হয় (বাগভট)। ইহার বীজের পায়স খাইলে কটিশূল ও গৃধ্রসী আরাম হয়। শুট ও এরণ্ড মূলের কাথ হিং ও সচ্চল লবণযোগে পান করিলে সদ্যঃশূল আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

যষ্টিমধুর কাথের সহিত এরণ্ড তৈল পান করিলে পিত্তশূল পৈত্তগুল্ম আরাম হয় (চক্রদত্ত)। এরণ্ড পত্রের পুট পক্বরস ও আদার রস সমভাগে লইয়া যষ্টিমধুর কল্কসহ পাক করিয়া তিল তৈল ও সৈন্ধব লবণ যোগ করিয়া অল্প গরম থাকিতে কর্ণ পূরণ করিয়া দিলে কর্ণশূল আরাম হয়। সৈন্ধব লবণযুক্ত এরণ্ড পত্রের রস চোখ উঠার পক্ষে হিতকর (বঙ্গসেন)। এরণ্ড তৈল, পেটফাঁপা, কোষ্ঠবদ্ধ, জ্বর, বাত, পুংজননেন্দ্রিয়ে প্রদাহ, বস্তি প্রদাহ, গনোরিয়া, অশ্মরী, মূত্রমার্গে সঙ্কোচজনক পীড়ায় হিতকর। আদার রসের সহিত পান করিলে তৎক্ষণাৎ শূল বেদনা কমিয়া যায়। রেড়ীর বীজের প্রলেপ দিলে ফোড়া শীঘ্র পাকিয়া উঠে এবং বাতের ফুলা কমিয়া যায়।

প্রসূত নারীর বর্দ্ধিত স্তনে ও বেদনান্বিত স্তনে গরম এরণ্ড পত্রের প্রলেপ দিলে এবং এরণ্ড পত্রের কাথ সেবন করিলে স্তন্যস্রাব করাইয়া ফুলা ও বেদনা কমিয়া যায়। গরম এরণ্ড পত্র বস্তিদেশে স্থাপন করিলে আর্ত্তব রজস্রাব বর্দ্ধিত হয়। এরণ্ড মূলের ছাল রসায়ন এবং পুরাতন প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি কমাইয়া দেয় (R. N. Khori, ii, 553)।

এরণ্ড পুরাতন বাত রোগে বিশেষ ফলপ্রদ, এইজন্য ইহার অপর নাম "বাতারি"। ইহার শিকড় বাতে ও কটি-বাতে ব্যবহার্য্য। রেড়ীর তৈল বিরেচক, ইহা গোমূত্র অথবা আদার রস অথবা দশমূল পাচনের সহিত ব্যবহার্য্য।

> দশমূলকষায়েণ পিবেদ্বা নাগরাম্ভসা।
> কটিশূলেষু সর্ব্বেষু তৈলমেরণ্ডসম্ভবম্। (চক্রদত্ত)

বীজ পরিষ্কার ও পেষণ করিয়া কাইয়ের মত হইলে জলে ও দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া পান করিলে কটি-বেদনা এবং গৃধ্রসী আরাম হয়।

> বিশোধ্যৈরণ্ডবীজানি পিষ্ট্বা ক্ষীরে বিপাচয়েৎ।
> তৎপায়সং কটিশূলে গৃধ্রস্যাং পরমৌষধম্॥

রেড়ীর শিকড়ের কাথ বাত রোগ নাশক। ইহার ছাল পাতা এবং শিকড়ের কাথ জল ও ছাগ দুগ্ধের সহিত ব্যবহার করিলে নূতন বসন্তের উদ্ভেদ কমিয়া যায়। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহার তৈল ভেদক, হাঁপানি নিবারক, পেটফাঁপা জনিত বেদনা, বাত, ফুলা, শোথ এবং

ঋতুনাশ রোগে ব্যবহার করিতে নির্দ্দেশ দেন। ইহার টাটকা রস অহিফেন এবং অপরাপর বিষ বমনের জন্ত ব্যবহার হয়। শিকড়ের ছাল বমন কারক এবং চর্ম্ম রোগ নিবারক (Dymock)। ইহার কাথ স্ত্রীলোকের স্তন্য বৃদ্ধিকারক ও ঋতুকর (Bently Trimen)।

Genus—PUTRANJIVA Wall.

533. P Roxburghii Wall (পুত্রঞ্জীব)

Fig.—Brand, For. Fl., 451. t. 53; Wight, Ic., t. 876; Rheede, Hort. Mal., vii, t. 59.

Ref.—F. B. I., v, 336; Roxb., F. I., iii, 766; B. P., ii, 937; Prain, H. H., 274; Dalz. & Gibs., Bomb. Fl., 236.

জন্মস্থান—করমণ্ডল উপকূল, পাটনা, মুঙ্গেরের পার্ব্বতীয় প্রদেশ, বঙ্গদেশের রাস্তার ধারে ও বাগানে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা, সং. পুত্রঞ্জীব, ঘুনিফল; হি. জিয়াপুত; তা. কুরুপালী; তে. কাবরঞ্জুবী।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল ও বীজ।

বর্ণনা—এই গাছ ৩০-৫০ ফুট উচ্চ হয়। কাণ্ড সরল, চারিদিকে অনেক ডালপালা হয়, সরু সরু ডালগুলি ঝুলিয়া পড়ে। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা মাথা মোটা বা সরু, ফুল ছোট পীতবর্ণ, পুংপুষ্প পুষ্পদণ্ডে গুচ্ছবদ্ধ হয়। স্ত্রীপুষ্প এক একটা কিম্বা জোড়া জোড়া হয়। বৃন্ত ½-১ ইঞ্চি কোমল লোমযুক্ত। ফলে একটা বীজ থাকে, ফল দেখিতে বকুলের মত, গোলাকার; বীজ শ্বেতবর্ণ ও কুঞ্চিত। মার্চ্চ ও এপ্রেল মাসে ফুল হয়। জানুয়ারী মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত গ্রন্থে নিম্নলিখিত গুণ বর্ণিত আছে :—

> পুত্রঞ্জীবো গর্ভকরো যষ্টিপুষ্পোঽর্থসাধকঃ।
> পুত্রঞ্জীবো গুরুবৃষ্যো গর্ভদঃ শ্লেষ্মবাতহৃৎ॥
> সৃষ্টমূত্রমলোরুক্ষোহিমঃ স্বাদু পটুঃ কটুঃ।

প্রবাদ আছে যে ইহার আঁটী ছিদ্র করিয়া বালকের গলায় ঝুলাইয়া দিলে ছেলে দীর্ঘজীবী হয়। ইহার বীজ রক্ত আমাশয় নাশক, উত্তেজক, উষ্ণবীর্য্যক ও বলকারক। শিকড় তিক্ত ও জ্বরনাশক। পাতার কাথ চক্ষুরোগের ধৌতকর ঔষধ রোগে ব্যবহার হয়। (চীনদেশে ইহার বীজ মূত্রকর বলিয়া নির্দ্দেশ দেয়)

Genus—TRAGIA Linn.

534. T. involucrata Linn. (বিছুটী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 880.

Ref.—F. B. I., v, 465; Roxb., F. I., iii, 576; B. P., ii, 952; Watt, vi, Pt. 4, 471; Dymock, iii, 313; Prain, H. H., 277.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র, পতিত জমি ও বেড়ার ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. বিছুটী; হি. বারহন্ত; তে. দুলাখন্দি; তা. কানচুরি; সং. বৃশ্চিকার্য্যা।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—বৃক্ষারোহী লতা অতিশয় ঘনশাখাবিশিষ্ট, ৪-৫ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশ সরু, উভয় দিকে পশমের ন্যায় শ্বেতবর্ণ লোম আছে, পত্রের বোঁটা ½-½ ইঞ্চি। পত্রের কিনারা কর্ত্তিত, লোমযুক্ত, ২-৪ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পদণ্ড ১-৪ ইঞ্চি লম্বা হয়। পুষ্পদণ্ড খাড়া এবং অনেক ফুল হয়। এই গাছে হাত দিলে চুলকাইয়া জ্বালা করে। লতার প্রত্যেক গাঁইট হইতে ফুল বাহির হয়। হুকার সাহেব লিখিত 'ফ্লোরা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া' নামক পুস্তকে এই গাছ ৪ জাতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রথমটিকে T involucrata proper বলা হয় এবং অপর তিনটিকে উহার variety বলা হয়, যথা—Var. cordata Muell., ইহার পাতা চৌড়া, ডিম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, কিনারা মোটা মোটাভাবে কর্ত্তিত; আর এক প্রকার বিছুটী আছে, ইহা Var. angustifolia, ইহার পত্র সরু ঘাসের ন্যায় লম্বা, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি; এবং Var. cannabina Linn., ইহার পত্র দেখিতে তালপত্রের ন্যায়, ৩ অংশে বিভক্ত ও দাঁতযুক্ত। আর এক প্রকার লাল বিছুটী আছে, ইহার নাম Fleurya inter- rupta Gaud (F. B. I., v, 548; B. P. ii, 961; Prain, H. H., 278); ইহা Urticaceae order ভুক্ত।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার কাথ ½ চামচে দিবসে ২ বার সেবন করিলে পুরাতন উপদংশ ঘটিত রোগ আরাম হয়। বিছুটীর শিকড় কুষ্ঠরোগে বাহ্যিক প্রয়োগ হয়। ইহার শিকড় আদার সহিত মাথায় দিলে মাথাবেদনা আরাম হয়। কঙ্কন দেশীয় লোকেরা ইহার শিকড় ঘায়ের পোকা মারিবার জন্য প্রলেপ দেয়। তুলসী পাতার রসের সহিত ইহার মূল বাটিয়া পাঁচড়ায় লাগাইলে পাঁচড়া আরাম হয় (Dymock)। ইহার ফল অল্প জলের সহিত টাকে রগড়াইলে ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) আরাম হয়। বিছুটী ফল বাটিয়া ফোড়ায় প্রলেপ দিলে উহা শীঘ্র পাকিয়া যায়। Var. T. cannabinaর শিকড় মূত্রকর ও ত্রিদোষ-নাশক। ইহার ছেঁচা রস ½ চামচ দিবসে ২ বার সেবন করিলে জ্বরের প্রকোপ কমিয়া যায়।

ইহার শিকড় ঘর্ম্মকর, প্রবল জ্বরে যখন হস্তপদ বেদনা ও হস্ত ও পদের অগ্রভাগ শীতল হয় তখন শিকড়ের কাথ ২-৪ আউন্স সেবন করিলে জ্বর কমিয়া আইসে। ইহার শিকড় (১ : ১০) মিশাইয়া কাথ হয়, উহা ব্যবহার করিলে জ্বরের সহিত প্রাদাহিক কাশি আরাম হয়।

Genus—CLEISTANTHUS Hook, f.

535. C. collinus Benth. (গারুরি)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., ii, 37, t. 169; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 856.

Ref.—F. B. I., v, 274; Roxb., F. I., iii, 732; B. P., ii, 928; Dymock, iii, 269.

জন্মস্থান—ভারতের শুষ্ক আবহাওয়াযুক্ত অঞ্চলে, সিমলা হইতে বেহার পর্য্যন্ত স্থানে, দাক্ষিণাত্যে বুন্দেলখণ্ডে ও মধ্য ভারতে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—হি. বা. গারুরি; তা. ওয়াদুগু; তে. কাদিসেন-কসি; উড়িয়া—কারাদা; মধ্যভারত—গানারি।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল ও পত্র।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ বা ছোট গাছ। ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, প্রায় কৃষ্ণবর্ণ, ইহাতে ঈষৎ লালের দাগ আছে, ছাল বিদীর্ণ। কাষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ বা লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, শক্ত ও অতিশয় ভারী। পত্র উজ্জ্বল সবুজবর্ণ, চামড়ার মত, ডিম্বাকৃতি, ১½-৪ ইঞ্চি লম্বা, মস্তক মোটা, প্রায় গোলাকার। বৃন্ত ½ ইঞ্চি, ফুল পীতাভ সবুজবর্ণ, ছোট পুষ্পদণ্ডে গুচ্ছবদ্ধ থাকে বীজকোষ ¼ ইঞ্চি, ইহাতে ৩টী বিভাগ আছে, কখন বা ৪টী থাকে, গাঢ় ধূসরবর্ণ, উজ্জ্বল, শুষ্ক হইলে কোঁকড়াইয়া যায়। বীজের ব্যাস ⅙ ইঞ্চি, প্রত্যেক ফলে ৩টী থাকে। এপ্রেল-মে মাসে ফুল হয় এবং পরবর্ত্তী মার্চ্চ-এপ্রেল মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় ও ফলের ছাল অতিশয় বিষাক্ত (O'Shaughnessy)। ছোটনাগপুরে ইহার ফল ও ছাল মৎস্য মারিবার জন্য ব্যবহার করে। ইহার ছাল চর্ম্মরোগে হিতকর। ইহার পত্র জলে ভিজাইয়া সেই জলে স্নান করিলে অতিরিক্ত মাথা বেদনা আরাম হয় (Rev. A. Campbell)। ইহার পত্র এবং ফলের অরিষ্ট পাকাশয়িক ও আন্ত্রিক প্রদাহে বেশ কাজ করে।

Genus—MALLOTUS Lour

536. M. philippinensis Muell. (কমলাগুঁড়ি)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 236; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 875B; Roxb. Cor. Pl., ii, t. 38; Rheede, Hort. Mal., v, t. 21 & 24.

63—1034B.

Ref.—F. B. I., v, 442; Roxb., F. I., iii, 827; B. P., ii, 950; Prain, H. H., 277; Watt, v, Pl. 1, 114; Dymock, iii, 296.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশ; বর্মা, সিঙ্গাপুর, সিন্ধুদেশ, সিংহল, চীন, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, আফ্রিকা; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. কমলাগুঁড়ি; সং. কম্পিলা, কম্পিল্লক; তা. কপিলাপোদী; তে. সুন্দগুণ্ডী; হি. বসন্তগন্ধ; Eng. Kamala dye.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফলের গুঁড়া, শিকড়। মাত্রা ২ আনা ১ তোলা।

বর্ণনা—সবুজ পত্রাচ্ছাদিত ২৫-৩০ ফুট উচ্চ বৃক্ষ। ইহার ছাল $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি পুরু, ধূসরবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ লালবর্ণ, কালো কাটা দাগ আছে। কাষ্ঠ মসৃণ ও শক্ত। কচি প্রশাখা, পুষ্পদণ্ড এবং পাকা পাতার নিম্নদিকে তূলার ন্যায় পদার্থে আবৃত; শাখা নরম। পত্র ৩-৯ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি ও দাঁতযুক্ত। পত্র দেখিতে কতকটা ডুমুর পাতার ন্যায়, পত্রবৃন্তের নিকট ২টী গোলাকার গ্রন্থি আছে। পত্রের নিম্নদেশ লালবর্ণ শিরা দ্বারা আবৃত, পত্রের বৃন্তদেশ ক্রমশঃ সরু, ৩টী শিরা আছে, বোঁটা ১-৩ ইঞ্চি। ফুল ছোট একলিঙ্গ বিশিষ্ট; পুষ্পদণ্ড গাঢ় লালবর্ণ; পাপড়ি গোলাকৃতি। স্ত্রীপুষ্প এক একটী হয়। ফল ছোট কুলের মত। ফল ও বীজকোষ তিন ভাগে বিভক্ত; ফল পাকিলে লাল কিংবা উজ্জ্বল লালবর্ণ গুঁড়ায় আবৃত হয়। বীজ গোলাকার, মসৃণ ও কৃষ্ণবর্ণ। Sir Buchanan Hamilton বলেন যে এই গাছকে "Monkey face tree" বলে, কারণ বালকেরা ইহার ফল মুখে ঘষিয়া মুখ লালবর্ণ করে। ইহার ফল লালবর্ণ বলিয়া ইহার আর একটী নাম রক্ত ফল। পাকা ফলের গায়ে রক্তবর্ণ যে পদার্থ থাকে উহাকে কমলাগুঁড়ি বলে; ইহা গন্ধশূন্য। কমলাগুঁড়ি লেবু রং বিশিষ্ট, রেশম রং করিতে ইহার ব্যবহার হয়। ফল হইতে যে গুঁড়া পাওয়া যায় উহাকে "কপিলী" বলে, ইহা অতি উৎকৃষ্ট, আর বৃক্ষের শাখা প্রভৃতি হইতে যে রং পাওয়া যায় উহাকেও "কপিলী" বলে। বিশুদ্ধ কম্পিল্লক প্রায় পাওয়া যায় না, ব্যবসায়ীরা ভেজাল দিয়া বাজারে বিক্রয় করে। জলে অঙ্গুলির অগ্রভাগ ডুবাইয়া কমলাগুঁড়ির গুঁড়া মাখাইয়া কাগজে রগড়াইলে যদি বর্ত্তিকা আকার ধারণ করে তবে উহা উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবে। ইহার ফুল সেপ্টেম্বর-নভেম্বর মাসে এবং ফল মার্চ্চ-মে মাসে জন্মে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কমলা ৫, বরুণ ছাল (Crataeva religiosa) ৪, গোলাপের কুঁড়ি ৫, হরিতকী ৪ এবং সৈন্ধব লবণ ৪ ভাগ একত্রে গুঁড়া করিয়া ৩০-৪০ গ্রেণ মাত্রায় গুড়ের সহিত সেবন করিলে কৃমি নাশ হয়।

কমলা, বিড়ঙ্গ, হরিতকী, যবক্ষার, সৈন্ধব লবণ সমভাগে লইয়া গুঁড়া, ১ ড্রাম মাত্রায় সেবন করিলে ফিতার ন্যায় কৃমি আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

কমলার গুঁড়া ৮ গুণ সরিষার তৈলের সহিত মিশাইয়া আক্রান্ত স্থানে প্রলেপ দিলে

শুক্র, ছুলি প্রভৃতি আরোগ্য হয়। মধুর সহিত কমলা ২ ড্রাম সেবন করিলে ফিতার ন্যায় কৃমি মরিয়া যায়।

কমলার ফলের গুঁড়া হইতে যে চূর্ণ প্রস্তুত হয় উহা কৃমিনাশক, বিষনাশক ও বিরেচক। ইহার সর্দ্দি দূর করিবার শক্তি আছে। নিঘণ্টকারের মতে ইহা সর্দ্দি, পিত্ত, পাথরী ও কৃমিনাশক। ইহার পত্র ধারক ও শান্তিকর। কমলার ফল পাকিলে আপনা আপনি ফাটিয়া যায়। Makhzan লেখক বলেন যে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ কমলাগুঁড়ি আছে উহা Ethiopia দেশ হইতে ভারতে আইসে, ইহাকে "Habshi" বলে। ফিকে লাল জাতীয় কমলাগুঁড়িকে ভারতীয় কমলা বলে। Dr. Rheede বলেন যে ইহার পত্র, ফল এবং শিকড় মধুর সহিত সেবন করিলে বিষাক্ত জন্তুর দংশন জনিত বিষ নষ্ট হয়। ভারতীয় কমলাকে সাধারণত "Wars" বলে।

মধুর সহিত মাড়িয়া কমলাগুঁড়ি সেবন করিলে গুল্ম আরাম হয়। ইহার সহিত পক্ক তৈল ব্রণে ও ক্ষতে দিলে ক্ষত পূরণ হইয়া ঘা শীঘ্র আরাম হয় (চরক)।

কমলাগুঁড়ি পিত্ত সাম্যাবস্থায় আনয়ন করে এবং শূলবৎ বেদনা নাশ করে। ইহা বমনকারক এইজন্য উহা সেবন করিলে বমন হয়।

Genus—PHYLLANTHUS Linn.

537. P. distichus Muell. (নোয়াড়)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iii, t. 47 & 48; Lamk., Ill., ii, t. 757; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 862A.

Ref.—F. B. I., v, 304; Roxb., F. I., iii, 672; B. P., ii, 936; Watt, vi, Pl. 1, 217.

জন্মস্থান—মালয় দ্বীপপুঞ্জ, মাদাগাস্কার এবং বঙ্গদেশের অনেক বাগানে ইহা রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. নোয়াড়; হি. চালমেরী; তা. আরুনেল্লী; তে. রাকা উসিরিকী।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, শিকড়, ফল।

বর্ণনা—২০-৩০ ফুট উচ্চ গাছ, বসন্তকালে ইহার পাতা পড়িয়া যায়। শাখা আঙ্গুলের মত মোটা, ছাল বন্ধুর, ধূসরবর্ণ; পত্রময় শাখা ১-২ ফুট। পত্র ঝিল্লিযুক্ত, নিম্নভাগ ফিকে, বৃন্তদেশ প্রায় গোলাকার। ফুল গুচ্ছবদ্ধ ১/১২ ইঞ্চি, কখন কখন উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট। পুংকেসর বক্র, গর্ভাশয় ডিম্বাকৃতি। ফল গোলাকার, শাঁস অল্প। ফলে বীজ একটী থাকে, ইহাতে ৩।৪টী বিভাগ আছে। মার্চ্চ-এপ্রেল মাসে ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ফল অম্ল ও ধারক। শিকড় অতিশয় বিরেচক ও বীজ সর্দ্দিনাশক।

538. P. Emblica Linn. (আমলকী)

Fig.—Brand., For. Fl., t. 621; Rheede, Hort. Mal., i, t, 38; Bedd., Fl. Syl., v, t. 258.

Ref.—F. B. I., v, 289; Roxb., F. I., iii, 671; B. P., ii, 1935; Watt, v, Pr. I., 270; Dymock, iii, 261; Prain, H. H., 274.

জন্মস্থান—ভারতবর্ষ এবং ব্রহ্মদেশের অরণ্যে জন্মে। বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলে বহু পরিমাণে দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি স্থানে বাগানে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. আমলকী, আমলা; সং. আমলকম্, ধাত্রীফলম্; হি. আওনলা; তা. নেল্লীকাই; তে. উসীরিকী; Eng. Emblic myrobalan।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, ছাল এবং ফুল। মাত্রা রস ২ তোলা, চূর্ণ ৪-৮ তোলা।

বর্ণনা—মাঝারি গাছ ২০-২৫ ফুট উচ্চ। ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, ফিকে ধূসরবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ শক্ত ও লালবর্ণ। পত্রদণ্ড লম্বা, পত্রিকা পালকের মত দণ্ডের উভয়দিকে হয়, পক্ষাকার কোমল লোমযুক্ত ½-¾ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা ক্ষুদ্র। ফুল ছোট সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ, লম্বা পুষ্পদণ্ডে থাকে, পুংকেসর তিনটী, স্ত্রীপুষ্প অল্প হয়, ইহার পাপড়ি পুংপুষ্পের তুল্য। ফল ½-1¼ ইঞ্চি গোলাকার শাঁসযুক্ত, ফিকে পীতবর্ণ, পাকিলে কতকটা লালের আভাযুক্ত হয়, ফলের স্বাদ অম্ল, ফলে ৬টী বীজ থাকে। কাশীর আমলকী সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ভাল আমলকীর গন্ধ গন্ধকের মত, ইহার আর একটী সংস্কৃত নাম ধাত্রীফল। আমলকীর পশ্চাৎভাগে পেয়ারার ন্যায় ফুল থাকে, ফলের গাত্র খাঁজকাটা, শুষ্ক আমলকী কোঁকড়ান, ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, অল্প সৌগন্ধযুক্ত। বসন্তকালে ফুল হয়, শীতকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আমলকীর টাটকা রস মুত্রকর ও মৃদু বিরেচক। আমলকী চামড়া পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহার হয়। ইহা উদরাময় ও রক্ত-আমাশয় নাশক, হিন্দু কবিরাজেরা ইহার ফুল ধারক ঔষধরূপে ব্যবহার করেন। (Ainslie, Met. Med. Ind., ii, 244)। ইহার টাটকা রস মধু ও হরিদ্রার সহিত মিশাইয়া গনোরিয়া রোগে প্রদত্ত হয় (Dymock)। ইহার বীজের ক্বাথ তিক্ত, বলকারক এবং পুরাতন রক্ত আমাশয়-নাশক। আমলকী ফলের সরবৎ মধু দিয়া খাইলে রোগীর বেশ বল হয়, ইহা মুত্রকর। আমলকী অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে ব্যবহার হয়।

আমলকীর গুঁড়া ৩২ তোলা, জারিত লৌহ ৩২ তোলা, যষ্টিমধু ১৬ তোলা, এইগুলি গুলঞ্চ রসে ক্রমাগত সাতবার ভিজাইয়া ২০-৪০ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিলে কামলা, রক্তহীনতা ও অজীর্ণ রোগ আরাম করে। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে ধারক, রক্তের সংশোধক ও ত্রিদোষ নাশক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (Dymock, iii, 261)। ইহার ফলের আঠা নূতন চক্ষুপ্রদাহে হিতকর।

আমলকী দ্রাক্ষা, চিনি, মধু প্রত্যেক ৮ তোলা, জল ৪০ তোলা, একত্রে মিশ্রিত করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া ব্যবহার করিলে পেটের বেদনা ও উদরাময় আরাম করে। দুই ড্রাম পরিমাণ আমলকীর পিষ্টক মধুর সহিত খাইলে গর্ভাশয় হইতে রক্তস্রাব আরাম হয়।

আমলকীর রস গব্য ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইলে বিসর্পজ্বর আরাম হয়। যদি কোষ্ঠবদ্ধ থাকে তবে তেউড়ীর গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া খাইতে হইবে।

আমলকী ও কয়েৎ বেলের রস পিপুল চূর্ণ ও মধুর সহিত খাইলে দারুণ হিক্কা আরাম হয়। পাকা আমলকীর বীজ পেষণ করিয়া চিনি ও মধুর সহিত খাইলে কিম্বা আমলকী চূর্ণ বা আমলকীর রস মধুর সহিত খাইলে শ্বেত প্রদর আরাম হয় (চরক)।

অধিক মাত্রায় আমলকীর রস পান করিলে মূত্রদোষ ও প্রস্রাবের জ্বালা দূর হয় (সুশ্রুত)।

আমলকী চূর্ণ দুই তোলা, দুগ্ধ অর্দ্ধ পোয়া, জল দেড় পোয়া, জ্বাল দিয়া দুগ্ধাবশেষ নামাইয়া উহাতে অর্দ্ধ তোলা গব্য ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কাশ আরাম হয় (বাগভট্ট)।

শুষ্ক আমলকী ঘৃতে ভাজিয়া কাঁজিতে পেষণ পূর্ব্বক মস্তকে প্রলেপ দিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

আমলকী পেষণ করিয়া নাভির নিম্নদিকে প্রলেপ দিলে মূত্ররোগ আরাম হয়।

আমলক্যাশ্চ কল্কেন বস্তিভাগং প্রলেপয়েৎ
তেন প্রশাম্যতি ক্ষিপ্রং নিয়মান্মূত্রনিগ্রহঃ (ভাবপ্রকাশ)।

আমলকী চিনি ও ঘৃত সহ পেষণ করিয়া মস্তকে লেপন করিলে মাথার খুসকী ও দদ্রু আরাম হয়। অতিশয় যন্ত্রণার সহিত রক্ত মিশ্রিত মূত্র বাহির হইলে ইক্ষুরস, কাঁচা আমলকীর রস সমভাগে মধুসহ পান করিলে সরক্ত মূত্রকৃচ্ছ্র আরাম হয়। চক্ষু উঠিলে প্রথম অবস্থায় আমলকীর রস বিন্দু বিন্দু চক্ষুতে দিলে চক্ষু উঠা ও চক্ষুর যন্ত্রণা নিবারিত হয় ও চক্ষুর আরক্ততা কমিয়া যায় (বঙ্গসেন)। আমলকীর রস চিনির সহিত সেবন করিলে যোনি-প্রদাহ আরাম হয়। আমলকী হইতে কবিরাজী খণ্ডামলকী নামক ঔষধ প্রস্তুত হয়, ইহা অজীর্ণ, বমন এবং পাকাশয়ের যন্ত্রণা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয় ঔষধ।

আমলকী, চিতা, হরিতকী, পিপুল, এইগুলি সমভাগ লইয়া চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে জ্বর নাশ করে। ইহা রুচিকর, শ্লেষ্মাঘ্ন, দীপক ও পাচক। ইহাকে আমলক্যাদি চূর্ণ বলে।

আমলকী, পদ্ম, কুড়, লাজা ও বটের ঝুরি ইহাদিগের চূর্ণ মধুসহ গুটিকা প্রস্তুত করিয়া মুখে রাখিয়া সেবন করিলে অত্যন্ত পিপাসা ও প্রবল মুখশোষ প্রশমিত হয়।

বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, পিপুল, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, বচ, গুলঞ্চ, ভেলা ও শোধিত বিষ এইগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া গোমূত্রে পেষণ করিয়া ১ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। আদার রস সহ ১ বটিকা সেবন করিলে অজীর্ণ ও গুল্ম, দুইটী বটিকা সেবন করিলে ওলাউঠা,

তিনটী বটিকা সেবন করিলে সর্পবিষ এবং চারিটী বটিকা সেবন করিলে সন্নিপাত জ্বর আরাম হয়। ইহার নাম সঞ্জীবনী বটিকা।

539. P. Niruri Linn. (ভুঁইআমলা)

Fig.—Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 861; Wight, Ic., t. 1894; Rheede, Hort. Mal., x, t. 15.

Ref.—F. B. I., v, 298; Roxb., F. I., iii, 659; B. P., ii, 936; Watt, vi, Pt. I, 222; Dymock, iii, 265.

বিভিন্ন নাম—বা. হি. ভূঁই আমলা, শেতহাজরমনি; সং. ভূধাত্রী; তে. নেলা উসিরিকা; তা. কিজকাই নেল্লী।

জন্মস্থান—ভারতবর্ষের গরমদেশে, পঞ্জাব, আসাম, বাঙ্গালা, ত্রিবাঙ্কুর, হুগলী, হাবড়া জেলার চাষ ক্ষেত্রে এবং ভিজা জমিতে প্রায় সর্ব্বত্র জন্মে।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, শিকড় ও বীজ। মাত্রা, সমগ্র গাছ চূর্ণ ২-৬ আনা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম, ৬-১৮ ইঞ্চি উচ্চ। শাখা খাড়াভাবে বাহির হয়, উপরের শাখা শিরাযুক্ত, উহাতে কোমল লোম আছে। পুংপুষ্প $\frac{1}{20}$ ইঞ্চি লম্বা ও গোলাকার। পুংকেসর তিনটী। পত্র আমলকী পত্র অপেক্ষা চওড়া, পাতার বোঁটা কোনটী লাল কোনটী শ্বেতবর্ণ, ফল অতিশয় ছোট $\frac{1}{8}$-$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, চেপ্টা ও গোলাকার। ইহাতে তিনটী বিভাগ আছে। বীজ শ্বেতবর্ণ নরম, ফুল পীতবর্ণ, ইহার গাছ কতকটা বন নীলের গাছের মত। এই গাছ শরৎকালে বেশ দেখা যায়, ফুল বর্ষার শেষে ও পরে ফল হয়, ফল তিক্ত ও অম্ল।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কচি পাতার রস রক্ত আমাশয় ও উদরাময় রোগে ব্যবহার হয়। কাণ্ডের রস সরিষার তৈল মিশ্রিত করিয়া চক্ষু প্রদাহে প্রযুক্ত হয়। ক্ষত, ঘা ও নখকুনিতে চাউল ধোয়া জলের সহিত ইহার পাতা ও শিকড়ের প্রলেপ দিলে আরাম হয় (Drury)। টাটকা শিকড় কামলা রোগের পক্ষে বিশেষ হিতকর; ½ আউন্স পরিমাণ টাটকা শিকড়ের রস এক পিয়ালা দুগ্ধের সহিত প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে মালিশ করিলে কামলা রোগ আরাম হয় (Roxb.)।

ইহা অতিশয় মূত্রকর বলিয়া শোথ, গনোরিয়া ও অপরাপর মূত্র ও জনন যন্ত্রের রোগে বহু পরিমাণে ব্যবহার হয়। ইহার শিকড় ও পাতার কাথ অতিশয় কটু, ইহা অবিরাম জ্বর নাশক। সমগ্র গাছের অরিষ্ট সবিরাম জ্বরে প্লীহা ও যকৃতের দোষে প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে (Dr. B. D. Basu)। পত্র ও শিকড়ের রস একটী উৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ।

মুসলমান বৈদ্যদের মতে ইহার দুগ্ধের ন্যায় আঠা ক্ষতের একটী বিখ্যাত ঔষধ। ইহার পাতা লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভগ্ন স্থানে প্রলেপ দিলে বেদনা আরাম হয়। ভূমি

আমলকীর মূলের রস চিনির সহিত পান করিলে বা নাকে নস্য লইলে হিক্কা আরাম হয় (চরক)। ইহার মূল, কাঁজি ও সৈন্ধব লবণ সহ তাম্র পাত্রে ঘষিয়া চক্ষের পাতায় প্রলেপ দিলে চক্ষুর ব্যথা আরাম হয় (চক্রদত্ত)। ইহার বীজ চাউল ধোয়া জলে পেষণ করিয়া দুই তিন দিন সেবন করিলে রক্ত বা শ্বেত প্রদর আরাম হয়।

ভূম্যামলকীবীজন্তু পীতং তণ্ডুলবারিণা।
দ্বিনদ্বয়ত্রয়েণৈব স্ত্রীরোগং নাশয়েৎ ধ্রুবম্ (বঙ্গসেন)।

540. P. Urinaria Linn. (হাজরমনি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x, 16; Wight, Ic., t. 895, Fig. iv; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 859B.

Ref.—F. B. I., v, 293; Roxb., F. I., iii, 660; B. P., ii, 935; Watt, vi, Pt. I, 224; Prain, H. II., 274.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র, পঞ্জাব, আসাম, সিংহল, হুগলী, হাবড়া জেলার পতিত ছায়াযুক্ত স্থানে সাধারণতঃ জন্মে।

বিভিন্ন নাম—হি. বা. হাজরমনি; সা. সাপনি; সং. তাম্রবল্লী।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী কিম্বা অধিক দিন স্থায়ী গুল্ম, এই গাছ শীতকালে বেশী জন্মে। শাখাগুলি বক্র, অতিশয় জড়ানে। পত্র খুব ঘন ঘন হয়, নরম ও সূক্ষ্ম লোমযুক্ত প্রশাখাগুলিতে পত্র পক্ষাকারে জন্মে। পত্রের বৃন্তদেশ গোলাকার, নিম্নভাগ শ্বেতবর্ণ! ফুল ঈষৎ পীতবর্ণ। ফুল অতিশয় ক্ষুদ্র, পুংপুষ্পের পাপড়ি সবুজবর্ণ, স্ত্রীপুষ্পের পাপড়ি লম্বাকৃতি, ফুল ⅛ ইঞ্চি, চেপ্টা। বীজ এবড়ো খেবড়ো। ইহার আর এক জাতি আছে, উহাকে "P. Hookeri" বলে; এই গাছ উপরোক্ত গাছ অপেক্ষা লম্বা ও বড় গাছ ১-১½ ফুট উচ্চ। এই গাছ Khasia পাহাড়ে অধিক দেখা যায়। সমস্ত বৎসর ধরিয়া ফুল হয়, বর্ষার শেষে ফুল ও শরতে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ ভূঁই আমলারই মত, ছোটনাগপুরে এই গাছ নিদ্রা হীনতায় ব্যবহার করে (A. Campbell)। শুষ্ক গাছের গুঁড়া কিংবা ক্বাথ এক চামচে পরিমাণ খাইলে কামলা রোগ নাশ করে। Mir Muhamad Husain বলেন ইহার দুগ্ধের ন্যায় আঠা নালী ঘায়ের পক্ষে হিতকর। পাতা লবণের সহিত বাটিয়া লাগাইলে পাঁচড়া ও অপরাপর চর্ম্মরোগ নাশ করে।

541. P. reticulatus Poir. (পানশিউলি)

Fig.—Wight, Ic., t. 894; Rheede, Hort. Mal., x, t. 15; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., v, 857.

Ref.—F. B. I., v, 288; Roxb, F. I., iii, 664; B. P., ii, 935; Dymock, iii, 264; Prain, H. H., 274.

জন্মস্থান—সিন্ধুদেশ, বিহার, সিকিম, আসাম এবং সমগ্র বঙ্গদেশের বেড়া ও জঙ্গলের কিনারায় প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন নাম—হি. পানঝুলি; বা. পানশিউলি; সং. কৃষ্ণ কাম্বোজী; তে. নেল্লাপুরুষু।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল ও পাতা।

বর্ণনা—পাকান গুল্ম, ৮-১০ ফুট উচ্চ। ছাল পাতলা ও ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ ঈষৎ লালবর্ণ কিম্বা ধূসরের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। গাছ জড়াইয়া অপর গাছে উঠে, শাখাপ্রশাখা বহু হয়। ইহাতে সূক্ষ্ম লোম আছে। পাতা ১-২ ইঞ্চি লম্বা, পাতার অগ্রভাগ সরু কিম্বা মোটা, বোঁটা ½-⅙ ইঞ্চি। পত্রের গোড়া হইতে ফুল ও ফল হয়। পুষ্পদণ্ড ছোট ও শক্ত, ফুল গোলাপী, এক একটী কিম্বা একসঙ্গে অনেক হয়। পুংকেসর পাঁচটী, স্ত্রীপুষ্পের গর্ভাশয় ৫-১০ পর্দ্দা বিশিষ্ট। ফল বেগুনে রংবিশিষ্ট, কাঁচা ফলের অধোদেশ গোলাপী, পাকিলে মিষ্ট হয়, চেপ্টা ও গোলাকার। ফলের বীজ ৮-১৪টী হয়, ফল দেখিতে প্রায় আপেলের মত কিন্তু ক্ষুদ্র। এপ্রেল মাসে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পাতা মূত্রকর ও শান্তিকারক। পাতার রস কঙ্কন দেশে অনেক ঔষধে ব্যবহার হয়। ছালের কাথ দিনে দুইবার ৪ আউন্স পরিমাণ খাইলে জ্বর আরাম হয়। পাতার রস কর্পূর ও কাবাবচিনি দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া মুখে চুসিয়া খাইলে দাঁতে রক্ত পড়া আরাম হয় (Dymock)।

Genus—TREWIA Linn.

542. T. nudiflora Linn. (পিটুলি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i, t. 42; Wight, Ic., t. 870 and 871; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 876.

Ref.—F. B. I., v, 423; Roxb., F. I., 837; B. P., ii, 948; Dymock, iii, 295; Prain, H. H., 277.

জন্মস্থান—আসাম, মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জ, বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র দেখা যায়, হুগলী, হাবড়া জেলার জঙ্গলে এবং নদীর ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. পিটুলি; সং. কুরঙ্গ।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ, ২৫-৩০ ফুট উচ্চ হয়, এক লিঙ্গ বিশিষ্ট। বসন্তকালে পাতা পড়িয়া যায়। পুষ্পদণ্ড ও পক্ষপত্র সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পত্র ডিম্বাকৃতি, ডালের উভয়দিকে হয়,

৫-৭ ইঞ্চি দীর্ঘ, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, উপরিভাগ কোমল লোমযুক্ত; সবুজবর্ণ, পাতলা, তিনটী শিরাবিশিষ্ট। বোঁটা ২-৩ ইঞ্চি সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পুংপুষ্প ফিকে সবুজবর্ণ। নরম, লম্বমান দণ্ডে থাকে। স্ত্রীপুষ্প পীতবর্ণ, পুরু ও সোজা। ফল ½ ইঞ্চি, খসখসে, গোলাকার। বীজ ধূসরবর্ণ, উপরের ছাল পুরু, প্রায় কাঠের মত। মার্চ্চ মাসে ফুল হয় ও মে-জুন মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—নিঘণ্ট. মতে ইহা শান্তিকর, পিত্ত ও শ্লেষ্মা নাশক। শিকড় বাত ও গেঁটেবাত নাশক। Dr. Rheede বলেন ইহার শিকড়ের কাথ পেটফাঁপা নিবারক এবং বাতে স্থানীয় মালিশ হয় (Pharm. Ind., iii, 275)।

Genus—SAPIUM

543. S. sebiferum Roxb. (মোমচীনা)

Fig.—Wilson, Arn. Arb. Exped. China 1910-11, t. 372; Britton, N. American Trees 601, Fig. 552; Wilscn, Veg. W. China (Published Arn. Arb. No. 2), t. 467-69.

Ref.—F. B. I. v, 470; Roxb. F. I., iii, 693; B. P., ii, 954; Prain, H. H. 277.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের উত্তরাংশে, পিলভিট; অযোধ্যায় চাষ হয়, হুগলী, হাবড়া, ২৪-পরগণার গ্রাম্য জঙ্গলের ধারে জন্মে। আদিম জন্মস্থান চীনদেশ।

বিভিন্ন নাম—মোমচীনা।

· **ব্যবহার্য্য অংশ**—বীজ বাতি প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার হয়।

বর্ণনা—ছোট সূক্ষ্ম লোমযুক্ত উদ্ভিদ। কাষ্ঠ শক্ত, শ্বেতবর্ণ। ছাল পুরু, মসৃণ, লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, পত্র দেখিতে অশ্বত্থ পাতার ন্যায়। পত্র ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, শিরা ৬-১০ জোড়া, অতিশয় নরম, বোঁটা ½-১½ ইঞ্চি পত্রাগ্র সরু। পুষ্পদণ্ড ২-৪ ইঞ্চি, পুংপুষ্প গুচ্ছবদ্ধ-ভাবে জন্মে, বহির্বাস বাটীর মত। স্ত্রীপুষ্প অধিক লম্বা ও দৃঢ়। ফল মটরের মত, প্রায় গোলাকার, একটু ছুঁচাল; বীজ গোলাকার, ইহা মোমের ন্যায় পদার্থে আচ্ছাদিত। ফল কামরাঙ্গার ন্যায়, তিন শিরাবিশিষ্ট, ইহাতে ৩টী বীজ আছে। বর্ষার সময় ফুল ও শীতের সময় ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা হইতে বাতি তৈয়ারী হয় এবং ইহার নাম China Tallow Tree। এই গাছ চীন দেশজাত কিন্তু ভারতের উত্তরাংশে ও অপরাপর স্থানে বাতি প্রস্তুতের জন্য চাষ হয়। পত্র হইতে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ রং প্রস্তুত হয়। ইহার কাষ্ঠ ঘরের আসবাব

তৈয়ারীর জন্য ব্যবহার হয়। মোমচীনা তৈল জালানীর জন্য এবং খইল সারের জন্য ব্যবহার হয়।

XCIV. URTICACEAE

Genus—ARTOCARPUS Foast.

544. A. integrifolia Linn. (কাঁটাল)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iii, t. 26-28; Bot. Mag., t. 2883-84; Wight, Ic., t. 578; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 906.

Ref.—F. B. I. v, 541; Roxb., F. I., iii, 522; B. P., ii, 971; Watt, i, Pl. 2, 330; Dymock, iii, 355; Prain, H. II., 279.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয় ও পশ্চিম ঘাটের পার্ব্বতীয় জঙ্গলে ৪০০০ ফুট উচ্চ স্থানে পর্য্যন্ত জন্মে। বঙ্গদেশের বহু স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. কাঁটাল; সং. পনস; সামতাল—কাঠার; তে., তা. পানস।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, শিকড় আঠা ও ফল।

বর্ণনা—সবুজ পত্রাচ্ছাদিত বড় গাছ, প্রায় ৬০ ফুট উচ্চ হয়। কাষ্ঠ উৎকৃষ্ট, মাঝারী রকমের শক্ত, উপরের কাষ্ঠ ফিকে, ভিতরের উজ্জ্বল পীতবর্ণ। ছাল পুরু ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, পুরাতন হইলে গায়ে ফাটা ফাটা দাগ হয়। ইহার আঠা পক্ষী ধরিবার ফাঁদে ব্যবহার করে। পত্র ৪-৮ ইঞ্চি, চামড়ার ন্যায় পুরু, এবং গাঢ় সবুজবর্ণ, অগ্রভাগ সরু, তিনটী শিরাবিশিষ্ট। পত্রের বৃন্তদেশ সরু, নিম্নভাগ খসখসে, পত্র শির ৮ জোড়া, বোঁটা ½-১ ইঞ্চি। পুংপুষ্পাবলী সমন্বিত পুষ্পদণ্ড গোলাকার, লম্বা ২-৬ ইঞ্চি। পুংপুষ্পদণ্ড পুষ্পাবলী পুংকেসর শুকাইয়া গেলে পড়িয়া যায়, স্ত্রীপুষ্পাবলী পুষ্পদণ্ড বৃহৎ ফলে পরিণত হয়। ফল ১২-৩০ ইঞ্চি লম্বা, ৬-১৮ ইঞ্চি মোটা। চারাগাছের শাখায় ফল হয়, পুরাতন গাছের গুঁড়িতেও ফল হয়। ফলের গাত্র কণ্টকময় ছালে আবৃত। বীজে তৈল আছে প্রায় ১ ইঞ্চি লম্বা। শাঁস কাঁচা ও পক্ক অবস্থায় খায়। বীজ সিদ্ধ করিয়া অথবা ভাজিয়া খায়। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ফুল হয় ও জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কোন স্থান বীচিবৎ ফুলিলে ইহার আঠা ব্যবহার করে। ফোড়া পাকাইবার জন্য ফোড়ার চতুর্দ্দিকে লাগান হয়। কচি পাতা চর্ম্মরোগে প্রযোজ্য। উদরাময় রোগে ইহার শিকড় বাটিয়া খাইলে উহা আরাম হয়। কাঁটাল পাতা সর্পবিষের প্রতিষেধক ঔষধ। অপক্ক ফল ধারক; পক্ক ফল মৃদুবিরেচক গুরুপাক, পুষ্টিকর। কাঁটাল পাতা খাইলে বমন হয়, এইজন্য অহিফেনের রোগীকে খাওয়াইয়া বমন করায়। ইহার শিকড় কোমরে বাঁধিলে একাশিরা আরাম হয় বলিয়া কথিত আছে।

545. A. Lakoocha Roxb. (ডেলো)

Fig.—Wight, Ic., t. 681; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 907.

Ref.—F. B. I., v, 543; Roxb., F. I., iii, 524; Watt, i, Pl. 2, 33; B. P., ii, 971; Prain, H. H., 279.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশ, ব্রহ্মদেশ, কমায়ুন, হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি জেলার বাগানে রোপণ করে ও জঙ্গলে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. ডেলো, মাদার; সং. ডাহু; হি. লাকুচ্।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, আঠা।

বর্ণনা—২০-২৫ ফুট উচ্চ গাছ, বসন্তে পাতা পতিত হয়। ছাল খসখসে, কাষ্ঠ শক্ত, বাহিরের কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ পীতবর্ণ, শক্ত, উজ্জ্বল। পত্র ডিম্বাকৃতি ৩½-১২ ইঞ্চি লম্বা, ২-৬ ইঞ্চি বিস্তৃত, অগ্রভাগ মোটা ও ক্রমশঃ সরু, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, পত্রের কিনারা করাতের ন্যায়। পত্র চর্ম্মবৎ ও খসখসে, শিরা ৮-১২ জোড়া। বোঁটা ½-১ ইঞ্চি। পুংপুষ্পের বোঁটা ছোট, পুংকেসর ১টী। স্ত্রীপুষ্পের বোঁটা ছোট ও মসৃণ। ফল লম্বাকৃতি ও গোলাকার, কখন কখন এবড়ো খেবড়ো, ২-৩ ইঞ্চি। ফল পাকিলে পীতবর্ণ হয়, খাইতে অম্ল। কাঁচা ফল অম্ল রাঁধিয়া খায়। বীজ লম্বা, পুরু চেপ্টা, ভিতরের শাঁস শ্বেতবর্ণ, পাকিলে লালবর্ণ হয়। মার্চ্চ মাসে ফুল হয়, আগষ্ট মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার আঠা বিরেচক (Dymock)। ফল পক্ক কিংবা কাঁচা রাঁধিয়া খায় (Talbot)। বম্বে রত্নগিরি নামক স্থানে ইহার তরকারী করিয়া খায় ও চাটনী করে।

Genus—CANNABIS Tourn.

546. C. sativa Linn. (গাঁজা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x, t. 60 & 61; Bentl. & Trim., t. 231; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 888.

Ref.—F. B. I., v, 487; Roxb., F. I., iii, 772; B. P., ii, 960; Dymock, iii, 318; Prain, H. H., 278.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা খুরদা রোড, রাজশাহী, কখন কখন দিনাজপুর জেলার নদীর ধারে জন্মে; ইহার আদিম জন্মস্থান সাইবিরিয়া; ইহা সাধারণের চাষ নিষিদ্ধ। হিমালয়ের পাদদেশে অরণ্যে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. গাঁজা, সিদ্ধি; সং. হি. ভাং; তা. গাঞ্জাইলাই; তে. কঞ্জম-ঘেণ্টু; Eng. Indian hemp.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, স্ত্রীপুষ্পের ফুলের অগ্রভাগ অথবা বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, ৪-৮ ফুট উচ্চ হয়। কাণ্ডের উভয়দিকে পত্র হয়। উপরের পত্রে তিনটী, নীচের পত্রে ৫-১১টী হস্তাঙ্গুলিবৎ ভাগ আছে, কিনারা করাতের দাঁতের ন্যায়। ফুল সবুজবর্ণ, ছোট ও অবনত, এক লিঙ্গ বিশিষ্ট। পুংপুষ্প ছোট পুষ্পদণ্ডে থাকে, স্ত্রীপুষ্প পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে ঘনভাবে জন্মে। পুংপুষ্পের পাপড়ি ৫টী, পুংকেসর ৫টী। স্ত্রীপুষ্পের গর্ভদণ্ড ছোট, স্ত্রীকেসর মধ্যে থাকে। ফল ও বীজ চেপ্টা। ফলের গায়ে কাঁটা কাঁটা আছে। এপ্রেল ও মে মাসে ইহার ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা আয়ুর্ব্বেদে ও British Pharmacopoeiaতে গৃহীত হইয়াছে। কথিত আছে যে দেবতাগণ এই গাছের জন্ম দিয়াছেন। ইন্দ্র তাঁহার সহস্র চক্ষু ও সমস্ত রোগনাশক শক্তি এবং দৈত্যনাশক শক্তি দিয়াছেন। (সিসিলি দ্বীপের কৃষকপত্নীগণ স্বামী বশ করিবার জন্য ২৫ গাছা পশমের সূত্রদ্বারা Good Fridayর দিনে অঙ্গে ধারণ করে। হিন্দুদের পুস্তকে লিখিত আছে যে গাঁজা গাছ সমুদ্র মন্থন কালে অমৃত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। পর্ব্বের দিনে হিন্দুরা সিদ্ধি ব্যবহার করিয়া থাকে। রাজনিঘণ্টকার ইহার নাম জয়া, চপলা এবং খাইয়া আনন্দ হয় বলিয়া তুরিতানন্দ নাম দিয়াছেন। ইহার দ্বারা ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হয় বলিয়া ইহার আর একটী নাম হর্ষিণী। সর্দ্দি হইলে ভাং ব্যবহার করিলে উপকার হয়। রাজবল্লভ বলেন যে সিদ্ধি খাইলে মানুষের আনন্দ, ভয়শূন্যতা ও কামোদ্রেক হয়।

সিদ্ধি ক্রমাগত ব্যবহার করিলে, অজীর্ণ, ভয়শূন্যতা, রক্তনাশ ও ধ্বজভঙ্গ রোগ, শোথ ও বিবমিষা আনয়ন করে। ভাং খাইয়া বিষক্রিয়া প্রকাশ পাইলে মাখন ও গরম জল খাওয়াইয়া বমন করাইলে বিষক্রিয়া নষ্ট হয়।

ভাং গাছের আঠা হইতে চরস প্রস্তুত হয়, ইহা তামাকের ন্যায় কল্‌কেতে সাজিয়া পান করে, আঠার সহিত স্ত্রীপুষ্প জটা বাঁধিয়া যায় ও উক্ত আঠা শুদ্ধ জটা গাঁজারূপে অনেকে কলিকাতে সাজিয়া আগুনের সহিত ধূমপান করে বঙ্গদেশ অপেক্ষা হিমালয় প্রদেশের ভাং অধিক উগ্র।

Mirza Abdul Razzak বলেন যে ইহা অতিশয় পিত্ত নিঃসারক, কামোত্তেজক, ক্ষুধা বৃদ্ধিকর, দুগ্ধের সহিত অর্শে লাগাইলে অর্শের যন্ত্রণা নিবারণ করে এবং ১ ড্রাম পরিমাণ খাইলে গনোরিয়া রোগ আরাম হয়। গাঁজা গাছ কোন কোন দেশে (যেমন বাঙ্গালায়) সরকারের লাইসেন্স ব্যতীত চাষ করা নিষিদ্ধ।

Rumphius বলেন ইহার পাতার গুঁড়া উদরাময় নাশক। ইহা পেটের দোষ দূর করে এবং পিত্তনাশক।

Dr. O'Shaughnessy বলেন যে ভাং অধিক পরিমাণে দিলে এবং কয়েকদিন ইহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে, জলাতঙ্ক, বাত, বালকদের তড়কা ও কলেরা আরাম হয়।

কলেরা রোগে ইহা অহিফেনের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কলেরার প্রথম অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। যখন অপর ঔষধে বিশেষ ফল হয় না তখন পুরাতন বাতে ইহা প্রয়োগ করিলে যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

Dr. J. S. Rennie বলেন যে ইহার অরিষ্ট ১৫-২০ মিনিম দিনে ৩ বার সেবন করিলে রক্ত আমাশয় আরাম হয় (Watt)। গাঁজার তৈল ও বীজ মূত্রকর ও ওলাউঠা নাশক, ইহা দ্বারা গর্ভাশয় সঙ্কুচিত হয়। ইহা প্রসব যন্ত্রণার সময় আর্গটের স্থায় কাজ করে কিন্তু ইহার শক্তি অধিকক্ষণ থাকে না।

বৃদ্ধ লোকদের রাত্রিতে হস্ত পদের বাতে বিশেষ উপকার করে। ইহা কষ্টকর শ্বাস ও হাঁপানি দূর করে।

গাঁজা প্রস্তুত করিতে হইলে স্ত্রীগাছের পুষ্পদণ্ড ৪৮ ঘণ্টা রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া মাদুরে বিছাইয়া পদদলিত করিতে হয়, ইহাতে ফুল বেশ জমাট বাঁধিয়া থাকে; মধ্যে মধ্যে গাঁজাগুলি নাড়িয়া দিতে হয়। মাড়াইবার ফলে গাঁজা হইতে অনেক গুঁড়া বাহির হয়, ইহাকে chus কিংবা rora বলে, ইহার সহিত গাছের আঠা মিশাইলে চরস হয়। মধ্য এসিয়ায় গাঁজা গাছ আঁচড়াইয়া উহা হইতে আঠা বাহির করিয়া লয়, এই চরস দেখিতে ধূসরবর্ণ। সিদ্ধি গাছের শুষ্ক পাতাকে সিদ্ধি বলে; স্ত্রীগাছ হইতে গাঁজা ও চরস হয়। গাঁজা গাছ হইতে অধিক পরিমাণে আঠা ও ফুল পাইবার জন্য গাছের ডাল কাটিয়া দেয়।

সিদ্ধি কফ নাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, কামোত্তেজক, বিসূচিকা নাশক, রক্তস্রাব নিবারক, পাচক, পিত্তজনক ও জলাতঙ্ক রোগ নাশক (ভাবপ্রকাশ)।

সিদ্ধির যোগে মদনানন্দ মোদক নামক মোদক প্রস্তুত করা হয়। ইহা সর্দ্দি, উদরাময় ও ধ্বজভঙ্গ রোগে প্রযুক্ত হয়। ইহার প্রস্তুত প্রণালী:—

সমান পরিমাণ হরিতকী, বহেড়া, আমলকী, আদা, পিপুল, গোলমরিচ, শৃঙ্গী (Rhus succedanea), পাচক মূল (কুড়), ধনে, সৈন্ধব লবণ, শটী (Zedoary root), তালিশপত্র (Abies Webbinaa), কট ফলের শিকড়, নাগকেশর ফুল (Mesua ferrea), যোয়ান, বন যোয়ান (Seseli indicum), যষ্টিমধু, মেথি, জিরা এবং কালজিরা; উক্ত দ্রব্যগুলির সমান ওজনের সিদ্ধির পাতা, ফুল ও বীজ মাখনে ভাজিয়া গুঁড়া কর, সিদ্ধির সমান ওজন চিনির রস প্রস্তুত কর, উক্ত রসে গুঁড়াগুলি মিশাইয়া মোদক প্রস্তুত কর; তৎপরে মধু, গুঁড়া তিল, লবঙ্গ, দারুচিনি, তেজপাতা ও কর্পূর প্রত্যেকটী ২ তোলা পরিমাণ লইয়া গুঁড়া কর ও উক্ত মোদকের সহিত মিশাও, এবং ইহা হইতে ৮০ গ্রেণ পরিমাণ এক একটী বটিকা প্রস্তুত কর। ইহা সর্ব্বরোগ নাশ করে। (সারকৌমুদী)

সিদ্ধির যোগে অগ্নানল রস প্রস্তুত হয়। ইহার প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে দেওয়া গেল:—

যবক্ষার (impure carbonate of potash), সোডা, সোহাগা, পারদ, গন্ধক, পিপুল, গোলমরিচ, চৈ ও আদা প্রত্যেকটী সমান পরিমাণ, তৎপরে উক্ত দ্রব্যগুলির সমান ওজনের

সিদ্ধিপাতা ভাজা, সিদ্ধি পত্রের ওজনের অর্দ্ধেক পরিমাণ সজিনার শিকড় লইয়া গুঁড়াইয়া মিশ্রিত কর। মিশ্র দ্রব্য, টাট্‌কা সিদ্ধিপাতার কাথ, সজিনা শিকড়ের কাথ ও রক্ত তিলের কাথের সহিত তিন দিন রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে। এইগুলি ভৃঙ্গরাজ (Wedelia calendulacea) রসে মিশাইয়া প্রত্যেকটী ½ ড্রাম বটিকা প্রস্তুত কর। এই বটিকা মধুর সহিত সেবন করিলে, অজীর্ণ, ক্ষুধানাশ, বমন ও বিবমিষা আরাম হয়।

ভাং হইতে জাতিফলাদ্য চূর্ণ প্রস্তুত হয়। ইহার প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে দেওয়া গেল :—

জায়ফল, লবঙ্গ, দারুচিনি, ছোটএলাচ, তেজপত্র, নাগকেশর, কর্পূর, চন্দনকাষ্ঠ, তিল, বংশলোচন, টগরফুল (Tabernaemontana coronaria), হরিতকী, আমলকী, পিপুল, গোলমরিচ, শুঁঠ, তালিশপত্র, চিতামূল, জিরা, বিড়ঙ্গ, ইহারা প্রত্যেকে সমভাগ, ইহাদের সমুদয়ের তুল্য সিদ্ধি এবং সমষ্টিচুর্ণের সমান চিনির সহিত সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত ২০-৪০ গ্রেণ মাত্রায় পান করিবে। ইহাতে উদরাময়, গ্রহণী, কাশ, শ্বাস, অরুচি, ঘা, বাতশ্লেষ্মা ও সর্দ্দি আরাম হয় (শার্ঙ্গধর)।

Genus--FICUS Linn

547. F. bengalensis Linn. (বটগাছ)

Fig.—Wight, Ic., t. 1989, Rheede, Hort. Mal., i, t. 28; Kirtikar, Ind. Med. Pl., 893.

Ref.—F. B. I., v, 499; Roxb., F. I., iii, 539; B. P., ii, 989, Dymock, iii, 338; Prain, H. H., 279.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে, হিমালয় প্রদেশের অরণ্যে ও বঙ্গদেশে প্রচুর জন্মে। রয়েল বোটানিক গার্ডেন শিবপুরে প্রায় ২০০ শত বর্ষের একটি অতিকায় বটবৃক্ষ আছে, ইহার প্রায় ৬০০ শতটি ঝুরি ইহার বিশাল শাখাপ্রশাখাকে ধরিয়া আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. বট; হি. বারগাছ; তা. আলা; তে. পেদ্দিমারী; সং ন্যগ্রোধ; Eng. Banyan tree.

ব্যবহার্য্য অংশ—ঝুরি, পত্র, শিকড়, ফল, কুঁড়ি ও আঠা। মাত্রা ত্বক, কুঁড়ি ও ঝুরি ৪-৮ আনা।

বর্ণনা—অতিশয় বৃহৎ বৃক্ষ, শাখাগুলি বহুদূরবিস্তৃত, ইহার শাখা হইতে অবরোহ বা ঝুরি নামিয়া গাছকে বলবান ও বহুদূরবিস্তৃত করে। ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, ধূসরের আভাযুক্ত, শ্বেতবর্ণ ও মসৃণ। কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ, অতিশয় ভারী নহে। পত্র চিক্কণ, লোমযুক্ত, মাথামোটা, পত্রের গোড়ায় শিরা ৩-৫টী, পত্র ৪-৮ ইঞ্চি চওড়া, বোঁটা ১-২ ইঞ্চি। ফল গোলাকার,

কোমল লোমযুক্ত, পাকিলে রক্তিমাবর্ণ হয়, ডুমুরের ফুল-ফলের মত আধারের ভিতর হয়। পুংকেসর এবং স্ত্রীকেসর সরু, সংবদ্ধ থাকে, পরে সমস্ত ফুলের আধার স্থূল হইয়া পাকিয়া ফলে পরিণত হয়। গ্রীষ্মকালে ফল হয় ও বর্ষায় ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার আঠা লাগাইলে বাত, কটিবাতের বেদনা আরাম হয়। কোন স্থান পুড়িয়া বা কাটিয়া গেলে ইহার আঠা লাগাইলে উপকার পাওয়া যায়; টাট্‌কা আঠা দাঁতের মাড়িতে লাগাইলে দাঁতের বেদনা আরাম হয়।

বটছালের রস বলকারক এবং বহুমূত্র রোগের বিশেষ মহৌষধ। ইহার বীজ শান্তিকর এবং বলকারক। বটের পাতা গরম করিয়া পুলটিস দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। ইহার পাকা পাতা ভাতের সহিত মিশাইয়া কাথ করিয়া সেবন করিলে ঘর্ম্ম উৎপন্ন হয়। পাঞ্জাবে ইহার শিকড় গনোরিয়া রোগে ব্যবহার হয় এবং ইহা সার্সাপেরিলার ন্যায় কাজ করে। ছোট কেঁকড়ির রস রক্তোৎকাশ রোগে প্রযুক্ত হয়। বটের ঝুরির অগ্রভাগ অতিরিক্ত বমন নিবারক।

রোগীর মলত্যাগ কালে রক্ত নির্গত হইবার পর মল নির্গত হইলে বটের ঝুরি ও কুঁড়ির আঠার কাথ পান করিলে বিশেষ উপকার হয়, এই রোগকে অধোগ রক্তপিত্ত বলে। বট, উডুম্বর (যজ্ঞডুমুর) ও অশ্বত্থের কুট্টিত ঝুরি গরম জলে দিবারাত্র ভিজাইয়া, উক্ত জল পান করিবার পর যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে; তৎপরে উহার অর্দ্ধেক চিনি এবং ¼ মধু মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে মলত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে সরক্ত মল নির্গত হয় না (চরক)।

ব্রণ হইলে বটপত্রের প্রলেপ দিলে উহা বসিয়া যায়। কোমল বটপত্র পেষণ করিয়া মধুসহ সেবন করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয় (সুশ্রুত)। বটের ঝুরি পেষণ করিয়া চাউল ধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে অতিসার জনিত উদর বেদনা আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

বটের কুঁড়ির কাথ ও কল্ক সহ ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত সেবন করিলে রক্তপ্রদর আরাম হয়। মসুর কলাই ও বটের অঙ্কুর একত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে মেচেতা আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

বট বলকারক ও কষায়, ইহা গনোরিয়া ও শুক্রক্ষীণতায় প্রযুক্ত হয়। হাতের ও পায়ের চামড়া ফাটিয়া গেলে বটের আঠা দিলে আরাম হয় (Dymock, iii, 335)।

অশ্বত্থ, বট, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় এবং নিমের ছালকে পঞ্চ বল্কল বলে। ইহা ক্ষত রোগের ধৌতি স্বরূপ ব্যবহার হয় এবং ইহার ইনজেকশন লইলে প্রদর রোগ আরাম হয়।

548. F. religiosa Linn. (অশ্বত্থ)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 896A; Wight, Ic., t. 1967; Rheede, Hort. Mal., i, 27.

Ref.—F. B. I., v, 517; Roxb., F. I., iii, 547, B. P., ii, 980; Dymock, iii, 337; Prain, ''. H., 280.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ ও মধ্যভারতের অরণ্যে বহু পরিমাণে জন্মে; বঙ্গদেশের বনে জন্মে ও রাস্তার ধারে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. অশ্বত্থ; হি. পিপল; সামতাল—হেসাক; তে. রাগী; তা. অরক; সং. গজভক্ষ, ক্ষীরদ্রুম; Eng. Sacred fig.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, মুকুল, ছাল ও ফল। মাত্রা কাথ ½ পোয়া।

বর্ণনা—বহুশাখাগ্র শাখাবিশিষ্ট বড় গাছ, ছাল ধূসরবর্ণ, ½ ইঞ্চি পুরু, অধিকদিনের গাছ হইলে ছাল ফাটা ফাটা হয়; কাষ্ঠ ধূসরের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। পত্র পাতলা চামড়ার মত, উপরিভাগ উজ্জ্বল; পত্রবৃন্ত লম্বা, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, পত্রে ৫-৭টী শিরা আছে; পুংপুষ্প অল্প হয়, ইহার বোঁটা ক্ষুদ্র ও ডালের গায়ে সংলগ্ন; স্ত্রীপুষ্পের বোঁটা ছোট। ফল গোলাকার, পাকিলে লালবর্ণ হয়। গ্রীষ্মকালে ফল হয় এবং বর্ষাকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—অশ্বত্থ ছাল ধারক, গনোরিয়া নাশক, ইহার ফোড়া পাকাইবার গুণ আছে। ফল মৃদু বিরেচক, ইহা পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য করে। বীজ স্নিগ্ধকর ও ত্রিদোষ নাশক। অশ্বত্থ গাছের পত্র ও কচি ডাল বিরেচক এবং রস চুলকনা ও পাঁচড়া আরাম করে।

শিকড়ের ছাল প্রাদাহিক ফুলায় লাগাইলে উহা কমাইয়া দেয় (Dr. Emerson)। ইহার শুষ্ক ফল গুঁড়া করিয়া ১৫ দিন জলে রাখিয়া খাইলে হাঁপানি আরাম হয় ও বন্ধ্যা স্ত্রীলোকে সেবন করিলে পুত্রবতী হয়। টাটকা পোড়ান ছাল জলে ভিজাইয়া সেই জল খাইলে উগ্র ঘুংড়ী কাশি আরাম হয় (Dr. Thornton)। কোন স্থান কাটিয়া গেলে ইহার রস বিশেষ উপকারী।

অশ্বত্থ ছালের গুঁড়া ভগন্দর রোগে প্রয়োগ করিলে রোগের উপশম হয়; ইহাতে বহু রোগী আরাম হইয়াছে।

অশ্বত্থ শিকড়ের ছাল গুঁড়া করিয়া মধুর সহিত মাড়িয়া খাইলে বালকদের মুখের ঘা আরাম হয়। ইহা পুরাতন ক্ষত ও ঘায়ে ছড়াইয়া দিলে ক্ষত ও ঘা পূরিয়া আইসে (চরক)।

অশ্বত্থ ছালের কাথ মধু দিয়া পান করিলে বাতরক্ত কমিয়া আইসে এবং ইহার পত্রে ব্রণ আচ্ছাদন করিলে উহা শীঘ্র সারিয়া যায়।

অশ্বত্থের ফল, মূলের ছাল এবং কুঁড়ির কাথ প্রস্তুত করিয়া মধু ও চিনি দিয়া পান করিলে বেশ বাজীকরণ হয় (সুশ্রুত)।

> অশ্বত্থফলমূলত্বক্ শুঙ্গসিদ্ধং পয়ো নরঃ।
> পীত্বা সশর্করাক্ষৌদ্রং কুলিঙ্গ ইব হৃষ্যতি॥

অশ্বত্থ ছাল অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া যে অঙ্গার হইবে উহা জলে ভিজাইয়া সেই জল পান করিলে বমন নিবারণ হয়।

অশ্বত্থবল্কলং শুষ্কং দগ্ধা নির্ব্বাপিতং জলে।
তত্তোয় পানমাত্রেণ বমন জয়তি দুস্তরাং ॥

অশ্বত্থ পত্র দ্বারা প্রস্তুত ঠোঙ্গায় তৈল মাখাইয়া তপ্ত অঙ্গারে পূর্ণ করিবে এবং যে তৈল ঠোঙ্গা হইতে চোয়াইয়া পড়িবে সেই তৈল কর্ণে দিলে কান কটকটানি আরাম হয়।

শিশুর ঠোঁটে, জিহ্বায় এবং তালুতে কিংবা মুখের ভিতর ক্ষত বা শ্বেতবর্ণ অল্প অল্প ঘা হইলে বা সাধারণ মুখের ঘায়ে মধুর সহিত অশ্বত্থ ছাল চূর্ণ লাগাইলে উহা আরাম হয় (R. N. Khory, ii, 559)। (Fig. 548.)

549. F. Rumphii Blume (গয়াশ্বত্থ)

Fig.—Wight, Ic., t. 640; Brandis, For. Fl., 416, t. 48; King, Ficus 54, t. 673; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 896B.

Ref.—F. B. I., v, 512; Roxb., Fl. Ind., iii, 548; B. P., ii, 980; Dymock, iii, 337; Prain, H. H., 280.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, মধ্যভারত, হিমালয় প্রদেশ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা।

বিভিন্ন নাম—বা. গয়াশ্বত্থ; সামতাল স্নামজোর; হি. কাবরো।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—বড় গাছ; পত্র ৪-৬ ইঞ্চি, শিরা ৩-৬ জোড়া, বোঁটা ২½-৩½ ইঞ্চি লম্বা। পুংপুষ্প অল্প হয়, শাখার গোড়ায় থাকে। পুংকেসর ১টী, গর্ভাশয় মসৃণ ও ডিম্বাকৃতি। বীজ ছোট, গোলাকার ও আঠাযুক্ত। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ফুল হয় ও বর্ষায় ফল পাকে; কোন কোন গাছের ফল আরও দেরীতে পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সামতালেরা ইহার ফল ঔষধে ব্যবহার করে। কঙ্কন দেশে ইহার রস কৃমিরোগে ব্যবহার হয়। ইহার রসে হরিদ্রা, গোলমরিচ এবং ঘৃত যোগে মটরের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিয়া খাইলে হাঁপানি রোগ আরাম হয়। ইহা বমনকারক। গয়াশ্বত্থের রস আকন্দ ফুলের সহিত আবদ্ধ পাত্রে দগ্ধ করিয়া ৪ রতি (৭॥ গ্রেণ) পরিমাণ ছাই মধুসহ সেবন করিলে হাঁপানি আরাম হয়। (Fig. 549.)

550. F. glomerata Roxb. (যজ্ঞডুমুর)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., ii, t. 123; Wight, Ic., t. 667; Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 904.

Ref.—F. B. I., v, 535; Roxb., F. I., iii, 538; B. P., ii, 983; Dymock, iii, 338; Prain, H. H., 280.

65—1034B

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, রাজপুতনা, খাসিয়া পাহাড়; ব্রহ্মদেশ; দাক্ষিণাত্য; ছোট নাগপুর, মধ্যবাঙ্গালা, হুগলী ও হাওড়ার স্থানে স্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. যজ্ঞ ডুম্বুর, হি. পিপার; তা. খারসা; তে. রাইগা; সং. উদুম্বর; Eng. Cluster fig.

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়ের চাল, ফল, রস, মান্না।

বর্ণনা—৩০-৪০ ফুট উচ্চ গাছ; ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, মসৃণ, লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, গাত্র ফাটা ফাটা, কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ। পত্র ৪-৭ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, তিনটী শিরাবিশিষ্ট, বোঁটা ১-২ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পাধার ১½ ইঞ্চি, ঈষৎ লালবর্ণ, পুংপুষ্প পুষ্পাধারের মুখের কাছে হয়; পাপড়ি তিন চারিটী স্পঞ্জের মত; গর্ভাশয় গোলাকার। এই গাছ ডুমুর গাছ অপেক্ষা বড়, পত্র ডুমুরের ন্যায় কর্কশ নহে, ফল অপেক্ষাকৃত বড়, পাকিলে লালবর্ণ হয়; ফলের ভিতর পোকা থাকে। যজ্ঞডুম্বুর অতিশয় মিষ্ট। বসন্তকালে ইহার ফুল হয় ও বর্ষাকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র, ছাল ও ফল দেশীয় ঔষধে ব্যবহার হয়। ছাল ধারক, ইহা ক্ষত স্থানের ধৌত কার্য্যে ব্যবহার হয়। ব্যাঘ্র কিম্বা বিড়ালে কামড়াইয়া বিষ হইলে ক্ষত স্থান হইতে বিষ নষ্ট করিবার জন্য ব্যবহার হয়। শিকড় রক্ত আমাশয়ে হিতকর এবং ইহার রস একটী বলকারক ঔষধ।

যজ্ঞডুম্বুরের পত্র গুঁড়া করিয়া মধুর সহিত খাইলে পিত্তপ্রকোপ দূর হয়। ইহার পত্রের উপর যে Gall (অর্ব্বুদ) হয়, উহা দুগ্ধে ভিজাইয়া মধুর সহিত খাইলে বসন্ত রোগে বিশেষ উপকার হয় (Atkinson)।

যজ্ঞডুম্বুর ধারক উদরাময় ও কৃমিনাশক। ইহার দুগ্ধের মত আঠা খাইলে অর্শ ও পেট বেদনা আরাম হয় এবং ইহার সহিত তিল তৈল মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে দুষ্ট ব্রণ ও বিস্ফোটক আরাম হয়। পাকা ফলের রস মূত্রযন্ত্র রোগে হিতকর। ইহার ছাল গো-মহিষাদিকে খাওয়াইলে তাহাদের বসন্ত হয় না এবং ৪ তোলা মাত্রায় চিনি ও জীরার সহিত খাইলে গনোরিয়া আরাম হয়। পশুদের যখন বসন্ত হয় তখন ইহার ছাল পিঁয়াজের সহিত পিষিয়া এবং গুঁড়া করিয়া নারিকেল, মেথি এবং ভিনিগার দিয়া খাওয়াইলে বসন্ত আরাম হয়। গাছের মূল, শিকড় ও পাকা ফলের রস বহুমূত্র রোগে হিতকর।

যজ্ঞডুম্বুরের ফলের রস পান করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয় (সুশ্রুত)। ইহার ছাল নারীর স্তন্য দুগ্ধে পেষণ করিয়া পান করিলে অগ্নিমান্দ্য দূরীভূত হয়।

নারীক্ষীরেণ সংযুক্তাং পিবেদৌড়ম্বরীং ত্বচম্।

যজ্ঞডুম্বুরের রস মধুর সহিত পান করিলে প্রদর রোগ আরাম হয়।

পলাশ বীজ, যজ্ঞডুম্বুরের ফল তিল তৈল সহ উত্তমরূপে পেষণ করিয়া মধু মিশ্রিত করিয়া যোনিতে প্রলেপ দিলে শিথিল যোনি দৃঢ় হয়।

পলাশোডুম্বর ফলং তিল তৈল সমন্বিতম।
মধুনা যোনিমালিপ্ত গাঢ়ীকরণ মুত্তমম্ (বঙ্গসেন) (Fig. 550.)

551. F. hispida Linn. (কাকডুম্বুর)

Fig.—Wight, Ic., t. 1., 638 and 641; Griff., Ic. Pl. Asiat., t. 560; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 900.

Ref.—F. B. I., v, 522; Roxb., F. I., iii, 561, B. P., ii, 981; Dymock, iii, 346; Prain, H. H., 280.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র জন্মে। হিমালয় প্রদেশের চেনাব হইতে পূর্ব্বদিকে ৩৫০০ ফুট উচ্চে; মধ্য এবং দক্ষিণ ভারত ও ব্রহ্মদেশ।

বিভিন্ন নাম—বা. কাকডুম্বুর; হিঃ. ত্তোতমিলা; তে. বড়সামাদি; সং. কাকডুম্বুরিকা; Eng. Fig. tree.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, বীজ এবং ছাল।

বর্ণনা—ছোট গাছ। পত্র ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা, বৃন্তদেশ গোলাকার, কতক পরিমাণে হৃৎপিণ্ডাকৃতি; নিম্নভাগ সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বোঁটা ½-১ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত। পুংকেসর ১টী, স্ত্রীকেসর দণ্ড ছোট। বীজ চতুষ্কোণ ও লম্বা লোমাবৃত। ইহা যজ্ঞডুম্বুর অপেক্ষা ক্ষুদ্র, ফল পাকিলে হরিদ্রা বর্ণ হয়, ডুমুরের পুষ্পদণ্ডের চারিদিকে অনেক ডুমুর গুচ্ছবদ্ধভাবে বিন্যস্ত থাকে। এই গাছ শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া থাকে; ২-৩ বৎসরের মধ্যে ইহার ফল হয়। বঙ্গদেশে এই ডুমুর গাছের কচি ফল তরকারি করিয়া সচরাচর খাইয়া থাকে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভ হইতে শরৎকাল পর্য্যন্ত ফুলের সময়, ফল পাকিতে তিন মাস সময় লাগে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকদের মতে এই ডুমুরের ফল খাইলে স্ত্রীলোকদের স্তন্য দুগ্ধ বাড়িয়া থাকে, ইহার গর্ভের মধ্যে সন্তান রক্ষা করিবার শক্তি আছে (U. C. Dutt)।

ডুম্বুরের মূলের ত্বক, ধুতুরাবীজ, (শোধিত) চাউল ধোয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে কুকুর বিষ নষ্ট হয়, মাত্রা মূলের ত্বক চার আনা, ধুতুরা বীজ এক আনা।

কাকোডুম্বরমূলন্তু ধুস্তুরফলকান্বিতম্।
পিবেত্তণ্ডুল তোয়েন সারমেয়বিষাপহম্॥ (বঙ্গসেন)

বম্বে ও কঙ্কন দেশে ফলের গুঁড়া জলে সিদ্ধ করিয়া বাগীতে পুলটিস দেয়। ইহা খাওয়াইলে দুগ্ধবতী গাভীর দুগ্ধ ঘন হয় (Dymock)। Dr. Moodeen Sheriff বলেন ইহার ফল, বীজ এবং ছাল মূল্যবান বমনকারক ঔষধরূপে ব্যবহার হয়। পক্ক ফলের বীজই প্রশস্ত, ইহা শুষ্ক করিয়া বোতলে পুরিয়া রাখিতে হয়। মাত্রা ১ ড্রাম; ৪টী কিংবা ৬টী পাকা

ফলের বীজের সমান। ইহার ছাল খাইলে বমন হয় ও অল্প দাস্ত হয়। মাত্রা ৪০-৬০ গ্রেণ, দিবসে ৩।৪ বার। ইহার অর্দ্ধ মাত্রা গ্রহণ করিলে বলকারক ও রোগ প্রতিষেধক ঔষধরূপে ব্যবহার হয় (Dymock, iii, 346)।

ডুমুরের আঠা বলাধান ও রসায়নার্থ ব্যবহার হয়। (Fig. 551.)

552. F. heterophylla Linn. (ঘটী শেওড়া)

Fig.—Wight, Ic., t. 661 & 659; Griff., Ic. Pl. Asiat., t. 557; Kirtikar & Basu, Ind, Med. Pl., t. 898.

Ref.—F. B. I., v, 518; Roxb., F. I., iii, 53; B. P., ii, 981; Prain, H. H., 280.

জন্মস্থান—বর্ম্মা, টেনাসরিম, ত্রিহুত, উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গ; হুগলী, হাওড়া জেলার নিম্ন ভূমিতে স্থানে স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. ঘটী শেওড়া; সং. নদ্যুডুম্বুর।

ব্যবহার্য্য অংশ—ডুমুরের ন্যায়।

বর্ণনা—লতানে কোমল লোমযুক্ত গুল্ম। পত্র ২-৫ ইঞ্চি লম্বা, বৃন্তদেশ গোলাকার কিংবা হৃৎপিণ্ডাকৃতি; বোঁটা ½-২½ ইঞ্চি। ইহার শাখা ছোট, সরু ডালের অগ্রভাগ মাটীতে ঠেকিয়া থাকে। এই গাছ সচরাচর আর্দ্র ভূমিতে, নদীর কিনারায় এবং পুকুরের ধারে দেখা যায়। ফলের অগ্রভাগ মোটা ও গোলাকার; বোঁটার দিক ক্রমশঃ সরু। ফলের গায়ে ছোট ছোট অর্ব্বুদ আছে, আবগুলি দেখিতে সরিষার ন্যায়। ফল পাকিলে হরিদ্রাবর্ণ হয়। বীজ গোলাকার। শীতের শেষে ফুল হয়, বর্ষাকালে ফল পাকে।

552A। ইহার আর এক জাতি আছে ইহাকে Var. scabrella King বলে। ইহার বাঙ্গালা নাম বজম ডুমুর, পাতার বোঁটা ছোট ও সরু, পুষ্পবৃন্ত সরু (F. B. I. v, 519; B. P., ii, 981) এই গাছ উত্তরবঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ ও চট্টগ্রামে দেখা যায়।

552B। Var. repens King. ইহার আর একটী জাতি; ইহার বাঙ্গালা নাম ভুঁই ডুমুর, ইহার গাছ ভূমি সংলগ্ন থাকে, পত্রবৃন্ত লম্বা ও বিস্তৃত। এই গাছ জলের ধারে সচরাচর দেখা যায় ও উত্তরবঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ এবং চট্টগ্রামে জন্মে, ইহা লতাইয়া বৃদ্ধি পায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ অপরাপর ডুমুরের সমান বলিয়া আর পৃথক লিখিত হইল না। গাছের শিকড়ের রস পেট বেদনার উপশম করে। পাতার রস দুধের সহিত খাইলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়। শিকড়ের ছাল অতিশয় তিক্ত, জলের সহিত মিশাইয়া খাইলে সর্দ্দি, হাঁপানি ও অপরাপর বক্ষঃপ্রদাহ আরাম হয়। (Fig. 552.)

553. F. Cunia Ham. (জয়া ডুম্বুর)

Fig.—Wight, Ic., t. 648 & 649; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 901.

Ref.—F. B. I., v, 523; Roxb., F. I., iii, 561; B. P., ii, 982.

জন্মস্থান—আসাম, খাসিয়া পাহাড়, চট্টগ্রাম, ভূটান; হিমালয় প্রদেশ, চিনাব হইতে পূর্ব্বদিকে ৪০০০ ফুট উচ্চে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. জয়া ডুম্বুর; হি. খুরকুয; সাম. হরপোদো; সং. নদ্যডুম্বুর।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, শিকড়।

বর্ণনা—ছোট মাঝারী কতকটা লতানে গাছ, গাছের শাখা সরু, শাখা সবুজ পত্রাচ্ছাদিত, নূতন ফেঁকড়ী ও ডাল কোমল লোমযুক্ত। ছাল পুরু, ঈষৎ লালবর্ণ। পত্র ৮-১৩ ইঞ্চি লম্বা, ডালের বিপরীত দিকে পর্য্যায়ক্রমে জন্মে, শেওড়া পাতার ন্যায়; কিনারা করাতের ন্যায় কর্ত্তিত, নিম্নভাগ কোমল লোমযুক্ত। পত্রের উপশিরা সমান্তরাল। বোঁটা ½-¾ ইঞ্চি। ফল ডুম্বুরের মত প্রত্যেক ডালের গাঁইটে জন্মে; ফল হরিদ্বর্ণ, পাকিলে পীতবর্ণ হয়, ফলের গায়ে অর্ব্বুদ আছে, এই গাছ সচরাচর আর্দ্র স্থানে ও জলা ভূমিতে জন্মে। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফলের ক্বাথ পান করিলে কুষ্ঠ আরাম হয় (Rheede)। শিকড়ের রস দুগ্ধে পাক করিয়া সেবন করিলে মূত্রনালীর রোগ আরাম হয় (Rev. A. Campbell)। ইহার ফল এবং ছালের ক্বাথে কুষ্ঠ ধৌত করিলে কুষ্ঠ আরাম হয়। (Fig. 553.)

554. F. infectoria Roxb. (পাকুড়)

Fig.—Wight, Ic., t. 655; King. Fic. 60, t. 75-79; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 897.

Ref.—F. B. I., v, 515; Roxb., F. I., iii, 530; B. P., ii, 981; Prain, H. H., 280.

জন্মস্থান—উত্তরবঙ্গ, ত্রিহুত, ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম; হুগলী, হাওড়া, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় জন্মে; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. পাকুড়; সং. প্লক্ষ, পর্কটী; হি. পিপ্লখান; তা. পেপরি; তে. পসারি।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল।

বর্ণনা—বড় ও বহুদূর-বিস্তৃত গাছ। ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, সবুজের আভাযুক্ত, ধূসরবর্ণ, মসৃণ। কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ। পত্র অশ্বত্থ পত্রের ন্যায় তবে চওড়ায় কম ও লম্বায় একটু বেশী। পত্র

৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, পাতলা চর্ম্মের মত, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, উজ্জ্বল, ডিম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ সরু গোলাকার কিংবা হৃৎপিণ্ডাকৃতি, শিরা ৪-১০ জোড়া। বোঁটা ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, ফলের বোঁটা ছোট, মনে হয় যেন ডালে ফল ধরিয়াছে। পাকুড় দেখিতে অতি সুন্দর গাছ, ইহা অশ্বত্থ গাছের ন্যায় মনোহর। বর্ষার পরে ফুল হয় ও শীতের সময় ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার টাট্কা পাতার রস সচরাচর ঔষধের সহিত মূত্রযন্ত্রের পীড়ায় ব্যবহার হয়। পাকুড়, অশ্বত্থ, বট, যজ্ঞডুম্বুর, ডুম্বুর প্রভৃতিকে পঞ্চ বল্কল বলে। ইহাদের কাথ দূষিত ক্ষত ও প্রদর রোগের ধৌতি স্বরূপে ব্যবহার হয় (Watt)।

পাকুড়ের ছাল চূর্ণ মধুর সহিত পিণ্ড করিয়া যোনিতে ধারণ করিলে যোনিস্রাব আরাম হয় (চরক)। রক্তপিত্ত রোগী পাকুড়ের পাতা শাকের ন্যায় ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয় (ভাবপ্রকাশ)। (Fig. 554.)

Genus—MORUS Linn.

555. M. indica Linn. (তুঁত) .

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 890.

Ref.—F. B. I., v, 492; Roxb., F. I., iii, 53; B. P., ii, 968; Prain, H. H., 279.

জন্মস্থান—আদি জন্মস্থান হিমালয় প্রদেশ; সিকিম ও উত্তর ভারতে রেশম পোকার জন্য চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. তুঁত, সং. তুদ; হি. তুতড়ী; তা. মুসু; তে. কাম্বালি চেট্ট। Eng. White mulberry.

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, ফল ও ছাল।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ, লালের আভাযুক্ত কিংবা পীতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। পত্র ২-৫ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, পত্রের বৃন্তদেশে ৩টী শিরা আছে, বোঁটা ½-১½ ইঞ্চি লম্বা। ফুল একলিঙ্গ বিশিষ্ট, স্ত্রীপুষ্পদণ্ড ⅛-½ ইঞ্চি লম্বা গোলাকার। পুংপুষ্পদণ্ড ⅓-½ ইঞ্চি লম্বা ও নরম। ফলের বৃন্ত ফল পাকিবার সময় কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহার আর এক জাতি আছে উহাকে লাটিন ভাষায় M. alba বলে, ইহার অগ্রভাগ লম্বা এবং পত্র অধিক খস্খসে। তুঁত গাছের ফল লম্বা, গায়ে সরু সরু কাঁটা আছে, ফল পাকিলে লালবর্ণ হয়। শীতের সময় ফুল হয় ও বসন্তকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফল উত্তেজক ও মৃদুবিরেচক। ছাল ও শিকড় কৃমিনাশক। পত্রের কাথ স্বরভঙ্গ রোগ নিবারক। ফল পিপাসা নিবারক এবং জ্বর নাশক (Murray)। (Fig. 555.)

Genus—STREBLUS Lour.

556. S. asper Lour. (শেওড়া)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl ; t. 889.

Ref.—F. B. I , v, 489 ; Roxb , F. I., iii, 761 ; B. P., ii, 969 ; Prain, H. H., 279.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, মধ্য ও দক্ষিণ ভারত, ব্রহ্মদেশ, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, হুগলী ও হাওড়া প্রভৃতি জেলার জঙ্গলে ও বেড়ায় দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. শেওড়া ; সং. সৃখোটক ; তা. পাসপিরাই ; তে. পাকি ; হি. রুসা।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, ছাল ও পাতার রস। মাত্রা মূলত্বক ১-৪ আনা ; রস ১-২ তোলা।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত ঘন ঘন গাঁইটযুক্ত গুল্ম ; ১০-২০ ফুট উচ্চ হয়। ইহার ডালগুলি গাঁইটযুক্ত এবং ডাল প্রায় সোজা জন্মে না। ছাল ⅙ ইঞ্চি পুরু, নরম ও ঈষৎ ধূসর বর্ণ। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ। ইহার দুগ্ধের মত আঠা আছে, প্রশাখাগুলি শক্ত ও নরম লোমযুক্ত। পত্র কর্কশ ২-৪ ইঞ্চি চৌড়া, বোঁটা অতিশয় ছোট $\frac{1}{12}$ ইঞ্চি লম্বা। ফুল একলিঙ্গ বিশিষ্ট। পুংপুষ্প গোলাকার। পুংকেসর ৪টী। স্ত্রীপুষ্প এক একটী হয়, ইহার বৃন্ত ½ ইঞ্চি লম্বা। ফল পীতবর্ণ, প্রত্যেক ফলে একটী বীজ থাকে। বীজ গোলাকার, ফলের শাঁস খাইতে মিষ্ট। মার্চ্চ-এপ্রেল মাসে ফুল হয়, মে-জুন মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার দুগ্ধের মত রস ধারক ও বিষনাশক। হাত পা ফাটিয়া গেলে ইহার আঠা লাগাইলে আরাম হইয়া যায়। ছালের কাথ জ্বর, আমাশয় ও উদরাময় রোগে ব্যবহার হয়। ইহার ডালে দাঁতন করিলে পাইওরিয়া রোগে বিশেষ উপকার হয়। ইহার শিকড় অপরিপক্ক ফোড়ায় লাগাইলে ফোড়া ফাটিয়া যায় ও ক্ষতের শোথ বসিয়া আইসে। কথিত আছে ইহা সর্পবিষের প্রতিষেধক ঔষধ।

নূতন শেওড়া গাছের ছালের রস ২ ফোঁটা, গব্য ঘৃত ৪ ফোঁটা লইয়া চিরেতার সহিত খাইলে উর্দ্ধ রক্তপিত্ত ও শ্বাস কাশ আরাম হয় (চরক)।

নূতন শেওড়া গাছের ছাল কাঁজির সহিত বাটিয়া খাইলে বাতজনিত শোথ আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

শেওড়া ছাল জলে পেষণ করিয়া গোমূত্রের সহিত পান করিলে শ্লীপদ (গোদ) আরাম হয় (বঙ্গসেন)। (Fig. 556.)

XCV. JUGLANDACEAE

Genus—JUGLANS Linn.

557. J. regia Linn. (আখরোট)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 909A.

Ref.—F. B. I, v, 595; Roxb., F. I., iii, 631; Brandis, For. Fl., 497.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশের পশ্চিম ভাগ, সিকিম, খাসিয়া পাহাড়, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. আখরোট; কাশ্মীর আখার; লেপচা কনলা; তে. আখরোটু; তা. আকরোট্ট; Eng. Indian walnut।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল।

বর্ণনা—সৌগন্ধযুক্ত মাঝারী গাছ। ছাল ধূসরবর্ণ, ½-২ ইঞ্চি পুরু। কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ, কাল দাগ আছে, পত্র ৬-১২ ইঞ্চি; পত্রিকা ৫-১১ কিংবা ৭-৯ জোড়া, সম্মুখের পাতাটী বড় হয়। ফুল সবুজবর্ণ, পুং এবং স্ত্রীপুষ্প একগাছে হয়, পুংপুষ্প অনেক হয়, ঝুলিয়া থাকে, ২-৫ ইঞ্চি লম্বা, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ডালে হয়। ফল গোলাকার ২ ইঞ্চি লম্বা, সবুজ পুরু শাঁসযুক্ত কাষ্ঠের মত আবরণে আবৃত, দুইটী পরদা বিশিষ্ট বীজ থাকে। ফলে বীজ একটী থাকে। মার্চ্চ-এপ্রিলে ফুল হয় ও অক্টোবর মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল ধারক। (Fig. 557.)

XCVI. MYRICACEAE

Genus—MYRICA Linn.

558. M. Nagi Thunb. (কটফল)

Fig.—Wight, Ic., t. 764 & 765; Bot. Mag., t. 5727; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 909B.

Ref.—F. B. I., v, 597; Man. Ind. Timb., 391; Roxb., F. I., iii, 765.

জন্মস্থান—খাসিয়া পাহাড়, শ্রীহট্ট, সিঙ্গাপুর, হিমালয় প্রদেশের ৬০০০ ফুট উচ্চে, ব্রহ্মদেশ।

বিভিন্ন নাম—বা. কটফল, কায়ছাল; সং. কটফল; তা. মারু দাম্পাতাই; তে. কাই দারিয়াম্; হি. কায়ছাল; Eng. Bay berry.

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল। মাত্রা ত্বকচূর্ণ ১-৪ আনা।

বর্ণনা—বড় সৌগন্ধযুক্ত গাছ, ইহার পাতা শরৎকালে পড়িয়া যায়। ছাল ধূসরবর্ণ অথবা পিঙ্গলবর্ণ, ছালের গাত্রদেশে লম্বা লম্বা কাটা কাটা দাগ আছে। কাষ্ঠ বেগুনের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ এবং শক্ত। পত্র লম্বাকৃতি ৩-৫ ইঞ্চি; অগ্রভাগ সরু কিংবা মোটা; কচিপাতা কখন কখন ৫-৮ ইঞ্চি হয়, কিনারা দাঁতযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ছোট, কোমল লোমযুক্ত। ফুল ছোট একলিঙ্গ বিশিষ্ট। পুংপুষ্প ও স্ত্রীপুষ্প ভিন্ন ভিন্ন গাছে থাকে। পুংপুষ্প ½-১ ইঞ্চি লম্বা, দণ্ড বিড়ালের লেজের মত এক একটী হয় ও অবনত। স্ত্রীপুষ্প সোজা দণ্ডে থাকে, ½-১ ইঞ্চি লম্বা। ফল শাঁসযুক্ত, গোলাকার ½-¾ ইঞ্চি, পাকিলে লালবর্ণ হয়। ফলের আঁটী কোঁকড়ান, একটু বড় ও লম্বা; কটফলের গাছের ছালকে কায়ছাল বলে, ইহা শক্ত ও ফিকে লালবর্ণ। কটফল কাটিলে মাদার ফলের ন্যায় উহার আঠায় হাত জড়াইয়া যায়। কটফলের ছাল পুরু, ফিকে লালবর্ণ, ইহার চূর্ণ ইটের গুঁড়ার মত, গন্ধ অতিশয় উগ্র, ইহার ফলের কাথ রঞ্জনের জন্য ব্যবহার হয়। কটফলের ফল জায়ফল অপেক্ষা বৃহৎ এবং জায়ফল অপেক্ষা ঝাল, কটফল জায়ফলের ন্যায় তৈলময় নহে। কর্ত্তিত কটফল স্পর্শ করিলে অঙ্গুলিতে জড়াইয়া যায়। শীতের প্রারম্ভে ফুল হয় ও গ্রীষ্মকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল কৃমিনাশক, পত্র ধারক, বলকারক। কাথ ক্ষতের পক্ষে চমৎকার ঔষধ, কাশ ও বাতের পক্ষে হিতকর।

কটফলের সংস্কৃত নাম কুমুদ, কুম্ভীপাকী, শ্রীপর্ণিকা। কটফল জ্বর, হাঁপানি, গনোরিয়া, অর্শ ও অপরাপর রোগে হিতকর। কটফল হইতে কটফল চূর্ণ ঔষধ তৈয়ারী হয়; শার্ঙ্গধর বলেন কটফলের ছাল, মুথা, কটকী শিকড়, শঠী, কর্কটশৃঙ্গীর অর্ব্বুদ (gall) এবং কুষ্ঠের শিকড় সমপরিমাণ লইয়া ইহাদের গুঁড়া আদা ও মধুর সহিত সেবন করিলে স্বরভঙ্গ, সর্দ্দি ও হাঁপানি আরাম হয়।

কটফল ও রক্তচন্দন সমভাগ, চাউল ধোয়া জলের সহিত ও চিনিযোগে সেবন করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয়। মধুর সহিত কটফল খাইলে উদরাময় আরাম হয় (চরক)।

গলার ভিতর কটফল চূর্ণ ঘর্ষণ করিলে গলগণ্ড আরাম হয় (চক্রদত্ত); ইহার ছালের গুঁড়া সর্দ্দি ও মাথাধরায় নস্যরূপে ব্যবহার হয় (U. C. Dutt)। মুসলমান হাকিমেরা বলেন যে এই ছাল ধারক, পেটফাঁপা নিবারক এবং বলকারক ঔষধ (Dr. Dymock)। ইহা সর্দ্দি ও মাথাধরা আরাম করে; ইহার সহিত দারুচিনি দিলে পুরাতন সর্দ্দি জ্বর ও অর্শ রোগ আরাম হয়। ভিনিগারের সহিত মিশাইয়া ইহা দাঁতের গোড়ায় লাগাইলে দাঁত শক্ত হয় ও দাঁত বেদনা আরাম হয়। ইহা হইতে প্রস্তুত তৈল কানে দিলে কান বেদনা আরাম হয়। ইহার কাথ হাঁপানি ও উদরাময় নাশক ও মূত্রকর। (Fig. 558.)

XCVII. CASUARINEAE

Genus—CASUARINA Forst.

559. C. equisetifolia Forst. (বিলাতী ঝাউ)

Fig.—Beddome, For. Man., t. 226; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 910.

Ref.—F. B. I., v, 598; Roxb., F. I., iii, 519; B. P., ii, 985; Prain, H. H., 280.

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম সমুদ্রতীর, করমণ্ডল উপকূল, কানাড়া, বর্ম্মা, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, হুগলী, শিবপুর বোটানিক গার্ডেন, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান জেলার বাগানে ও রাস্তার ধারে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. বিলাতী ঝাউ; তা. সাবুক্-পাট্টাই; তে. ইরণ্ডা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল, পত্র, বীজ। মাত্রা কাষ্ঠের গুঁড়া ১-৪ আনা, তৈল ২০-৪০ বিন্দু।

বর্ণনা—২০-৬০ ফুট উচ্চ গাছ, গাছের শাখা গাঁইটযুক্ত। ফুল একলিঙ্গ বিশিষ্ট এবং একই গাছে জন্মে। পুষ্পদণ্ড ১ ইঞ্চি লম্বা, স্ত্রীপুষ্প ছোট। কখন কখন পুংপুষ্প ও স্ত্রীপুষ্প এক ডালে দেখা যায়। ফল শক্ত, গোলাকার, ½ ইঞ্চি। সচরাচর ইহা কবর স্থানে রোপণ করে। কাষ্ঠের রং লালবর্ণ, এই কারণে ইহাকে Beef wood বলে। জ্বালানির পক্ষে এই কাষ্ঠ উৎকৃষ্ট এবং মাদ্রাজ উপকূলে জ্বালানি কাষ্ঠের প্রচুর চাষ হয়। কখন কখন ঘরের খুঁটী প্রভৃতিতে ব্যবহার হয়। মে মাসে ফুল হয়। ফল পাকিতে প্রায় এক বৎসর লাগে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—Dr. Rumphius বলেন বেরীবেরী রোগে ইহার ছালের কাথে স্নান করাইলে বিশেষ উপকার হয়। বীজের গুঁড়া মাথায় প্রলেপ দিলে মাথাধরা আরাম হয়। ইহার পিষ্টরস পুরাতন উদরাময় ও রক্ত আমাশয় রোগে হিতকর। (Fig. 559.)

XCVIII. CUPULIFERAE

Genus—BETULA Tourn.

560. B. utilis Don. (ভুর্জ্জপত্র)

Fig.—Jacq. Voy., Bot., t. 158; Kirtikar & Basu, t. 911B, Brand, For. Fl., t. 56; Bull. Col. Agric. Tokyo, ii, t. 8, Fis. 13 & 14 (1895).

Ref.—F. B. I., v, 599; Brand, For. Fl., 437; Man. Ind. Timber, 372.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, সিকিম, ভুটান।

বিভিন্ন নাম—বা., সং. ভূর্জ্জপত্র; নেপাল ফুসপাট; বম্বে ভোজপত্র।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক। মাত্রা ½-২ আনা; কাথ ৬-১০ তোলা।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ, বসন্তে পাতা পড়িয়া যায়, কখন কখন ৪০-৫০ ফুট কিংবা ৬০ ফুট উচ্চ হয়। ছাল মসৃণ, উজ্জ্বল, লালের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, উপরের ছাল পুরু কাগজের মত। গাছের ছাল লম্বালম্বিভাবে ছাড়িয়া যায়। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, ইহাতে রক্তবর্ণ দাগ আছে। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ও বৃন্তদেশ ক্রমশ সরু, পত্রের কিনারা করাতের ন্যায় দাঁতযুক্ত; শিরা ৪-১২ জোড়া, বোঁটা ½-¾ ইঞ্চি। পুংপুষ্পদণ্ড সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, স্ত্রীপুষ্পদণ্ড এক একটী হয়, ইহা শক্ত ১-২ ইঞ্চি লম্বা। বীজ সরু ও পক্ষযুক্ত। মে-জুন মাসে ফুল হয় ও সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ফল পাকে। B. Bhojpatra Wall. ইহার আর একটি নাম (synonym)।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছালের কাথ কানের পুঁজ ও বিষাক্ত ক্ষত ধৌত করিবার জন্য ব্যবহার হয় (U. C. Dutt)।

ছালের পিষ্টরস পেটফাঁপা নিবারক ও হিষ্টিরিয়া রোগে প্রদত্ত হয়। এই গাছের ভিতরের ছাল হইতে প্রাচীনকালে পুঁথি লেখা হইত। সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত কাশ্মীর হইতে ভূর্জ্জপত্র পুঁথি লিখিবার জন্য রপ্তানি হইত। ভূর্জ্জপত্র হইতে বেশ কালী প্রস্তুত হয়। ইহা কটু, ত্রিদোষনাশক ও কষায়। ইহা কর্ণশূল রক্তপিত্ত ও বিষদোষ নাশক (রাজবল্লভ)।

এদেশে মন্ত্র ও কবচ লেখার জন্য ভূর্জ্জপত্র ব্যবহার হয়। (Fig. 560.)

Genus—QUERCUS Linn.

561. Q. infectoria Oliver (মাজুফল)

Fig.—Bentl. Trimen., iv, t. 249; Oliver, Voy. Dans l'Emp., 6th, ii, 64; Atlas, ii, 1415.

Ref.—Journ. Horti. Soc. London, viii, 133; Cottage. Bot. Gard., xvi, 458 (1856).

জন্মস্থান—এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, তুরস্ক, পারস্য; হিমালয়ের নানাস্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. মাজুফল; তে. মাসিকায়; সং. মায়াফল; Eng. Oakgall.

ব্যবহার্য্য অংশ—Gall, মাত্রা ১½ আনা।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় ছোট গাছ। শাখাগুলি বিস্তৃত। ছাল ঈষৎ ধূসরবর্ণ, নূতন প্রশাখাগুলি পশমের মত নরম। পাতার বোঁটা ½ ইঞ্চি লম্বা, পাতার কিনারাগুলি অগভীরভাবে বিভক্ত অথবা মোটা দাঁতের ন্যায়, পত্রে নিম্ন-শিরায় লোম আছে। ফুল একলিঙ্গ বিশিষ্ট।

পুংপুষ্পের বৃন্ত ছোট একসঙ্গে দুই তিনটী হয়। পুংকেসর ৬-৮টী ঠিক ফুলের মধ্যস্থলে থাকে, স্ত্রীপুষ্পের গর্ভাশয় পুরু মাংসল ও তিনটী ঘর বিশিষ্ট। ফল গোলাকার, ½ ইঞ্চি, পীতের আভাযুক্ত, লেবু রং বিশিষ্ট। ফলে বীজ একটী করিয়া হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছের অর্ব্বুদ (gall) পারস্য উপসাগর হইতে বসোরা দিয়া ভারতবর্ষে আমদানি হয়, এইজন্য ইহাকে বসোরা gall বলে। হিন্দু বৈদ্যেরা ইহাকে কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ ভেদে দুইভাগে বিভাগ করিয়াছেন। দুই প্রকার অর্ব্বুদই এক ব্যবস্থাপত্রে লিখিত হইয়াছে। মুসলমান বৈদ্যেরা কৃষ্ণবর্ণ অর্ব্বুদকেই ভাল বলিয়া বিবেচনা করেন। আজকাল ইহা চামড়া পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা হইতে gallic acid প্রস্তুত হয়। ইহা পাঁচড়ায় লাগাইলে পাঁচড়া আরাম হয় এবং একেবারে চামড়া লইয়া উঠিয়া যায়। ইহা গলার ঘা, সর্দ্দি ও জননযন্ত্র ও মূত্রযন্ত্রের পুরাতন স্রাবে ব্যবহার হয়। ইহা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে বমন হয় ও অল্পমাত্রায় ব্যবহার করিলে অর্শের রক্ত জমাইয়া দেয়, তাহাতে আর রক্তস্রাব হয় না। ইহা Tarter emetic সেবন জনিত বিষক্রিয়া নষ্ট করে। যখন ইহা ব্যবহার করিতে হইবে তখন জোলাপ লইয়া ব্যবহার করিতে হয়। (Fig. 561.)

XCIX. SALICINEAE

Genus—SALIX Linn.

562. S. tetrasperma Roxb. (পানিজামা)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., i, 66, t. 97, Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 915; Wight, Ic., t. 1954.

Ref.—F. B. I., v, 626; Roxb., Fl. I, iii, 573; B. P., ii, 989.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশের উপত্যকা, ৬০০০ ফুট উচ্চ স্থান পর্য্যন্ত জন্মে; ছোটনাগপুর, বেহার, ত্রিহুত ও উত্তরবঙ্গ।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. পানিজামা; সং. বুরুম; সামতাল গাদাসিংরিক; তা. অত্রপালাই; তে. ইতিপালা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল।

বর্ণনা—গাছ ১৫-৫০ ফুট উচ্চ। গুঁড়ি শক্ত, ছাল খসখসে, কাষ্ঠ লালবর্ণ, নরম, পত্র বাহির হইবার সময় গাছে ফুল হয়। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত ও লম্বা, ডিম্বাকৃতি, কিনারাগুলি দাঁতযুক্ত। পুংপুষ্প বিড়ালের লেজের ন্যায়, ২-৪ ইঞ্চি লম্বা। স্ত্রীপুষ্প ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা, বীজকোষ লম্বা, কোমল লোমযুক্ত, একসঙ্গে ৩-৪টী থাকে। ফলে বীজ ৪-৬টী থাকে; ফল শক্ত ও ৫ ইঞ্চি লম্বা। মার্চ্চ-এপ্রিল-মে মাসে ফুল ও সেপ্টেম্বর মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল জ্বরনাশক। (Fig. 562.)

C. CONIFERAE

Genus—PINUS Linn.

563. P. longifolia Roxb. (গন্ধবিরেজা)

Fig.—Royle, Ill., t. 85, Fig. 1; Griff, Ic., Plantarum. Asiat., t. 369 & 370; Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 926A & 926B; Biswas, "Living Conifers of the Indian Empire," Jour. Roy. As. Soc. of Bengal, Vol. xxvii, No 1, 1932.

Ref.—F. B. I., v, 652; Roxb., Fl. Ind., iii, 651; Dymock, iii, 378; Brandis, For. Fl., 506; Biswas, "Distribution of Wild Conifers etc", Jour. Asiat. Soc. Beng., Vol. xii, No 1, 1933.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ অঞ্চলে ২০০০ হইতে ৫০০০ ফুট উচ্চে প্রচুর জন্মে। সমতল ভূমিতেও চাষ হয়। শিবপুর বোটানিক গার্ডেনেও দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. গন্ধবিরেজা; হি. সং. সরল; তা. সরল দেবাদ্রু; তে. দেবদারু-চেট্টু।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক, আঠা ও তৈল। তৈল ১-৩ বিন্দু।

বর্ণনা—বড় গাছ ১০০ হইতে ১২০ ফুট উচ্চ হয়, বসন্তের পূর্ব্বে পত্র পড়িয়া যায়। গুঁড়ির পরিধি প্রায় ১২ ফুট হয়। ছাল ১-২ ইঞ্চি পুরু, লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, ভিতরে গাঢ় লালবর্ণ। বাহিরের কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, ভিতরের দিকে লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। পত্র সূচের মত ৫-১২ ইঞ্চি লম্বা, গুচ্ছবদ্ধ ও অবনত। পুংপুষ্প ½-¾ ইঞ্চি লম্বা। ফল (কোণ) কাষ্ঠময়, গোলাকার, বিস্তৃত ও বক্র, এক একটী হয় কিংবা একত্রে গুচ্ছবদ্ধ হয়। বীজ লম্বাকৃতি ½-১ ইঞ্চি লম্বা অসমান, পাতলা। ফলে শাঁস আছে, ইহা বীজ অপেক্ষা অধিক লম্বা। মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে ফুল হয়, এক বৎসর পরে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ভারতীয় লোক এই গাছ হইতে তার্পিণ প্রস্তুত করে, ইহার গুণ বিলাতী তারপিনের সমান। ইহার আঠা ফোড়া ও বাগি পাকাইবার জন্য বাহ্যিক প্রয়োগ হয়। ইহার কাষ্ঠ উত্তেজক ও ঘর্ম্মকর এবং শরীর জ্বালা করিলে ব্যবহার হয়। ইহা কফ ও সর্দ্দি নাশক। ইহার আঠা মূত্রযন্ত্র ও জননযন্ত্রের মুখে কার্য্য করিয়া থাকে, সুতরাং ইহা গনোরিয়া রোগে চমৎকার ঔষধ; মাত্রা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৪ বার, ১-৩ ড্রাম প্রতি বারে ব্যবহার করিতে হয়। ইহা কফ নাশক, মূত্রবর্দ্ধক ও শোথ নিবারক। ইহা কৃমি ও বেদনা নাশক। (Fig. 563.)

Genus—ABIES Juss.

564. A. Webbiana Lindl. (তালিশপত্র)

Fig.—Ic., Pl. Asiat., t. 371.

Ref.—F. B. I., v, 654; Gamble, Man Ind. Timb., 408; Biswas, "Distri. of Conifers etc", Jour. Asiat. Soc. Bengal, Vol. xii, No. 1, 1933.

জন্মস্থান—পাঞ্জাবের সিন্ধুনদীর তীরস্থ দেশ হইতে ভূটান পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য স্থানে ও সিকিম, হিমালয় প্রদেশে ৮০০০ হইতে ১২০০০ ফিট অবধি শীতপ্রধান স্থানে বহু জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. তালিশপত্র; কাশ্মীর বুদার; নেপাল গোব্রিয়া; Eng. Silver fir.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র; মাত্রা ¼-½ আনা।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত মোটা গাছ, ১৫০-২০০ ফুট উচ্চ হয়; ইহার গুঁড়ি ৩০ ফুট, মোটা। পত্র পরিবর্ত্তনশীল, মোটা সুচের মত, $\frac{1}{12}$ ইঞ্চি চওড়া ও উজ্জ্বল; বোঁটা অতিশয় ছোট। পুংকেসরের ডাঁটা ছোট, এক একটী অথবা গুচ্ছবদ্ধ। ফল (কোণ) প্রায় ৬ ইঞ্চি লম্বা নীল, স্ত্রীপুষ্পের ডাঁটা ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা। বীজ লম্বাকৃতি, গোলাকার, পক্ষযুক্ত ½-১ ইঞ্চি লম্বা। ইহার আর একটি জাতি আছে তাহাকে Var. A. Pindraw (Brand, For. Fl., 528) বলে। ইহার পত্র একটু লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি। এপ্রিল মাসে ফুল হয়। সেপ্টেম্বর মাসে ফল পাকে।

Dr. Ainslie এবং Mr. Gamble, Flacourtia catafractaকে তালিশপত্র বলিয়া নির্দ্দেশ দেন। Babu T. N. Mukherjee তাঁহার Amsterdam Catalogueএ উক্ত বৃক্ষকে তালিশপত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

Dr. Moodeen Sheriff, Cinnamomum Tamala neesকে তালিশপত্র বলিয়া নির্দ্দেশ দেন। বর্ত্তমানে কবিরাজেরা যে তালিশপত্র ব্যবহার করেন তাহা উপরোক্ত গাছ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শুষ্ক পাতা পেটফাঁপা, সর্দ্দি ও পেটের দোষ নিবারক, বলকারক, ধারক এবং ক্ষয়কাশ রোগে হিতকর, ইহা হাঁপানি, বক্ষপ্রদাহ ও মূত্রযন্ত্রের স্রাব নিবারক।

তালিশপত্র, গোলমরিচ, আদা, বংশলোচন, এলাচ, দারুচিনি এবং চিনি যোগে যে চূর্ণ হয় উহাকে তালিশাদ্য চূর্ণ বলে। উহা হাঁপানি ও আক্ষেপ নিবারক। তালিশপত্র অপরাপর অনেক ঔষধের মসলারূপে ব্যবহার হয়।

তালিশপত্রের রস স্বরভঙ্গ রোগে হিতকর। হাকিমেরা বলেন যে ইহার আঠা, গোলাপের তৈলের সহিত সেবন করিলে মত্ততা আনয়ন করে এবং উহা মাথায় বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে মাথাধরা আরাম হয়।

পাতার টাটকা রস জ্বর নাশক, ইহা বালকদের দন্ত উদ্ভেদকালীন জ্বর নিবারক। মাত্রা ৫-১০ ফোঁটা স্তনদুগ্ধের সহিত সেব্য।

প্রসবের পর বলকারক ঔষধরূপে বঙ্গদেশে তালিশপত্র ব্যবহার হয়।

বাসক পাতার রস ও তালিশপত্র চূর্ণ মধুযোগে পান করিলে স্বরভঙ্গ আরাম হয় (বাগভট্ট)।

তালিশপত্র আক্ষেপ নিবারক, ইহা দ্বারা কাশ, রক্তপিত্ত ও অপরাপর আক্ষেপ জনক পীড়া আরাম হয়।

তালীশং মরিচং শুণ্ঠী পিপ্পলী বংশলোচনা ।
এক-দ্বি-ত্রি-চতুঃ পঞ্চকর্ষৈর্ভাগান্ প্রকল্পয়েৎ ॥
এলাত্বচোস্ত কর্ষার্দ্ধং প্রত্যেকং ভাগমাচরেৎ ।
দ্বাত্রিংশৎ কর্ষতুলিতা প্রদেয়া শর্করা বুধৈঃ ॥
তালিশাদ্যমিদং চূর্ণং পাচনং রোচনং স্মৃতম্ ।
কাসশ্বাসা জ্বরহরং ছর্দ্দ্যতীসারনাশনম্ ॥
শোষাধ্মানহরং প্লীহগ্রহণীপাণ্ডুরোগজিৎ ।
পক্কাং বা শর্করাং চূর্ণং ক্ষিপেৎ স্যাৎ গুটিকা ততঃ (শার্ঙ্গধর)

(Fig. 564.)

Genus—CEDRUS Loud.

565. C. Libani Barrl. (দেবদারু)

Fig.—Griff., Ic., Pl. Asiat., t. 364; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 928A & B; Biswas, Jour. Asiat. Soc. Bengal, Vol. xxviii, No. 1, 1832.

Ref.—F. B. I., v., 653; Brandis, For. Fl., 516; Roxb., F. I., iii, 651; Biswas, Jour. Asiat. Soc. Bengal, Vol. xii, No. 1, 1933.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশের কুমায়ুন হইতে পশ্চিম দিকে দেখা যায়। আফগানিস্থান ও উত্তর বেলুচিস্থানের পার্ব্বতীয় প্রদেশেও জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. দেবদারু; সং. দেবদ্রুম; Eng. Deodor।

ব্যবহার্য্য অংশ—কাষ্ঠ ও তৈল; মাত্রা কাষ্ঠ ১-৪ আনা, তৈল ২০-৪০ বিন্দু।

বর্ণনা—উচ্চ মোটা গাছ, প্রায় ২৫০ ফুট উচ্চ হয়, গুঁড়ির পরিধি প্রায় ৩৬ ফুট। এই গাছ প্রায় ৬০০ বৎসর জীবিত থাকে। ছাল পুরু, গাছে ফাটা ফাটা দাগ আছে। পত্র স্বভাবতঃ সবুজবর্ণ, সরু এবং কিনারাগুলি ঢেউ খেলান। বীজ ½ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্প গুচ্ছবদ্ধ হয়, ইহা সবুজের আভাযুক্ত হরিদ্রাবর্ণ। ফল (কোণ) পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়, ফলে একটি বীজ থাকে। অক্টোবর মাসে ফুল হয় ও এক বৎসর পরে ফল পাকে। Hooker বলেন যে C. Deodara, C. Libani এবং C. Stalantia এই গাছগুলি প্রায় একই, অল্প পরিমাণে তফাৎ আছে, গুণ প্রায় সবগুলির সমান; এইজন্য উপরে কেবল C. Libani গাছের কথা

লেখা হইল। এই তিনটি গাছের ঔষধার্থে ব্যবহার একই রকম, বিশেষ প্রভেদ নাই। উত্তরপশ্চিম হিমাচলে C. Libani, var. Deodara Hk. f. প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

দেবদারু দুই প্রকার—স্নিগ্ধ দেবদারু এবং কাষ্ঠ দেবদারু। স্নিগ্ধ দেবদারু পার্ব্বতীয় প্রদেশে জন্মে আর কাষ্ঠ দেবদারু যত্র তত্র দেখা যায়। পর্ব্বাদিতে সাজাইবার জন্য উহার ডালপালা ব্যবহার হয়; উহার scientific নাম Polyalthia longifolia, ইহা Anonaceae বর্গভুক্ত। স্নিগ্ধ দেবদারু কাষ্ঠ হইতে তার্পিণ তৈল বাহির হয়, বৈদ্যশাস্ত্রে দেবদারু বলিতে এই দেবদারু অর্থাৎ স্নিগ্ধ দেবদারু বুঝায়, ইহার কাষ্ঠ ভারী।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কাষ্ঠ পেটফাঁপা নিবারক, ঘর্ম্মকর, মূত্রকর, জ্বরনাশক, শোথ ও মূত্রযন্ত্রের রোগে ব্যবহার হয়। ইহা অপরাপর ঔষধের মসলাস্বরূপ প্রযুক্ত হয় (Dutta)।

এই গাছ হইতে একপ্রকার তারপিণ তৈল হয়, উহা দেশীয় কবিরাজেরা ক্ষতে, চর্ম্মরোগে ও পাঁচড়ায় ব্যবহার করে; ইহা কুষ্ঠরোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। Dr. Gibson বলেন ইহা অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলে বেশ ফল পাওয়া যায়। Dr Johnston বলেন যে দেবদারু তৈল ব্যবহার করিলে রোগের বৃদ্ধি কমিয়া কুষ্ঠ আরাম হয়। মাত্রা ১ ড্রাম।

ইহা সর্ব্ব সময়েই ঘর্ম্মকর, ১ ড্রাম খাইলে কখন কখন বমন হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ১ আউন্স বমন করায়। Dr. Johnston ঘর্ম্মরোগে ইহা ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। Dr. Royle বলেন যে দেবদারু পত্র এবং ছোট ছোট প্রশাখাগুলি বাজারে আনিয়া দেশীয় ঔষধের জন্য বিক্রয় হয় (Pharm. Ind.)।

ইহার কাষ্ঠ জলের সহিত শিলায় পেষণ করিয়া সেই পিষ্টদ্রব্য মাথায় লাগাইলে মাথাধরা আরাম হয় (Stewart)।

ইহার কাষ্ঠ তিক্ত, জ্বরনাশক এবং কোষ্ঠবদ্ধ ও অর্শরোগে হিতকর।

দেবদারু কাষ্ঠ, সজিনার শিকড়, আপাং ও অশ্বগন্ধার শিকড় গোমূত্রে পেষণ করিয়া সেবন করিলে ক্রিমি ও উদর শোথ আরাম হয়, ইহা অতিশয় মূত্রকর।

কোন কারণে বায়ু কুপিত হইয়া বুক ধড়ফড় করিলে দেবদারু ও শুঁঠ পেষণ করিয়া গরম জলের সহিত পান করিলে উহা শীঘ্র আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

দেবদারু চূর্ণ সরিষার তৈলের সহিত সেবন করিলে শ্লীপদ আরাম হয় (বঙ্গসেন)। দেবদারু কাষ্ঠের কাথ পান করিলে হিক্কা ও শ্বাসরোগ আরাম হয় (চরক)।

দেবদারু তৈল রসায়ন। ইহার কাথ গনোরিয়া, উপদংশ, বাত ও আমবাত নাশক। বেদনাহীন শোথে হরিদ্রা ও গুগ্গুল সহ দেবদারু কাষ্ঠের প্রলেপ দিলে শোথ আরাম হয়।

ইহা পুরাতন ক্ষত, চর্ম্মরোগ ও কুষ্ঠরোগ নাশক (R. N. Khory, ii, 578)।

ইহার তৈল ঘোড়া ও পশুগণের পাদক্ষত (এঁসে) রোগ নাশক। (Fig. 565.)

CI. ORCHIDACEAE

Geuus—DENDROBIUM Sw.

566. D. Macraei Lindl. (জীবন্তী)

Fig.—Xen. Orchid pl., t. 118; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 933.

Ref.—F. B I., v. 714; Dalz. & Gibs., Bomb. Fl., 260; Hook, Journ. Bot., iv. 292 (1852).

জন্মস্থান—সিকিম, হিমালয় প্রদেশ, খাসিয়া পাহাড়, কঙ্কন, নীলগিরি।

বিভিন্ন নাম—বা. জীবন্তী; সং. জীবনীয়।

বর্ণনা—এই পরগাছা জাম গাছেই বেশী জন্মে, ইহার শাখা অনেক হয়। কাণ্ড লম্বিত, অবনত ও গাঁইটযুক্ত, গাছের গোড়ায় ওলের ন্যায় গোলাকৃতি মূল দেখা যায়। পত্র লালবর্ণ, ফুল ½-১ ইঞ্চি লম্বা, শ্বেতবর্ণ, ফুলের বোঁটা ½-১ ইঞ্চি। ফুলের উপরিভাগ হরিদ্রাবর্ণ, ফুলে গন্ধ আছে। বর্ষার সময়ে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে জীবন্তী খাওয়াইয়া দিলে বিষক্রিয়া নষ্ট হয় (চরক)। জীবন্তী শাক ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে রাতকানা আরাম হয় (বাগ্‌ভট)। শুক্রক্ষয়-জনিত দুর্ব্বলতায় জীবন্তী অতি হিতকর। ইহা বায়ু, পিত্ত ও কফ-নাশক, অষ্টবর্গের মধ্যে যে জীবক গাছ আছে ইহা সে জীবক নহে। ইহার আর একটি নাম জীবনরক্ষক। (Fig. 566.)

Genus—VANDA Br.

567. V. Roxburghii Br. (রাস্না)

Fig.—Bot. Reg., t. 506; Wight, Ic., t. 916; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 931.

Ref.—F. B. I., vi. 52; Roxb., F. I., iii. 462; B. P., ii, 1021; Prain, H. H., 283.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, বিহার, গুজরাট, কঙ্কন, ত্রিবাঙ্কুর।

বিভিন্ন নাম—বা. রান্না; সং. রাস্না, গন্ধ-নকুলি; সামতাল দারীবাঁকী।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—পরগাছা ও কাণ্ড ১-২ ফুট লম্বা; পত্র ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা, সরু। ফুলের পাপড়ি পীতের আভাযুক্ত সবুজবর্ণ কিংবা ঈষৎ নীলবর্ণ, কিনারা শ্বেতবর্ণ। এই গাছ বাঙ্গালাদেশে আম, পিয়ারা, জাম প্রভৃতি গাছের ডালে জন্মে। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—রাস্নার শীকড় বায়ুপুষ্ট, দড়ির ন্যায় ঝুলিয়া থাকে অথবা কাণ্ডে লাগিয়া থাকে, ইহা সৌগন্ধযুক্ত, তিক্ত এবং বাতরোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার তৈল অপরাপর ঔষধের সহিত বাতরোগে ও স্নায়বিক রোগে মালিশরূপে ব্যবহৃত হয় (Hindu Met. Med.)। ইহা উপদংশ রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় প্রযুক্ত হয়। ছোটনাগপুরে ইহার পত্র বাটিয়া জ্বরের সময়ে শরীরে লেপন করে (Rev. Campbell)। (Fig. 567.)

Genus—SĀCCOLĀBIUM Bl.

568. S. papillosum Lindl. (রাস্না)

Fig.—Bot. Reg., t. 1552; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 932.

Ref.—Dymock, iii. 392; F. B. I., vi. 63; B. P., ii. 1022; Prain, H. H., 283.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, হিমালয়ের নিম্নভূমি, আসাম, গঙ্গার বদ্বীপ, টেনাসরিম, চট্টগ্রাম, সুন্দরবনে সচরাচর দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. রাস্না; সং. নাকুলি; সালামার রাস্না।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—ইহার কাণ্ড ২।০ ফুট, বহুশাখাবিশিষ্ট, শাখা অবনত, হংসের পালকের মত মোটা। পত্র ৪-৫ ইঞ্চি। ফুলের ব্যাস ৳ ইঞ্চি, গর্ভাশয় ছোট, বীজকোষ ১½ ইঞ্চি। ফুল শরৎকালে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কঙ্কণ দেশে ইহার মূল শান্তিকর ঔষধরূপে ব্যবহার করে (Dymock)। ইহা বাতের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং Sarsaparillaর স্থানে সর্ব্বসময়েই ব্যবহৃত হয়।

Dr. Dymock বলেন যে আয়ুর্ব্বেদ-মতে প্রকৃত রাস্নাকে Helenium বলে এবং উহার পারস্যদেশীয় নাম রাস্না। Vanda Roxburghii এবং S. papillosum এই দুইটি গাছের যে গুণ আছে আয়ুর্ব্বেদোক্ত রাস্নার সহিত তাহার মিল হইতেছে না। এই গাছগুলিকে গন্ধমূলা বলা যাইতে পারে না কারণ উহাতে কোন সৌগন্ধ নাই। অধুনা কবিরাজেরা উক্ত দুইটি গাছকে রাস্না বলিয়া ব্যবহার করেন (Dutt, Met. Med., 258), দুই গাছের আকৃতি, শিকড় ও পত্র একই প্রকার কিন্তু উহাদের ফুল ও ফল ভিন্ন প্রকার। মোট কথা, এখন কবিরাজেরা যাহা রাস্না বলিয়া ব্যবহার করেন প্রকৃতপক্ষে উহা আয়ুর্ব্বেদোক্ত রাস্না নহে।

রাস্নার কাথ, গোলঞ্চ, দেবদারু (C. Lebani) কাঠ, আদা ও গাব-ভেরেণ্ডার শিকড় পরিমাণমত প্রত্যেকের যোগে রাস্না-পঞ্চক নামক ঔষধ প্রস্তুত হয়, উহা বাতের পক্ষে হিতকর। রাস্না মহামাষ তৈল, মধ্যমনারায়ণ তৈল প্রভৃতির মসলারূপে ব্যবহৃত হয়। রাস্নার অপর

সংস্কৃত নাম বৃক্ষাদনী বা বৃক্ষরুহ। যে গাছে রাস্না জন্মে উহার নামানুযায়ী রাস্নার নাম হয়, যেমন আম গাছের রাস্নাকে আম্ররাস্না বলে।

কঙ্কণ দেশে, S. Wightianum Hook (Rheede, Hort. Mal., xii, t. 4) এবং S. Praemosum Hook (Rheede, xii, t. 4) এই দুইটি গাছকে রাস্না বলে; মারহাট্টা-দেশীয় কৃষকেরা ইহাকে Kanbper বলে।

কলিকাতা ও বম্বের বাজারে যে রাস্না বিক্রয় হয় উহা লম্বা-শাখাযুক্ত শিকড়, কতকটা সার্সাপেরিলার মত কিন্তু উহার রং গাঢ় ধূসরবর্ণ। শিকড় পাতলা, ইহাতে লম্বা লম্বা দাগ আছে। মূলের অভ্যন্তর-ভাগ ফিকে ধূসরবর্ণ, শাঁসযুক্ত, তিক্ত ও কটু। বাহিরের কোষগুলি অপেক্ষাকৃত বড় ও লম্বা, এই কোষগুলি বায়ু হইতে জলীয় অংশ গ্রহণ করে বলিয়া ইহার নাম ভেলামেন (Velamen)।

বম্বেতে আর এক প্রকার রাস্না বিক্রীত হয়, উহার মূল্য অধিক, মূল সরল ও কাকের পালকের ন্যায়, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, সুতায় বাঁধিয়া ছোট ছোট বাণ্ডিল বিক্রীত হয়। এই শীকড় ফিকে ধূসরবর্ণ, ছাল পুরু ও শক্ত, গুঁড়া করিলে একপ্রকার গন্ধ বাহির হয়, কতক পরিমাণে ইপিকাকুয়ানার তুল্য—ইহাকে Khadaki রাস্না বলে।

নরহরি রাস্না ত্রিবিধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

বাস্না তু ত্রিবিধা প্রোক্তা মূলং পত্রং তৃণং তথা।

কিন্তু মূল রাস্না যদি উপরোক্তগুলিকে ধরা যায় তবে পত্ররাস্না ও তৃণরাস্না কাহাকে বলে কোন পুস্তকে ইহার কিছু উল্লেখ দেখা যায় না।

বাতনাশক ঔষধের মধ্যে রাস্না উৎকৃষ্ট। রাস্না ৮ তোলা, বিশুদ্ধ গুগ্গুল ৪০ তোলা একত্রে গব্যঘৃত-যোগে বটিকা প্রস্তুত করিয়া পান করিলে গৃধ্রসী বাত আরাম হয় (চক্রদত্ত)। (Fig. 568)

Genus—EULOPHIA Br.

569. E. campestris Roxb. (সালেমমিশ্রি)

Fig.—Wight, Ic., t. 1666. Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 925.

Ref.—F. B. I., vi. 4; Roxb., F. I., iii. 467; B. P., ii. 1016; Journ. Lin. Soc., iii. 25; Dalz. & Gibs., Bomb. Fl., 265.

জন্মস্থান—ভারতের সমতল ভূমি, পাঞ্জাব হইতে অযোধ্যা; বঙ্গদেশ, চট্টগ্রাম, দাক্ষিণাত্য, ত্রিহুট।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. সালেমমিশ্রি; সামতাল—বজতৈলী, গুজরাট সালুমমিশ্রি।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—ইহা দেখিতে শৃঙ্গের ন্যায় ও খাইতে মিষ্ট। গাছ ৮-১২ ইঞ্চি, ইহার গোড়া ওলের ন্যায়, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। ফুল অনেক হয়, মূলদেশ হইতে পুষ্পদণ্ড বাহির হয়, উহা ১-৩ ফুট, শক্ত ও সোজা। ফুল বড় সবুজবর্ণ ও বেগুনে। মার্চ্চ মাসে ফুল হয়।

Sir George Watt সাহেব বলেন যে বাজারে যে সালেমমিশ্রি বিক্রয় হয় তাহা উপরোক্ত গাছ হইতে এবং E. nuda Lindl. (Wight, Ic., t. 1690) ও E. virens Br. (Bot. Mag. t. 5579) গাছ হইতে সংগ্রহ হয়। সালেমমিশ্রি আবার আফগানিস্থান পারস্য ও বোসারার পাহাড় হইতে অপর Genus ভুক্ত গাছ হইতে সংগ্রহ করে আবার নীলগিরি পাহাড় ও সিংহল হইতে কতকগুলি আমদানী হইয়া থাকে। ইউরোপের জার্ম্মানী হইতে যে সালেম উৎপন্ন হয় উহা Orchis mascula Linn. গাছ হইতে গ্রহণ করে। ফুল হইয়া যাইলে মূল উঠান হয় এবং দৃঢ় মূলগুলি ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ বাজারে বিক্রয় হয়।

Allium Macleanii Baker গাছ হইতেও অনেকে সালেমমিশ্রি গ্রহণ করে (Baker, Bot. Mag., t. 6707)। এই মিশ্রিকে বাদসাহী সালেম বলে। পঞ্জাবের Asparagus adscendens Roxb. (F. B. I., vi. 317) এবং দাক্ষিণাত্যের A. racemosus Willd. (F. B. I., vi. 316) গাছের মূলকে শ্বেতমুসলী বা শতমূলী এবং Curculigo orchioides Gaertn. (F. B. I., vi. 279) গাছকে কৃষ্ণমুসলী বা তালমূলী বলে। ইহা ছাড়া আলু হইতেও নকল সালেম প্রস্তুত করে, উহাকে বেনেয়তি সালেম বলে, ইহাও ভারতের বাজারে বহুপরিমাণে বিক্রয়ার্থ আমদানী হয়।

সাধারণ সালেম পারস্য ও লিভাণ্ট নামক স্থান হইতে বম্বের বাজারে আমদানী হয় (Watt, Commercial Products of India, 963)।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সালেমমিশ্রি বলকারক, রসায়ন ও কামোত্তেজক। ইহা অতিশয় পুষ্টিকর ও ক্ষয়রোগে হিতকর। যক্ষ্মা, বহুমূত্র, মধুমেহ, পুরাতন উদরাময় ও রক্তপিত্তাতিসারে ইহার প্রয়োগ হয়। ইহার গুঁড়া ½-১ তোলা পরিমাণ ½-১ পোয়া দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। (Fig. 569.)

CII SCITAMINACEAE,

Genus—ALPINIA Linn.

570. A. Galanga Sw. (কুলঞ্জন)

Fig.—Rumph., Ambo., v, t. 63; Ic., Pl. Asiat., t. 353; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 949.

Ref.—F. B. I., vi. 253; Roxb., F. I., i. 59; B. P., ii. 1047; Prain H. H., 285.

জন্মস্থান—সুমাত্রা ও যাভা-দেশীয় গাছ; এক্ষণে পূর্ব্ববঙ্গ ও দক্ষিণ ভারতে চাষ হয়, হুগলী হাওড়া জেলার বাগানে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. সং. হি. কুলঞ্জন; তা. পেরারাত্তই; তে. পদ্ম দুম্প রাষ্ট্রকম্।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—গাছ মরিয়া যাইলেও ইহার মূল বিদ্যমান থাকে। মূল আলুর মত ও সৌগন্ধ-যুক্ত। কাণ্ড পত্রময় ৬-৭ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ১-২ ফুট লম্বা, ৪-৬ ইঞ্চি বিস্তৃত, উপর দিক মসৃণ, নিম্নদেশ সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, ফুল ছোট, বহির্ব্বাস ½ ইঞ্চি, সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, ঈষৎ বক্র। ফল লেবুর ন্যায় লালবর্ণ, ঈষৎ গোলাকার, ব্যাস ⅓ ইঞ্চি। ইহার ফলকে Galanga Cardamon বলে। ইহা দেখিতে চেরীফলের ন্যায়, পক্কফল ½ ইঞ্চি লম্বা। কখন ন্যাসপাতির মত হয়। বীজ ফিকে ধূসরবর্ণ, চেপ্টা, ত্রিকোণাকার সৌগন্ধযুক্ত। গ্রীষ্মকালে ফুল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গেঁড় সৌগন্ধযুক্ত, উগ্র ও তিক্ত, ছেঁচারস জ্বরবাত ও সর্দ্দিতে ব্যবহৃত হয়। কথিত আছে কুলঞ্জন খাইলে গলার স্বরের উন্নতি হয়। মূল পেটফাঁপা-নিবারক। Dr. Irvine বলেন ইহার গেঁড় অতিশয় তীব্র ও উত্তেজক, বীজের মাদকতা-শক্তি আছে।

হাকিমেরা ইহা ধ্বজভঙ্গ, বক্ষঃপ্রদাহ ও অজীর্ণ রোগে ব্যবস্থা দেন। ইহা দুর্গন্ধনাশক ও বহুমূত্ররোগে ব্যবহৃত হয়। মহীশূর দেশে ইহা গৃহচিকিৎসার ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। বৃদ্ধ লোকদের সর্দ্দিজনিত বক্ষঃপ্রদাহে হিতকর (Sir Major John North)। ইহার শীকড় রাজনিঘণ্টুর সুগন্ধ বচ এবং ভাব-প্রকাশের মালাবার বচ ভিন্ন আর কিছুই নহে। শ্যামদেশীয় ও চীনদেশীয় আদা A. Galangaএর তুল্য। (Fig. 570.)

Genus—KAEMPFERIA Linn.

571. K. angustifolia Rosc. (মধুনির্ব্বিষা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 939.

Ref.—F. B. I., v. 219; Roxb., F. I., i. 17; B. P., ii. 1038.

জন্মস্থান—উত্তর বঙ্গ।

বিভিন্ন নাম—বা. মধুনির্ব্বিষা, কঞ্জনবুড়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—কাণ্ড-শূন্য গাছ। পত্র ৬-৮ ফুট লম্বা, পত্র উপর দিকে উন্নত, লম্বাকৃতি, ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা ১ ইঞ্চি বিস্তৃত। ফুল অল্প হয়, দেখিতে শ্বেতবর্ণ; বহির্ব্বাস ১ ইঞ্চি, পুংকেশর উপরিভাগে উন্নত, শ্বেতবর্ণ, ½-৩৪ ইঞ্চি; পুষ্পের মস্তক বিস্তৃত। গ্রীষ্মকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বঙ্গদেশীয় লোকে ইহার মূল গো-চিকিৎসায় ব্যবহার করে (Roxburgh). (Fig. 571.)

572. K. rotunda Linn. (ভুঁইচাঁপা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi. t. 9; Bot. Mag., t. 920 and 6054; Wight, Ic., t 2029; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 940.

Ref.—F. B. I., vi. 222; Roxb., Fl. Ind., i. 16; B. P., ii. 1038; Prain, H. H., 284.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, পরেশনাথ পাহাড়, চট্টগ্রাম, সমগ্র ভারতে রোপণ করে ও চাষ হয়; আদি বাসস্থান দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া।

বিভিন্ন নাম—বা. ভুঁইচাঁপা; সং. ভূমিচম্পক; হি. চন্দ্রমূলা; তে. কন্দাবাল।

ব্যবহার্য্য অংশ—শীকড়, মূল।

বর্ণনা—কাণ্ডহীন গুল্ম, পত্র ১২ ইঞ্চি লম্বা, ৩-৪ ইঞ্চি বিস্তৃত। মূল শ্বেতবর্ণ, আলুর ন্যায়, ১-২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল লম্বা, গন্ধযুক্ত, শ্বেতবর্ণ, গাঢ় পীতবর্ণ ও বেগুণে রংবিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ডের পত্র লম্বা, সুগোল, বাহিরের পত্র ছোট, ভিতরের পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা। পুংকেশর ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, সরল ও শ্বেতবর্ণ। গ্রীষ্মকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকদের মতে ইহার শীকড়ের পুলটিস দিলে ফোড়ার পুঁজ বাড়াইয়া দেয় (W. C. Dutt.)

Dr. Rheede বলেন সমগ্র গাছ গুঁড়া করিয়া যে ointment হয়—ইহাতে নূতন ক্ষত আরাম করিবার শক্তি আছে এবং ইহা সেবন করিলে ক্ষত আরাম হয়। ইহা জমাট রক্ত তরল করিয়া দেয়। তিনি বলেন যে ইহার শীকড় সর্ব্বাঙ্গীণ শোথের পক্ষে হিতকর।

Dr. Dymock বলেন ইহার মূলের গুঁড়া Mump (বোবায় ধরা) রোগে একটি সর্ব্বজন-পরিচিত ঔষধ। ইহার গেঁড় ও মূল দেখিতে খড়ের ন্যায় রংবিশিষ্ট। ইহা তিক্ত, উগ্র, কর্পূরের ন্যায় গন্ধ-বিশিষ্ট ও প্রকৃত Zedoaryর মত। সমগ্র গাছ সৌগন্ধযুক্ত।

ইহার মূল পাকযন্ত্রের দোষ-নিবারক ও শোথ-রোগে প্রযুক্ত হয়। ইহা সর্ব্বাঙ্গীণ শোথ কমাইবার পক্ষে যে একটি মূল্যবান ঔষধ ইহা ভারতের সকল লোকেই বিশেষরূপে জ্ঞাত আছে। (Fig. 572.)

573. K. galanga Linn. (চন্দ্রমূলা)

Fig.—Wight, Ic., t. 899; Rheede, Hort. Mal., t. 41; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 938.

Ref.—Dymock, iii. 414; F. B. I., vi. 219; Roxb., F. I., i, 15; B. P., ii. 1038; Prain, H. H., 284.

জন্মস্থান—আদিম বাসস্থল দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া ; বঙ্গদেশের বাগানে সাধারণতঃ রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. চন্দ্রমূলা কর্পূরকচুরি, সুগন্ধাবচ, চন্দ্রমূলা ; Eng. Java galangal.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গাছ, মূল আলু বা হরিদ্রার মত। পত্র ক্ষুদ্র বোঁটাযুক্ত, ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, মৃত্তিকার উপর চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত থাকে, অগ্রভাগ সরু, গাঢ় সবুজ বর্ণ, ১০-১২টী শিরাবিশিষ্ট, কিনারাগুলি পুরু নহে। পত্র বৃন্ত ছোট। ফুল ৬-১২ ইঞ্চি, সুগন্ধযুক্ত, শ্বেতবর্ণ, ক্রমে ক্রমে প্রস্ফুটিত হয়। পুষ্পনল ১ ইঞ্চি লম্বা। ইহার মূল সুগন্ধযুক্ত, ব্যবসায়ের পক্ষে বাজারে ইহার অতিশয় চাহিদা আছে। বর্ষার প্রারম্ভে ফুল ও পরে ফল হয়।

এই গাছ অনেক বাগানে রোপণ করে, হিন্দু স্ত্রীলোকেরা ইহার সুগন্ধযুক্ত পত্র ও মূল মাথা ঘসায় ব্যবহার করে, ইহাতে কেশ বেশ সৌগন্ধযুক্ত হয়। পশ্চিম ভারতে ইহার নাম "কর্পূর-কচুরি" যেহেতু ইহার মূল Hedychium spicatum (কর্পূর-কচুরি)এর তুল্য ; ইহাই ভারতের বাজারে কর্পূর-কচুরি বলিয়া বিক্রীত হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—Dr. Rheede বলেন ইহার মূল গুঁড়া করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে কফ ও শ্লেষ্মা-জনিত রোগ আরাম হয় এবং তৈলে সিদ্ধ করিয়া মাখিলে সর্দ্দিতে নাসিকা বন্ধ হওয়া রোগ আরাম হয়। স্ত্রীলোকেরা ইহার শীকড় সুগন্ধের জন্য গলদেশে পরিধান করিয়া থাকে এবং পোষাকপরিচ্ছদে ইহার গুঁড়া লাগাইলে পোষাক সুগন্ধময় হয়। (Fig. 573.)

Genus—HEDYCHIUM Koenig.

574. H. spicatum Ham. (কর্পূর-কচুরি)

Fig.—Bot. Mag., t. 2300 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 941A.

Ref.—F. B. I., vi. 227 ; Dymock, iii. 417.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, কুমায়ুন, নেপাল।

বিভিন্ন নাম– বা. হি. কর্পূর-কচুরি, সং. কর্পূর-কাচিলি।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, কন্দ লম্বা আলুর মত, মূলের ছাল বেশী পুরু নহে। কাণ্ড পত্রময়, পত্র ১ ফুট কিংবা অধিক লম্বা হয়, পত্রের বিস্তার সবগুলির সমান নহে। পুষ্পদণ্ড ঘন, শাখা-প্রশাখা আছে। পুষ্পদণ্ডের পত্র লম্বা, সবুজবর্ণ ১-১½ ইঞ্চি। ফুল লোমযুক্ত ঘন-সন্নিবদ্ধ ও শ্বেতবর্ণ, বহির্ব্বাস ছোট ; পুষ্পনল ২-২½ ইঞ্চি, পুংকেশর ১টী, স্ত্রীকেশর-দণ্ড লম্বা। বীজকোষ গোলাকার। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মূল সুগন্ধযুক্ত, পেটফাঁপা-নিবারক বলকারক, ও উত্তেজক। Curcuma Zedoaria Rosc. (শটী) এবং K. galanga Linn. গাছকে ভুলক্রমে এইগাছ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। হিমালয় প্রদেশে ইহাকে সেছুরি (Sheduri) বলে এবং পার্ব্বত্য-জাতিরা পত্র হইতে ঔষধ প্রস্তুত করে। ইহার সৌগন্ধযুক্ত মূল Henna বা মেদিগাছের (Lawsonia alba Lam.) মূলের সহিত মিশ্রিত করিয়া গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করে। ইহার মূল আবিরের একটী মসলা। ইহার মূল, খসখসের মূল (Vitiveria giganoides Nash) চন্দনকাষ্ঠ, এরারুট কিম্বা জোয়ার (Sorghum) পালো দিয়া আবির প্রস্তুত হয়। হিন্দিতে যে "ঘিসি" নামক আবির হয় উহা পূর্ব্বোক্তগুলি, মহালিব (Prunns Mahaleb Linn.), আপসান্তিন বা ভাউনা (Artemisia Siversiana Willd.) দেবদারু কাষ্ঠ (Cedrus Deodara) এবং বনহরিদ্রা (Curcuma aromatica Salisb) মূল, লবঙ্গ এবং এলাচ-যোগে প্রস্তুত হয়।

উপরোক্ত দ্রব্যগুলির সহিত Aloes wood, কেউ (Costus) এবং জটামাংসীর শীকড় প্রভৃতি যোগে কৃষ্ণবর্ণ আবির প্রস্তুত করে। (Fig. 574.)

Genus—CURCUMA Linn.

575. C. amada Roxb. (আমাদা)

Fig.—Rosc., Scit., t. 99; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 937A.

Ref.—F. B. I., vi. 213; Roxb., F. I., i. 33; B. P., ii. 1042; Dymock, iii. 405; Prain, H. H., 285.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, কঙ্কণ, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগণার বাগানে চাষ হয়, পশ্চিমবঙ্গে স্থানে স্থানে জঙ্গলে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. আমাদা; হি. আমহলদি; তা. মামিদি-আল্লাম্; তে. কারুপাসুপু; Eng. Mango-ginger.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—ইহা দেখিতে আদার ন্যায় ও গন্ধ আম্রের ন্যায়। বর্ষজীবী উদ্ভিদ, কন্দ গোলাকার ও স্থূল; মূল পুরান হইলে ফিকে লেবুর রং-বিশিষ্ট হয়। গাছ ২-৩ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ২-৩ ফুট লম্বা। পত্রের বৃন্তদেশ ও অগ্রভাগ সরু ও সবুজবর্ণ; পুষ্পদণ্ড ½ ফুট কিংবা অধিক, ইহার নিম্নভাগ পত্রের দ্বারা চাপা থাকে। ফুল ফিকে পীতবর্ণ, শরৎকালে হয়; বহির্ব্বাস ১ ইঞ্চি, ফিকে সবুজবর্ণ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল শান্তিকর, ইহা পেটফাঁপা ও উদরাময়-নিবারক। শীকড় শ্লেষ্মা-নিবারক, ধারক, উদরাময় ও মধুমেহ রোগে ব্যবহৃত হয়। আমাদা চাটনীতে

বহুপরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আমাদা অম্ল, ঈষৎ তিক্ত, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, অর্শ, শূল ও মুখরোগে হিতকর। (Fig. 575.)

576. C. aromatica Salisb. (বন হলুদ)

Fig.—Bot. Mag., t. 1546, Wight, Ic., t. 2005.

Ref.—F. B. I., vi. 210, Roxb., Fl. I., i. 23; B. P., ii. 1042; Prain, H. H., 284.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ, জঙ্গলে হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. বন-হলুদ; সং. কর্পূরহরিদ্রা; হি. বনহলদি; তে. কাস্তুমায়াল; রংহলদি; Eng. Wild Turmeric.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—কন্দ আলুর মত, ব্যাস ১ ইঞ্চি। পত্র ৩-৪ ফুট; বোঁটা পত্রের বিস্তারের সমান। পুষ্পদণ্ড ১ ফুট, গাছের অগ্রভাগে এপ্রেল হইতে জুন মাসে জন্মে। পুষ্পদণ্ডের পত্র ডিম্বাকৃতি, ফিকে সবুজবর্ণ ১½-২ ইঞ্চি, গাঢ় লালবর্ণ। পুষ্পনল ১ ইঞ্চি ফিদেলাকৃতি, ফুলের অগ্রভাগ বিস্তৃত, গোলাকার পীতবর্ণ, ৩ ভাগে বিভক্ত। গ্রীষ্মকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল ঔষধে ব্যবহৃত হয়, ইহা বলকারক ও পেটফাঁপা-নিবারক। Dr. Dymock বলেন ইহার গুণ হরিদ্রার ন্যায়, কিন্তু ইহার গন্ধ হরিদ্রা অপেক্ষা উগ্র। কোন স্থান ভাঙ্গিয়া যাইলে অথবা মচকাইয়া যাইলে ইহা অপরাপর ঔষধের সহিত প্রলেপ দেয়। Dr. Ainslie বলেন মুসলমান বৈদ্যদের মতে ইহা একটী সর্পবিষ-নাশের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বনহরিদ্রা পাঁচড়া ও বসন্তের উদ্ভেদে বাহ্যিক প্রযুক্ত হয়। Benzoin (লবন)এর সহিত পেষণ করিয়া মাথায় প্রলেপ দিলে মাথাধরা আরাম হয়। শরীরের রক্ত-বিকৃতিতে এবং চর্ম্মরোগে ইহা অপরাপর ঔষধের সহিত প্রযুক্ত হয়। (Fig. 576.)

577. C. longa Linn. (হরিদ্রা)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 269; Rheede, Hot Mal., xi, t. 11.

Ref.—F. B. I, vi. 214; Roxb., F. I., i. 32; B. P., ii. 1042; Prain, H. H., ii. 285, Watt, Dic. Econ. Pr. Ind., ii. Pt., 2, 659.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, যশোহর, পাবনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় জমিতে ও বাগানে চাষ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. হরিদ্রা; হি. হলদি; তা. মাঞ্জল; তে. পাসুপু; Eng. Turmeric.

ব্যবহার্য্য অংশ—কন্দ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ; কন্দ লম্বা, চক্র ও গোলাকার গাঁইটযুক্ত, গেঁড়গুলির অভ্যন্তর-ভাগ পীতবর্ণ, পুরু, লম্বা এবং গোলাকার। পত্র ১-১½ ফুট লম্বা, বোঁটা পত্রের বিস্তারের সমান লম্বা। পুষ্পদণ্ড ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ফিকে সবুজ ও হরিদ্রাবর্ণ, ১½ ইঞ্চি, পুষ্পদণ্ডের পত্র গাঢ় লালবর্ণ, দেখিতে বন হলুদের মত। বর্ষার প্রারম্ভে ফুল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হরিদ্রা উত্তেজক, কোন স্থান ভাঙ্গিয়া যাইলে বা মচকাইয়া যাইলে চূণের সহিত ইহার প্রলেপ দিলে আক্রান্ত স্থানের বেদনা আরাম হয়। হরিদ্রার গুঁড়া সেবন করিলে দূষিত রক্ত সংশোধিত হয়। হরিদ্রার টাটকা রস ক্রিমি-নাশক, হরিদ্রার কাথ সর্দ্দি আরাম করে ও চক্ষু ওঠা আরাম হয়। হরিদ্রার দ্বারা তরিতরকারি ধুইয়া লইলে বিষ নষ্ট হয় ও তরকারি সুস্বাদু হয়। হরিদ্রা নিমপাতার সহিত বাটিয়া গায়ে মাখিলে চর্ম্মরোগ আরাম হয়।

হরিদ্রা-ফুলের মলম দিলে কৃমি ও অপরাপর চর্ম্মরোগ আরাম হয়। Dymock বলেন মুসলমান বৈদ্যেরা প্লীহা ও যকৃৎ-দোষে ইহা প্রয়োগ করে। মাথায় সর্দ্দি বসিলে হরিদ্রার ধোঁয়া নাকে দিলে সর্দ্দি পরিষ্কার হইয়া মাথা-ধরা আরাম হয়।

Dr. Beadon Powel বলেন ইহা সবিরাম জ্বর ও শোথরোগ-নাশক। ইহার শীবড়েব গুঁড়া ৩০-৪০ গ্রেণ পরিমাণ সেবন করিলে সর্দ্দি-কাশি আরাম হয়।

হরিদ্রা পোড়াইয়া ইহার ধোঁয়া লাগাইলে বিছার কামড়ের যন্ত্রণা কয়েক মিনিটের মধ্যে আরাম হয়। কাঁচা হলুদ বাটিয়া মাথায় প্রলেপ দিলে মাথা-ধরা আরাম হয়। হলুদ পোড়াইয়া উহার ধোঁয়া নাকে দিলে হিষ্টিরিয়া রোগের fit কমিয়া যায়।

হরিদ্রার গুঁড়া তৈলে মিশ্রিত করিয়া গায়ে মাখিলে চর্ম্মরোগ নষ্ট হয়। মিহি কাপড় হরিদ্রায় ছোপাইয়া চক্ষের উপর দিলে চক্ষু উঠা ও উহার আরক্ততা দূর হয়।

পিষ্টহরিদ্রা ও বাসক পত্র গোমূত্রে পেষণ করিয়া চর্ম্মে লাগাইলে এবং গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে ২।৩ দিনের মধ্যে চর্ম্মরোগ ও কাউর আরাম হয়।

হরিদ্রাকল্কসংযুক্তং গোমূত্রস্য পলদ্বয়ম্।
পিবেন্নরঃ কামচারীকচ্ছুপামাবিনাশনম্॥ চক্রদত্ত

গোমূত্রের সহিত এক মাস হরিদ্রাচূর্ণ পান করিলে কুষ্ঠ আরাম হয় (সুশ্রুত)।

হরিদ্রার কাথ চিনি ও মধুর সহিত খাইলে কফজ তৃষ্ণা, পাণ্ডু, শোথ, মেহ ও ব্রণ আরাম হয় (রাজবল্লভ)।

হরিদ্রা ৪ প্রকার, যথা—আমাদা, বনহরিদ্রা, কর্পূরহরিদ্রা ও হরিদ্রা এগুলির গুণ প্রায়ই সমান। হরিদ্রা প্রধানতঃ কুষ্ঠ ও চর্ম্মরোগ-নাশক।

গুড় ও হরিদ্রা গোমূত্রের সহিত পান করিলে শ্লীপদ আরাম হয়। জোঁক ধরিলে যদি অতিরিক্ত রক্তক্ষয় হয় তবে সেইস্থানে হরিদ্রার গুঁড়া লাগাইলে রক্ত বন্ধ হইয়া যায়।

হরিদ্রা দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ চিনির সহিত পান করিলে শৈত্যজনিত সর্দ্দি আরাম হয়।

সাজীমাটীর সহিত হরিদ্রা মিশ্রিত করিয়া ফুলা ও বেদনা-যুক্ত স্থানে লাগাইলে উহা আরাম হইয়া যায়। (Fig. 577.)

578. C. Zedoaria Rosc. (শটী)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, t. 7; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 934B.

Ref.—F. B. I., vi. 210, Roxb., Fl. Ind., i. 20, B. P., ii. 1042.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশের পূর্ব্বদিকে অরণ্যে বহুপরিমাণ জন্মে, ভারতে চাষ হয়, চট্টগ্রামের জঙ্গলে বহু জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. সং হি. (কযুর,) শটী; তে. কযুরম্।

ব্যবহার্য্য অংশ—কন্দ।

বর্ণনা—ইহার কন্দ গোলাকার ও লম্বা। পত্র ১-২ ফুট, লম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ সরু। পুষ্পদণ্ড ½ ফুট লম্বা ও ৩ ইঞ্চি বিস্তৃত, পুষ্পদণ্ডের পত্র ১½ ইঞ্চি সবুজবর্ণ ও লালরংএর দাগ আছে। পুষ্প ফিকে পীতবর্ণ, বহির্ব্বাস ঈষৎ শ্বেতবর্ণ ও দাঁতযুক্ত। পুষ্পনল ফিঁদেলাকৃতি, বীজকোষ ডিম্বাকৃতি ও মসৃণ। বীজ লম্বাকৃতি ও শ্বেতবর্ণ। গ্রীষ্মকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গন্ধ কর্পূরের ন্যায় উগ্র, ও স্বাদ তিক্ত। উহা পেটফাঁপা-নিবারক ও চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার শুষ্ক মূলের গুঁড়া বকমকাষ্ঠের (Cæsalpinia Sappan L) সহিত মিশাইয়া লাল আবির প্রস্তুত করে। কযুর ও হরিদ্রা গাছের চাষ নারিকেল বাগানে হয়। কযুর বলকারক ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার ফুল বর্ষার পূর্ব্বে জন্মে ও ফল পরে হয়।

সর্দ্দি হইলে ইহার ক্বাথ পিপুল, দারুচিনি ও মধুযোগে ব্যবহৃত হয়। Rheede বলেন ইহার পালো এবং টাটকা মূল শান্তিকর এবং মূত্রকর, ইহা প্রদর ও গনোরিয়া রোগ দমন করে এবং রক্তপরিষ্কার করে। পত্র-রস শোথ-রোগে হিতকর। (Fig. 578.)

579. C. angustifolia Roxb. (এরারুট)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 934A; Asiat. Research, XI, t. 5 (1810).

Ref.—F. B. I., vi. 210; Roxb., F. I., i. 31; B. P., ii. 1041.

জন্মস্থান—ভারতের পার্ব্বত্য প্রদেশ, পশ্চিম বিহার, সেয়ানী উপত্যকা, ত্রিহুট, অযোধ্যা। এই গাছ জঙ্গলে জন্মে ও চাষ হয়। মে-জুন মাসে ফুল ও পরে ফল হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. টিকুর, এরারুট, তা. এরারুট, কিস'কু, তে. এরারুট, গন্দালু। Eng. East Indian arrowroot।

ব্যবহার্য্য অংশ—কন্দ।

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ; পুষ্পদণ্ড ১ ফুট, পত্র সরু ১-১½ ফুট লম্বা।

নিম্নলিখিত কয়েকটী গাছ হইতে ভারতীয় এরারুট প্রস্তুত হয় ও ব্যবসায়ীরা ভেজাল দিয়া থাকে।

(১) *C. leucorhiza Roxb.* (Rosc. Scit. t. 102) এই গাছ বিহারে জন্মে।

(২) *C. montana Rosc.* (Roxb Cor. Pl. t. 151) এই গাছ দাক্ষিণাত্যে, কঙ্কণ ও উত্তর এবং দক্ষিণসরকারে জন্মে।

(৩) *C. longa Linn.* (Benth. & Trim. f. 269) হলুদ গাছ বঙ্গদেশে জন্মে।

(৪) *C. aromatica Salisb.* (Rosc. Scit f. 105) বনহরিদ্রা, ইহা ভারতের সর্ব্বত্র জন্মে।

(৫) *C. rubescens Roxb.* (Voight, 564) বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র এবং মণিপুর ও উত্তর বর্ম্মায় দেখা যায় এবং হুগলী ও হাওড়া জেলায় সচরাচর গ্রামের নিকট জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

(৬) *Maranta arundinacea Linn.* এই গাছ আমেরিকা-দেশীয় এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে জন্মে। ইহা হইতে উৎকৃষ্ট এরারুট হয়। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে অল্প পরিমাণে চাষ করে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—যে সকল গাছ হইতে এরারুট প্রস্তুত হয় তাহার সাধারণ নাম টিকুর। এইগুলির কন্দ অতি অল্প পরিমাণে ঔষধে ব্যবহৃত হয়। (Fig. 579)

580. C. caesia Roxb. (কালহরিদ্রা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 936

Ref.—F. B. I., vi. 212; Roxb., F. I., i. 26; B. P., ii. 1042, Prain, H. H., 284.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে বনজঙ্গলে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. কাল হরিদ্রা, নীলকণ্ঠি; হি. নারকচুর; তে. অপাপাসুপু।

ব্যবহার্য্য অংশ—কন্দ।

বর্ণনা—কন্দ গোলাকার ও লম্বা, অধিক মোটা নহে। পত্র ১-১½ ফুট লম্বা, বিস্তার ৩"

ফুট, নিম্নভাগে সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ঘনসন্নিবদ্ধ ৫-৬ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ফিকে হরিদ্রাবর্ণ ও ছোট, মস্তক ½ ইঞ্চি, তিনভাগে বিভক্ত। ইহা শঠী (*C. Zedoaria Rosc.*) গাছের মত, তবে রংএর বিভিন্নতা আছে। এপ্রিল মাসে ইহার ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা শঠী (*C Zedoaria*) গাছের গুণবিশিষ্ট। লোকে ইহা স্নানের পর গায়ে মাখিয়া থাকে, বঙ্গদেশে ইহা হরিদ্রার ন্যায় ব্যবহার করে। (Fig. 580.)

Genus—ZINGIBER Adans.

581. Z. officinale Rosc. (আদা)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 270 ; Woodville, t. 250 ; Rheede, Hort. Mal., xi, t. 21 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 944.

Ref.—F B I, vi. 246; Roxb., F. I., i. 47; B. P., ii. 1015; Dymock, iii. 120, Watt, Dic. Econ. Pro. Ind., vi, Pt. 2, 358

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে এবং বঙ্গদেশে চাষ হয় ; বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, ২৪পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, পাবনা প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. আদা , সং আদ্রক, বিশ্বভেষজ . তা. শুক্ ; তে. সু টী ; হি. সুঁঠ। Eng. Ginger.

ব্যবহার্য্য অংশ—কন্দ। মাত্রা, রস ১-২ তোলা ; চূর্ণ ১-৪ আনা।

বর্ণনা—গাছ ৩-৪ ফুট হয়। পত্র ১-১৩ ইঞ্চি লম্বা এবং ১ ইঞ্চি বিস্তৃত, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। পুষ্পদণ্ড ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ইহাতে পাতা নাই। পুংকেশর গাঢ় বেগুনে। ফুল প্রায়ই হয় না এবং বীজ দেখা যায় না (Roxburgh)। আদা শুষ্ক করিলে শুঁঠ হয়। ইহা বহু পরিমাণে ইউরোপে রপ্তানি হয়। আদা ভাল করিয়া ধুইয়া, চট বা থলেতে রগড়াইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আদা British Pharmacopoeia এবং আয়ুর্ব্বেদে বহুপরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আদার সংস্কৃত নাম 'মহৌষধ', বিশ্বভেষজ, শৃঙ্গবের, কটুভদ্র ও নাগর।

আদ্রক নিঘণ্টুকারের মতে ঝাল, হজমিকারক ও কোষ্ঠবদ্ধ-নিবারক। ইহা হাঁপানি, বমন, সর্দ্দি, পেটবেদনা, বুক-ধড়ফড়ানি, শোথ এবং অর্শরোগে হিতকর।

হিন্দু কবিরাজদের মতে আদা, গোলমরিচ এবং পিপুলকে ত্রিকটু বলে। ইহার সহিত অপরাপর মসলা ও চিনিযোগে সমশর্করাচূর্ণ ও সোভাগ্য-শুঁঠীনামক ঔষধ প্রস্তুত হয়, ইহা অম্ল ও ক্ষুধাহীনতা-রোগে ব্যবহৃত হয়।

বাতরোগে আদার সহিত মাখন মিশাইয়া সেবন করিলে বাত আরাম হয়। টাটকা

আদার রস এবং হরিদ্রার রস মধুর সহিত সেবন করিলে সর্দ্দি ও হাঁপানি আরাম হয় এবং ইহার সহিত লেবুর রস মিশাইয়া খাইলে অজীর্ণ আরাম হয়। শুষ্ক আদা বাটিয়া গরম জলের সহিত কপালে লাগাইলে মাথা-ধরা আরাম হয়। আদার রস অল্প মধু ও ময়ূরের পালক-পোড়া ছাইয়ের সহিত সেবন করিলে অতিশয় বমন একেবারে আরাম হয়।

আদার বিষনাশ করিবার শক্তি আছে অতএব বিষপান করিলে আদার রসে উপকার হয়। আদা হইতে অনেক বিলাতী জল প্রস্তুত হয়। আদা ও লবণ খাইবার পূর্ব্বে খাইলে পেটফাঁপা আরাম হয় ইহা জিহ্বা ও গলার শোধন করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে।

এলাচ ১ ভাগ, দারুচিনি ২ ভাগ, নাগকেশর ফুল ৩ ভাগ, গোলমরিচ ৪ ভাগ, শুষ্ক আদা ৬ ভাগ এইগুলি গুঁড়া করিয়া ইহাদের ওজনের সমান চিনি মিশ্রিত করিয়া যে ঔষধ হয় উহাকে সমশর্করাচূর্ণ বলে, ইহা সেবন করিলে অজীর্ণ, ক্ষুধানাশ ও অর্শরোগ আরাম হয়। মাত্রা ১ ড্রাম।

দুগ্ধের সহিত আদার রস মিশাইয়া নস্য লইলে মাথা-ধরা আরাম হয়।

শুঁটের গুঁড়া ১ তোলা, জল দেড়পোয়া, গব্যদুগ্ধ আধপোয়া এইগুলির কাথ প্রস্তুত করিয়া দুগ্ধাবশেষ নামাইয়া পান করিলে মূত্রদ্বার হইতে রক্তস্রাব আরাম হয়। (চরক)

জল ও শুঁট সমপরিমাণ লইয়া কাথ প্রস্তুত করিয়া লইলে অতিসার আরাম হয় এবং পুরাতন গুড় এবং আদা সমভাগ লইয়া ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ১ মাস সেবন করিলে শোথ আরাম হয়। (চরক)

তিলতৈল ও আদার রসে কিঞ্চিৎ মধু ও সৈন্ধবলবণ দিয়া খাইলে কানের বেদনা আরাম হয়। পুরাতন গুড়ের সহিত শুঁট পান করিলে কামলা রোগীর কামলা আরাম হয়। গুল্মরোগে গোমূত্রের সহিত ত্রিবৃৎ ও শুঁটচূর্ণ সেবন করিলে গুল্ম আরাম হয়। (সুশ্রুত)

আদার রসে সৈন্ধবলবণ ও ত্রিকটুচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া আকণ্ঠ পান করিলে কণ্ঠের কফ বাহির হইয়া যায়। শুঁটের সহিত গব্যঘৃত পাক করিয়া পান করিলে গ্রহণী আরাম হয়। আদার রস মধুর সহিত খাইলে নূতন সর্দ্দি ও শ্বাসকাশের উপশম হয়। শুঁটের কাথ গরম গরম পান করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়, ইহা হৃদ্‌রোগ ও কাশের পক্ষে হিতকর। (চক্রদত্ত)

শুঁটচূর্ণে অল্প গব্যঘৃত মিশাইয়া এরণ্ড-পত্রে বেষ্টনপূর্ব্বক মাটীর প্রলেপ দিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে, এই চূর্ণ প্রাতে চিনির সহিত সেবন করিলে আমাতিসার ও পেটবেদনা আরাম হয়। (শার্ঙ্গধর)

শুঁট চূর্ণ এরণ্ডমূলের রসে ভিজাইয়া পিণ্ড করিবে, এই পিণ্ড এরণ্ড-পত্রে আবৃত করিয়া পুটপাক করিবে, এই রস মধুর সহিত খাইলে আমবাত আরাম হয়।

পীত বেড়েলার ছাল ও শুঁট সমভাগ লইয়া কাথ করিবে। ২।৩ দিন এই কাথ পান করিলে শীত, কম্প ও দাহ-সংযুক্ত বিষম জ্বর আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

ছাগদুগ্ধের দ্বারা ক্ষীর পরিভাষানুসারে প্রস্তুত শুঁটের কাথ হিক্কা নাশ করে।

বেল শুঁঠ ও শুঁঠের কাথ সেবন করিলে বমন ও ওলাউঠা আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)। আদার রস পুরাতন গুড়ের সহিত পান করিলে শীতপিত্ত আরাম হয়। সজিনার ক্ষার ও আদা গুল্ম-রোগে সেব্য (ভাবপ্রকাশ)। শুঁঠ, রসুন ও মধু একত্রে পান করিলে শ্বাসকাশ আরাম হয় (R. N. Khory, ii. 6017)। শুঁঠ বিসূচিকা, শোথ, বুক ধড়ফড় করা, পেটফাঁপা, কাশ ও অগ্নিমান্দ্য-রোগে ব্যবহৃত হয়।

পুনর্নবা, গুলঞ্চ, দেবদারু, হরীতকী ও শুঁঠের কাথ গোমূত্র ও গুগ্গুল সহ পান করিলে শোথ ও উদর-রোগ প্রশমিত হয়। পুনর্নবা, দারুহরিদ্রা, শুঁঠ, হরীতকী, গুলঞ্চ, চিতা, বামনহাটী ও দেবদারুর কাথ পান করিলে হস্ত, পদ, উদর ও মুখ-শোথ প্রশমিত হয়।

কাঞ্চন ছালের কাথ শুঁঠ-চূর্ণের সহিত পান করিলে গণ্ডমালা নষ্ট হয় এবং বরুণ ছালের কাথ পান করিলেও গণ্ডমালা নষ্ট হয় (শার্ঙ্গধর)। (Fig. 581.)

582. Z. zerumbet Smith. (মহাবরী বচ)

Fig.—Kutikar & Basu, Ind. Med. Pl, t. 945.

Ref.—F B. I., vi. 247 ; Roxb, F. I., i 48 ; B. P., ii. 1045, Prain, H. H., 285.

জন্মস্থান—আদিম জন্মস্থান—দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া ; হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় স্থানে স্থানে চাষ হয় এবং গ্রাম্য জঙ্গলের ধারে আপনা আপনি জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. মহাবরী বচ, সং. স্থূলগ্রন্থি ; হি. নারকচুর, মালাবার—কথু-ইনসিকুয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—কন্দচূর্ণ ; মাত্রা ৪-৮ আনা ; কাণ্ড এক আনা।

বর্ণনা—ওষধি-জাতীয় উদ্ভিদ, কন্দ অতিশয় বৃহৎ, হরিদ্রার মত, অভ্যন্তরভাগ ফিকে পীতবর্ণ ও শক্ত। পত্রময় কাণ্ড ৩-৪ ফুট উচ্চ, গোলাকার, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত ও বর্ষজীবী। পত্র ১০-১২ ইঞ্চি লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি বিস্তৃত, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। পুষ্পদণ্ড ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা ও ১½ ইঞ্চি মোটা, লম্বা খাপের মধ্যে থাকে। ফুল ফিকে উহার অগ্রভাগ একটু অধিক কৃষ্ণবর্ণ। পুষ্পনল ১¼ ইঞ্চি, ফল ১ ইঞ্চি, লম্বাকৃতি ; বীজ ¼ ইঞ্চি লম্বা কৃষ্ণবর্ণ। বর্ষার শেষে ফুল ও পরে ফল হয়।

বচ প্রধানতঃ দুই প্রকার—মহাবরী বচ এবং শ্বেতবচ বা ঘোড়া বচ। বাঙ্গালায় কেহ কেহ মহাবরী বচকে অরুণ বচ বা রচা বচ বলে। ভাবপ্রকাশে যে সুগন্ধবচের উল্লেখ আছে উহা মহাবরী বচকেই বুঝায় আর এক প্রকার বচ আছে উহাকে পশ্চিমদেশীয় লোকে কুলঞ্জন বলে। ইহাকে বাঙ্গালায় মহাবরী বচ বলে ; ইহার লাটিন নাম Alpinia Galanga. মোটামুটী মহাবরী বচ, সুগন্ধ বচ ও কুলঞ্জন প্রায় একই জিনিষ। এই বচ অতিশয় উগ্রগন্ধ-বিশিষ্ট, আদা অপেক্ষা একটু তিক্ত, ইহার কন্দ আদার ন্যায় ব্যবহৃত হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা সর্দ্দি ও হাঁপানীর পক্ষে হিতকর। ইহা কৃমি, কুষ্ঠ ও অপরাপর চর্ম্মরোগের ঔষধ।

অতিবিষা (Aconitum heterophyllum) ও বচের ক্বাথ পান করিলে অতিসার আরাম হয় (চরক)।

বচের রস কুড়চূর্ণ ও মধুসহ সেবন করিলে উন্মাদ আরাম হয় (বাগ্‌ভট)। কাঁচাদুগ্ধ ও শীতল জল সমভাগে মিশ্রিত করিয়া উহাতে কিঞ্চিৎ বচচূর্ণ দিয়া পান করিলে মূত্রদোষ আরাম হয়। (ভাবপ্রকাশ)।

বচ ও নিমছালের ক্বাথ পান করিলে সর্দ্দিজনিত হৃদ্রোগ আরাম হয়। বচ, কুড় ও বিড়ঙ্গের অল্প গরম ক্বাথে শিশুকে স্নান করাইলে শিশুর কক্কুবিচর্চ্চিকা (Eczema) আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

বচের টুকরা মুখে রাখিলে মুখের ঘা, মুখের গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ আরাম হয়।

বচ অল্পমাত্রায় পাচন, তিন চারি আনা মাত্রায় বমন-কারক ; অজীর্ণের সহিত পেটফাঁপা থাকিলে বচচূর্ণ-সেবন অতিশয় হিতকর। ½ আনা মাত্রায় বচচূর্ণ শিশুর পেট-কামড়ানি আরাম করে। ঘুংড়ি কাশিতে বচচূর্ণ মুখে রাখিলে কাশির উপশম হয়।

শিশুর পেট-ফাঁপা ও অজীর্ণ থাকিলে উহার নাভিতে বচের প্রলেপ দিলে উপকার হয় (Watt)। (Fig. 582.)

583. Z. casumunar Roxb. (বন-আদা)

Fig.—Roxb., Asiat. Research , ii, t. 7 ; Bot. Mag., t. 1426.

Ref.—F. B. I., vi. 248 ; Roxb., F. I., i. 49 ; B. P., ii. 1045 ; Prain, H. H., 285.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের জঙ্গলের ধারে আপনা আপনি জন্মে এবং চাষ হয়। দাক্ষিণাত্যের কঙ্কণ প্রভৃতি স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. বন-আদা ; সং বন-আর্দ্রক ; তে. কুরাপাসুপু।

ব্যবহার্য্য অংশ—কন্দ।

বর্ণনা—ওষধি-জাতীয় গুল্ম ; কন্দ শক্ত পত্রময়, ৪-৬ ফুট উচ্চ, বহুবর্ষজীবী। পত্র ১২-১৮ ইঞ্চি লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি বিস্তৃত। পুষ্পদণ্ড ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, উহার পত্র ডিম্বাকৃতি, উজ্জ্বল লালবর্ণ. কিংবা সবুজের আভাযুক্ত নীলবর্ণ, ফুলের পাপড়ি ঈষৎ শ্বেতবর্ণ, উহার উপরি ভাগ পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। পুংকেশর পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। বীজ ছোট ও গোলাকার। বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ আদার তুল্য। ইহা পেট-ফাঁপা-নিবারক, উত্তেজক ও উদরাময়-নিবারক। ইহা ঔষধের দোকানে Casumunar নামে বিক্রীত হয় (Pereira

Met. Med., ii, Pt.i., 236)। মালাবার দেশে Kattu-manual পীত আদাকে বলিয়া থাকে। (Fig. 583.)

Genus—COSTUS Linn.

584. C. speciosa Smith. (কেউ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, t. 8 ; Lam., Ill., i, t. 3.

Ref.—F. B. I., vi. 249 ; Roxb., F. I., i. 50 ; B. P., ii. 1050 ; Prain, H. H., 285.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের গ্রাম্য জঙ্গলের ধারে ও পতিত জমিতে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. কেউ ; সং. কেমুকা ; সামতাল—ওলগ, তেবম্মাকাচিকা ; মালাবার —পেংবা।

ব্যবহার্য্য অংশ—শীকড়।

বর্ণনা—বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ, শীকড় আলুর মত। পত্রময় কাণ্ড ৬-৯ ফুট উচ্চ, শক্ত। পত্র ½-১ ফুট, অগ্রভাগ সরু, নীচের দিক পশমের মত লোমে আবৃত। পুষ্পমঞ্জরী ডিম্বাকৃতি, উজ্জ্বল লালবর্ণ, ১-১½ ইঞ্চি লম্বা। বহির্ব্বাস ১ ইঞ্চি, পাপড়ী শ্বেতবর্ণ ও লম্বা। পুংকেশর ১½-২ ইঞ্চি লম্বা ; বীজাধার ১ ইঞ্চি, গোলাকার ও লালবর্ণ। বর্ষার শেষভাগে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—Dr. Ainslie বলেন জামেকা দেশে ইহার শীকড় আদার ন্যায় ব্যবহৃত হয় (Met. Med. Ind., ii. 167)।

ইহা কামোত্তেজক ও রসায়ন (Cal. Exhib. Catalogue)

ইহার শীকড় Galangaর তুল্য, কিন্তু ইহার উত্তেজক গুণ ও সৌগন্ধ নাই। ইহা আদার স্থানে ব্যবহৃত হয়।

শীকড় পরিপাক-কারক, উগ্র, তিক্ত এবং সর্দ্দিজনিত জ্বর, চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয় (U. C. Dutt)।

ইহার কৃমি নাশ করিবার শক্তি আছে (Atkinson)।

সামতালেরা ইহার শীকড় অনেক ঔষধে ব্যবহার করে (Rev. A. Campbell)। (Fig. 584.)

Genus—AMOMUM Linn.

585. A. subulatum Roxb. (বড় এলাচ)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., t. 277 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 942

Ref.—F. B. I., vi. 240 ; Roxb., F. I., i. 44 ; Dymock, iii. 436.

জন্মস্থান—হিমালয়-পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকস্থ প্রদেশে, সাধারণতঃ নেপালে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. বড় এলাচ বা নেপালী এলাচ; সং. স্থূলৈলা; তে. পেদ্দএলাকুলু; তা. এলম্।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—এই গাছের মূল বহুদিন থাকে; পত্রময় কাণ্ড ৩-৪ ফুট, পত্র ১-২ ফুট লম্বা, ৩-৪ ইঞ্চি বিস্তৃত, সবুজবর্ণ, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ঘন-সন্নিবিষ্ট, বৃন্ত অতিশয় ক্ষুদ্র। মঞ্জরী-পত্র লাল ধূসরবর্ণ। ফুলের বহির্ব্বাস এবং পুষ্পনল ১ ইঞ্চি, ফুল পীতাভ শ্বেতবর্ণ। ফল ১ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকৃতি, লাল ধূসরবর্ণ। গাছের পাতার কোন সুগন্ধ নাই। গাছ দেখিতে অনেকটা আদা ও হরিদ্রার ন্যায়। বর্ষার প্রারম্ভে ফুল হয় ও শরৎকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এলাচ পেটের দোষ-নিবারক। ইহা কলেরা-রোগে পাকস্থলীর উত্তেজনা কমাইয়া থাকে। এলাচের কাথ মুখ ও দাঁতের গোড়ার রোগে ধৌতিকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। এলাচের পিত্ত নিঃসারণ করিবার ক্ষমতা আছে, এজন্য ইহা পাকস্থলীর যে কোন প্রকার অসুখে ব্যবহৃত হয়। এলাচের ১০ গ্রেণ গুঁড়া যকৃৎ-বিকৃতি-রোগে হিতকর। Sur. Maj-H. D. Coak সাহেব বলেন যে ৩০ গ্রেণ পরিমাণ এলাচের গুঁড়া কুইনাইনের সহিত দিয়া স্নায়ুশূল-রোগে বিশেষ উপকার পাইয়াছি। এলাচ-চূর্ণ গণোরিয়া রোগে বিশেষ হিতকর। (Fig. 585.)

586. A. aromaticum Roxb. (মোরঙ্গ এলাচ)

Fig.—Rosc., Scit. Pl., t. 109; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 943.

Ref.—F. B. I., vi. 241; Roxb., F. I., i. 45; B. P., ii. 1043.

জন্মস্থান—উত্তর বঙ্গ, নেপাল, পূর্ব্ব-হিমালয়, সিকিম, খাসিয়া-পাহাড় ও শ্রীহট্ট।

বিভিন্ন নাম—বা. মোরঙ্গ এলাচ; মালাবার—বেলদোদ।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—ইহার মূল বহুদিন থাকে, পত্রময় কাণ্ড ৩-৪ ফুট। পত্র ½-১½ ইঞ্চি বিস্তৃত এবং ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, উভয় দিকে সূক্ষ্ম লোম আছে। পুষ্পদণ্ড ক্ষুদ্র, গোলাকার, বৃন্ত ছোট। পুষ্পনল ১ ইঞ্চি লম্বা, শ্বেতবর্ণ, ইহাতে ধূসরবর্ণ দাগ আছে, উপরি ভাগ ফিকে পীতবর্ণ। বীজাধার ১ ইঞ্চি লম্বাকৃতি, বীজ ছোট ছোট হয়। বর্ষার পরে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ ও তৈল বড় এলাচের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। (Fig. 586.)

Genus—ELETTARIA Maton.

587. E. Cardamomum Maton. (ছোট এলাচ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, tt. 4 & 5; Bentl. & Trim., t. 267; Roxb., Cor. Pl., iii, t. 226; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 948.

Ref.—F. B. I., vi. 251; Dymock, iii. 428.

জন্মস্থান—পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ, ত্রিবাঙ্কুর, কঙ্কণ, মালাবার উপকূল, মান্দ্রাজ, কুর্গ ও মহীশূর প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. ছোট এলাচ বা গুজরাটী এলাচ; সং. এলা, সূক্ষ্মৈলা, হি. ছোট এলাচী; তা. তে. ইলাই Eng. Lesser Cardamon.

বর্ণনা—বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। কন্দ পত্রময়, ৬-৯ ইঞ্চি লম্বা হয়। পত্র ১-২ ফুট লম্বা, ৩ ইঞ্চি বিস্তৃত, নিম্নে কোমল লোমযুক্ত। ফুলের বহির্ব্বাস ½ ইঞ্চি, পুষ্পনল ছোট ও প্রসারিত। পুষ্পদণ্ড লম্বা, প্রত্যেক দণ্ডে অনেকগুলি এলাচ জন্মে। পত্রের অগ্রভাগ অতিশয় লম্বা। বীজকোষ প্রায় গোলাকার, একটু লম্বাকৃতি; ইহাতে লম্বা লম্বা অনেক শিরা আছে। এলাচের বীজকোষ বা ছোট এলাচ সকলেই দেখিয়াছেন, অতএব ইহার অধিক বর্ণনা আবশ্যক নাই। বীজ উগ্রগন্ধ-বিশিষ্ট, ইহার দ্বারা অনেক ঔষধ প্রস্তুত হয়। ত্রিবাঙ্কুরের জঙ্গলে এই গাছ ৪০০-৪০০০ ফুট উচ্চে বেশ উত্তমরূপে জন্মে। জানুয়ারী মাসে যে এলাচ উৎপন্ন হয় উহাকে "মগরা" এলাচ বলে, এই এলাচ অতি উৎকৃষ্ট। সেপ্টেম্বর মাসে যে এলাচ হয় উহাকে কাদ্রি এলাচ বলে এবং লম্বা এলাচকে নীল এলাচ বলে, ইহা অতিশয় নিম্ন শ্রেণীর এলাচ। এলাচ পাকিবার পূর্ব্বে পীতবর্ণ ধারণ করে, এই সময় উহা সংগ্রহ করিতে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এলাচ পাচক ও উগ্রগন্ধ-বিশিষ্ট। বিরেচক ঔষধে কখন কখন পেট ফাঁপে, কিন্তু উহাতে এলাচ দিলে ওই সকল উপসর্গ দূর হয়। এলাচ গুঁড়া করিয়া নস্য লইলে মাথাধরা আরাম হয়। বমন-রোগে এলাচের সহিত বেদানা খাইলে বমন আরাম হয়। এলাচ ওলাওঠা রোগের একটী উত্তেজক ঔষধ। (Fig. 587.)

Genus—CANNA Linn.

588. C. indica Linn. (সর্ব্বজয়া)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, t. 43; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 952A.

Ref.—F. B. I., vi. 260; Roxb., F. I., i. 1; B. P., ii. 1047; Dymock, iii. 449.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বাগানে বাহারের জন্ম রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. সং. সর্ব্বজয়া; হি. কিওয়ারা; তা. কৃন্দ-শনী-ফেড্ডী; তে. গুড়ি-জেনন্না-ফেটু।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, শীকড়, কন্দ, পুষ্প ও পত্র।

বর্ণনা—৩-৪ ফুট উচ্চ উদ্ভিদ, পত্র ৬-১৮ ইঞ্চি লম্বা এবং ৪-৮ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু। পুষ্পদণ্ড ১ ফুট কিংবা অধিক উচ্চ। পুষ্পমঞ্জরী ½ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি ও সবুজবর্ণ। ফুল ২-২½ ইঞ্চি লম্বা। ফল উন্নত ½-১ ইঞ্চি লম্বা, ঈষৎ গোলাকার, তিনটী ঘরবিশিষ্ট; কৃষ্ণবর্ণ ও সরু, ইহাতে বীজ অনেক থাকে, মটরের ন্যায় গোলাকার। বর্ষার পর হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল ঘর্ম্মকর, মূত্রকর, জ্বর ও শোথনাশক, শান্তিকর ও উত্তেজক। গোমহিষাদির কোন প্রকার বিষাক্ত ঘাস খাইয়া পেট ফুলিলে দেশীয় কবিরাজেরা ইহার কাণ্ড ও পাতা ছেঁচিয়া গোলমরিচের সহিত চাউল ধোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া খাইতে দেয় (Drury)।

ইহার শীকড় শোথ ও জ্বর-রোগে ঘর্ম্মকর ও মূত্রকর ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

সর্ব্বজয়া-বীজ ক্ষতরোগ-নিবারক ও দেহের স্ফূর্ত্তি উৎপাদক (Beadon Powel)। (Fig. 588.)

Genus—MUSA Linn.

589. M. sapientum Linn. (কদলী)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i., tt. 12-14. Roxb., Cor. Pl., t. 275; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 952.

Ref.—F. B. I., vi. 262; B. P., ii. 1050; Dymock, iii. 443; Prain, H. H., 286.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে প্রচুর পরিমাণে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. কলা; সং. তে. কদলী; হি. বম্বে ও গুজরাট—কেলা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, পত্র, বাসনা, কন্দ ও শীকড়।

বর্ণনা—ইহার পত্রের সংলগ্ন বাসনাযুক্ত কাণ্ড ৪-১২ ফুট উচ্চ। পত্র ৪-৬ ফুট লম্বা, উপরিভাগ উজ্জ্বল সবুজবর্ণ, নিম্নভাগ ফিকে সবুজবর্ণ। পুষ্পমঞ্জরী ডিম্বাকৃতি; ফুলের বহির্ব্বাস পীতের আভাযুক্ত, শ্বেতবর্ণ, ১-১½ ইঞ্চি, পাপড়ি লম্বা। ফল ২-৩ ইঞ্চি লম্বা। চাষ করা কলার প্রায় বীজ হয় না, বন্য কলার বড় বড় কৃষ্ণবর্ণ বীজ হয়। কলা বৎসরের সকল সময়েই ফলে।

যে সমস্ত কলার ভারতবর্ষে চাষ করা হয় তাহাদের প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা—(১) M. paradisiaca Linn.—কাঁচকলা, ইহা কাঁচা অবস্থায় তরকারী করিয়া খাওয়া যায়; (২) M. sapientum Linn.—পাকা কলা এবং (৩) M. cavendishii Lamb. (M. chinensis Sw.) কাবুলী কলা। এই শেষোক্ত কলা ছাড়া আর যে যে প্রকারের পাকা কলা আমরা খাই তা M. sapientumএর অন্তর্গত। (চাঁপা, কাঁটালী, রামকলা, সিঙ্গাপুরের কলা) প্রভৃতি অনেক প্রকার কলার বঙ্গদেশে চাষ হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কদলী গলার ঘায়ে, শুষ্ক কাশিতে, বক্ষঃ ও মূত্রযন্ত্রের রোগে হিতকর। ইহার চিনি কিংবা মধুর সহিত ব্যবহার মূত্রকর ও কামোত্তেজক।

অধিক মাত্রায় কলা খাইলে হজম হয় না। কলাগাছের এঁটের ছাই কৃমিনাশক। কদলী ছোবা পোড়াইয়া উহার অঙ্গার পায়ের তলায় লাগাইলে পা-ফাটা আরাম হয়। আমেরিকা দেশে কলার syrup পুরাতন বক্ষঃপ্রদাহ-রোগে ব্যবহার করে। পক্ক কদলী খণ্ড খণ্ড কাটিয়া উহার সমপরিমাণ চিনি মিশ্রিত করিয়া আবদ্ধ পাত্রে শীতল জল দিয়া আস্তে আস্তে ফুটাইবে, পরে উহা অগ্নি হইতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লও, এই সিরাপ এক চামচে এক ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে যাবতীয় বক্ষঃপ্রদাহ-রোগের উপশম করে।

কচি কলাপাতা বেলেস্তার অথবা দগ্ধস্থানে বসাইয়া দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। কলার শিকড় বলকারক, ইহা রক্তবিকৃতিতে ব্যবহৃত হয়। কলার রস কলেরা-রোগে পিপাসা নিবারণ করে এবং ইহাতে মুখ ধুইলে পিপাসা নিবারিত হয়। কদলী শ্লেষ্মা-কারক, ইহা পেট গরম হইলে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বক্ষঃ ও মূত্রযন্ত্রের উপর কদলীর বিশেষ ক্রিয়া আছে।

ভাল পাকা কলা পুরাতন রক্ত আমাশয় ও উদরাময় রোগে হিতকর। উত্তর বঙ্গে কলাপাতা পোড়াইয়া ইহার ছাই তরকারীতে দেয়; ইহাতে অম্ল দমন করে।

পাকাকলা-সিদ্ধ দধিমিশ্রিত করিয়া চিনি কিংবা লবণ মিশ্রিত করিয়া খাইলে রক্ত আমাশয় ও উদরাময় আরাম হয়।

১ আউন্স পাকা কলা ½ আউন্স পুরাতন তেঁতুলে পেষণ করিয়া গুড় কিংবা মিছরী দিয়া দিবসে ২।৩ বার খাইলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়। (কাঁচাকলার পালো রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া খাইলে পেট-ফাঁপা ও বুক-জ্বালার সহিত অজীর্ণ আরাম হয় (N. C. Dutt)।)

কলার নরম শিকড় খাইলে মূত্রযন্ত্র ও ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হয়। কলার ছাই সেবন করিলে বুক-জ্বালা ও পেট-বেদনা আরাম হয়। নরম কাঁচাকলা খাইলে বহুমূত্র আরাম হয়। কলার পেটো ও পাতার রস অহিফেন-বিষ নষ্ট করে।

কলার পেটোর ১ আউন্স রস এক আউন্স ঘৃতের সহিত খাইলে জোলাপের কাজ করে। মোচার রস ছানার সহিত খাইলে আর্সেনিক বিষ নষ্ট করে।

কলার পালো উদরাময় ও রক্ত-আমাশয় রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। কাঁচাকলার আঠা

চাউল-ধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে উদরাময় আরাম হয়। কলার টাটকা কাণ্ডের রস খাইলে স্নায়বিক রোগ ও হিষ্টিরিয়া আরাম হয়।

কলার পেটোর রস অল্প গরম করিয়া কর্ণে দিলে কান কটকটানি আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

কলার ক্ষার ও হরিদ্রা পেষণ করিয়া গাত্রে মাখিলে সিধ্ম রোগ (ছুলি) আরাম হয়।
(Fig. 589.)

CIII. HAEMODORACEAE.

Genus—SANSEVIERIA Thunbg,

590. S. Ruxburghiana Schult. (মূর্ব্বা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, t. 42; Roxb., Cor. Pl., ii. 45; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 953.

Ref.—F. B. I., vi. 271; Roxb., F. I., ii. 161; B. P., ii. 1054, Baker, in Journ. Linn. Soc., xiv. 549.

জন্মস্থান—করমণ্ডল উপকূল, বঙ্গদেশের জঙ্গলে বহুপরিমাণে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. মূর্ব্বা; স. মূর্ব্বা; হি. সারুল; তা. মুরাত।

ব্যবহার্য্য অংশ—কাণ্ড, মূল। মাত্রা কাথ ৫-১০ তোলা, কল্ক ১-৪ আনা, রস ½-২ তোলা।

বর্ণনা—কাণ্ড অতিশয় শক্ত। ৪-৯ ইঞ্চি, কাণ্ডের চতুর্দ্দিকে পত্র হয়। পত্র ফিকে সবুজবর্ণ। মূল কনিষ্ঠ অঙ্গুলির মত মোটা, মাটীর ভিতর থাকে। পত্র লম্বা, দেখিতে ঠোঙ্গার মত, পত্রের অগ্রভাগ কাঁটার ন্যায় সূচাল, ফুল হরিদ্রার আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, ফল গোলাকার, পক্ব অবস্থায় নিম্বের ন্যায় পীতবর্ণ। বীজ এক একটী হয়, ডিম্বাকৃতি ও শ্বেতবর্ণ। ইহা হইতে ধনুকের ছিলা প্রস্তুত হয়। বর্ষার শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মূর্ব্বা বিরেচক, মিষ্ট, গুরুপাক, বলকারক ও হৃদ্রোগ-নাশক; ইহা পিত্ত, রক্তের উষ্ণতা, গনোরিয়া ও বায়ু, পিত্ত এবং কফের শান্তিকর। পাঁচড়া ও কুষ্ঠ-নাশক এবং জ্বর ও বাতঘ্ন।

ইহার নরম শিকড়ের কাথ খাইতে উষ্ণ, দেশীয় কবিরাজেরা বহুদিনব্যাপী কাশ ও ক্ষয়-রোগে মধু ও চিনির সহিত ১ চামচে দিবসে ২ বার খাইবার ব্যবস্থা করেন।

নরম ও কচি গাছের রস বালকদের বুকে ও গলায় সর্দ্দি বসিলে প্রশস্ত হয়। ইহার মূল চাউলের জলের সহিত পান করিলে পিত্তবমন কমিয়া যায় (চরক)।

মূর্ব্বার কাথ সকল প্রকার জ্বর নাশ করে, বিশেষতঃ বিষম জ্বরে অতিশয় হিতকর (সুশ্রুত)।
(Fig. 590.)

CIV. BROMELIACEAE.

Genus—ANANAS Adans.

591. A. sativus Schult. (আনারস)

Fig.—Bot. Mag., t. 1554, Rheede, Hort. Mal., xi, t. 1.

Ref.—B. P., ii. 1052; H. S., 614.

জন্মস্থান—আদি জন্মস্থান আমেরিকা; ইহা ১৫১৩ খৃঃ ইউরোপে যায় এবং ১৫৯৪ খৃঃ পোর্টুগীজেরা ব্রাজীল হইতে ভারতের মালাবার উপকূলে আনয়ন করে।

বিভিন্ন নাম—বা. আনারস; Eng. pine-apple.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, ফল।

বর্ণনা—গাছের কাণ্ড পত্রময়। পত্র লম্বা, কিনারা কাঁটাযুক্ত করাতের দাঁতের ন্যায়। ফুল কাণ্ডের উপরিভাগে জন্মে। পুংকেশর ৬টী। ফলের গায়ে অনেক চোক আছে; বীজ অল্প হয়, ডিম্বাকৃতি, কতক পরিমাণে চেপ্টা। কাঁচা ফল সবুজবর্ণ, পাকিলে গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ হয়। একটী কাণ্ডে একটী ফল হয়। ফলের বোঁটার নিকট অনেকগুলি চারা গাছ বাহির হয় এবং ফলের পশ্চাতে একটী গাছ হয়। গ্রীষ্মের শেষে ও বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কাঁচা আনারসের চাটনি হয়, ইহা কফ ও পিত্ত এবং অরুচি-নিবারক। ইহার পাতার রস কৃমি-নাশক এবং মূলচূর্ণ মূত্রকর। আনারসের রস অধিক খাইলে গর্ভস্রাব হয়, এই কারণে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা অতিশয় ক্ষতিকারক।

আনারস পেট-ফাঁপা-নিবারক। গর্ভবতী স্ত্রীলোক আনারস খাইলে গর্ভাশয় সঙ্কুচিত হইয়া ১২ ঘণ্টার মধ্যে রক্তস্রাব হইয়া গর্ভস্থ ভ্রূণ বাহির হইয়া পড়ে (R. N. Khori, ii. 620)।

ইহার পাতা ও অপক্কফলের গর্ভস্রাব করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া গর্ভস্রাব করাইবার জন্য ভারতের সকল স্থানে ব্যবহৃত হয় (Watt, i. 238)।

ডাক্তার কানাইলাল দে বলেন যে, একটী কাঁচা আনারস ছাড়াইয়া উহার শাঁসের সমস্ত রস লবণ দিয়া গর্ভবতী স্ত্রীলোককে খাওয়াইলে ৩ মাস পর্য্যন্ত গর্ভবতী স্ত্রীলোকের ১২ ঘণ্টার মধ্যে গর্ভস্রাব হইয়া যায়। ডাঃ কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন যে একটী আসন্নপ্রসবা স্ত্রীলোককে ২ পাঃ পরিমাণ পক্ক আনারসের রস খাওয়াইবার ফলে গর্ভপাত হইয়াছে। Dr. Dymock বলেন যে একটী ইংরেজ মহিলা অতিরিক্ত আনারস খাওয়াতে উহার ৫ মাসের গর্ভ নষ্ট হইয়া যায় (Dymock, iii. 508)। (Fig. 591.)

CV. IRIDEAE.

Genus—CROCUS Linn.

592. C. sativa Linn. (জাফরান)

Fig.—Royle, iii, t. 90 ; Bentl & Trim., t. 274.

Ref.—F. B. I., vi. 276 ; Dymock, iii. 453 ; Stewart, Punjab Pl., 239 ; Boiss., Fl. Orient., v. 100.

জন্মস্থান—আদি বাসস্থান ইউরোপ ; কাশ্মীরের অন্তর্গত পামপুরে নিকটবর্ত্তী ভূমি হইতে ৫০ ফুট উচ্চ ভূখণ্ডে চাষ হয়। পারস্য, স্পেন ও ফ্রান্স দেশে কুঙ্কুমের আবাদ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. জাফরান ; সং. কুঙ্কুম, অগ্নিশিখা, কাশ্মীর, বাহ্লিক ; হি. কেশর ; তা. কুঙ্কুমাপু ; তে. কুম্কুম্ পুব্বা ; Eng. Saffron.

ব্যবহার্য্য অংশ—স্ত্রীপুষ্পের পরাগ-রেণু। মাত্রা কল্ক ½-৩ আনা ; কাথ ৫ তোলা হইতে ১০ তোলা।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী গুল্ম, ইহার মূলদেশ হইতে অনেক শিকড় বাহির হয়। পত্র মঞ্জরীর নীচে অতিশয় ঘনভাবে হয়। ফুল ২।১টী একসঙ্গে অথবা এক একটী পত্রের সহিত দেখা যায়। ফুলের পুংকেশর ৩টী, ইহা প্রসারিত। বীজকোষ তিনটি কুঠরি বিশিষ্ট, প্রত্যেক ঘরে অনেক গোলাকার বীজ থাকে। ইহার ফুল শরৎকালে জন্মে। জাফরানের রং উদিত সূর্য্যের ন্যায়। স্ত্রীপুষ্পের শুষ্ক রেণুকেই (Stigma) কুঙ্কুম বলে। পারস্যদেশীয় জাফরানের সহিত কিছু আঠাল দ্রব্য মিশাইয়া মণ্ডাকার করিলেই ব্যবসায়ের জাফরান হয়। বর্ত্তমানে ইটালী ও ফ্রান্সে ব্যবহারের জন্য জাফরানের চাষ হয়। ইহা অধিক মূল্যবান্ বলিয়া কখন কখন উহার সহিত গাঁদাফুলের মস্তকস্থ কেশরগুলি ভেজাল দিয়া থাকে। জাফরান গাছের পরাগ হইতে জাফরান হয়। জাফরানের গেঁড়গুলি ভূমিতে রোপণ করে এবং অক্টোবর মাসে পরাগ সংগ্রহ করে। ফুলের স্ত্রীকেসর ও পরাগ হইতে ভাল জাফরান পাওয়া যায়। (১ আউন্স জাফরান পাইতে হইলে ৪৩২০টী ফুল আবশ্যক। Dr. Downes বলেন যে কাশ্মীরের বাগানে অতি উত্তম জাফরান জন্মে। উত্তম কুঙ্কুম গাঢ় লেবু রংএর, নিকৃষ্ট কুঙ্কুম ফিকে পীত বা কৃষ্ণবর্ণ। কাশ্মীর-দেশজাত কুঙ্কুম উৎকৃষ্ট।

ঔষধার্থে ব্যবহার—জাফরান উত্তেজক, আক্ষেপ-নিবারক এবং ঋতুকর। প্রাচীন কালে ইহা রংএর জন্য ব্যবহৃত হইত। জাফরান উৎসবের সময়ে ও অনেক ঔষধ প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। জ্বর ও যকৃৎ-বৃদ্ধিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা উদরাময়-নিবারক এবং বালকদের সর্দ্দিতে হিতকর। ইহা মিহিদানা জিলাপী প্রভৃতি দ্রব্য রং করে।

প্রাচীন কালের বৈদ্যেরা জাফরনকে রসায়ন বলিয়া বিধান দিতেন। ইহা ব্যবহার করিলে স্ত্রীলোকদিগকে শীঘ্র প্রসব করাইয়া দেয়। জাফরন মূত্রকর ও প্রথম ঋতুকর।

কিসমিসের কাথের সহিত কুঙ্কুম পেষণ করিয়া সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ আরাম হয় (চরক)।

কুঙ্কুম গব্যঘৃতে ভাজিয়া উহার সমপরিমাণ চিনি মিশ্রিত করিয়া নস্য লইলে বেলা বৃদ্ধির সহিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অর্দ্ধশিরঃশূল আরাম হয়। (Fig. 592.)

Genus—BELAMCANDA Adans.

593. B. chinensis Leman (দশবাই চণ্ডী)

Fig.—Bot. Mag., t. 171, Rheede, Hort. Mal., xi. t. 37; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 954C.

Ref.—F. B. I., vi. 277; Roxb., Fl. I., i. 174; B. P., ii. 1056; Prain, H., II. 287.

জন্মস্থান—ইহার আদি জন্মস্থান চীন দেশ, বঙ্গদেশের বাগানে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—দশবাহু; দশবাই চণ্ডী।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—ওষধিজাতীয় উদ্ভিদ, কাণ্ড সরল ও পত্রময়; পত্র লম্বা ও শিরাবিশিষ্ট। মঞ্জরীপত্র সরু। ফুলের বোঁটা লম্বা, পাপড়ীতে টিপ টিপ দাগ আছে। পাপড়ী ৬টী, পুংকেশর ৬টী, স্ত্রীকেশর পুংকেশর অপেক্ষা লম্বা। বীজকোষ ডিম্বাকৃতি, বীজ গোলাকার, বীজের ত্বক্ উজ্জ্বল, ভিতরে শাঁস আছে। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় মৃদুবিরেচক, বায়ু, পিত্ত ও কফ সাম্যাবস্থায় আনিয়া রক্ত পরিষ্কার করে। ইহা সাধারণতঃ কণ্ঠ ও কণ্ঠনালীর রোগে ব্যবহৃত হয়। Dr. Rheede বলেন যে, ইহা মালাবার দেশে সর্পবিষ-নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। গৃহপালিত পশু বিষাক্ত ঘাস খাইয়া রুগ্ন হইলে ইহা প্রদত্ত হয়। (Fig. 593.)

Genus—IRIS Linn.

594. I. nepalensis Don (কুড়জাতীয়)

Fig.—Pl. As. Rar., i. 77, t. 86; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 955.

Ref.—F. B. I., vi. 273; Royle, Ill., 372.

জন্মস্থান—পশ্চিম এবং পূর্ব্ব হিমালয় প্রদেশ, পঞ্জাব, তিব্বত।

বিভিন্ন নাম—পঞ্জাব সোসান, চিলুকি। (Eng. Orris root).

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, মাটীতে গড়াইয়া জন্মে, মাংসল, শিকড় আঙ্গুলের মত মোটা। কাণ্ড ½-১ ফুট, পত্র ২৪ ইঞ্চি লম্বা ও ½ ইঞ্চি বিস্তৃত; উহাতে বিন্দু বিন্দু বেগুনে রংএর রেখা আছে। স্ত্রীকেশর-দণ্ড ১ ইঞ্চি, বীজকোষ লম্বাকৃতি। আগষ্ট মাসে ফুল হয়, এক মাস পরে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল Costusএর তুল্য; হিন্দু ও অপরাপর বৈদ্যেরা ইহাকে Costus বা কুড় বলে। মুসলমান হাকিমদের মতে ইহার মূল বিরেচক, মূত্রকর ও পিত্তজনিত রোগে হিতকর। ইহা ঘৃতের সহিত মিশাইয়া ব্রণে প্রলেপ দেয়। এই গাছ কাশ্মীরে চাষ করে। পঞ্জাবের কবরস্থানে চওড়া-পত্র-বিশিষ্ট গাছ দেখা যায়। (Fig. 594.)

CVI. AMARYLLIDACEAE

Genus—CURCULIGO Gaertn.

595. C. orchioides Gaertn. (তালমূলী)

Fig.—Wight, Ic., t. 2043; Roxb., Cor. Pl., i, t. 13, Bot. Mag., t. 1076; Rheede, Hort. Mal., xii, t. 59.

Ref.—F. B. I., vi. 279; Roxb. F. I., ii. 144; B. P., ii. 1059.

জন্মস্থান—উত্তর বঙ্গ, ছোট নাগপুর, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলার পতিত জমিতে ও জলের ধারে ও বাঁশ বাগিচায় দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. তালমূলী; হি. কৃষ্ণমুষলী; তে. নেল্লাতাড়ী; সং. মুষলী; Eng. Black musali.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল; মাত্রা ১তোলা।

বর্ণনা—ওষধিজাতীয় উদ্ভিদ, মূলদেশ শক্ত, উহাতে নরম সরু সরু মূল থাকে। পত্রবৃন্ত ক্ষুদ্র, পত্র ৬-১৮ ইঞ্চি লম্বা, ½-১ ইঞ্চি চওড়া, ঘাসের পত্রের ন্যায় অগ্রভাগ সরু, উহাতে ৫টি শিরা আছে। পত্রের অগ্রভাগ মাটিতে ঠেকিলে কখন কখন শিকড় বাহির হয়। পুষ্প-মঞ্জরী এবং গর্ভকোষ পত্রের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে, মঞ্জরীর দণ্ডটী চেপ্টা। ফুল উজ্জ্বল পীতবর্ণ। পুংকেশর ছোট, গর্ভাশয় ৫-৮টি ভাগে বিভক্ত। ফল লম্বাকৃতি ½ ইঞ্চি। বীজ ১-৪টি থাকে, বীজের ত্বক্ কৃষ্ণবর্ণ। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

এই গাছের রং সোনার ন্যায় বলিয়া হেমপুষ্পী বলে। বাজারে যে শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ মুষলী বিক্রয় হয়, উহা দুইটি ভিন্ন গাছ হইতে উৎপন্ন হয়, বম্বে বাজারে যে শ্বেতমুষলী বিক্রয় হয় উহা Asparagus adscendens গাছ হইতে উৎপন্ন হয়। Dr. Dutta বলেন

যে শতমূলী (A. racemosusর) শিকড় কখন কখন বাজারে শ্বেতমুষলী বলিয়া বিক্রীত হয় Aneilema tuberosum, A. sarmentosus গাছের মূলকে বাজারে সিয়ামুসল বা শ্বেত-মুষলী বলিয়া বিক্রয় করে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত শ্বেতমুষলী যে কি তাহা এখনও বিশেষরূপে স্থির হয় নাই। বাঙ্গালায় যে শ্বেতমুষলী বিক্রয় হয় উহা A. adscendens গাছের মূল, এই উদ্ভিদে কাঁটা আছে, উহা রোহিলখণ্ড, গুজরাট ও মধ্য প্রদেশে প্রচুর জন্মে। ইহা শুষ্ক অবস্থায় পাকান ৩।৪ অঙ্গুলি লম্বা, জলে ভিজাইলে ফুলিয়া উঠে। বঙ্গদেশে ছায়াযুক্ত আর্দ্রভূমিতে অতি ছোট তাল চারার ন্যায় যে গাছ দেখা যায় তাহাকে কৃষ্ণমুষলী বলে, এই কন্দের উপরিভাগ কৃষ্ণ বা তাম্রবর্ণ, অভ্যন্তর-ভাগ শ্বেতবর্ণ। Dr. Anislie বলেন ইহা আলুর মত কোঁকড়ান, ৪ ইঞ্চি লম্বা ও তিক্ত।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মুষলীর মূল কফাদির সংশোধক, বলকারক, অর্শ, ধ্বজভঙ্গ ও শারীরিক দৌর্ব্বল্যে হিতকর। ইহা গনোরিয়া ও বাধকের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (Hindu Met. Med., Pharm. Ind.)।

ত্রিবাঙ্কুর-দেশীয় বৈদ্যেরা ইহার মূল বাধক ও গনোরিয়া রোগে মূল্যবান্ ঔষধরূপে ব্যবহার করেন। ইহার জননেন্দ্রিয়ের উপর বিশেষ ক্রিয়া আছে।

ইহা হাঁপানি, অর্শ, কামলা, উদরাময়, পেট-ফাঁপা ও গনোরিয়ায় প্রয়োগ করা হয় (Dymock, iii. 462)।

রসায়নের জন্য মুষলী ব্যবহার করিতে হইলে, দুই বৎসরের গাছের মূল সংগ্রহ করিয়া ঐগুলি ধৌত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিতে হইবে। অনন্তর উহা গুঁড়া করিয়া ১৮০ গ্রেন মাত্রায় দুগ্ধ কিংবা জলে মিশাইয়া আঠার ন্যায় করিয়া ক্রমাগত ৪০ দিন সেবন করিবে, সেবন-কালে মানসিক ও অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম ত্যাগ করিবে।

মুষলীর কন্দ ও সোমরাজের চূর্ণ সমভাগে জলের সহিত সেবন করিলে বধিরতা আরাম হয়। তালমূলীর কন্দ ছাগী-দুগ্ধে পেষণ করিয়া মুখে প্রলেপ দিলে মুখের কান্তি বর্দ্ধিত হয়।

শতমূলী (Asparagus racemosus) ও মুড়মুড়ির (Sphaeranthus indicus) শিকড়, গুলঞ্চ, ও পলাশ (Butea frondosa)-বীজ এবং তালমূলীর কন্দ সমপরিমাণ চূর্ণ করিয়া এক ড্রাম পরিমাণ মধু বা গব্য ঘৃতের সহিত সেবন করিলে বৃদ্ধাবস্থা-জনিত দৌর্ব্বল্য ও জরা দূর হয় এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিরও দেবতার ন্যায় সুন্দর আকৃতি হয় এবং সেই ব্যক্তি জরামরণ-বর্জ্জিত হয় (ভাবপ্রকাশ)।

শ্বেত অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ মুষলী অর্থাৎ তালমূলীর গুণ অধিক। রাজনির্ঘণ্টকার বলিয়াছেন:—

মুষলী চ দ্বিধা প্রোক্তা শ্বেতা চাপরসংজ্ঞকা।
শ্বেতা স্বল্পগুণোপেতা অপরা চ রসায়নী॥ রাজনির্ঘণ্টঃ। (Fig. 595.)

Genus—AGAVE Linn.

596. A Cantvla Roxb. (মুর্গা)

Fig.—Rhumph, Herb. Ambo., v, t. 94; Philipp., Agric. Review, vi, No. 4, t. 13; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 956B.

Ref.—F. B. I., vi. 277; Roxb., F. I., ii, 167; B. P., ii, 1057; Prain, H. H., 287.

জন্মস্থান—আদিম বাসস্থান আমেরিকা; বঙ্গদেশে বহু স্থানে জমিতে, পতিত জঙ্গলের ধারে ও বেড়ায় জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. বিলাতী আনাবস; মুগরা, সং. মুর্গা; তে. রক্ষিমাতালু; হি. বনস্ কেওড়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, পত্র।

বর্ণনা—পত্র লম্বা, গুঁড়ির চতুর্দ্দিকে ঘনসন্নিবিষ্ট থাকে, দেখিতে সবুজবর্ণ, উহাতে শ্বেতবর্ণ অথবা ফিকে পীতবর্ণ লম্বা লম্বা দাগ আছে। পত্র ৪-৬ ফুট লম্বা, অগ্রভাগ বক্র ও ছুঁচালো। কিনারায় শক্ত কৃষ্ণ ও ধূসরবর্ণ কাঁটা আছে; পত্রগুচ্ছের মধ্য হইতে লম্বা বাঁশের মত পুষ্পদণ্ড বাহির হয়। পুংকেশর নেবু রং বা পীতবর্ণ-বিশিষ্ট। স্ত্রীকেশর সরু ও ৩টি ভাগে বিভক্ত; বীজকোষ লম্বা ও গোলাকার। শীতের প্রারম্ভে ফুল ও শীতের পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় মূত্রকর এবং গনোরিয়া-নিবারক। ইহা সার্সা-পেরিলার সহিত মিশ্রিত করিয়া ইউরোপে চালান যায়। আমেরিকাদেশীয় ডাক্তারেরা ইহার পাতার রস বলপ্রদ ও ধাতুর শোধকরূপে ব্যবহার করে।

ইহার শিকড় মূত্রকর ও স্বাস্থ্যপ্রদ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। Dr. Ross বলেন ইহার শিকড়ের ৪ আউন্স পরিমাণ ক্বাথ উপদংশ-রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় অতিশয় ফলপ্রদ। Dr. R. F. Hutchinson বলেন ইহার বড় পাতার পাতলা টুকরা বেশ পুলটিসের কাজ করে। মুগরার রস মৃদু বিরেচক, মূত্রকর ও ঋতুকর, ইহা চর্ম্মরোগে হিতকর। ইহার টাটকা রস ভগ্নস্থানে দিলে বেদনা কমিয়া যায়। পাতার ও কাণ্ডের নিম্নভাগের রস দাঁত-বেদনা আরাম করে।

পত্রের মণ্ড চক্ষে প্রলেপ দিলে চক্ষু-উঠা আরাম হয় এবং উহা চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবসে দুইবার সেবন করিলে গনোরিয়া রোগ আরাম হয়। (Fig. 596.)

Genus—CRINUM Linn.

597. C. asiaticum Linn. (বড় কানুর)

Fig.—Bot. Mag., t. 1073, 2908, 2239; Wight, Ic., t. 2021; Rheede, Hort. Mal., xi, t. 38; Bentl. & Trim., t. 275; Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t. 957.

Ref.—F. B. I., vi, 280; Roxb., F. I., ii, 134; B. P., ii, 1061; Prain, H. H., 287.

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, সুন্দর বনের নিম্নভূমিতে এবং দক্ষিণ ভারতের কঙ্কণ প্রভৃতি স্থানে জন্মে; হুগলী ও হাওড়া জেলার বাগানে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. বড় কান্থর, সুখদর্শন; গুজরাট—নাগদমনী; তা. বিষমঙ্গিল; তে. কেসর চেট্টু; হি. কানমু।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, টাটকা রস ২-৪ ড্রাম।

বর্ণনা—পেঁয়াজের ন্যায় উদ্ভিদ; ইহার কোষার ব্যাস ২-৩ ইঞ্চি, অগ্রভাগ সরু। গাছ ৩-১২ ইঞ্চি উচ্চ হয়; ছোট মূল হইতে অনেক শিকড় হয়। পত্র ৫-৮ ইঞ্চি বিস্তৃত, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, চামড়ার ন্যায়, উজ্জ্বল সবুজবর্ণ; কিনারা মসৃণ পুংকেশর নরম ও এক একটি হয়; দেখিতে সবুজবর্ণ। ফুল রাত্রিতে ফুটে, অতিশয় সৌগন্ধযুক্ত। ফল প্রায়ই হয় না, ফলের ব্যাস ১-২ ইঞ্চি, গোলাকার; ইহাতে দুইটি বীজ আছে। বর্ষাকালে ফুল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শুষ্ক শিকড়ের গুঁড়া বমনকারক, অল্প মাত্রায় ঘর্ম্মকর। Sir W. O'shaughnessy বলেন ইহা একটি দেশীয় বমনকারক ঔষধ, ইহাতে ভেদ বা কোন প্রকার অপ্রীতিকর গন্ধ দেখা যায় না। ইহা ইপিকাকুয়ানার স্থানে ব্যবহৃত হয় (Pharm. Ind.)।

Dr. Ainslie বলেন দক্ষিণ ভারতে ইহার পাতা ছেঁচিয়া রেড়ির তৈলের সহিত আঙ্গুল-হাড়ায় ও পদের অন্যান্য স্থানের প্রদাহে ব্যবহৃত হয়। উত্তর ভারতে ইহার রস কান-বেদনায় দেয়।

যাভাদেশে ইহা বমনকারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (Dr. Drury)।

কোন স্থান ফুলিয়া উঠিলে ইহার পাতায় সরিষার তৈল বা নারিকেল তৈল লাগাইয়া গরম অবস্থায় ফুলার স্থানে প্রলেপ দেয়। বমনকারক ঔষধের জন্য রসের মাত্রা ২-৪ ড্রাম, সিরাপের মাত্রা শিশুদের জন্য ২ ড্রাম। শুষ্ক মূল ব্যবহার করিতে হইলে ইহার দ্বিগুণ।

এই গাছের পত্রের গুঁড়া গোশালায় রাখিলে বিষাক্ত পোকা প্রভৃতি পলাইয়া যায়। পত্রের ধূম দিলে ঘর হইতে বিষাক্ত মশা ও পোকা প্রভৃতি মরিয়া যায় ও পলাইয়া যায়।

পত্রের রসদ্বারা প্রস্তুত তৈল কানবেদনা-নাশক। কন্দ সিদ্ধ করিয়া বাতে লাগাইলে বাতের বেদনা নষ্ট হয়। (Fig. 597.)

598. C. zeylanicum Linn. (সুখদর্শন)

Fig.—Wight, Ic., t. 2019-2020, Rheede, Hort. Mal., xi, t. 39 Bot. Mag., tt. 1171, 2217, 2292 and 2466.

Ref.—F. B. I., vi. 283; Roxb., F. I, ii. 137; B. P., ii. 1061.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের জঙ্গলে জন্মে ; বঙ্গদেশের বাগানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি.—সুখদর্শন ; তা.—বিষমঙ্গিল।

ব্যবহার্য্য অংশ—কন্দ।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, বহুবর্ষ জীবিত থাকে ; কন্দ ৫-৬ ইঞ্চি, গোলাকার বা ডিম্বাকৃতি, গলদেশ মোটা ও ছোট। পত্র ২½ ফুট লম্বা, ৩-৪ ইঞ্চি চওড়া, অগ্রভাগ সরু। পুষ্পদণ্ডের পত্র ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা। ফুল শ্বেতবর্ণ, উহাতে ঈষৎ বেগুনে কিংবা ঘোর লাল বর্ণের দাগ আছে। ফুলের পুংকেশর অপেক্ষা স্ত্রীকেশর অধিক লম্বা। ফল ঈষৎ গোলাকার। Dr. Rhumphius ইহাকে Tulip Javanica বলেন। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার কোষ পশুদের বেলেস্তারায় ব্যবহৃত হয়। ইহার পাতার রস কানবেদনায় ব্যবহৃত হয়। Dr. Rheede বলেন ইহার পিষ্ট কোষ গরম করিয়া অর্শে ও ফোড়ায় বসাইলে বেশ উপকার হয়। ইহার অপরাপর গুণ C. asiaticumএর তুল্য।

Dr. Rheede বলেন ইহার সিদ্ধকন্দ ফোড়ায় দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। (Fig. 598.)

CVII. TACCACEAE.

Genus--TACCA Forst.

599. T. integrifolia Ker. (বরাহীকন্দ)

Fig. Roxb., Cor. Pl., t. 257.

Ref. F. B. I., vi. 287 ; Roxb., F. I., ii. 169 ; B. P., ii. 1063.

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, টেনাসরিম, বঙ্গদেশ।

বিভিন্ন নাম—বা. সং.—বরাহীকন্দ ; মারহাট্টা—দাকর কন্দ ; কঙ্কণ—হান্দীগাড্ডি।

ব্যবহার্য্য অংশ—কন্দ।

বর্ণনা—কন্দজাতীয় উদ্ভিদ, শিকড় বক্র : পত্র ৮-১৬ ইঞ্চি লম্বা এবং ৪-৮ ইঞ্চি চওড়া, অগ্রভাগ সরু, শিরা শক্ত। ফুল অবনত, সবুজের আভাযুক্ত বেগুনে কিংবা পীতবর্ণ। ফল ১½ ইঞ্চি লম্বাকৃতি ও শাঁসযুক্ত। বর্ষার শেষে ও শরৎকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহাকে নির্ঘণ্টকার শূকরকন্দ বলেন, কারণ বন্য শূকরে ইহা খাইতে অতিশয় ভালবাসে। ইহা হজমি-কারক, পুষ্টিকর, বলকারক ও কুষ্ঠরোগে হিতকর। *T. laevis*, *T. pinnatifida* প্রভৃতি উদ্ভিদের আলুর মত মূল হয়, ইহা হইতে এরারুটের মত পালো বাহির হয় এবং পালো প্রস্তুতকারীরা এইগুলি হইতে পালো বাহির করিয়া বিক্রয় করে।

বৈদ্যশাস্ত্রে ইহা ঋদ্ধি ও বৃদ্ধির স্থানে ব্যবহৃত হয়। (Fig. 599.)

CVIII. DIOSCOREACEAE

Genus—DIOSCOREA Linn.

600. D. pentaphylla Linn. (কাঁটা আলু)

Fig. Wight, Ic., t. 814; Jacq., Ic., t. 627; Rheede, Hort. Mal., t. 34 & 35.

Ref. F. B. I., vi. 289; Roxb., F. I., iii. 806; B. P., ii. 1066.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. কাঁটা আলু।

ব্যবহার্য্য অংশ—কন্দ।

বর্ণনা—বৃক্ষারোহী লতানে উদ্ভিদ্, ইহার কন্দ লম্বাকৃতি, ডাঁটা কাঁটাযুক্ত নরম। পত্র নীচের দিকে শ্বেতবর্ণ, পত্রিকা ২-৪ ইঞ্চি লম্বা ও বিস্তৃত, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, বোঁটা ছোট, পুং পুষ্পদণ্ড ½-১ ইঞ্চি, ইহার অনেক শাখা-প্রশাখা আছে। ফুলের ব্যাস $\frac{1}{16}$ ইঞ্চি। বীজ-কোষ ¾-১ ইঞ্চি লম্বা। বীজ ⅙-½ ইঞ্চি, পক্ষবিশিষ্ট। বর্ষা হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল ও কন্দ ফোড়ার রক্ত অপসারিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। আলু অতিশয় বলকারক।

Dioscorea (আলু) বহু প্রকারের আছে, ইহাদের গুণ সমস্ত গুলিরই প্রায় সমান বলিয়া আর ভিন্ন ভাবে লিখিত হইল না। নিম্নে প্রধান প্রধান কয়েকটীর নাম দেওয়া গেল :—

(a) *D. alata Linn.* ইহাকে দেশে খাম আলু বলে (F. B. I., vi. 296; Roxb. F. I., iii. 797, B. P., ii. 1067; Prain, H. H., 288) এই আলুর চাষ হয়।

(b) *Var. globosa Prain* (চুপড়ি আলু), বাঙ্গালায় ইহার চাষ হয় (B. P., ii. 1067; F. B. I., vi. 296) ইহার সংস্কৃত নাম পিণ্ডালু।

(c) *Var. rubella Prain* (গড়ানিয়া আলু) ইহার চাষ হয় (F. B. I., vi. 297; B. P., ii. 1067; Prain, H. H., 289)

(d) *Var. purpurea Prain* (লাল গড়ানিয়া আলু)। এই আলুর সাধারণতঃ চাষ হয় (F. B. I., vi. 297; B. P., ii. 1067; Prain, H. H., 289)। ইহার সংস্কৃত নাম রক্তালু।

(e) *D. fasciculata Roxb.* (সুথনি আলু)। বাঙ্গালায় চাষ হয় (F. B. I., vi. 296; B. P., ii. 1066; Prain, H. H., 288).

(f) *D. spinosa Roxb.* (মৌ আলু)। জঙ্গলের ধারে জন্মে (B. P., ii. 1066; Prain, H. H., 288)।

কোন কোন উদ্ভিদবেত্তা *D. fasciculata* ও *D. spinosa*কে পৃথক্ বলিয়া মনে করেন না এবং ইহাদের *D. esculenta Burkill* নামে অভিহিত করেন।

(*g*) *D. glabra Roxb.* (শোরা আলু)। এই আলু জঙ্গলের ধারে সচরাচর দেখা যায় (F. B. I., vi. 294; B. P., ii. 1067; Prain, H. H., 288).

(*h*) *D. anguina Roxb.* (কুকুর আলু)। জঙ্গলের ধারে জন্মে, সচরাচর দেখা যায় না। (F. B. I., vi. 293; B. P., ii. 1066; Prain, H. H., 288)। ইহাকে এক্ষণে *D. puberula* Bl. বলা হয়।

(*i*) *D. bulbifera Linn.* (রতালু)। জঙ্গলের ধারে সচরাচর জন্মে ও চাষ হয়। (B. P., ii. 1066; Prain, H. H., 288)। (Fig. 600.)

CIX. LILIACEAE.

Genus—SMILAX Linn.

601. S. glabra Roxb. (তোপচিনি)

Fig.—Seem., Bot. Herald. Voy., 420 t. 100; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 961.

Ref.—F. B. I., vi. 302; Dymock, iii. 500.

জন্মস্থান—শ্রীহট্ট, খাসিয়া পর্ব্বতের নিম্নভূমি, টেনাসরিম প্রভৃতি স্থানে জন্মে। আদিম বাসস্থান চীন দেশ।

বিভিন্ন নাম—বা. তোপচিনি; জ. পরিঙ্গাই-পুট্টাই; মালাবার—চীনেপাগু; সং. চোবচিনি, দ্বীপান্তরবচা।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—বৃক্ষারোহী বহুদূর-বিস্তৃত লতা, প্রশাখাগুলি নরম। পত্রের গোড়া তেজপত্রের মত, ফুল ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণ, ফুলের কুঁড়ি চেপ্টা ও লম্বাকৃতি; পাপড়ি ক্ষুদ্র, পুংকেশর ছোট। Dr. Roxburgh বলেন যে ইহার পত্রের নিম্নদেশ শ্বেতবর্ণ, এই লতা শ্রীহট্ট ও গারো পাহাড়ে জন্মে, তথাকার লোক ইহাকে "হরিণস্নুক চীনা" বলে; ইহা প্রায় চীন-দেশীয় তোপচিনির সমান। ইহার মূল ভারী, দেখিতে ফুলের মত গোলাকার। শরৎকালে ইহার ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আসামের পার্ব্বত্য জাতিরা ইহার শিকড়ের টাট্কা রস ক্ষত আরাম করিতে ও জনন-যন্ত্রের রোগে ব্যবহার করে (Watt)।

তোপচিনি শুক্র ও শোণিতের দোষ-নাশক, পক্ষাঘাত ও কটীবাতে ফলপ্রদ, ঋতুবর্দ্ধক, গর্ভপ্রদ ও নেত্ররোগ-নাশক।

দ্বীপান্তর-বচা কটু তিক্তোষ্ণা বহ্নিদীপ্তিকৃৎ।
বিবন্ধাধ্মানশূলঘ্নী শকৃন্মূত্রবিশোধনী।

বাতব্যাধিমপস্মারমুন্মাদং তনুবেদনাম্ ।
ব্যপোহতি বিশেষেণ ফিরঙ্গাময়নাশিনী । ভাবপ্রকাশ

ইহা কটুতিক্ত মলমূত্ররোধনাশক, শূলঘ্ন, আধ্মান-দোষনাশক, বাতব্যাধি-নাশক, অগ্নি-বর্দ্ধক, উন্মাদ ও গায়ের বেদনা-নাশক এবং উপদংশ-রোগে হিতকর। (Fig. 601.)

602. S. lanceaefolia Roxb. (গুটিয়া-সাকচিনী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 965.

Ref—F. B. I., vi 308; Roxb, F. I., iii. 792.

জন্মস্থান—খাসিয়া পাহাড, মণিপুর, গারো পাহাড়, বর্ম্মা ও শ্যাম দেশ।

বিভিন্ন নাম—বা. গুটিয়া সাকচিনী; হি. তোপচিনা।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—পত্র ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, ১½ ইঞ্চি চওড়া, গোলাকার কিংবা লম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু। বোঁটা ½-¾ ইঞ্চি। শাখা নরম, অল্প কাঁটা আছে, পত্রের কিনারা অবনত। ফুলের ব্যাস ⅓ ইঞ্চি, পুষ্পবৃন্ত—মোটা ও চেপ্টা। ফলের ব্যাস প্রায় ⅓ ইঞ্চি। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার নরম মূল Smilax China (চীনে তোপচিনি)র মত বিখ্যাত নহে। ইহার টাটকা শিকড়ের রস খাইলে বাতের বেদনা দূর হয় এবং মূল পেষণ করিয়া বেদনাযুক্ত স্থানে প্রলেপ দিলে বেদনা আরাম হয় (Roxburgh)। (Fig. 602.)

603. S. macrophylla Roxb. (কুমারিকা)

Fig.—Wight, Ic., t. 809; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 966.

Ref.—F. B. I., vi. 310; Roxb., F. I., iii. 794; B. P., ii. 1071; Prain, H. H., 289.

জন্মস্থান—ছোট নাগপুর, পশ্চিমবঙ্গ, চট্টগ্রাম।

বিভিন্ন নাম—বা. কুমারিকা; সামতাল—আতকীর।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—বড় কণ্টকময় লতা; পত্র—৬-১৮ ইঞ্চি, অগ্রভাগ সরু, বৃন্তদেশ গোলাকার। বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি, অতিশয় শক্ত ও সরু, লতা শক্ত কণ্টকময়। পত্রের উপরিভাগ মসৃণ, পুংদণ্ড ½-১½ ইঞ্চি, ইহাতে অনেক শাখা-প্রশাখা আছে। ফল ⅓-১½ ইঞ্চি; বীজ প্রত্যেক ফলে ১-২টী থাকে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

71—1084B

ঔষধার্থে ব্যবহার—ভারতের বহু স্থানে ইহার শিকড় জনন-যন্ত্রের রোগে সার্ষাপেরিলার স্থানে ব্যবহৃত হয়। সামতালেরা ইহা শরীরের নিম্ন অঙ্গের বাতে ব্যবহার করে। নেপালের অধিবাসীরা গনোরিয়া রোগে ইহার মূল ৩ আনা মাত্রায় ব্যবহার করে (Watt)। (Fig. 603.)

Genus—ASPARAGUS Linn.

604. A. racemosus Willd. (শতমূলী)

Fig.—Wight, Ic., t. 1056 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 968.

Ref.—F. B. I., vi. 316 ; Roxb., F. I., ii. 151 ; B. P., ii. 1070 ; Prain, H. H., 289.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে দেখা যায় ; হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনায় জঙ্গলের ধারে দেখা যায়। বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলে বহুপরিমাণে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. শতমূলী ; সং. শতমূল ; হি. শতওয়ার ; তে. চাল্লা।

বর্ণনা—লম্বা, ইতস্ততঃ গড়ানে বৃক্ষারোহী লতা, ইহার অনেক শাখা-প্রশাখা হয়। শিকড় আলুর মত অনেক ধরে। কাঁটা $\frac{1}{8}$-$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, সরল অথবা বক্রাকৃতি ; পুষ্পমঞ্জরী ১-২ ইঞ্চি, ইহার অনেক শাখা প্রশাখা হয়। পুষ্পদণ্ড সরু, ক্ষীণ, $\frac{1}{6}$ ইঞ্চি। ফুল সৌগন্ধযুক্ত, $\frac{1}{12}$-$\frac{1}{6}$ ইঞ্চি ; স্ত্রীপুষ্পের মস্তক ছোট লম্বাকৃতি—ঈষৎ বেগুনে। ফল গোলাকার ; ইহাতে ১-২টী বীজ থাকে। শতমূলী সচরাচর নদীর তীরবর্ত্তী উর্ব্বরা জমিতে জন্মে। গাছের পত্র ছোট, শাখা কন্টকিত, বর্ষার প্রথমে ইহার মূল হইতে গাছ বাহির হয়। গাছের ফুল ছোট শ্বেতবর্ণ ও সৌগন্ধযুক্ত, মহাশতাবরী ইহারই মত, ইহার গাছ অধিক লম্বা, মূল মোটা ও বহুসংখ্যক লম্বাকৃতি মূল থাকে। শরৎকালে ইহার ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—নির্ঘন্টকার এই গাছকে শতাবরী এবং A. Sarmentosa Willd. গাছকে মহাশতাবরী বলিয়াছেন। শতমূলীকে বীপিকা, নারায়ণী ও শতপদী এবং মহাশতমূলীকে বহুপত্রিকা, দম্ভ ও ভস্ম-রোহ বলে। উভয় গাছই শীতল, মিষ্ট, শান্তিকর, স্তন্যোৎপাদক, বলকারক, পিত্ত ও বায়ু-দমন-কারক, রক্ত-শোধক, শোথ-নাশক। শতমূলীর যোগে কয়েকটী তৈল প্রস্তুত হয়। শতমূলীর টাটকা মূলের রস মধুর সহিত খাইলে পৈত্তিক উদরাময় এবং অজীর্ণ নাশ করে (শার্ঙ্গধর)।

শতমূলী কামোত্তেজক, রসায়ন ও অতিশয় পুষ্টিকর। ইহার যোগে শতাবরী তৈল বা নারায়ণী তৈল প্রস্তুত হয়।

বেল, ভূতভৈরবী (Premna integrifolia), সোনা, পারুতে মাদার, পারুল (Stereospermum suaveolens), গন্ধভাদুলিয়া (Paederia foetida), অশ্বগন্ধা এবং শ্বেত পুনর্নবার শিকড় ও গোক্ষুর, কন্টিকারী, বৃহতী, বালা (Sida cordifolia), অতিবালা

প্রত্যেকটি ২০ তোলা লইয়া সমস্তগুলি ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া সিকি থাকিতে নামাইয়া ছাকিতে হইবে; এই ক্বাথে ৪ সের শতমূলীর রস, ৪ সের তিল তৈল, ১৬ সের ছাগ কিংবা গো-দুগ্ধ মিশ্রিত করিতে হইবে; অনন্তর কৃষ্ণজিরা, দেবদারু (Cedrus Deodara) কাষ্ঠ, জটামাংসীর শিকড়, শিলারস (Styrax officinalis), বচ, চন্দনকাষ্ঠ, টগর পাদুকা অথবা শিউলিছাল (Limnanthemum cristatum), কুড়, এলাচ, শালপানি, পৃশ্নিপর্ণী (Desmodium gangeticum), গোরক্ষ চাকুলিয়া (Uraria lagopoides), মুদ্গাপর্ণী (Phaseolus trilobus) এবং মাষপর্ণী (Teramnus labialis), অশ্বগন্ধার শিকড়, রাস্না, পুনর্নবা, সৈন্ধবলবণ, প্রত্যেকটি ৪ তোলা পরিমাণ লইয়া যে কল্ক হইবে উহা উপরোক্ত তৈলে মিশ্রিত করিবে। এই তৈল ব্যবহার করিলে পুরুষ অধিক স্ত্রীসঙ্গম করিতে সমর্থ হয় এবং স্ত্রীগণ পুত্র লাভ করিতে সক্ষম হয়। ইহা যোনিশূল, শিরঃশূল, কাটশাপাণ্ডু, গৃধ্রসী, প্লীহা, যকৃৎ, শোথ, মেহ, দাহ, বাতরক্ত, বাতপিত্ত, আধ্মান ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি নাশক।

রসায়নের জন্য ইহা হইতে শতাবরী ঘৃত প্রস্তত হয়। ঘৃত প্রস্তত করিতে হইলে ঘৃত ৪ সের, শতাবরীর রস ৪ সের, দুগ্ধ ৪০ সের এইগুলি পাক করিয়া ইহার সহিত চিনি, মধু ও পিপুল যোগ করিতে হয়।

তিলের তৈল, গো-দুগ্ধ কিংবা ছাগদুগ্ধ এবং শতমূলীর রস এবং অপরাপর দ্রব্যযোগে বিষ্ণু-তৈল প্রস্তত হয়। ইহা স্নায়বিক রোগে হিতকর।

শতমূলীর রস, তিল তৈল, পলাশ ক্বাথ, ঘোল, দুগ্ধ ও অপরাপর দ্রব্যের সংযোগে প্রমেহমিহির তৈল প্রস্তত হয়। ইহা লিঙ্গে মর্দন করিলে পুরাতন গনোরিয়া ও অপরাপর মূত্রযন্ত্রের রোগ আরাম হয় শতমূলীর যোগে মদন-কামদেবরস ও কন্দর্পসুন্দর-রস প্রস্তত হয়। দুগ্ধের সহিত পিষ্ট শতাবরী সেবন করিলে অপস্মার-রোগ আরাম হয়। শতাবরী উত্তমরূপে পেষণ করিয়া গব্যঘৃতের সহিত সেবন করিয়া দুগ্ধ পান করিলে রক্তাতিসার আরাম হয়।

কাঁচা শতমূলী ১ তোলা, গোক্ষুর ১ তোলা, জল দেড় পোয়া, গব্য দুগ্ধ ½ পোয়া ইহাদের ক্বাথ পান করিলে প্রস্রাবের দ্বার হইতে বেদনার সহিত রক্তস্রাব আরাম হয় (চরক)।

দুগ্ধের সহিত শতমূলী পেষণ করিয়া পান করিলে অর্শ আরাম হয়।

শতাবরীর রস কর্ণে দিলে কর্ণস্রাব আরাম হয় (সুশ্রুত)।

শতাবরীর রস, গুলঞ্চের রস সমভাগ লইয়া পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিলে বাতজ্বর আরাম হয়। সন্নিজন্য স্বরভঙ্গ হইলে গোমূত্রের সহিত শতমূলীচূর্ণ পান করিবে (সুশ্রুত)।

শতমূলীর পত্র ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে রাতকানা আরাম হয় (বাগভট্ট)।

শীতল জলের সহিত শতমূলীচূর্ণ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র আরাম হয় (হারীত)।

প্রাতঃকালে মধুর সহিত শতমূলীর রস সেবন করিলে পিত্তশূল ও পিত্তবিকার প্রশমিত হয় (চক্রদত্ত)।

শতমূলী ২ তোলা, জল দেড় পোয়া, গোদুগ্ধ ½ পোয়া—ইহাদের কাথ পান করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

ইহার মূল মূত্রকর, রসায়ন, আক্ষেপ-নাশক, উদরাময় ও রক্ত-আমাশয়-নাশক। Dr. Baden Powel বলেন ইহা বসন্ত-রোগের প্রতিষেধক। ইহার রক্ষিত মূল ধ্বজভঙ্গ-রোগে হিতকর। বৈদ্যশাস্ত্রে ইহা মেদা ও মহামেদার স্থানে ব্যবহৃত হয়। (Fig. 604.)

Genus—ALOE Linn.

605. A. Vera Linn. (ঘৃতকুমারী)

Fig.—Flora Graeca, t. 341 , Bot. Mag., 14, t. 472.

Ref.—F. B. I., vi. 264 ; Dymock, iii 467 ; Watt, i. Pt. 1, 186.

A. vulgaris Lam. B. veraর নামান্তর মাত্র।

জন্মস্থান—ভারতের অনেক স্থানে বাগানে চাষ করে, দক্ষিণ ভারতের অনেক স্থানে জঙ্গলের কিনারায় নানাজাতীয় ঘৃতকুমারী দেখা যায়, হুগলী, হাওড়া ও বর্দ্ধমান জেলায় অনেকে বাগানে রোপণ করে ও বাটীর নিকটস্থ স্থানে টবে বসাইয়া থাকে। ইহার আদিম জন্মস্থান আরব ও সকোট্রাদ্বীপ।

বিভিন্ন নাম—বা. ঘৃতকুমারী ; হি. কুমারী ; সং. ঘৃতকুমারী, কন্যা ; তে. ঘৃসমসরম্‌ ; তা. কাট্টালী ; বর্মা—মক, তাঙ্গা. ভনলেপা ; Eng. Indian aloe.

ব্যবহার্য্য অংশ—শুষ্ক রস। মাত্রা—শাঁস ১-২ তোলা ; মুসব্বর ¼-½ আনা।

বর্ণনা—ইহার পত্র দীর্ঘ ও মোটা, পত্রের কিনারায় কাঁটা আছে, ইহার পাতার ভিতর হইতে প্রচুর রস নির্গত হয়। পুষ্পদণ্ড লম্বা লাঠির ন্যায়। ফুল লেবু-রং-বিশিষ্ট। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ইহার রস হইতে মুসব্বর তৈয়ারী হয়। প্রাচীন সংস্কৃত বৈদ্যগ্রন্থে মুসব্বরের উল্লেখ নাই। মুসব্বর চামড়ায় বাঁধিয়া আরব দেশ হইতে এদেশে চালান আসে।

মুসব্বর ৪ প্রকার—(১) সকোট্রাইন, (২) আরব-দেশীয়, (৩) জাফিরাবাদ, (৪) মহীশূর।

মুসব্বর-প্রস্তুত-প্রণালী:—ঘৃতকুমারীর কাণ্ডের নিকট মাটীতে ছোট ছোট গর্ত্ত করিয়া সেই স্থানে ছাগচর্ম্ম বিস্তৃত করে এবং বারিপুষ্ট, কর্ত্তিত ঘৃতকুমারীর পত্রের প্রান্তদেশ ছাগচর্ম্মের উপর বৃত্তাকারে ৩।৪ থাকে সজ্জিত করিয়া রাখে। ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যে কর্ত্তিত পত্র হইতে সমস্ত রস ছাগচর্ম্মে আসিয়া পড়ে। এই রস ফিকে পীতবর্ণ, ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল নহে। এই রস চামড়ায় রাখিয়া দেয় এবং তরল অবস্থাতেই আরব-দেশে প্রেরিত হয়। মাসখানেক

থাকিলে উহার জলীয় অংশ লোপ পাইয়া ঘন হয় ও জমাট বাঁধিয়া যায়। এই কঠিন পদার্থ মুসব্বর-রূপে ভারতে প্রেরিত হয়। ভাল মুসব্বর দেখিতে ফিকে সোনালী রংএর; উপর দিক কঠিন ভিতরে কোমল ও সুগন্ধযুক্ত। ইহার চূর্ণগুলি ধূসরবর্ণ বা লেবু-রং-বিশিষ্ট। আরব-দেশীয় মুসব্বর-প্রস্তুত-প্রণালী :—ঘৃতকুমারীর পত্র পেষণ করিয়া যে পর্য্যন্ত না উহার রস তরল হয় তাবৎ পা দিয়া মর্দ্দন করে ও কিছুদিন পরে এই রস গাঢ় হয় ও বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করে। এই প্রকারে মুসব্বর তৈয়ারী হয় বলিয়া আরবের মুসব্বর অনেকে পছন্দ করে না; কিন্তু ইহার ভৈষজ্য-গুণ প্রধান। আরবের মুসব্বর কৃষ্ণবর্ণ, ছিদ্রযুক্ত, ইহার টুকরা পীতাভ, সূক্ষ্ম ও সৌগন্ধযুক্ত।

জাফিরাবাদ মুসব্বর - কাঠিয়াওয়ারের নিকটবর্ত্তী জাফিরাবাদের মুসব্বর কৃষ্ণবর্ণ, উজ্জ্বল, ছোট অংশগুলি পীতাভ। ইহার গুঁড়া ফিকে পীতবর্ণ।

মহীশূর মুসব্বর—এই মুসব্বর শিল্পকার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

Var. officinalis Forsk. বাঙ্গালায় এই গাছকেও ঘৃতকুমারী বলে, ইহার হিন্দী নাম কুমারী। এই গাছ বঙ্গদেশে ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বন্য অবস্থায় দেখা যায়। ইহার ফুল লালের আভাযুক্ত লেবু-রং-বিশিষ্ট। পত্রের মূলদেশ বেগুনে-রং-বিশিষ্ট। সম্ভবতঃ ইহাকে A. perfoliata বলে।

Var. littoralis Koen. ইহাকে বাঙ্গালায় ছোট আনারস বলে। এবং হিন্দীতে ছোটা কানবার বলে। Dr. Ainslie ইহার সংস্কৃত নাম কুমারী দিয়াছেন। এই গাছ অতিশয় ছোট, ফুল পীতবর্ণ, পাতার গোড়া অপরগুলির অর্দ্ধেক পরিমাণ এবং পত্র ফিকে সবুজবর্ণ। ইহা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণে সমুদ্রতীরে দেখা যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ঘৃতকুমারীর রসের নস্য লইলে কামলা রোগ আরাম হয়। গুল্ম-রোগীকে ইহার শাঁস সেবন করাইলে গুল্ম আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ), ঘৃতকুমারী যকৃতের ক্রিয়া-বর্দ্ধক, আর্ত্তব-রজঃস্রাব-কারক ও কৃমিনিঃসারক। অল্পমাত্রায় সেবন করিলে ইহা পাচক ও যকৃতের বলবর্দ্ধক এবং ধারক। মুসব্বর খাইলে স্তন, যকৃৎ এবং কটীর অভ্যন্তরস্থ ইন্দ্রিয়সকলের উত্তেজনা হয়; এই কারণে ইহার দ্বারা গর্ভস্রাব হয় ও পুং-শরীরের অতিশয় উত্তেজনা হয়। মুসব্বরে স্ত্রীলোকের স্তন্য বাড়িয়া থাকে। শিশুদের নাভিতে রেড়ির তৈলের সহিত মুসব্বর মর্দ্দন করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। বৃদ্ধদিগের দৌর্ব্বল্য-জনিত পীড়া এবং স্ত্রীলোকের পুনঃ পুনঃ গর্ভধারণ-জন্য কোষ্ঠবদ্ধতায় মুসব্বর অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অর্শরোগীর আমমিশ্রিত রক্তস্রাবে মুসব্বর হিতকর।

মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে মৃদুবিরেচক, ক্রিমিনাশক ও বলকারক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা চক্ষের জ্যোতি বাড়াইয়া দেয় ও চক্ষের পাতার আঁচিল নাশ করে। (Fig. 605.)

Genus—ALLIUM Linn.

606. A. cepa Linn. (পেঁয়াজ)

Fig.—Bot. Mag., 36, t. 1469; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 970A.

Ref.—F. B. I., vi. 337; Roxb., F. I., ii. 142; B. P., ii. 1076; Prain, H. H., 289.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. পেঁয়াজ; সং. পলাণ্ডু; তে. নিরুলী; তা. ইরুল্লি।

ব্যবহার্য্য অংশ—কোষা, বীজ, পত্র।

বর্ণনা—পত্র গোলাকার সবুজবর্ণ। ইহার উপরি ভাগে সবুজবর্ণ ও লম্বা পুষ্পদণ্ড বাহির হয়। পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে গুচ্ছবদ্ধ শ্বেতবর্ণ ফুল হয়। পেঁয়াজ ৩ প্রকার, যথা—দেশী বড় পেঁয়াজ, দেশী ছোট পেঁয়াজ, ইহারা দেখিতে লাল বর্ণ এবং বম্বে পেঁয়াজ; বম্বে পেঁয়াজের কন্দ অতিশয় বৃহৎ। শীতকালে ও শীতের পরে পেঁয়াজের ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পেঁয়াজের কোষ হইতে এক প্রকার (Volatile Oil) প্রস্তুত হয়, উহা উত্তেজক, মূত্রকর ও সর্দ্দি-নিবারক। পেঁয়াজ কখনও কখনও জ্বর, শোথ ও সর্দ্দিতে ব্যবহৃত হয়। ইহা পুরাতন বক্ষঃপ্রদাহ, পেট-বেদনা ও রক্তাল্পতা রোগে হিতকর। ইহা বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে চর্ম্মের আরক্ততা জন্মে ও গরম করিয়া দিলে পুলটিসের কাজ করে। দেশীয় কবিরাজগণের মতে ইহা উগ্র এবং পেট-ফাঁপায় ব্যবহৃত হয়। পেঁয়াজের গন্ধে ঘরে সর্প আসিতে পারে না (Baden Powel)।

পেঁয়াজ কামোত্তেজক, কাঁচা পেঁয়াজ ঋতুকর। কোন স্থানে বোল্‌তা বা ভীমরুলে কামড়াইলে পেঁয়াজের রস দিলে যন্ত্রণা নিবারিত হয়। ইহার ভিতরের রস গরম করিয়া কানে দিলে কান-বেদনা আরাম হয়। পেঁয়াজের তৈল অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। পেঁয়াজের গুঁড়া চায়ের মত খাইলে নিদ্রাহীনতা দূর হয় এবং কান্দুনে বালকেরা ইহাতে শান্ত হয়।

পেঁয়াজের কোষের পিষ্টরস লবণের সহিত চক্ষে দিলে রাতকানা আরাম হয় এবং ইহার কোষের পুলটিস এই কাজে ব্যবহৃত হয়। পেঁয়াজ ছেঁচিয়া নাকে ধরিলে হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত স্ত্রীলোকের হিষ্টিরিয়া আরাম হয়। পেঁয়াজ কামলা, রক্তস্রাব ও জলাতঙ্ক-রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহা বাটিয়া বিছার কামড়ের স্থানে দিলে যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

পেঁয়াজ কফ ও ক্ষয়-রোগে হিতকর, ইহা ভিনিগারের সহিত মিশাইয়া খাইলে গলার ঘা আরাম হয়। ইহার ক্বাথ সর্দ্দিনাশক। পেঁয়াজের রস সরিষার তৈলের সহিত বাত-বেদনায় মালিশ করিলে বাত আরাম হয় (Watt).

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে পেঁয়াজের রস নস্য লইলে রক্তপড়া আরাম হয়।

অর্শ-রোগীর অর্শে অতিশয় রক্তস্রাব হইলে পেঁয়াজের রস সেবন করিবে, ইহা রক্ত-রোধক ও বাত-নাশক (চরক)। ইহার রস নস্য লইলে হিক্কা আরাম হয়।

পেঁয়াজ অতিমাত্রায় সেবন করিলে বিবমিষা, মূত্ররোধ, রক্তমূত্র, অন্ত্রের প্রদাহ ও আক্ষেপ এবং হৃদ্‌যন্ত্রের কার্য্যশক্তির লোপ হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। সর্দ্দিতে ইহা Tartar Emeric এর সহিত ব্যবহৃত হয়।

ফুসফুস-প্রদাহের প্রথম অবস্থায় কখনও পেঁয়াজ ভোজন করিবে না; হৃদ্‌-দৌর্ব্বল্য-জাত শোথ রোগে জ্বর না থাকিলে, বাত, অশ্মরী, শর্করাদি-রোগ ও চর্ম্ম-বিকারে ডিজিটেলিস ও লবণস্থ পেঁয়াজ মূত্রকারকরূপে ব্যবহৃত হয়। তরল কাশ-রোগে যদি শ্লেষ্মা তারের মত ও অতি অল্প পরিমাণে বাহির হয় তবে পেঁয়াজের সিরাপ বিশেষ হিতকর (R. N. Khori, ii. 616)। (Fig. 606.)

607. A. sativum Linn. (রসুন)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 28; Woodville, Med. Bot., t. 256; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 973.

Ref.—F. B. I., vi. 337; Roxb, F. I., ii. 142; B. P., ii. 1076; Prain, H. H., 290.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়। যুক্তপ্রদেশে অধিক চাষ হয়, তৎপর গাড়োয়াল, কমায়ুন, পঞ্জাব এবং কাশ্মীর; বঙ্গদেশে হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. রসুন; সং. লসুন, মহৌষধ; তা বাল্লাইপুণ্ডু; তে. বেল্লুলী-তাল্লা-গাড্ডা; Eng. Garlic.

ব্যবহার্য্য অংশ—কোষ, মাত্রা, কোষ-ছাড়ান রসুন ২-৮ আনা।

বর্ণনা—ইহার কাণ্ড পরদাযুক্ত, গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্‌, গাছের গোড়া হইতে অনেক সরু সরু শ্বেতবর্ণ শিকড় বাহির হয়। কাণ্ড কোষযুক্ত, ছাড়াইলে পরদায় পরদায় খুলিয়া যায়। পত্র চেপ্টা, পুষ্পদণ্ড ঠিক মধ্যস্থল হইতে বাহির হয়, ইহা অতিশয় নরম। পুষ্পদণ্ডের মস্তকে গুচ্ছবদ্ধ শ্বেতবর্ণ ফুল হয়। শীতকালে রসুনের ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—রসুন গরম, মৃদুবিরেচক; ইহা অর্শ, জ্বর, সর্দ্দি, কুষ্ঠ রোগে প্রশস্ত হয়। ইহা পেটফাঁপা-নিবারক, মূত্রকর, পাকযন্ত্রের পীড়া-নিবারক, ঋতুকর ও বলকারক। ইহার রস কর্ণে দিলে কর্ণ-বেদনা ও কর্ণ-রোগ আরাম হয়। ইহা হইতে এক প্রকার Volatile Oil প্রস্তুত হয়, রসুন ছেঁচিয়া চোয়াইয়া লইলেই তৈল পাওয়া যায়, এই তৈল শোধন করিলে কোন বর্ণ থাকে না।

রসুন ক্রিমি-নাশক ; ইহা হাপানী, সাধারণ পক্ষাঘাত, মুখের পক্ষাঘাত ও বাত-রোগে ব্যবহৃত হয়।

রসুনের রস মাথায় দিলে চুল পাকে না (Emerson), বালকদের তড়কায় রসুন মালিশ করিলে বেশ ফল পাওয়া যায়। মূত্রস্থলীর দুর্ব্বলতার জন্য মূত্ররোধ হইলে ইহার পুলটিশ দিলে উপকার পাওয়া যায়। ইহা জ্বর, উদরাময়, কলেরা, সর্দ্দি ও শ্লেষ্মা, গনোরিয়া, অর্শ ও কৃমিরোগে ব্যবহৃত হয়।

রসুনের কাথ দুগ্ধের সহিত অল্পমাত্রায় পান করিলে হিষ্টিরিয়া, পেটফাঁপা ও হৃদযন্ত্র-সম্বন্ধীয় রোগ আরাম হয়।

অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িলে রসুনের ফুল আস্তে আস্তে চিবাইয়া খাইলে শীঘ্র শরীরে বল-সঞ্চার হয়। পাকা রসুন ৩২ তোলা, জল ৴২ সের, গোদুগ্ধ অর্দ্ধপোয়া—এই গুলি পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ নামাইয়া খাইলে বাত ও গুল্ম আরাম হয়। তিল-তৈল-যোগে রসুন পান করিলে অপস্মার-রোগ আরাম হয় (চরক)।

গব্যঘৃত-যোগে রসুন পেষণ করিয়া পান করিলে বাত-রোগ নাশ হয় (বঙ্গসেন)।

রসুন পিষিয়া ক্ষতে প্রলেপ দিলে ক্ষতস্থানের পোকা মরিয়া যায় (ভাবপ্রকাশ)।

তলপেটে রসুনের প্রলেপ দিলে মূত্রকৃচ্ছ্র আরাম হয়। রসুন তৈলে ভাজিয়া সেই তৈল অল্পে অল্পে কর্ণে দিলে কর্ণশূল আরাম হয়। বিষধর সর্পে দংশন করিলে দষ্টস্থানে রসুনের প্রলেপ দিলে বিষ নষ্ট হয়। (Fig. 607.)

Genus—GLORIOSA Linn.

608. G. superba Linn. (লাঙ্গলিকা)

Fig.—Bot. Reg., t. 77; Wight. Ic., t. 2047; Rheede, Hort. Mal., vii, t. 57; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 978B, Bot. Mag., lii, t. 2539.

Ref.—F. B. I., vi. 358; Roxb., F. I., ii. 143; B. P., ii. 1073; Watt, iii, Pt. ii, 506; Prain, H. H., 289.

জন্মস্থান—ভারতের প্রায় সকল প্রদেশে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. ওলট চণ্ডাল, বিলাঙ্গুলি ; সং. অগ্নিশিখা, লাঙ্গলিকা ; হি. লাঙ্গলি ; তে. আদাবি-নাভি ; তা. কলোইপাই-কি-জাঙ্গু।

ব্যবহার্য্য অংশ—লতা। মাত্রা ½-২ আনা। ইহা বিষাক্ত, সাবধানে প্রয়োগ করা উচিত।

বর্ণনা—এই লতা দেখিতে অতি সুন্দর; বাগানের বেড়ায় বর্ষাকালে জন্মে। ইহার ফুল শিবপূজায় ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত লেখকদের মতে যে ৭টী বিষাক্ত গাছ আছে তাহার মধ্যে লাঙ্গলিক একটী। রাজনির্ঘণ্টকার ইহাকে কলিকারী বলিয়াছেন। ইহার আর একটী

নাম ছিন্নমুখী, লতা দেখিতে লাঙ্গলের ন্যায় বলিয়া লাঙ্গলিকা নামেও অভিহিত। ইহা বস্তি দেশে প্রয়োগ করিলে গর্ভপাত হয় বলিয়া আর একটি নাম গর্ভপাতিনী। মূল আলুর ন্যা নরম, গোলাকার, চেপ্টা এবং প্রায় ১ ইঞ্চি মোটা। লাঙ্গলিকা বৃক্ষারোহী লতা, ১০-১২ ফুট লম্বা হয়। কাণ্ডের গোড়া খিলানের ন্যায়। পত্র বৃন্তহীন, কাণ্ড হইতে বাহির হয়, ৬ ৮ ইঞ্চি লম্বা, বৃন্তদেশ গোলাকার বা হৃৎপিণ্ডাকার। ফল ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, পুংকেসর লম্বা ও বিস্তৃত। ফুল ৩-৪ ইঞ্চি পরিমাণ, লম্বাকৃতি ; প্রথমে সবুজ, পরে পীতবর্ণ হয়। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মণ্ডের মত পিষ্ট শিকড় নাভিদেশে, তলপেটে ও যোনিতে প্রলেপ দিলে প্রসব-বেদনা বৃদ্ধি পায়।

পাঠালাঙ্গলিসিংহাস্য-ময়ূরকজটৈঃ পৃথক্।
নাভিবস্তিভগালেপাৎ সুখং নারী প্রসূয়তে ॥ চক্রদত্তঃ

যদি স্ত্রীলোকের প্রসবের পরে ফুল না পড়ে তবে ইহার শিকড় কাটিয়া হাতের চেটোতে ও পায়ের তলায় দিলে এবং কালজিরা ও পিপুল গুঁড়া করিয়া মদ্যের সহিত পান করাইলে শীঘ্র ফুল পড়িয়া যায়।

মূলেন লাঙ্গলিক্যাঃ প্রলিপ্তে পাণিপাদে চ।
অমরাপাতনং মদ্যৈঃ পিপ্পল্যাদিরজঃ পিবেৎ ॥ চক্রদত্তঃ।

নির্ঘণ্টকার বলেন যে ইহার শিকড় বিরেচক, উষ্ণ এবং উগ্র। ইহা পিত্ত নিঃসারিত করিয়া দেয় এবং কুষ্ঠ, অর্শ, পেট-বেদনা ও ফোড়ায় ব্যবহৃত হয়। ইহার পেটের ক্রিমি বাহির করিবার শক্তি আছে। ইহার শিকড়ের সহিত পান চর্ব্বণ করিলে গনোরিয়া আরাম হয়। Dr. Moodeen Sherif বলেন ইহা অতিশয় বিষাক্ত নহে। লাঙ্গলিকা বলকারক ও পেটের দোষ-নিবারক, মাত্রা ৫-১২ গ্রেণ।

বিষাক্ত সর্প, বোলতা, ভীমরুল প্রভৃতিতে কামড়াইলে মান্দ্রাজ দেশে ইহা ব্যবহার করে।

Dr. Thompson বলেন "ইহার শিকড়গুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া ঘোলের সহিত ৪।৫ দিন ভিজাইয়া শুষ্ক করিবার পর বাটিয়া বাতে ও পক্ষাঘাতে বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে অতি উত্তম ফল পাওয়া যায় ; ইহাতে উহার বিষক্রিয়া নষ্ট হইয়া যায়। ইহার শিকড় অল্প লইয়া প্রত্যহ মাত্রা বাড়াইয়া ১৫ গ্রেণ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিলে উক্ত রোগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইহাতে শরীরে বেশ বলসঞ্চার হয় ; আমি ১৫।১৬ বৎসর চিকিৎসায় বেশ ফল পাইয়াছি।"

লাঙ্গলিকা ৫-১২ গ্রেণ মাত্রায় দিবসে ৩ বার সেবন করিলে পেটের দোষ নষ্ট হয়। লাঙ্গলিকা গাছ দুই জাতীয় আছে, একটীর শিকড় সহজে ভাগ করা যায়, অপর একটীর শিকড় সহজে ভাগ করা যায় না। দেশীয় বৈদ্যেরা প্রথমোক্তটীকে পুরুষ ও শেষোক্তটীকে স্ত্রী লাঙ্গলিকা বলেন। পুং-গাছের শিকড় ফুলের সময়ে লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া একটু লবণ দিয়া

ঘোলে ভিজাইয়া এবং পরে শুষ্ক করিয়া রাখিলে ইহার বিষাক্ততা নষ্ট হয়। সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে ইহার এক কিংবা দুই মাত্রা সেবন করাইলে সর্পবিষ কমিয়া যায়।

ইহার শিকড়ের কাথ খাইলে গনোরিয়া নষ্ট হয়। কখনও কখনও ইহার মূল Aconitum ferox এর সহিত ভেজাল দিয়া বাজারে বিক্রীত হয় (Watt, Dic., iii. 507)।

মস্তকে লাঙ্গলিকার প্রলেপ দিলে ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) আরাম হয় (বাগ্‌ভট্ট)।

লাঙ্গলিকা কন্দ, ত্রিফলা, জারিত লৌহ এই সমুদায় ৪০০ তোলা লইয়া ভৃঙ্গরাজ (Wedelia calendulacea)-রসে পেষণ করিয়া ৩৬০টী বটিকা প্রস্তুত করিয়া উহা ছায়ায় শুষ্ক করিবে। প্রথমে ½ বটিকা হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র বটিকাগুলি সেবন করিবে এবং ১ মাস কাল মাংস, ঘৃত প্রভৃতি স্নিগ্ধ বস্তু ভোজন করিবে, তৎপরে খাবার কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। এইরূপে এক বৎসর কাল বটিকা সেবন করিলে যাবতীয় অসাধ্য পীড়া আরোগ্য হয়। ইহা একটী উৎকৃষ্ট রসায়ন।

লাঙ্গলিকা প্রলেপ দিলে পাকা ফোড়া ফাটিয়া যায় (চক্রদত্ত)। লাঙ্গলী একদিন গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিলে শুদ্ধ হয়। (Fig. 608.)

Genus—POLIANTHES Linn.

609. P. tuberosa Linn. (রজনীগন্ধা)

Fig.—Bot. Mag., xliii, t. 1817; Bot. Reg., i. t. 63; Rumph., Amb., v. t. 98; Baily., Encyc. Am. Hort., 2732, Fig. 3093.

Ref.—Dymock, iii. 493; Voigt, S. C., 656; Contrib. National Herb., v. 154, viii. 10.

জন্মস্থান—আদিম বাসস্থান দক্ষিণ আমেরিকা; বঙ্গদেশের ফুলবাগানে চাষ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. রজনীগন্ধা; হি. গুলচেরি, গুলসব্বা।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—ওষধি-জাতীয় উদ্ভিদ্ সচরাচর বাগানে রোপণ করে। ফুল রাত্রিকালে ফুটে, পুষ্পদণ্ড গাছের মধ্য হইতে লম্বা ভাবে বাহির হয়, একটী দণ্ডের চারিদিকে দুইটী দুইটী ফুল হয়। উদ্ভিদের মূল মোটা, ইহাতে পেয়াজের ন্যায় সরু সরু শিকড় হয়। গাছ ২-৩½ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ৬-৯ ইঞ্চি লম্বা, ½ ইঞ্চি চওড়া, উজ্জ্বল সবুজবর্ণ, মূলদেশ ঈষৎ লালবর্ণ, পত্রের অগ্রভাগ অবনত। ফুল ১½-২½ ইঞ্চি লম্বা, শ্বেতবর্ণ। পুংকেশর ফুলের অগ্রভাগে থাকে, ফুলের বৃন্তদেশ নলের মত, ইহার গন্ধ অতি মনোহর। বর্ষা হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত

ফুল হয়। গাছ মরিয়া গেলে ইহার মূল থাকে, বৃষ্টি আরম্ভ হইলে মূল হইতে আবার গাছ বাহির হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—রজনীগন্ধা উষ্ণ, মূত্রকর ও বমন-কারক। ইহার মূল গনোরিয়া-রোগে ব্যবহৃত হয়। কঙ্কণ-দেশে ইহার মূল হরিদ্রা ও মাখনের সহিত মাখাইয়া ছেলেদের কাউর ও চুলকনায় প্রয়োগ করে। ইহা দুর্ব্বার সহিত পেষণ করিয়া বাগীতে প্রলেপ দেয়। রজনীগন্ধা-ফুল সৌগন্ধের জন্য অতিশয় মূল্যবান্। এই গাছের ফ্রান্সে অধিক পরিমাণে চাষ হয়। কখনও কখনও রাত্রিকালে এই গাছ হইতে একপ্রকার আলোক বাহির হইয়া থাকে। (Fig. 609.)

Genus—URGINEA Steinh.

610. U. indica Kunth. (বনপেঁয়াজ)

Fig.—Kirtikar & Basu, Indian Med. Pl., t. 974 ; Wight, Ic. Pl. Ind. Or., vi. 2063.

Ref.—F. B. I., vi. 347 ; Roxb., F. I., ii. 147 ; B. P., ii. 1075.

জন্মস্থান—মধ্যভারত, ছোটনাগপুর, সিমলা, করমণ্ডল উপকূল, সাহারানপুর ও বঙ্গদেশ।

বিভিন্ন নাম—বা. বন-পেঁয়াজ ; সং. বনপলাণ্ডু ; হি. জঙ্গলী পেয়াজ ; তা. নারীভেঙ্গায়াম্ ; তে. নাককা-বাল্ল-গাড্ডা ; Eng. Wild onion.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল বা কন্দ।

বর্ণনা—কন্দজাতীয় বর্ষজীবী উদ্ভিদ্ ; পত্র বাহির হইবার পূর্ব্বে ফুল হয়। কন্দ দেখিতে ছোট লেবু অথবা আ্যাপেলের মত। পত্র ৬-১৮ ইঞ্চি লম্বা, ½ ইঞ্চি চওড়া। পুষ্পদণ্ড ১-১½ ইঞ্চি উচ্চ ও নরম। ফুল অবনত, বিস্তৃত পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে দূরে দূরে জন্মে, দেখিতে ঘণ্টার মত, পাপড়ী শ্বেতবর্ণ, ইহাতে ৩টী সবুজ শিরা আছে। পুংকেশর ৬টী ; বীজকোষ ½-⅗ ইঞ্চি, আয়তাকার তিনভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগে ৬-৯টী বীজ থাকে, বীজ চেপ্টা, কৃষ্ণবর্ণ, ¼ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষাকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বন-পেঁয়াজ সর্দ্দি-নিবারক, হজমি-কারক, মূত্রকর ও প্রথম ঋতুকর। ইহা হাঁপানী, শোথ, বাত, কুষ্ঠ এবং চর্ম্মরোগে হিতকর (Dymock)। Dr. Roxburgh বলেন ইহা বমনকারক ও তিক্ত। Dr. Moodeen Sheriff বলেন—ইহার ফল ১০-২০ গ্রেণ মাত্রায় মূত্রকর। ইহা বহুদিন হইতে সরকারী ডাক্তারখানায় ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। (Fig. 610.)

CX. PONTEDERIACEAE

Genus—MONOCHORIA Presl.

611. M. vaginalis Presl. (নুখা)

Fig. Roxb., Cor. Pl., ii. t. 110; Rheede, Hort. Mal., ii. t. 44; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 979.

Ref.—F. B. I., vi. 363; Roxb., F. I., ii. 121; B. P., ii. 1079; Prain, H. H., 290.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ; কাশ্মীর হইতে আসাম ও দক্ষিণে ত্রিবাঙ্কুর; বঙ্গদেশে, হুগলী ও হাওড়া জেলার খালে ও ধান্যক্ষেত্রে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—নুখা।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল

বর্ণনা—জলজ উদ্ভিদ, মূল ক্ষুদ্র, লতানে অথবা কতক পরিমাণে খাড়া। পত্রবৃন্ত লম্বা ২-৪ ইঞ্চি, বৃন্তদেশ ডিম্বাকৃতি অথবা হৃৎপিণ্ডাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। পুষ্পদণ্ড ছোট সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগের ফুল প্রথমে প্রস্ফুটিত হয়। ফুলের দল অসমান, তিনটি বড় এবং ৩টি ছোট, আয়তাকার নীলবর্ণ। পুংকেশর ৬টি আছে, স্ত্রীকেশরের মস্তক গাঢ় নীলবর্ণ। বীজকোষ ½ ইঞ্চি লম্বা, আয়তাকার। বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় চর্ব্বণ করিলে দাঁত-বেদনা আরাম হয় এবং উদ্ভিদের ছাল চিনির সহিত সেবন করিলে হাঁপানীর উপশম হয় (Atkinson)। (Fig. 611.)

CXI. XYRIDEAE

Genus—XYRIS Linn.

612. X. pauciflora Willd. (দাবিহুবি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ix, t. 7; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 980.

Ref.—F. B. I., vi. 364; Roxb., F. I., i. 179; B. P., ii. 1080; Dalz., and Gibs., Bombay Fl., 259; Prain, H. H., 291.

জন্মস্থান—শ্রীহট্ট, উত্তর বঙ্গ, উড়িষ্যা, খুরদা, সিকিম, আসাম ও খাসিয়া পাহাড়; চন্দননগর, শ্রীরামপুর, জাহানাবাদ, হুগলী জেলায় দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. চীনে ঘাস, দাবিহুবি।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ্।

বর্ণনা—গুচ্ছবদ্ধ পত্রবিশিষ্ট উদ্ভিদ্। কাণ্ড ছোট, পত্র ১-২ ফুট, স্পঞ্জের মত ছিদ্রযুক্ত, অগ্রভাগ মোটা। পুষ্পদণ্ড ½-¾ ইঞ্চি, পুষ্পদণ্ডের মঞ্জরী ½ ইঞ্চি বিস্তৃত, মঞ্জরি-পত্র গাঢ় লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, উজ্জ্বল, কিনারাগুলি চামড়ার ন্যায়, পাপড়ি গোলাকার। ফুল পীতবর্ণ, পুংকেশর ৩টী, ইহা পাপড়িতে বসান, স্ত্রীকেশরের মস্তক আয়তাকার, ইহাতে ২টী ঘর আছে, উপরিভাগ মোটা, গোড়ার দিক্ সরু। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বঙ্গদেশীয় লোকে ইহাকে মূল্যবান্ গাছ বলিয়া জানে কারণ ইহা কষ্টদায়ক দাদের উদ্ভেদ সহজেই কমাইয়া দেয়। ইহা পাঁচড়া ও কুষ্ঠ-রোগে হিতকর (Dymock)। (Fig. 612.)

CXII. COMMELINACEAE

Genus—COMMELINA Linn.

613. C. benghalensis Linn. (কানছিড়ে)

Fig.—Wight, Ic. Pl. Ind. Or. vi, t. 2065; C. B. Clarke, Comm. Cyrt. Beng., t. 4.

Ref.—F. B. I., vi. 370; Roxb., F. I., i. 171; B. P., ii. 1082; Prain, H. H., 291.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র ছায়াময় স্থানে ও জলের ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. কানছিড়ে; সং. কানচটা; হি. কানছিরে।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ্।

বর্ণনা—ইহার কাণ্ড লতানে, লতার নিম্নদিকে শিকড় হয়। পত্র ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, ½-১½ ইঞ্চি বিস্তৃত, বৃন্তহীন অথবা বোঁটা ছোট, পত্রের অগ্রভাগ গোলাকার কিংবা সঙ্কুচিত; কাণ্ডে কোমল অথবা শক্ত লোম আছে। কাণ্ড গাঁইটযুক্ত; পত্রের আবরণী ⅙-½ ইঞ্চি, কাণ্ডে জড়াইয়া থাকে, ইহাতে কোমল লোম আছে। পুষ্পগুচ্ছের উপরের শাখা ২-৩ ভাগে বিভক্ত, নীচের শাখা ১-২ ভাগে বিভক্ত; ফুল নীলবর্ণ, বীজকোষ ঝিল্লীযুক্ত, উজ্জ্বল, বীজ ঘন-সন্নিবদ্ধ। বর্ষার শেষ হইতে শীতের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছকে ও এই জাতীয় অনেক গাছকে সংস্কৃতে কানচটা বলে। ইহা ছোট ওষধিজাতীয়, বর্ষার শেষ ভাগে যত্র তত্র জন্মে, ইহার ফুল নীলবর্ণ ও উজ্জ্বল। ইহার কাণ্ড, শিকড় ও বীজের জমাট বাঁধিবার শক্তি আছে। গাছের আঠালে অংশ শান্তিকর ইহা শাকের পরিবর্ত্তে ভোজন করিয়া থাকে। C. communis Roxb. অথবা C. obliqua Ham. কে জটা কানছিড়ে বলে। ইহা অতিশয় ধারক। ইহা কোষ্ঠ-বদ্ধতায় ব্যবহৃত হয় এবং শিকড় মাথাবেদনা, জ্বর, পিত্তজ্বর ও সর্পবিষ-নাশক (Atkinson)।

C. salicifolia Roxb. ইহার বাঙ্গালা নাম পানি কানছিরে বা ঢোলা পাতা (F. B. I., vi. 370 ; B. P., ii. 1082)। এই গাছ ও কানছিড়ের গুণের সমান, গাছের পত্র রগড়াইয়া উহার রস দিলে শুয়াপোকার লোম গলিয়া যায়। (Fig. 613.)

Genus—ANEILEMA Br.

614. A. scapiflorum Wight. (কুরেলী)

Fig.—Wight, Ic. Pl. Ind. Or., vi. 2075 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 983 ; Royle, Ill., 403, t. 95.

Ref.—F. B. I., vi. 375 ; Roxb., F. I., i. 775.

জন্মস্থান—হিমালয়-প্রদেশ ; যুক্ত প্রদেশ, ভূটান, ত্রিহুট, টেনাসরিম।

বিভিন্ন নাম—বা. কুরেলী ; হি. সিয়ামুসলী।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—ইহার শিকড় লম্বা, আলুর মত নরম। পত্র ৪-১০ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। পুষ্পমঞ্জরী ৮-১৩ ইঞ্চি লম্বা দণ্ডে অবস্থিত। ফুল ক্ষুদ্র, বীজকোষ ⅓ ইঞ্চি, বীজ ত্রিকোণাকার, লম্বা বীজকোষে থাকে। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষাকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা ধারক, বলকারক ও উষ্ণ; মাথাধরা, অলসতা, জ্বর, কামলা এবং বধিরতায় ব্যবহৃত হয়। ইহা সর্পবিষ-নাশক বলিয়া সর্পাঘাত হইলে খাওয়াইয়া দেয়। শিকড়ের ছাল বাতাসে শুষ্ক করিয়া ব্যবহার করিলে হাঁপানী আরাম হয়। ইহা অর্শ ও পেট-বেদনা-নাশক এবং বালকদের তড়কা হইলে ব্যবহৃত হয়। মূত্রাঘাত-রোগে ইহা অতিশয় হিতকর। ইহার শুষ্ক গুঁড়া চিনির সহিত ব্যবহার করিলে বেশ রসায়নের কাজ করে। গাছের গুঁড়া তুলসী-পাতার রসের সহিত সেবন করিলে মূত্রযন্ত্রের যাতনা দূর হয়। (Fig. 614.)

CXIII. FLAGELLARIEAE.

Genus—FLAGELLARIA Linn.

615. F. indica Linn. (বনচাঁদ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vii, t. 53 ; Rumph., Herb. Ambo., v, t. 59. Fig. 1.

Ref.—F. B. I., vi. 391 ; Roxb., F. I., ii. 154 ; B. P., ii. 1087 ; Prain, H. H., 292.

জন্মস্থান—সুন্দরবন হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত ভারতের সমুদ্রতীরে ও সিঙ্গাপুরে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. ব. বনচাঁদ।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—নলখাগড়ার স্থায় বৃক্ষারোহী লতা, উচ্চ বৃক্ষে জড়াইয়া উঠে। কাণ্ড প্রায় ১ ইঞ্চি মোটা, শাখাগুলি মসৃণ ও গোলাকার, প্রশাখাগুলি কাকের পালকের মত মোটা। পত্র বৃন্তহীন ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা, বৃন্তদেশ গোলাকার, বহু শিরাবিশিষ্ট। ফুল শ্বেতবর্ণ, ক্ষুদ্র বোঁটায় জন্মে। পুষ্পদণ্ডের প্রশাখাগুলি ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা। ফল লালবর্ণ ও মসৃণ (Cooke)। বর্ষাকালে ফুল হয় ও শীতের পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতা ধারক ও ক্ষত-রোগ-নাশক। (Fig. 615.)

CXIV. PALMEAE.

Genus—ARECA Linn.

616. A. Catechu Linn. (সুপারি)

Fig.—Palms, Brit. Ind., 154, t. 232; Roxb., Cor. Pl., i, t. 75; Rheede, Hort. Mal., i, t. 58.

Ref.—F. B. I., vi. 405; Roxb., F. I., iii. 615; B. P., ii. 1047; Prain, H. H., 204.

জন্মস্থান—মধ্য ও পূর্ব্ববঙ্গের বহু স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. সুপারি; সং. পূগবৃক্ষ, ক্রমুক; তে. পোকা-বাক্কা-বাক্ফা; তা. পকুক কোট্টাই গফকু; Eng. Betel-nut.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, ত্বক্। মাত্রা; কল্কচূর্ণ ১-২ তোলা।

বর্ণনা—গাছের কাণ্ড ৩০-৪০ ফুট উচ্চ হয়, ইহার কোন ডালপালা নাই। পত্র ৪-৯ ফুট লম্বা, পত্রিকা অনেক হয়, ১-২ ফুট লম্বা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত; পুষ্পদণ্ড অতিশয় শক্ত, অনেক শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট, কাঁদিতে অনেক ফল হয়, স্ত্রীপুষ্প পুষ্পদণ্ডের গোড়ায় অথবা অগ্রভাগে জন্মে। ফল ১½-২ ইঞ্চি, মসৃণ, পাকিলে লেবু-রঙ-বিশিষ্ট অথবা লালবর্ণ। কাঁচা ফল সবুজবর্ণ, ফলে ছোবড়া আছে। Dr. Roxburgh এবং Col. Prain তিন প্রকার সুপারির উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—Areca triandra (Roxb., F. I., iii. 617; Prain, B. P., ii. 1097)। এই গাছ চট্টগ্রাম প্রদেশে জন্মে, এই সুপারি দেখিতে লালবর্ণ; Areca Gracilis Bl. (Prain, B. P., ii. 1096) এই গাছের শ্রীহট্ট প্রদেশের নাম রামগুয়া, চট্টগ্রামে এই গাছ অধিক পরিমাণে দেখা যায়। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কাঁচা সুপারি ধারক, ইহা পেট-বেদনায় ব্যবহৃত হয়। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে ট্যানিক ও গ্যালিক এসিড আছে। পোড়া সুপারি গুঁড়া করিয়া দাঁতে

দিলে দাঁত-বেদনা আরাম হয়। পোড়া সুপারির গুঁড়া ১০-১৫ গ্রেণ পরিমাণ ৪ ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করিলে দন্তের যাবতীয় রোগ আরাম হয়।

সুপারি চিবাইয়া খাইলে যাবতীয় মূত্রযন্ত্রের রোগ আরাম করে। সুপারির রস ৪-৬ ড্রাম পরিমাণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বড় বড় ক্রিমি নষ্ট হইয়া যায় (Bentley & Trim)। সুপারি স্নায়বিক রোগে হিতকর এবং ইহা শোধক বলিয়া চক্ষে প্রলেপ দিয়া থাকে। সুপারির কচি পাতার রস তৈলের সহিত মিশাইয়া মালিশ করিলে কটিবাত আরাম হয়।

সুপারি গর্ভবতী স্ত্রীলোকের দন্তরোগ আরাম করে। কাঁচা সুপারি, রক্তচন্দন ও চিনি তণ্ডুলোদক-সহ পেষণ করিয়া পান করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয় (চরক)।

শল্লকী ও সুপারির ত্বকের কাথ প্রস্তুত করিয়া তিল-তৈলে প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতগ্রস্ত রোগী ২০ দিনের মধ্যে আরাম হইয়া যায় (চরক)।

মসূরিকার প্রথম অবস্থায় জলের সহিত সুপারি সেব্য (চক্রদত্ত)। সুপারি কফ ও পিত্তনাশক, ইহা রুক্ষ ও মুখের ক্লেদনাশক। অন্তর্ধূমদগ্ধ সুপারি-ভস্ম হইতে বেশ দন্তধাবন-চূর্ণ প্রস্তুত হয়—উহা দাঁতের বেদনা-নিবারক, আম ও রক্তাতিসার-নাশক। কাঁচা সুপারি খাইলে মত্ততা আনয়ন করে।

সুপারি দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া উহার সহিত এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি-যোগে বেশ রসায়ন প্রস্তুত হয়; ইহার সহিত ধুতুরা বীজ ও সিদ্ধি যোগ করিলে কামেশ্বর-মোদক প্রস্তুত হয়।

সিকিতোলা সুপারি গুঁড়াইয়া উহার সহিত ২ তোলা লেবুর রস মিশাইয়া মণ্ড করিতে হয়; উহা ক্রিমি-নাশক। (Fig. 616.)

Genus—COCOS Linn.

617. C. nucifera Linn. (নারিকেল)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., t. 73; Rheede, Hort. Mal., ii. 14; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 990.

Ref.—F. B. I., vi. 482; Roxb., F. I., iii. 614; B. P., ii. 1095; Dymock, iii. 511; Prain, H. H., 203.

জন্মস্থান—ভারতের সমুদ্রকূলবর্তী স্থানে নারিকেল বহু পরিমাণে জন্মে; লঙ্কা, করমণ্ডল উপকূল, মালাবার উপকূল, মান্দ্রাজ, উড়িষ্যা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. সং. নারিকেল; হি. নারিয়েল; তে. নারিকাদাম; তা. তেন্নামারম্।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল, ফল, খোলা, তৈল, রস, শিকড় এবং ছাই।

বর্ণনা—অনাবৃত-দেহ খাড়া লম্বা গাছ, ৪০-৮০ ফুট উচ্চ, গাছের ব্যাস ১-২ ফুট; গাছের গোড়া অধিক মোটা, কৃষ্ণ অথবা ধূসরবর্ণ, গাছের গাত্রে গোলাকার দাগ আছে। পত্র ১২-১৮

ফুট লম্বা, পত্রিকা ২-৩ ফুট লম্বা, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, উজ্জ্বল সবুজবর্ণ, পত্রের শিরা ৩-৫ ফুট পর্য্যন্ত হয়, ইহা অতিশয় শক্ত। পুং পুষ্প ছোট হরিদ্রাভ, ইহার পাপড়ী ½ ইঞ্চি লম্বা। ফল ডিম্বাকৃতি ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা, ভিতরে জল ও শাঁস আছে। ফলের উপরিভাগ ছোবড়াযুক্ত, খোলা অতিশয় শক্ত। ইহার ছোবড়া হইতে দড়ি ও জাহাজের কাছি এবং খোলা হইতে হুঁকা প্রস্তুত হয়। সারাবৎসরই ইহার ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—নারিকেলের মূল মূত্রকর, ইহা মূত্রযন্ত্রের ও স্ত্রীলোকদের জনন যন্ত্রের রোগে ব্যবহার হয়। ইহার পত্রের ছাই অনেক ঔষধে ব্যবহার হয়। ডাবের জল অতিশয় স্নিগ্ধ, ইহা পিপাসা নিবারক ও মূত্রযন্ত্রের রোগে হিতকর। ডাবের শাঁস পুষ্টিকর, শীতল ও মূত্রকর, পক্ক নারিকেলের শাঁস গুরুপাক কিন্তু অতিশয় বলকারক, ইহা অনেক ঔষধে ব্যবহার হয়। নারিকেল গাছের মেথি পুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক। নারিকেলের তৈল মস্তকের কেশ বাড়াইয়া দেয়, এই তৈলের সহিত মাথাঘসা মশলা পচাইয়া সুগন্ধ তৈল প্রস্তুত হয়। গাছের টাটকা রস মূত্রকর, নারিকেলের রস গাঁজিয়া খাইলে তাড়ি হয়। নারিকেল মালা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া উহাতে পাথরবাটী চাপা দিলে পাথরে যে ঘাম হয় উহা দাদের পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

নারিকেল হইতে নারিকেল খণ্ড প্রস্তুত হয় উহা অজীর্ণ ও ক্ষয় কাসের ঔষধ।

½ সের নারিকেলের শাঁস পেষণ করিয়া উহা ৮০ তোলা ঘৃতে ভাজিয়া লও তৎপরে ৪ সের নারিকেল জলে উহা পাক কর এবং জল একটু ঘন গালার মত হইলে উহাতে ধনে, পিপুল, বংশলোচন, জীরা, কালজিরে, এলাচ, দারুচিনি, তেজপাতা মুথার মূল, নাগেশ্বর ফুল (Mesua ferrea) প্রত্যেকটি ১ তোলা পরিমাণ গুঁড়া করিয়া এই গালার সহিত মিশ্রিত করিবে। এইরূপে নারিকেল খণ্ড প্রস্তুত হইল। এই দ্রব্য ২-৪ তোলা প্রত্যহ ব্যবহার করিতে হইবে (Dutta, Met. Med., 249)।

নারিকেল জল কোন ক্ষতিকর নহে; আয়ুর্ব্বেদ মতে উহার রক্ত পরিষ্কার করিবার গুণ আছে (Ainslie)।

নারিকেল শাঁস কুরুনী দ্বারা কুরিয়া উহাতে অল্প জল মিশ্রিত করিয়া ছাকিয়া লইলে উহা দুগ্ধের মত হয়, উহা দুগ্ধের মত ব্যবহার করা চলে।

Dr. Shortt বলেন যে নারিকেলের দুগ্ধ ৪-৮ আউন্স পরিমাণ দিবসে ২।৩ বার সেবন করিলে শারিরীক দৌর্ব্বল্য দূর হয় এবং ইহা প্রাথমিক ক্ষয় রোগে বিশেষ উপকার হয়। ইহার স্বাদ অতি উৎকৃষ্ট বালকদিগকে খাওয়াইলে ইহা বেশ উপকার হয় কিন্তু অধিক মাত্রায় খাইলে বিরেচনের কাজ করে। ইহা Castor Oil ও অপরাপর বিরেচক ঔষধের স্থানে ব্যবহার করা যাইতে পারে (Pharm. Ind. 247)। নারিকেল ভাজিয়া ইহার শাঁস খাইবার ৩ ঘণ্টা পরে Castor oil খাইলে দুই ঘণ্টার মধ্যে অতি বড় বড় কৃমি বাহির হইয়া যায়।

নারিকেলের খোলা হইতে এক প্রকার তৈল বাহির হয় উহা দাদের পক্ষে হিতকর। নারিকেলের তৈল হইতে সস্তায় সাবান প্রস্তুত হয় (Dymock,)। এই তৈল বাদাম ও তিল তৈল অপেক্ষা মালিসের পক্ষে কম গুণশালী। নারিকেল দুগ্ধ জাল দিয়া যে তৈল পাওয়া যায় উহা পোড়া ঘা এবং টাকের পক্ষে হিতকর।

নারিকেল শাঁস ও তেঁতুল বীজের শাঁস হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয় উহা পোড়া ঘা ও বাতের বেদনায় হিতকর। নারিকেল তৈল একটি সর্পবিষের প্রতিষেধক ঔষধ বলিয়া কথিত আছে। কচি ডাবের শাঁস হইতে যে দুগ্ধ বাহির হয় উহা কলেরা রোগ নিবারক, যখন অপর ঔষধে বমন নিবারণ হয় না ও কোন উপকার হয় না তখন ইহা ব্যবহার করিলে অতি উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। টাটকা নারিকেল তৈল Codliver oil এর তুল্য, ২০-৩০ মিনিম হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ১ ড্রাম দিবসে ৩ বার ব্যবহার করিতে হয়।

নারিকেল ফুল, চিনি-খসখসের শীকড় ও শ্বেত চন্দন যোগে জলে পেষণ করিয়া সেবন করিলে পৈত্তিক জ্বরে বমন নিবারণ করে ও শরীরে বেশ শান্তি হয় (Civil Sur. William Wilson, Bogra)।

সুপক্ক সজল নারিকেলের ভিতর সৈন্ধব লবণ দিয়া নারিকেলের চতুর্দ্দিকে মাটীর লেপ দিবে, অনন্তর উহা ঘুঁটের অগ্নিতে পাক করিয়া যখন শীতল হইবে তখন নারিকেলের ভিতরে যে কৃষ্ণবর্ণ শস্য পাইবে, উহা ২-৪ আনা মাত্রায় কিছু পিপুল চূর্ণ যোগে সেবন করিলে পরিণাম শূল আরাম হয় (ভাব প্রকাশ)। নারিকেলের ফুল দধির সহিত পেষণ করিয়া কয়েক দিন পান করিলে শর্করা রোগ আরাম হয় (ভাব প্রকাশ)। (Fig. 617).

Genus—BORASSUS Linn.

618. B. flabellifer Linn. (তাল)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i, tt. 9 & 10; Rumph., Herb. Ambo., i, t. 10; Roxb., Cor. Pl., i, 50, t. 70 & 71.

Ref.—F. B. I., vi, 482; Roxb., F. I., iii, 790; B. P., ii, 1092; Prain, H. H., 293.

জন্মস্থান—ভারতবর্ষে ও বর্ম্মায় রোপন করে; বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া ও বর্দ্ধমান জেলায় অধিক পরিমাণে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. সং. তাল; তা. পালাম।

ব্যবহার্য্য অংশ—মোচা, ফল, মূল ও মেথি; মোচা ক্ষারে ১-৪ আনা।

বর্ণনা—বড় গাছ—ইহার শাখা প্রশাখা হয় না, গুঁড়ি ৬০-৭০ ফুট উচ্চ, গাছের মধ্যস্থল মোটা ও গোলাকার। পত্র ৫-১০ ফুট, পত্রের আকৃতি পাখার ন্যায়, পত্র চর্ম্মের ন্যায় শক্ত,

ইহাতে অনেক উঁচু শিরা আছে, শিরাগুলি পত্রদণ্ডের গোড়া হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, পত্রের কিনারা কাঁটার মত। পত্র দণ্ডের উভয় কিনারায় করাতের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ দাঁত আছে। তালগাছ একলিঙ্গ বিশিষ্ট। পুং গাছে তাল ফলে না, ইহার মোচ সোঁদালের ফলের ন্যায় লম্বা; স্ত্রীগাছে তাল ফলে, অগ্রভাগ হইতে তালের মোচ বাহির হয়, এক একটী মোচায় ১৫-২০টী তাল হয়। তালের কাঁদি কয়েক ফুট লম্বা ও শক্ত। তাল গোলাকার, কৃষ্ণ বা ধূসর বর্ণ; পাকিলে কোনটি কৃষ্ণবর্ণ ও কোনটি হরিদ্রাবর্ণ হয়। প্রত্যেক ফলে ১-৩টী বীজ বা আঁটী থাকে। আঁটি শক্ত, ডিম্বাকৃতি ও একটু চেপ্টা। বসন্তকালে তালের ফুল হয় ও বর্ষার শেষে তাল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—তালের রস উত্তেজক ও শ্লেষ্মা নাশক। ইহার টাটকা রস মিষ্ট, মৃদু বিরেচক ও মূত্রকর। তাল পত্রের গায়ে যে তুলার মত পদার্থ পাওয়া যায় উহা কোন কর্ত্তিত স্থানে লাগাইলে উহা হইতে রক্তপাত নিবারণ করে। টাটকা রস প্রদাহ ও শোথ নিবারণ করে। তালের শীকড় স্নিগ্ধকর, পুষ্টিকর ও বলকারক। পাকা ফলের শাঁস গুরুপাক।

তালের ফোপল খাইতে মিষ্ট ও ইহাতে বেশ তরকারী হয়, ইহা স্নিগ্ধকর এবং মূত্রকর। তালের কাঁদির ছাই সেবন করিলে বর্দ্ধিত প্লীহা কমিয়া যায়। তালেব মাড়ি বাহির করিয়া উহাতে অল্প চূণ দিলে উহা জমিয়া যায় এবং উহা বরফির ন্যায় খাইতে উপাদেয় হয়। তালের মাড়িতে ময়দা বা চাউলের গুঁড়া মিশাইয়া তৈলে ভাজিয়া লইলে তালফুলুরি হয়। কাঁচা তালের শাঁস স্নিগ্ধকর ও শান্তিকর।

শীতল জলের সহিত তাল গাছের মূল পেষণ করিয়া সেবন করিলে মূত্ররোধ আরাম হয় (সুশ্রুত)। তাল শাঁড়ার রস মধু সহ সেবন করিলে উন্মাদ আরাম হয়।

তালজটার (কাঁদির) অন্তর্ধূমদগ্ধ ক্ষার পুরাতন গুড় সহ সেবন করিলে প্লীহাবৃদ্ধি কমিযা যায়।

তালপুষ্পভবঃ ক্ষার সগুড়ঃ প্লীহানাশনঃ। চক্রদত্ত

তালগাছের উত্তর দিকের মূল প্রসূতির দেহপরিমাণ লম্বা সূত্রে দ্বারা কটীদেশে বাঁধিয়া দিলে সুখপ্রসব হয় (বঙ্গসেন)।

তালজটার ছাই উগ্র, উহা blister এর কাজ করে। পক্ব তালের মাড়ি চর্ম্মরোগ নাশক। তালের চিনি বা মিছরী পিত্তনাশক, যকৃতের দোষ নিবারক; ইহা মধুমেহে ফলপ্রদ ঔষধ। তালের রস মূত্রকর ও পুরাতন গণোরিয়া নাশক (T. N. Mukherjee)।

তালের কাঁদির ছাই বৰ্দ্ধিত প্লীহার হিতকর (U. C. Dutt)।

তালের টাটকা রসে চাউলের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া অগ্নির উত্তাপে আঠার মত করিয়া উহা একটি বস্ত্রখণ্ডে লাগাইয়া পুলটিস দিলে পৃষ্ঠব্রণ ও পুরাতন ক্ষত আরাম হয় (Pharm.

Indica)। তাল শাঁড়ার রস ও তালের নূতন শীকড়ের রস ছেঁচিয়া খাইলে পুরাতন সর্দ্দি ও ঘুংড়িকাশী আরাম হয়। তালের সবুজ পত্রের রস উপদংশে হিতকর।

শুষ্ক তালের শাঁস পেট কামড়ানি ও উদরাময় আরাম করে। তালের শীকড়ের গুঁড়া নারিকেল দুগ্ধ, লবণ ও মৎস্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিষ্টকাকারে খাইলে শরীরের বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। তালের তাড়ি প্রত্যহ খাইলে শরীরের বলবৃদ্ধি হয়। বালকদিগকে প্রত্যহ অল্প পরিমাণ খাওয়াইলে তাহাদের পাঁচড়া ও অপরাপর চর্ম্মরোগ আরাম হয় (Bomb. Nat. Hist. Journ., Vol. xxi I., P. 929.)। (Fig. 618.)

Genus—CARYOTA Linn.

619. C. urens Linn. (গোলসাগু)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i, t. 11; Mart., Hist. Nat. Palm, 193 & 107; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 986B.

Ref.—F. B. I., vi, 422; Roxb., F. I., iii, 625; B. P., ii, 1093.

জন্মস্থান—পশ্চিমঘাট, মহাবালেশ্বর, বর্ম্মা, বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা এবং সিকিমে সাধারণতঃ ৫০০০ ফুট উচ্চ পর্য্যন্ত দেখা যায়; উত্তর বঙ্গ, শ্রিহট্ট, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী।

বিভিন্ন নাম—হি. মারি; তা. কুন্দলে পানাই; উড়িয়া—শ্যালোপা; বা. গোল সাগু।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল ও রস।

বর্ণনা—গাছ ৩০-৪০ ফুট উচ্চ। পত্র ১০-২০ ফুট লম্বা ১০-১৫ ফুট চওড়া, পত্রিকা ৫-৬ ফুট লম্বা, বক্র ও অবনত। উপরের পত্রের গোড়া হইতে ফুল হয়, তৎপরে ক্রমে ক্রমে নীচে পুং ও স্ত্রীপুষ্প জন্মে। কাঁদি ৩-৫টী হয়, ১½ ফুট লম্বা। পুষ্পদণ্ড ক্ষুদ্র, শ্বেতবর্ণ, পুষ্পের পাপড়ী ⅓-½ ইঞ্চি গোলাকার। ফল ১-২টী, গোলাকার, ঈষৎ লালবর্ণ। ফলে ১-২টী বীজ হয়, বীজ সোজাভাবে থাকে। এপ্রিল মাসে ফুল ও আগষ্ট মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার রস গাঁজাইয়া বেশ মদ প্রস্তুত হয়। টাটকা তাড়ি প্রাতে ১ গ্লাস খাইলে বেশ বিরেচনের কাজ করে (Pharm. Ind.)। ইহার বীজ আধকপালে মাথা ধরায় প্রয়োগ হয়। পুরাতন গাছের মাইজ হইতে ব্যবসায়ের উপযুক্ত সাগু প্রস্তুত হয় বলিয়া বিবেচিত হয়। (Fig. 619.)

Genus—PHOENIX Linn.

620. P. sylvestris Roxb. (খেজুর)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iii, tt. 22 & 25; Griff. Palms of Brit. India 141 t. 228A.

Ref.—F. B. I., vi. 425, Roxb., F. I. iii, 787, B. P., ii, 1096; Prain, B. H., 293.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র জন্মে, সিন্ধুদেশের অরণ্যে বহু পরিমাণে দেখা যায়; বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, যশোহর, ২৪-পরগণায় অরণ্যের ধারে ও বাগানে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. খেজুর; হি. আলমা; তা. ইচুমপানাই; তে. ইথাণবেধী; কঙ্কন—হচালুমারা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, আঁটী ও শীকড়।

বর্ণনা—সোজা গাছ ৪০-৫০ ফুট উচ্চ, ৩ ফুট মোটা। কাষ্ঠ ফিকে ধূসরবর্ণ, বহির্ভাগ শক্ত, পত্রবৃন্ত গাছকে জড়াইয়া থাকে. পত্র দণ্ড ৬-৭ ফুট লম্বা, পত্র পক্ষাকার দণ্ডের উভয় দিকে হয়, সম্মুখে একটী পত্র থাকে। পত্রদণ্ডের মূলদেশে প্রায় ৪ ইঞ্চ লম্বা কাঁটা আছে, পত্রিকা ৬-১২ ইঞ্চ লম্বা ½-১ ইঞ্চি চওড়া। খেজুরের কাঁদি নিম্নে অবনত। খেজুর গাছ স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতীয়। খেজুর সমেত যে গাছ হয় উহা স্ত্রী জাতীয় গাছ, আর যে গাছের কাঁদিতে খেজুর হয় না তাহা পুরুষ গাছ। ফল ১-১½ ইঞ্চ লম্বা, গোলাকার, পাকিলে হরিদ্রা বর্ণ হয়, যখন সম্পূর্ণ ভাবে খেজুর পাকিয়া ওঠে তখন একটু লালবর্ণ হয়। ফলের উপরিভাগে শাঁস থাকে, বীজ অতিশয় শক্ত, বীজের মধ্যস্থল লম্বাভাবে বিভক্ত। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ফুল ও ভাদ্র আশ্বিন মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—খেজুর বলবর্দ্ধক। খেজুরের আঁটী গুঁড়াইয়া অপামার্গের শীকড়ের সহিত খাইলে বমন নিবারণ হয় (Dymock)।

খেজুর রস অতিশয় তৃষ্ণা নিবারক, খেজুরের মেথি গণোরিয়া ও মধুমেহ আরাম করে। ইহার শীকড় দাঁত বেদনা আরাম করে। (Fig. 620.)

621. P. dactylifera Linn. (পিণ্ড খেজুর)

Fig.—Lam. Ill. t. 897.

Ref.—F. B. I., vi, 425; Kur. For. Fl. ii, 541; Ic. Pl., Asiat. 244; Roxb. F. I., iii, 786.

জন্মস্থান—পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ, ও সিন্ধুনদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. সং. পিণ্ডখেজুর; তা. পেরিকচাকাই; তে. কঞ্জুক্কার।

ব্যবহার্য্য অংশ—রস, ফল, আঁটী।

বর্ণনা—সরল গাছ ১০০-১২০ ফুট উচ্চ হয়। গাছের গোড়ার চতুর্দ্দিকে বহু শীকড় জন্মে। পত্র ধূসরবর্ণ ও লম্বা। P. sylvestris অপেক্ষা ইহার পত্রের অগ্রভাগ অধিক সরু।

ফল ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, শাঁস অধিক হয়, খাইতে মিষ্ট। ভাল খেজুর মস্কট হইতে এদেশে আইসে, পারস্তের খেজুর অতি উৎকৃষ্ট।

একপ্রকার খেজুর আছে উহা ভারতের করমণ্ডল উপকূলে সমুদ্রের কিনারায় জন্মে, উহার লাটিন নাম P. faringifera Don. (Roxb. Cor. Pl., i. 56, t. 74; F. B. I., vi. 426). ইহার পক্ব ফল কৃষ্ণবর্ণ ও ফলে প্রায় শাঁস নাই। বিহারে এক প্রকার খেজুর জন্মে উহার গাছ ½-১ ফুটের অধিক উচ্চ হয় না, পত্র খেজুর-পত্রের (*P. acaulis.*) স্থায়। ফল ক্ষুদ্র, উজ্জল ও লোহিত বর্ণ। ফলে শাস আছে এই খেজুরকে ভুখজুর বলে। বসন্ত ও গরমে ফুল হয়, বর্ষা ও শরতে ফল পাকে।

Dr. Roxburgh অনেক পিণ্ড খেজুরের গাছ Royal Botanic Garden Calcuttaতে রোপণ করিয়াছিলেন, এবং উপযুক্ত পরিমাণ তদ্বির করা সত্বেও তিনি উক্ত গাছগুলি হইতে খর্জ্জুর উৎপাদন করিতে পারেন নাই। ফুল ধরিবার পূর্ব্বে অর্দ্ধেক গাছ মরিয়া যায়। অবশিষ্ট গুলিতে ফল হয় নাই।

ঔষধার্থে ব্যবহার—খেজুর স্নিগ্ধকর, শ্লেষ্মানিবারক, মৃদুবিরেচক, পুষ্টিকর এবং রসায়ণ। সর্দ্দি, হাঁপানী ও অপরাপর হৃদযন্ত্রের পীড়ায় খেজুর বড় উপকারী। ইহার আঠা উদরাময় ও জননযন্ত্রের যাবতীয় রোগে ব্যবহৃত হয়। খেজুরের আঁটী জলে ভিজাইয়া তাহার জল চক্ষে দিলে চক্ষুরোগ আরাম হয়। খেজুরের টাট্কা রস ধারক ও স্নিগ্ধকর।

খেজুর স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য রোগে হিতকর (Watt)।

খেজুরের জেলি, পিপুলচূর্ণ ও মধু যোগে সেবন করিলে হিক্কা আরাম হয় (সুশ্রুত)।

মধুর সহিত পিণ্ডখেজুর চাটিয়া খাইলে রক্তপিত্ত আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

খেজুর মূত্রকর ও বলকারক, বসন্ত ও জরের পর দুর্ব্বলতা থাকিলে খেজুর গব্যদুগ্ধ সহ পাক করিয়া সেবন করিলে দুর্ব্বলতা দূর হয়। খেজুরের রস মূত্রকর। ইহার জেলি প্রমেহ রোগে বিশেষ উপকারী। (Fig. 621.)

Genus—CALAMUS Linn.

622. C. viminalis Willd. (বড়বেত)

Fig.—Rumph. Herb. Amboin. v, t. 55; Fig. 2, (1750); Blume. Rumph., iii, t. 150, 163 (1847).

Ref.—F. B. I., vi, 441; Roxb., F. I., iii, 779; B. P., ii, 1099; Prain, H. H., 294; Jour. Bomb. Nat. Hist. Soc., xxv, 388 (1918).

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের প্রায় সকল স্থানে গ্রামের ধারে ও জঙ্গলে দেখা যায়। হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলায় স্থানে স্থানে জন্মে, কলিকাতা বোটানিক গার্ডেনে অনেক বেতগাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. বড়বেত ; সং. বেতস।

ব্যবহার্য্য অংশ—শীকড়।

বর্ণনা—সরল ভাবে জন্মে অথবা কখন কখন বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া বর্দ্ধিত হয়। কাণ্ড মোটা, পত্রিকা পক্ষাকার। বেতের পত্রে, পত্রদণ্ডে ও কাণ্ডের গায়ে ছোট ছোট বক্র কাঁটা আছে, পত্রের অগ্রভাগ সরু লম্বা কাঁটাযুক্ত পত্রবিহীন লেজের (flagella) বিশি। এই flagellaর অংশ যদি শরীরের মধ্যে যায় ত যে কোন স্থান দিয়া পাকিয়া বাহির হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। কাঁটা বাহির করিবার জন্য অস্ত্রোপচারের দরকার হয়। ফল গোলাকার, বীজ আয়তাকার ও মসৃণ। বর্ষায় ফুল ও পরে শরতে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বেত মধুর, কটুরস, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক এবং পিত্তপ্রকোপে ও রক্তপিত্ত রোগে ব্যবহার হয়। ইহার পত্র লঘুপাক, বায়ুবর্দ্ধক, কফ ও পিত্তদমনকারী। বেতের পত্র মল ও মূত্রকর, ইহার ডগী অগ্নিবর্দ্ধক, কফ ও বায়ুনাশক এবং শোথ ও মূত্ররোগে বিশেষ ব্যবহার হয়। ইহা প্রাথরী ও যোণী রোগে হিতকর। বেতের ফল পিত্তবর্দ্ধক, কফ ও রক্ত দুষ্টি রোগ-নাশক। (Fig. 622.)

623. C. tenuis Roxb. (ছাঁচিবেত)

Fig.—Griff. Palms. Brit. Ind. (1874) t. 193; A. B. C. (1850); Journ. Asiat. Soc. Bengal x, l, iii. p. 11 & 212; Annals. R. B. G. Calcutta xi, t. 94 (1908).

Ref.—F. B. I., vi, 447; Roxb., F. I., iii, 780; B. P., ii, 1099; Prain, H. H., 294; Journ. Bomb. Nat. Hist. xxv, 393 (1918).

জন্মস্থান—পূর্ব্ববঙ্গ, সুন্দরবন; বর্দ্ধমান, আসাম, সিঙ্গাপুর, মালাকা।

বিভিন্ন নাম—বা. ছাঁচিবেত।

ব্যবহার্য্য অংশ—শীকড়, রস, মূলের ক্বাথ ৫-১০ তোলা; শাখার অগ্রভাগের রস ১-২ তোলা।

বর্ণনা—লতানে উদ্ভিদ, কনিষ্ঠ আঙ্গুলের মত মোটা, গাছে কাঁটা আছে। পত্রিকা অনেক থাকে; ফল গোলাকার, বীজ মসৃণ। এই বেত কখন কখন ২০০-৩০০ ফুট লম্বা হয়। এইরূপ লম্বা জাতীয় বেতকে "rattan" বলে। জানুয়ারী হইতে এপ্রেল মাস অবধি ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কোমল বেত পাতা তিল তৈল মিশ্রিত জলে পাক করিয়া বিট লবনে সেবন করিলে উরুস্তম্ভ আরাম হয় (চরক)

নল ও বেতস মূলের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে পুরাতন জ্বর আরাম হয় (সুশ্রুত)।

মৃদু অগ্নিতে বেতস মূলের কাথ প্রস্তুত করিয়া যোনী প্রক্ষালন করিলে শ্লথ যোনী দৃঢ় হয় (চক্রদত্ত)।

কুড় ও ছাঁচি বেতস মূলের কাথ শীতল করিয়া পান করিলে কুকুর বিষ নাশ হয়। বেতস বলিলে ছাঁচিবেত এবং বেত বলিলে বড় বেত বুঝায়। বেত শ্বাস নাশ করে ও বেদনা দূর করে। বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও বেতসকে পঞ্চ বল্কল বলে। (Fig. 923.)

CXV. PANDANACEAE

Genus—PANDANUS

624. P. fascicularis Lam. (কেয়া)

Fig.—Roxb. Cor. Pl., i, tt. 94-96; Rheede, Hort. Mal., ii, t. 1-8. (1679).

Ref.—F. B. I., vi, 485; Roxb, Fl. I, iii, 738; B. P., ii, 1101; Watt, vi, Pt., i, 45; Dymock, iii, 535; Prain, II. H., 294.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, পারস্য ও আরব দেশ, বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র গ্রামের ধারে ও জঙ্গলে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. কেয়া, হি. কেওড়া, তা. জবনান চেদী, তে. মোগালি চেট্টু, সং. কেতকী, ছিন্নরুহ; কম্বন—ক্যাদেজ গিয়া; Eng. Screwpine.

ব্যবহার্য্য অংশ—কাণ্ড, পুংপুষ্পদণ্ড এবং বীজ, মাত্রা মূলধারে ২-৪ আনা পুংপুষ্পের কাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—স্ত্রী ও পুরুষভেদে কেতকী দুই প্রকার; পুং কেতকীকে সিত কেতকী এবং স্ত্রী কেতকীকে স্বর্ণ কেতকী বা হেম কেতকী বলে। ইহার ডাল হইতে গাছ হয়, কাণ্ড প্রায়ই বক্র হয়, গাছ বড় হইলে গাছের কাণ্ড হইতে নীচের দিকে বটের ন্যায় মোটা শিকড়ের ঝুড়ি বাহির হয়। ইহার পত্র লম্বা, পত্রের মূলদেশ কাণ্ডে জড়াইয়া থাকে; অগ্রভাগ সরু, কিনারায় করাতের ন্যায় কাঁটা আছে। কাণ্ড ১০-১২ ফুট লম্বা, অনেক শাখা প্রশাখা হয়। পত্র ৪-১২ ফিট লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি সরু। অবনত, মসৃণ ও সবুজবর্ণ। পুষ্প শ্বেতবর্ণ সৌগন্ধযুক্ত, একলিঙ্গ বিশিষ্ট। ফল ৬-৮ ইঞ্চি, লেবুরং বিশিষ্ট, পীতবর্ণ কিংবা ধূসরবর্ণ। ফল একত্রে ৫-২০টি হয়, ইহা কাঠের মত শক্ত, গোলাকার, পুং পুষ্পদণ্ড ছোট। মে হইতে জুন মাস অবধি ফুল হয়, আশ্বিন কার্ত্তিকে আনারসের মত লাল ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফুল বিষ্ণু ও শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়। স্ত্রীলোকেরা ইহার ফুল

ও পত্র কেশে পরিধান করে। কেতকী গাছ শিবের পক্ষে অতি ঘৃণার্হ, কথিত আছে যে শিব পার্ব্বতীর সহিত পাশাখেলায় পরাস্ত হইয়া, কেতকী বনে লুক্কায়িত থাকেন এবং সন্ন্যাস অবলম্বন করেন; ইহাতে পার্ব্বতী একটী ভীলকন্যার রূপ ধরিয়া কেশে কেয়াফুল পরিধান পূর্ব্বক কেয়াবনে শিবের ধ্যান ভঙ্গ করেন। শিব কুপিত হইয়া কেয়া গাছকে অভিসম্পাত করেন।

নির্ঘণ্টকারের মতে কেতকী তিক্ত, মিষ্ট ও শ্লেষ্মা নিবারক। ইহা কুষ্ঠ ও বসন্ত রোগে হিতকর। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে রসায়ণ বলিয়া উল্লেখ করেন। কেতকী কাষ্ঠের ছাই ক্ষত রোগে হিতকর। ইহার বীজ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্ষত আরাম করে। কেয়াফুল হইতে বেশ কেয়াখয়ের প্রস্তুত হয়।

কেতকী ফুলের পুষ্পদণ্ডের ক্ষার অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া তিল তৈল যোগে পান করিলে বাতজ গুল্ম আরাম হয় (চক্রদত্ত)

কেতকঃ কটুকঃ স্বাদুর্লঘুস্তিক্ত কফাপহঃ।
উষ্ণা তিক্তরসা জ্ঞেযাচক্ষুষ্যা হেমকেতকী। ভাবপ্রকাশ

কেতকী কটু, স্বাদু, লঘু, তিক্ত ও কফনাশক; ইহা উষ্ণা তিক্তরস এবং চক্ষুরোগ নাশক।

কেতকী হইতে আতর ও কেওড়ার জল এবং কেয়াখয়ের প্রস্তুত হয়।

কেতকী মূল দুগ্ধে পেষণ করিয়া সেবন করিলে গর্ভপাত নিবারণ হয়। ইহার তৈল ফোঁটা ফোঁটা কর্ণে দিলে কর্ণশূল আরাম হয়। দৌর্ব্বল্য ও মাথাধরায় কেতকীপুষ্প সেবন করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। কেতকী কামোত্তেজক ও নিদ্রাকর (R. N. Khori ii, 634)। (Fig. 624.)

CXVI. TYPHACEAE

Genus—TYPHA Linn.

625. T. elephantina Roxb. (হোগলা)

Fig.—Wien, xxxix, 165. t. 5. Fig. 10; Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 992, (1918.)

Ref.—F. B. I., vi, 489; Roxb., Fl. Ind. iii, 566; B. P., ii, 1102; Prain, H. H., 294.

জন্মস্থান—উত্তর, পূর্ব্ব ও মধ্য বঙ্গদেশে জন্মে। ইহা সচরাচর পুষ্করিণীর ধারে ও জলাভূমিতে দেখা যায়। সুন্দরবন, আসাম, বম্বে ও উত্তর পশ্চিম ভারতের জলাভূমিতে প্রচুর আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. হোগলা; সং. ইরাক; হি. পাতের রামবন; তে. জম্মু-এমিগেজানম্।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল ও মূল।

বর্ণনা—বর্ষজীবি জলাভূমিজাত উদ্ভিদ। পত্র ৬-১২ ফুট উচ্চ হয়, পত্রের গঠন স্পঞ্জের মত, ১-১½ ইঞ্চি বিস্তৃত, কিনারাগুলি ঢেউ খেলানো; ফুল সোজা ডাঁটার মত পুষ্পদণ্ডের উপর সরু ফুলের মত বেশনে আবৃত থাকে। পুং পুষ্পদণ্ড ৪-১২ ইঞ্চি; স্ত্রী পুষ্পদণ্ড পুং পুষ্পদণ্ড অপেক্ষা খর্ব্বাকৃতি ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা ¾-১ ইঞ্চি গোলাকার। শীতকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পাকা ফলের উপরিভাগস্থিত পালকের ন্যায় নরম পদার্থ ক্ষত ও দুষ্ট ক্ষতে ব্যবহার হয় উহা তুলার ন্যায় নরম। ইহার শিকড় মূত্রকর এবং পূর্ব্ব এসিয়ায় রক্ত আমাশয়, গনোরিয়া ও হাম রোগে ব্যবহার করে। (Pharm. Journ. September, 1888, pp. 180)। (Fig. 625.)

CXVII. ARACEAE

Genus—AMORPHOPHALUS Bl.

626. A. campanulatus Bl. (ওল)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., iii, t. 272; Bot. Mag., t. 2312; Wight, Ic., iii, t. 785, (1852).

Ref.—F. B. I., vi, 513; Roxb., F. I., iii, 509; B. P., ii, 1109, Dymock, iii, 546; Prain, H. H., 295.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের বহু স্থানে নদীর ধারে ও জঙ্গলের কিনারায় দেখা যায়; হুগলী হাওড়া জেলায় চাষ হয়। হাওড়া জেলার সাঁতরাগাছীতে ভাল ওল চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. ওল; সং. শূরণ, অর্শঘ্ন; তা. করুনা; তে, মূঞ্চকন্দ।

ব্যবহার্য্য অংশ—কন্দ; মাত্রা ½-৪ আনা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম, ইহার কন্দ হইতে বহু সংখ্যক শ্বেতবর্ণ শিকড় বাহির হয়। কন্দ কখন কখন দুই হইতে আড়াই ফুট গোলাকার হয়; পূর্ব্ব বৎসরের কাণ্ড হইতে গাছ বাহির হয়। গাছের ডাঁটা ১½-৩ ফুট লম্বা হয় কাণ্ডের উপরি ভাগে ছত্রাকার পত্র হয়। পত্র ফিকে সবুজবর্ণ। পত্র গোড়ার দিকে সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত হইয়া বৰ্দ্ধিত হয়, ইহা ১-৩ ফুট বিস্তৃত। ওলের ফুল উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট, পুং পুষ্প মধ্যে হয়; স্ত্রী পুষ্প নিম্নে হয়। পুং কেশর ঘনভাবে অনেক হয়; গর্ভাশয়ের মস্তক তিন ভাগে বিভক্ত কোষ বিশিষ্ট, বৃন্তহীন, ঘনভাবে আবদ্ধ। স্ত্রীকেশর দণ্ড লালবর্ণ কিংবা ঈষৎ বেগুনে, ⅓-¼ ইঞ্চি লম্বা। গর্ভকোষ ২ কিংবা ৩টী ভাগে বিভক্ত, বেগুনে কিংবা গাঢ় লালবর্ণ। ফল, ২।৩টী বীজ বিশিষ্ট লালবর্ণ। চাষ করা ওলে ও বনজাত ওলের এক নাম নহে, (বন্য ওলের নাম A. Sylvaticus (Dymock)। ইহা বাজারে মদন মস্ত নামে খ্যাত) বর্ষার প্রারম্ভে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ওলের কন্দ ও বীজ স্থানীয় প্রলেপ দিলে বাতের বেদনা ও ফুলা আরাম হয়। ওল উষ্ণ ও পেটফাঁপা নিবারক। ওলের টাটকা রস, সর্দ্দি নিবারক ও অতিশয় যন্ত্রনাদায়ক বাতে হিতকর। ইহা রক্তস্রাব নিবারক, অর্শনাশক বলিয়া ইহার আর একটী নাম অর্শঘ্ন। ওলের শিকড় ফোড়া ও চক্ষুরোগে হিতকর ও ধাতুকর (Lindley)।

ওলের সহিত গুড় ও আরও কয়েকটী সৌগন্ধযুক্ত দ্রব্য যোগে মোদক প্রস্তুত হয়। যথা—লঘুশূরণ মোদক, শূরণ পিণ্ডি ও শূরণ বটক প্রভৃতি। গোলমরিচ ১ ভাগ, আদা ২ ভাগ, চিতামূল ৪ ভাগ, ওল ৮ ভাগ ও মাতগুড় ১৬ ভাগ লইয়া একসঙ্গে মিশ্রিত করিয়া লঘুশূরণ মোদক প্রস্তুত হয়। এই মোদক প্রত্যহ প্রাতে ১ তোলা পরিমাণ ব্যবহার করিলে অর্শ ও অজীর্ণ আরাম হয়।

বন্য ওলের কন্দ ঘৃত ও মধু যোগে পেষণ করিয়া শ্লীপদে প্রলেপ দিলে উহা শীঘ্র আরাম হইয়া যায় (হারীত)।

ওল পোড়াইয়া ঘৃত ও মধু যোগে লেপন করিলে অর্ব্বুদ আরাম হয়। ওল পিষিয়া দন্তে প্রলেপ দিলে দন্তশূল এবং শূলরোগে ওল চূর্ণ সেবন করিলে শূল আরাম হয়।

হিন্দু বৈদ্য শাস্ত্রমতে ওল দুই প্রকার, এক প্রকার রক্তাভ শ্বেতবর্ণ অপরটী শুদ্ধ শ্বেতবর্ণ। রক্তাভ শ্বেতবর্ণ ওলই ঔষধে ব্যবহার হইয়া থাকে। বন্য ওল অতিশয় চুলকায়। অর্শ রোগে রক্তাভ বন্য ওল এবং ভোজনার্থে চাষ করা রক্তাভ ওল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ওল ১৬ ভাগ, বৃদ্ধদারক ১৬ ভাগ, তালমূলী ও চিতামূল প্রত্যেকটী ৮ ভাগ। পিপুলমূল, তালীশপত্র, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, বিড়ঙ্গ, শুঠ পিপুল, তেলা প্রত্যেকটী ৪ ভাগ, দারুচিনি, ছোট এলাচ ও মরিচ প্রত্যেকটী ২ ভাগ লইয়া চূর্ণ করিবে এবং উক্ত দ্রব্য গুলির দ্বিগুণ পরিমাণ গুড় যোগ করিয়া যে বটীকা হইবে উহাকে শূরণ বটক বলে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, বৃষ্যা, মেধা ও রসায়নী, ইহাদ্বারা অর্শ, গ্রহণী, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, প্লীহা, শ্লীপদ, শোথ, প্রমেহ ও ভগন্দর রোগ আরাম হয়।

Calcium oxalate এর সূচগুচ্ছ বন্য ওলের কোষে সন্নিহিত থাকায় ওল খাইলে গলায় উক্ত সূচ বিদ্ধ হইয়া গলা বন্ধ হয় ও যন্ত্রনা দেয়। কোন এসিড, নেবুর ও তেঁতুলের রস খাইলে সূচ গলিয়া যায় ও যন্ত্রনার আশু উপশম হয়। (Fig. 626.)

Genus—ACORUS Linn.

627. A. calamus Linn. (ঘোড়াবচ বা শ্বেতবচ)

Fig.—Griff. Ic. Pl. Asiat., 162; Rheede, Hort. Mal., xi, t. 48; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 1008.

Ref.—F. B. I., vi, 555; Roxb., F. I., ii, 169; Dalz & Gibs., Bombay Suppl. Pl., 96.

জন্মস্থান—ভারতের পার্ব্বত্য জলাভূমিতে জন্মে; সিকিম, মণিপুর, নাগা পাহাড় প্রভৃতি স্থানে ৩০০০ হইতে ৫০০০ ফিট উচ্চে বহু জন্মে ও চাষ হয়। শিবপুর ও দার্জ্জিলিং বোটানিক গার্ডেনেও চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. ঘোড়াবচ বা শ্বেতবচ; সং. বচা, উগ্রগন্ধ; তা. বাসম্বু; তে. বাস। Eng. Sweetflag.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল; মাত্রা ৪-৮ আনা; এক আনা মাত্রায় কফ নিবারক।

বর্ণনা—সৌগন্ধযুক্ত, নিম্নভূমিজাত ওষধি। ইহার মূলদেশ আদার মত ভূমধ্যে লতাইয়া যায় প্রশাখা মধ্যমা অঙ্গুলিবৎ। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, ½-১½ ইঞ্চি বিস্তৃত, উজ্জ্বল সবুজবর্ণ, অগ্রভাগ সরু, মধ্যস্থল মোটা, কিনারা সোজা অথবা ঢেউখেলান। মূলগাত্রে গাঁইট আছে। ফুলের গর্ভকেসরের মস্তক পীতবর্ণ। ফল লম্বা, উপরিভাগ মন্দিরের চূড়ার মত। বেহারের বহু স্থানে শ্বেতবচ জন্মে। বচ প্রধানতঃ দুই প্রকার, শ্বেত বচ, ঘোড়া বচ এবং অরুণ বচ। ভাবপ্রকাশে যে সুগন্ধা বচের উল্লেখ দেখা যায় পশ্চিমাঞ্চলের লোকে ইহাকে "কুলিঞ্জন" বলে। বঙ্গদেশে ইহাকে মহাবরী বচ বা অরুণ বচ বলিয়া থাকে। ভাবপ্রকাশ মতে সুগন্ধা বচই মহাবরী বচ; অতএব মহাবরী, আকবরী, কুলিঞ্জন ও সুগন্ধা বচ একই জিনিষ। বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বচ অল্পমাত্রায় পাচক ও অধিক মাত্রায় বমন কারক। বচের চূর্ণ ১½-২ আনা মাত্রায় দিবসে ২।৩ বার সেবন করিলে শ্বাস রোগ আরাম হয়। জয়পালের তৈল অধিক মাত্রায় সেবন করিয়া পেটব্যথা হইলে অন্তর্ধূমদগ্ধ বচের ক্ষার ২ আনা মাত্রায় সেবন করিলে পেট কামড়ানি আরাম হয়। শিশুর অজীর্ণ জন্য পেট ফাঁপিলে নাভির চতুর্দিকে বচের প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়। বিরেচক ও বলকারক ঔষধের সহিত বচ সেবন করিলে উহাদের শক্তি বাড়াইয়া দেয় (Watt, Dict. Econ. Prod. Ind. I, Pt. i, 99)।

বচ তিক্ত, বায়ুনাশক, বলকারক ও সৌগন্ধময়। ইহা বলপ্রদ ঔষধের সহিত সেবন করিলে কোষ্ঠবদ্ধ, কম্পজ্বর, পেটফাঁপা আরাম হয়। বচ অল্পজ্বর ও অপস্মার রোগে ব্যবহৃত হয়। আমবাতের ফুলায় বচের প্রলেপ হিতকর। বচ জলের সহিত পেষণ করিয়া কর্ণে দিলে কর্ণনাদ আরাম হয়। কাশ ও কফরোগে বচ হিতকর। বচ কৃমিনাশক, ধারক বলিয়া উদরাময় ও রক্ত আমাশয় রোগে ব্যবহৃত হয় (R. N. Khori, ii. 328)।

বচ, অতিবিষার ক্বাথ, অতিসার রোগে হিতকর। বচের সহিত মধুযোগে অপস্মারগ্রস্থ রোগীকে সেবন করাইলে অপস্মার আরাম হয়। বচ শিশুর গলায় বাঁধিয়া দিলে উহার পেঁচো পাওয়া ও অপরাপর বাল রোগ আরাম হইয়া যায় (সুশ্রুত)।

বচের রস কুড়চূর্ণ ও মধুযোগে সেবন করিলে উন্মাদ আরাম হয়। কাঁচা দুগ্ধ ও শীতল জল সমভাবে মিশাইয়া সেবন করিলে মূত্ররোধ জনিত উদরী রোগ আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

লবণ জলের সহিত বচচূর্ণ সেবন করিলে আমাশয়ের সহিত অজীর্ণ রোগ আরাম হয়। কফজ হৃদ্‌রোগে বচ ও নিমছালের ক্বাথ পান করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় ও বমন নিবারণ হয়। চর্ম্মরোগে শ্বেতবচের প্রলেপ দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়; শ্বেতবচ ও বিড়ঙ্গের ক্বাথে শিশুকে স্নান করাইলে কাউর আরাম হয় (বঙ্গসেন)।

বচের টুকরা মুখে রাখিলে মুখরোগ আরাম হয়। বচ, পেটফাঁপা, পেট বেদনা ও অজীর্ণ রোগের একটী বিশেষ ঔষধ, ইহা একজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর নাশক।

বচ কুইনাইনের সহিত সেবন করিলে অবিরাম জ্বর আরাম হয়। উদারাময় রোগে ইহা অপরাপর ঔষধের সহিত ব্যবহার করিলে উক্ত ঔষধগুলির ক্ষমতা বাড়াইয়া দেয় (Met. Med.)।

বচের শিকড়ের রস ও গরম জল ১½ আউন্স পরিমাণ দিবসে ৩ বার সেবন করিলে পেটফাঁপা আরাম হয়। বচের শিকড় জলে কিংবা Spiritএ বাটিয়া সেবন করিলে বুকে সর্দ্দিবসা ও সর্দ্দির টান কমাইয়া দেয়। কথিত আছে যে বচের গন্ধ সর্প ভালবাসে না, এই কারণে অনেকে বাটীর নিকটে বচ রোপণ করে এবং সাপুড়েরা সাপ খেলাইবার সময় বচ চর্ব্বণ করিয়া থাকে। বচ মুখে রাখিলে মুখ গরম হয় ও লালা নির্গত হইয়া সর্দ্দি কমিয়া আইসে (Surg. Maj. R. L. Dutt, Pabna)।

বচ, বমন কারক, আক্ষেপ নিবারক, পেটফাঁপা ও পেটের বেদনা নিবারক, উত্তেজক ও কীটনাশক। বমনকারক ঔষধরূপে ইহা (Ipecacuanha) অপেক্ষা অধিক মূল্যবান, যে সকল রোগে ইপিকাক আবশ্যক হয়, তাহার স্থানে বচ অধিক ফল প্রদান করে; মাত্রা ৩০ গ্রেণ পরিমাণ, কিন্তু ৩৫ গ্রেণের অধিক ব্যবহার করা উচিত নহে। হাঁপানীতে ১৫-২০ গ্রেণ ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেব্য এবং কেবল সর্দ্দিতে ১০ গ্রেণ পরিমাণ যথেষ্ট।

দগ্ধ বচ বালকদের উদরাময়ে একটি উৎকৃষ্ট ধারক ঔষধ, মাত্রা ৩ গ্রেণ পরিমাণ। বচের গুঁড়া জলের পোকা নাশ করে। জলে বচ ১ দিন কিংবা ২ দিন ভিজাইয়া সেই জলে মুরগীকে স্নান করাইলে উহার গায়ের পোকা মরিয়া যায়।

বচের শিকড়, হিঙ্গু, অতিবিষা, গোলমরিচ, আদা, হরিতকী, সৈন্ধব লবণ প্রত্যেকটি সমপরিমাণ লইয়া গুঁড়া ও মিশ্রিত করিয়া ½ ড্রাম পরিমাণ সেবন করিলে, অজীর্ণ রোগ আরাম হয় (চক্রদত্ত)। (Fig. 627.)

Genus—ALOCASIA Schott.

628. A. indica Schott (মানকচু)

Fig.—Wight, Ic., t. 794; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1603.

Ref.—F. B. I., vi, 525; Roxb., F. I., iii, 498; B. P., ii, 1111; Prain, H. H. 296.

জন্মস্থান— সমগ্র বঙ্গদেশে চাষ হয়; বরিশালে প্রচুর চাষ হয়; হুগলী, হাওড়া ও বর্দ্ধমান জেলায় চাষ হয় ও বাটীর সন্নিকটস্থ ভূমিতে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. মানকচু; স. মানক; হি. মানকন্দ।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, কন্দ ও পত্রবৃন্ত; কন্দচূর্ণ ½-১ তোলা।

বর্ণনা—মানের কন্দ মোটা ও খসখসে; কাণ্ড ৩-৮ ফুট লম্বা হয়; পত্র ২-৩ ফুট লম্বা; ডিম্বাকৃতি পত্রের বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি ও গোলাকার, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, পত্রের শিরা প্রায় ৮ যোড়া হয়। বোঁটা শক্ত ও লম্বা, পত্রের গোড়া কাণ্ডকে জড়াইয়া থাকে। মানপাতা সবুজবর্ণ। বর্ষার শেষে এবং শীতের প্রারম্ভে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পরিষ্কার মানের শুষ্ককন্দ ঔষধে ব্যবহার হয়। মান মৃদুবিরেচক ও মূত্রকর, ইহা অর্শ কিংবা কোষ্ঠবদ্ধতায় বিশেষ উপকার করে। মান শুষ্ক করিয়া গুঁড়া করিলে যে ময়দা হয় উহা শিশুদের পক্ষে একটী উৎকৃষ্ট খাদ্য। পুরাতন মান শোথরোগে হিতকর। মানের শিকড়ের ছাই মধুর সহিত সেবন করিলে চক্ষুরোগ আরাম হয়। পুরাতন মানচূর্ণ ½ তোলা, অর্দ্ধপোয়া গরম দুগ্ধের সহিত পান করিলে প্লীহা বৃদ্ধি আরাম হয় (চক্রদত্ত)। এবং ইহা সর্ব্বাঙ্গীন শোথের পক্ষে হিতকর।

মান অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম সরিষার তৈল ও সৈন্ধব লবণের সহিত ব্যবহার করিলে জিহ্বার জড়তা দূর হয় (চক্রদত্ত)। মানপাতার রস সঙ্কোচক ও রক্ত রোধক রূপে গৃহস্থেরা ব্যবহার করে। মানপাতা আগুনে সেকিয়া সেই রস কর্ণে দিলে কর্ণস্রাব নিবারণ হয়। মান অর্শ ও কোষ্ঠকাঠিন্যে বিশেষ আবশ্যকীয় ঔষধ। মান অতিশয় পুষ্টিকর।

পুরাতন মান হইতে মানমণ্ড প্রস্তুত হয়।

> পুরাণং মানকং পিষ্টা দ্বিগুণীকৃতং তণ্ডুলম্।
> সাধিতং ক্ষীরতোয়াভ্যামভ্যসেৎ পায়সন্তু তৎ।
> হন্তি বাতোদরং শোথং গ্রহণীং পাণ্ডুতামপি।
> সিদ্ধোভিগ্ভিরাখ্যাতঃ প্রয়োগোঽয়ং নিরত্যয়ঃ। (চক্রদত্ত)

পুরাতন মানের গুঁড়া ৮ তোলা, চাউলের গুঁড়া ১৬ তোলা, জল ও দুগ্ধ ৪৮ তোলা এইগুলি একত্রে সিদ্ধ করিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিবে। এই মণ্ড সেবন করাইলে গ্রহণী, পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ আরাম হয়। রোগীকে কেবল দুগ্ধ পান করিতে দিবে, জল দিবে না। (Fig. 628.)

Genus—COLOCASIA Linn.

629 C. Antiquorum Schott (কচু)

Fig.—Wight, Ic. t. 786; Rheede, Hort. Mal., xi, t. 23.

Ref.—F. B. I., vi, 523; Roxb., F. I., iii, 494; B. P. ii, 1112; Prain, H. H. 296.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়, বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, বৰ্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলায় ও চট্টগ্রামে চাষ হয়

বিভিন্ন নাম—বা. কচু; সং. কচ্ছী; তে. চেমা; তা. সেমাকালেন্থু।

ব্যবহার্য্য অংশ—কন্দ ও ডাঁটা।

বর্ণনা—কচুর কন্দ গোলাকার ও লম্বা, মূলদেশ হইতে চতুর্দ্দিকে আলুর ন্যায় কচু জন্মে, চট্টগ্রামের কচু অতি উৎকৃষ্ট, ইহার পত্রের গোড়া হৃৎপিণ্ডাকৃতি, অগ্রভাগ মোটা ও ক্রমশ সরু, ডাঁটা ২-৩ ফুট লম্বা হয়। কচুগাছ পুং ও স্ত্রী ভেদে দুই প্রকার হয়, কচুগাছ সাধারণত জলের কিনারায় ও আর্দ্র জমিতে জন্মে। ইহার কন্দ, পত্র ও পত্রদণ্ড মানুষে খায়। কচু কয়েক জাতীয় আছে। (1) C. nymphaeifolia Kunth (সার কচু) F. B. I., vi, 523; Roxb., F. I. iii, 495; B. P. ii, 1112; (2) Alocasia fornicata Kunth. (সোনাকচু) F. B. I., vi, 526; Roxb, F. I. iii, 501; Wight, Ic. t. 793; (3) A. cucullata Schott, (ভুঁইমান বা বিষমান) F. B. I., vi, 525; Wight, Ic. t. 787; Roxb., F. I., iii, 501. বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কচু ডাঁটার রস ধমনী হইতে রক্তস্রাব নিবারণ করে এবং কোন স্থান কাটিয়া যাইলে কচুর আঠা দিলে ক্ষত আরাম হয় (Pharm, Ind.)। কচুর আঠা কানের পুঁজ ও বেদনা নিবারণ করে এবং লবণের সহিত ইহা কুচকী ও বাগিতে দিলে উহা বসিয়া যায়। কচুর রস মৃদু বিরেচক এবং অর্শরোগে হিতকর; ইহা বোলতা ও বিছার বিষের প্রতিষেধক ঔষধ। (Fig. 629.)

Genus—PISTIA Linn

630. P. stratiotes Linn. (টোকাপানা)

Fig.—Roxb., Cor. Pl. iii t. 268; Rheede, Hort. Mal, xi, t. 32; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 993.

Ref.—F. B. I., vi, 497; Roxb., F. I., iii, 131; B. P. ii, 105; Prain, H. H. 294.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের পুকুরে সচরাচর দেখা যায়। ইহা এসিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা দেশে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. টোকাপানা; হি. জলকুম্ভী; সং. জলোদ্ভূতা, কুম্ভিকা; তা. আগসাতামারাই; তে. আনটেরী-টামার।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ। মাত্রা—রস ১-২ তোলা; কাথ—৪-১০ তোলা।

বর্ণনা—ভাসমান কাণ্ডহীন উদ্ভিদ; পত্র ১½-৪ ইঞ্চি লম্বা, মস্তক গোলাকার ও মোটা, কোমল লোমযুক্ত। পুং পুষ্পদণ্ড বৃন্তহীন, স্ত্রী পুষ্পদণ্ড এক একটী, গর্ভাশয় ঝিল্লীযুক্ত, ইহাতে কয়েকটী বীজ থাকে। বীজ লম্বা। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষার শেষে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা স্নিগ্ধকর এবং অনেক রোগের উপশম কারক। ইহার পত্র পেষণ করিয়া অর্শে প্রলেপ দেয় (Ainslie)। পানার ছাই বড় বড় কৃমি নাশের জন্য ব্যবহার হয়।

ইহার পাতা বাটিয়া পুলটিসের মত করিয়া ক্ষতস্থানে দিলে ক্ষতের পোকা মরিয়া যায়। ইহা নারিকেল-দুগ্ধ ও চাউলের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়। পানা গোলাপ জল ও চিনির সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে হাঁপানী ও সর্দ্দিতে বেশ কাজ করে, ইহার শিকড় মৃদু বিরেচক (Rheede, Ainslie)।

ইহার ছাই ফিতার ন্যায় কৃমিনাশক, ভারতের অনেক স্থানে ইহাকে পানা (Salt) বলে। (Fig. 630.)

Genus—SCINDAPSUS Schott.

631. S. officinalis Schott (গজপিপুল)

Fig.—Wight, Ic. t. 781; Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 1005.

Ref.—F. B. I., vi, 541; Roxb., F. I., i, 431; Prain, B. P., ii, 1114; Dymock, iii, 543.

জন্মস্থান—হিমালয়, সিকিম, চট্টগ্রাম, ব্রহ্মদেশ, সমগ্র বঙ্গদেশ এবং সিওয়ালিক পাহাড়ে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. গজপিপুল; সাঁওতাল দারিঝাপাক; তা. আত্তি চিপ্পালী; তে. এনুগা পিপ্পালু।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, ছাল।

বর্ণনা—বনজাত বৃক্ষারোহী উদ্ভিদ্। কাণ্ড ১ ইঞ্চি কিংবা অধিক মোটা হয়। পত্র ৫-১২ ইঞ্চি লম্বা, ২½-৩ ইঞ্চি বিস্তৃত, গাঢ় সবুজবর্ণ, ডিম্বাকৃতি, ডাঁটার দুইদিকে একটির পর একটি পত্র হয়। পত্রের বৃন্তদেশ প্রায় গোলাকার অথবা হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ডাঁটা ২-৬ ইঞ্চি লম্বা। ফল শাঁসযুক্ত, ডিম্বাকৃতি কিংবা মৎস্যাকার প্রায় ৬ ইঞ্চি লম্বা। বীজ ডিম্বাকৃতি ও হৃৎপিণ্ডাকৃতি দেখিতে শনের বীজ অপেক্ষা একটু বড়, ধূসরবর্ণ, ইহার ভিতর তৈলময় শ্বেতবর্ণ শাস থাকে। ইহার পত্র শাকের ন্যায় তরকারী করিয়া খাইয়া থাকে। নির্ঘণ্টকার ইহার

পাকা ফলকে গজপিপ্পলী বলেন। ইহার ফলগুলি ১ ইঞ্চি পরিমাণ এবং ½ ইঞ্চি মোটা দেখিতে ধূসরবর্ণ ও গন্ধহীন। ফলের মধ্যে শাস ও বীজ থাকে, ইহা জলে ভিজাইলে ফুলিয়া ওঠে ও নরম হয়। বর্ষাকালে ফুল হয়, জানুয়ারী মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শুষ্ক ফল উত্তেজক, ঘর্ম্মকর ও কৃমিনাশক (Pharm Ind.)। সংস্কৃত লেখকেরা ইহাকে পেটফাঁপা-নিবারক, উদরাময় ও হাঁপানী রোগে হিতকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সাঁওতালেরা ইহার ফল বাতে পুলটিস রূপে ব্যবহার করে (Rev. A. Campbell)।

বঙ্গদেশে ও মেদিনীপুর জেলায় গজপিপুলের চাষ হয়। ফল শুষ্ক করিয়া পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভারতে গজপিপুল রূপে বিক্রয় করে। কোচবেহারে এক প্রকার গাছ আছে, উহার ফল দেখিতে ইচড়ের ন্যায়, তদ্দেশীয় লোকে ইহাকে গজপিপুল বলে। চৈ গাছের সহিত গজপিপুল গাছের অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ আছে এবং সংস্কৃত লেখকগণের মতে (Piper chaba) গাছের ফলই গজপিপুল নামে খ্যাত যথা "চবিকায়াঃ ফলং প্রাজ্ঞৈঃ কথিতা গজপিপ্পলী।" Dr. Roxburgh লিখিত Drawingএ চৈ ও গজপিপ্পলী গাছ ভিন্ন বলিয়া দেখা যায়; Sir. J. D. Hroker এবং Sir. David Prainএর পুস্তকে চৈ ও গজপিপ্পলী ভিন্ন গাছ বলিয়া লিখিত আছে এবং তাহাদের Familyও ভিন্ন। এই সকল সিদ্ধান্ত হইতে মনে হয় যে চৈ ও গজপিপ্পলী এক গাছ নহে এবং চৈ এর ফল গজপিপ্পলী নহে, যদিও উভয় গাছের পাতার আকৃতি এক প্রকার। চৈয়ের ফল অপেক্ষা গজপিপ্পলীব ফল বড়। (Fig. 631.)

Genus—TYPHONIUM Schott.

632. T. trilobatum Schott (ঘেঁটকচু)

Fig.—Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 998; Journ. & Proc. Asiat. Soc. Bengal. New. Ser. x. t. 32 (1914).

Ref.—F. B. I., vi, 509; Roxb., F. I., iii, 503; B. P., ii, 1107; Basu, Man., Ind, Bot. 118.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, নিম্নব্রহ্ম, দাক্ষিণাত্য।

বিভিন্ন নাম—বা. ঘেঁটকচু; তা. করুনাইক কিসাঙ্গু; কন্দ গাজ্ঞা।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—মূল প্রায় গোলাকার, ৫-১২ ইঞ্চি। পত্র তিন অংশে বিভক্ত। পত্রবৃন্ত ফুল ও পুষ্পদণ্ড ১-৪ ইঞ্চি লম্বা। পাপড়ী ১-৪ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের আচ্ছাদন ৩-১২ ইঞ্চি লম্বা, বিস্তৃত

অভ্যন্তর লাল ও বেগুণে, প্রায় চেপ্টা উপরিভাগ মোটা নহে। গর্ভাশয় ক্ষুদ্র। বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় অতিশয় ফিরফিরে, ইহা পুলটিশে ব্যবহার হয়। বিষাক্ত সর্পে কামড়াইলে ক্ষতস্থানে ইহার প্রলেপ দিলে সর্পবিষ নষ্ট হইয়া যায়। ইহা অতিশয় উত্তেজক। খাদ্য হিসাবে ইহা পেটবেদনা নাশক ও রক্তস্রাব নিবারক। (Fig. 632.)

CXVIII. CYPERACEAE.

Genus—KYLLINGA Rottb.

633 K. triceps Rottb (শ্বেতগোথুবি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal. xii, t. 52; Kritikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 1001; Lamarck, Ill. i, t. 38; Fig. 2 (1791); Rottb, Descr. Ic. Nov. Pl. t. 4, 1773.

Ref.—F. B. I., vi, 587; Roxb., F. I., 181; B. P. ii, 1135; Prain, H. H., 300.

জন্মস্থান—পশ্চিম ভারত, সিন্ধুদেশ, ব্রহ্মদেশ সমগ্রবঙ্গে দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া জেলার পতিত নিম্নভূমিতে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. শ্বেতগোথুবি; সং. নির্বিষ; মারহাট্টা মুস্ত।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—ইহার পত্র কাণ্ডের সমান। কাণ্ড ১-৬ ইঞ্চি লম্বা। পুং পুষ্পদণ্ড লম্বা, প্রায় তিনটি হয় কখন বা একটি হয়। পুংকেশর ২টি। ফল লম্বাকৃতি, পীতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, অতিশয় চেপ্টা, ১/১৬ ইঞ্চি লম্বা স্ত্রীকেশর ২টি। ইহার শীর্ষ মুথা ঘাসের ন্যায়। বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শ্বেত গোথবি সর্পবিষের প্রতিষেধক। (Fig. 633.)

634. K. monocephala Rottb (গোথুবি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xii, t. 53; Rumph. Ambo. vi, t. 3. Fig. 2 (1753); Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 1001 B; Clarke, Cyperac. t. 2 (1909).

Ref.—F. B. I. vi, 588; Roxb., F. I., i, 180; B. P., ii, 1135; Prain, H. H., 300.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, কুমায়ুন ও সিকিম।

বিভিন্ন নাম—বা. সং. নির্ব্বিষা।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—ইহার কাণ্ড লোমযুক্ত, ২-১২ ইঞ্চি লম্বা। পত্র কাণ্ড অপেক্ষা ক্ষুদ্র; পুষ্পদণ্ড এক একটি হয়, কখন বা ২।৩টি জন্মে ও মধ্যস্থলেরটী ½-¾ ইঞ্চি, পার্শ্বের গুলি ক্ষুদ্র। ফল ঈষৎ লম্বা ডিম্বাকৃতি, ফিকে লাল ও ধূসরবর্ণ; স্ত্রীকেশর ফল অপেক্ষা লম্বা ও ছোট। এই গাছও দেখিতে মুথার স্থায়। ফুল হয় বর্ষা ও শরৎ কালে, পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—নির্ব্বিষা সর্প বিষের প্রতিষেধক বলিয়া সংস্কৃত লেখকগণ বর্ণনা করিয়াছেন।

Dr. Rheede, বলেন K. triceps & K. manocephalaর গুণ সমান, প্রথমোক্তটিকে পোর্টুগীজেরা "ককুইনা" বলিত। মালাবার দেশে ইহার শিকড় জ্বরে পিপাসা নিবারণের জন্য ও বহুমূত্র রোগে ব্যবহার করে। Dr. Irvine বলেন যে কাশ্মীর দেশে ইহা Zedoaryর তুল্য বলিয়া ব্যবহার হয়। Dr. Roxburgh বলেন যে বঙ্গদেশে ইহা সর্পবিষের প্রতিষেধক রূপে ব্যবহার হয়। ইহার গন্ধ ও অপরাপর গুণ C. rotundus (মুথা)এর তুল্য। (Fig. 634.)

Genus—JUNCELLUS Kunth.

635 J. inundatus Clarke (পাতি)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1009 (1918).

Ref.—F. B. I., vi, 595; Roxb., F. I., i, 201, B. P., ii, 1138; Prain, H. H., 300.

জন্মস্থান—আর্দ্রভূমিতে, ধান্যক্ষেত্রে ও সুন্দরবনে বহুপরিমাণে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. পাতি।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, শীতকালে মরিয়া যায় আবার বর্ষা আসিলে ইহার মূল হইতে গাছ বাহির হয়। গাছ কখন কখন ২-৪ ফুট উচ্চ হয়। পত্র মুথা ঘাসের পাতার স্থায়। পুষ্পদণ্ড সূক্ষ্ম লোমযুক্ত সোজা; ইহার প্রশাখা ½-¾ ইঞ্চি। ফল একটু লম্বা, চেপ্টা ও মসৃণ। বর্ষা ও শরৎকালে ফুল পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল জ্বরনাশক ও উত্তেজক (Irvine), (Fig. 635.)

Genus—CYPERUS Linn.

636. C. scariosus R. Br. (নাগরমুথা)

Fig.—Clarke, Ill. Cyperac. t. 16 ; Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 1010 ; Journ. Linn. Soc. Bot. xxi, t. 3 ; Fig. 22 (1884)

Ref.—F. B. I., vi, 612 ; Roxb., F. I., i, 198 ; B. P. ii, 1144 ; Prain, H. H., 302.

জন্মস্থান—সুন্দরবন, পেগু, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান জেলায় দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. নাগরমুথা ; সং. নাগরমুস্তক ; তা. মুথাকচ ; তে. টুঙ্গো-গাদ্ধালা বিম।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় ও মূল। মূলচূর্ণ, ২-৪ আনা ; কাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—লম্বা সূক্ষ্ম লোমযুক্ত নরম ঘাস, ½-২ ইঞ্চি, ইহার কাণ্ড পত্রের দ্বারা আবৃত। কখন কাণ্ড ১৬-৩৬ ইঞ্চি লম্বা হয়, উপরিভাগ নরম। পত্র সবগুলি সমান হয় না। পুষ্পদণ্ড সরু ও লম্বা, কখন ৩ ইঞ্চি, কখন বা ½ ইঞ্চি অপেক্ষা বড় হয় না। ইহার মূল শক্ত এবং ঈষৎ লালবর্ণ এবং গন্ধ শ্বেত বচের মত। এই মুথা জলে জন্মে, কখন দেশের পুকুর ও ঝিলে জন্মে। মারহাট্টা ভাষায় ইহাকে "লাবালা" বলে ; ইহা ইংরাজী Rush নামের তুল্য। আদ্র জমিতেও ইহা বেশ জন্মে। মূল অঙ্গুলিবৎ, ইহার গায়ে কৃষ্ণবর্ণ লোম আছে। বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ মুথার তুল্য। পারস্য দেশীয় চিকিৎসকগণ ইহাকে মুথা অপেক্ষা অল্পগুণসম্পন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নাগরমুথা গোলক, আদা ও হরিতকী প্রত্যেকটি ২ তোলা পরিমাণ গুঁড়া করিয়া, ৫ ভাগ করিবে এবং প্রত্যহ এক একটি ভাগের কাথ মধু ও পিপুলের সহিত পান করিলে জর আরাম হয়।

নাগরমুথা, মোচারস (শিমুল আঠা), লোধ্র, ধাইফুল (Woodfordia floribunda), অপক্ক বেল এবং ইন্দ্রযব (কুরচিবীজ) এইগুলি সমপরিমাণ গুঁড়া করিয়া ঘোল ও মাতগুড়ের সহিত ৬ মাষা মাত্রায় সেবন করিলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়।

মুথার মূল পেটের দোষ নিবারক এবং ইহা কেশ ধৌত করিবার জন্য ব্যবহার হয়। মুথা ঘর্ম্মকর ও মূত্রকর। ইহার মূল উগ্র এবং ধারক, ইহা অতিসার রোগে প্রয়োগ হয় এবং কাথ উপদংশ এবং গণোরিয়া রোগ নিবারক (Watt, Dict. Econ. Prod. Ind. III Pt. ii, 687)। (Fig. 636.)

637. C. rotundus Linn. (মুথা)

Fig.—Rumph, Herb. Amboin. vi, t. 1 ; Fig. 1,1750 ; Journ. Linn. Soc. Bot. xxi, t. 2, Fig. 16 (1886) ; Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 1011.

Ref.—F. B. I., vi, 614; Roxb., F. I., i, 197; B. P., ii, 1145; Dymock, iii, 552; Watt, ii, Pt. ii. 686; Prain, H. H., 302.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে জন্মে; বাঙ্গলা দেশে উচ্চ জমিতে এবং পতিত স্থানে ও রাস্তার ধারে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. মুথা; সং. মুস্তক, তা. কোরাই; তে. তুঙ্গমুস্তি; মালাবার বিম্বল; Eng. Nutgrass.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল। মাত্রা মূলচূর্ণ, ২-৪ আনা; কাথ, ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ, সচরাচর বালুকাময় জমিতে জন্মে। মূলের উপরিভাগ সরু, ½-১ ইঞ্চি মোটা, কৃষ্ণবর্ণ ও সৌগন্ধযুক্ত, মূলে সরু সরু শিকড় আছে। মূলদেশ হইতে মুকুল বাহির হইয়া নূতন গাছ জন্মিয়া থাকে। পত্র লম্বা, পুষ্পদণ্ড গাছের অগ্রভাগ হইতে বাহির হয়, ফুলের মস্তকে ১০-২০টী শাখাপ্রশাখা হয়, উহা দেখিতে ফিকে অথবা লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ ও অতিশয় নরম। পুংকেশর ৩টী, স্ত্রীকেশব লম্বা ও সরু। ফল লম্বাকৃতি। ফুল ও ফল বৎসরের প্রায় সকল সময়েই হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মুথা মূত্রকর, ঘর্ম্মকর, ধারক, উগ্র পেটবেদনা-নিবারক ও জ্বর-নাশক। টাট্‌কা মুথা বাটিয়া বক্ষে প্রলেপ দিলে প্রসূতির দুগ্ধ বাড়িয়া থাকে। আরব ও পারস্য দেশীয় বৈদ্যদের মতে ইহা মূত্রকর, ঋতুকর ও ঘর্ম্মকর। জ্বর ও অজীর্ণ রোগে মুথা অতিশয় হিতকর। মুথা ১ আউন্স সেবন করিলে ক্রিমিনাশ হয়। বিছা ও বোল্‌তা কামড়াইলে দষ্টস্থানে মুথার রস দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। মুথা শোথনাশক বলিয়া কথিত আছে।

বালা ও মুথার কাথ অতিসার রোগে হিতকর। মুথাচূর্ণ ও মরিচচূর্ণ মধুসহ সেবন করিলে কফ ও পিত্তজ কাস আরাম হয় (চরক)।

বিড়ঙ্গ ও কৈবর্ত্ত মুথা অথবা মুথাচূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে কফজনিত বমন আরাম হয় (চরক)।

মৌস্তং কষায়মেকং বা পেয়ং মধুসমাযুতম্। (সুশ্রুত)

২০টী মুথা, দেড়পোয়া জল, ছাগদুগ্ধ অর্দ্ধপোয়া ইহাদের কাথ, দুগ্ধমাত্র অবশেষ থাকিতে পান করিলে আমাশয় ও তজ্জনিত পেটবেদনা আরাম হয়। মুথার কাথ মধুসহ পান করিলে পক্কাতিসার আরাম হয় (সুশ্রুত)।

মুথা গব্যঘৃত যোগে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অস্ত্রাদিদ্বারা ক্ষত একেবারে আরাম হয়। (চক্রদত্ত)

উত্তর দিকস্থ মুথার মূল তুলিয়া সবর্ণবৎস্যা গরুর (যে গরু বাছুর সমান বর্ণ) দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে অপস্মার আরাম হয় (বঙ্গসেন)।

বৈদ্যশাস্ত্রে মুথা ৪ প্রকার, যথা নাগর মুস্তক, কৈবর্ত্ত মুস্তক, ভদ্র মুস্তক ও সাধারণ মুস্তক। ভদ্র মুস্তক মুস্তকেরই অপর নাম। কৈবর্ত্ত মুস্তক জলে জন্মে, নাগর মুস্তক অপেক্ষা ইহার কাণ্ড লম্বা ও ত্রিকোণবিশিষ্ট।

মুথা, রক্তচন্দন, উষীর শিকড় (Andropogon muricatus); পর্পট (Oldenlandia herbacea), বালা (Pavonia odorata) শুঁট প্রত্যেক ১ ড্রাম পরিমাণ, জল দুই সের সিদ্ধ করিয়া অবশেষ ১ সের এই কাথ পান করিলে জ্বরে পিপাসা এবং অতিরিক্ত উত্তাপ বিনষ্ট হয়। ইহাকে ষড়ঙ্গ-পানীয় বলে।

মুস্তক-পর্পটোশীর-চন্দনোদীচ্যনাগরৈঃ।
শতশীবং জলং দদ্যাৎ পিপাসা-জ্বর-শান্তয়ে ॥ (Fig. 637.)

Genus—SCIRPUS

638. S. grossus Linn. (কেসুর)

Fig.—C. B. Clerke, Illus. Cyper. t. 49; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1013.

Ref.—F. B. I., vi, 660; Roxb., F. I., i, 231; B. P., ii, 1160; Prain, H. H., 306.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, পশ্চিম বঙ্গ, হুগলী, হাওড়া বর্দ্ধমান জেলার জলাভূমিতে ও মাঠের পুকুরের কিনারায় দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. কেসুর; সং. কসেরু; তে. গুণ্ডা-তিঙ্গা; মালাবার—কশব।

ব্যবহার্য্য অংশ—কন্দ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী জলীয় অথবা নিম্নভূমি জাত ওষধি। মূলদেশ মোটা, সরু সরু কৃষ্ণবর্ণ শিকড়ে আচ্ছাদিত; কাণ্ড ৬-১৬ ইঞ্চি, অঙ্গুলিবৎ মোটা; পত্র অতি অল্প হয়। ইহার পত্র মুথার ন্যায়। পুষ্পমঞ্জরী বড়, ৩ ফুট লম্বা, ½-⅙ ইঞ্চি বিস্তৃত। ফল 1/16 ইঞ্চি গাঢ় ধূসরবর্ণ, কিংবা কৃষ্ণবর্ণ। কেসুর ২ প্রকার, একটীর মূল বড় ও মোটা, আর একটির মুথার ন্যায় ছোট। বড় কেসুরেরই গুণ অধিক। ছোট কেসুরের লাটিন নাম S. Grossus, Var. Kysoor Clarke।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কেসুর ধারক, উদারাময় ও বমন রোগে হিতকর (Dymock)। ইহার স্নিগ্ধকর গুণ আছে। কেসুর পেষণ করিয়া গব্যঘৃত যোগে ফোড়ায় প্রলেপ দিলে ফোড়া আরাম হয় (চরক)। বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

কেসুর ও যষ্টিমধু চূর্ণ বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া বৃষ্টির জলে সিক্ত করিয়া চক্ষে দিলে রক্তাভিষ্যন্দ আরাম হয় (সুশ্রুত)। (Fig. 638.)

CXIX. GRAMINEAE

Genus—ANDROPOGON Linn.

639. A. squarrosus Linn. (বেনা, খসখস)

Fig.—Griff., Ic. Pl. Asiat. t. 57 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1015B. (ইহার আধুনিক নাম Vitiveria zizanoides Nash).

Ref.—F. B. I., vii, 186 , Roxb., F. I., i, 265 ; B. P. ii, 1204 ; Prain, B. H., 317.

জন্মস্থান—করমণ্ডল উপকূল, উত্তর ব্রহ্ম এবং বঙ্গদেশের বালুকাময় নদীর ধারে ও নিম্ন স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. বেনাঘাস, খসখস ; সং. উশীর, বীরণ।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় এবং সমগ্র ঘাস। ক্বাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—কাণ্ড ২-৫ ফুট, অতিশয় সৌগন্ধযুক্ত, শীকড় দেখিতে হংসের পালকের মত। পত্র ১-২ ফুট, সরু, অগ্রভাগ লম্বা। পত্র ধূসরবর্ণ, সবুজ ও পীতবর্ণ ১/৬-১/৪ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা। ইহার শীকড় গ্রীষ্মকালে দরজায় ঝুলাইয়া রাখে ও ইহাতে জল দিলে ঘর শীতল হয়। বর্ষাকালে ফুল পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার রস শান্তিকর ও পিপাসা নিবারক। ইহা হইতে অনেক স্নিগ্ধকর ঔষধ প্রস্তুত হয়।

খসখসের শীকড় বাটিয়া গায়ে লাগাইলে শরীরের জ্বালা নিবারিত হয় ও উত্তাপ দূর হয়।

বেনার মূল, বালা, রক্তচন্দন কাষ্ঠ ও পদ্মকাণ্ড পেষণ করিয়া এক বালতি জলে মিশাইয়া স্নান করিলে শরীরের শান্তি হয় (W. C. Dutt.)।

বেনার শীকড়ের পিষ্টরস জ্বরনাশক এবং ইহার গুঁড়া পিত্তবিকৃতিতে অতি হিতকর ঔষধ। বেনা উত্তেজক, ঘর্ম্মকর ও উদরাময় নাশক। বেনার Otto জ্বর নাশক ও বলকারক, ইহার শীকড় জলের সহিত বাটিয়া শরীরে মর্দ্দন করিলে শরীরের শান্তি হয় ও অবসাদ দূর হয়।

খসখস আক্ষেপনিবারক, ঘর্ম্মকর, মূত্রকর, ধাতুকর, মাত্রা শিকড়ের গুঁড়া ২০ গ্রেণ।

খসখসের Otto দুই মিনিম মাত্রায় সেবন করিলে কলেরার বমন নিবারণ করে।

বেনার শীকড় সিগারেটের ন্যায় খাইলে মাথাধরা আরাম হয় (Watt), উশীর এবং শ্বেতচন্দন সমভাগে তণ্ডুলোদকে পেষণ করিয়া শর্করা সহ পান করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয়। ছোলা ভিজান জলে বেনামূল ও ধনে একরাত্রি ভিজাইয়া প্রাতে পান করিলে বমন নিবারণ হয় (চরক)। (Fig. 639.)

640. A. nardus Linn. (গন্ধবেনা)

Fig.—Royle, Ill. t. 97; Bentl. & Trim. Med. Pl., iv, t. 297; Kirtikar & Basu, Ind. Med., Pl., t. 1017.

Ref.—F. B I., vii, 206; Roxb., F. I., i. 274; B. P., ii, 1203; Prain, H. H., 316. ইহার আধুনিক নাম Cymbopogon Nardus Rendle.

জন্মস্থান—উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাবের সমতল ভূমি এবং পাহাড়ের নিম্ন ভূমিতে সাধারণতঃ জন্মে; সিঙ্গাপুর ও সিংহলে Citronella তৈলের জন্য বহু পরিমাণে চাষ হয়। বঙ্গদেশের অনেক বাগানে চাষ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. গন্ধবেনা; হি. সুগন্ধারস; সং. রোহিষ; তামিল সাকনারু-পিল্লু; মা. রোহিষ-গাবাত। Eng. Lemon Grass.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—ইহার সৌগন্ধযুক্ত পত্রের জন্য বঙ্গদেশের বাগানে চাষ করে। আসল গন্ধবেনার মূলদেশ শক্ত, কাণ্ড লম্বা ও শক্ত, পত্র লম্বা ও সরু; পুষ্পদণ্ড ৪-৫ জোড়া হয়। এই ঘাসের গন্ধ অতিশয় মনোহর। ইহার অপর সংস্কৃত নাম সুরাদা এবং গন্ধতৃণ, ইহার মূল ও পত্রে গোলাপের ন্যায় গন্ধ আছে, কোন কোন স্থানে ইহাকে গুলাব কাঁড়া বলে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—গন্ধবেনা সৌগন্ধযুক্ত, উত্তেজক এবং পিত্ত দমনকারক ও শ্লেষ্মাজনিত রোগে হিতকর। General Martin টিপু সুলতানের রাজত্ব কালে এই গাছ ভারতে আনয়ন করেন, সর্ব্ব প্রথমে লক্ষ্ণৌ নগরে ইহার চাষ হয় তৎপরে Dr. Roxburgh এই ঘাসের বীজ আনিয়া শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে চাষ করেন। Dr. Ainslie ইহাকে ginger grass বলেন। এই ঘাসের পিষ্টরস উদরাময়ের পক্ষে হিতকর এবং ইহা হইতে যে Essential oil প্রস্তুত হয় উহা বাতের পক্ষে বিশেষ হিতকর।

খান্দেশ দেশীয় লোকে এই ঘাসকে সতিয়া বলে। এই ঘাস ভারতের খান্দেশ নামক স্থানে প্রচুর উৎপন্ন হয়; তদ্দেশীয় লোকেরা এই ঘাস চোয়াইয়া তৈল প্রস্তুত করে, এই তৈল অধিক দামে বিক্রয় হয়। ৩১৩ পাউণ্ড ঘাস হইতে প্রায় ১½ পাউণ্ড তৈল পাওয়া যায়। ব্যবসায়ীরা এই তৈলের সহিত বাদাম, তার্পিন ও মসিনার তৈল ভেজাল দিয়া থাকে। কখন কখন এই ঘাস চোয়াইবার সময় উহার সহিত গোলাপ ফুল মিশ্রিত করিয়া তৈলকে সৌগন্ধযুক্ত করিয়া গোলাপী আতর বলিয়া বিক্রয় করে। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়। (Fig. 640.)

641. A. schoenanthus Linn. (অগ্যঘাস)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1015A; Duthie, Ill. Fodd. Grasses t. 26 (1886); Wall., Pl. Asiat. Rar., iii, 280 (1832).

Ref.—F. B. I., vii. 204; Roxb. F. I., i, 277; B. P., ii, 1203; Prain, H. H., 316. ইহার আধুনিক নাম Cymbopogon Martini Wats.

জন্মস্থান—পাঞ্জাব, দাক্ষিণাত্য, মধ্য ভারত, যুক্ত প্রদেশ, ছোট নাগপুর, বেহার, মৈমনসিংহ, পশ্চিম ও পূর্ব্ববাঙ্গালায় বাগানে চাষ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. অগ্যঘাস, রুসাঘাস; হি. রামঘাস, সং. দীর্ঘরোহিষক; পাঞ্জাব রাম্নস।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—এই ঘাস ৩-৬ ফুট উচ্চ হয়। পত্র লম্বা, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। ফুল জোড়া জোড়া জন্মে। Mr. R. S. Pearson লিখিত Rosa ঘাস সম্বন্ধে লিখিত বিবরণ পড়িলেই ইহা কি কি কাজে ব্যবহার হয় তাহা বেশ জানা যায় (Ind. For. Records, v. pt. 3)। এই জাতীয় ঘাসকে মতিয়া ও সোফিয়া বলে। বর্ষাকালে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই ঘাসের তৈল ইন্দ্রলুপ্ত রোগের পক্ষে বিশেষ হিতকর। এই তৈল অজীর্ণ ও জ্বর রোগে ব্যবহার হয় (Stewart)।

এই ঘাসের কাথ জ্বর নাশক ও সর্দ্দিতে হিতকর; ইহা একটি পরীক্ষিত ঔষধ (Watt)। (Fig. 641.)

642. A. Iwarancusa Jons. (করাঙ্কুশ)

Fig.—Duthei, Ill. Fodd. Grasses, t. 23 (1886); Hook, Ic. Pl., xix, t. 1871 (1889); Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 1016.

Ref.—F. B. I., vii, 203; Roxb. F. I. i, 275; B. P. ii, 1202. ইহার আধুনিক নাম Cymbopogon Iwarancusa Schult.

জন্মস্থান—বেহার, ত্রিহুত, উত্তর হিমালয় প্রদেশ এবং রাজপুতনার শুষ্ক মরুভূমিতে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. করাঙ্কুশ; সং. লাহজ্জক, কতৃণ; হি. রোহিষ তৃণ।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—বর্ষজীবী তৃণ, কাণ্ড সরল, মোটা ও নিম্নদিকে লোমযুক্ত, পত্র মসৃণ, পত্রের বিস্তার সরু, পুষ্পদণ্ড সরল, সরু এবং আয়তাকার, কাণ্ডাচ্ছাদিত পত্রের মূলদেশ পীতবর্ণ। ফুল উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা রক্ত পরিষ্কার করণার্থে ব্যবহার হয়। এই তৃণ সর্দ্দি, পুরাতন বাত ও কলেরা রোগ নাশক। ইহা বালকদের অজীর্ণ রোগে একটি উত্তেজক ঔষধ। গেঁটেবাত, বাত ও জ্বর রোগে ইহা অতিশয় হিতকর (Baden Powell)।

আরব দেশীয় বৈদ্যেরা ইহাকে ধাতুকর, মূত্রকর ও পেটফাঁপা নিবারক বলিয়া বর্ণনা করেন। ইহার মূল বাটিয়া উদরে লেপন করিলে পেটের ফুলা কমিয়া যায়। বাতরোগে ইহা বিরেচক ঔষধ রূপে প্রয়োগ হয়। (Fig. 642.)

643. A. citratus Dc. (গন্ধতৃণ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xii, t. 72 ; Wall., Pl As. Rar. iii, t. 280; Rumph., Herb. Amb., v, t. 72 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl, t. 1018.

Ref.—F. B. I., vii, 210 ; B. P. ii, 1203 ; Kew. Bull., P. 357, 1906.

জন্মস্থান—ভারতের ও বঙ্গদেশের বাগানে চাষ হয়, ইহা সাধারণতঃ সিংহল দ্বীপে তৈলের জন্য চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. গন্ধতৃণ; সং. ভূস্তৃণ; হি. হিরবাচা; তে. নিম্মাগন্ধি। Eng. Lemon grass.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল ও তৈল।

বর্ণনা—এই ঘাসের স্বাধীন সত্তা অতিশয় সন্দেহজনক, ইহাকে (A. Nardus কিংবা A. Schoenanthus, বলিয়া বিবেচিত হয়। উক্ত দুইটি ঘাসের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া এস্থলে আর অধিক দেওয়া হইল না। এই তৃণ ৫-৭ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ৩-৪ ফুট লম্বা ও ½ ইঞ্চি বিস্তৃত। ফুলের বোঁটা ছোট, পুষ্পদণ্ড সরু একদিকে অবনত। ফুল উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট, থোপা জোড়া হয়। পুংকেশর ৩টি। বর্ষাকালে ফুল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই ঘাসের volatile oil ভারতীয় ফারমেকোপিয়াতে ব্যবহৃত হয়। ইহা উত্তেজক, পেটফাঁপা ও আক্ষেপ নিবারক ও ঘর্ম্মকর। পাকাশয়িক যন্ত্রনায় ইহা একটি মূল্যবান ঔষধ। কলেরা রোগে ইহা যে শুদ্ধ বমন নিবারণ করে তাহা নহে, অধিকন্তু ইহা পাকস্থলীকে সাম্যাবস্থায় আনয়ন করে। এই তৈল মালিশ করিলে পুরাতন বাত আরাম হয়। ইহার তৈল খাওয়াইলে বাত আরাম হয়, ইহা উত্তেজক ও ঘর্ম্মকর। দেশীয় বৈদ্যগণ ইহাকে কলেরা রোগের মহৌষধ বলিয়া প্রশংসা করেন। ইহা কলেরার বমন নিবারণ করিয়া শরীরের অবসাদ দূর করে ও বল সঞ্চার করাইয়া দেয়। Dr. Ross বলেন যে ইহার পত্রের ৪ আউন্স পরিমাণ রস ১ পাইন্ট গরম জলে দিয়া পান করিলে কলেরার বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। Typhoid জ্বরে দুর্ব্বল রোগীর ঘর্ম উৎপাদন করিতে ও জ্বর কমাইবার পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। Dr. Ross আরও বলেন যে, ইহা ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্থ শোথ রোগীর পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ (Pharm. Ind. 255)। (Fig. 643.)

644. A. sorghum Brot. (জুয়ার)

Fig.—Gaertn. Fruct. ii, 9, t. 80.

Ref—F. B. I., vii, 183; B. P., ii, 1204; Roxb, F. I., i. 269; Dymock, iii, 618.

জন্মস্থান—উত্তর পশ্চিম ভারতে চাষ হয়; পূর্ব্ববঙ্গে অনেক জমিতে চাষ হইয়া থাকে।

বিভিন্ন নাম—বা. জুয়ার; সং. যবনাল। Indian Millet.

ব্যবহার্য্য অংশ—শস্য।

বর্ণনা—বর্ষজীবী তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ্, লম্বা এবং সাধারণতঃ খুব বৃহৎ আকারের হইয়া থাকে। পাতা পাতলা ও চেপ্টা; ১২-১৪ ইঞ্চি লম্বা ও ১-১½ ইঞ্চি চওড়া, অগ্রভাগ সরু; পাতার মধ্যবর্ত্তী শিরা খুব সরল। পুষ্পগুচ্ছ বহু শাখাপ্রশাখাযুক্ত; ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা হইয়া থাকে। পুংকেশর ৩টী। একটী পুষ্পদণ্ডে অনেক শস্যদানা জন্মে। ইহার প্রায় ৩৭টী জাতি ও ১২টী উপজাতি আছে। ইহা একটী গরু, মহিষ, অশ্বজাতীয় পশুখাদ্য। শীতকালে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—জুয়ার হইতে দেশী মদ্য প্রস্তুত হয়। (Fig. 644.)

Genus—BAMBUSA Schreb.

645. B. arundinacea Retz. (বাঁশ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i, t. 16; Roxb., Cor. Pl., i, 56, t. 79; Kirtikar, Ind. Med. Pl. t. 1024.

Ref.—F. B. I., vii, 395; Roxb., F. I., ii, 191, B. P., ii, 1233; Prain, H. II., 323.

জন্মস্থান—ভারতের ও বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র চাষ হয়; উত্তর ও দক্ষিণ সরকার ও উড়িষ্যা দেশে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. বেউড় বাঁশ; সং. বংশ, কীচক; তে. মূলকাশ; তা. মঙ্গিল; কন্নড়-বিদিরু।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, শিকড়, বংশলোচন।

বর্ণনা—৪০-৬০ ফুট উচ্চ হয়। সাধারণতঃ বাঁশ ১২-১৮ ইঞ্চি মোটা ও গায়ে কুলচীদ্বারা আবৃত, কুলচীতে শক্ত লোম আছে। পত্র লম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, বৃন্তদেশ প্রায় গোলাকার।

ইহার ফুল লম্বা পুষ্পদণ্ডে জন্মে, পুষ্পদণ্ডের বহু শাখাপ্রশাখা আছে। কয়েক জাতীয় বাঁশ আছে; যথা, B. spinosa Roxb. (বেউড় বাঁশ); B. Tulda Roxb. (তলদা বাঁশ); B. Balcooa Roxb. (ভালকো বাঁশ); B. Vulgaris Schr. প্রভৃতি। তদ্ব্যতীত ব্রহ্মদেশ ও আসামে বহু প্রকার বাঁশ আছে। বাঁশের ফলকে "বেসফল" বলে, ইহা দেখিতে ছোলার মত। গ্রীষ্মকালে বাঁশের ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বাঁশপাতা ঋতুকারক। পাকা বাঁশের চটাদ্বারা নবজাত শিশুর নাড়ী কাটিয়া থাকে। বাঁশ উত্তেজক ও রসায়ন; কচি বাঁশপাতা লবণ ও গোলমরিচ সহ পেষণ করিয়া খাইলে উদরাময় আরাম হয় (Thornton)। কচি বাঁশপাতা বাটিয়া ফোড়ায় প্রলেপ দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। বাঁশপাতার কুঁড়ি সেবন করিলে ঋতু আনয়ন করে ও প্রসবান্তিক স্রাব নির্গত করিয়া দেয়। বাঁশপাতা কুষ্ঠ জ্বরে হিতকর। বাঁশপাতা পক্ষাঘাত ও পেটফাঁপা নিবারণ করে। বাঁশের মধ্যে একপ্রকার শ্বেতবর্ণ খড়ির মত পদার্থ দেখিতে পওয়া যায়, উহাকে বংশলোচন বলে, এই বংশলোচন অনেক কবিরাজী ঔষধে ব্যবহার হয়। বংশলোচন ৮ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, এলাচ ২ ভাগ, দারুচিনি ১ ভাগ, চিনি ১৬ ভাগ এইগুলি একত্র ও চূর্ণ করিয়া সিতোপলাদি চূর্ণ প্রস্তুত হয়। ইহার ১ ড্রাম পরিমাণ মধু ও ঘৃতের সহিত সেবন করিলে, ক্ষয়কাশ, বক্ষবেদনা, ক্ষুধানাশ, হস্ত পদের জ্বালা আরাম হয়। শ্রীবংশ হইতে বংশলোচন পাওয়া যায়; কাঠপিপড়া কিংবা পোকায় বাঁশের গায়ের গর্ত্ত করিলে উহার ভিতরে বংশলোচন জন্মে, কখন কখন বাঁশের গায়ে ছিদ্র করিয়া দিলে কৃত্রিম বংশলোচন উৎপন্ন হয়। যাবা ও ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে বহুপ্রকার বাঁশ আছে—তথা হইতে বংশলোচন ভারতে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। অঙ্কোট (Alangium Lamarakii) ও বংশমূল গোদুগ্ধে পেষণ করিয়া পান করিলে কুক্কুর-বিষ নষ্ট হয়। (Fig. 645.)

Genus—DENDROCALAMUS Nees.

646. D. strictus Nees. (কারাইল বাঁশ)

Fig.—Brandis, For. Fl., 569. t. 70; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1025.

Ref.—F. B. I., vii, 404; Roxb, F. I., ii, 193; B. P., ii, 1234.

জন্মস্থান—বেহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা।

বিভিন্ন নাম—বা. কারাইল বাঁশ; হি. বাঁশ; তে. কাব্বা; বম্বে—উধা; বর্ম্মা—মাইনওয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র ও ভিতরের নরম অংশ।

বর্ণনা—এই বাঁশ দেখিতে অতিশয় সুন্দর; স্থিতিস্থাপক, প্রায় নিরেট, গাছ ২০-১০০ ফুট উচ্চ এবং ইহার ব্যাস প্রায় ১-৩ ইঞ্চি, দেখিতে সবুজবর্ণ, একটু পুরাতন হইলে ঈষৎ পীতবর্ণ হয়। পুষ্পদণ্ডে অনেক শাখাপ্রশাখা আছে। গ্রীষ্মকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গাঁইটের নিকটবর্ত্তী ভিতরের নরম অংশ স্নিগ্ধকর ও জ্বরনাশক। গাভীর প্রসববেদনা হইলে ইহার পাতা শীঘ্র প্রসবের জন্য খাওয়াইয়া থাকে (Dr. Emerson)। (Fig. 646.)

Genus—CYNODON Rich.

647. C. dactylon Pers. (দূর্ব্বা)

Fig.—Burm., Fl. Ind., 25, t. 10, Fig. 2; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1020; Rheede, Hort. Mal., xii, t. 47.

Ref.—F. B. I., vii, 288; Roxb., F. I., ii, 289, B. P., ii, 1227, Prain, H. H., 322.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে জন্মে, বঙ্গদেশের রাস্তার ধারে, বাটীর কিনারায় ও পতিত শুষ্ক জমিতে বহু পরিমাণে জন্মে, খেলিবার জমির বাহারের জন্য রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. স. দূর্ব্বা, হি. হারিয়ালি, তা. দোবিঘাস; তে. খেরিচা Eng. Conch grass.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র ঘাস। মাত্রা, স্বরস, ১-২ তোলা; কল্ক বা চূর্ণ ২-৪ আনা; ক্কাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—দূর্ব্বাঘাস লতার মত জন্মে, ইহার প্রত্যেক গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। পত্র ১/২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ১/১৬-১/৮ ইঞ্চি বিস্তৃত, সরু ও অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু হইয়াছে। পুষ্পদণ্ড ১-২ ইঞ্চি লম্বা, সবুজবর্ণ কিংবা ঈষৎ বেগুনে রং-বিশিষ্ট, পুষ্পদণ্ডের শাখাগুলি নরম ১/১২-১/৮ ইঞ্চি লম্বা। বীজ ১/১২ ইঞ্চি লম্বা। বৎসরের সকল সময়ই ফুল ও ফল হয়।

হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে দূর্ব্বাঘাসে এক জয়াবতী অপ্সরা বাস করে। ঋগ্বেদের সময় হইতে হিন্দুরা ঘরবাড়ী নির্ম্মাণকালীন উহার চারি কোণে দূর্ব্বাঘাস বসাইয়া থাকে।

দূর্ব্বাঘাসকে দূর্ব্বাষ্টক বলে ইহা বিষ্ণু ও গণেশের নিকট অতি পবিত্র। দূর্ব্বাষ্টমী ব্রতের দিন (ভাদ্র মাসের শুক্ল অষ্টমী তিথি) পুরুষ তাহার ডাইন হস্তে এবং স্ত্রীলোকে বাম হস্তে দূর্ব্বাঘাস বাঁধিয়া থাকে। বিবাহের সময়ে বরের দক্ষিণ হস্তে এবং কন্যার বাম হস্তে দূর্ব্বাঘাস শুভ চিহ্নস্বরূপ বাঁধিয়া থাকে। কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশী পুস্তকের তৃতীয় স্কন্ধে উর্ব্বশী কেশে দূর্ব্বাঘাস বাঁধিয়া পুরুরবাকে ভালবাসার নিদর্শন দেখাইয়াছিল। কথিত আছে স্বামী যদি

স্ত্রীর গর্ভের ৩য় মাসে তাহার দক্ষিণ নাসিকায় দূর্ব্বারস প্রদান করে তবে পুত্রসন্তান হয়। পশ্চিম ভারতে এখনও এই পদ্ধতি বিদ্যমান আছে (Dymock)।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকদের মতে দূর্ব্বারস ধারক এবং নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে রসের নস্য লইলে তৎক্ষণাৎ রক্তস্রাব নিবারিত হয়। কোন স্থান কাটিয়া যাইলে দূর্ব্বা চর্ব্বণ করিয়া বাঁধিয়া দিলে ও রস দিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয় (W. C. Dutt)।

ইহার ক্বাথ রক্ত-আমাশয় ও অতিরজ-রোগে বিশেষ ফলদায়ক ঔষধ (Dymock)। দূর্ব্বার রস বমন-নিবারক ও পৈত্তিক জ্বরে হিতকর (Sakharam Arjun)। দূর্ব্বা মূত্রকর, শোথ, সর্ব্বাঙ্গীণ শোথ, পুরাতন উদরাময় ও আমাশয়-রোগে ব্যবহৃত হয় (Dr. Thornton)।

সবুজ দূর্ব্বারস শ্লেষ্মাযুক্ত চক্ষু-উঠা রোগে বিশেষ ফলদায়ক। ইহা পাঁচড়া রোগের প্রতিষেধক ঔষধ। দূর্ব্বার শিকড়ের ক্বাথ মহীশূর দেশে উপদংশের দ্বিতীয় অবস্থায় প্রযুক্ত হয় (Dr. North)। দূর্ব্বার পিষ্ট রস দুগ্ধের সহিত পান করিলে অর্শের রক্তপাত নিবারণ করে (Dr. R. C. Dutta)। ইহার শিকড় পেষণ করিয়া ছানার সহিত খাইলে পুরাতন মধুমেহ আরাম হয় (Watt.)।

রক্তপিত্ত রোগী দূর্ব্বাপত্র চূর্ণ মধুসহ পান করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয় (চরক)। দূর্ব্বারস ½ তোলার সহিত তিল তৈল পাক করিয়া গায়ে মর্দ্দন করিলে পাঁচড়া চুলকান প্রভৃতি চর্ম্মরোগ আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

দূর্ব্বাঘাস তণ্ডুল চূর্ণের সহিত পেষণ করিয়া খাইলে যে স্ত্রীলোকের অধিক বয়স পর্য্যন্ত ঋতু হয় নাই তাহার ঋতু আগমন করে এবং যে স্ত্রীলোকের রজ রোধ হইয়াছে তাহার পুনরায় সরল ভাবে রজঃস্রাব হয় (চক্রদত্ত)।

শ্বেত দূর্ব্বার মূল ৮ তোলা ২ সের জলে ক্বাথ করিয়া ¼ থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে মধু ও চিনি সহ পান করিলে মূত্ররোধ রোগ আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)। (Fig. 647.)

Genus—ZEA Linn.

648. Z. mays Linn. (ভুট্টা)

Fig.—Lamark., Ill. t. 749 ; Bentl. & Trim., Med. Pl., t. 296.

Ref.—F. B. I., vii, 102 ; Roxb. F. I., iii, 568 ; B. P. 1209.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. ভুট্টা, জোনার ; হি. মাকাই ; তা. মক্কা-সোলম্ ; মারহাট্টা বোন্দা

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এই গাছ এখনও বন্য অবস্থায় দেখা যায়। ইহা মক্কা হইতে ভারতে আনা হইয়াছে বলিয়া ইহাকে মক্কা বলে। চীন দেশীয় পুস্তকে দেখা যায় যে এই গাছ খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে চীন দেশে চাষ হইত, সম্ভবতঃ ইহা আমেরিকা হইতে এদেশে আসিয়াছে। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে Sorghum Vulgare এর তুল্য গুণ সম্পন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই গাছ অনেকটা ইক্ষু গাছের তুল্য। ইহার প্রত্যেক গাঁইট হইতে ফুল ও ফল হয়। বর্ষা ও শীতকালে ফুল হয়। ফল শীতকালে হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা ধারক ও পুষ্টিকর, ক্ষয়কাশ ও উদরাময়ে উপযুক্ত পথ্য। ইউরোপে দুর্ব্বল রোগীদিগকে ইহা খাওয়াইবার ব্যবস্থা করে। ইহার শস্যের কাথ গ্রীসদেশে মূত্রযন্ত্র সম্বন্ধীয় পীড়ায় ব্যবহার করে। ইহার মূত্রকর গুণ আছে। (Fig. 648.)

Genus—ERAGROSTIS Beauv.

649. E. cynosuroides Beauv. (কুশ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xii, t. 57 ; Duthie, Fodd. Grass. Ind., 62, t. 40.

Ref.—F. B. I., vii, 324 ; Roxb. F. I., i, 233 ; B. P. ii, 1223 ; Prain, II. H. 321.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র জন্মে ; বঙ্গদেশের শুষ্ক তৃণময় স্থানে ও নদীর ধারে জন্মে, কখন কখন গ্রামের জঙ্গলের কিনারায় জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. কুশ ; হি. ডব, কুশ।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—বর্ষজীবী তৃণজাতীয় উদ্ভিদ, গাছের গোড়া হইতে লম্বাকৃতি পত্র বাহির হয়। ইহার পত্র কেশে অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও একটু মোটা, পুষ্পদণ্ড ৬-১৮ ইঞ্চি লম্বা খাড়া ও সরু। পুংকেশর ৩টী, বীজ $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি ও চেপ্টা, কুশের পাতার অগ্রভাগ সূচাল বলিয়া ইহার আর একটী সংস্কৃত নাম সূক্ষ্মাগ্র। বর্ষাকালে ফুল হয় এবং শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—তুলসী ও দর্ভের ন্যায় ইহা হিন্দুদের যাবতীয় ধর্ম্মকার্য্যে ব্যবহার হয়। কুশ রক্ত আমাশয় ও যাবতীয় স্ত্রীরজঃ রোগে ব্যবহার হয়। ইহার মূত্রকর গুণ আছে। (Fig. 649.)

Genus—ELEUSINE Gaertn.

650. E. coracana Gaertn. (মার্ণা, মেরুয়া)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xii, t. 78 ; Duthie, Fodd, Grass, India, 57, t. 69 ; Kirtikar & Basu, Indian, Med. Pl., t. 1021.

Ref.—Dymock, iii, 620; F. B. I., vii, 294; Roxb. F. I., i, 342; B. P. ii. 1229; Prain, H. H, 322.

জন্মস্থান—ভারতের নিম্ন ভূমিতে ও পার্ব্বতীয় প্রদেশে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. মার্ণা, মেরুয়া; হি. মণ্ডুয়া, মাকরী; তামিল রাগি; তে. তামিজ্জালু।

ব্যবহার্য্য অংশ—শস্য।

বর্ণনা—মাঝারী বর্ষজীবী ঘাস, ২-৪ ফুট উচ্চ হয়, কাণ্ড কতকটা চেপ্টা ও মসৃণ, পত্রের মূলদেশ কাণ্ডে লাগিয়া থাকে যেমন ইক্ষু ও অপরাপর তৃণ জাতীয় উদ্ভিদে হইয়া থাকে। গাছের অগ্রভাগে পুষ্পদণ্ড হয় যেমন ধানের শীষ হয়। শস্য গোলাকার, প্রায় সরিষার মত, গাঢ় লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ ও কোঁকড়ান। বর্ষার পরে ফুল হয় ও ইহার দানা শীতকালে পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার দানা পশ্চিম ভারতের দরিদ্র লোকে খাইয়া থাকে। শস্য দুর্ব্বল বালকদিগকে দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইয়া থাকে। ইহা একটী বেশ শিশুখাদ্য। ইহার ময়দার মত গুঁড়া হইতে বিস্কুট প্রস্তুত হয়। ঔষধার্থে ইহার বিশেষ কোন গুণ পরিলক্ষিত হয় না, তবে ইহা ধারক বলিয়া কথিত আছে (Baden Powell)। Fig. 650.

Genus—IMPERATA Cyrill.

651. I. arundinacea Cyrill. (উলু)

Fig.—Hort. Gram., Austr. iv. t. 40.

Ref.—F. B. I. vii, 106; Roxb., F. I. i, 234; B. P., ii, 1188; Prain, H. H., 307.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র; পৃথিবীর অপরাপর উষ্ণপ্রধান দেশে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. উলু; সং. দর্ভ।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—গোড়া লতানে, কাণ্ড ১-৩ ফুট লম্বা, নিরেট। পুষ্পদণ্ডের প্রশাখা ½-¾ ইঞ্চি, পত্র অতিশয় দীর্ঘ, ইহার পত্রদ্বারা গরীবলোকে ঘর ছাইয়া থাকে। বর্ষাকালে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড়ের কাথ মূত্রকর ও শান্তিকর এবং গণোরিয়া রোগে অতিশয় হিতকর। (Fig. 651.)

Genus—ORYZA Linn.

652. O. sativa Linn. (ধান)

Fig.—Duthie Fodder Grasses t. B.; Bentl. & Trim., iv, t. 291; Proc. Asiatic Soc. of Bengal, t. 5, 1896. Bose, Man. of Ind. Bot. 10, 12, 302.

Ref.—F. B. I., vii, 92 ; Roxb., F. I., ii, 200 ; B. P., ii, 1184 ; Watt, v, Pt. ii, 502 ; Prain, H. H., 312.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. ধান্য।

ব্যবহার্য্য অংশ—শস্য।

বর্ণনা—তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ, পাতা ঘাসের পাতার ন্যায়-পাতলা, সরু ও চেপ্টা; কাণ্ড ২-১০ ফুট উচ্চ। ১-২ ফুট লম্বা ও ¼-½ ইঞ্চি চওড়া। শীষ হরিদ্রা অথবা রক্তাভ বর্ণের, ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পগুচ্ছ ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা। পুংকেশর ৬টী। গর্ভদণ্ড ২টী, ছোট। গর্ভমুণ্ড পুষ্পের আবরণ হইতে বাহির হইয়া থাকে। বীজ সরু ও চেপ্টা। ধান সাধারণতঃ বর্ষাকালে চাষ হয় ও আশ্বিন মাসে ফুল হয় এবং অগ্রহায়ণ মাসে পাকিয়া থাকে। আউস ধান ভাদ্র আশ্বিন মাসে পাকে এবং বোরো ধান শীতকালে চাষ হয় ও চৈত্র মাসে পাকিয়া থাকে। ধানের খড় পশুখাদ্য। একজাতীয় ধান আছে উহার চাষ হয় না, আপনি জলা জমিতে জন্মে; উহার লাটিন নাম Var. fatua. বন্য ধান মণিপুরের জলায় ও অন্যান্য স্থানে হয়। মৎসজীবি ও দরিদ্র লোকেরা ভাল ধানের অভাবে বন্য ধানের চাউল খাইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ঋগ্বেদে ধান্যের বর্ণনা নাই, তবে আয়ুর্ব্বেদে ইহা যব ও মাষকলায়ের সহিত বর্ণনা দেখা যায়। ভারতে ধান্যের চাষ চীন দেশ ও বর্ম্মার পর হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। সংস্কৃত লেখকগণ সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে ধান, যব ও গমের উল্লেখ করিয়াছেন। ধান্য ও যব হইতে যবাগু, খই, মুড়ি, চিড়ে প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ইহা অতিশয় পুষ্টিকর খাদ্য ও রোগীর পক্ষে হিতকর।

চাউল জলে ভিজাইয়া তণ্ডুলাম্বু প্রস্তুত হয়; উহা অনেক ঔষধের অনুপান রূপে ব্যবহার হয়।

চাউল হইতে মদ্য প্রস্তুত হয়। ইহার প্রস্তুত প্রণালী Sir. George Watt সাহেব লিখিত Dictionary of Economic Products নামক পুস্তকে বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে।

দধির সহিত চিড়া খাইলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়।

সিদ্ধ চাউল গরম অবস্থায় বেশ পুলটিসের কার্য্যে ব্যবহৃত হয়; ইহা মসিনা কিংবা ভূষির পুলটিসের স্থানীয়। (Fig. 652.)

Genus—PASPALUM Linn.

653. P. scrobiculatum Linn. (কোদো)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xii, t. 84 ; Duthie, Field. & Gard. Crop, 2, t. 27.

Ref.—F. B. I., vii, 10 ; Roxb., F. I., i, 278 & 280 ; B. P., ii, 1182 ; Dymock, iii, 619.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের জলময় ও নীরস বালুকাময় জমিতে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. কোদো ; সং. কোদ্রব ; তে. অরুগু ; তা. গোরাকক্ৰ।

ব্যবহার্য্য অংশ—শস্য।

বর্ণনা—বর্ষজীবী তৃণ, চাষ হয় ; কাণ্ড সোজা ১-৬ ফুট উচ্চ ; কচিৎ সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পাতা লম্বা, পাতলা ও চেপ্টা, ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা ও $\frac{1}{8}$-$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি চওড়া, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, শীষ ২-৪ ইঞ্চি লম্বা হয়, শীষের অনেক শাখাপ্রশাখা আছে। পুষ্পগুচ্ছ ১-৩ ইঞ্চি লম্বা পুংকেশর ৩টী। গর্ভদণ্ড ২টী, মুক্ত। গর্ভমুণ্ড লোমযুক্ত, পুষ্প হইতে ঈষৎ বাহির হইয়া থাকে। বীজ লম্বা এবং চেপ্টা, পুষ্পাবরণের দ্বারা আবৃত থাকে। (কোদো অক্টোবর মাসে পাকিয়া থাকে।) বর্ষাকালে ফুল ও শরতে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কথিত আছে কোদো অতি বিষাক্ত খাদ্য। ফুলের পর ফুলের শীষ জলে ভিজিয়া যাইলে বা পচিয়া যাইলে কোদোর ফুলের শীষে ও পাতার ডাঁটায় Hydro cyanic acid তৈয়ারী হয়। এই সমস্ত কোদো ঘাস খাইলে ঘোড়া, মহিষ, গরু মরিয়া যায়। Andropogon halepensis জাতীয় ঘাস ফুলের সময় মহিষে খাইয়া—সেনা বিভাগের প্রায় ৩ শত মহিষ পূর্ণিয়ায় মারা পড়ে; ঐ ঘাসেও—বর্ষার সময় Hydro cyanic acid পাওয়া যায়। ১৭৭৯-৮০ খৃঃ একজন পুরুষ ও ৩ জন বালক ইহা খাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঘোড়ার পক্ষেও ইহা অনিষ্টকর, ইহার মাদকতা শক্তি আছে। অনেকে বলেন যে কোদো দুই জাতীয় আছে, একটি শ্বেতবর্ণ, অপরটী গৌরবর্ণ, শেষোক্তটী বিষাক্ত। (Fig. 653.)

Genus—PANICUM Linn.

654. P. miliaceum Linn. (চীনা)

Fig.—Reichb., Ic. Fl. Germ., t. 82 ; Hort. Gram. Aust., ii, 16, t. 20.

Ref.—F. B. I., vii, 45 ; Roxb., F. I., i, 310 ; B. P., ii, 1179 ; Dymock, iii, 619 ; Prain, H. H. 309.

জন্মস্থান—ত্রিহুট ও বেহার প্রদেশে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. সং. চীনা ; তা. বারাকু ; তে. বোরগো।

ব্যবহার্য্য অংশ—শস্য।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, কাণ্ড শক্ত, ২-৪ ফুট উচ্চ, গাছের গোড়া অঙ্গুলিবৎ মোটা, পত্র ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা, $\frac{1}{2}$-১ ইঞ্চি চওড়া, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। শীষ ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা, শাখা

সবুজবর্ণ ও খাড়া। পুষ্পগুচ্ছ ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা। পুংকেশর ৩টী, গর্ভদণ্ড খুব ছোট। ফল প্রায় গোলাকৃতি, সাদা। চীনার গাছ কাউন অপেক্ষা ছোট। ইহার দানা কাউনের দানা অপেক্ষা মোটা, স্বাদে সামান্য তিক্ত। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা ঘোটকের পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য (ভাবপ্রকাশ)। চীনার তণ্ডুল খাইলে রক্তপিত্ত রোগের উপশম হয়।

শ্যামাকশ্চ প্রিয়ঙ্গুশ্চ ভোজনম্ রক্তপিত্তনাম্। (চক্রদত্ত)।

শূলরোগে কাউনের পায়স চিনি সহ খাইলে শূল আরাম হয়। (Fig. 654.)

655. P. frumentaceum Roxb. (শ্যামা)

Fig.—Trin. Sp. Gram. Ic., t. 164.

Ref.—F. B. I., vii, 31 ; Roxb., F. I., i, 304 ; Dymock, iii, 619 ; B. P., ii, 1177.

জন্মস্থান—উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. শ্যামা , তে. সামলু।

ব্যবহার্য্য অংশ—শস্য।

বর্ণনা—শক্ত ও সোজা তৃণবিশেষ, কাণ্ড ১-৩ ফুট উচ্চ। পাতা ৬-১৪ ইঞ্চি লম্বা ও ¼-১ ইঞ্চি চওড়া, কদাচিৎ লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড লম্বা, মোটা, ৪-৮ ইঞ্চি, অবনত। শীষের বোঁটা ক্ষুদ্র, উপরের শীষের প্রশাখাগুলি ক্ষুদ্র। পুষ্পগুচ্ছ ৪-১০ ইঞ্চি লম্বা, শুঁয়া শূন্য (unawned), পুংকেশর ৩টী। ফল ক্ষুদ্র, প্রায় ডিম্বাকৃতি, সাদা।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা পুষ্টিকর খাদ্য, দরিদ্রলোকে খাইয়া থাকে। (Fig. 655.)

Genus—SETARIA Beauv.

656. S. italica Beauv (কঙ্গু) The Italian millet.

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xii, t. 79.

Ref.—F. B. I., vii, 78 ; B. P., ii, 1170 ; Roxb., F. I., i, 302 ; Dymock, iii, 619.

জন্মস্থান—কোচবেহার ও উত্তর বঙ্গে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. কঙ্গু, কঙ্গুনি, কাকনিদানা ; সং. কঙ্গু ; তা. তেল্লাই ; তে. করালু।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল ও দানা। মাত্রা, মূল ½-১ তোলা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ্। কাণ্ড ২-৫ ফুট উচ্চ, সাধারণতঃ শাখাপ্রশাখাযুক্ত। পত্র লম্বা ও কোমল, অগ্রভাগ খুব সরু, ৬-১৮ ইঞ্চি লম্বা ও ১/২-৩/৪ ইঞ্চি চওড়া পুষ্পগুচ্ছ ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা; বহু লোমযুক্ত এবং দেখিতে চোঙ্গার ন্যায়। পুংকেশর ৩টী। বীজ ডিম্বাকৃতি। ইহা ভারতের বহুস্থানে খাদ্যরূপে ব্যবহার হয়। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার দানা দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইলে একটী লঘুপাক খাদ্য বলিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে। রক্তপিত্তগ্রস্ত ব্যক্তিদের পক্ষে কঙ্গু তৈল বিশেষ হিতকর। কঙ্গু তণ্ডুল অশ্বের পক্ষে অতি বলকর (ভাবপ্রকাশ)। চিনিযোগে কঙ্গুর পায়স অতি পুষ্টিকর। (Fig. 656.)

Genus—SACCHARUM Linn.

657. S. officinarum Linn. (ইক্ষু)

Fig.—Bentl. & Trim., iv, t. 298; Woodville, Med. Bot., t. 266; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 1014B.

Ref.—F. B. I., vii, 118, Roxb. F. I., i, 237; B. P., ii, 1189.

জন্মস্থান—ভারতেব উষ্ণপ্রধান দেশে চাষ হয়। প্রায় সমগ্র ভারতে ইক্ষুর আবাদ হইয়া থাকে।

বিভিন্ন নাম—বা. সং. ইক্ষু, আক; তা. কারুম্বু; তে. চেরুকু; কন্নড়—খাবুব।

ব্যবহার্য্য অংশ—রস, চিনি ও শিকড়।

বর্ণনা—বর্ষজীবী ও বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ্। কাণ্ড ৬-১২ ফুট উচ্চ, মোটা, গাঁইটযুক্ত ও নিরেট। প্রত্যেক গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। পাতা পাতলা ও চেপ্টা; ৩-৪ ফুট লম্বা ও ২-৩ ইঞ্চি চওড়া; অগ্রভাগ সরু ও ঝুলিয়া থাকে। পুষ্পগুচ্ছ খুব বৃহৎ ও বহু শাখাপ্রশাখাযুক্ত। পুংকেশর ৩টী। গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড ছোট। বর্ষায় ইক্ষুর ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—প্রাচীন সংস্কৃত লেখকেরা ১২ রকম ইক্ষুর নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। অধুনা কতকগুলি জুয়ার গাছের শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। ইক্ষু শিকড় শান্তিকর ও মূত্রকর।

ইক্ষু, শর, কেশে, কুশ ও দূর্ব্বার শিকড়কে তৃণ পঞ্চমূল বলে, ইহা হইতে কুশাবলেহ প্রস্তুত হয়, এবং ধাতুজ ঔষধের সহিত এইগুলি যোগ করিলে ঔষধের ক্ষমতা বাড়াইয়া দেয়।

ইক্ষু গনোরিয়া ও অন্যান্য মূত্রযন্ত্রের রোগে ব্যবহৃত হয়। গুড় হইতে এক প্রকার সিধু বা মদ্য প্রস্তুত হয়।

কুশঃ কাশঃ শরো দর্ভ ইক্ষুশ্চেতি তৃণোদ্ভবম্।
মূত্রকৃচ্ছ্রহরং পঞ্চমূলং বস্তিবিশোধনম্॥ (ভাবপ্রকাশ)।

কুশাবলেহ প্রস্তুত করিতে হইলে উক্ত তৃণগুলির মধ্যে প্রত্যেকটী ৮০ তোলা, জল ৬৪ তোলা, অবশেষ ৮ তোলা, এইগুলি ছাঁকিয়া উহাতে ৪ সের চিনি দিয়া পানা প্রস্তুত কর। তৎপরে যষ্টিমধু, শশাবীজ, কাঁকুড় বীজ, বংশলোচন, আমলকী, তেজপত্র, এলাচ, দারুচিনি, বরুণছাল, গোলক্ষ, প্রিয়ঙ্গু (Aglaia Ruxburghii)বীজ, নাগ কেসর (Mesua ferrea) ফুল, প্রত্যেকটী ২ তোলা পরিমাণ লইয়া গুঁড়া কর এবং উক্ত গুঁড়া পানাব সহিত মিশ্রিত করিয়া যে দ্রব্য হইবে উহাই কুশাবলেহ হইল। উক্ত অবলেহ ১-২ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে বিংশতি প্রকার মেহ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী ও বায়ু, পিত্ত ও কফ কুপিত হওয়ার ফলে উৎপন্ন যে কোন প্রকার সান্নিপাতিক পীড়া শীঘ্র আরাম হইয়া যায়।

ইক্ষুরসের নস্য লইলে নাসিকা হইতে রক্ত পড়া আরাম হয় (চম্নক)।

ইক্ষু স্নিগ্ধকর, রসায়ন, কফনাশক ও মূত্রকর। কৃষ্ণবর্ণের ইক্ষু বলকারক, পিত্তনাশক ও মূত্রকর।

পিত্ত-দুষ্টি ও কামলা রোগে ইক্ষুরস শরীরের স্নিগ্ধকর।

ইক্ষু হইতে যে মিছরী হয় উহা কাশ, হিক্কা ও স্বরভঙ্গ রোগ নিবারক। (Fig. 657.)

658. S. Sara Roxb. (শর)

Fig.—*Rheede, Hort. Mal., xii, t. 46 ;* Duthie, Ill. Fodder Grasses, t. xvi ; Kirtikar Ind. Med. Pl., t. 1014A.

Ref.—F. B. I., vii, 119 ; Roxb., Fl. Indica i, 246 & 244 ; B. P., ii, 1189. আধুনিক নামকরণ অনুসারে S. munja Roxb. নাম হইয়াছে।

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গ দেশ, বেহার, ত্রিহুট।

বিভিন্ন নাম—বা. শর; সং. মুঞ্জ।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী তৃণজাতীয় উদ্ভিদ্। কাণ্ড সোজা; ১০-১২ ফুট উচ্চ। দ্বিতীয় বর্ষে শাখাপ্রশাখা বাহির হয়। পত্র ৩-৫ ফুট লম্বা এবং ২-৩ ইঞ্চি চওড়া। পত্রাগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। পুষ্পগুচ্ছ ১-২ ফুট লম্বা ও কোমল লোমযুক্ত। পুংকেশর ৩টী। গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড ছোট; পুষ্প হইতে বাহির হইয়া থাকে। ইহা বঙ্গদেশের নদীর ধারে ও পতিত জমিতে জন্মে। ইহার পাতা ব্রাহ্মণদের উপনয়নের সময় ব্যবহার হয়। বঙ্গদেশে কেহ কেহ বিক্রয়ের জন্য ইহার চাষ করে। ইহার ফুল কেশে ফুলের মত শ্বেতবর্ণ, পুষ্পদণ্ড ঠিক কেশের

মত। শরের ন্যায় এক প্রকার গাছ আছে, উহাকে "খড়ি" বলে। উহার লাটিন নাম *S. fuscum* Roxb. (B. P., ii, 1189 ; Prain, H. H., 313)। *S. arundinaceum* Retzকে বাঙ্গালায় "তেজ" বলে (B. P., ii, 1189 ; Prain, H. H., 313)। (এই গাছ উত্তর বঙ্গ ও পূর্ব্ব বঙ্গে প্রচুর জন্মে)। শর জাতীয় আর এক প্রকার গাছ আছে, উহাকে *S. spontaneum Linn.* বলে। ইহার বাঙ্গালা নাম খাগড়া। ইহা নদীর ধারেই প্রধানতঃ দেখা যায়। ইহা হইতে খাগড়া কলম প্রস্তুত হয়। বর্ষাকালে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শরের শিকড় পঞ্জাবে অনেক ঔষধে ব্যবহার হয়। প্রসবের পর প্রসূতির পক্ষে শর গাছের পোড়া ধোঁয়া অতি হিতকর (Stewart)। (Fig. 658.)

659. S. spontaneum Linn. (কেশে)

Fig.—Griff., Ic. Pl. Asiat., t. 139, Fig. 63.

Ref.—F. B. I., vii, 118 ; Roxb., F. I., i, 235 ; B. P., ii, 1188 ; Prain, H. H., 313.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ এবং সিংহলের ৬০০০ ফুট উচ্চে দেখা যায়। দক্ষিণ ইউরোপ ও অষ্ট্রেলিয়া।

বিভিন্ন নাম—বাং কেশে ; সং. কাশ।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়। মাত্রা ২-৮ আনা ; মূলের কাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—কাণ্ড ৫-২০ ফুট, সরল, শক্ত, লম্বা, পত্রের কিনারা সরু। ইহা সচরাচর পতিত জমিতে নদীর ধারে ও ধান জমির আইলে দেখা যায়। শরৎকালে শ্বেতবর্ণ গুচ্ছবদ্ধ ফুল হয়। যে স্থানে অধিক পরিমাণ কেশে গাছ আছে সেই স্থানটী যেন শ্বেতবর্ণ সমুদ্র বিশেষ দেখা যায়। কেশে সরু ও সুচাল। শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা অপরাপর তৃণ জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে একটি। মাংস ভক্ষণ জনিত অজীর্ণে কাশ মূল অতিশয় হিতকর। বেড়েলার মূল ত্বক ও কুশমূল সমপরিমাণ লইয়া চাউল ধোয়া জলের সহিত পান করিলে রক্ত অর্শ জনিত রক্তস্রাব নিবারিত হয়। কুশমূল চাউল ধোয়া জলে পেষণ করিয়া পান করিলে রক্ত প্রদর আরাম হয় ; কুশ, কাশ, শর, দর্ভ ও ইক্ষুকে তৃণ পঞ্চমূল বলে। ইহার গুণ নিম্নে লিখিত হইল।

মূত্রদোষ বিকারশ্চ রক্তপিত্তং তথৈবচ।
অন্ত্যঃ প্রযুক্ত ক্ষীরেণ শীঘ্রমেব বিনাশয়েৎ ॥ সুশ্রুত। (Fig. 659.)

Genus—HORDEUM Linn.

660. H. vulgare Linn. (যব)

Fig.—Duthie, Fodder, Grasses of N. India Fig. 32 ; Beauv. Agrost. 114, t. 21. Fig. 1 ;Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1023.

Ref.—F. B. I., vii, 371 ; Roxb, F. I., i, 358 ; B. P., ii, 1231 ; Dymock, iii, 615 ; Prain, H. H., 323.

জন্মস্থান—যুক্ত প্রদেশ ও পশ্চিম বঙ্গে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. যব ; তে. যকো ; তা. বার্লি-অরিষি।

ব্যবহার্য্য অংশ—শস্য।

বর্ণনা—বর্ষজীবী অথবা দ্বিবর্ষজীবী তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ্। কাণ্ড ২-৪ ফুট উচ্চ। পাতা লম্বা, পাতলা, চেপ্টা ১২″-১৪″ লম্বা ও ¾″-১″ চওড়া। পুষ্পগুচ্ছ ২″-৪″ লম্বা, প্রথমে সোজা থাকে কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সহিত বক্রাকারে ঝুলিয়া পড়ে। পুষ্প বৃন্ত শূন্য, লম্বা, শুঁয়াবিশিষ্ট। পুংকেশর ৩টী। গর্ভদণ্ড অতিশয় ছোট। বীজ কদাচিৎ লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ডে ঘন ঘন বৃন্তশূণ্য যবের ধান হয়। ধানের মুখে লম্বা শুঁয়া আছে; এই কারণে গরু বাছুরে ইহা শীঘ্র খায় না। একটী যব রোপন করিলে ধানের ন্যায় চারিদিকে অনেক গাছ হয়। শীতকালে ফুল, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ্চ মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—যব হিন্দুদের অনেক পূজায় ব্যবহার হয়। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থীর দিন এক প্রকার খেলা হয়, উক্ত দিনে লোকে প্রত্যেকের উপর যব নিক্ষেপ করে। উত্তর ভারতে যব হইতে এক প্রকার সুরা প্রস্তুত হয়। বার্লি রোগীর পথ্য স্বরূপ ব্যবহার হয়। বার্লি অজীর্ণ রোগে ব্যবহার হয়। বার্লির পাতা পোড়ান ছাই হইতে এক প্রকার সরবৎ প্রস্তুত হয়, উহা অতি শান্তিকর ও অজীর্ণ রোগে ব্যবহার হয় (Dr. Irvine)। বার্লি হইতে প্রস্তুত Malt আমেরিকা ও ইউরোপে অতি আদরের সহিত ব্যবহৃত হয়; ইহা জ্বর-নাশক ও প্রসবের পর প্রসূতিদের দুর্ব্বলতায় ব্যবহৃত হয়। (Fig. 660.)

Genus—TRITICUM Linn.

661. T. vulgare Vill. (গম)

Fig.—Bentl. & Trim. t. 294.

Ref.—F. B. I., vii, 367 ; Roxb., F. I., i, 359 ; B. P., ii, 1231.

জন্মস্থান—উত্তর ভারতের সর্ব্বত্র জন্মে, উত্তর বঙ্গ, পূর্ব্ব বঙ্গ, দাক্ষিণাত্য, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, হিমালয় প্রদেশের ১৩০০০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ স্থানে ও তিব্বতে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. গম; সং. গোধূম।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—দেখিতে যবের ন্যায়, বর্ষজীবী তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ্। কাণ্ড সোজা, ৩-৬ ফুট উচ্চ। পাতা চেপ্টা, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, ৫-৯ ইঞ্চি লম্বা ও ¼-½ ইঞ্চি চওড়া; গাছের মস্তকে শীষ হয়। প্রত্যেক শস্যের মস্তকে লম্বা লম্বা শুঁয়া জন্মে। পুষ্পগুচ্ছ ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, দীর্ঘ শুঁয়াযুক্ত (Awned), পুংকেশর ৩টী। গর্ভদণ্ড ২টী, ছোট; বীজ লম্বাকৃতি, কচিৎ লোমযুক্ত। শীতকালে ফুল ও ফেব্রুয়ারি ও মার্চ্চ মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—গম হইতে উৎকৃষ্ট ময়দা, সুজী ও আটা প্রস্তুত হয়। গমের ভূষি পুলটিসে ব্যবহার হয়।

অস্থিভঙ্গ রোগে গব্যদুগ্ধ সহ পুরাতন গোধূম চূর্ণ সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয় (চক্রদত্ত)।

মধুর সহিত পুরাতন গোধূম চূর্ণ সেবন করিলে কফজ শূল আরাম হয়।

গোধূম ও অর্জ্জুন ছাল চূর্ণ সমভাগ লইয়া তিলতৈল ও গব্যঘৃতে ভাজিয়া গুড় ও জলের সহিত হালুয়া প্রস্তুত করিয়া খাইলে হৃদ্রোগ আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)। Fig. (661).

Genus—AVENA Linn.

662. A. sativa Linn. (যই)

Fig.—Reichb., Ic. Fl. Germ. t. 103; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 1019.

Ref.—F. B. I., vii, 275; B. P. ii, 1217.

জন্মস্থান—উত্তর পশ্চিম হিমালয় প্রদেশ, পঞ্জাব, সিকিম ও বঙ্গদেশের উত্তর ভাগে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. যই। Eng. Oat.

ব্যবহার্য্য অংশ—শস্য।

বর্ণনা—কাণ্ড ৩ ফুট উচ্চ, লোমযুক্ত। পত্র চেপ্টা, বৃন্তদেশ মসৃণ। পুষ্পদণ্ড ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা, শাখাপ্রশাখা আছে। পুংকেশর ৩টি, বিস্তৃত, উহার মস্তক পীতবর্ণ; স্ত্রীকেসর ২টি, ছোট, পালকের মত শ্বেতবর্ণ। ফল ঘেঁসাঘেঁসি ভাবে স্থাপিত, ¾ ইঞ্চি লম্বা, লোমযুক্ত। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা বহুমূত্র রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহা একটি পশুখাদ্য। কথিত আছে যে ইহার বিষক্রিয়া আছে (Stewart)। (Fig. 662.)

Genus—COIX Linn.

663. C. lacryma Jobi Linn. (গড়গড়ে)

Fig.—Lamk., Ill., t. 750; Bot. Mag., t. 2479.

Ref.—F. B. I., vii, 100; Roxb., F. I., iii, 568; B. P., ii, 1210; Prain, H. H., 319.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র পতিত জমিতে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. গড়গড়ে সং. গাবেধু; হি. গুরলু; সামতাল—যারগদি।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ। কাণ্ড, ৫-৭ ফুট উচ্চ, মোটা, পত্রময়, কাণ্ডের গোড়া হইতে শিকড় বাহির হয়। পত্র ৪-১৮ ইঞ্চি লম্বা, ১-২ ইঞ্চি চওড়া, ঢেউ খেলান। পুংকেশর ৩টী, গর্ভদণ্ড ২টী, সরু, মুক্ত। পুষ্পদণ্ড ২-৩ ইঞ্চি, সোজা। ফল ডিম্বাকৃতি, গোলাকার ¼-½ ইঞ্চি, নীলের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ বা শ্বেতবর্ণ। বর্ষাকালে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ইহার আরও কয়েকটি জাতি আছে (১) *C. gigantea* Koenig. ইহাকে ডেঙ্গাগড়গড়ে বলে, ইহা সচরাচর ছোটনাগপুরে অধিক দেখা যায় (Rheede, Hort. Mal., xii, t. 70)। (২) *C. aquatica* Roxb. ইহার বাঙ্গালা নাম জল গড়গড়ে (F. I. iii. 571)। এই গাছ জলে জন্মে, ৫-১০ ফুট লম্বা হয় এবং জলে ভাসিয়া থাকে। নিম্ন বঙ্গের পুকুরের কিনারায় সচরাচর দেখা যায় (B. P., ii, 1210)।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজের গুঁড়া হইতে এক প্রকার পানীয় প্রস্তুত হয়, ইহা রক্ত শোধক ও মূত্রকর। টঙ্কিনের লোকে ইহাকে জীবনীয় স্বাস্থ্যপ্রদ খানা বলে। গড়গড়ের বায়ু ও জল পরিষ্কার করিবার শক্তি আছে। গড়গড়ের গুঁড়া জলে দিয়া চায়ের ন্যায় গরম করিয়া সেই জল শীতল হইলে পান করা যাইতে পারে, ইহাতে জল দোষহীন হয়। Dr. Campbell বলেন যে সামতালেরা ইহার শিকড় স্ত্রীলোকদের আর্ত্তব ব্যাধিতে প্রয়োগ করে।

Dr. Dymock বলেন যে ইহার বীজ বম্বে বাজারে Kassai bij বলিয়া বিক্রয় হয়। বন্য গড়গড়ে মূত্রকর ও ইহা অপর ঔষধের সহিত ব্যবহার করিলে উহার শক্তি বাড়াইয়া দেয় (Pharm. Ind.)। (Fig. 663.)

CXX. POLYPODIACEAE

Genus—ADIANTUM Linn.

664. A. lunulatum Burm. (কালিঝাঁট)

Fig.—Hook., Garden Fern. t. 17 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1031.

Ref.—Beddome, Handbook Fern. Br. India, 82 ; B. P., ii, 1243 ; Prain, H. H., 323.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র প্রাচীন দেওয়ালে ও ছায়াময় স্থানে ও ইষ্টকনির্ম্মিত দেওয়ালে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. কালিঝাঁট ; বম্বে—হংসরাজ ; হি. হংসপদী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—ইহা একটি পত্র-উদ্ভিদ, পত্র ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, ১ ফুট লম্বা মসৃণ, পক্ষাকার। শিবার উভয় দিকে পত্রিকা জন্মে, পত্রিকার কিনারা প্রায় গোলাকার, কর্ত্তিত। প্রায়ই পত্রের অগ্রভাগ হইতে শিকড় বাহির হয়। পত্রবৃন্ত ⅛-½ ইঞ্চি লম্বা।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতা সাধারণতঃ বালকদের জ্বর হইলে ব্যবহৃত হয়, পত্র জলে বাটিয়া চিনির সহিত ব্যবহার্য্য। কোন স্থান ফুলিয়া উঠিলে কিংবা আরক্ত হইলে ইহা স্থানীয় প্রলেপ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। ইরিসেপ্লাস হইলে উহার প্রদাহ কমাইবার জন্য সচরাচর বাহ্যিক প্রলেপ স্বরূপ ব্যবহৃত হয় (Watt)। কলিকাতায় ঔষধের দোকানে যে হংসরাজ বিক্রয় হয় উহা বঙ্গদেশ-জাত এই গাছ হইতে সংগ্রহ হয় কিনা ইহাতে সন্দেহ আছে (Dymock)। ইহা মূত্রকর, সর্দ্দি-নাশক ও ঋতুকর। ইউরোপে Maiden-hair যে যে রোগে ব্যবহৃত হয় ভারতে এই উদ্ভিদও সেই সেই রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। Fig. (664).

665. A. caudatum Linn. (ময়ূরশিখা)

Fig.—Hook., Spec. Filicum, t. i. 20 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1029.

Ref.—Beddome, Handbook, Fern. Br. Ind., 83 ; B. P., ii, 1243 ; Prain, H. H., 324.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের প্রাচীন দেওয়ালে, শিবপুর ও চন্দননগরে সচরাচর দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. ও সং. ময়ূরশিখা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—পত্র-উদ্ভিদ, পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা ও গুচ্ছবদ্ধ। পত্রদণ্ডের উভয় দিকে পত্রিকাগুলি জন্মে, পত্রিকা ৫ ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক অংশের অগ্রভাগ মোটা। কিনারা হইতে শিকড়

হয়। কথিত আছে এই উদ্ভিদ্ Dr. Colerbook শিবপুরে আনয়ন করেন। কলিকাতা হারবেরিয়মে Kurz সাহেবের হস্তলিখিত বিবরণে দেখা যায় যে John Scott সাহেব ইহা সংগ্রহ করিয়াছেন কিন্তু Kurz সাহেব বলেন যে তিনি নিজে এই গাছ শিবপুরে আর খুঁজিয়া পান নাই।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র সর্দ্দি ও জ্বর রোগে ব্যবহার হয় (Ibbetson)। ইহার পাতা পাঁচড়ায় লাগাইলে পাঁচড়া আরাম হয়। কথিত আছে ইহা বহুমূত্র রোগে হিতকর (Watt)। মরিসন দ্বীপের লোকেরা ইহাকে ঘর্ম্মকর বলিয়া বিশ্বাস করে। (Fig. 665.)

666 A. capillus-veneris Linn. (হংসপদী) Eng Maidens Hair.

Fig.—Hook., Sp Filicum. ii, t. 74; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1028.

Ref.—Bedd., Handbook Fern Br. India, 84; Hook., Sp. Fili, ii, 36.

জন্মস্থান—পশ্চিম হিমালয় প্রদেশ ৮০০০ ফুট উচ্চে, দক্ষিণ ভারতে ও আফগানিস্থানে জন্মে। ব্রহ্মদেশ ও মনিপুরের সীমান্তে দেখিতে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. হংসপদী; হি. হংসরাজ; কাশ্মীর—ডুমতুলী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা।—ইহার পাতা হাঁসের পায়ের ন্যায় বলিয়া ইহাকে হংসপদী বলে। পত্র ৪-৯ ইঞ্চি লম্বা, মসৃণ ও কৃষ্ণবর্ণ। পত্রে ৯টী ভাগ আছে, পত্রের অগ্রভাগ মোটা, প্রত্যেক ভাগ ½-১ ইঞ্চি চওড়া, বোঁটা ½ ইঞ্চি লম্বা ও পাতলা।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র গোলমরিচের সহিত বাটিয়া জ্বরে এবং দক্ষিণ ভারতে সর্দ্দি আরামের জন্য মধুর সহিত মিশাইয়া ব্যবহৃত হয় (Watt)।

পত্র চায়ের ন্যায় ব্যবহার করিলে পেট বেদনা ও স্ত্রীলোকদিগের স্বল্পরজঃ রোগ আরাম হয় (Dymock)।

মুসলমান হাকিমেরা ইহা কুকুর বিষে এবং কেশপতন নিবারণে ব্যবহার করেন। ইহা মূত্রবিরেচক (Watt)।

টাটকা রস চিনি কিংবা মধুর সহিত সেবন করিলে ঋতুনাশ রোগ আরাম হয় (Journ. Bomb. Nat. Hist., Vol. 38, No. 2. P. 346, 1936). (Fig. 666.)

667. A. venustum Don. (হংসরাজ)

Fig.—Hook, Spe. Filicum, ii, t. 76.

Ref.—Bedd., Handbook. Fern Brit. Ind., 86; Hook., Sp. Filli. ii, 40.

জন্মস্থান—উত্তর ভারত, নেপাল, কামরূপ, সিমলা ও খাসিয়া পাহাড়।

বিভিন্ন নাম—হি. হংসরাজ, কালিঝাঁট, বম্বে—মুবারক ; পঞ্জাব—ঘাস।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—পত্র পক্ষাকার, ঝিল্লাযুক্ত আয়তাকার অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, বোঁটা ছোট, পত্র কয়েক অংশে বিভক্ত, ইহার মধ্যে বড় বিভাগটীর কিনারা গোলাকার, দাঁতের ন্যায় বা করাতের ন্যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র সৌগন্ধযুক্ত ও উগ্র ; অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলে বমন হয়। পত্র বলকারক, সর্দ্দি নিবারক। চাম্বা নামক স্থানের লোকেরা ইহার পত্র ভগ্নস্থানে প্রলেপ দেয়।

পঞ্জাবে হংসরাজ একটী সাধারণ ঔষধ ; ইহা বেদনা নিবারক এবং বক্ষে সর্দ্দি বসিলে প্রযুক্ত হয়। ইহার ঋতুকর ও মূত্রকর গুণ আছে। কবিরাজেরা ভিন্ন ভিন্ন Adiantum এর ভিন্ন ভিন্ন গুণ বর্ণনা করেন নাই, তাঁহারা সকল গুলিরই সমান গুণ আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইহার কাথের ভাপরা জ্বরে অতিশয় হিতকর। হাকিমেরা ইহা কুক্কুর বিষে এবং ইহার সরবত জ্বর ভোগের পর—দৌর্ব্বল্যে ব্যবহার করিতে বলেন (Watt)।

ইহার কেশপতন নিবারণ করিবার শক্তি আছে। (Fig. 667.)

Genus—POLYPODIUM Linn.

668. P. quercifolium Linn. (গুরুর)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xii, t. 11 ; Hook., Gard. Fern. t. 5.

Ref.—Willd. Sp. Pl., 170, vol. v, Pt. 1 ; Hook., Gard. Fern. 17 ; B. P., ii, 1258 ; Roxb., F. I., 750 (Ed. C. B. C.) ; Prain, H. H. 325.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারত, মধ্য ও পূর্ব্ববঙ্গ, সুন্দরবন, চট্টগ্রাম।

বিভিন্ন নাম—বা. গুরুর ; হি. কাম্বলি।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—এই উদ্ভিদ্ বৃক্ষের উপরে জন্মে। পত্র দুই প্রকার। সাধারণ বীজহীন (Spore) পত্র ৫-১২ ইঞ্চি লম্বা ও ৩-৭ ইঞ্চি চওড়া। কচি অবস্থায় সবুজ থাকে, কিন্তু বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় বাদামী রংএর হইয়া থাকে। পত্রাংশ বহুভাগে বিভক্ত। (Spore) বীজবাহী পত্র ২-৩ ফুট লম্বা, লম্বা বৃন্তযুক্ত, বহুভাগে বিভক্ত। পত্রাংশ ৫-৯ ইঞ্চি লম্বা। মারহাট্টা দেশীয় লোকেরা এই গাছের পত্র বিবাহের সময় বর ও কন্যার মস্তকে মুকুটের ন্যায় ব্যবহার করে।

ইহার মূল পশমের ন্যায়। Dr. Rheede বলেন যে এই উদ্ভিদ্ যে গাছে জন্মে সেই গাছেরই গুণ প্রাপ্ত হয়, কুঁচিলা গাছে জন্মিলে উহা অধিক মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার পত্রে টিপ টিপ দাগ আছে। বর্ষাকালে ফুল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা যকৃত সম্বন্ধীয় জ্বর ও অজীর্ণনাশক (Dymock)। (Fig. 668).

Genus—ACTINOPTERIS Link.

669. A. dichotoma Forsk (ময়ূর পঙ্খী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1027; Blatter & Almeida, Ferns of Bombay. Pl. x; Bedd. Ferns of Brit. India, Fig. 98 (1883).

Ref.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. Vol. 2 p. 1389; Blatter & Almeida Ferns of Bombay. p. 122; Bedd., Ferns of Brit. India, p. 197; Dymock, Vol. III. p. 627.

জন্মস্থান—ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র। ৩০০০ ফুটের নিম্নে শুষ্ক ও পর্ব্বতময় স্থান। পারস্য এবং কাবুল। খান্দালা, মহাবালেশ্বর রোডের কাতরাজঘাট এবং বোম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া উদ্যান। লঙ্কাদ্বীপ।

বিভিন্ন নাম—বা. ময়ূর পঙ্খী, হি. মরপখ; বম্বে. ময়ুর শিখা, গুজ. ভুইতার।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—পত্রদণ্ড ঘন সন্নিবিষ্ট এবং গুচ্ছবদ্ধ। পত্র লম্বা ডাঁটায় সংলগ্ন। পত্রাংশ চওড়া বহুভাগে বিভক্ত, কতকটা তাল পত্রের ন্যায় বিস্তৃত। (Spore) বীজবাহী পত্রাংশ (Spore) বীজহীন পত্র অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা ক্রিমিনাশক এবং রক্তস্রাব নিবারক। (Fig. 669.)

CXXI. SALVINIACEAE

Genus—AZOLLA Lamk.

670. A. pinnata Lamk. (পানা)

Fig.—Griff., Ic. Pl. Asiat., t. 119-23 (1849.)

Ref.—B. P., ii, 1266; Prain, H. H., 326; Gard. Cron. Ser. iii. xiv, 15 (1893) Fig. 6.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র পুকুরে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—পানা।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—পানা ভাসমান উদ্ভিদ্, পুকুরের উপরিভাগে জলে ভাসিয়া থাকে। ইহার পত্র ½-১ ইঞ্চি লম্বা, বহু শাখাপ্রশাখা-বিশিষ্ট। পত্রের অগ্রভাগ গোলাকার রক্তাভ ধূসরবর্ণ, শিকড় সরু ও লম্বা; জলের ভিতর থাকে। বর্ষাকালে (spore) বা বীজ হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পানার শিকড় স্নিগ্ধকর ও মূত্রকর। (Fig. 670.)

Genus—SALVINIA Schreb.

671. S. cucullata Roxb. (ইন্দুর কানি পানা)

Ref.—Roxb., F. I., 745 (C. B. Clarke); B. P., ii, 1265; Prain, H. H., 326.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে ও ভারতবর্ষের অন্যত্র নদী, ঝিল ও পুষ্করিণীতে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. ইন্দুর কানি পানা।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—ইহার পত্রবৃন্ত ক্ষুদ্র এবং কাণ্ডের সহিত অতিশয় ঘেঁষাঘেঁষি ভাবে থাকে। পত্র লম্বা অপেক্ষা চওড়া অধিক, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি। বর্ষাকালে (spore) বা বীজ হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বড় পানার মত। ইহা কৃমিনাশক, অপরাপর কৃমিনাশক ঔষধের সহিত ব্যবহৃত হয়। (Fig. 671.)

CXXII. MARSILIACEAE

Genus—MARSILEA Linn.

672. M. quadrifolia Linn. (সুষুনি শাক)

Fig.—Lamarck, Ill., v, t. 863; Reveil, Regne Veg. iii, t. 15, 10. t. 30.

Ref.—Muhan, Fl. & Fern. U. S. ii, t. 4; B. P., ii, 1266. Roxb., F. I., (C. B. Clarke). 745.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র জন্মে, পুকুরের কিনারায় ও আর্দ্র জমিতে বা ধান্যক্ষেত্রে।

বিভিন্ন নাম—বা. সুষুনি শাক ; সং. সুনিষন্নক।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—জলজ উদ্ভিদ্—পুকুরের কিনারায় জন্মে, পত্রের বৃন্ত সরু ও পত্র ৪ ভাগে বিভক্ত, কর্দ্দমের উপর লতাইয়া হয়। শীতকালে (spore) বা বীজ হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বাত ও কাশ রোগী সুষুনি শাক খাইলে বাতের উপশম হয় (চরক)।

বিষদোষে এই শাক পথ্য রূপে ব্যবহার হয় ও ইহা বিষ নাশ করে।

পক্ক সুষুনি শাক তিলতৈল ও বিনা লবনে ভোজন করিলে উরুস্তম্ভ আরাম হয়; সুষুনি শাকের বীজ ঘোলের সহিত পেষণ করিয়া ঘোলসহ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র আরাম হয় (চরক)।

তক্রেনযুক্তং শিতিবারকস্য বীজং পিবেৎ কৃচ্ছ্রবিনাশহেতোঃ। (চরক)।

সুষুনি শাক ঘৃতে ভাজিয়া ভোজন করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয় (সুশ্রুত)।

সুষুনি শাক খাইলে নিদ্রাহীন ব্যক্তির নিদ্রা হয়। (Fig. 672.)

ভারতীয় বনৌষধি

(সচিত্র)

দ্বিতীয় খণ্ড

[শিল্প ও সরবরাহ-সচিব মাননীয়
ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,
এম. এ., বি. এল., ডি. লিট., এল-এল. ডি., ব্যারিষ্টার-এট-ল
মহোদয়-লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত]

ডক্টর শ্রীকালীপদ বিশ্বাস,
এম. এ., ডি. এস-সি. (এডিন.), এফ. আর. এস. ই., এফ. এন. আই.
সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, রয়েল বোটানিক গার্ডেন, কলিকাতা এবং উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের
অনারারী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ও

শ্রীএককড়ি ঘোষ,
রয়েল বোটানিক গার্ডেন পুস্তকাগারের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫১

মূল্য ৬ টাকা

XLII. DROSERACEAE.

Genus—DROSERA Linn.

236. D. Burmanni Vahl. (মুখজালি)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 407 ; Wight, Ill. i, t. 20.

Ref.—F. B. I., ii, 424 ; B. P., i, 472 ; Prain, H. H., 210 ; Voigt, 79.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষে, কুমায়ুন, নীলগিরি ; হাওড়া, বর্দ্ধমান, গোঘাট (হুগলী) ও ছোটনাগপুরের বালুকা বা প্রস্তরময় জমিতে ও ধান্যক্ষেত্রে শরৎ ও শীতকালে জন্মে। ছোটনাগপুরের সর্ব্বত্র দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—হি. মুখজালি, পঞ্জাব চিত্রা ; Eng. Sundew.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী ওষধি, কাণ্ড সোজা, ৩-১২ ইঞ্চি উচ্চ। পত্র চামচের মত, গাছের গোড়ায় বৃত্তাকারে জন্মে, পত্রের ধারে মাছি ধরিবার শুঁয়া আছে। পত্রের গোড়া হইতে একটির পর আর একটি পুষ্পদণ্ড জন্মে ; বৃন্ত লম্বা। ফুল শ্বেতবর্ণ, বহির্ব্বাস ৫ ভাগে বিভক্ত, পাপড়ী ৫টি, পুংকেসর ৫টি। বীজ প্রায় ডিম্বাকৃতি। এই পর্য্যায়ভুক্ত গাছ অনেক আছে, উহারা সমস্তই মক্ষিকাভুক। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

এই পর্যায়ভুক্ত—Aldrovonda vesiculosa Linn, নামক আর এক জাতীয় জলজ ভাসমান পতঙ্গভুক্ গাছ পূর্ব্ব-বঙ্গের জলায় ও জলাশয়ে দেখা যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কমায়ুনের লোকেরা কোন স্থানে ফোস্কা তুলিবার জন্য, এই গাছের পত্র ছেঁচিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে দেয়। Drosera পর্য্যায়ভুক্ত সমস্ত গাছই তিক্ত কটু ও দাহকর। ইহার রস দুগ্ধে দিলে ছানা কাটিয়া যায়। (Fig 226.)

XLIII. RHIZOPHORACEAE.

Genus—RHIZOPHORA Linn.

237. R. mucronata Lamk. (খামো)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vi, t. 34 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 408.

Ref.—F. B. I., ii, 435 ; Roxb., F. I., ii, 459 ; B. P., i, 475 ; Prain, H. H., 210 ; Voigt, H. S., 41.

জন্মস্থান—সুন্দরবনের পশ্চিমাংশে; এই গাছ প্রায়ই সমগ্র ভারতবর্ষের সমুদ্রতীরে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. ভোরার, খামো; তে. আদইর-পউনা; সিন্ধু কাসো।

বর্ণনা—মাঝারি গাছ; কাঠ শক্ত, গাঢ় লাল। পত্র ৩-৭ ইঞ্চি লম্বা, ১½-৪ ইঞ্চি চওড়া, পত্রের গোড়ার দিক সরু, কতকটা রবার গাছের পাতার ন্যায়। ফুল অধিক বা অল্প পরিমাণে অবনত; বহির্ব্বাস ৪ ভাগে বিভক্ত, পাপড়ি ৪টি; পুংকেসর ৮টি। ফল ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। ইহার বীজ গাছের উপরেই অঙ্কুরিত হয়; সেই চারা কর্দ্দমের উপর পড়িলে ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে, মানুষের দ্বারা আব রোপণেব আবশ্যক হয় না এই প্রকার বীজকে Vivipary বলা হয়। চৈত্র বৈশাখ মাসে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় রক্তকাশ ও রক্তবমন রোগে ব্যবহার হয়; ইহা ধারক এবং বহুমূত্র রোগ নিবারক (Journ. Soc. Chemic. Indus., 188)। (Fig. 237.)

Genus—KANDELIA W. & A.

238. K. Rheedii W & A. (গোরিয়া)

Fig.—Hook, Ic. Pl., t. 362; Rheede, Hort. Mal., vi, t. 35; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 410.

Ref.—F. B. I., ii, 437; B. P., i, 476; Kurz., For. Fl. Burma, i, 449; Prain, H. H., 211; Voigt, H. S., 41.

জন্মস্থান—পশ্চিম সুন্দরবন; ভারতবর্ষেব সমুদ্রতীবে প্রায সকল স্থানেই জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. গোরিয়া; উড়িয়া—রহুনিয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্।

বর্ণনা—চিবসবুজ পত্রযুক্ত ছোট উদ্ভিদ্। গাছেব ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, লাল; কাষ্ঠ অতিশয় নরম। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ১½-২ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, মাথা মোটা, গোড়ার দিক সরু, উপরিভাগ গাঢ় সবুজবর্ণ, নিম্নভাগ লালের আভাযুক্ত ধূসববর্ণ, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ১½ ইঞ্চি, সোজা, দুই শাখাবিশিষ্ট। ফুল বিস্তৃত, বহু পুংকেসর আছে। ফল ১ ইঞ্চি লম্বা; ফলের বোঁটা লম্বা। চৈত্র বৈশাখ মাসে ফুল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল, শুঁঠ, পিপুল ও গোলাপ জলের সহিত খাইলে বহুমূত্র রোগ আরাম হয় (Rheede)। (Fig. 238.)

XLIV. COMBRETACEAE.

Genus—TERMINALIA

239. T. Arjuna Bedd. (অর্জ্জুন)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 414.

Ref.—F. B. I., ii, 447 ; Roxb., F. I., *Pentaptera Arjuna* Roxb., ii, 438 ; B. P., i, 481 ; Dymock, ii, 11.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বেহার, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. ককুভ, অর্জ্জুন ; বা হি. অর্জ্জুন ; তে. তারমাদ্দি ; তা. ভাল্লাই-মারুদমারাম্।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্, ফল, পত্র ; মাত্রা, ত্বক্চূর্ণ ২-৬ আনা।

বর্ণনা—বৃহদাকার গাছ, ৬০-৮০ ফুট উচ্চ। পত্র ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা, ৩-৪ ইঞ্চি চওড়া, গোড়ার দিক ও অগ্রভাগ সরু, স্থূলকোণী, কতকটা বর্ষা-ফলকের ন্যায়। বৃন্ত প্রায় ½ ইঞ্চি। বহির্ব্বাস ৫টি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ফুল ছোট, শ্বেতবর্ণ বা হরিদ্রাবর্ণ ; পুষ্পদণ্ডের চতুর্দ্দিকে থাকে। পুংকেসর ১০টি। ফল ১ ইঞ্চি লম্বা, প্রায় ৫।৭টি সরু পক্ষযুক্ত, দেখিতে কামরাঙ্গার ন্যায়, কিন্তু আকৃতিতে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র ; গ্রীষ্মকালে ফুল হয়, শীতকালে ফল পাকে। Dr. Brandis বলেন, এই গাছ বঙ্গদেশের জঙ্গলে প্রচুর জন্মে। ইহার পত্র মানুষের জিহ্বার ন্যায়, পৃষ্ঠে বোঁটার দিকে ২টি অর্ব্বুদ আছে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকেরা ইহার ছাল বলকারক, উগ্র ও স্নিগ্ধকর বলিয়া বর্ণনা করেন। ইহা বক্ষপ্রদাহে হিতকর। ছালের গুঁড়া দুগ্ধের সহিত ব্যবহার করিলে আঘাত-জনিত বেদনা আরাম হয় (Dutta)। কাঙড়া জেলায় ছাল ঘা ধোয়াইবার জন্য ব্যবহার করে (Stewart)।

ইহার ছাল ধারক, জ্বরনাশক এবং ফল বলকারক। টাটকা পাতার রস কানের বেদনায় প্রযুক্ত হয়। ছালের ক্বাথ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে শরীরের পুষ্টি হয়। ছালের গুঁড়া, দুগ্ধ ও মাৎগুড়ের সহিত ব্যবহার হয়।

অর্জ্জুনস্য ত্বচা সিদ্ধং ক্ষীরং যোজ্যং হৃদাময়ে।
সিতয়া পঞ্চমূল্যা বা বলয়া মধুকেন বা।
ঘৃতেন দুগ্ধেন গুড়াম্ভসা বা পিবন্তি চূর্ণং ককুভত্বচো যে।
হৃদ্রোগজীর্ণজ্বররক্তপিত্তং হত্বা ভবেয়ুশ্চিরজীবিনস্তে॥ চক্রদত্ত

কোন স্থান ভাঙ্গিয়া যাইলে অর্জ্জুন ছালের গুঁড়া দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে উহা আরাম হয়।

ভগ্নঃ পিবেত্বক্ পয়সার্জ্জুনস্য গোধূমচূর্ণং সঘৃতেন বাথ। চক্রদত্ত

অর্জ্জুন ছাল ছাগ দুগ্ধে পেষণ করিয়া, উক্ত দুগ্ধ পান করিলে রক্তাতিসার আরাম হয়। অর্জ্জুন ছাল গুঁড়া করিয়া উহার ২ তোলা পরিমাণ, গব্যঘৃত ½ পোয়া, জল ১½ পোয়া দিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে এবং দুগ্ধ অবশেষ থাকিবে; ইহা হৃদ্‌রোগনাশক।

অর্জ্জুন ছালের ক্বাথ পান করিলে মূত্ররোধ আরাম হয়, ইহার ছালের গুঁড়া বাসক পাতার রসে ৭ বার ভাবনা * দিয়া মিছরী, মধু ও গব্যঘৃতের সহিত সেবন করিলে ক্ষয়কাশ আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

অর্জ্জুনের ছাল শ্বেতচন্দনের ছালের ক্বাথ পান করিলে শুক্রমেহ আরাম হয় (সুশ্রুত)।

অর্জ্জুনের ছাল এক ভাগ ও জল ১০ ভাগ মিশাইয়া যে ক্বাথ প্রস্তুত হয় উহার ½ বা ১ আউন্স ব্যবহার করিলে রক্তঅর্শ, উদরাময় ও রক্তআমাশয় আরাম হয়। ইহা পিত্তের প্রকোপ নিবারণ করে ও বিষের প্রতিষেধক (Baden-Powell)। অর্জ্জুন ছালের গুঁড়া ½ তোলা, ইক্ষুর চিনি ২ তোলা, জ্বাল দেওয়া গোদুগ্ধ ৮ আউন্স পরিমাণ মিশাইয়া সেবন করিলে বক্ষপ্রদাহ ও যাবতীয় হৃদ্‌রোগ আরাম হয়। ছাল বিশেষরূপে পেষণ করিয়া, চিনি ও গোদুগ্ধের সহিত প্রত্যহ প্রাতে একবৎসর ব্যবহার করিলে যাবতীয় হৃদ্‌রোগ একেবারে আরাম হইয়া যায়। প্রাচীন কবিরাজেরা অর্জ্জুন ছাল বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষের শান্তিকর বলিয়া ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। অর্জ্জুন ছালের গুঁড়া, রক্ত চন্দনের গুঁড়া, চিনি এবং চাউল ধোয়া জল সমপরিমাণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্তোৎকাশ আরাম হয় (চরক)। অর্জ্জুনের পাতা দিয়া ক্ষত ও ঘা বাঁধিয়া রাখিলে উহা শীঘ্রই সারিয়া যায়। অর্জ্জুন ছাল ও শ্বেত চন্দনের ছালের ক্বাথ পান করিলে যাবতীয় মেহ রোগ বিনষ্ট হয় (সুশ্রুত)। হারীত বলেন, অর্জ্জুন ছালের ক্বাথ গণোরিয়া-নাশক।

অর্জ্জুন ছালের গুঁড়া বাসক পাতার রসে ৭ বার ভিজাইয়া ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া, মধু, মিছরি ও গব্যঘৃতের সহিত ব্যবহার করিলে ক্ষয়কাশ আরাম হয়। ইহাতে রক্তপাত নিবারণ এবং অস্ত্রের ক্ষত আরাম হইয়া যায় (ভাবপ্রকাশ)। অস্থিভঙ্গে পিষ্ট অঙ্গে অর্জ্জুন ছালের প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। (Fig. 239.)

* ক্বাথে বা রসে কোন দ্রব্য ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে উহাকে ভাবনা দেওয়া বলে। কোন উল্লেখ না থাকিলে ৭ বার ধরিয়া লইতে হয়।

240. T. belerica Retz. (বহেড়া)

Fig—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 412B ; Rheede, Hort. Mal., iv, t. 10 ; Bedd., Fl. Syl., t. 19.

Ref.—F. B. I., ii, 445 ; Roxb., F I., ii, 432 ; B. P., i, 481 ; Dymock, ii, 5.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বেহার, চট্টগ্রাম, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মানভূম ; বর্মা, হিমালয় প্রদেশ, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. বিভীতক ; বা. হি. বহেড়া ; তা. তানি , তে. তান্দি ; Eng. Beleric myrobalan.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—৬০-১০০ ফুট লম্বা গাছ। গাছের গুঁড়ি অতিশয় লম্বা ; ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, গাঢ় ধূসরবর্ণ। কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ কিংবা ঈষৎ পীতবর্ণ ও শক্ত। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, শীতকালে পত্র পড়িয়া যায়। পত্রবৃন্ত ১-১½ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড উন্নত, ২-৬ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ছোট ; গর্ভ-কেসরের মস্তক উজ্জ্বল পীতবর্ণ ; পুংকেসর ১০টি, ইহার মধ্যে ৫টি বড় ও ৫টি ছোট একটির পর আর একটি সজ্জিত। ফল ১ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার ও ধূসরবর্ণ ; একটি ফলে একটি বীজ থাকে, শাঁস অল্প, আঁটী শক্ত। ভারতবর্ষে বহেড়া দুই প্রকার আছে—একটির ফলের ব্যাস ½-¾ ইঞ্চি, অপরটির ফল বড়। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকেরা বহেড়াকে উগ্র, মৃদুবিরেচক, সর্দ্দি ও স্বরভঙ্গ নিবারক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বহেড়ার সহিত হরিতকী ও আমলকী মিশাইলে উহাকে ত্রিফলা বলে। বহেড়ার বীজ ধারক এবং ইহার প্রলেপ দিলে প্রদাহ নিবারণ হয় (Dutt)।

পঞ্জাবে, বহেড়া ফুলা, অর্শ, উদরাময় ও কুষ্ঠরোগে ব্যবহার হয়। বহেড়ার জ্বরনাশক শক্তি আছে, অর্দ্ধপক্ক ফল বিরেচক, পক্ক ফল ধারক এবং মধু মিশ্রিত করিয়া চক্ষে দিলে চক্ষুপ্রদাহ (চক্ষু উঠা) আরাম হয়। ইহার আঠা শান্তিকর ও বিরেচক (Watt)।

বহেড়ার বীজে মাদকতা শক্তি আছে। বহেড়া ঘৃতে ভাজিয়া যবদার ঠুলিতে দিয়া অগ্নিতে সেঁকিয়া উহা মুখে রাখিলে, সর্দ্দি, কাশি ও স্বরভঙ্গ আরাম হয়।

> বিভীতকফলং কিঞ্চিদ্ ঘৃতেনাভ্যজ্য লেপয়েৎ।
> গোধূমপিষ্টেরঙ্গারৈর্বিপচেৎ পুটপাকবৎ ॥
> ততঃ পক্বং সমুদ্ধৃত্য ত্বচস্তস্য মুখে ক্ষিপেৎ।
> কাসশ্বাসপ্রতিশ্যায়স্বরভঙ্গাঞ্জয়েত্ততঃ ॥ শার্ঙ্গধর।

মুসলমান হাকিমেরা বহেড়াকে ধারক, বলকারক, শান্তিকর, অজীর্ণ নিবারক এবং পিত্তজনিত মাথাধরায় হিতকর বলিয়া বর্ণনা করেন, এবং ফলের শাঁস ঔষধার্থে ব্যবহার করেন (Dymock)।

Flora of British India নামক পুস্তকে বহেড়ার তিনটি জাতি আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—Var typica, Var. beleria Roxb. এবং Var. laurinoides Miq. (Fig. 240.)

241. T. Catappa Linn. (বাদাম)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iv, t. 3 & 4; Bot. Mag., t. 3004.

Ref.—F. B. I., ii, 444; Roxb., F. I., ii, 430; B. P., i, 481; Watt, ii, Pt. 4, 22.

জন্মস্থান—ভারতের ও বর্মার সকল স্থানে দেখা যায়; ইহা মালয় বা জাভা হইতে এদেশে আসিয়াছে। বঙ্গদেশ, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, হুগলী জেলার রাস্তার ধারে রোপিত আছে; শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে অনেক আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. বাদাম; তা. নাতবা-ডুম; তে. বেদাম; Eng. Indian almond.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—১০-৮০ ফুট উচ্চ গাছ। শাখা চারিদিকে বিস্তৃত, যেন গাছটি চারিদিকে হাত ছড়াইয়া আছে। পত্র ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা, ২-৬ ইঞ্চি চওড়া, গোড়ার দিক সরু, মাথা বিস্তৃত গোলাকার। শীতকালে পাতা পড়িয়া যায়, পাতা পড়িবার আগে পাতাগুলি পাকিয়া লাল বর্ণ ধারণ করিয়া গাছের শোভা বর্দ্ধন করে। গাছে যখন পাতাগুলি নূতন হয় তখন উহাতে নরম লোম থাকে, বড় হইলে সূক্ষ্ম লোমাবৃত হয়। পত্রের বোঁটার দিক ক্রমশঃ সরু বৃন্ত ¼-¾ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পবৃন্ত ধূসরবর্ণ। ফলে শাঁস ও ছোবড়া আছে। ফল ডিম্বাকৃতি, শক্ত, পুরু, চেপ্টা, মসৃণ, কিনারাগুলি কিঞ্চিৎ উচ্চ। ফল পাকিলে উজ্জ্বল বেগুনে বং ধারণ করে। বীজ ফলের অর্দ্ধেক। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল ধারক, ক্বাথ গণোরিয়া এবং প্রদর রোগে শান্তিকর। ইহার আঠা বসোরা গঁদের তুল্য (Bassora Gum)।

কচি পাতার রসে দক্ষিণ ভারতে, কুষ্ঠ ও পাঁচড়ার মলম তৈয়ারী করে। পাতার রস খাইলে মাথাধরা ও পেটবেদনা আরাম হয়। (Fig. 241.)

242. T. Chebula Rtz. (হরিতকী)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., t. 197; Brandis, For. Fl., 223, t. 29; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 413.

Ref.—F. B. I., ii, 446 ; Roxb., F. I., ii, 433 ; Watt, vi, Pt. 4, 24 ; Dymock, ii, 1 ; B. P., 481.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর ; কমায়ুন, দাক্ষিণাত্য ; বঙ্গদেশ, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলায় বাগানে রোপণ করে। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর। উত্তর ভারতে হরিতকী গাছ বেশী বড় হয় না ; দক্ষিণ ভারতে নর্ম্মদা নদীর তীরস্থ গাছগুলি লম্বা লম্বা দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. অভয়া, হরিতকী ; বা. হরিতকী ; হি হরারা ; তা. কান্দাকাই ; তে. কান্দুকার , উড়িয়া—কারেবী ; Eng. Chebulic myrobalan.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, বীজ ; ফল চূর্ণ ৪-১৬ আনা।

বর্ণনা—গাছ ৮০-১০০ ফুট উচ্চ। কাষ্ঠ শক্ত, ধূসরবর্ণ এবং সবুজের আভাযুক্ত, পীতবর্ণেব দাগ আছে। পত্র ৩-৮ ইঞ্চি লম্বা, ২-৪ ইঞ্চি চওড়া, শীতকালে পত্র পড়িয়া যায় ; বোঁটা ১ ইঞ্চি। পত্র দূরে দূরে জন্মে, পত্রের মস্তক বসা ও ডিম্বাকৃতি। পত্রের শিরা ৬-৮ জোড়া। ফুল উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট। ফুলেব বোঁটা ⅙ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ কিংবা পীতবর্ণ, উগ্রগন্ধবিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ড অধিক লম্বা নহে ; ফলে ৫টি উন্নত শিরা আছে ; ইহা ১-১½ ইঞ্চি লম্বা। ফলের আকৃতি সমস্তগুলি সমান নহে ; কোনটি একটু লম্বা, কোনটি একটু খর্ব্ব। ফলে একটি মাত্র বীজ থাকে। সংস্কৃত লেখকেবা ৭ প্রকার হরিতকীর কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে মাত্র দুই প্রকার হরিতকী দেখিতে পাওয়া যায় ; ইহার বড় পক্ক ফলকে হরিতকী এবং অপক্ক শুষ্ক ফলকে জাঙ্গি হরিতকী বলে। যে হরিতকী জলে ডুবিয়া যায় উহা ঔষধ প্রস্তুতের পক্ষে ভাল। ৪ তোলা ও তাহার অধিক পরিমাণ ওজনের হরিতকী ঔষধের জন্য ব্যবহার করা উচিত, অন্যথা খারাপ বলিয়া জানিবে। বৈদ্যশাস্ত্রমতে ৭ প্রকার হরিতকীর নাম উল্লেখ আছে—যথা, বিজয়া (লাউয়ের ন্যায় গোল), রোহিণী (গোলাকার), পূতনা (পাতলা ছাল বিশিষ্ট), অমৃতা (শাঁস অধিক ও মাংসল), অভয়া (পঞ্চরেখাবিশিষ্ট), জীবন্তী (স্বর্ণবর্ণ), চেতকী (ত্রিরেখাযুক্ত)। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—একটি হরিতকীর গুঁড়া, পাইপে দিয়া ধূম পান করিলে হাঁপানির উপশম হয়। হরিতকী পাথরে ঘষিয়া তিল তৈল মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে প্রদান করিলে ক্ষত আরাম হইয়া যায় (Watt)। কাঁচা হরিতকী রক্তআমাশয় ও উদরাময় নিবারক (Dymock)। উষ্ণ জলের সহিত হরিতকী সেবন করিলে হিক্কা আরাম হয়। অর্শরোগে মল কঠিন হইলে, গোমূত্রে হরিতকী ভিজাইয়া পান করিলে মল নরম হইয়া যায়। আঁটার সহিত হরিতকী দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া পান করিলে অশ্মরী আরাম হয়। হরিতকীর কাথে মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কণ্ঠরোগ আরাম হয়। হরিতকী গব্যঘৃতে গরম করিয়া খাইবার পর উক্ত ঘৃত পান করিলে শরীরের বলবৃদ্ধি হয়।

হরিতকী মধুর সহিত সেবন করিলে আম পরিপাক হয় ও ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় (বঙ্গ সেন)।

জ্বর, সর্দ্দি, হাঁপানি, অর্শ, ক্রিমি, বাত ও মূত্রযন্ত্রের রোগে হরিতকী ব্যবহৃত হয়। বাল হরিতকী পুরাতন উদরাময় ও রক্তআমাশয়, পেটফাঁপা, বমন, উৎকাশি, প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি রোগে বিশেষরূপে হিতকর। চিনি ও জলের সহিত চূর্ণ করিয়া ব্যবহার করিলে চক্ষু উঠা আরাম হয়। হরিতকী বলকারক, বার্দ্ধক্য-নিবারক ও জীবনী-শক্তি বৃদ্ধিকর (Dutta)।

হরিতকী ভিজান জল মুখের ঘা নিবারক।

হরিতকীর সহিত মিলিত হইয়া নিম্নলিখিত ঔষধগুলি প্রস্তুত হয় :—

কটিবাতে—ত্রিফলা, পিপুল প্রত্যেক ১ আউন্স, দারুচিনি, এলাচ প্রত্যেক ৪ আউন্স, গুগগুল ৫ আউন্স, এইগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া গুঁড়া করিতে হয়। মাত্রা—১-২ ড্রাম।

স্মরণ-শক্তিনাশে ও দৌর্ব্বল্যে—ত্রিফলা ৮, দারুচিনি ৬, টগর (Valeriana Hardwickii) ৬, পিপুল ৪, জৈত্রী (nutmeg) ৬, কাবাবচিনি ৮, লোবান আঠা (Boswellia serrata) ৮, এবং কাবুলী মুস্তকি (Pistacia Khinjuk) ৪ ভাগ—এইগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া মোদক করিবে। মাত্রা—½-১ ড্রাম।

জোলাপে—হরিতকী, সোঁদালের শাঁস, কণ্টিকারীর শিকড়, ত্রিবৃৎ বা তেউড়ীর শিকড় এবং বহেড়া সমপরিমাণ, সর্ব্বসমেত ২ তোলা। মাত্রা—২-৪ আউন্স। এক্ষণে সোণামুখী ও রেবানচিনি (Rhubarb ; Rheum Emody) যোগ করিয়া থাকে।

জোলাপে—৫ ড্রাম হরিতকী, এক ড্রাম রেবানচিনির মূল এবং ৪ আউন্স জল, দশ মিনিট সিদ্ধ করিতে হইবে।

অজীর্ণ, জ্বর এবং মাথা বেদনায়—ত্রিফলা, চিরেতা, গোলঞ্চ। পরিমাণ—১-২ আউন্স।

মাথাধরা, মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয়, অজীর্ণ, পিত্তকোপ, উদরাময় রোগে—হরিতকী ৩ ড্রাম, বহেড়া ৩ ড্রাম, ধূনা ৫ ড্রাম, বাল হরিতকী ৪ ড্রাম, বাদাম তৈল ৩ ড্রাম, মধু ২ ড্রাম, এইগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিতে হইবে। মাত্রা—৩-৬ আউন্স।

ত্রিফলা (হরিতকী, আমলকী, বহেড়া), ত্রিকটু (শুঁঠ, মরিচ, পিপুল), তিল, ভেলা, এইগুলি একত্রে ১০-৪০ গ্রেণ, দিবসে দুই বার ঘৃত কিংবা চিনির সহিত ব্যবহার্য্য ; ইহাকে নরসিংহ চূর্ণ বলে। ইহা উত্তেজক, বলকারক, ইন্দ্রিয়-শৈথিল্য-নিবারক, সর্দ্দি, অজীর্ণ, দৌর্ব্বল্য এবং পারদ-দোষ নাশক। ইহা ব্যবহারে অজীর্ণে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

রক্তআমাশয়, কলেরার মত ও সাধারণ উদরাময়ে হরিতকী বিশেষ হিতকর। মাত্রা—৪ গ্রেণ বটিকা, দিবসে ৪টি হইতে ১২টি বটিকা সেব্য।

হরিতকীর গুঁড়া, আদা, মৌরি এবং সৈন্ধব লবণ ১০ গ্রেণ পরিমাণ দিবসে ২ বার সেবন করিলে পরিপাক শক্তি বাড়ে ও যকৃৎ বিকৃতি আরাম হয়।

হরিতকী, আমলকী প্রত্যেক এক ভাগ, বাদাম তৈলে মিশাইয়া মধু দিয়া মোদক প্রস্তুত

করিতে হইবে। মাত্রা—১ তোলা, শয়নকালে ভোজনের দুই ঘণ্টা পরে। ইহা অজীর্ণনাশক।

তিল তৈল, ঘৃত কিংবা মধু—ইহাদের কোনটির সহিত হরীতকী সেবন করিলে সন্নিপাত-জ্বর আরাম হইয়া যায় (ভাবপ্রকাশ)।

হরীতকী গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া, গোমূত্রে পেষণপূর্ব্বক পান করিলে, কফজ পাণ্ডুরোগ আরাম হয়।

হরীতকী গুড়ের সহিত পান করিলে বাতরক্ত আরাম হয় (সুশ্রুত)।

উষ্ণ জলের সহিত হরীতকী সেবন করিলে হিক্কা আরাম হয়।

হরীতকী হইতে বহুবিধ কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুত হয়; যথা, অমৃত হরীতকী—অজীর্ণের জন্য, দন্তি হরীতকী—গুল্ম রোগের জন্য (উদরবৃদ্ধি), অগস্তি হরীতকী—ক্ষযকাসের জন্য এবং দশমূল হরীতকী—সর্ব্বাঙ্গীণ শোথের জন্য প্রস্তুত হয়।

১টি হরীতকী—বর্ষাকালে সৈন্ধব লবণের সহিত, শরৎকালে চিনির সহিত, শীতকালে প্রথমভাগে আদা ও শেষে পিপুলের সহিত, বসন্তকালে মধুযোগে এবং গ্রীষ্মকালে মাত্র গুড়ের সহিত পান করিলে আয়ু ও বল বৃদ্ধি পায়। কথিত আছে যে, ইহা সেবনে মানুষ ১০০ বৎসর পরমায়ু লাভ করে (Hindu Mat. Med)।

> গুড়েন মধুনা শুণ্ঠ্যা কৃষ্ণয়া লবণেন বা।
> যে যে খাদন্ সদা পথ্যে জীবেদ্বর্ষশতং সুখী।
> সিন্ধূত্থ-শর্করাশুণ্ঠীকনামধুগুড়ৈঃ ক্রমাৎ।
> বর্ষাদিষভয়া সেব্যা রসায়ন-গুণৈষিণা। চক্রদত্ত

হরীতকী বায়ু, পিত্ত ও কফনাশক, ইহা বায়ু, পিত্ত ও কফকে সাম্যাবস্থায় আনিয়া শরীরকে রোগবর্জ্জিত করে। হরীতকী-সেবনে কখনও কোন অপকার হয় না, বরং উপকারই হইয়া থাকে। (Fig. 242.)

243 T. tomentosa Bedd. (অসন)

Fig.—Bedd., Fl. Sylv., t. 17 ;Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 415.

Ref.—F B. I., ii. 447 ; Roxb., F. I , ii. 440 , B. P., i. 481 ; Watt, vi, Pt. iv, 37.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বেহার, পশ্চিমবঙ্গ, বর্ম্মা, মধ্য ও দক্ষিণ ভারত। বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. অসন, বীজক ; বা. ও হি. অসন, পিয়াশাল ; তা. কুরুপ্প, মারুতা, মারাম ; তে. মাদ্দি।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, ত্বক, কাষ্ঠ।

বর্ণনা—৮০-১০০ ফুট লম্বা গাছ। পত্র ৮-১০ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা ½ ইঞ্চি। গাছের ত্বক্ কর্ত্তিত, ফাটা ফাটা, ধূসর ও কৃষ্ণবর্ণ। গাছের গায়ে লম্বা লম্বা ফাটা দাগ আছে। বাহিরের কাষ্ঠ লালের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ; গাছের প্রশাখা, পুষ্পদণ্ড এবং ছোট পাতাগুলি লোমদ্বারা আবৃত, মরিচা-ধরার মত। পত্র শক্ত, লম্বা ও ডিম্বাকৃতি। পুষ্প ছোট, উভয়লিঙ্গ-বিশিষ্ট, ক্ষুদ্র ফিকে পীতবর্ণ, সরল পুষ্পদণ্ডে অবস্থিত। বহির্ব্বাস বাটির ন্যায় ইহাতে ৫টি ভাগ আছে। ফল ১½-২ ইঞ্চি, ধূসরবর্ণ, পক্ষবিশিষ্ট, ¾-১ ইঞ্চি বিস্তৃত। ফুল বসন্ত কালে প্রস্ফুটিত হয়, ফল শীতকালে জন্মে। ফুলগুলিতে প্রায়ই একপ্রকার পোকায় আক্রমণ করিয়া ফলে আব (gall) উৎপাদন করে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছালের কাথ ক্ষয়-নিবারক, উদরাময় ও ক্ষতে বাহ্যিক প্রয়োগ হয়। গাছের ছাল চামড়া পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। অসন সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ-নিবারক (সুশ্রুত)। অসন-কাষ্ঠের কাথ ও খদির-কাষ্ঠের কাথের সহিত ত্রিফলা-চূর্ণ সেবন করিলে উপদংশ-রোগ আরাম হয় (বঙ্গসেন)। ইহার ছাল অতিসার, গ্রহণী ও প্রদর রোগে হিতকর (R. N. Khory)। (Fig. 243.)

Genus—ANOGEISSUS Wall.

244. A. latifolia Wall. (দাওয়া)

Fig.—Wight, Ic., t. 294; Royle, Ill., t. 45; Bedd., Fl. Sylv., t. 15.

Ref.—F. B. I., ii. 450; Dymock, ii. 12; Brandis, For. Fl., 227.

জন্মস্থান—হিমালয় হইতে সিংহল পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে সাধারণতঃ দেখা যায়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. নববৃক্ষ, বকবৃক্ষ, মধুরত্বক্; বা. ও হি দাওয়া, তা. বিল্লাইনাগ; বম্বে দারিয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্ ও আঠা।

বর্ণনা—বড় গাছ, ৮০ ফুট উচ্চ, শরৎকালে পত্র পড়িয়া যায়। ছাল সমতল, শ্বেতবর্ণের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, ⅙ ইঞ্চি পুরু; কাষ্ঠ শক্ত, বাহিরের কাষ্ঠ ও শাখা পীতবর্ণ। পত্র ১½-৩ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের ব্যাস ⅛-⅙ ইঞ্চি, ছোট বোঁটায় থাকে। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছের আঠা অতিশয় মূল্যবান্। ইহা বৃশ্চিক ও সর্পবিষের প্রতিষেধক (Chopra)। (Fig. 244.)

Genus—QUISQUALIS Linn.

245 Q. indica Linn. (রঙ্গনবেল)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl, t. 519.

Ref.—F. B. I., ii. 459; Roxb., Fl. I., ii. 457; B. P., i. 484; Prain, H. H., 211.

জন্মস্থান—মালয়-দেশীয় গাছ, বাঙ্গালার অনেক বাগানে রোপিত আছে। হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—হি. রঙ্গন-কি-বেল, তা. ইরাঙ্গুন মাল্লী; তে রঙ্গন-মাল্লী-চেট্টু; মা. বিলালী চামেলী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র ও বীজ।

বর্ণনা—লতানে গাছ, অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; কাষ্ঠ ছিদ্রযুক্ত, ত্বক্ পাতলা, ধূসরবর্ণ, মোচড়ান। কাণ্ডের উভয় দিকে ডিম্বাকৃতি পত্র হয়, পত্রের অগ্রভাগ সরু। ফুল দেখিতে সুন্দর, প্রথমতঃ শ্বেতবর্ণ, পরে লাল অথবা কমলা নেবুর রং-বিশিষ্ট, অবশেষে বাণিশের ন্যায় রং হয়, একই পুষ্পদণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ফুল দেখিতে পাওয়া যায়। ফুলের পাপড়ি ৫টি, বিস্তৃত; ফল ½ ইঞ্চি লম্বা। মার্চ্চ মাস হইতে ফুল ও ফল হয়, এবং বর্ষাকাল অথবা কখনও শীতকাল পর্য্যন্ত থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মালাক্কা দ্বীপে কৃমি হইলে ইহার বীজ ব্যবহার করে; ৪।৫টি বীজ মধুর সহিত সেব্য, ইহাতে বড় কৃমি মরিয়া যায় (Ph. Ind.); ইহা অধিক মাত্রায় সেবন করিলে ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় হয়। আম্বোয়ানা নামক স্থানে ইহার পাতার রস পেটফাঁপা ও উদরবেদনায় ব্যবহৃত হয়। চীনদেশে ইহার পক্ক বীজ ভাজিয়া জ্বর ও উদরাময় রোগে প্রয়োগ করে (Rumphius)। পত্রের কাথ পেটকামড়ানি ও পাকস্থলীর পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। (Fig. 245.)

XLV. MYRTACEAE

Genus—BARRINGTONIA

246. B. acutangula Gaertn. (হিজ্জল)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iv. t. 7; Bedd., Fl. Syl., t. 204; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 427.

Ref.—F. B. I., ii. 508; Roxb., F. I., ii. 625; B. P., i. 493; Prain, H. H., 212.

জন্মস্থান—হিমালয় হইতে যমুনা নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ, অযোধ্যা, বঙ্গদেশ, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ; হুগলী, ২৪-পরগণা ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. ধাত্রীফল, সমুদ্রফল ; বা., হি. বম্বে—হিজ্জল।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, বীজ, ফল।

বর্ণনা—মধ্যমাকৃতি গাছ, ৩০-৪০ ফুট উচ্চ হয়। গাছের ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, গাঢ় ধূসরবর্ণ। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, উজ্জ্বল ও নরম। পত্র ৫ ইঞ্চি লম্বা, ২ ইঞ্চি চওড়া, সূক্ষ্ম-লোমযুক্ত, বোঁটার দিকে সরু, ⅙-⅕ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ১ ফুট লম্বা। ফুলের বহির্ব্বাস ছোট, মোচার ন্যায়, ⅙ ইঞ্চি, গোলাকার। পাপড়ি ⅓ ইঞ্চি, লালবর্ণ ; পুংকেসর লম্বা, প্রায় লালবর্ণ। ফল ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, ½-⅔ ইঞ্চি চওড়া, মধ্যস্থল সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত। এই গাছকে ভারতীয় ওক গাছ বলে। প্রায় সারা বৎসরই ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় তিক্ত এবং কুইনাইনের গুণবিশিষ্ট। বীজ উগ্র, প্রসবকালে ইহা ব্যবহৃত হয় (Watt)। বালকদের সর্দ্দি হইলে কয়েক গ্রেণ বমনকারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (Dymock)। কয়েকটি বীজ সাগুদানা কিংবা মাখনের সহিত ব্যবহার করিলে উদরাময় রোগের শান্তি হয় (Watt)। হিজ্জল পাতার রস উদরাময়-নাশক, বীজের গুঁড়া নস্যস্বরূপ ব্যবহার করিলে মাথাধরা আরাম হয় (Dutta)।

বালকদের বক্ষে সর্দ্দি বসিলে, ইহার বীজ গুঁড়া করিয়া খাওয়াইলে সর্দ্দি কমিয়া যায়। ছোট ছেলেদের বর্দ্ধিত প্লীহা কমাইতে বীজের গুঁড়া ২।৩ গ্রেণ, দুগ্ধের সহিত খাওয়াইতে হয় (Rumphius)। হিজ্জলের শিকড় পুকুরে মৎস্য মারিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার ছাল ভারতীয়েরা বহুপরিমাণে এই কার্য্যে ব্যবহার করে। হিজ্জলের বীজ চক্ষু উঠার একটি মহৌষধ। (Fig. 246.)

247. B. racemosa Bl. (সমুদ্রফল)

Fig.—Rheede, Hort. Mal, iv, t. 6 ; Wight., Ic., t. 152 , Bot. Mag., t. 3831 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 426.

Ref.—F. B. I., ii. 507 ; Roxb., F. I., ii. 634 ; B. P., i. 493 ; Prain, H. H., 212.

জন্মস্থান—ভারতের পশ্চিম উপকূল, আন্দামান, সিংহল ; সুন্দরবন, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. বা. তা. সমুদ্রফল।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, বীজ ও ফল।

বর্ণনা—চির-সবুজ পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ, ৫০ ফুট উচ্চ, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পত্র ১০ ইঞ্চি লম্বা, ৩ ইঞ্চি চওড়া, লম্বাকৃতি, বোঁটা ½-¾ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ১২-১৮ ইঞ্চি লম্বা। ফুল শ্বেতবর্ণ ২½ ইঞ্চি লম্বা; গর্ভকেশর ১½ ইঞ্চি। ফল ১¾ ইঞ্চি লম্বা, ১½ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি। এই গাছ সচরাচর সমুদ্রের ধারে ও নদীর কিনারায় জন্মে। মার্চ্চ-এপ্রিল হইতে ফুল হয়, শীতের প্রারম্ভে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শিকড় কুইনাইনের ন্যায় জ্বরনাশক। ফল সর্দ্দি, হাঁপানি ও উদরাময়ে হিতকর। বীজ পেটবেদনা ও চক্ষুঃপ্রদাহে ব্যবহৃত হয় (Watt)। ফলের গুঁড়া নস্যে ব্যবহৃত হয় এবং অপরাপর ঔষধের সহিত মিশ্রিত করিয়া চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয়।

ফলের শাঁস দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে কামলা রোগ ও পিত্ত-প্রকোপ প্রশমিত হয়। বীজ অতিশয় সুগন্ধযুক্ত। ইহা স্ত্রীলোকদের প্রসবকালে ব্যবহৃত হইয়া থাকে (T. N. Mukherjee)। গাছের ছাল, শিকড় ও বীজ তিক্ত। যাভা দেশে মৎস্যের মত্ততা আনিবার জন্য ইহার বীজ ব্যবহার করে। বীজের গুঁড়া নস্য লইলে হাঁচি হইয়া মাথা ধরা আরাম করে। (Fig. 247.)

Genus—CAREYA

248. C. arborea Roxb. (কুম্বী)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., iii, t, 14, t. 218; Bedd. Fl. Sylv., 205; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t 428.

Ref.—F. B. I., ii. 511; Roxb., F. I., ii. 638; B. P., i, 492.

জন্মস্থান—উত্তর ভারতবর্ষ, সাঁওতাল পরগণা, বঙ্গদেশ, বর্ম্মা, মধ্য এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষ।

বিভিন্ন নাম—হি. বা.—কুম্বী, কুম্ভ; তা.—আয়মা, পোষ্ভা, তাম্বী; তে.—গাবুলদু।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্, ফুল, রস এবং ফল।

বর্ণনা—বড় গাছ। ৩০-৪০ ফুট উচ্চ হয়। শরৎ কালে পত্র পতিত হইয়া যায়, পত্র ১২ ইঞ্চি লম্বা, ৬ ইঞ্চি চওড়া, লম্বাকৃতি, বোঁটার দিক্ সরু। বৃন্ত ১ ইঞ্চি ও পুষ্পদণ্ড ৩-৮ ইঞ্চি লম্বা; ফুলের বোঁটা ছোট। ফুল দেখিতে সুন্দর, পাপড়ী ৪টি ১¾ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ। পুং-কেসর লালবর্ণ অনেক থাকে। ফল ২½-৩ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার; ফলের পশ্চাৎ দিকে বসা গর্ত্ত। ফলের তলদেশ কলসীর মত দেখিতে এবং ফাঁপা বলিয়া সংস্কৃতে কুম্ভী বলে। বীজ ½-¾ ইঞ্চি লম্বা। ছাল পুরু ও ধূসরবর্ণ, ভিতর লালবর্ণ। মার্চ্চ-এপ্রিলে ফুল ও জুন মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শিকড় ধারক, সর্পাঘাত হইলে ক্ষতস্থানে ইহার ছালের প্রলেপ দিলে এবং রস পান করিলে সর্পবিষ নষ্ট হয় (Rev. A Campbell)। সিন্ধু দেশের লোকেরা প্রসবের পর বলকারক ঔষধরূপে ইহার ফুল ব্যবহার করে। ছালের টাট্‌কা রস মধুর সহিত পান করিলে সর্দ্দির উপশম হয় (Dymock)। এই গাছের পাতার পুলটিস বিষাক্ত ঘায়ের পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই পাতার রসে অনেক রোগীর বিষাক্ত ঘা আরাম হইয়াছে (Commercial Plants and Drugs.)

এই গাছের ছাল হইতে দড়ি প্রস্তুত হয়। ছাল ও ফুল খাইলে সর্দ্দি ও কাশি আরাম হয় (Rheede, Hort. Mal., iii. 367)।

ইহার ফল ও কাণ্ড হইতে উগ্র আঠা বাহির হয়। বন্য শূকর এই গাছের ছাল খাইতে বড় ভালবাসে (Rheede, Hort. Mal., iii. 36)। (Fig. 248.)

Genus—EUGENIA

249. E. Jambolana Linn. (কালজাম)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 424.

Ref.—F. B. I., ii. 499 ; Roxb., F. I., ii. 484 ; B. P., i. 491 ; Prain, H. H., 212 ; Voigt, H. S., 49.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র এবং বঙ্গদেশে এই গাছ প্রচুর জন্মে ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং.—জম্বু, বা.—কালজাম, হি.—জামন ; তে.—নাসডু, তা.—নাভল।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্, পত্র, ফল ও বীজ। মাত্রা—ত্বক্ ও পত্রের রস ১-২ তোলা, বীজচূর্ণ ½-৩ আনা।

বর্ণনা—চির সবুজ পত্রাচ্ছাদিত উদ্ভিদ্। ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে নূতন পত্র বাহির হয়। ছাল ১ ইঞ্চি পুরু ও ফিকে ধূসর বর্ণ, মসৃণ। কাষ্ঠ লাল ও ধূসর বর্ণ, মসৃণ নহে। ভিতরে কাষ্ঠ গাঢ় লালবর্ণ। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা। বোঁটা ½-১ ইঞ্চি। ফুল শ্বেতবর্ণ। ফল ½-১½ ইঞ্চি লম্বা, পাকিবার সময়ে প্রথমে লালবর্ণ হয়, অর্দ্ধপক্ক অবস্থায় সুন্দর বেগুনে রং-বিশিষ্ট থাকে ও পাকিলে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। মে-জুন মাসে ফুল হয় ও জুন-জুলাই মাসে ফল পাকিয়া থাকে।

শাস্ত্রে জাম ত্রিবিধ বলিয়া বর্ণিত আছে। যথা—রাজজম্বু, ইহার ফল পারাবতের ডিম্বের ন্যায়, ভারতের পার্ব্বতীয় প্রদেশে ও সমুদ্রের কিনারায় একপ্রকার বড় জাম জন্মে, উহাকে

রাজজম্বু বলে, বাঙ্গালায় আমরা যাহাকে কালজাম বলি; এই জাম বঙ্গদেশীয় অপর জাম অপেক্ষা বড়। কাকজম্বুকে চলিত কথায় বনজাম বলে (E. Fruticosa Roxb., F. B. I., ii. 499; B. P., i. 491)। ইহা আকারে কালজাম অপেক্ষা ক্ষুদ্র, পাকিলে জামগুলি কালজামের ন্যায় মিষ্ট নহে। এই গাছগুলি সাধারণতঃ নদীর কিনারায় দেখা যায় এবং বীজ পড়িয়া আপনা-আপনি বন-জঙ্গলে ও নদীর ধারে জন্মে। ইহা বর্ষার প্রারম্ভে পাকে। আর এক প্রকার জাম আছে উহাকে ভূমিজম্বু বলে, ইহার ফল অল্প হয়, আকৃতিতে ছোট মটর কলায়ের ন্যায়। ইহা বর্ষাকালে পাকিয়া থাকে। বাঙ্গালায় ইহাকে চলিত কথায় কুকুর জাম (E. Jambolana Var. Caryophyllifolia; B. P., i. 491) বলে। বৈদ্যক-শাস্ত্রে সকল জামের গুণ প্রায় সমান বলিয়া অপর জামগুলির বিষয়ে আর পৃথক্ লিখিত হইল না।

ঔষধার্থে ব্যবহার—জামের ছাল ধারক, ইহার টাটকা রস ছাগ-দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বালকদের উদরাময় এবং পাতার রস রক্ত-আমাশয় নিবারণ করে (Dutt) জাম খাইলে মুখের ঘা ও পেটের কৃমি নষ্ট হয়।

অপক্ক জামের রস হইতে এক প্রকার ভিনিগার প্রস্তুত হয়। ইহা কৃমিনাশক, পাকস্থলী-সংক্রান্ত পীড়া-নিবারক ও মূত্রকর।

জামের বীজ বহুমূত্র-নিবারক (Dymock)। ছালচূর্ণ-দ্বারা ক্ষত ধৌত করিলে উহা শীঘ্র পূরণ হইয়া আইসে (চরক)। পিত্ত প্রকুপিত হইলে জাম ও আম পাতার কাথ শীতল করিয়া মধুর সহিত সেবন করিবে। (Fig. 249.)

250. E. Jambos Linn. (গোলাপজাম)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i. t. 17; Bot. Mag., xli, t. 1696.

Ref.—F. B. I., ii. 474, Roxb., F. I., ii. 494; B. P., i. 490; Prain, H. H., 212.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সকল স্থানে বাগানে রোপিত আছে। ব্রহ্মদেশে অনেক গাছ দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম— বা. গোলাপজাম।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—মাঝারী ধরণের গাছ; কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ ও নরম। পত্র লম্বাকৃতি, বোঁটা ও অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। পত্র ৪-৭ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা ১/৪ ইঞ্চি। ফুল সবুজের আভাযুক্ত, শ্বেতবর্ণ, ২-৩ ইঞ্চি লম্বা পুষ্পদণ্ডে গুচ্ছবদ্ধ অনেক ফুল হয়। পুং-কেসর ১১/২ ইঞ্চি লম্বা, পীত কিংবা

লালবর্ণ, গোলাপফুলের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট। ফেব্রুয়ারী মাসে ফুল হয় এবং বর্ষার প্রারম্ভে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ভামো ও উত্তর বর্ম্মায় ইহার পত্র সিদ্ধ করিয়া চক্ষের ঘায়ে প্রয়োগ করে। (Fig. 256.)

251. E. Caryophyllata Thunberg. (লবঙ্গ)

Fig.—Bentl. and Trim., Med. Pl., 112 , Woodville, t. 193 ; Bot. Mag., tt. 2749 and 2750.

Ref.—F. B. I., ii. 506 ; Steph. and Church, Med. Bot., by Burnet, ii. 95 ; U. S. Disp., 298.

জন্মস্থান—আদিম বাসস্থান মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জ, ও সেলিবিস দ্বীপ। এক্ষণে সুমাত্রা, মালাক্কা, পিনাং, মরিসস, বোর্ণিও দ্বীপপুঞ্জে চাষ হয়। আমেরিকার অন্তর্গত ব্রাজিল, গিয়ানা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এক্ষণে চাষ হইতেছে। বঙ্গদেশের দুই একটি বাগানে কদাচ দেখিতে পাওয়া যায় ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুরে একটি গাছ আছে ; দাক্ষিণাত্যের ত্রিবাঙ্কুরে বহুপরিমাণে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. বা. লবঙ্গ , হি. লাউঙ্গ ; তে. কারাবাল্লু ; তা. কিরাম্বু ; সা. লবঙ্গ , Eng. Cloves.

ব্যবহার্য্য অংশ—শুষ্ক ফুল ও ফুলের তৈল, ফল।

বর্ণনা—৩০-৪০ ফুট উচ্চ গাছ, ইহার বহুসংখ্যক নরম ও অবনত শাখা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়। ছাল ফিকে পীতাভ ধূসরবর্ণ, মসৃণ। ডালের উভয়দিকে বহুসংখ্যক, সবুজবর্ণ ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা পত্র জন্মে। পত্রবৃন্ত ½-১ ইঞ্চি লম্বা, পত্র ডিম্বাকৃতি অগ্রভাগ ও বৃন্তদেশ ক্রমশঃ সরু হইয়াছে। পত্রের উপরিভাগ উজ্জ্বল, নিম্নভাগ ফিকে, মধ্যশির স্পষ্ট। পুষ্প শাখার অগ্রভাগস্থ পুষ্পদণ্ডে জন্মে। বৃন্ত ছোট, এক একটি ভাগে ৩টি করিয়া জন্মে। ফুলের বহির্ব্বাস ½ইঞ্চি লম্বা, চারভাগে বিভক্ত, ত্রিকোণাকার ও শাঁসযুক্ত। পাপড়ি ৪টি, উহা ফুলের কেসরগুলিকে কুঁড়ি অবস্থায় ঢাকিয়া রাখে। পুংকেসর অনেক। গর্ভাশয় বহির্ব্বাসের অভ্যন্তরে স্থাপিত। ফল মাংসল ; প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা। লম্বা বহির্ব্বাস লালবর্ণ, পাকিয়া পড়িলে বাজারের লবঙ্গের মত কৃষ্ণবর্ণ হয়। বীজ এক একটি হয়, ইহা দেখিতে বড়, সমগ্র ফলের মধ্যে থাকে। মার্চ্চ হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—চরকের সময় হইতে এদেশে লবঙ্গ ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহা শান্তিকর, পেটফাঁপা-নিবারক, হজমীকারক, পিপাসা, বমন ও পেট-বেদনা-নিবারক। ইহা সৈন্ধব লবণ ও অপরাপর মসলার সহিত ব্যবহৃত হয় (Dutt)।

লবঙ্গ বাটিয়া কপালে ও নাসিকায় লাগাইলে সর্দ্দি আরাম হয়। লবঙ্গ পোড়াইয়া উহার ধূম গ্রহণ করিলে গলার ক্ষত আরাম হয়। মুসলমান বৈদ্যগণের এই বিশ্বাস আছে যে, যদি একটি লবঙ্গ প্রত্যহ ভক্ষণ করা যায় তবে স্ত্রীলোকের গর্ভ হয় না, অপর পক্ষে তাঁহারা বলেন যে, লবঙ্গ চর্ব্বণ করিয়া উহার লালা পুংজননেন্দ্রিয়ে প্রয়োগ করিয়া স্ত্রী-সহবাস করিলে স্ত্রী ও পুরুষের সঙ্গম-শক্তি বাড়াইয়া দেয়। লবঙ্গ পাকাশয়িক রোগ-নিবারক ও উত্তেজক। ইহা ঘুংড়ি কাশির পক্ষে ও দন্ত-বেদনায় হিতকর।

লবঙ্গ ৪ ভাগ, সিদ্ধি ৪, পিপুল আকরকরামূল ৬ এবং মধু ৮ ভাগ যোগে যে বটিকা প্রস্তুত হয় উহা অলসতা, অজীর্ণ এবং সাধারণ দৌর্ব্বল্যে অতিশয় মূল্যবান্ ঔষধ।

লবঙ্গ ও শুঁঠ প্রত্যেকটি ৫ ভাগ, জোয়ান সৈন্ধব লবণ ৬ ভাগ যোগে যে চূর্ণ প্রস্তুত হয় উহা অজীর্ণ- ও অম্ল-রোগনাশক; মাত্রা ৫ গ্রেণ।

লবঙ্গ ও চিরেতা সমভাগ চূর্ণ সেবন করিলে, দৌর্ব্বল্য, ক্ষুধানাশ প্রভৃতি দূরীভূত হয় এবং উহা শরীরের বল-বৃদ্ধির পক্ষে হিতকর। (Fig. 251.)

Genus—MYRTUS

252. M. communis Linn. (বিলাতী মেন্দী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 417. B.

Ref.—F. B. I., ii. 462 ; Roxb., F. I., ii. 497 ; B. P., i. 488.

জন্মস্থান—ভারতে প্রচুর জন্মে, ভূমধ্যসাগর হইতে আফগানিস্থান এবং বেলুচিস্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. বিলাতী মেন্দী; পঞ্জাব—হাব্ব লাস; সিন্ধু—আভুলাস।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় গাছ। ইউরোপীয়েরা এবং ইহুদী জাতিরা ইহার পত্র ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পর্ব্বে বহু পরিমাণে ব্যবহার করে। ইহা ভারতবর্ষে অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। পত্র সুগন্ধযুক্ত, ডিম্বাকৃতি, মসৃণ; ইহার বোঁটা ছোট। ফুলের পাপড়ি ৫টি শ্বেতবর্ণ। ফল মটরের ন্যায় বড়, বেগুনে রং-বিশিষ্ট (O'Shaughnessy, Beng. Disp., 333)। জুন মাসে ফুল ও সেপ্টেম্বর মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—উত্তর ভারতে ইহার পত্র অপস্মার, অম্ল, উদরাময় ও যকৃৎ-রোগে ব্যবহার করে। পত্রের কাথ মুখের ঘায়ে ধৌতরূপে ব্যবহৃত হয়। ফল কৃমিনাশক, উদরাময়, রক্ত আমাশয়, রক্ত অর্শ, বাত ও আভ্যন্তরিক ক্ষতে হিতকর (Watt)।

ইহার পত্র হইতে এক প্রকার Essential Oil (পরিশ্রুত তৈল) বাহির হয়। উহা Paris Hospitalএ শ্বাসযন্ত্রের ও মূত্রযন্ত্রের পীড়া এবং বাতে বাহ্যিক প্রয়োগ হয় (Pharm. Journ. 782, 1899)। (Fig. 252.)

Genus—MELALEUCA

253. M. Leucodendron Linn. (কাজুপটি)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 420 ; Bentl. & Trim., t. 108.

Ref.—F. B. I., ii. 465 ; Roxb., F. I., iii. 397 ; B. P., i. 486 ; Dymock, ii. 23.

জন্মস্থান—ভারতে চাষ হয় ; বর্ম্মার টেনাসরিম প্রদেশে অনেক গাছ আছে ; মালয় উপদ্বীপে বহুপরিমাণে গাছ জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. বম্বে—কাজুপটি।

ব্যবহার্য্য অংশ—তৈল।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ। ইহার ত্বক্ শ্বেতবর্ণ, পুরু, পেয়ারা গাছের ন্যায় মোটা কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা হইতে চটা উঠিয়া যায়। কাষ্ঠ শক্ত ও ঈষৎ কালবর্ণ। পত্রের অগ্রভাগ সরু, ৩-৭ ইঞ্চি লম্বা। ফুল পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, ২-৬ ইঞ্চি পুষ্পদণ্ডে স্থাপিত। পুষ্পদণ্ড ডালের অগ্রভাগ ও অগ্রভাগের পত্রের গোড়া হইতে বাহির হয়। পুংকেসর অনেক আছে। বীজকোষ ৩ ভাগে বিভক্ত (Brandis)। মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে ফুল হয়, ফল সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার তৈল মালিশ করিলে বাত বেদনা আরাম হয়, ইহা উত্তেজক এবং ঘর্ম্মকর (Dymock)। তৈল মালিশ করিলে চর্ম্ম রক্তবর্ণ হয়—এই তৈল একটি শক্তিসম্পন্ন ঘর্ম্মকর ঔষধ (Watt)। British এবং Indian Pharmacopœiaতে ইহার প্রচুর ব্যবহার হয়। (Fig. 253)।

Genus—PSIDIUM

254. P. Guyava Linn. (পেয়ারা)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 421 ; Rheede, Hort. Mal., iii, t. 43 ; Rumph. Ambo., i. 480.

Ref.—F. B. I., ii. 468 ; Roxb., F. I., ii. 480 ; B. P., i. 487.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর; হুগলী, হাওড়া ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, কাশী প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. পেয়ারা; হি. আমরুত; তা. সেগাপু; তে. ইবাজাম-পাণ্ডু, কামা-কোইয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, ত্বক, ফল।

বর্ণনা—২০-৩০ ফুট উচ্চ বৃক্ষ। ইহার ছাল মসৃণ, পাতলা, ধূসরবর্ণ, ছাল পাকিলে চটা উঠিয়া যায়। কাষ্ঠ মাঝামাঝি শক্ত। পাতার অগ্রভাগ ভোঁতা, পত্র ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা, উপরের দিক মসৃণ নীচের দিক কোমল লোমযুক্ত, পত্রের শিরা ১৫-২০ জোড়া, সমান্তরাল ও শক্ত। ফুল ১½ ইঞ্চি লম্বা, এক একটি অথবা ২-৩টি একত্রে হয়, সুগন্ধ বিশিষ্ট, ফুলের পাপড়ি বিস্তৃত ½ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট। ফল বড় ৩-৪ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, গোল অথবা লম্বাকৃতি। ফলে অনেক বীজ থাকে, পাকিলে পীতবর্ণ ও মসৃণ, ইহার শাঁস লাল অথবা শ্বেতবর্ণ, অম্ল-মিষ্ট রসবিশিষ্ট। ফুল মে-জুন মাসে হয় ও জুলাই মাস হইতে ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ফল পাওয়া যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছালের কাথ বালকদের উদরাময় রোগে ব্যবহার হয়, পেয়ারার কচি পাতা উদরাময়ে বলকারক ঔষধ বলিয়া বর্ণিত আছে। পেয়ারা পাতার কাথ পান করিলে কলেরা রোগের ভেদ ও বমন নিবৃত্তি পায় (Pharm. Ind.)। পেয়ারা পাতা চর্ব্বণ করিলে দাঁতের বেদনা ও মুখের ঘা আরাম হয়। (Fig. 254)।

XLVI. MELASTOMACEAE

Genus—MEMECYLON

255. M. edule Roxb. (বম্বে অঞ্জন)

Fig.—Roxb., Pl. Coromondal. i, t. 82; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 429.

Ref.—F. B. I., ii. 563, Roxb., F. I., ii. 260; B. P. i, 497; Dymock, ii, 35.

জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম ভাগে, বর্ম্মা, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, সিংহল।

বিভিন্ন নাম—বম্বে. অঞ্জন; তে. আলি-চেডু।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র ও শিকড়।

বর্ণনা—Roxburgh সাহেবের Flora Indica নামক পুস্তকে এই গাছ ১২ রকমের আছে বলিয়া লিখিত আছে। গাছগুলি সাধারণতঃ গুল্মজাতীয়। পত্র উজ্জ্বল সবুজবর্ণ,

৩½ ইঞ্চি লম্বা, ১-১½ ইঞ্চি চওড়া, চামড়ার ন্যায় শক্ত। ফুল বেগুনের আভাযুক্ত নীলবর্ণ ও গুচ্ছবদ্ধভাবে স্থাপিত। ফলের ব্যাস ½ ইঞ্চি, গাঢ় বেগুনে রং-বিশিষ্ট ও গোলাকার। বহির্ব্বাস ফলে সংলগ্ন থাকে। ফল মানুষে খাইয়া থাকে। এপ্রিল জুন মাসে ফুল হয় ও জুন-জুলাই মাসে ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পত্রের স্বাদ অম্ল-তিক্ত ও উগ্র, উহা ধারক এবং প্রদর ও গনোরিয়া রোগ ও চক্ষুপ্রদাহ নিবারক; মাত্রা ২০ ফোঁটায় ১ ফোঁটা। পত্র সিদ্ধ করিবার পর ছেঁচিয়া পিষ্টকাকারে খাইতে হয়। Dr Peters বলেন ইহা গনোরিয়া রোগের একটী চমৎকার মহৌষধ। শিকড়ের ক্বাথ ½-১½ মাত্রায় সেবন করিলে ঋতুস্রাব আরাম হয় (Drury)। ইহার ছাল, নারিকেলের শাস, জোয়ান, হরিদ্রা, কালজীরা এইগুলি সমান মাত্রায় গুঁড়া করিয়া প্রলেপ দিলে ভগ্ন অস্থি জুড়িয়া যায়। (Fig. 255)।

XLVII. LYTHRACEAE.

Genus—AMMANNIA Linn.

256. A. baccifera Linn (দাদমারি)

Fig.—Lam., Ill., t. 77, Fig. 5; Wight, Ill, t. 87; Griff., Ic. Pl. Asit., t. 580.

Ref.—F. B. I., ii. 569; Roxb., F. I., i. 426; B. P., i. 500; Dymock, ii. 37, Prain, H. H., 213.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বৰ্দ্ধমান, বাঁকুড়া।

বিভিন্ন নাম—স. অগ্নিগর্ভ; বা. দাদমারি; তা. নিরুমেল; তে. অগ্নিবেন্দ্র পাকু; বম্বে—বনমরিচ।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী ছোট গুল্মজাতীয় গাছ, সেঁতসেঁতে স্থানে জন্মে; ৬-৮ ইঞ্চি, কখন কখন ২ ফুট লম্বা হয়। পত্র ১-২½ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ ও বোঁটার দিক ক্রমশঃ সরু। ফুল গুচ্ছবদ্ধ ভাবে প্রত্যেক পত্রের গোড়া হইতে বাহির হয়। ফুলের বোঁটা ছোট। পুষ্পনল বৃত্তাকার; ফুলের পাপড়ি সাধারণতঃ নাই কিংবা ছোট। বীজকোষ গোলাকার, চেপ্টা। বীজ কৃষ্ণবর্ণ, কতক পরিমাণে গোলাকার। বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—অনেকেই ইহাকে অগ্নিগর্ভ বলিয়া থাকে। বাত্তিক জ্বর হইলে দেশীয় লোকেরা ইহার পাতার " blister " দিয়া থাকে। টাটকা পাতার রস কোন স্থানে দিলে

½ ঘণ্টার মধ্যে ফোস্কা উঠে। পাদুকোটা নামক স্থানের লোকেরা ইহা হইতে একপ্রকার মালিশ প্রস্তুত করে, চক্ষু জ্বালা করিলে ইহা কপালে লাগাইয়া থাকে। (Fig. 256)। এই পাতার ছেঁচা রস গাত্রে লাগাইবার অর্দ্ধঘণ্টা পরে ফোস্কা উঠিতে থাকে এবং যতক্ষণ না তুলিয়া ফেলা হয় ততক্ষণ দারুণ যন্ত্রণা হইতে থাকে। ইহার যন্ত্রণা Cantharides অপেক্ষা অধিক এবং Plumbago (চিতা) অপেক্ষা কম উগ্র।

পত্রের রস সেবন করিলে প্লীহা বৃদ্ধি আরাম হয় (Dr. Bholanath Bose)। কিন্তু ইহা খাওয়ান সমীচীন নহে কারণ ইহাতে অতিশয় কষ্ট হয়। কঙ্কন দেশে ইহার রস জলের সহিত পান করাইয়া সঙ্গম প্রবৃত্তি কমাইয়া দেয়। শুষ্ক ও কাঁচা গাছের কাথ আদা ও মুথার সহিত সেবন করিলে সবিরাম জ্বর আরাম হয়। গাছ পোড়ান ছাই তৈলের সহিত গাত্রে লাগাইলে চর্ম্ম রোগ আরাম হয়। (Fig. 256)।

Genus—LAWSONIA Linn.

257. L. alba Lamk. (মেহেদী)

Fig.—Wight, Ill. t. 87 ; Lamk., Ill. t. 296 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 432A.

Ref.—F. B. I., ii, 573 ; Roxb., F. I., ii. 358 ; Watt, vi, Pt. II, 597 ; Dymock., ii, 41.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র জন্মে : হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে বাগানের বেড়ায় রোপণ করে। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুরে অনেক গাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—সং. শাকচেরী ; বা. মেহেদী, মেন্দী , হি. হেনা ; তা. মারুতনরী ; তে. গুমুতেচেট্টু।

ব্যবহার্য্য অংশ—গাছ, পত্র ও বীজ।

বর্ণনা—গাছ ৩ ফুট উচ্চ হয়। সচরাচর বেড়ার রোপণ করে। পত্র ½-১½ ইঞ্চি লম্বা। পত্রের অগ্রভাগ সরু, বোঁটা ছোট। ফুলের ব্যাস ⅓ ইঞ্চি, সৌগন্ধযুক্ত, গোলাপের ন্যায় সৌগন্ধবিশিষ্ট ও শ্বেতবর্ণ। ফুলের পাপড়ি ⅙ ইঞ্চি। ফল মটরের ন্যায়। ইহার ফুল ও ফল সম্বৎসর ধরিয়া গাছে থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতা তৈলের সহিত ছেঁচিয়া কপালে লাগাইলে মাথা ধরা আরাম হয়। বসন্ত হইলে ইহার রস পায়ের তলায় লাগাইয়া থাকে এবং চক্ষের উপর প্রলেপ দিলে চক্ষে বসন্ত হয় না বলিয়া কথিত আছে। নখে ও চুলে লাগাইলে নখ ও চুল বর্দ্ধিত হয়। ইহার ছাল কামলা রোগে ও প্লীহা বর্দ্ধিত হইলে প্রদত্ত হয় এবং কুষ্ঠ ও

চর্ম্মরোগে হিতকর। কাথ পোড়া ঘা ও ক্ষত নিবারণ করে। বীজ মধুর সহিত ব্যবহার করিলে শিরঃপীড়া আরাম হয়।

ফুলের কাথ মাথাধরা আরাম করে ও কোন স্থান মচকাইয়া যাইলে উপকার হয় (Dymock)।

পাতার কাথ উগ্র ও ক্ষত নিবারক, পায়ে হাজা হইলে এবং পা জ্বালা করিলে টাট্‌কা রস দিলে উপকার হয়। ইহার ফুল নিদ্রাকর বলিয়া বালিসে দিয়া থাকে।

তামিল দেশীয় কবিরাজেরা ইহার পুষ্পিত শাখা এবং পত্র হইতে এক প্রকার অরিষ্ট প্রস্তুত করে, উহা কুষ্ঠ ও অপরাপর চর্ম্মরোগের মহৌষধ (Ainslie)। অনৈচ্ছিক শুক্র পাতে কঙ্কন দেশীয় কবিরাজেরা ইহার পাতার রস চিনির সহিত ব্যবহার করিতে বলেন (Dymock)। ছেঁচা পাতার রস কিংবা পাতার কাথ ভগ্নস্থানে প্রদান করিলে উহা সারিয়া যায় ও বেদনা কমিয়া যায়। স্ত্রীলোকেরা ইহার পাতার রসে পা রঙ করিয়া থাকে। (Fig. 257)।

Genus—WOODFORDIA Salisb.

258. W. floribunda Salisb. (ধাইফুল)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., t. 31; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 432B.

Ref.—F. B. I., ii, 572; Roxb., F. I., ii, 233; Watt, vi, Pt. 4, 312; B. P., i, 502; Prain, H. H., 213; Voigt, H. S. 502.

জন্মস্থান—বিহার, ছোটনাগপুর, উত্তর বঙ্গ, হুগলী জেলার পশ্চিম ভাগে গোঘাট অঞ্চলে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. ধাতকী, পার্ব্বতী, বা. ধাইফুল; হি. ধাউরা; তে. ঝারগী।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল এবং পত্র। মাত্রা—৪-৮ আনা।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় গাছ, শাখাগুলি বিস্তৃত। গ্রীষ্মকালে জন্মে। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, বর্ষাকৃতি বিপরীত মুখী, গোড়ার দিকে প্রায় গোলাকার কিংবা হৃৎপিণ্ডাকৃতি। পত্রের উপর দিক ধূসর বর্ণ, কোমল লোমাবৃত, নীচের দিক সূক্ষ্ম লোমাবৃত। ফুল উজ্জ্বল লালবর্ণ। একটী পুষ্পদণ্ডে ৫-১৫টি ফুল ছোট বোঁটায় থাকে। বহির্ব্বাস ⅙-½ ইঞ্চি, উজ্জ্বল লালবর্ণ। পুংকেশর ১২টি, বিস্তৃত, গর্ভকেশর লালবর্ণ। ফলে বীজ অনেক থাকে, উহা ধূসর বর্ণ ও মসৃণ। ইহার ফুল শীতকালে হয়, এবং বর্ষাকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দুমতে ইহার শুষ্কফুল ধারক, উত্তেজক, ইহা পেটের ব্যারাম ও

রক্ত অর্শে ব্যবহার হয়, এবং মধুর সহিত ব্যবহার করিলে রক্ত প্রদর আরাম হয়। ফুলের গুঁড়া ঘায়ে লাগাইলে পুঁজ নির্গত হয় ও শীঘ্র শীঘ্র ঘা সারিয়া উঠে (Dutta)।

ধাতক্যাশ্চাক্ষমাত্রং বা আমলক্যা মধুদ্রবং।
পাণ্ডুপ্রদরশান্ত্যর্থ্যং পিবেত্তণ্ডুলবারিণা॥
ধাতকীচূর্ণলোধ্রৈর্বা তথা রোহন্তি তে ব্রণাঃ। চক্রদত্ত।

ধাইফুল, বেল, লোধ্রছাল (Symplocos racemosa), বালার (Pavonia odorata) শিকড় এবং গজপিপুল (Sindapsus officinalis) ছাল সমপরিমাণ, ২ তোলা পরিমাণ ক্বাথ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার আরাম হয়।

ধাতকীবিল্বলোধ্রাণি বালকং গজপিপ্পলী।
এভিঃ কৃতং শৃতং শীতং শিশুভ্যঃ ক্ষৌদ্রসংযুতম্।
দদ্যাদবলেহং সর্ব্বাতিসারশান্তয়ে। শার্ঙ্গধর।

ইহার শুষ্কফুল বলকারক, অর্শ ও যকৃৎ দোষে হিতকর এবং গর্ভাবস্থায় উত্তেজক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

কঙ্কন দেশীয় লোকে রোগীর দারুণ পিত্তজ্বরে রোগীর মুখে তিল তৈল দিয়া মাথায় পাতার রস দেয়, কথিত আছে যে, তাহার মুখের তৈল পীতবর্ণ হয় এবং পিত্ত টানিয়া লয় ও সেই তৈল ফেলিয়া দিয়া আবার তৈল দেয়—এইরূপে ২।৩ বার দিলে যখন সমস্ত পিত্ত নষ্ট হইয়া যায় তখন আর তৈল পীতবর্ণ হয় না (Dymock)। (Fig. 258)।

Genus—LAGERSTROEMIA

259. L. Flos-Reginae Retz. (জারুল)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 433.

Ref.—F. B. I., ii. 577 ; Roxb., F. I., ii. 505 ; B. P., i. 504 ; Watt, iv, Pt. ii, 582 ; Prain, H. II., 213.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম, আসাম, বর্ম্মা প্রভৃতি স্থানে জন্মে ; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে বাগানে ও রাস্তার ধারে রোপিত আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. জারুল, তা. কাদালি ; তে. চেন্নাঙ্গী।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—৫০-৬০ ফুট উচ্চগাছ, গাছের কাণ্ড মোটা ও উচ্চ। শাখায় ১-৩ ইঞ্চি লম্বা শক্ত কাঁটা হয়। পত্র ৪-১০ ইঞ্চি লম্বা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড লম্বা ; ফুল বক্র, ঈষৎ

বেগুণে, ২-৩ ইঞ্চি লম্বা; বোঁটা $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি। বহির্ব্বাস শ্বেতবর্ণ ও শক্ত; ফুলের পাপড়ি ১ ইঞ্চি লম্বা, কিনারাগুলি শক্ত। ফল ১-১$\frac{1}{8}$ ইঞ্চি লম্বা। বীজাধার বিস্তৃত, ডিম্বাকৃতি। বীজ পক্ষসমেত $\frac{1}{2}$-$\frac{3}{4}$ ইঞ্চি লম্বা, ফিকে ধূসরবর্ণ। এপ্রিল-জুন মাসে ফুল হয়, ফল পাকিতে প্রায় একবৎসর লাগে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় ধারক এবং পত্র, ফল অনেক দেশীয় ঔষধে ব্যবহার হয়, বীজের মাদকতা শক্তি আছে, শিকড় ও পত্র বিরেচক (Rev. J. Rang)। **ছাল উত্তেজক ও জ্বর নাশক** (Surg. W. D. Stewart)। (Fig. 259)।

Genus—PUNICA Linn.

260. P. Granatum Linn. (দাড়িম্ব)

Fig.—Bent & Trim., Med. Pl., t. 113; Wight, Ill., t. 97; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 435.

Ref.—F. B. I., ii, 581; F. I., ii, 499; Watt, ii, Pt. I, 368; B. P., i, 505; Prain, H. H., 214.

জন্মস্থান—আফ্রিকা দেশীয় গাছ, বঙ্গদেশ, উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে রোপিত হইয়াছে, কাবুল ও পারস্যে প্রচুর জন্মে; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে বাগানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. দাড়িম্ব; বা. হি. দাডিম্ব; তা. মাদালাই চেদ্দি; তে. দানিম্মা। Eng. Pomegranate.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, খোলা, শিকড়ের ছাল।

বর্ণনা—১০-১৫ ফুট উচ্চ গাছ; শাখাগুলি গোলাকার, ছাল ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ ফিকে পীতবর্ণ, অল্প কাল দাগ আছে। ভিতরের কাষ্ঠ শক্ত। পত্র সাধারণতঃ ২-২$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা এবং $\frac{1}{2}$-$\frac{3}{4}$ ইঞ্চি চওড়া; পত্রের উভয় দিক সরু। ফুলের বহির্ব্বাস ১ ইঞ্চি; পাপড়ি লালবর্ণ $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি কিংবা অধিক। ফলের ব্যাস ২ ইঞ্চি, ইহাতে লালবর্ণ রস আছে। দাড়িম্ব গাছ দুই রকমের আছে—একটিতে কেবল পুং পুষ্প হয়, ইহার পাতাগুলি রক্তিমবর্ণ, অপর প্রকার গাছে সাধারণতঃ পুং ও স্ত্রী উভয়বিধ পুষ্পই জন্মে। ফলের ভিতর অনেক বীজ আছে। এপ্রিল-মে মাসে ফুল হয় এবং আগষ্ট সেপ্টেম্বরে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু কবিরাজেরা দাড়িম্বের রস ও টাটকা ফল বলপ্রদ বলিয়া বর্ণনা করেন। ফলের খোসা ও ফুল, লবঙ্গ, দারুচিনি, ধনে, গোলমরিচের সহিত সেবন করিলে উদরাময় ও অজীর্ণ আরাম হয়। ইহার বীজ ও শাঁস পাকযন্ত্রের পরিশোধক (U. C. Dutt)। আরবেরা ইহার শিকড়ের ছাল সঙ্কোচক বলিয়া বর্ণনা করেন এবং ইহা ফিতার ন্যায় বৃহৎ

কৃমির পক্ষে হিতকর। টাটকা শিকড়ের ২ আউন্স পরিমাণ ১½ পাইন্ট জলে সিদ্ধ করিতে হয়, ½ পাইন্ট অবশিষ্ট থাকিবে, উহা অল্প শীতল হইলে এক গ্লাস মদ্যের সহিত ½ ঘণ্টা অন্তর সেব্য। কখন কখন ইহাতে উদরাময় হয় কিন্তু কৃমি নাশের পক্ষে ইহা একটী অব্যর্থ ঔষধ (Dymock)।

দাড়িম্ব গাছের ছাল, অহিফেন, লবঙ্গ, দারুচিনি প্রভৃতির সহিত ব্যবহার করিলে রক্ত আমাশয় ও আমাশয় নিবৃত্তি পায়। জোলাপ লইবার পরদিন ইহার ছালের কাথ পান করিলে কৃমি বাহির হইয়া যায় (Pharma Ind.)।

যে নারীর প্রায়ই গর্ভস্রাব হয়, গর্ভস্রাব নিবারণের জন্য, তাহার পঞ্চম মাসে দাড়িম্ব-পত্র পেষণ করিয়া, শ্বেতচন্দন, দধি ও মধুর সহিত পান করাইলে গর্ভস্রাব নিবারিত হয়।

দাড়িম্ব ও কুরচীর ত্বকের কাথের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে স-রক্ত অতিসার নিবারণ হয় (চক্রদত্ত)।

অরুচি হইলে, দাড়িম্বের রস, বিটলবণ, মধুসহ মুখে ধারণ করিলে দারুণ অরুচি নিবারণ হয়। কুট্টিত কুরচীর ছাল ৪ তোলা, কাঁচা দাড়িম্বের খোলা ৪ তোলা, ৬৪ তোলা জলে কাথ প্রস্তুত করিয়া ৮ তোলা অবশেষ রাখিবে ; এই কাথ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে প্রবল রক্তআমাশয় আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)। দাড়িম্ব ফুলের রসে নস্য গ্রহণ করিলে নাক দিয়া রক্ত পড়া নিবারণ হয় (চরক)।

দাড়িম্ব শিকড়ের কাথে শুণ্ঠিচূর্ণ সেবন করিলে অর্শ রোগীর রক্তস্রাব নিবারণ হয়। দাড়িম্বের বীজ হজমিকারক এবং শাঁস হৃৎপিণ্ডের উত্তেজক (Hindu Mat. Med.)। (Fig. 260)।

XLVIII. ONAGRAGEAE.

Genus—JUSSIAEA Linn.

261. J. suffruticosa Linn. (বনলবঙ্গ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal, ii, t 50 ; Lamk., Ill., t. 280, Fig 3.

Ref.—F. B. I., ii, 587 ; B. P., i, 507 ; Voigt, H. S. 33 ; Prain, H. H., 214.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সকল স্থানে প্রায়ই দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. বল্লভী অঙ্গ , বা. লাল বনলবঙ্গ ; তা. নিরকিরাম্বু ; ইং. Water-clove.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—গুল্ম জাতীয় গাছ ৪-৬ ফুট উচ্চ, গুল্মগুলি বহু শাখা বিশিষ্ট। পত্র ৩ ইঞ্চি লম্বা ½ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি ও লম্বা, বোঁটা ছোট, পুষ্পদণ্ড ছোট। ফুলের পাপড়ি ৪টি

পীতবর্ণ, বীজকোষ ১-২ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার ও ৮টি শিরাবিশিষ্ট। ফল দেখিতে লবঙ্গের ন্যায়। প্রান্তদেশে লবঙ্গের ন্যায় ফুল থাকে। এই গুল্ম বর্ষজীবী, এক বৎসরের মধ্যে মরিয়া যায়। শীতকালে ফুল ও ফল হয়

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড়ের কাথ জ্বরকালে ব্যবহার করিলে জ্বর বন্ধ হয় (Wood, Plants of Chutia Nagpur)। মালাবার দেশে এই গাছের কাথ পেট কামড়ানি ও পেট ফাঁপায় ব্যবহার করে; ঘোলের সহিত ব্যবহার করিলে মূত্রকর, বিরেচক ও কৃমিনাশক। Miller বলেন যে ইহার ফল লবঙ্গের ন্যায় এবং ইহা জামেকা দেশীয় J. repensএর ন্যায়। ইহা থুতুর সহিত রক্ত বমনে হিতকর (Mat. Ind., ii, 66)। ইহার ধারকতা গুণ ভারতীয় অনেক কৃষকেই বিশেষরূপে জ্ঞাত আছে। (Fig. 261)।

262. J. repens Linn. (কেসরদাম)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 51; Hook, Bot., Misc. iii. 300, t. 40.

Ref.—F. B. I., ii. 587; Roxb., F. I., ii. 101, B. P., i. 507; Prain, H. H., 214; Voigt, H S., 33.

জন্মস্থান—হুগলী, হাওড়া, বৰ্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় প্রায়ই পুকুর কিংবা ঝিলে ভাসিয়া থাকে অথবা পুকুরের কিনারায় কাদায় লতাইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

বিভিন্ন নাম—স. কঞ্চট; বা. কাঁচড়াদাম; কেসরদাম; জলতুণ্ডলীয়; হি. জলচৌলাদ্।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ্।

বর্ণনা—লতানে জলজ উদ্ভিদ্, পুকুর অথবা বিলের উপরে বা কিনারায় জন্মে। পত্র পাতলা, অগ্রভাগ গোলাকার, বৃন্তের দিকে সরু, দেখিতে ক্ষুদ্র কাঁটাল পাতার মত। ½-¾ ইঞ্চি লম্বা, লোমযুক্ত, স্থানে স্থানে রক্তবর্ণ, উপরের পাতা ১-২ ইঞ্চি লম্বা, প্রায় সূক্ষ্মকোণী; ইহার প্রত্যেক গাঁইট হইতে শ্বেতবর্ণ শিকড় বাহির হয়। ফুলের পাপড়ি ৫-৬ টি, ½ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, শ্বেতবর্ণ, দেখিতে অনেকটা মুড়ীর ন্যায়। ফল ½-১½ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার মসৃণ ও লোমাবৃত। বীজ মসৃণ। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ বনলবঙ্গের গুণের তুল্য, এই জন্য পৃথক লেখা বাহুল্য মাত্র।

পানীয়ং তণ্ডুলীয়স্ত কঞ্চট-সমুদাহৃতম্।
কঞ্চটতিক্তকং রক্তপিত্তানিলহরং লঘু॥

ইহার পত্র জাম, দাড়িম্ব, পানিফল পাঠা ও একটি কাঁচা বেল একত্র সিদ্ধ করিবে, উক্ত বেল পুরাতন গুড় ও পিপুল দিয়া খাইতে হইবে এবং পত্রের সিদ্ধ কাথ পান করিলে গ্রহণী আরাম হয়। (Fig. 262)।

Genus—TRAPA Linn.

263. T. bispinosa Roxb. (পানিফল)

Fig. Rheede, Hort. Mal., xi, t. 33; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 437.

Ref. F. B. I., ii 590: Roxb., F. I., ii. 428, B. P., i. 508; Prain, H. H., 214.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের, ছোটনাগপুরের বহু পুকুরে ও ঝিলে দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুরের পুকুরে আছে।

বিভিন্ন নাম—স. শৃঙ্গাটক; বা. পানিফল; হি. তা. সিঙ্গেরা; তে. পাবিগাদ্দা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—ইহা একটি ভাসমান বিস্তৃত জলজ লতা। পত্র ২ ইঞ্চি চওড়া এবং ২½-৩ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের কিনারাগুলি করাতের ন্যায় বড় দাঁত বিশিষ্ট। বৃন্ত ৪-৬ ইঞ্চি, পশমময়। ফল ¾ ইঞ্চি লম্বা, বিস্তৃত, কোমল লোমযুক্ত এবং দুই কোণে দুইটি ধারাল কাঁটাযুক্ত। পানিফলের অপর একটি জাতি আছে যথা, T. incisa (F. B. I. ii, 590), ইহা প্রধানতঃ ছোটনাগপুরে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ভাসমান পত্র ১ ইঞ্চি লম্বা, দাঁতযুক্ত, বোঁটা ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, সূক্ষ্মলোমযুক্ত। ফল ½ ইঞ্চি বিস্তৃত, চারি কোণেই এক একটি কাঁটা আছে, ইহার মধ্যে ২টি কাঁটা ছোট। বর্ষাকালে ফুল ও শীতের প্রারম্ভে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ফলের শাঁস মিষ্ট, বলকারক, ইহা পিত্তপ্রকোপ ও উদরাময়ে ব্যবহার হয়। পানিফল পুলটিস দিতে বহু পরিমাণে ব্যবহার হয় (Punjab Products)। বিছা কামড়াইলে পানিফল ছেঁচিয়া দিলে যন্ত্রণার অবসান হয়। (Fig. 263)।

XLIX. SAMYDACEAE.

Genus—CASEARIA Jacq.

264. C. tomentosa Roxb. (চিল্লা)

Fig.—Brandis, For. Fl., 243, t. 31; Wight, x, t. 1846; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 439.

Ref.—F. B. I., ii. 593, Roxb., F. I., ii. 421; B. P., i. 509; Watt, ii, Pt. i, 209.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, অযোধ্যা, পূর্ব্ববঙ্গ, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে, বঙ্গদেশের অনেক স্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. সতগণ্ড; হি. চিল্লা; সাঁওতাল—কর্ক; তে. গামগাছ; মারহাট্টা—মোপেই।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল এবং পত্র।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় গাছ, ২-৫ ফুট উচ্চ; শাখাগুলি ক্ষুদ্র। পত্রের কিনারা করাতের ন্যায়। সকল পত্রের বৃন্ত সমান নহে, কোনটি অতি ক্ষুদ্র, কোনটি বা ৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। পুষ্পাধার ½ ইঞ্চি, ফুলের কুঁড়ি লোমযুক্ত। পুংকেসরনল ছোট, ৭-১০টী। ইহা C. esculentaর সমগুণ বিশিষ্ট (Rheede, Hort. Mal., v. 50)। ইহার ছাল Mallotus philippinensis (কমলাগুঁড়ি) সহিত ভেজাল দিয়া থাকে। মার্চ্চ হইতে মে মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফল পাওয়া যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—Roxburgh বলেন যে দক্ষিণ ভারতের পাহাড়ী লোকেরা ইহাকে বিরেচক ঔষধরূপে ব্যবহার করে। পশ্চিম ভারতে ইহা যকৃৎ বৃদ্ধি এবং অর্শরোগের ঔষধ বলিয়া বিশেষ খ্যাতি আছে। ছাল ৯০-১২০ গ্রেণ ১ পাইন্ট জলে সিদ্ধ করিয়া সিকি পরিমাণ থাকিতে নামাইয়া দিবসে তিনবার সেবন করিলে এবং শিকড় বাটিয়া অর্শের বলিতে লাগাইলে অর্শ আরাম হয়। ছালের কাথ সেবন করিলে যকৃতের শক্তি বাড়াইয়া দেয়। ইহার শিকড়ে ৭টি পাক আছে, ইহা বহুমূত্র রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিকড়ের অরিষ্ট ১০-২০ গ্রেণ পরিমাণ ব্যবহার করিলে পুরাতন যকৃৎ রোগ আরাম হয়। এই গাছের ফল মৎস্যের পক্ষে বিষের ন্যায় কাজ করে (Stewart)। পত্র এবং ফলের শাঁস মূত্রকর। (Fig. 264)।

L. PASSIFLORACEAE

Genus—CARICA Linn.

265. C. Papaya Linn. (পেঁপে)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 140.

Ref.—F. B. I., ii. 599; Roxb., F. I., iii. 824; B. P., i. 514; Prain, H. H., 215.

জন্মস্থান—ইহার আদিম বাসস্থান দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজীল (Brazil) নামক স্থানে, তথা হইতে পর্ত্তুগীজেরা প্রথম এদেশে আনে এবং এক্ষণে ইহা ভারতের বহুস্থানে বাগানে চাষ হইতেছে। বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, রাঁচি, মহীশূর, বম্বে, প্রভৃতি স্থানে। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. পেঁপে ; হি. পেঁপে আম ; তা. পাপ্পানি ; তে. বাপ্পেয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, পত্র, আঠা।

বর্ণনা—২০-২৫ ফুট উচ্চ লম্বা সোজা গাছ, শাখা-প্রশাখা প্রায়ই হয় না। গাছ পুরাতন হইলে দুই একটি শাখা বাহির হয়। পত্র তালপত্রের ন্যায় ছত্রাকার, ইহাতে ৭টি ভাগ আছে। বৃন্তটি নলের মত, প্রায় ৩ ফুট লম্বা। পুং-পুষ্প পত্রের গোড়া হইতে বাহির হয়। পুং ও স্ত্রী পুষ্প সাধারণতঃ ভিন্ন গাছে জন্মে। পুং-পুষ্পের পুষ্পাধার গোলাকার, স্ত্রী-পুষ্পের পুষ্পাধার ৫ ভাগে বিভক্ত। ফল লম্বা ও প্রায় গোলাকার, দেখিতে অনেকটা ছোট লাউএর ন্যায়, পাকিলে পীতের আভাযুক্ত রং হয়। ফলের ভিতর অনেকগুলি ধূসরবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ বীজ থাকে। কাঁচা ফলে দুগ্ধের মত ঘন আঠা আছে। প্রায় সারাবৎসরই ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পেঁপের আঠা টাট্‌কা আদার সহিত মিশাইয়া মাংসে দিলে মাংস অতি শীঘ্র গলিয়া যায়। পেঁপে বক্ত অর্শ, প্রস্রাবের রোগ ও অজীর্ণে হিতকর। (পেঁপের আঠা কৃমিনাশক (Dr. Fleming)। পেঁপের টাট্‌কা আঠা, ১ চামচে মধু, ৩-৪ চামচে গরম জল, একত্রে মিশ্রিত করিয়া অল্প গরম থাকিতে একবারে খাইয়া দুই ঘণ্টা পরে চূনের জল খাইতে হইবে—এইরূপে উপর্য্যুপরি দুই দিন খাইলে কৃমি নষ্ট হইয়া যায়।) পূর্ণবয়স্কের পক্ষে উপরোক্ত মাত্রায় ব্যবহার্য্য, ১০ বৎসরের অধিক বালকদের পক্ষে অর্দ্ধেক এবং তাহার কম বয়সের পক্ষে ⅙ ভাগ খাইতে হইবে। ইহা যদি পেটের শুলুনিজনক যন্ত্রণাদায়ক হয় তবে চিনির জল ব্যবহার করিবে (O' Shaughnessy)।

ভারতীয় স্ত্রীলোকেরা জানে, যদি কোন গর্ভবতী স্ত্রীলোক পেঁপের আঠা খায় তবে তাহার গর্ভপাত হয়। তাহাদের ধারণা এই যে পেঁপে খাইলেই গর্ভপাত হইতে পারে।

পেঁপের আঠা ১ চামচ, সমপরিমাণ চিনি এইগুলি তিন ভাগ করিয়া ৩ বার খাইলে যকৃৎ বৃদ্ধি কমিয়া যায় (Ind. Med. Gazette)। পেঁপের আঠা পরিপাক কার্য্যের সহায়তা করে, পত্রের রস হৃদ্‌রোগ এবং জ্বরে হিতকর। পেঁপের আঠা দদ্রু নাশক ও গ্রহণীরোগ নিবারক। পেঁপের শিকড় তিক্ত, ইহা পাকাশয়ের বল বৃদ্ধি করে। (Fig. 265)।

LI. CUCURBITACEAE

Genus—TRICHOSANTHES Linn.

266. T. palmata Roxb. (মাকাল)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 442B ; Wight, Ill., t. 104 & 105.

Ref.—F. B. I., ii. 606 ; Roxb., F. I., iii. 704 ; B. P., i. 518 ; **Watt**, vi, Pt. iv, 84, Voigt, H. S., 58.

জন্মস্থান—হিমালয় হইতে সিংহল পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্র জঙ্গলে দেখা যায়। সিঙ্গাপুর, বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনা। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. ইন্দ্রায়ণ, শ্বেতপুষ্পী-বিশালা, মাহাকাল; বা. মাকাল; হি. ইন্দ্রায়ন।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল এবং শিকড়।

বর্ণনা—বৃক্ষারোহী লতা, ৩০-৪০ ফুট লম্বা হয়। পত্রের ব্যাস ২-৫ ইঞ্চি, পত্র তিন অংশে বিভক্ত, দেখিতে অনেকটা করাঙ্গুলিবৎ। পত্রের গোড়ার দিক হৃৎপিণ্ডাকৃতি, কিনারা দাঁতযুক্ত। বৃন্ত ১-৩ ইঞ্চি। ফুল শ্বেতবর্ণ, একলিঙ্গ বিশিষ্ট, পাপড়ি ৩ ইঞ্চি, ইহার গোড়া পীতবর্ণ, পুংপুষ্প একসঙ্গে দুইটি করিয়া হয়, ইহার দণ্ড ৬ ইঞ্চি লম্বা। ফলের ব্যাস ১½-২ ইঞ্চি, উজ্জল লালবর্ণ, ফলের গায়ে ১০টি নেবু রংএর দাগ আছে। ফলের শাস সবুজবর্ণ, শাসে বীজ অনেক থাকে। প্রত্যেক বীজ ⅙-½ ইঞ্চি, লম্বা, চেপ্টা, মসৃণ, ধূসরবর্ণ। বীজে তৈল আছে। আর এক জাতীয় মাকাল আছে যাহাকে (T. bracteata Kurz) বড় মাকাল বলে (Kurz, Journ. Asit. Soc., Pt. ii, 99, 1877)। বর্ষাকালে ফুল হয় ও শীতকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ফল গুঁড়া করিয়া নারিকেল তৈলের সহিত ফুটাইয়া নাক ও কানের ঘায়ে দিলে ঘা আরাম হয় (Ainlie)। মাকালের ফল বিষাক্ত বলিয়া কথিত আছে। ইহা ভাতের সহিত মিশাইয়া কাককে খাইতে দিলে কাক মরিয়া যায় (Roxburgh). গবাদি পশুর বক্ষপ্রদাহে ও হৃদ্‌যন্ত্রের রোগে ইহা ব্যবহৃত হয় (Wight)। বম্বে দেশে ইহার ফল হাঁপানী রোগে ধূমপানরূপে ব্যবহৃত হয়। মাকালেব শিকড়, ত্রিফলা ও হরিদ্রা সমপরিমাণ যোগে যে অরিষ্ট প্রস্তুত হয় উহাতে মধু মিশ্রিত করিয়া গনোরিয়া রোগীকে দেওয়া হয় (Dymock)। ফলের রস কিংবা শিকড়েব ছাল, তিল তৈলের সহিত গরম করিয়া স্নান করিবার সময় তৈলরূপে ব্যবহার করিলে বহুক্ষণস্থায়ী মাথাধরা ও আধকপালে আরাম হয় (Watt)। কানে পুঁজ হইলে এই তৈল কানে দিলে পুঁজ আরাম হয়। (Fig. 266)

267. T. cordata Roxb. (ভুঁইকামড়া)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 442A.

Ref.—F. B. I., ii. 608 ; Roxb., F. I., iii. 703 ; B. P., i. 518.

জন্মস্থান—উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ, পেগু, খাসিয়া পাহাড়, তেরাই পাহাড়, কাছাড় এবং নেপাল।

বিভিন্ন নাম—স. বিদারী ; বা. ভূঁইকামড়া (চট্টগ্রাম)।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় ও ফুল।

বর্ণনা—বহুদূর বিস্তৃত লতা, কাণ্ডে ঘন লোম আছে। পত্র ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা, কিনারা দাঁতযুক্ত ও করাতের ন্যায় ; আঁকড়ী ১-২ ফুট লম্বা, আঁকড়ীতে ৩টি প্রশাখা আছে। ফুল একলিঙ্গবিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ড ৪ ইঞ্চি লম্বা, অতিশয় শক্ত। পুষ্পপত্রে ঘন পশম আছে, ১½ ইঞ্চি লম্বা। ফল মাকালের মত উজ্জ্বল লালবর্ণ, মস্তক কমলানেবুর রং বিশিষ্ট। ইহার কন্দ স্বাদে তিক্ত, কটু ও কষায়, দেখিতে পীতবর্ণ। বরিশাল ও চট্টগ্রামের লোকে ইহাকে ভুকামড়া বলে। প্রকৃত ভূমিকুষ্মাণ্ড স্বাদে মধুর এবং উহার কন্দে শ্বেতবর্ণ আঠা আছে এবং কন্দ দেখিতে শ্বেতবর্ণ। প্রকৃত ভূঁইকুমড়ার লাটিন নাম Ipomoea digitata L. অথবা Convolvulus paniculata Linn. ইহা বঙ্গের সর্ব্বত্র জন্মে। ইহাও লতানে গাছ। শালিগ্রাম বৈশ্য বলেন, যাহার কন্দ মূলার মত, বর্ণ রক্ত ও শ্বেত এবং প্রতি শাখায় ৭।৮টি পত্র থাকে তাহাই ক্ষীরবিদারী (I. digitata)।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার কন্দ একটী মূল্যবান্ বলকারক ঔষধ এবং Columbaর সমস্থানীয় ঔষধরূপে ব্যবহার হয় (Roxb.)। পাটনা জেলায় ইহার শুষ্ক ফুল ২-৫ গ্রেণ পরিমাণ উত্তেজক ঔষধরূপে ব্যবহার হয়। ইহার শুষ্ক শিকড়ের গুঁড়া ১০ গ্রেণ পরিমাণ ব্যবহার করিলে প্লীহা, যকৃৎ ও পাকস্থলীর বিবৃদ্ধি আরাম করে এবং টাটকা শিকড় তৈলের সহিত মিশাইয়া কুষ্ঠের ক্ষতে প্রয়োগ হয় (Taylor's Topography, Dacca)। (Fig. 267)।

268. T. dioica Roxb. (পটোল)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 443.

Ref.—F. B. I., ii, 609 ; Roxb., F. I., iii, 701 ; B. P, i. 517 ; Watt, vi, Pt. 4, 83 ; Prain, H. H., 215 ; Voigt, H. S., 58.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষে চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—সং. বা. পটোল ; তা. কম্বুপুদালাই ; তে. কম্বুপটলা ; হি. পালভাল।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, ফল ও গাছের লতা ; কাথ ৫-১০ তোলা ; রস ১-২ তোলা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী লতা, বহুদূর বিস্তৃত হয়, লতার প্রত্যেক গাইট হইতে মূল বাহির হয়। পত্র খস্খসে। গাছ একলিঙ্গ বিশিষ্ট ; পত্র ৩ ইঞ্চি লম্বা ও ২ ইঞ্চি বিস্তৃত, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, পত্রের অগ্রভাগ সরু। বোঁটা পশমময়, ¾ ইঞ্চি লম্বা, আঁকড়ী ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা। পুংপুষ্প

যোড়া যোড়া থাকে, স্ত্রীপুষ্পের পুষ্পদণ্ড অতি ক্ষুদ্র ; পুষ্পনল ১¾ ইঞ্চি লম্বা, সরু। ফল ২-৩½ ইঞ্চি, লম্বাকৃতি কিংবা ঈষৎ গোলাকার, কাঁচা পাতিলেবুর মত রং বিশিষ্ট। বীজ ⅙-½ ইঞ্চি, চেপ্টা, কিনারায় ঢেউখেলান। Dr. Roxburgh বলেন, ইহার পুং-কেসর ৩টি আছে। আয়ুর্ব্বেদ-মতে আমরা যে পটোল খাই তাহা ঔষধার্থে ব্যবহারের উপযোগী নহে ; উহা অরণ্য-জাত পটোল, উহার ফল তিক্ত, পত্র অতিশয় কর্কশ ও লোমযুক্ত। T. Cucumerina Linn. কেই আসল পটোল বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে ব্যবহার করা হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু আয়ুর্ব্বেদমতে ইহার পত্র জ্বরনাশক বলিয়া বর্ণিত আছে। কাঁচা পটোলের রস স্নিগ্ধকর ও ধারক, ইহা অপর ঔষধের অনুপানরূপে ব্যবহার হয়। পটোলের পত্র ও ধ'নের কাথ জ্বরনাশক ঔষধরূপে ব্যবহার হয় (Dutt)। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় কবিরাজেরা পটোলের শিকড় কুষ্ঠরোগে ব্যবহার করিতেন (Pharm. Ind.)।

শোথ-রোগীকে বন-পটোলের রস খাওয়াইলে শোথের উপকার হয়। তিক্ত পল্‌তা জলে সিদ্ধ করিয়া তৈলে ভাজিয়া বিনা লবণে উরুস্তম্ভ রোগীকে খাওয়াইলে উরুস্তম্ভ আরাম হয়। পিত্তজ বসন্ত রোগে পটোলের মূলের কাথ পান করাইলে বসন্তের শান্তি হয়। নিম পাতা ও পলতার ঝোল পিত্ত রোগীর পক্ষে হিতকর (চক্রদত্ত)।

পটোলের মূল খাইলে অতিশয় তরল ভেদ হয় (K. L. Dey)। পটোলাদি কাথ—পল্‌তা, রক্তচন্দন, মূর্ব্বাশিকড়, বচ, আকনাদি, গোলঞ্চ ইহাদের প্রত্যেকটি ১ ড্রাম পরিমাণ, অর্দ্ধসের জলে দিয়া, অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইতে হইবে। এই কাথ সেবন করিলে জ্বর আরাম হয়।

পলতা, গোলঞ্চ, মুথা, হরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, কমলাগুড়ি, ত্রিফলা প্রত্যেক দুই তোলা, দারুচিনি, নিমের শিকড় প্রত্যেক ৩ তোলা, ত্রিবৃৎ ৪ তোলা এই গুলির গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া খাইলে কামলা ও শোথ রোগ আরাম হয় ; মাত্রা ১ ড্রাম, গোমূত্রের সহিত ব্যবহার্য্য। পটোলাদ্য চূর্ণ জ্বর ও চর্ম্মরোগে—পটোল পাতা, গোলঞ্চ, মুথা, চিরেতা, নিমছাল, খয়ের, বাসকছাল, ক্ষেতপাপড়া প্রত্যেক ২ তোলা, অর্দ্ধসের জল, আধ পোয়া থাকিতে ব্যবহার্য্য। (Fig. 268)।

269. T. anguina Linn. (চিচিঙ্গা)

Fig.—Bot. Mag., t. 722 ; Lamk., Ill., t. 794.

Ref.—F. B. I., ii. 610 ; Roxb., F. I, iii, 701 ; B. P., i. 518 ; Prain, H. H., 216.

জন্মস্থান—আদি জন্মস্থান দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়া, ভারতের সর্ব্বত্র অল্প ও অধিক পরিমাণে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—সং. চিচিণ্ডা ; বা. চিচিঙ্গা, হোঁপা ; তে. সিন্ধা-পটল ; বম্বে—পদাবলা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী লতানে উদ্ভিদ; পত্র হৃৎপিণ্ডাকৃতি ও ৫টী কোণযুক্ত, পত্রের উভয়দিকে কোমল লোম আছে। ইহার আঁকড়ী ১½-২ ফুট লম্বা। পুং পুষ্প লম্বা বোঁটায় জন্মে এবং স্ত্রী পুষ্প এক একটি পৃথক জন্মে, ইহার বোঁটা ক্ষুদ্র পুং পুষ্পের একই লতায় হয়। ফল ৪ ফুট লম্বা এবং ব্যাস ১-১½ ইঞ্চি। বীজ ঢেউ খেলান, একটি ফলে অনেক বীজ হয়। চাষের চিচিঙ্গা বনচিচিঙ্গা অপেক্ষা লম্বা। বোধ হয় বন চিচিঙ্গার চাষের উন্নতি করিয়া এই চিচিঙ্গা জন্মিয়াছে (C. B. Clarke)। বর্ষাকালে চিচিঙ্গার ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ বনচিচিঙ্গার মত। বীজ ত্রিদোষ নাশক। পাকা চিচিঙ্গা জোলাপের কাজ করে। ইহার বীজ কৃমি ও জ্বর নাশক। পাতার রস টাকে দিলে টাক আরাম হয়। (Fig. 269.)

270 T cucumerina Linn. (বনচিচিঙ্গা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal. viii, t. 15; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 444.

Ref.—F. B. I., ii. 609; F. I., iii, 702, B. P., i, 518; Prain, H. H., 215.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ ও সিংহল, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান ও ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা বনচিচিঙ্গা, বন পটোল; হি. জঙ্গলি চিচিঙ্গা: তা. পুদেস: তে আদাবী।

ব্যবহার্য্য অংশ—লতা, পাতা ও বীজ।

বর্ণনা—এই উদ্ভিদ চিচিঙ্গার ন্যায়, সুতরাং পৃথক বর্ণনা অনাবশ্যক। ফল ১-৩ ইঞ্চি, লম্বা, মোচার মত; বীজ ⅛-¼ ইঞ্চি ঢেউ খেলান, চেপ্টা, শাঁস লাল বর্ণ, করলার শাঁসের মত (C. B. Clarke)। বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মুসলমান বৈদ্যেরা বলেন যে ইহা ফোড়া এবং কৃমির পক্ষে হিতকর। ইহার ১৮০ গ্রেণ পরিমাণ লতা এক রাত্রি জলে ভিজাইয়া এক ছটাক পরিমাণ জল মধু মিশ্রিত করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে খাইলে প্রবল জ্বর আরাম হয়। বনচিচিঙ্গা ও চিরেতার কাথ, আদা ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রবল জ্বর আরাম হয়। চিচিঙ্গা পাতার রস যকৃতের উপর লাগাইলে জ্বরের উপশম হয় (Dymock)।

ইহার বীজ অতিসার রোগে হিতকর। কাঁচা চিচিঙ্গা এবং উহার কাঁচা ফেঁকড়ি গুলির কাথ চিনি মিশ্রিত করিয়া খাইলে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, ইহার বীজ কৃমি ও জ্বর নাশক। শিকড়ের রস ২ আউন্স পরিমাণ সেবন করিলে অতিশয় উদরাময় দেখা দেয় (Fig. 270.)

Genus—LAGENARIA Seringe.

271. L. vulgaris Seringe. (লাউ)

Fig.—Lamk. Ill. t 795; Wight, Ill., t. 105; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 446.

Ref.—F. B. I., ii. 613; Roxb., F. I., iii. 718; B. P., i. 519; Prain, H. II., 216.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়, হাজারা, কাশ্মীর, কুমায়ূন।

বিভিন্ন নাম—স. তুম্বী, অলাবু, ইক্ষ্বাকু; বা. লাউ বা তিক্তলাউ; হি. কদু; তা. সোরিআই-কাই; তে. সোরাকায়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও শাঁস।

বর্ণনা—লতানে গাছ, অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। পত্রের ব্যাস ৬ ইঞ্চি, অতিশয় নরম, ৫টি কোণবিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ড ৬ ইঞ্চি, স্ত্রী পুষ্পদণ্ড ১ ইঞ্চি; পুষ্পনল ½ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত। পাপড়ী ১-২ ইঞ্চি। ফল ১½-২ ফুট লম্বা, কখনও আরও বড় হয়। বীজ ⅝-⅞ ইঞ্চি লম্বা ⅛ ইঞ্চি পুরু ও চেপ্টা, ইহাতে সমান্তরাল দাগ আছে। মিষ্ট লাউ সাধারণত দুই জাতীয়, যথা গোরক্ষতুম্বী ও ক্ষীরতুম্বী, কটু লাউয়ের নাম ইক্ষ্বাকু ও ভুতুম্বী। বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—লাউয়ের বীজ হইতে এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়, উহা মাথাধরার পক্ষে হিতকর। লাউয়ের শাঁস মূত্রকর এবং পিত্তনিবারক, ইহা পুলটিসে ব্যবহার হয়। তিক্ত লাউ বিরেচক, প্রবল জ্বরে মাথা বেদনা থাকিলে ও ভুল বকিতে থাকিলে ইহা প্রদত্ত হয় (Watt)। হস্তপদ জ্বালা করিলে পাঞ্জাবের লোকে উক্ত জ্বালা নিবারণের জন্য ব্যবহার করে। তিক্ত লাউ জোলাপের কাজে ব্যবহৃত হয়। ইহা পুলটিসের কাজে ব্যবহার হয় (Dymock)। লাউ পাতার রসে চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে যকৃৎদোষ ও কামল রোগ আরাম হয় (Drury)। প্রসূতির যোনিদেশে ক্ষত হইলে তিক্ত লাউয়ের পাতা ও লোধ্র ত্বক (Simplocos racemosa) সমপরিমাণ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ক্ষত আরাম হয়। দন্তে পোকা ধরিলে তিক্ত লাউয়ের মূল চূর্ণ করিয়া দাঁতের গর্ত্তে দিলে পোকা মরিয়া যায়। (Fig. 271.)

Genus—LUFFA Cav.

272. L. acutangula Roxb (ঝিঙা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pt., t. 448; Field and Garden Crops, Pt. II, t. 62.

Ref.—F. B. I., ii. 615, Roxb., F. I., iii, 713; B. P., i. 520, Watt, v. Pt. I, 96; Prain, H. H., 216.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র চাষ হয়, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. ঝিঙ্গক; বা. ঝিঙা; হি. তোরাই; তে. ধাবাকোশাতকী ধারকাই; তা. পীকুনকাই।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী লতা, অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, আঁকড়ী ২-৩ ফুট, পত্রের ব্যাস ৮ ইঞ্চি প্রায় গোলাকার, পত্রে ৫টী কোণ আছে, কিনারা কর্ত্তিত ও কোমল লোমাবৃত, বোঁটা ২ ইঞ্চি। পুং পুষ্পদণ্ড ৬ ইঞ্চি, ফুল সাধারণতঃ পুষ্পদণ্ডের উপরিভাগে থাকে; পাপড়ী ৫টী, সংযুক্ত; পুংকেশর ৩টী। স্ত্রী পুষ্প পৃথক পৃথক হয়, ইহা ১-৩ ইঞ্চি লম্বা। ফল ৫-১০ ইঞ্চি, অথবা আরও বড় হয়, ইহাতে ১০টী উচ্চ শিরা আছে। বীজ ঘনভাবে অনেক থাকে। দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, ½ ইঞ্চি লম্বা। ফল বৈকালে ফুটিয়া থাকে। বর্ষা ও শরৎকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ বিরেচক। ইহা হইতে এক প্রকার তৈল বাহির হয়। পত্রের রস কুষ্ঠরোগে হিতকর। টাটকা পত্রের রস বালকদিগের চক্ষে দিলে রাত্রিতে চক্ষু জুড়িয়া যাওয়া বন্ধ হয় (Watt)। (Fig. 272.)

273. L. amara Roxb. (ঘোষালতা)

Fig.—Bot. Mag., t. 1638; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 449.

Ref.—F. B. I., ii, 615, Roxb., F. I., iii, 715; B. P., i. 520; Voigt., S. 57.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র দেখা যায়, হুগলী, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনায় স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়।

বিভিন্ন নাম—স. ধামার্গব কোষাতকী; বা. ঘোষালতা, তিক্ত ধুন্দুল, হি. করবী-তরাই; বম্বে—রামতরাই।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, লতা ও পাতা। মাত্রা, ফল ও লতার ক্বাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—ইহা ঝিঙারই সমতুল্য। ফল ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ফলের গায়ে ১০টী লম্বা লম্বা শিরা থাকে। ফলের ব্যাস ½ ইঞ্চি, ভিতরের শাঁস শ্বেতবর্ণ, শসার ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট। বীজ ধূসরবর্ণ এবং উহাতে ছোট কাল দাগ আছে। পত্র এবং ফল তিক্ত। ঘোষালতার ফুল শরতের প্রথমে হয়, শীতকালে ফল পুষ্ট হয় এবং শীতের শেষভাগে গাছ মরিয়া যায়। পাকা ফলের অগ্রভাগ খসিয়া একটী গোলাকার ছিদ্র হয়, এই জন্য ইহার আর একটী নাম কৃতছিদ্র।

ঘোষালতা আরও দুই প্রকারের আছে; যথা, L. echinata Roxb., ইহার ফুল শ্বেত ও পীতবর্ণ, এই লতা উত্তরবঙ্গ ও ত্রিহুত নামক স্থানে দেখা যায়। আর এক প্রকার ঘোষালতা আছে যাহাকে L. graveolens Roxb. বলে, ইহার ফল আকারে বড়, ইহা বেহার, ছোটনাগপুর ও উত্তর পশ্চিম সুন্দরবনে দেখা যায় (B. P., i, 520; Prain, H. H., 216; Voigt., 57)। ইহার লতা বহুদূর বিস্তৃত হয়, কখন কখন অপর গাছে উঠিয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ জালের মত পরদায় থাকে বলিয়া কোষাতকী বলে। হিন্দু বৈদ্যেরা অপক্ক ফলের অল্প-গরম রস মাথাধরায় ব্যবহার করে। পক্ক ফলের রস বমনকারক, ইহা তিক্ত, মূত্রকর এবং প্লীহা বিবৃদ্ধি রোগে ব্যবহার হয় (Pharm. Ind.); পত্রের রস প্রাণীগণের ক্ষত রোগে এবং বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে বাহ্যিক প্রযোগ হয়। ফলের শাঁস খাইলে Colocynthএর ন্যায় ভেদ ও বমন হয়। শুষ্ক ফল গুঁড়া করিয়া কামলা রোগে নস্য স্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

ঘোষালতার শিকড়, অনন্তমূল, জিরা ও চিনি সমপরিমাণ গণোরিয়া রোগে ব্যবহৃত হয়। (Fig. 273.)

274. L. aegyptiaca Mill (ধুন্দুল)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., viii, t. 8, Wight, Ic., t. 499, Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., t. 447.

Ref.—F. B. I., ii. 614; Roxb., F. I., iii, 712; B. P., i. 520; Watt, v, Pt. I, 96; Prain, H. H., 216.

জন্মস্থান—ভারতে সর্ব্বত্র চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. ধুন্দুল; হি. ঘিয়াতরাই; তে. মুলীবাড।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও ফল।

বর্ণনা—লতানে উদ্ভিদ। পত্রের ব্যাস ৮ ইঞ্চি, ইহাতে ৫টী কোণ আছে, দাঁতযুক্ত। পুং পুষ্পের বোঁটা ৬ ইঞ্চি লম্বা। উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট লতা। পাপড়ী ৫টি ¾ ইঞ্চি লম্বা, পীতবর্ণ; পুংকেসর ৫টি; স্ত্রী পুষ্প আলাদা থাকে, যেমন ঝিঙা, লাউ প্রভৃতির থাকে। পুষ্পদণ্ড ১/৩ ইঞ্চি লম্বা। ফল ৫-১০ ইঞ্চি লম্বা, কখনও এক হস্ত লম্বা হয়, ইহাতে ১০টা শিরা আছে। বীজ ⅓-½ ইঞ্চি কৃষ্ণবর্ণ, অল্প পক্ষযুক্ত। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হইতে আরম্ভ হয়, শীতের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ বমনকারক; ইহা হইতে এক প্রকার তৈল উৎপন্ন হয়। (Fig. 274.)

Genus—BENINCASA Savi.

275. B. cerifera Savi (ছাঁচিকুমড়া)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., viii, t. 3, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t, 451.

Ref.—F. B. I., ii. 616; Roxb., F. I., iii. 718, B. P., i. 521; Prain, II. II., 216.

জন্মস্থান—ইহার আদিম বাসস্থান জাপান ও যবদ্বীপ; ভারতের সর্ব্বত্র চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর।

বিভিন্ন নাম—স. কুষ্মাণ্ড, বা. ছাঁচিকুমড়া, বলিকুমড়া, হি. ভুটুয়া; তা. কুমুলি, তে. বুদিদি গুম্মাদি।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, লতা।

বর্ণনা—আরোহী লতা। ডাঁটায় ও পাতায় সাদা লোম আছে। পত্রের ব্যাস ৪-৬ ইঞ্চি, বৃন্ত ৩-৪ ইঞ্চি। পুং পুষ্পদণ্ড ৩-৪ ইঞ্চি; স্ত্রী পুষ্পদণ্ড ১-২ ইঞ্চি। বহির্ব্বাস সরু, করাতের মত দাঁতযুক্ত। ফুল হরিদ্রাবর্ণ। ফল ১-১½ ফুট লম্বা, গোলাকার ও লোমযুক্ত, পাকিলে ফলের গায়ে সাদা দাগ হয়। বীজ ½-⅛ ইঞ্চি। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছাঁচিকুমড়া স্নিগ্ধকর, বলকারক, পুষ্টিকর, মূত্রকর ও রক্ত উৎকাশের মহৌষধ। ফলের টাটকা রস সেবন করিলে ও ফলের একটু টুকরা কপালে দিলে আভ্যন্তরিক রক্তস্রাব নিবারিত হয়। আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা অপস্মার (epilepsy) ও অপানের স্নায়বিক মহৌষধ। ইহার টাটকা রস চিনির সহিত পান করিলে স্নায়বিক রোগ আরাম হয় (W. C. Dutt)।

কুমড়াবীজ কৃমিনাশক। বীজের তৈল ½ আউন্স পরিমাণ একবার কিংবা দুইবার ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে Taenia আরাম হয় (Ind. Pharm), টাটকা রস এক ঝিনুক পরিমাণ সেবন করিলে নূতন ক্ষয়কাশ রোগে উপকার পাওয়া যায় (Sur. Sakharam Arjun)।

রক্ষিত কুমড়া অর্শ, অজীর্ণ ও রক্তপিত্তনাশক। পক্ব ফলের রস বিরেচক এবং পারদাক্রান্ত শরীরের পক্ষে ইহা বড়ই হিতকর। রক্ষিত কুমড়া ক্ষয়রোগের পরিপোষক (Dutta) এবং প্রমেহ রোগে ব্যবহার করিলে কৃতকার্য্যতার সহিত আরোগ্য হয় (Watt)। অধিক পরিমাণে ভোজন করিলে শরীরে যে মত্ততা আসে, উহা নিবারণের জন্য কুমড়ার রস গুড়ের সহিত সেব্য।

কুমড়ার রস মধুযোগে সেবন করিলে উন্মাদ আরোগ্য হয়। পুরাতন গুড়, যবক্ষার, কুমড়ার রসের সহিত পান করিলে মূত্ররোধ বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং ইহা অশ্মরী রোগে হিতকর।

অল্প গরম জলের সহিত ইহার মূল চূর্ণ পান করিলে হাঁপানী নিবারণ হয়। বস্তিদেশে কুমড়ার বীজ প্রলেপ দিলে মূত্ররোধ নিবারণ হয় (ভাবপ্রকাশ)।

কুমড়া ছোট ছোট কাটিয়া মাটীর পাত্রে রাখিয়া উহাতে সরা ঢাকা দিয়া গোময় মিশ্রিত মাটি দিয়া প্রলেপ দিবে এবং কাপড় দিয়া বেশ বাঁধিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, অনন্তর ঐ পাত্রটী অল্প অগ্নিতে বসাইয়া সাবধানে জ্বাল দিবে যেন কুমড়ার খণ্ডগুলি ভস্ম না হয়। কিছুক্ষণ বসাইবার পর পাত্রের মধ্যস্থ কুমড়া অঙ্গারে পরিণত হইবে। এই অঙ্গারচূর্ণ ৩ আনা মাত্রায় কিছু শুঁটচূর্ণ যোগে জলের সহিত পান করিলে যে কোন প্রকার শূল হউক না কেন উহা সত্বর আরাম হইবে। এইটী শূল রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

অর্দ্ধপোয়া কুমড়ার রসে অর্দ্ধসের ওজনের কুঁড়া পেষণ করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে সেবন করিলে বহুমূত্র আরাম হয়। (Fig. 275.)

Genus—BRYONIA Linn.

276. B. laciniosa Linn. (মালা)

Fig.—Wight, Ic., t. 500 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 464.

Ref.—F. B. I., ii. 622 ; Roxb., F. I., iii. 728 ; B. P., i. 526 ; Pram, H. H., 218 ; Voigt, H. S., 55. আধুনিক নাম করণানুসারে ইহাকে Bryonopsis laciniosa Naud. বলা বিধেয়।

জন্মস্থান—হিমালয় হইতে সিংহল পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্র জন্মে ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে জঙ্গলের কিনারায় জন্মে, তবে সচরাচর দেখা যায় না।

বিভিন্ন নাম—বা. মালা ; হি. গারগুনাড়ু, তে. লিঙ্গাদোনদা ; বম্বে কাওয়ালি, তে. দোল।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র লতা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী আরোহী লতা, কখন কখন অধিক দিন থাকে। লতায় দুইভাগে বিভক্ত আঁকড়ী আছে। শিকড় স্থূল ও আলুর মত। কাণ্ড অতিশয় নরম ও সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, প্রশাখাগুলি লম্বা। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি, কিনারা করাতের ন্যায়। উপরিভাগ খসখসে। বৃন্ত ১-১½ ইঞ্চি। ফুল ফিকে পীতবর্ণ, ছোট গুচ্ছে ৬।৭টী থাকে, পত্রের গোড়া হইতে ফুল বাহির হয়। পুং পুষ্পের বোঁটা ১ ইঞ্চি অপেক্ষা কম, সূক্ষ্মলোমযুক্ত, স্ত্রী পুষ্প আরও ছোট। ফুলের পাপড়ী ৫টী। ফল ঈষৎ গোলাকার, ব্যাস ¾ ইঞ্চি সবুজবর্ণ, ইহাতে শ্বেতবর্ণ দাগ আছে। ফলের অগ্রভাগে পিয়ারার ন্যায় শুষ্ক ফুল লাগিয়া থাকে। এপ্রেল হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—গাছে ফল ধরিলে উহা সংগ্রহ করিতে হয়। ইহা তিক্ত, মৃদু বিরেচক এবং বলকারক (Dymock)। (Fig. 276).

Genus—CEPHALANDRA Schrad.

277. C. indica Naud (তেলাকুচা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., viii, t. 11; Hook, Ic., Pl., t. 138; Wight, Ill., t. 105; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 162A.

Ref.—F. B. I., ii. 621; Roxb., F. I., iii. 708, Watt, ii, Pt. I, 252; B. P., i. 528; Prain, II. H., 217.

জন্মস্থান—ভারতবর্ষে এবং বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র জন্মে; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় জঙ্গলের কিনারায় ও বাগানের বেড়ায় দেখা যায়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. বা. তেলাকুচা; হি. বিম্ব।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, পত্রের রস। মাত্রা, মূল ও পাতার রস ১-২ তোলা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী লতা, আঁকড়ী আছে, গাছে জড়াইয়া উঠে। পত্রের ব্যাস ৪ ইঞ্চি, ৫টী কোণ আছে, দাঁতযুক্ত; বোঁটা ১ ইঞ্চি। পুং পুষ্পদণ্ড ১ ইঞ্চি, স্ত্রী পুষ্পদণ্ড প্রায় ¼ ইঞ্চি, স্ত্রীকেশর লম্বা, পুং কেশর ৩টী থাকে। সুপক্ক ফল উজ্জ্বল লালবর্ণ, লম্বাকৃতি মসৃণ, ১-২ ইঞ্চি লম্বা, ½-১ ইঞ্চি চওড়া। ফলে শাঁস হয়, বীজ অনেক থাকে। শীতকাল ব্যতীত বৎসরের প্রায় সকল ঋতুতেই ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—দেশীয় কবিরাজেরা ইহার শিকড়ের সহিত অপরাপর ধাতুর ঔষধ যোগে বহুমূত্র রোগে প্রয়োগ করে (W. C. Dutt)। কঙ্কন দেশে তেলাকুচার শিকড়ের গুঁড়া ও পাতার রস, জ্বরে ঘর্ম্ম উৎপাদনের জন্য সমস্ত দেহে প্রলেপ রূপে দেয়। কাঁচা ফল চর্ব্বণ করিলে জিহ্বার ঘা আরাম হয় (Dymock)। শুষ্ক শিকড়ের ছাল প্রত্যেকবারে ৩০ গ্রেণ পরিমাণ সেবন করিলে দারুণ সর্দ্দি আরাম হয়। তেলাকুচার পত্র ঘৃতে ভাজিয়া ঘায়ে প্রয়োগ হয়।

কোন স্থানে ফোড়া উঠিলে ইহার পত্র ফোঁড়ায় বসাইয়া দিলে ফোড়া আরাম হয়। তেলাকুচার রস গনোরিয়া রোগে হিতকর। ইহা কফ, পাণ্ড, শোথ, জ্বর, শ্বাস ও কাশনাশক। ফল বাতনাশক।

একপ্রকার তেলাকুচা আছে উহাকে বাঙ্গালায় কুঁন্দরুকী বলে। তেলাকুচা তিক্ত, 'কুঁন্দরুকী মিষ্ট, ইহা রক্তপিত্ত ও শোথ নাশক এবং মলমূত্র শোধক' Moodeansheriff

বলেন যে দাক্ষিণাত্যে Caper rootএর স্থলে ইহার শিকড় বিক্রয় হয়। Ainslie বলেন দক্ষিণ ভারতে ইহার পাতার রস কোন জন্তুতে কামড়াইলে প্রয়োগ হয়। (Fig. 277.)

Genus—CITRULLUS Neck.

278. C. Colocynthis Schrad. (ইন্দ্রবারুনী, রাখালশসা)

Fig.—Wight Ic., t. 498; Bentl. & Trim., 114, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 460.

Ref.—F. B. I., ii, 620, Dymock, ii, 59; Roxb., F. I., iii, 719.

জন্মস্থান—ভারতের সকল স্থানে জন্মে, দক্ষিণ ভারতে ত্রিবাঙ্কোর নামক স্থানে এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে বনের কিনারায় ও রাস্তার ধারে দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা ও বর্দ্ধমান জেলায় স্থানে স্থানে পতিত জমিতে দেখা যায়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. বিশালা, ইন্দ্রবারুণী; বা. রাখালশসা; হি. ছোটী ইন্দ্রায়ন; তে. ইতি-পুক-কা; তা. পেয়কোমাটী; Eng. Bitter cucumber.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল ও শিকড়, সরস ১-২ তোলা; মূলচূর্ণ ৪-৮ আনা।

বর্ণনা—ইহা বনজ লতা, গাছের ডাঁটা এবং পত্র লোমযুক্ত। পত্র তরমুজ পত্রের ন্যায় খণ্ডিত ২-২½ ইঞ্চি এবং বোঁটা ১ ইঞ্চি, পত্রবৃন্তের নিকট হইতে ফল ও আকর্ষী বাহির হয়; ফুলের আকৃতি ঘণ্টার মত; উপবিভাগ ৫ অংশে বিভক্ত, ফুলের পাপড়ী ½ ইঞ্চি ডিম্বাকৃতি, ফিকে পীতবর্ণ, গর্ভাশয়ে লোম আছে। ফল মসৃণ সবুজ এবং শ্বেতবর্ণ, বীজ ⅙-¼ ইঞ্চি; ফল গোলাকার, ব্যাস ২½-৩ ইঞ্চি। ফল দেখিতে তরমুজের ন্যায়, আকারে একটু ক্ষুদ্র। কাঁচা ফলের গায়ে ডোরা আছে। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকেরা ইহাকে তিক্ত, শ্লেষ্মাকর ও পিত্তপ্রকোপক বলেন; ইহা কোষ্ঠবদ্ধ, জ্বর ও কৃমিতে হিতকর। ইহার শিকড় কামলা রোগ নিবারক, উদরবৃদ্ধি, প্রস্রাবের রোগ ও বাতে হিতকর। ভারতবর্ষে ইহার শিকড় কিংবা ফল Nux vomica (কুচিলার) সহিত মিশাইয়া ফোড়ায় প্রলেপ দেয় ও পুলটিস স্বরূপ ব্যবহার করে।

ইহার শিকড় ও সমপরিমাণে পিপুল যোগে যে বটিকা প্রস্তুত হয় উহা বাতে হিতকর। ইহার শিকড়ের প্রলেপ বালকদিগের প্লীহা-বৃদ্ধিতে ব্যবহার হয়। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে Harzl বলেন; তাঁহাদের মতে ইহা অতিশয় বিরেচক ও শ্লেষ্মা রোগের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ। শোথ, কৃমি, কামলা ও শ্লীপদ রোগে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে ইহা বেশ হিতকর ও কার্য্যকরী ঔষধ।

জরায়ুর উপর ইহার কার্য্য অধিক, ইহার স্বেদপ্রদান করিলে ঋতুস্রাব আনয়ন করে। ইন্দ্রবারুণীর বীজ বিরেচক; বীজের তৈল ব্যবহার করিলে চুল পাকে না। ইহার শিকড়ের পুলটিস দিলে স্ত্রীলোকদিগের ঠুনকো আরাম হয়।

ইন্দ্রবারুণিকা বীজ তৈলেনাভ্যঙ্গমাচরেৎ।
প্রত্যহংস্তেন কালাগ্নিসন্নিভাকুন্তলা অলম॥ শার্ঙ্গধর

কবিরাজী জ্বরঘ্ন গুটিকা ইন্দ্রবারুণীর শিকড় যোগে প্রস্তত হয়। পারদ, ১ ভাগ, ইহার শাঁস, এলাচ, পিপুল, হরিতকী, Pellitory root (আকরকরা মূল) প্রত্যেক ৪ ভাগ—এইগুলি ইহার রসে বাটিয়া ২০ গ্রেণ পরিমাণ বটিকা প্রস্তত করিতে হইবে। এই বটিকা টাটকা গোলঞ্চের রসের সহিত মিশাইয়া পান করিলে পেটের পীড়া ও জ্বর আরাম হয়। (Fig. 278.)

279. C. vulgaris Schrad (তরমুজ)

Fig.—Hook., Kew Journ. Bot., iii, t. 3; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 461.

Ref.—F. B. I., ii, 621; Roxb., F. I., iii, 719; Watt, ii, Pt. I, 252; B. P., i. 523; Dymock, ii, 63.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়। হুগলী, হাবড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. তরমুজ, তা. পিকা-পুনাম।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, ফল।

বর্ণনা—লতানে উদ্ভিদ, ক্ষেত্রে লতাইয়া বৃদ্ধি পায়। লতা শিরাযুক্ত; আঁকড়ী শক্ত এবং নরম লোমাবৃত। বোঁটা ২ ইঞ্চি, পত্র ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা ২-৩ ইঞ্চি বিস্তৃত, হস্তাঙ্গুলিবৎ পত্র গোড়ার দিক হৃৎপিণ্ডাকার। ফুল এক একটী জন্মে। পুং কেশর ৩টী। স্ত্রীপুষ্প গর্ভাশয়ের সহিত মিলিত ও গোলাকার। ফল বড় গোলাকার, গাঢ় সবুজবর্ণ। শাঁস শ্বেতবর্ণ, ঈষৎ পীত ও লালবর্ণ, কখন বা গাঢ় লালবর্ণ হয়। বীজ চেপ্টা, সবগুলি সমান নহে। লাল অথবা কৃষ্ণবর্ণের হয়। গ্রীষ্মকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ স্নিগ্ধকর, মূত্রকর ও শক্তিবর্দ্ধক। ইহার রস জিরা এবং চিনি দিয়া খাইলে শরীর স্নিগ্ধ হয় ও পিপাসা নিবারিত হয় (Dymock), তরমুজের রস সান্নিপাতিক (Typhus) জ্বরের প্রতিষেধক। তিক্ত তরমুজকে সিন্ধুদেশে kirbut বলে, ইহা বিরেচক (Watt)। তরমুজের আর এক জাতি আছে, ইহাকে C. fistulosus Stocks বলে;

ইহার ডাঁটা মোটা, পত্র কয়েক অংশে বিভক্ত; ইহার শক্ত লোম আছে, ইংরাজিতে ইহাকে water-melon বলে। ইহা পাঞ্জাবে জন্মে, তথায় এপ্রিল হইতে অক্টোবর মাসে চাষ হয় (Watt)।

Genus—CUCUMIS Linn.

280. C. Melo Linn. (কাঁকুড়, ফুটী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 457B.

Ref.—F B. I., ii. 620; Roxb., F. I., iii, 220; B. P., i. 522; Prain, H. H., 217; Voigt, H. S., 58.

জন্মস্থান—ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র চাস হয়, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়ায় চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. ষড়ভূজা; বা. কাঁকুড, ফুটী, খরমুজা; হি. খরমুজা; Eng Melon.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও মূল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী লতা, জমিতে লতাইয়া বদ্ধি পায়। পত্র গোলাকার কোণযুক্ত। উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট গাছ। পুংপুষ্প-বিস্তৃত কেসরগুলি ফুলের ভিতর হয়। স্ত্রীপুষ্প ফল সমেত হয়। ফল গোলাকার ও লম্বা, উভয় দিক ক্রমশঃ সরু। ফলের গায়ে ৮-১২টী শিরা আছে। ফল পাকিলে হরিদ্রাবর্ণ হয় ও আপনি ফাটিয়া যায়। বীজ চেপ্টা। খরমুজা জাতীয় গাছকে বাঙ্গালায় কাঁকুড় অথবা ফুটী বলে। বাঙ্গালার বহুস্থানে বিশেষতঃ নদীর ধারে চাষ হয়। ফল চৈত্রমাসে হয় এবং বৈশাখের প্রথমে পরিপক্ক হয়। ইহা কচি অবস্থায় কাঁচা খাওয়া যায় অথবা রন্ধন করিয়া খায়। ইহার আর এক জাতির বাঙ্গালায় চাষ হয়, উহাকে C. utilissimus অথবা গোমুখ বলে। এই গাছ বর্ষায় চাষ হয়, কাঁচা ফল তিক্ত, পাকিলে ফুটীর মত খায়। লক্ষ্ণৌ দেশে যে খরমুজা জন্মে উহার সংস্কৃত নাম চিভিট। বঙ্গদেশীয় কাঁকুড়কে সংস্কৃতে এর্ব্বারু বলে।.

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ শান্তিকর ও মূত্রকর, ইহা খাইলে প্রস্রাব সরল হয়। ফল ধারক, অম্লরোগে ব্যবহার হয়। ইহার বীজের তৈল বড় পুষ্টিকর (Watt) এবং শিকড় বিরেচক। ইহার ৩০ গ্রেণ পরিমাণ বীজ বাটিয়া জল ও সৈন্ধব লবণ যোগে পান করিলে মূত্ররোধ ও প্রস্রাবের দারুণ জ্বালা নিবারিত হয় (U. C. Dutt)। কিসমিসের কাথের সহিত কাঁকুড় বীজ পেষণ করিয়া পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র আরাম হয় (চরক)। ইহার বীজের তৈল মূত্ররোধ শোধক (সুশ্রুত)। (Fig. 280.)

281. C. sativa Linn. (শশা)

Fig.—Roxb., Hort. Mal., viii, t. 6, Royle, Ill., t. 47; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 459.

Ref.—F. B. I., ii. 620, Roxb., F. I., iii. 720; Watt, ii., Pt. ii, 632; B. P., i, 523: Prain, H. H., 217.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র চাষ হয়, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়ায় চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. ত্রপুস; বা. শশা; হি. খিরা; তে. ডস্‌াকাইযা; ত. মুহীবেত্তি।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, ফল ও পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী লতা, শক্ত লোমযুক্ত, বহুস্থানে চাষ হয়। আঁকড়ী একটী একটী জন্মে। পত্রের ব্যাস ৩-৫ ইঞ্চি, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ৫টী কোণবিশিষ্ট, পত্রের ডাঁটা ২-৩ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের পাপড়ী ½ ইঞ্চি। স্ত্রীপুষ্প পীতবর্ণ, ফলসমেত বাহির হয়, ফল এক একটী পৃথক পৃথক্ জন্মে, বোঁটা ছোট। পুংপুষ্প নলযুক্ত ও ৫ ভাগে বিভক্ত, ইহার পুংকেশরগুলি নলের ভিতর থাকে। ফল সাধারণতঃ লম্বাকৃতি ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা, ১½ ইঞ্চি মোটা, সূক্ষ্মলোমযুক্ত, ফলের গায়ে কাঁটা আছে, উহার মুখগুলি কৃষ্ণবর্ণ। ফল ফিকে সবুজবর্ণ অথবা শ্বেতবর্ণ। ফলে বীজ অনেক আছে, উহা মসৃণ, শ্বেতবর্ণ, লম্বা ও চেপ্টা, উভয়দিক ক্রমশঃ সরু। ভাদ্র মাসে মাচায় যে শশা হয় উহাকে ভাদুরে শশা, আর চৈত্র মাসে জমিতে চাষ হইয়া যে শশা জন্মে উহাকে ক্ষিতি শশা বলে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ মূত্রকর। ইহার পত্র জিরার সহিত সিদ্ধ করিয়া এবং ভাজিয়া গুড়ের সহিত খাইলে গলার ঘায়ে উপকার হয়। শশা-বীজের তৈল মূত্ররোধ নাশক। (Fig. 281.)

Genus—CUCURBITA Linn.

282. C. maxima Duch. (মিঠাকুমড়া)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 462B.

Ref.—F. B. I., ii. 622; B. P., i. 524, Wall Cat., 6720, Prain, H. H., 217.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ; বাঙ্গালায় হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাকুড়া, মুর্শিদাবাদ ২৪-পরগনা প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. মিঠাকুমড়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী লতা। পত্রের ব্যাস ৪-৬ ইঞ্চি, শক্ত লোমযুক্ত এবং সরু লোম আছে। আঁকড়ী ২-৪টী হয়। পত্র ৫ ভাগে বিভক্ত। বৃন্ত পত্রের দৈর্ঘ্যের সমান। ফুল এক একটী হয়, হরিদ্রাবর্ণ। পুংকেসর ৩টী, ফলের ভিতর থাকে। স্ত্রীপুষ্পদণ্ড ১½ ইঞ্চি, ইহার বোঁটা অতিশয় মোটা ও শক্ত। এক বোঁটায় একটী ফল ধরে। ফলে হরিদ্রাবর্ণ শাঁস আছে। বীজ লম্বাকৃতি, চেপ্টা ½ ইঞ্চি লম্বা এবং ¼ ইঞ্চি চওড়া ধূসরবর্ণ বা শ্বেতবর্ণ। এই কুমড়া বাটীর সন্নিহিত স্থানে মাচায় অথবা ভারায় জন্মে। মার্চ্চ হইতে জুন মাসে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ অনেক ঔষধে ব্যবহার হয়। বীজের তৈল স্নায়বিক রোগে হিতকর। কুমড়ার শাঁস পুলটিসে ব্যবহার হয় (Watt)। পাকা ফলের বোঁটা শুষ্ক করিয়া জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে, সকল রকম বিষাক্ত পোকার বিষ নষ্ট হয় (Watt)। (Fig. 282.)

283. C. pepo DC. (কুমড়া, ক্ষেতকুমড়া)

Fig—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 465

Ref—F. B. I., ii. 622; Roxb., F. I., iii. 718; B. P., i. 528, Prain, H. H., 217.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র চাষ হয়; বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলার জমিতে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. কুমড়া, হি. সফেদ কুমড়া; তে. বুদ্দিদগুম্মাদী।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী লতা, পত্রের ব্যাস ৪-৬ ইঞ্চি, শক্ত ও নরম লোমাবৃত। বোঁটা পাতার সমান লম্বা। পুং পুষ্পের ডাঁটা ৪ ইঞ্চি, স্ত্রী পুষ্পদণ্ড ১½ ইঞ্চি। ফল ও বীজ মাচার কুমড়ার ন্যায়। ইহার আর এক জাতি আছে উহাকে C. moschata Duch. বলে (F. B. I., ii, 622; B. P., i, 524; Prain, H. H., 218)। ইহার বাঙ্গালা নাম ক্ষেতকুমড়া। শীতের পর হইতে ফুল হয় ও গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ কৃমিনাশক। কোন স্থান অগ্নিতে দগ্ধ হইলে পাতার রস লাগাইলে আরাম হয় (Atkinson)। (Fig. 283.)

Genus—MOMORDICA Linn.

284. M. cochinchinensis Spreng. (কাঁকরোল)

Fig.—Bot. Mag., 5145; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 455A.

Ref.—F. B. I., ii. 618; Roxb., F. I., iii. 709; B. P., i. 532. Prain, H. H., 217; Voigt, H. S., 56.

জন্মস্থান—পূর্ব্ববঙ্গ, চট্টগ্রাম, রংপুর, কুচবিহার, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার জঙ্গলে জন্মে ও কোন কোন স্থানে চাষ হয়। টেনাসরিম; দাক্ষিণাত্য।

বিভিন্ন নাম—স. কর্কটকী; বা. কাঁকরোল, ঘিকরোসা।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও শিকড়।

বর্ণনা—বর্ষজীবী লতা। পত্রের ব্যাস ৪-৫ ইঞ্চি; হৃৎপিণ্ড ডিম্বাকৃতি পত্র সাধারণতঃ ৩ অংশে বিভক্ত, কোমল লোমযুক্ত, কিনারা দাঁতযুক্ত। পুংপুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়। পুংপুষ্পবৃন্ত ২-৬ ইঞ্চি, পাপড়ী ১-২ ইঞ্চি লম্বা, শ্বেত ও পীতবর্ণের দাগ আছে। স্ত্রীপুষ্পদণ্ড ১-২ ইঞ্চি। ফল ৪-৫ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, উজ্জ্বল লালবর্ণ শাঁসযুক্ত, অগ্রভাগ মোচার ন্যায়। গায়ে কাঁটা আছে, এগুলি ⅛ ইঞ্চি উচ্চ। বীজ ⅛-⅜ ইঞ্চি লম্বা এবং ⅛ ইঞ্চি সরু, চেপ্টা, ফিকে কৃষ্ণবর্ণ; কিনারা ঢেউ খেলান। বঙ্গদেশে ইহাকে ঘিকরোসা বলে। জঙ্গলে ও দামোদর নদীর ধারে পতিত স্থানে প্রচুর জন্মে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজের শাঁস ভাজিয়া খায়, ইহা সর্দ্দি ও বক্ষ-বেদনায় হিতকর। স্ত্রীলোকেরা প্রসব হইলে যে ঝাল খায় ইহার বীজের গুঁড়া তাহার একটী উপকরণ; কখন কখন ইহার সহিত মাখন মিশ্রিত করিয়া ব্যবহৃত হয়। কথিত আছে, এই ঝাল ব্যবহারে শরীরের বেদনা ও অপরাপর গ্লানি দূর হয়। ইহার শিকড়ের প্রলেপ মাথায় দিলে কেশ পতন বন্ধ হয় ও কেশ বাড়িয়া উঠে। (Fig. 284.)

285. M. charantia Linn. (করলা)

Fig.—Bot. Reg., t. 980; Rheede, Hort. Mal., viii, t. 9010; Bot. Mag., t. 2455.

Ref.—F. B. I., ii. 616, Roxb., F. I., iii. 707; Watt, v, Pt. I, 256, B. P., i. 521; Prain, H. H., 216.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়, বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. কারবেল্ল, সুষবী, বা. করলা, উচ্ছে, হি. করেলা, তা. কাকড়াচেট্ট; তে. পাকাকাচেদী; Eng. Bitter gourd.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, লতা, পত্র ও মূল। মাত্রা, সরস পত্র ১-২ তোলা, বমনার্থে ১০ তোলা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী লতা, আঁকড়ী এক একটী হয়। পত্রের ব্যাস ১-৩ ইঞ্চি, গোলাকার লোমযুক্ত, মসৃণ; গোড়ার দিক কর্ত্তিত, অনেকগুলি অসমান অংশে বিভক্ত। পুংপুষ্পদণ্ডে একটী একটী গোলাকার ফুল হয়, পাপড়ী ½-¾ ইঞ্চি, পীতবর্ণ। স্ত্রীপুষ্পদণ্ড ২-৪ ইঞ্চি অবনত। ফল ১-৩ ইঞ্চি কখনও ৬-৭ ইঞ্চি হয়, ফলের মধ্যস্থল মোটা—উভয়দিক ক্রমশ সরু। ফলের গায়ে অনেক অর্ব্বুদের ন্যায় কাঁটা আছে উহা দেখিতে ত্রিকোণাকার। বীজ ½ ইঞ্চি, চেপ্টা, কিনারা ঢেউ খেলান, চিত্র-বিচিত্র করা। প্রায় সারা বৎসরই ফুল ও ফল হয়।

করলার আরও একজাতি আছে, উহাকে ছোট উচ্ছে বলে, ইহা বঙ্গদেশে বহু পরিমাণে চাষ হয়; এবং অপর একজাতি আছে, উহাকে বন উচ্ছে বলে, ইহার চাষ হয় না, বনের ধারে আপনা আপনি বীজ পড়িয়া গাছ হয় ও ফল ধরে, এই উচ্ছে কম তিক্ত। এই ত্রিবিধ উচ্ছে গাছের গুণের বিশেষ প্রভেদ নাই, কেবল ফলের পার্থক্য আছে। শেষোক্ত দুই প্রকার গাছের লাটিন বা বৈজ্ঞানিক নাম M. charantia var. muricata (Voigt, 56; Prain, H. H., 217)।

ঔষধার্থে ব্যবহার—করলা বলকারক, পরিপাক যন্ত্রের রোগ নাশক, বাত, গেঁটেবাত, প্লীহা ও যকৃতের পক্ষে হিতকর এবং কৃমিনাশক। পাতার রস ½ পোয়া, দারুচিনি, এলাচ প্রভৃতির সহিত মিশাইয়া বমনকারক ও বিরেচক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। পায়ের তলা জ্বালা করিলে উচ্ছে পাতার রস দিলে আরাম হয়। উচ্ছে পাতা গোলমরিচের সহিত ঘষিয়া চক্ষুর চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে রাতকানা আরাম হয় (Dymock)। উচ্ছে ও উচ্ছে পাতা কৃমিনাশক এবং অর্শ, কুষ্ঠ ও কামলা রোগে হিতকর। ইহার শিকড় রক্তস্রাবনাশক সংকোচক। পত্রের টাটকা রস মৃদুবিরেচক, ইহা বালকদিগকে জোলাপের স্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে। উচ্ছে পাতার রস জ্বর নাশক (Watt)।

ঋতুনাশ রোগে ইহার পাতার রস খাইলে ঋতুস্রাব আনয়ন করে (Watt)।

বসন্তরোগে হরিদ্রাচূর্ণের সহিত উচ্ছে পাতার রস পান করিবে। ইহা হাম বসন্ত ও বিস্ফোটক প্রশমক (চক্রদত্ত)।

উচ্ছে পাতার কাথ তিন বৈল যোগে পান করিলে এলাউঠা নিবারণ হয় (ভাবপ্রকাশ)। (Fig. 285.)

286. M. dioica Roxb. (ধারকরলা)

Fig.—Wight, Ic., t. 505 & 506; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 454.

Ref.—F. B. I., ii, 617; Roxb., F. I., iii. 709; B. P., i. 521, Prain, H. H., 217; Voigt, H. S., 56.

জন্মস্থান—বাঙ্গালার অনেক স্থানে চাষ হয়, দাক্ষিণাত্যে প্রচুর জন্মে। হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান জেলায় চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম- ধারকরলা, ঘি- ি ধারকরলা তে. অঙ্গকোরা।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী লতা; শিকড় আলুর মত, গাঁকড়ী আছে, ডাঁটা চেপ্টা, উজ্জ্বল, পাতা ছোট বড় হয়। পত্র ২-৬ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, ৩-৫টী অংশে বিভক্ত, কিনারা কর্ত্তিত। বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি কোমল লোমযুক্ত। ফল ফিকে পীতবর্ণ। এক একটী হয়, বোঁটা ২ ইঞ্চি কোমল লোমযুক্ত। পুংপুষ্পের নীচে কচি পাতাগুলি ইহাকে ঘেরিয়া থাকে। ফুলের পাপড়ী ½-১ ইঞ্চি লম্বা, শক্ত লোমযুক্ত। ফল ২ ইঞ্চি লম্বা ও ডিম্বাকৃতি, পাকিলে ফাটিয়া যায়। বীজ ½-১ ইঞ্চি চেপ্টা, শাঁস লালবর্ণ, ফল খাইতে তিক্ত। যেগুলি চাষ হয় সেগুলি কম তিক্ত, তরকারীতে ব্যবহার হয়। বাঙ্গালায় ইহাকে কেহ কেহ ঘি-করলা বলে। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—করলা গাছ, নারিকেল, মরিচ, রক্তচন্দন এবং অপরাপর মসলা যোগে মাথায় প্রলেপ দিলে মাথাধরা আরাম হয় (Rheede)। ইহার শিকড় রক্ত অর্শে ও পেটবেদনায় ব্যবহার হয়, মাত্রা ৩০ গ্রেণ। শুষ্কগাছের গুঁড়া অথবা শুষ্ক ফলের শাঁস নাকে দিলে সর্দ্দি বাহির হয়। পুংগাছের শিকড় সর্পাঘাত জনিত ঘা আরাম করে।

অপক্ব ফলের তরকারী রোগীর পক্ষে মুখরোচক। (Fig. 256)

Genus -MUKIA Arn

287. M. scabrela Arn. (আগমুখী)

Fig—Wight, Ic., t 501, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 465.

Ref.—F. B. I., ii, 623; Roxb., F. I., iii, 72 B. P i. 525.

জন্মস্থান—ভারতের সকল স্থানে, এবং বাঙ্গালা দেশে হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে প্রায়ই দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. আগমুখী, গোয়ালকাঁকড়ী; হি. বিলাবী; তে. পুত্রীবুদিঙ্গ।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—লতানে গাছ, ডাঁটা অবনত ও শক্ত লোমযুক্ত। পত্র ২-৩ ইঞ্চি, করাতের ন্যায় বোঁটা ছোট, কখন ১ ইঞ্চি হয়। ফুল ⅛-⅙ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট পীতবর্ণ। ফল ⅛-½ ইঞ্চি, উজ্জ্বল লালবর্ণ। বীজ ঘনসন্নিবদ্ধ, চেপ্টা। ফুল বৎসরের সকল সময়েই হয়। শীতের প্রারম্ভে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজের কাথ ঘর্ম্মকর। শিকড়ের কাথ, পেটফাঁপা ও দাঁতের বেদনা নিবারক (Atkinson)। লতার ডগা এবং কচি পাতা মৃদুবিরেচক এবং কপালের বেদনা ও বিবমিষায় ব্যবহৃত হয় (Watt)। ইহার পাতার রস গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের গর্ভকালীন শোথ রোগে ব্যবহার হয়। (Fig. 287.)

Genus—ZEHNERIA Endl.

288. Z. umbellata Thw. (কুদারী)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., viii, t. 26; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 466B.

Ref.—F. B. I., ii. 625; Roxb., F. I., iii. 710, Watt, vi, Pt. IV, 355, B. P., i. 525; Dymock, ii, 90. আধুনিক নামকরণানুসারে এই লতাকে Melothria heterophylla Cogn বলা বিধেয়।

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় বন জঙ্গলের ধারে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. কুদারী, বিলারী, হি. তারালী, তে. তিদান্দা।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল ও পত্র।

বর্ণনা—ডাঁটায় চিক্কণ লোম আছে। পত্রের অংশগুলি অতিশয় লম্বা, বোঁটা ছোট, পত্রের বৃহৎ অংশটী ১-৬ ইঞ্চি, সরু, ডিম্বোপাকার, গোড়ার দিক হৃৎপিণ্ডাকৃতি। দেখিতে হস্তাঙ্গুলিবৎ। উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট লতা। পুংপুষ্পদণ্ড ২-৪ ইঞ্চি এবং স্ত্রীপুষ্প ছোট বোঁটায় এক একটী থাকে। ফল উজ্জ্বল লালবর্ণ ও লম্বাকৃতি, ফলের পশ্চাৎ ভাগ ক্রমশ সরু। ফলে বীজ প্রায় ১২টী থাকে, কখনও ২-৬টী থাকে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল হয়, ফল পাকিতে দুইমাস লাগে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড়ের রস, জিরা, চিনি ও দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া, কঙ্কনদেশে বসন্ত ও মেহ রোগে ব্যবহার করে। কোন স্থানে ভেলার রস লাগিয়া ফুলিয়া উঠিলে ইহার পাতার রস দিলে শীঘ্র উপকার হয় (Dymock)। (Fig. 288.)

LII. CACTEAE

Genus—OPUNTIA Tourn, ex Mill.

289. O. Dillenii Hav. (ফনিমনসা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 469B.

Ref.—F. B. I., ii. 657; Roxb., F. I., ii. 475; B. P., i, 531; Prain, H. H., 218.

জন্মস্থান—আমেরিকা দেশীয় গাছ; ভারতের সর্ব্বত্র দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান জেলায় পতিত জমিতে জন্মায় অথবা বাগানের বেড়ায় রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. নাগফণা, ফনিমনসা, হি. নাগফনি, তে. নাগদালি; তা. নাগফালী।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল ও পত্র, রস।

বর্ণনা—কাঁটাযুক্ত গুল্ম। ইহার কাণ্ড চেপ্টা ও ইহাতেই পত্রের কাজ হয়। সারা গায়ে সরু সরু কাঁটা আছে। গাছের পাতা নাই। ফুল এক একটী হয়, উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট; দেখিতে ছোট পদ্মফুলের ন্যায় ও শ্বেতবর্ণ। পাপড়ী এক একটী যুক্ত; ইহা ফুলের গোড়ায় সংলগ্ন। ফল শাঁস যুক্ত, বীজ অনেক থাকে। আমেরিকা দেশে এক হাজারের অধিক ফনিমনসা জাতীয় গাছ আছে। বর্ষার সময় ইহার ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ভারতীয় লেখকগণ ও পোর্টুগীজেরা ইহার ফল উৎকাশী ও হাঁপানী নিবারক বলিয়া প্রশংসা করেন। ফলের সিরাপ ১ চামচ করিয়া দিবসে ৩।৪ বার সেবন করিলে দারুণ সর্দ্দি কাশী আরাম হয়। গর্ভকালীন হাঁপানীতে যখন অপর ঔষধে ফল হয় না তখন ইহার রস সন্ধ্যাকালে সেবন করিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উৎকাশী আরাম হইয়া যায়, কয়েকটী রোগীকে ব্যবহার করিতে দিয়া বিশেষ ফল হইয়াছে (Dymock)। ইহার পাতা ছেঁচিয়া পুলটিস দিলে গাত্রক স্থানের উত্তাপ কমিয়া যায় (Ainslie)। ইহার দুগ্ধবৎ রস আঠা ১০ ফোঁটা চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কোষ্ঠবদ্ধ আরাম হয়। ফল খাইলে প্রস্রাব রক্তবর্ণ হয়। (Fig. 289.)

LIII. FICOIDEAE

Genus—TRIANTHEMA Linn.

290 T. monogyna Linn. (সাবুনী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 470; Wight, Ic., t. 228.

Ref.—F. B. I., ii. 660; Roxb., F. I., ii. 445; B. P., i. 533; Prain, H. H., 218. আধুনিক নামকরণ অনুসারে ইহাকে Trianthema portulacastrum Linn. বলা বিধেয়।

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, পূর্ব্ব এবং পশ্চিমবঙ্গ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা; পতিত জমি ও বাগানের জমিতে সাধারণত জন্মে। ইহা আসলে গ্রীষ্মপ্রধান আমেরিকা দেশের আদিমবাসী।

বিভিন্ন নাম—বা. সাবুনী, গাদাবনী; তা. শাকলাই; তে. ঘেলিজেরু।

32—1034B

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল ও পত্র।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী গুল্মজাতীয় ভূলুণ্ঠিত লতা; ডাঁটা বক্র ও লোমাচ্ছাদিত। পত্র গাছের বিপরীত দিকে হয়, অসমান, উপরের পত্র ½-১ ইঞ্চি নিম্নের পত্র ⅛-½ ইঞ্চি, পত্রের মাথার দিক মোটা ও গোলাকার, বোঁটার দিক ক্রমশ সরু। বহির্ব্বাস মোটা, পুংকেসর ১০-১২টী। বীজকোষ ছোট এবং শাখায় লুক্কায়িত। ফলে বীজ ৮টী থাকে, দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়। অনেকে ইহা শ্বেত পুনর্ণবা বলিয়া ব্যবহার করেন।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় তিক্ত, খাইলে বমন উৎপাদন করে। ইহা আদার সহিত গুঁড়া করিয়া ব্যবহার করিলে সর্দ্দি নাশ হয়। টাট্‌কা খাইতে মিষ্ট (Ainslie)। (Fig. 290.)

Genus—MOLLUGO Linn,

291. M. spergula Linn. (গীমাশাক)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i. t. 24; Kirtikar & Basu, Ind Med. Pl., t. 474.

Ref.—F. B. I., ii, 662, Roxb., F. I., ii, 360, B. P, i 533, Prain, H. H., 219.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সকল স্থানে পুকুরের কিনারায় জন্মে।

বিভিন্ন নাম—স. গ্রীষ্মসুন্দরক; বা. গীমাশাক; হি. গিমা; তা. কচ্ছনখারাই, তে. চয়াস্তারাশিয়াকু।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ, মাত্রা রস ১-২ তোলা।

বর্ণনা—চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত পত্রময় বর্ষজীবী উদ্ভিদ। পত্র ½-১ ইঞ্চি, সাধারণতঃ ডাঁটার চারিদিকে বিস্তৃত, লম্বাকৃতি। বোঁটা ⅛ ইঞ্চি। পাপড়ী ⅛-½ ইঞ্চি লম্বা; পুংকেসর ৫-১০টী। বীজাধারে বীজ অনেক থাকে, দেখিতে গোলাকৃতি। Mollugo hirta Thunb. নামে আর এক জাতীয় শাক আছে, ইহার নির্দ্দিষ্ট বাঙ্গালা নাম নাই, কেহ কেহ ইহাকে কাকড়িমে বলে। উভয় প্রকার শাকের ফুল শ্বেতবর্ণ। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা ধারক, অম্ল রোগ নিবারক ও বিষ দোষ নাশক। প্রসবান্তিক স্রাব বন্ধ হইলে এই শাক খাইলে স্রাব নির্গত হইয়া যায় (Ainslie)।

ইহার রস রেড়ির তৈলের সহিত কানে দিলে কান বেদনা আরাম হয়। পাদুকোটা নামক স্থানে ইহার রস এবং M. hirtaর রস চর্ম্মরোগ নিবারক বলিয়া ব্যবহার করে (Dymock, Pharm. Ind., ii, 103)। (Fig. 291.)

LIV. UMBELLIFEREAE

Genus—HYDROCOTYLE (Tourn.) Linn.

292. H. asiatica Linn. (থুলকুড়ি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., t. 46; Wight, Ic., t. 565.

Ref.—F. B. I., ii. 669; Roxb., F. I., ii. 88, B. P., i. 535; Dymock, ii, 107; Prain, B. B., 219.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ ও দক্ষিণ ভারত, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় পুকুরের কিনারায় ও আর্দ্র স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—স. মণ্ডুকপর্ণী; বা. থুলকুড়ি, হি. ব্রহ্মমণ্ডুকী, তা. বাল্লরীকিরি; তে. মণ্ডুকব্রাহ্মী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র; মাত্রা, পত্র রস, ১-২ তোলা; মূলচূর্ণ ½-২ আনা।

বর্ণনা—ভূলুণ্ঠিত লতা, বর্ষজীবী, কখন কখন ২-৩ বৎসর থাকে। পত্র ½-২½ ইঞ্চি, গাছের দুইদিকে বাহির হয়। পত্র দেখিতে অনেকটা পটল পত্রের ন্যায় কিন্তু আকারে একটু ছোট, পত্রের অগ্রভাগ গোলাকার। পুষ্পদণ্ড ⅛ ইঞ্চি। ফুলের বোঁটা ছোট, সাধারণতঃ ৩টী একত্রে হয়। পুষ্প ক্ষুদ্র, ঈষৎ নীলের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ অথবা লালবর্ণ। ফল ⅙-⅙ ইঞ্চি, শক্ত পুরু। বীজকোষ লম্বা, বক্র, অল্প চেপ্টা। ফুল বসন্তকালে হয় এবং ফল গ্রীষ্মকালে জন্মে। ডাঁটা হইতে শিকড় বাহির হয়।

থুলকুড়ির পত্র ব্রাহ্মীর ন্যায় মাটীতে লুণ্ঠিত থাকে ও গ্রন্থি হইতে মূল নির্গত হয়; কিন্তু তফাৎ এই যে ইহার পত্র গোল, কতক পরিমাণে ঢোঁড়ার ন্যায়, একপ্রকার গন্ধবিশিষ্ট ও খাইতে তিক্ত। আর একপ্রকার থুলকুড়ি আছে তাহাও অনেকটা ব্রাহ্মীর মত ইহার পত্র ব্রাহ্মী অপেক্ষা ছোট ও গোল, পাতাগুলি চেরা, ইহার বোঁটা থুলকুড়ি অপেক্ষা লম্বা, কিন্তু সরু, পত্রের স্বাদ কষায় ও মিষ্ট।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বালকদিগের পেটের অসুখে এবং জ্বরে পাতার কাথ ব্যবহার হয়। কোন স্থানে আঘাত লাগিলে অথবা থেঁতলাইয়া যাইলে ইহার পাতার রস দেয় (Ainslie)।

থুলকুড়ির ৩টী কিংবা ৪টী পাতা ছেঁচিয়া, জিরা ও চিনির সহিত নাভিদেশে প্রলেপ দিলে অথবা ইহার রস খাইলে রক্ত আমাশয় ও উদরাময় আরাম হয় (Dymock)। ইহার পত্র মূত্রকর ও কুষ্ঠরোগে হিতকর। ইহার পত্র উপদংশ ও চর্ম্মরোগে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয় (Dymock)।

ভারতের কোন কোন স্থানের লোকে ইহার পত্র গুঁড়া করিয়া, স্মরণশক্তি বৃদ্ধির জন্য দুগ্ধের সহিত পান করিতে উপদেশ দেন। ইহা অতিশয় বলকারক। গাছের গুঁড়া পরিপাক যন্ত্রের দোষ ও মূত্রের দোষ নিবারক, মাত্রা ১০ গ্রেণ পরিমাণ দিবসে ৩ বার সেব্য। থুলকুড়ি বহু পরিমাণ ব্যবহার করিলে মাথা ধরা ও অবসাদ আনয়ন করে। উদর বৃদ্ধিরোগে (উদরী) থুলকুড়ির রস কিংবা জলে সিদ্ধ কাথ, অল্প লবণ দিয়া পান করিলে উক্ত রোগ সারিয়া যায়। অন্নাহার বন্ধ রাখিতে হইবে এবং পিপাসা পাইলে জল পান না করিয়া থুলকুড়ির রস পান করিবে।

পিষ্ট থুলকুড়ির বিল্বফলাকার পিণ্ড দুগ্ধের সহিত দশ রাত্র পান করিলে মেধা ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। ইহা নূতন ও পুরাতন পারদঘটিত রোগ, শোথ, কুষ্ঠ ও অপরাপর চর্ম্মরোগ, গলগণ্ড, ফোড়া ও পুরাতন বাতরোগে স্রাব নিবারণ করিয়া রোগ আরাম করিয়া দেয়। থুলকুড়ি কাথ স্ত্রীলোকদের অনিয়মিত ঋতুরোগে ফলপ্রদ ঔষধ। কুষ্ঠ, গলগণ্ড এবং পারদজনিত প্রদাহে ও ক্ষতে ইহার গুঁড়া ৩-৫ গ্রেণ মাত্রায় দিবসে ৩ বার ব্যবহার্য্য। গুঁড়া ক্ষত স্থানে কিংবা টাটকা পাতা পুলটিস দিতে হয়। ইহার প্রয়োগে কুষ্ঠরোগী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অনেকটা আরোগ্য লাভ করে। (Fig. 292.)

Genus—CUMINUM (Tourn) Linn.

293. C. cyminum Linn. (জিরা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 185A.

Ref.— F. B. I., ii. 718; Dymock, ii. 119.

জন্মস্থান—ভারতের কাশ্মীর, গাড়োয়াল, বঙ্গদেশের হুগলী জেলায় অল্প পরিমাণে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. জিরা; হি. সিয়াজিরা, তে. সীমা-জিলাকার, তা. শিমাইশিরাগাম, Eng. Cumin seed.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—ইহার কাণ্ড ১-৩ ফুট লম্বা। সবল ও বহু শাখাবিশিষ্ট উদ্ভিদ। পত্র পক্ষাকার। গাছের নিম্নপাতার শেষ অংশটী ½-¾ ইঞ্চি, উপরের পাতা ½-১ ইঞ্চি। পাপড়ী ৩-৮টী, ⅛-½ ইঞ্চি অসমান। ফল ⅛-¼ ইঞ্চি, পীতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। ভারতবর্ষে আয়ুর্ব্বেদের সময় হইতে কালজিরা ঔষধরূপে প্রচলিত আছে। এই জিরা ইউরোপ হইতে এদেশে আসিয়াছে। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে kuruya বলিত। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা কৃমিনাশক ও ধাবক বলিয়া হাকিমেরা বর্ণনা করিয়াছেন। জিরা মূত্রকর, এবং যন্ত্রণাদায়ক গভের স্ফীতিতে এবং অর্শের উপর প্রলেপ দিতে ইহার ব্যবহার হয় (Dymock)।

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে :—

জীরকস্য কৃতং কল্কোপ্লুত সৈন্ধব সংযুতঃ।
সুখোষ্ণামধুনালোপে বৃশ্চিকস্য বিষং হরেৎ॥ (Fig. 293.)

Genus—CARUM Rupp. ex Linn.

294. C. copticum Benth. (জোয়ান)

Fig.—Wight, Ic., t. 566, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 477B.

Ref.—F. B. I., ii. 682, Roxb., F. I., ii. 91; B. P., i. 536; Dymock, ii 116. Pram, H. H., 220.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র চাষ হয়, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. যমানী; বা. জোয়ান; হি. আমন, তে. ওমান।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় গাছ, মাঠে চাষ হয়। কাণ্ড ১-৬ ফুট, শাখা ও পাতাযুক্ত; পত্র ৬-১৬টা হয়, $\frac{1}{10}$-$\frac{1}{8}$ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত। ফল $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি, গোলাকার। ইহা সাধারণে জানে বলিয়া বিশেষ বর্ণনা করা গেল না। শীতের শেষে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—দেশীয় লেখকদের মতে ইহা উত্তেজক, বলকারক এবং কৃমি-নিবারক। ইহা পেট ফাঁপা, অম্লউদ্গার এবং উদরাময়ে ব্যবহার হয়, এবং কখন কখন হিং, হরিতকী ও সৈন্ধব লবণ যোগে কলেরা রোগে ব্যবহার হয়। গলার ঘায়ে অপরাপর ঔষধের সহিত জোয়ান ব্যবহার হয়। জোয়ান হইতে জোয়ানের আরক প্রস্তুত হয়, ইহা অম্ল ও অজীর্ণে হিতকর। যমানী পেটবেদনা ও পেটের দোষের ঔষধ স্বরূপ আয়ুর্ব্বেদে বিধান আছে। যথা :—

যমানী হিঙ্গুসিন্ধুত্থক্ষার সৌবর্চ্চলাভয়া।
সুরামণ্ডেন পাতব্যা গুল্মশূল নিবারণা॥ চক্রদত্ত।

অর্থাৎ জোয়ান, হিঙ্গু, সৈন্ধব লবণ ক্ষার, যবক্ষার এইগুলি ১০ গ্রেণ অথবা ২০ গ্রেণ মদ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে হয়। জোয়ান ও গুড় এক সপ্তাহ ভোজন করিলে আমবাত (urticaria) আরাম হয়। (Fig. 294.)

295. C. Roxburghianum Benth. (রাঁধুনী)

Fig.—Wight, Ic., t. 335 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 480.

Ref.—F. B. I., ii. 682 ; Roxb., F. I., ii. 97 ; B. P., i. 536, Prain, H. H., 219.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয় ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া জেলায় চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. হি. তে. অজমোদা ; বা. রাঁধুনী ; তা. অমতী-ওমান।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—কাণ্ড ১-৩ ফুট উচ্চ, অনেক শাখা প্রশাখা আছে। পত্র পক্ষাকার, পাতার শেষের অংশটী ১-$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। পুষ্পগুচ্ছ ৪-২০টী, ফুল $\frac{1}{8}$-$\frac{1}{4}$ ইঞ্চি। ফল $\frac{1}{12}$-$\frac{1}{10}$ ইঞ্চি, গোলাকার ও ডিম্বাকৃতি, পীতবর্ণ, ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ আছে। ভাদ্রমাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ হৃদ্রোগ কাশীতে, বমন এবং মূত্রযন্ত্রের রোগে বিশেষ আবশ্যকীয়। ইহা অপরাপর ঔষধ যোগে অম্ল ও অজীর্ণ রোগে প্রযুক্ত হয়। (Fig. 295)

Genus—CORIANDRUM (Tourn.) Linn.

296. C. sativum Linn. (ধনে)

Fig.—Wight, Ic. t. 516 & Ill., t. 11., Fig 9 ; Kirtikar & Basu, Ind Med. Pl., t. 485C.

Ref.—F. B. I., ii, 717 ; Roxb., F. I., ii. 94 ; Watt, ii. Pt. II, 566 ; B. P., i. 540 ; Prain, H. H., 220.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনা ও বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান জেলায় চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. ধন্য, তুম্বুরুক ; বা. হি. ধনিয়া, তা. কাতামল্লি ; তে. দাল্লু ; Eng. Coriander.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গাছ, বহু শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট ও সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। নীচের পত্র ডিম্বাকৃতি ও লম্বা, উপরের পত্র সরু ও লম্বা। পুষ্পদণ্ডে পত্র থাকে না অথবা ছোট পত্র

থাকে। বাহিরের ফুল অসমান ও উজ্জ্বল। পাপড়ী ডিম্বাকৃতি, শ্বেতবর্ণ কিংবা ঈষৎ বেগুনে; ফল গোলাকার, ভাঙ্গিলে দুইখানা হইয়া যায়। শীতের শেষে ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বৈদ্যদের মতে ধনে স্নিগ্ধকর ও কৃমিনাশক। ইহা হইতে এক প্রকার চক্ষের ধৌত প্রস্তুত হয়, ইহা দ্বারা চক্ষু ধৌত করিলে বসন্ত রোগে চক্ষের তারা নষ্ট হয় না। ধনে পেটফাঁপা নিবারক, বলকারক, মূত্রকর এবং কামোত্তেজক।

শুষ্ক ধনে এবং volatile oil পেট বেদনার উত্তম ঔষধ। ধনে ভারতীয় Pharmacopœiaতে ব্যবহার হয়। ধনে গাছের রস কপালে লাগাইলে মাথাধরা আরাম হয়।

প্রাতঃসশর্করঃ পেয়োহিতো ধন্যাকসম্ভবঃ।
অন্তর্দ্দাহং তথাতৃষ্ণাং জয়েচ্ছ্রোতো বিশোধনঃ। ভাবপ্রকাশ।

ধনে চিনির সহিত প্রাতে পান করিলে অন্তর্দ্দাহ ও পিপাসা নিবারণ হয়।

ধান্যনাগরসিদ্ধন্তু তোয়ং দদ্যাৎ বিচক্ষণঃ।
আমাজীর্ণ প্রশমনং দীপনং বস্তিশোধনম্। চক্রদত্ত।

ধনের সহিত আদার ক্বাথ খাইলে অগ্নি উদ্দীপিত হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করে ও পরিপাক শক্তি বাড়াইয়া দেয়।

তরুণ জ্বরে উহার বেগ কমাইবার জন্য ধনে ও পলতার ক্বাথ ব্যবহার হয়। ইহা উপর্যুপরি তিন দিবস ব্যবহার করিলে জ্বর ত্যাগ হইয়া যায় এবং অপর ঔষধ খাইবার আবশ্যক হয় না। (Fig. 296)

Genus—DAUCUS (Tourn.) Linn

297 D. carota Linn. (গাজর)

Fig.—Wight, Ill., t. 111, Fig. 7; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 485B.

Ref.—F. B. I., ii. 718; Roxb., F. I., ii. 90, B. P., i. 541; Prain, H. H., 220; Voigt, H. S., 23.

জন্মস্থান—আদি জন্মস্থান ইউরোপ ও এসিয়া, সমগ্র বঙ্গদেশে চাষ হয়, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা ও বোটানিক গার্ডেন, শিবপুরে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. গারজর; বা. গাজর, তে. পিতাকন্দ; তা. গার্জ্জার; Eng. Carrot.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, শিকড় ও বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, কখনও অধিক দিন থাকে। কাণ্ড ১-৪ ফুট। পত্র ২-৩ ইঞ্চি পক্ষযুক্ত, ইহাতে শক্ত লোম আছে। পুষ্পদণ্ডের পত্র অনেক, ৩টী আঁকড়ী বিশিষ্ট; ফুলের পাপড়ী ডিম্বাকৃতি, শ্বেতবর্ণ, উজ্জ্বল। ফল ১/১২ ইঞ্চি শ্বেতবর্ণ। শীতের শেষ হইতে গ্রীষ্মের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য নাশক ও বলকারক। ইহা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া গাঁজিয়া একপ্রকার মদ প্রস্তুত হয়। পত্র ও বীজের ক্বাথ সেবন করিলে গর্ভবেদনা বর্দ্ধিত হয় ও শীঘ্র গর্ভবতীকে প্রসব করায়। ইহার শিকড় মৃদু বিরেচক (Stewart)। (Fig. 297.)

Genus—FERULA Tourn. ex Linn.

298. Ferula foetida Regil (হিঙ্গু)

Fig.—Bent. and Trim., t. 127; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 483.

Ref.—F. B. I., ii. 708, Dymock, ii. 141.

জন্মস্থান—আফগানিস্থান, কাশ্মীর।

বিভিন্ন নাম—স. বা হি. হিঙ্গু; আ. পেরুঙ্গায়াম; তে. ইঙ্গু।

ব্যবহার্য্য অংশ—আঠা।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী গাছ, ৬-৮ ফুট লম্বা। পত্র কোমল লোমযুক্ত, ২-৪ পক্ষযুক্ত; পত্রদণ্ডের উভয় দিকে যোড়া যোড়া পত্র বাহির হয় এবং অগ্রভাগে একটি পত্র থাকে। পত্রের কিনারা কর্ত্তিত। নিম্নে পত্র ১-২ ফুট, ডিম্বাকৃতি। পুষ্পদণ্ডের শেষভাগের দণ্ডটী বৃহৎ ও পত্রহীন। ফল ⅚ ইঞ্চি লম্বা, ⅓ ইঞ্চি চওড়া গর্ভাশয়ে মসৃণ লোম আছে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিঙ্গু, কৃমিনাশক, আক্ষেপ নিবারক, সর্দ্দি নিঃসারক, স্নায়বিক উত্তেজক, মৃদুবিরেচক ও হিষ্টিরিয়া রোগ নিবারক। ইহা হাপানী, উৎকাশি, পেটফাঁপা। হিতকর। হিঙ্গু বালকদিগের নিউমোনিয়া এবং বক্ষপ্রদাহের পক্ক অবস্থায় বিশেষ হিতকর (Dymock)। ইহার পাতা কৃমিনাশক ও পেটবেদনায় ব্যবহৃত হয়। ফিতার মত কৃমিতে ইহার প্রয়োগ হয়।

হিঙ্গু বহুকাল হইতে ভারতে চলিত আছে। নির্ঘণ্টুকার ইহাকে নানাবিধ নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। হিঙ্গু বোখারা হইতে আসে বলিয়া ইহাকে বাহ্লিক এবং ইহা ব্যবহার করিলে শূলরোগ বিনাশ পায় বলিয়া ইহাকে শূলনাশক বলে। জেদনগরের আব্রেশির মেহেরবান নামক একজন বণিকের নিকট হইতে হিঙ্গু সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে পারা গিয়াছে।

যেস্থানে হিঙ্গুর গাছ আছে সেই স্থানটীতে উক্ত বণিক্ বহুদিন ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন হিঙ্গুগাছ খোরাসানের নিকটবর্ত্তী প্রস্তরময় ভূভাগে জন্মে। ইহার উপরিভাগের শিকড়ের ব্যাস ২ ইঞ্চির অধিক হয় না। হিঙ্গুসংগ্রহকারীরা গাছের গোড়ার মাটী সরাইয়া শিকড়ের উপরিভাগ কাটিয়া দেয়, দুই তিন দিন পরে আবার আঠাসমেত খানিকটা শিকড় কাটিয়া ফেলে। এইরূপে প্রত্যেক বারে কর্ত্তিত অংশ হইতে যে আঠা পাওয়া যায় তাহাই হিঙ্গুনামে অভিহিত। ইহা চর্ম্মবদ্ধ হইয়া ভারতের বোম্বাই নগরে বিক্রীত হয়, ইহাকে আবুসায়েরী হিঙ্গু বলে। উপরিলিখিত ব্যবসায়ী জেদ হইতে যে বাক্স পাঠাইয়া দেন, উহার কাষ্ঠ-সংলগ্ন আঠা প্রথমে দুগ্ধের ন্যায়, পরে শুষ্ক হইয়া ধূসরবর্ণে পরিণত হয়। Ferula Narthex Boiss গাছ হইতেও হিঙ্গু পাওয়া যায় (Boiss. Flora Orientalis, ii. 994, 1872)।

বম্বে বাজারে হিঙ্গুকে আবুসায়েরী হিঙ্গু বলে। বম্বে হিঙ্গু ইহা অপেক্ষা ভাল নহে, কারণ ইহার সহিত বাবলার আঠা ও অপরাপর দ্রব্য মিশ্রিত করে। অধুনা ইহার সহিত আলুর টুকরা পর্য্যন্ত মিশ্রিত করে।

F. alliacea Boiss., F. foetida Regel, F. Narthex Boiss. প্রভৃতি গাছ হইতে হিঙ্গু উৎপন্ন হয় তবে ইহাদের গুণের বিভিন্নতা ও আকারগত পার্থক্য আছে।

১৮৮৪ খৃঃ Dr. Peters যখন কোয়েটায় থাকিতেন তখন পুষ্পিত হিংগাছ দেখিয়াছিলেন। তিনি যে গাছের পালা (specimens) পাঠাইয়াছিলেন, উহা E. M. Holmes সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, গাছটী F foetida Regel। Dr. Petersও উক্ত গাছের শুষ্ক শিকড় দেখিয়া একই ধারণা করিয়াছিলেন। আফগানিস্থানের Reportএ দেখা যায় যে, গাছ একটু পরিপক্ব হইলে উহার গাত্র হইতে দুগ্ধের মত আঠা বাহির হয় এবং উহা ঘন হইলেই হিঙ্গু হয়। ভারতীয় হিঙ্গুর মূল্য কান্দাহারী ও খোরাসানী হিঙ্গু অপেক্ষা কম।

উৎকৃষ্ট হিঙ্গু চেপটা, উহার গায়ে বালুকাকণা লাগিয়া থাকে, উহার উপরিভাগ পীতাভ, ভাঙ্গিলে মুক্তার মত শ্বেতবর্ণ দেখায়, বাতাস লাগিলে উজ্জ্বল লালবর্ণ, অবশেষে ফিকে হরিদ্রাবর্ণ হয়।

Dr. Aitchison বলেন যে, ইহার দুগ্ধের মত আঠা হইতে ব্যবসায়ীরা হিঙ্গু প্রস্তুত করে। তিনি আরও বলেন যে, হিরাটে "Towah" নামক এক প্রকার লালবর্ণ কর্দ্দম আছে, উহা হিঙ্গের সহিত মিশ্রিত করে, ইহাকেই কান্দাহারী হিঙ্গু বলে।

Mr. Bellow বলেন যে, হিংগাছের কুঁড়ি ভাঙ্গিয়া যে আঠা বাহির হয় তাহাই মূল্যবান্ হিঙ্গু, আর হিঙ্গুর সহিত পাতার কুঁড়ি মিশ্রিত থাকিলে তাহার মূল্য কম হয়। কান্দাহারী হিঙ্গু বম্বেতে আমদানী হয় এবং উহাতে চাপ দিয়া একপ্রকার লালের আভাযুক্ত তৈল বাহির হয়। আসল হিঙ্গু লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। হিঙ্গু ভাজিয়া ব্যবহার না করিলে বমন হইতে পারে।

ত্রিকটুক-মজমোদা সৈন্ধবং জীরকে দ্বে সমধরণ ঘৃতানামষ্টমো হিঙ্গুভাগঃ।
প্রথম কবডভুক্তং সপিষা চূর্ণমেতজ্জনয়তি জঠরাগ্নিং বাতরোগাংশ্চ হন্যাৎ॥

ভৈষজ্য-রত্নাবলী।

অর্থাৎ ভাজা হিং, আদা, পিপুল, গোলমরিচ, জোয়ান, জীরা, কালজীরা, সৈন্ধবলবণ সকলগুলি সম-পরিমাণ গুঁড়া করিতে হয়। মাত্রা ১০-২০ গ্রেণ, প্রথমে চাউল ও ঘৃত-যোগে পান করিলে অগ্নি উদ্দীপিত হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিঙ্গু এবং মাষকলাই জলন্ত অঙ্গারে রাখিয়া নলের দ্বারা উহার ধূম গ্রহণ করিলে হাঁপানীর টান প্রশমিত হয়, ইহাকে হিঙ্গুবড়ী ধূম বলে। হিঙ্গু এবং aloes প্রত্যেকটী ১½ গ্রেণ পরিমাণ লইয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে, পরে উহার সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে হিষ্টিরিয়া ও ঐ প্রকারের অপরাপর স্নায়বিক রোগ আরাম হয়।

দুই ড্রাম পরিমাণ হিং জলে ঘষিয়া গুলিবে। সেই জল দ্বারা বস্তিক্রিয়া করিলে টাইফাইড জরজনিত পেটফাঁপা, কলেরা, বালকদের তড়কা ও পেটফাঁপা নিবারিত হয়। হিংএর গুঁড়া, এলাচ, আদা, সৈন্ধবলবণ প্রত্যেকটী ১ গ্রেণ পরিমাণ লইয়া গুঁড়া করিবে. এই গুঁড়া বালকদের পেট-বেদনা ও পেট-ফাঁপায় বিশেষ হিতকর। ইহা দুর্ব্বল ও শীর্ণ বালকদের তড়কায় ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। হিং, জোয়ান, ত্রিফলা এবং সৈন্ধবলবণ প্রত্যেকটীর ১০ গ্রেণ পরিমাণ গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে পেট-বেদনা একেবারে কমিয়া যায়। বালকদের ঘুংড়ি কাশিতে বক্ষস্থলে হিংএর প্রলেপ দিলে কাশির উপশম হয়। ৫ গ্রেণ হিং ১ ড্রাম জলে দিয়া নাসিকা-রন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া দিলে দারুণ মাথা-ধরা কমিয়া যায়। অহিফেন ও হিঙ্গু দাঁতের গর্তে প্রবেশ করাইয়া দিলে দাঁতবেদনা আরাম হয়।

হিঙ্গু, কর্পূর এবং গোলমরিচ প্রত্যেকটী ১ গ্রেণ, অহিফেন ¼ গ্রেণ—এইগুলি একত্র করিয়া যে বটিকা প্রস্তুত হয় তাহা কলেরার প্রথম অবস্থায় এবং উদরাময় রোগে অতি মূল্যবান্ ঔষধ। অল্প পরিমাণ হিঙ্গু ভাজিয়া রশুন এবং তাদের মিছরি বা গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রসূতি স্ত্রীলোককে প্রাতঃকালে খাওয়াইলে প্রসবাস্তিক স্রাব নির্গত হইয়া শরীর স্বস্থ হয় এবং ইহা খাওয়াইলে গর্ভস্রাব-প্রবণ স্ত্রীলোকদের আর গর্ভস্রাব হইবার ভয় থাকে না। ৯০ গ্রেণ পরিমাণ হিংএর ৬০টী বটিকা করিবে, ইহাতে প্রত্যেক বটিকা ১½ গ্রেণ হইবে। এই বটিকা দিবসে দুইবার সেবন করিলে গর্ভস্রাবের কোন আশঙ্কা থাকিবে না। এই মাত্রা ক্রমে বাড়াইয়া ১০টী বটিকা প্রত্যহ সেবন করিবে, তৎপরে নয়মাস গর্ভ হওয়া পর্য্যন্ত ব্যবহার করিবে। ইহাতে আর গর্ভস্রাব হইবে না।

ভাজাহিং, আদা, পিপুল, গোলমরিচ, জোয়ান (cumen), জিরা, কালজিরা এবং সৈন্ধবলবণ প্রত্যেকটী সমভাগ লইয়া গুঁড়াইবে ও মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০-২০ গ্রেণ, চাউল-ধোয়া জল ও ঘৃতযোগে প্রাতে ব্যবহার করিলে ক্ষুধা-বৃদ্ধি, পরিপাকশক্তি-বৃদ্ধি এবং পেটফাঁপা আরাম

হয়। এই গুঁড়াকে হিঙ্গু অষ্টক চূর্ণ বলে; কেহ কেহ ইহার সহিত নেবুর রস মিশাইয়া বটিকা প্রস্তত করিতে বলেন। ইহাতে হজমশক্তি বৃদ্ধি পায় ও প্লীহা-দোষ আরাম হয়। (Fig. 298.)

Genus—FOENICULUM Adans.

299. F. vulgare Gaertn. (মৌরী)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 477; Woodville, Med. Bot. t. 8.

Ref.—F. B. I., ii. 695; Roxb., F. I., ii. 94; B. P., i. 537; Prain, H. H., 220.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র চাষ হয়; ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা ও বর্দ্ধমানে প্রচুর উৎপন্ন হয়।

বিভিন্ন নাম—সং. মধুরিকা, মিশ্রেয়া, তালপর্ণী, বা. মৌরী।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় এবং বীজ। মাত্রা, বীজচূর্ণ ১-৪ আনা, কাথ ৫-১০ আনা, শীতকষায় ১৫ তোলা, তৈল ১-৫ মিশ্র।

বর্ণনা—লম্বা, সুক্ষ্ম, লোমযুক্ত, বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। পত্র ২-৪ ইঞ্চি, পক্ষযুক্ত; পত্রের অগ্রভাগ লম্বা। পুষ্পদণ্ডে পত্র নাই, কখনও ছোট ছোট পত্র থাকে। ফুলের বহির্ব্বাস নাই, পাপড়ি পীতবর্ণ। ফল সরু সরু, লম্বা, শিরাযুক্ত।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মৌরী উত্তেজক ও কৃমিনাশক, ইহার শিকড় মূত্রকর ও জোলাপের কাজ করে। মৌরী জননেন্দ্রিয়ের রোগ-নিবারক (Watt)।

মিশ্রেয়া তদ্গুণা প্রোক্তা বিশেষাদ্ যোনিশূলজিৎ।
রুক্ষোষ্ণা পাচনী কাশবমিশ্লেষ্মানিলান্ হরেৎ॥ ভাবপ্রকাশ।

ইহা যোনিশূলনাশক, রুক্ষ, উষ্ণ, পাচক, কাশ, শ্লেষ্মা, বমি ও বায়ুনাশক। মৌরী শ্বাসযন্ত্রের নলের উপর বিশেষ কাজ করে, এই কারণে বালকদিগের শ্লেষ্মায় হিতকর, অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে মত্ততা আনয়ন করে। মৌরীর তৈল কপালে দিলে মাথাবেদনা, পেটে দিলে পেটবেদনা, সন্ধিস্থানে দিলে বাত ও কর্ণে দিলে কানবেদনা আরাম হয় (R. N. Khory)। (Fig. 299.)

Genus—SESELI Linn.

300. S. indicum W. & A. (বনজোয়ান)

Fig.—Wight, Ic, t. 569.

Ref.—F. B. I., ii, 693; Roxb., F. I., ii. 92; Watt, vi. | . 2 ;. B. P . 538; Prain, H. H. 220.

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনার স্থানে স্থানে পতিত জমিতে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. বনযমানী; বা. বনজোয়ান।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ; মাত্রা ১৫-২০ গ্রেণ।

বর্ণনা—সরল বর্ষজীবী ওষধি, ৪-১২ ইঞ্চি উচ্চ গাছ, অনেক ডাল-পালা আছে। পত্র কর্ত্তিত, ২ পক্ষবিশিষ্ট, ডিম্বাকৃতি, বিভক্ত এবং নরম লোমযুক্ত। বহির্ব্বাস নাই; পুষ্পগুচ্ছ ৪ ১৬টী ⅙ ইঞ্চি। স্ত্রীপুষ্পদণ্ড বিস্তৃত; ফুল শ্বেত ও ঈষৎ লালবর্ণ। ফল গোলাকার ফিকে পীতবর্ণ $\frac{1}{12}$-$\frac{1}{16}$ ইঞ্চি লম্বা। বীজকোষ দুইভাগে বিভক্ত। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বনযমানী পেটফাঁপা-নিবারক, ক্রিমিনাশক, ইহা ফিতার ন্যায় ক্রিমিতে বড়ই উপকারী (Moodeen Sherif)। (Fig. 300.)

Genus—PEUCEDANUM Linn.

301. P. Sowa Kurz. (শলুকা)

Fig.—Kutikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 484; Wight, Ic., t. 572.

Ref.—F. B. I., ii. 709; Roxb., F. I, ii. 94, B. P., i. 540; Prain H. H., 520.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—সং. মিশ্রেয়া, বা. হি. শলুকা; Eng. Dill seed.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র এবং ফল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ্; ১-৩ ফুট উচ্চ। পত্র ২-৩ ইঞ্চি, পক্ষাকার; পত্রের লম্ব অংশ ½-১ ইঞ্চি, ফুলের পাপড়ি অনেক, ½ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ডে পত্র নাই। পাপড়ি পীতবর্ণ স্ত্রীপুষ্পদণ্ড ছোট। ফল ⅙-$\frac{1}{12}$ ইঞ্চি, সরু পক্ষযুক্ত। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে পেটফাঁপা-নিবারক, মূত্রকর এবং ঋতুক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার কাথ স্ত্রীলোকদিগকে প্রসবের পর খাইতে দিলে উহাদের হৃৎপিণ্ডের কার্য্য ভালরূপে হয়। ইহার পত্র তৈলে ভিজাইয়া ফোঁড়ায় প্রলেপ দিলে উহা বসিয়া যায় অথবা ফাটিয়া যায় (Dymock)। (Fig. 301)

LV. CORNACEAE.

Genus ALANGIUM Lamk.

302. A. Lamarckii Thw. (বাঘ আঁকড়া, আঁকোড়)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iv. H. 17, 26; Wight, Ill., t. 96; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 487A.

Ref.—F. B. I., ii. 741, Roxb, F. I, ii. 502; B. P., i. 545; Prain, H. H., 221.

জন্মস্থান—অযোধ্যা, বঙ্গদেশ, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বৰ্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার জঙ্গলের মধ্যে ও রাস্তার কিনারায় অথবা রেলের লাইনের ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. অঙ্কোট, আঙ্কোল; বা আঁকোড়, বাঘ আঁকড়া; তে আমকোলাম চেট্টু; তা. এলাঙ্গি, হি. টেরা।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল ও ত্বক্।

বর্ণনা—এই গাছ দেখিতে অতি সুন্দর, বঙ্গদেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। গাছগুলি ১০-২০ ফুট উচ্চ হয়, ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, ধূসরবর্ণ। এই গাছে তীক্ষ্ণাগ্র শাখা-কণ্টক আছে; পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, ১-২ ইঞ্চি চওড়া; বৃন্ত ¼ ইঞ্চি। পত্র লম্বা, অগ্রভাগ সরু, বোঁটার দিক্ ক্রমশঃ সরু হইয়াছে। পত্রদণ্ডের উভয় দিকে যোড়া যোড়া পত্র হয়, অগ্রভাগে একটী পত্র আছে। পত্রের কিনারা করাতের দাঁতের ন্যায়, পুষ্পগুচ্ছ বদ্ধ; ফুল সুগন্ধি। পাপড়ি ৫-১০টী, সাধারণতঃ ৬-৭টী; পুংকেসর ২০-৩০টী থাকে। ফল ½-¾ ইঞ্চি, কৃষ্ণবর্ণ অথবা লালবর্ণ (Brandis), দেখিতে পক্ক বৈঁচের মত, আকারে আঁশ ফলের ন্যায়; ঘন কোমল লোমযুক্ত অথবা সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ফলের উপরের আচ্ছাদন শক্ত (Hooker)। ইহার ডাল হইতে ছড়ি প্রস্তুত হয়। আঁকোড়ের ছড়ি বেশ শক্ত। গাছের পত্র, ফুল এবং ফল বৎসরের সকল সময়েই দেখা যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকেরা ইহার শিকড়কে উগ্র ও কটু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা মৃদু-বিরেচক, কৃমি ও পেটবেদনা-নিবারক। কোন বিষাক্ত জন্তুতে কামড়াইলে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহার ফল শান্তিকর, বলকারক, গা বা হাতের জ্বালা, ক্ষয়কাশ ও রক্তস্রাবে হিতকর এবং ইহা কুষ্ঠরোগের মহৌষধ (Dutta)।

দেশীয় চিকিৎসায় ইহার শিকড়ের ছাল কৃমিনাশক ও বিরেচক। বঙ্গে দেশে ইহার পাতার পুলটিস বাতের বেদনায় প্রযুক্ত হয় (S. Arjun)। ইহার শিকড় তিক্ত এবং চর্ম্মরোগে হিতকর। ৫০ গ্রেণ ওজনের শিকড়ের ছাল একটী উৎকৃষ্ট বমনকারক ঔষধ (Moodeen

Sheriff)। Moodeen Sheriff আরও বলেন যে ইহা Ipecacuanhaর স্থানে প্রয়োগ করা চলে এবং রক্ত আমাশয় ভিন্ন অপরাপর রোগে বেশ কাজ করে। বমন, মূত্রনাশ এবং জ্বরের পক্ষে শিকড়ের ছাল ১০ গ্রেণ। ইহার কুষ্ঠ ও উপদংশ রোগ আরাম করিবার শক্তি আছে। কোন বিষধর জন্তুতে বা কুকুরে কামড়াইলে দষ্ট স্থানে ছালের প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয় (Fig. 302)।

LVI. RUBIACEAE

Genns -- ANTHOCEPHALUS A RICH.

303 A. Cadamba Miq (কদম্ব)

Fig.—Bed. Fl. sylv., 127, t. 35; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 189A.

Ref.—F. B. I., iii. 23; Roxb., F. I., i. 51; B. i. 551; Prain H. H., 221; Voigt. 375.

জন্মস্থান—উত্তর ও পূর্ববঙ্গে অরণ্যে জন্মে; পশ্চিম বঙ্গ ও উত্তর ভারতে রোপণ করে; ব্রহ্মদেশের পেগু অঞ্চলে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. কদম্ব, নীপ; বা. হিং. নারকদম্ব, কদম্ব, তাঃ বেল্লাই কদম্ব, তেঃ. কদম্বী।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক, পত্র ও ফল। ফলের রস ১-২ তোলা, ত্বকচূর্ণ—১-২ আনা।

বর্ণনা—৪০-৫০ ফুট উচ্চ, সরল গাছ। ছাল গাঢ় ধূসরবর্ণ, উপরের ছাল পাতলা, আঁইশের ন্যায় ফাটিয়া পড়িয়া যায়। কাষ্ঠ শ্বেত ও পীতবর্ণের দাগবিশিষ্ট এবং নরম। পত্র ৫-৯ ইঞ্চি লম্বা, চামড়ার ন্যায় শক্ত, উপরিভাগ উজ্জল, নিম্নভাগ কোমল রোমযুক্ত। ফুল ফিকে নেবু-রং-বিশিষ্ট পরাগ শ্বেতবর্ণ, রাত্রিকালে ফুলের সুগন্ধি বাহির হয়। ফুলের বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি। ফল ছোট নেবুর ন্যায়; শাঁসযুক্ত, বীজ অতিশয় ক্ষুদ্র। ফুল বর্ষাকালে হয়, পরে ফল হয়

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল জ্বরনাশক ও বলকারক। ইহার ছালের রস-চূর্ণ, অহিফেন এবং ফটকিরি সমপরিমাণে মিশাইয়া অক্ষিকোটরের চতুর্দ্দিকে দিলে চক্ষুপ্রদাহ আরাম হয় (Dymock)। কদম্ব-পাতার কাথ ক্ষতে এবং মুখের ঘায়ে দিলে ক্ষত সারিয়া যায়। কোন স্থানে ব্রণ বা ঘা হইলে কদম্ব-পাতা দ্বারা আচ্ছাদন করিলে উহা আরাম হয় (চরক)। কদম্বকে লোকে বন্য কুইনাইন (Wild Cinchona) বলে, ইহার ত্বকের রস জীরাচূর্ণ ও চিনির সহিত সেবন করিলে শিশুর বমন নিবারিত হয়। জ্বরের প্রবল অবস্থায় যখন অতিশয় পিপাসা হয় তখন ইহার ফলের রস সেবন করিলে পিপাসা নিবারিত হয় (R. N. Khory)। কোন স্থানে বেদনা, শুক্রশোধন ও বমনের জন্য কদম্ব-নির্য্যাস হিতকর (চরক)। (Fig. 303)

Genus—CINCHONA Linn,

304. C officinalis Linn. (কুইনাইন)

Fig.—Woodville, Med. Bot, iii. t. 20 (1793); Bentl. & Trim, Med. Pl., ii. 140 ; Bot. Mag., t. 5364.

Ref.—F. B. I., iii. 35 ; Lamarck, Ill., t. 161 ; Trans. Linn. Soc. London, iii. t. 12 ; Baillon Dict. Bot., ii. 19 (1879), iii 673 (1891).

জন্মস্থান—কুইনাইন গাছের আদি জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকা, পেরু, বলিভিয়া প্রভৃতি দেশ ; একণে ভারতের নীলগিরি ও দার্জ্জিলিংএ মাংপু, মানসং ও রঙ্গো নামক স্থানে চাষ হইতেছে। দক্ষিণবর্ম্মা টেনাসেরিমে যে ভারত সরকারের কুইনাইন গাছের চাষ হইত উহা কয়েক বৎসর হইল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যাভা দেশে প্রচুরপরিমাণে কুইনাইনের চাষ হয়। তথাকার কুইনাইন গাছের ছাল অতি উৎকৃষ্ট।

বিভিন্ন নাম—বা. কুইনাইন ; হি. কুইনাইন ; Eng. Cinchona।

ব্যবহার্য্য অংশ—গাছের ও শিকড়ের ছাল।

বর্ণনা—এই গাছ ২৫-৩৫ ফুট উচ্চ হয়। গাছের কাণ্ড গোলাকার ও লম্বা গাছের অগ্রভাগ পত্রময়, ছাল ধূসরবর্ণ, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ দাগে পরিপূর্ণ, অভ্যন্তর পীতবর্ণ। সরু প্রশাখা কিঞ্চিৎ চেপটা ও নরম। পত্র বিপরীতমুখা, ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা, বিস্তৃত, চিক্কণসবুজবর্ণ, বৃন্ত ঈষৎ লালবর্ণ। ফুল মাঝারী, বোঁটা ক্ষুদ্র, পুষ্পদণ্ড বহু-শাখাপ্রশাখা-বিশিষ্ট, পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে গুচ্ছবদ্ধ ফুল হয় ; ফুল দেখিতে গোলাপী, স্থানে স্থানে কিনারা শ্বেতবর্ণ। ফল লম্বাকৃতি, ⅘ ইঞ্চি, লাল ও ধূসরবর্ণ। বীজ ছোট চেপটা, ফিকে ধূসরবর্ণ, ফলে বীজ অনেক জন্মে, ফল ফাটিলে পাতলা বীজ বাতাসে উড়িয়া যায়। মে হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

C. calisaya Weddell. ইহাও একপ্রকার কুইনাইন গাছ, ইহাকে Yellow Cinchona বলে (Bot. Mag., t. 6052 ; Bently. Trim., ii. t. 141)। এই জাতীয় গাছ বড় হয়, ছাল পুরু, শ্বেতাভ। পত্র ৩-৮ ইঞ্চি বিস্তৃত, লম্বা ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ মোটা, বোঁটার দিক ক্রমশঃ সরু, উপরিভাগ উজ্জ্বল সবুজবর্ণ, কখন কখন লালের দাগ দেখা যায়। ফুল C. officinalisএর মত, কিন্তু কিছু কম হয়, ফুল গোলাপী। বীজকোষ ½ ইঞ্চি লম্বা। ইহা দেখিতে প্রথমোক্তটীর মত। জানুয়ারী হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

C. Ledgeriana Moens. কেহ কেহ ইহাকে C. calisayaর‌ই একটী variety বলিয়া বিবেচনা করেন। এই গাছ C. calisayaর অনুরূপ ; ইহার পত্র অপেক্ষাকৃত ছোট ও

সরু। জুলাই মাসে ইহার ফুল ও সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ফল হয়। এই জাতীয় গাছেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ও বেশী পরিমাণ কুইনাইন জন্মায়।

C. succirubra Pavon। ইহাকে Red Cinchona বলে। এই গাছ ৫০-৮০ ফুট উচ্চ হয়, কিন্তু সচরাচর ২০-৪০ ফুটের অধিক হয় না। কাণ্ড সরল, গাছের ছাল ধূসরবর্ণ, ইহাতে শ্বেতবর্ণের দাগ আছে, নূতন ডাল নরম। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ঈষৎ মোটা, বৃন্তদেশ ক্রমশঃ সরু, পাতলা, গাঢ় সবুজবর্ণ। ফুল অপরাপরগুলির মত। ফল ¾-১½ ইঞ্চি লম্বা। বীজ অপরগুলির মত। জুলাই ও আগষ্ট মাসে ইহার ফুল ও ফল হয়।

C. cordifolia Mutis। ইহাকে Columbian Bark বলে। এই গাছ মাঝারী, কাণ্ড সরল। শাখা বিস্তৃত। ছাল ধূসরবর্ণ ও কটা, কাটা-কাটা। পত্র বৃহৎ বিস্তৃত, বৃন্ত ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, লালবর্ণ, পত্র ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা, প্রায় গোলাকার, অগ্রভাগ প্রায় সরু, বৃন্তদেশ গোলাকার কিংবা হৃৎপিণ্ডাকৃতি। ফুল অপরাপর সিনকোনা গাছের ন্যায়। পুষ্পদণ্ড শাখাপ্রশাখা-বিশিষ্ট, অতিশয় ঘেঁসাঘেঁসিভাবে ফুল হয়, দেখিতে লালবর্ণ। ফল ডিম্বাকৃতি, লম্বা। বীজ অপরগুলির মত।

Variety ও hybrid লইয়া কুইনাইন গাছ ৩০।৪০ রকমের আছে। দক্ষিণ আমেরিকায় ইহার জন্মস্থান। অতি প্রাচীনকালে কেহ উহার জ্বরনাশক শক্তির বিষয়ে অবগত ছিল না। ১৬৩৯ খৃঃ Countess Chinchon নাম্নী পেরু-দেশীয় শাসনকর্ত্তার স্ত্রী সর্ব্বপ্রথমে ইহা ব্যবহার করিয়া জ্বরনাশক শক্তির পরিচয় পান এবং দক্ষিণ আমেরিকা হইতে ইউরোপে আনয়ন করেন। ইউরোপে ক্রমেই সিনকোনা-ছালের আদর বাড়িয়া যায়।

Sir Clements R. Markham সাহেব ভারতের নীলগিরিতে প্রথমে কুইনাইন গাছ উৎপাদন করেন। Lady Canning তদানীন্তন কলিকাতা বোটানিক গার্ডেনের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট Dr. Thomas Andersonএর সহিত পরামর্শ করিয়া দার্জ্জিলিঙে চাষের ব্যবস্থা করেন এবং Lady Canning তাঁহাকে যাবাদেশে ইহার চাষ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন, কিন্তু তিনি ম্যালেরিয়া জ্বরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার পর Sir George King সাহেবের চেষ্টায় দার্জ্জিলিঙ ও উহার নিকটবর্ত্তী স্থানে কুইনাইনের চাষ হয় ও তথায় ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হওয়ায় ভারতে কুইনাইন একটু সুলভ হইয়াছে। এক্ষণে নীলগিরি, দার্জ্জিলিঙ এবং আসামের পর্ব্বতেও কুইনাইনের চাষ হইতেছে। এই চাষ মাননীয় Markham, Anderson ও King সাহেবদিগের অবিরত চেষ্টার ফল বলিতে হইবে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—Cinchona-ছাল হইতে প্রধানতঃ Quinine, Sulphate of Cinchonidine এবং C. Febrifuge প্রস্তুত হয়। কুইনাইন অবিরাম জ্বরে ও ম্যালেরিয়া জ্বরে অব্যর্থ মহৌষধ। ইহা Typhoid, typhus, বসন্ত, প্রবলবাত ও বক্ষঃপ্রদাহ রোগের প্রতিষেধক ও নিবারক। ইহা ঘুংড়ি, সর্দ্দি, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে বিশেষ হিতকর।

কুইনাইন Sulphuric acid যোগে সেবন করিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায় এবং কালমেঘ প্রভৃতি তিক্ত ঔষধের সহিত ব্যবহার্য্য। কোন কোন ক্ষেত্রে কুইনাইন সেবন অপেক্ষা উহার injection লইলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায়।

১ আউন্স পরিমাণ লাল পিপীলিকার ডিম্ব ও ৩০ গ্রেণ কুইনাইন লইয়া ১ কোয়ার্ট তালের তাড়িতে উক্ত ডিম্ব ও কুইনাইন ৪ ঘণ্টা রাখিয়া দেও, তৎপরে উহা ছাঁকিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে দিবসে ২ বার মাত্রায় ৩।৪ দিন সেবন করিলে দারুণ ম্যালেরিয়া জ্বর আরাম হয়। ইহা একটী পরীক্ষিত ঔষধ (Ind. For., LXI, No. 12, p 791)। (Fig. 304.)

Genus—ADINA SALISB.

305. A. cordifolia Hook (ধুলিকদম্ব, কেলিকদম্ব)

Fig. Roxb., Cor. Pl., i, t. 53 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 490.

Ref.—F. B. I., iii, 24 ; Roxb., F. I., i, 514 ; B. P., i, 552 ; Watt, i, Pt. i, 266 ; Prain, H. H., 221.

জন্মস্থান—ভারতের পশ্চিমপ্রদেশ, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলে ও রাস্তার ধারে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. কেলিকদম্ব, ধুলিকদম্ব, দাকম্, হি. হলুদকদমী, তা. সজ্জকদমী; তে. লুদ্রুকদমী।

ব্যবহার্য্য অংশ—কুঁড়ি, শিকড়, পত্র।

বর্ণনা—বড় গাছ ২০-৩০ ফুট উচ্চ, কাষ্ঠ শক্ত। পত্র শরৎকালে পড়িয়া যায়, চামড়ার ন্যায় শক্ত ; পত্রের বোঁটা ২-৩ ইঞ্চি। ফুলের মাথার ব্যাস ¾-১ ইঞ্চি, বোঁটা শক্ত, ১-২ ইঞ্চি। ফুল পীতবর্ণ ও অবনত। ফল দেখিতে সুপারীর মত। বীজাধার ⅙ ইঞ্চি, ৬টী বীজ থাকে। ফুল বসন্তকালে জন্মে, বর্ষাকালে ফল ধরে। এই গাছ সাধারণ কদম্ব গাছ অপেক্ষা ছোট, ঝোপের ন্যায় ইহাতে বহু শাখাপ্রশাখা জন্মে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ত্বক বলকারক, তিক্ত ও জ্বরনাশক। ইহা জ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও গ্রহণীরোগে হিতকর (R. N. Khory, ii, 325)।

ইহার ছোট কুঁড়ি, গোলমরিচের সহিত চূর্ণ করিয়া নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করাইলে মাথাধরা আরাম হয় (A. Campbell)। কেলিকদম্বের রস, ক্ষতের পোকা নাশ করে (Dymock)। (Fig. 305.)

1084B—34

Genus—IXORA Linn.

306. I. parviflora Vahl. (গান্ধালরঞ্জন)

Fig.—Bedd., Fl. Sylv., t. 222; Wight, I. C., t. 711; Kritikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 503.

Ref.—F. B. I., iii, 142; Roxb., F. I., i, 383; B. P. i, 511; Dymock, ii, 214.

জন্মস্থান বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে দেখা যায়; হুগলী জেলার গোঘাট অঞ্চলে পতিত জমিতে এবং অপরাপর জেলার জঙ্গলের ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. পিণ্ডিতক; বা. গান্ধালরঞ্জন; হি. কোটাগান্ধাল; তা. শুলুন্দু কোরা, সামমেরসেট।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—কণ্টকময় ছোট গুল্ম। পত্র চামড়ার ন্যায় শক্ত ও উজ্জ্বল, গোড়ার দিক গোলাকার অথবা হৃৎপিণ্ডাকৃতি; ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা। ফুল শ্বেত অথবা ঘোর লালবর্ণ ও সৌগন্ধযুক্ত। পুষ্পনল ৬-১২ ইঞ্চি; পুংকেসর ছোট; স্ত্রীকেসর কোমল, লোমযুক্ত। ফল ছোট। চৈত্র মাস হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সাঁওতালেরা ইহার শিকড় কিম্বা ফল, স্ত্রীলোকদিগের রক্তস্রাবে খাওয়াইয়া দেয় (A. Campbell)। (Fig. 306.)

307. I. coccinea Linn (রঙ্গন)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 13; Lamk., Ill, i, t. 66, Fig. 1, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 504.

Ref.—F. B. I., iii, 142; Roxb., F. I., i, 383; B. P., i, 571, Dymock, ii, 214; Prain, H. H., 223.

জন্মস্থান—পশ্চিম ভারতে চাষ হয়; বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলায় দেখা যায়। চট্টগ্রামের জঙ্গলে বিস্তর জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. রক্তক, বন্ধুক; বা. রঙ্গন।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় গাছ, শাখাগুলি লম্বা ও চেপ্টা। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি। ফুল বড় বোঁটায় থাকে। বহির্ব্বাস দাঁতযুক্ত, লম্বা কিংবা সরু। পুষ্পনল ১-১½ ইঞ্চি, অবনত। ফল ½ ইঞ্চি, খাইবার যোগ্য। ইহার অনেক জাতি আছে, বাগানে চাষ হয়।

ফুল বড় অথবা ছোট, পীত ও লালবর্ণ। Dr. Brandis বলেন, এই গাছ দাক্ষিণাত্যে বিশেষতঃ পশ্চিমঘাট পার্ব্বতীয় প্রদেশে নদীর কিনারায় বহু পরিমাণে জন্মে। ইহা অনেক ভারতীয় বাগানে বাহারের জন্য রোপণ করে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার - ইহার ২ তোলা পরিমাণ ফুল ঘৃতে ভাজিয়া ৪ কুঁচ পরিমাণ জীরা ও নাগেশ্বর ফুলের সহিত মিশাইয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে, ইহা চিনি ও মিছরীর সহিত সেবন করিলে রক্ত আমাশয় আরাম হয় (Dymock)। এই বটিকা প্রদর ও গনোরিয়া রোগে হিতকর; এবং ইহা ঘোল, ছানার জল বা ছাগ দুগ্ধের সহিত সেব্য।

শিকড়ের গুঁড়া জলে গুলিয়া নেকড়ায় লাগাইয়া ঘায়ে পুলটিস দিলে ক্ষত আরাম হয়। গলার ঘায়ে শিকড় জলে সিদ্ধ করিয়া ধৌত স্বরূপ ব্যবহার করিলে গলার ঘা আরাম হয়।

ইহার শিকড় ৩০-৪০ গ্রেণ পরিমাণ পেষণ করিয়া অল্প জল পিপুলচূর্ণ দিয়া খাইলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়। ইহা ইপিকাক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং জ্বর ও গনোরিয়া রোগে হিতকর। (Fig. 307.)

Genus—OLDENLANDIA Linn.

308. Oldenlandia corymbosa Linn. (ক্ষেতপাপড়া)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x, t. 38; Wight, I. C., t. 822; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 492B.

Ref.—F. B. I., iii, 64; Roxb., F. I., i, 624; B. P., i, 559; Prain, H. H., 222.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র দেখা যায়, এমন কি ৫০০ ফুট উচ্চ পার্ব্বতীয় প্রদেশেও জন্মে; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় পতিত জমিতে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. ক্ষেত্রপর্পটী, পর্পট; বা. ক্ষেতপাপড়া; হি. পিতপাপড়া, মালাবার—পরিপাট; তা. পর্পদাগম; তে. ভেরীনেল্লা বেমু।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমস্ত উদ্ভিদ। ক্বাথ—৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—ঘনসন্নিবদ্ধ বর্ষজীবী ওষধি; গাছগুলি ১ ফুট কিংবা অধিক উচ্চ হয়, শাখাগুলি ১-২ ইঞ্চি লম্বা হয়। পত্র ½-২ ইঞ্চি লম্বা এবং ১/১৬-⅛ ইঞ্চি বিস্তৃত, কিংবা বক্র। পুষ্পবৃন্তে ৪টী অথবা অধিক ফুল থাকে। পুষ্পাধার শ্বেতবর্ণ এবং ইহার নল ছোট, বীজকোষ বিস্তৃত, গোলাকার, গোড়ার দিকে সরু। এই গাছ সময়ে সময়ে বিভিন্ন আকৃতির দেখা যায় এবং O diffusa হইতে পৃথক বলিয়া বোধ হয় না। গাছগুলি বর্ষাকালে জন্মে এবং শীতের শেষ ভাগে মরিয়া যায়। এই গাছগুলি সংগ্রহ করিতে হইলে ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসই প্রশস্ত, সেই সময়ে ইহার ফুল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকদের মতে ইহা শক্তিকর ঔষধ, বায়ু ও পিত্ত দমন করে বলিয়া অবিরাম জ্বরে ও উদরাময়ে এবং স্নায়ুবিক দৌর্ব্বল্য থাকিলে বিশেষ হিতকর। সমগ্র গাছের কাথ অপরাপর ঔষধযোগে পাচন প্রস্তুত হয়।

গোয়াদেশে ইহা বাশিঝাঁট (Adiantum lunulatum) এবং থুলকুড়ি মিশাইয়া সামান্য জ্বরে ব্যবহার হয়।

কঙ্কন দেশে জ্বরে হাত পায়ের তলা জ্বালায় ব্যবহার হয়। ইহার রস ১ তোলা পরিমাণ দুগ্ধ ও চিনির সহিত মিশাইয়া পান করিলে পেটজ্বালা আরাম হয়। ইহার কাথ অবিরাম জ্বরে ব্যবহৃত হয় এবং শরীরের উপবিভাগে মাখাইতে হয় (Dymock)। কামলা রোগে, যকৃৎ দোষ এবং কৃমি রোগে ইহা ব্যবহৃত হয় (Watt)। পর্প্পটের কাথ মধুযোগে সেবন করিলে বমন নিবৃত্তি পায়। ক্ষেতপাপড়ার রস ও কাথ পিত্ত রোগে হিতকর। পর্প্পটের কাথ পিত্ত জ্বরে অতি হিতকর। জ্বর রোগীকে ক্ষেতপাপড়ার কাথ ২।১ দিন সেবন করাইলে আস্তে আস্তে জ্বর আরাম হইয়া যায়। (Fig. 308.)

Genus—PSYCHOTRIA Linn.

309. P. ipecacuanha Stokes. (ইপিকাক্)

Fig.—Mart., Fl. Bras., vi & v, t. 52 (1881); Kohl, Off. Phl. Pharm. Germ., t. 114 (1895).

Ref.—Mart., Fl. Bras., vi & v. (1881), Kohl, Off. Phl. Pharm. Germ. (1895)

জন্মস্থান—দক্ষিণ আমেরিকা, ব্রাজিল প্রভৃতি স্থানে জন্মে। ভারতের মধ্যে এক্ষণে দার্জ্জিলিঙের Cinchona Plantationএ চাষ হইতেছে।

বিভিন্ন নাম—বা. ইপিকাক্।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—ইপিকাক গাছের generic নাম সম্বন্ধে নানাদেশীয় উদ্ভিদবেত্তাগণের নানা মত আছে। U. S. Pharmacopoeia মতে ইহা Cephaelis, ব্রিটিশ মতে Psychotria এবং German মতে Uragosa নামে অভিহিত। এই সকল গোলযোগ নিরাকরণের জন্য উহার সাবেক নাম Cephaelis দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এই গাছ ছোট গুল্মজাতীয়, মূল নরম ও ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, মূলে দুই একটী শাখাপ্রশাখা হয় এবং ইহা মাটীতে একটু বক্রভাবে প্রবেশ করে। গাছের কাণ্ড ২-৩ ফুট লম্বা, কখন কখন এক ফুটের কম উচ্চ হয়। গাছের নিম্নভাগে পত্র হয় না। ইহা দেখিতে ধূসরবর্ণ, গাছের উপরিভাগ নরম ও সবুজবর্ণ। পত্র কাণ্ডের বিপরীত দিকে জন্মে, উহা লম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা

এবং ১ ২ ইঞ্চি চওড়া, উপরিভাগ সবুজবর্ণ ও খসখসে, নিম্নভাগ নরম ও ফিকে রং বিশিষ্ট। ফুল ছোট শ্বেতবর্ণ। ফল ডিম্বাকৃতি, ছোট, প্রথমে বেগুনে রং বিশিষ্ট পরে পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং উহাতে দুইটী বীজ থাকে। ইপিকাকের অনেক জাতি আছে, তন্মধ্যে কতকগুলির সাধারণতঃ চাষ হইতেছে। ব্রাজিলের ইপিকাকই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে ফুল এবং মে মাসে ফল হয়। ১৮৬৬ খৃঃ Dr. King সাহেব ভারতে ইপিকাকুয়ানার চাষ প্রবর্ত্তিত করেন এবং বহু চেষ্টার ফলে ও বহু বৎসর পরে এই গাছগুলি দার্জ্জিলিঙ অঞ্চলে Cinchona আবাদে উত্তমরূপে জন্মিতেছে। বর্ম্মার পাহাড়ে ইহার বেশ চাষ হইয়াছিল, কিন্তু Cinchona চাষের সঙ্গে ইহারও চাষ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ত্রিপুরা, আসাম ও বর্ম্মার পার্ব্বত্য প্রদেশে ও পূর্ব্ব হিমালয় অঞ্চলে সহজেই ইপিকাকের চাষ হইতে পারে।

Mongpoo নামক স্থানে সরকারের চাষ ক্ষেত্রে ১৯৩১-৩২ অব্দে ১২০ হাজার, ১৯৩২-৩৩ অব্দে ১৩৬ হাজার এবং ১৯৩৩-৩৪ অব্দে ১৬৭ হাজার ইপিকাকুয়ানা গাছ হইয়াছিল। উক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে ইহার চাষ ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে; কিন্তু চাষে অধিক খরচ হইলে আমেরিকা দেশীয় আমদানি মূলের সহিত প্রতিযোগিতা করা কঠিন হইবে। ইপিকাকুয়ানা আমেরিকার কলম্বিয়া দেশ হইতে আমদানি হয় এবং উহাকে সাধারণতঃ Carthagena Ipecacuanha বলে। ব্রাজিল হইতে যে ইপিকাক আইসে উহা তত ভাল নহে, উহার গুণ কিছু কম। আমাদের দেশে অনেকগুলি গাছ আছে যাহা ইপিকাকের সমগুণবিশিষ্ট। নিম্নে কতকগুলির নাম দেওয়া গেল।—

(1) *Naregamia alata* Wight & Arnot (Wight, I. C., Pl. Or., t. 90; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 217)। এই গাছ Meliaceae বর্গভুক্ত, ইংরাজীতে ইহাকে Country Ipecacuanha বলে। ইহার কাণ্ডে ও পত্রে ইপিকাকের ন্যায় বমনকারক গুণ আছে, এবং ১২-৩০ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিলে তীব্র রক্ত আমাশয় আরাম হয়। অল্প মাত্রায় ইহা সর্দ্দি-নিঃসারক, পুরাতন ফুসফুস ঘটিত পীড়া ও হাঁপানী আরাম করে। ইহা ৫-২০ মিনিম মাত্রায় ব্যবহার করিলে সর্দ্দির উপসম করে ও ১৫-৪০ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিলে বমন উৎপাদন হয়। ইহার রস নারিকেল তৈলের সহিত ব্যবহার করিলে খোস ও পাঁচড়া আরাম হয়।

(2) *Tylophora asthmatica* W. & A. ইহার বাঙ্গালা নাম অন্তমূল। এই পুস্তকে পরে ইহার গুণ সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

(3) *Asclepias curassavica* Linn. এই গাছ দক্ষিণ ভারতে ও বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র জন্মে (B. P., ii, 689)। ইহার বঙ্গে দেশীয় নাম কুবকী বা কাকতুণ্ডা। জামেকা দেশীয় লোকে ইহা রক্ত আমাশয়ের ঔষধ বলিয়া ইহাকে "Blood Flower" বলে।

ইহার শিকড় বা মূল খাইলে প্রথমতঃ ভেদ হয়, তৎপরে ইহা পরস্থলী সঙ্কুচিত করে। ইহার রস বমন কারক। ইহার মূল অর্শ ও গনোরিয়া রোগে হিতকর এবং ইহার শিকর রক্ত আমাশয় নিবারক।

(4) *Calotropis gigantea* R. Br. (আকন্দ)। ইহার সম্বন্ধে এই পুস্তকের অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

আরও কয়েকটী সমগুণবিশিষ্ট গাছ আছে, তাহা নগণ্য বলিয়া এস্থলে লিখিত হইল না।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা ঘর্ম্মকর, পাকস্থলীর উত্তেজক ও সর্দ্দি নিঃসারক ও বমনকারক। অল্পমাত্রায় ব্যবহার করিলে ঘুংড়িকাসি সর্দ্দি নিঃসারিত করিয়া ঘুংড়িকাসি আরাম করে। ইহা নূতন ও পুরাতন ফুসফুস ঘটিত পীড়ায় হিতকর। গর্ভাবস্থায় বমন অথবা মদ্যপানজনিত বমন রোগে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর ১-২ মিনিম মাত্রায় ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল দর্শে। বিছা ও পোকার কামড়ে ইপিকাক প্রযুক্ত হয়। পুরাতন বক্ষপ্রদাহ ও হাপানী রোগে ইপিকাক ব্যবহারে বিশেষ ফল দর্শে। কঠিন উদরাময় রোগ ১৫ গ্রেণ পরিমাণ ইপিকাক দিবসে ৫।৬ বার সেবনে আরাম হয়। (Fig. 309.)

Genus—OPHIORRHIZA Linn.

310. O. Mungos Linn. (গন্ধ-নকুলি)

Fig.—Gaertn, Fruct., i, t. 55; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 193.

Ref.—F. B. I., iii, 77; Roxb., F. I., i, 701.

জন্মস্থান—ভারতের খাসিয়া পাহাড়, বর্ম্মা এবং দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমভাগে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. সর্পাক্ষী; বা. গন্ধ-নকুলি; তা. কিরিপুরন্দন; তে. সর্পাক্ষীচেট্টু।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় গাছ। পত্র ২-৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ১-২½ ইঞ্চি চওড়া ও পাতলা, পত্রের অগ্রভাগ বসা, বোঁটার দিকে সরু। পুষ্পস্তবকের ব্যাস ১-৩ ইঞ্চি, মস্তক চেপ্টা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত ও কোমল। পুষ্প শ্বেতবর্ণ; বীজাধারের ব্যাস ⅙-⅓ ইঞ্চি; বীজ ক্ষুদ্র, এক একটী ফলে অনেক থাকে, কোণযুক্ত। বর্ষাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া শীতকাল অবধি ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় অতিশয় তিক্ত এবং বলকারক। বিষধর সর্প অথবা অপর কোন বিষধর প্রাণী অথবা পাগলা কুকুরে কামড়াইলে ইহার শিকড়ের ক্বাথ সেবনে বিষ নষ্ট হয়। (Fig. 310.)

Genus—MUSSAENDA Linn.

311. Mussaenda frondosa Linn. (নাগবল্লী)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 10; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pt., 494.

Ref.—F. B. I., iii, 89; Watt, v, Pl. i, 308; Dymock, ii, 202; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., i, 647.

জন্মস্থান—নেপাল, আসাম, খাসিয়া পাহাড় এবং দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম ভাগ।

বিভিন্ন নাম—সং. শ্রীবস্তি ; বা. নাগবল্লী ; লেপ্‌চা—টাম্বার ; নেপাল—আসারী।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, সরু ; কোমল ও শক্ত লোমযুক্ত। ছাল ধূসরবর্ণ ও মসৃণ। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, নরম ও কিছু শক্ত। পত্রের বোঁটা ছোট, পত্র লম্বা ও ডিম্বাকৃতি। পুষ্পদণ্ড লম্বা, ছোট ও শাখাবিশিষ্ট, গুচ্ছবদ্ধ ও যুক্ত রেশমের মত নরম ; পুষ্প নেবু রং বিশিষ্ট অথবা পীতবর্ণ, কোমল লোমযুক্ত, পত্রাংশ বিস্তৃত, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু। ফলগুলি ডিম্বাকার এবং সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কঙ্কনদেশে ইহার শিকড়ের ½ তোলা পরিমাণ রস গোমূত্রের সহিত দিলে শ্বেতকুষ্ঠ আরাম হয়। ইহার পত্রের রস ২ তোলা পরিমাণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে কামলা রোগ আরাম হয় (Dymock)। পত্রের রস লাগাইলে তিমির দৃষ্টি আরোগ্য হয়। ইহার কাঁচা রস অথবা ক্বাথ বালকদিগকে সেবন করাইলে সর্দ্দি আরাম হয়। (Fig. 311.)

Genus—PAEDERIA Linn.

312. P. foetida Linn. (গন্ধভাদুলিয়া)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 18 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 494.

Ref.—F. B. I., iii, 195 ; Watt, vi, Pt. i, 2 ; Dymock, ii, 228 ; B. P., i, 578 ; Voigt, 388.

জন্মস্থান—নেপাল, আসাম, বঙ্গদেশ ও দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম ভাগ ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার জঙ্গলে জন্মে ও বাগানের বেড়ায় রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—সং. প্রসারিণী ; বা. গন্ধভাদুলিয়া ; হি. গন্ধালি।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—লতানে গাছ, সচরাচর অপর গাছে অথবা বাগানের বেড়ায় দেখা যায়। লতায় সূক্ষ্ম লোম আছে, পত্র যোড়া যোড়া বাহির হয় ; বোঁটা লম্বা। পত্র ২-৬ ইঞ্চি লম্বা এবং ⅞-২½ ইঞ্চি চওড়া, গোড়ার দিকে সরু, গোলাকার কিংবা হৃৎপিণ্ডাকৃতি। পুষ্পদণ্ড লতার উভয় দিকে থাকে, ২-৬ ইঞ্চি লম্বা। মুকুলে ছোট ছোট পত্র আছে। ফুলের বোঁটা ছোট, বহির্ব্বাস ছোট নলের মত, ইহার দাঁত ছোট ত্রিকোণাকার, ফুলের রং গোলাপী। পুষ্পাধার ½-⅓ ইঞ্চি, শক্ত লোমযুক্ত। ফুলের পাপড়ি ৫টী। ফল ⅙-¼ ইঞ্চি মসৃণ, ইহার মস্তক মোচার ন্যায়, বহির্ব্বাসের দ্বারা আবৃত, বর্ষার শেষে ও শরৎকালে ফুল হয়, শীতকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতার কাথ দুর্ব্বল লোকের পক্ষে হিতকর। সমগ্র গাছটার বাতের ঔষধের জন্য বিশেষ খ্যাতি আছে। পত্র বাতে মালিশ করিলে এবং রস খাওয়াইলে বাত আরাম হয় (U. C. Dutt)।

বহুদিন রোগ ভোগ হইয়া মুখ খারাপ হইলে ইহার পাতার ঝোল রোগীদিগকে দেওয়া হয়।

গন্ধভাদুলিয়া পাতার রস ধারক এবং ১ ড্রাম পরিমাণ পাতার রস বালকদের উদরাময়ে বিশেষ হিতকর (Watt).

ইহার ফল খাইলে দাঁত কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে এবং ইহা দাঁত বেদনায় হিতকর (Gamble)।

গন্ধভাদুলিয়া যোগে প্রসারণী লেহ প্রস্তুত হয়. ইহা বাত রোগের একটী অব্যর্থ মহৌষধ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে দেওয়া গেল :—

গন্ধভাদুলিয়ার শিকড় ও পাতা ২ সের, জল ৩২ সের সিদ্ধ করিয়া অবশেষ সিকি পরিমাণ। এই কাথ ছাঁকিয়া ২ সের মাৎগুড় যোগে পুনরায় সিদ্ধ করিবে। এইটী সিরাপের মত হইলে ইহাতে গুঁড়া আদা, শুঁঠ, পিপুল, গোলমরিচ, চিতামূল এবং চৈ (Piper Chaba)-এর মূল প্রত্যেকটী অর্দ্ধ পোয়া হিসাবে দিলে যে অবলেহ প্রস্তুত হইবে, উহার ১ তোলা পরিমাণ প্রত্যহ খাইলে অতিশয় দুরারোগ্য বাত আরাম হয়।

প্রসারণ্যাঢ়কে ক্বাথে প্রস্থো গুড়রসো মতঃ।
পক্ব পঞ্চোষণরজো যশ্চ স্যাদামবাতহা॥ (ভাবপ্রকাশ)

গন্ধভাদুলিয়ার শিকড় বমন কারক। ইহা পেটফাঁপা নিবারক, পেটবেদনা, আক্ষেপ, বাত ও গেঁটে বাত রোগে হিতকর (Dymock)। (Fig. 312.)

Genus—PAVETTA Linn.

313. P. indica Linn. (কুকুরচূড়া)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xix, t. 10 ; Wight, I. C., t. 118 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 505.

Ref.—F. B. I., iii, 150 ; Roxb., F. I., i, 385 ; B. P., i, 565 ; Dymock, ii, 211.

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, ভারতের হিমালয় হইতে ভূটান পর্য্যন্ত স্থানে এবং দক্ষিণ ভারতে দেখা যায়। হুগলী জেলার স্থানে স্থানে ও গোঘাট অঞ্চলে এবং সুন্দরবনের পশ্চিম ভাগে রোপিত হয়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. পাপট, তির্য্যকফল; বা. কুকুরচূড়া; হি. পাপারী; তে. পাপ্পুট্র-বয়রু।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, পত্র।

বর্ণনা—বড় গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। ছাল পাতলা, মসৃণ ও ধূসরবর্ণ। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ কিংবা ফিকে ধূসরবর্ণ, শক্ত। শাখা বহু বিস্তৃত কোমল লোমযুক্ত। পত্র লম্বাকৃতি, কখনও ডিম্বাকৃতি, উভয়দিকে লোমযুক্ত, মাথা মোটা, বোঁটার দিকে ও অগ্রভাগে ক্রমশঃ সরু হইয়াছে, গাঢ় সবুজবর্ণ, পত্রে স্থানে স্থানে অর্ব্বুদ আছে। পত্রের বোঁটা ⅛-½ ইঞ্চি। ডালে বহুপরিমাণে ফুল হয়, শ্বেতবর্ণ ও সৌগন্ধযুক্ত। পুষ্পনল ½ ইঞ্চি, স্ত্রীকেসর ⅛ ইঞ্চি, অত্যন্ত নরম। ফলের ব্যাস ⅛-⅙ ইঞ্চি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত মসৃণ ও কৃষ্ণবর্ণ। বর্ষাকালে ফুল ও শীতের প্রারম্ভে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় ধারক, দেশীয় ডাক্তারেরা অন্ত্রসম্বন্ধীয় রোগে ইহা ব্যবহার করেন। বালকদের পক্ষে শিকড়ের গুঁড়া ১৫ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার্য্য (Ainslie)। গাছের পাতা সিদ্ধ করিয়া সেই জলে ফ্লানেল অথবা কাপড় ভিজাইয়া অর্শে সেক দিলে অর্শের যন্ত্রণা আরাম হয় (Rheede)। শিকড়ের ক্বাথ (১ : ১০) ভাগ, আদা ও চাউল ধোয়া জলের সহিত খাইলে যকৃৎ রোগে হিতকর; ইহাতে যকৃতের কার্য্য বেশ ভাল হয় ও শোথ কমিয়া যায়। (Fig. 313.)

Genus—RANDIA Linn.

314. R. dumetorum Lamk. (মদনফল)

Fig.—Wight, I. C. t., 580; Roxb., Cor. Pl., t. 136; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 496.

Ref.—F. B. I., iii, 110; Roxb., F. I., i, 713; B. P. i, 567; Watt, vi, Pt. i, 389.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশে এবং সিন্ধুনদের নিকটস্থ স্থানে বহু পরিমাণে জন্মে। পশ্চিম বঙ্গে বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলায় স্থানে স্থানে দেখা যায়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. মদনফল; বা. মদনফল; হি. মেনফল; তে. মান্দ; তা. মধুকারয়; Eng. Emetic nut.

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল, ফলের খোসা ও ফল। মাত্রা ১-২ আনা।

বর্ণনা—কাঁটাযুক্ত গুল্ম বা ছোট গাছ, বসন্তকালে পত্র পতিত হইয়া যায়। গাছ লম্বা কাঁটা দ্বারা আবৃত; কাঁটা ১-২ ইঞ্চি লম্বা, অতিশয় তীক্ষ্ণ, সরল ও ধূসরবর্ণ। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ ও শক্ত। শাখা লম্বা ভাবে বিস্তৃত। পত্র দেখিতে অনেকটা টেনিসের ব্যাটের ন্যায়, বোঁটা ছোট, ১-২ ইঞ্চি লম্বা, আপাং গাছের পত্রের ন্যায়। ফুলের ব্যাস ১ ইঞ্চি,

1084B.—35

প্রত্যেক শাখার গোড়া হইতে ১-৩টী ফুল হয়। পুষ্পস্তবক লোমময়। ফুল শ্বেতবর্ণ কিংবা পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। ফল গোলাকার, কিংবা ডিম্বাকৃতি, প্রায় ½ ইঞ্চি, পীতবর্ণ, ২টী ঘর আছে, শাঁস পুরু। ফল দেখিতে অনেকটা ন্যাসপাতির মত, ভিতরে ফলের ৪ ভাগে ৪টী বীজ থাকে। বীজ চেপ্টা ও শাঁসের দ্বারা আচ্ছাদিত। জ্যৈষ্ঠ মাসে ফুল হয়, শীতে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বৈদ্যদের মতে ইহার ফল একটী উৎকৃষ্ট বমনকারক। মদনফল খাইলে গা ঘোরে ও বমনের ন্যায় হয়। ফোড়া হইলে মদন ফলের প্রলেপ দিলে উহা বসিয়া যায় এবং ফল কাংস্যপাত্রে পেষণ করিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিলে নাভিশূল আরাম হয়।

একটী পাকা ফল ১ মাত্রার পক্ষে যথেষ্ট।

মুসলমান বৈদ্যেরাও ইহাকে বমনকারক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইহা কফ ও পিত্তনাশক ও ধারক। ইহা দারুচিনি, এলাচ প্রভৃতির সহিত ব্যবহার করিতে হয় (Dymock)। ইহা বাতে মালিশ হয় (Stewart)। যখন জ্বরে হাড়ে বেদনা হয় তখন ইহার ছালের কাথ সেবন করিলে বেদনা কমিয়া যায়।

রক্ত আমাশয় রোগে ইহা ইপিকাকের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। ইহার গুঁড়া ব্যবহার করিতে হয়; মাত্রা ৪০ গ্রেণ বমনের জন্য, ১৫-৩০ গ্রেণ রক্ত আমাশয়ের জন্য প্রযুক্ত হয় (Moodeen Sheriff)।

ছাল ধারক। পেটের বেদনায় ইহার ফল চাউল ধোয়া জলের সহিত নাভিদেশে প্রলেপ দিলে পেট বেদনা আরাম হয়।

মদনফল মৎস্য মারিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

মদনফল, আকন্দ এবং যষ্টিমধুযোগে যে চূর্ণ প্রস্তুত হয় উহা সর্দ্দি ও হাঁপানীর একটী উৎকৃষ্ট মহৌষধ। ফলের শাঁস ক্রিমি নাশক এবং কখন কখন গর্ভস্রাব করাইয়া দেয়। ফলের গুঁড়া জিহ্বা ও তালুতে লাগাইলে জ্বর আরাম হয়, বিশেষতঃ বালকদের দাঁত উঠিবার সময় যে জ্বর হয় উক্ত জ্বরে বিশেষ কাজ করে (Murray)। (Fig. 314.)

315. R. uliginosa Dc. (পিরআলু)

Fig.—Wight, I. C., t. 397; Roxb., Cor. Pl., t. 135; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 495.

Ref.—F. B. I., iii, 110; Roxb., F. I., i, 712; B. P., i, 566; Watt, vi, Pt. i, 391.

জন্মস্থান—পূর্ব্ব, মধ্য ও দক্ষিণ ভারত, সিকিম ও আসামে দেখা যায়। হুগলী, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া জেলার স্থানে স্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. পিরআলু ; হি. পিণ্ডালু ; সামতাল—পিণ্ডি।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় এবং ফল।

বর্ণনা—শক্ত গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, শাখা ৪ কোণবিশিষ্ট। পত্র ২-৮ ইঞ্চি লম্বা ও ১-৪ ইঞ্চি চওড়া, শুষ্ক অবস্থায় মলিনবর্ণ, পত্র বোঁটার দিকে ক্রমশঃ সরু। পুষ্পবৃন্ত ছোট ও ত্রিকোণাকার, পুষ্পস্তবকের ব্যাস ১-২ ইঞ্চি। বহির্ব্বাস ১½ ইঞ্চি। ফল ২ ইঞ্চি লম্বা, পীতবর্ণ। বীজ চেপ্টা, মসৃণ। ফল বাজারে বিক্রয় হয়, লোকে খাইয়া থাকে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল হয় ও শীতকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার অপক্ব ফল কাঠের কয়লায় সেঁকিয়া খাইলে উদরাময় ও রক্ত আমাশয় আরাম হয়। পিণ্ডালু ধারক (Dymock)। ইহার শিকড় ঘৃতে সিদ্ধ করিয়া খাইলে উদরাময় ও রক্ত আমাশয়ে উপকার হয়। (Fig. 315.)

Genus—RUBIA Linn.

316. R. cordifolia Linn. (মঞ্জিষ্ঠা)

Fig.—Wight, I. C., t. 187 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 510.

Ref.—F. B. I., iii, 202 ; Roxb., F. I., i, 374 ; B. P., i, 580.

জন্মস্থান—ভারতের পার্ব্বতীয় প্রদেশে, হিমালয়ের উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভাগে, ৮০০০ ফুট উচ্চ স্থান পর্য্যন্ত, এবং দক্ষিণে সিংহল এবং মালাক্কা নামক স্থানে, ছোটনাগপুর, পরেশনাথ পাহাড়ে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সংস্কৃত ও কঙ্কন—মঞ্জিষ্ঠা ; বা. মঞ্জিষ্টা ; হি. মঞ্জিৎ ; বম্বে, মারহাট্টা, তে.—তাম্রবল্লী ; তা. মন্দিট্টু ; Eng. Indian Madder.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল ও শিকড়। মাত্রা, চূর্ণ ১-৪ আনা ; কাথ, ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—ইহা একটী বৃক্ষারোহী বহুবর্ষ-জীবি লতা ; শিকড় লম্বা ও মোটা। গাছের ডাঁটা প্রচুর পরিমাণে জন্মায় ; অতিশয় লম্বা, অন্য গাছের উপর সচরাচর অনেক দূর লতাইয়া যায়। ত্বক্ শ্বেতবর্ণ। লতায় অনেক শাখাপ্রশাখা আছে। ডাঁটা চারিটী কোণবিশিষ্ট, কখনও কোণে কাঁটার মত থাকে। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, গোড়ার দিকে হৃৎপিণ্ডাকৃতি, দেখিতে অনেকটা ছোট পানের পাতার ন্যায়, কিনারায় ছোট শ্বেতবর্ণ বক্র কাঁটা আছে। বোঁটা পাতার দ্বিগুণ লম্বা, ইহাতে কাঁটা আছে। ফুলের পাপড়ি ৫টী ; ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম লোম আছে। পুষ্পস্তবক পুরু ও অতিশয় ছোট, ইহার অংশগুলি ডিম্বাকৃতি, মাথাটী সূক্ষ্মকোণী। ফল ⅙ ইঞ্চি, ঈষৎ বেগুণে ও কৃষ্ণবর্ণ। অক্টোবর হইতে জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মঞ্জিষ্ঠা রং করিবার জন্য বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। কোন প্রকার ক্ষত ও চর্ম্মরোগে বাহ্যিক প্রয়োগ হয় (চক্রদত্ত)।

মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে পক্ষাঘাত, কামলা ও মূত্রপথের রোধকারক রোগে এবং স্ত্রীলোকদিগের রজোনাশে প্রয়োগ করেন।

ইহার ফল যকৃতের পীড়ায় একটী আবশ্যকীয় ঔষধ, ইহার শিকড়ের মলম মধুর সহিত মিশাইয়া দিলে চর্ম্মরোগ আরাম হয়।

মঞ্জিষ্ঠার শিকড়ের ছেঁচা রস স্ত্রীলোকদিগের প্রসবের পর প্রসবাস্তিক স্রাব নির্গত করিবার জন্য বড়ই শোধক ঔষধ। ৩ ড্রাম অথবা তাহার অধিক পরিমাণ মঞ্জিষ্ঠা খাইলে স্নায়ুযন্ত্রের অপকার করে (Ainslie) তজ্জন্য উন্মত্ততা ও আক্ষেপ উৎপাদন করে (Pharm. Ind, ii, 232)। এই গাছ ভারতের পার্ব্বতীয় প্রদেশে বহুপরিমাণে জন্মে এবং বম্বে বাজারে অনেক পরিমাণে আমদানী হয়। শরীরের কোন স্থানে মেছেতা হইলে মধুর সহিত পিষ্ট মঞ্জিষ্ঠার প্রলেপ দিলে মেছেতা আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

মেহ রোগে শ্বেতচন্দন ও মঞ্জিষ্ঠার কাথ হিতকর।

আয়ুর্ব্বেদে ইহা ঋতুকর ও মূত্রকর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ; এই কারণে শোথ, পক্ষাঘাত, কামলা ও ঋতুনাশে ইহার ব্যবহার হয়।

ইহার কাথ সেবনে, মূত্র এমন কি অস্থি পর্য্যন্ত লালবর্ণ হয়। ঘায়ের পক্ষে মঞ্জিষ্ঠা ঘৃত বড় উপকারী। ইহা মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন ও মূর্গার শিকড় যোগে প্রস্তুত হয়, দাহজনিত ক্ষত ও অপরাপর ঘায়ে ইহা বেশ কাজ করে। (Fig. 316)

Genus—VANGUERIA Juss.

317. V. spinosa Roxb. (ময়না)

Fig—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 502.

Ref.—F. B. I., iii, 136; Dymock, ii, 211; Roxb., F. I., i, 536; B. P., i, 575; Prain, H. H., 224.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র দেখা যায়। উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় জঙ্গলের ধারে জন্মে ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. পিণ্ডিতক ; বা. ময়না।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় বড় সবুজ কাঁটাযুক্ত অথবা কণ্টকহীন ছোট উদ্ভিদ, পাতা মসৃণ ও শক্ত রোমাবৃত, ২-৪ ইঞ্চি লম্বা বোঁটা ½-১ ইঞ্চি। ফুল ছোট, ঈষৎ সবুজবর্ণ, ১-১½ ইঞ্চি। ফলে

শাঁস আছে, দেখিতে চেরীফলের ন্যায় অথবা কতক পরিমাণে আমলকীর মত, পাকিলে পীতবর্ণ, অনেকটা গোলাকৃতি ও মসৃণ। ফলের ব্যাস ½-১ ইঞ্চি; শাঁস খায়, ফল শক্ত ও মসৃণ, ইহাতে একটী বীজ আছে। গ্রীষ্মকালে এই গাছের ফুল হয় ও শীতকালে ফল পাকে। অপর এক জাতীয় ময়না আছে উহার লাটিন নাম V. mollis (F. B. I., iii, 136). ইহা পশ্চিম বঙ্গেই বেশী দেখা যায়; এই গাছ উপরোক্ত গাছ অপেক্ষা ছোট, পত্রের উভয়দিক কোমল ও শক্ত লোমযুক্ত।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত বৈদ্যেরা ইহার ফল বলকারক, সন্দি ও পিত্তনিঃসারক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (Fig. 317.)

Genus—MORINDA Linn.

318. M. citrifolia Linn. (আচ)

Fig.—Bedd., Fl. Sylv., t. 220; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 507.

Ref.—F. B. I., iii, 156, Roxb., F. I., i, 543; B. P., i, 573, Prain, H. H., 224.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র চাষ হয়; ছোটনাগপুর, বিহার, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় জঙ্গলে জন্মে ও চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—সং. আচ্ছুক; বা. আচ; হি. আল; তে. মাদ্দী-চেট্টু; সাঁওতাল—চাইলী বা কাতারী; Eng. Indian Mulberry.

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ, শরৎকালে পাতা পড়িয়া যায়। পত্র কোমল অথবা শক্ত লোমযুক্ত। গাছের ত্বক্ কর্কের মত। কাষ্ঠ পীতবর্ণ, কখনও লালবর্ণ, শক্ত ও ভারী; এই গাছ হইতে পীতবর্ণ রং প্রস্তুত হয়। গাছের গাত্র লম্বালম্বি কাটা কাটা। পত্র উজ্জ্বল নহে, পত্র ৪-৮ ইঞ্চি, বোঁটার দিকে সরু। পুষ্পনল শক্ত লোমযুক্ত; ফুল অতিশয় সৌগন্ধযুক্ত, এক একটী হয়। পাপড়ি ৫টী, ½-¾ ইঞ্চি লম্বা। ফলে শাঁস আছে। এই গাছের আর এক জাতি আছে, ইহাকে M. bracteata Roxb. (B. P., i, 573) অথবা বন আচ কিংবা হলদীকুঁচ বলে। এই গাছগুলি সুন্দরবন অঞ্চলে এবং বঙ্গদেশের গঙ্গা ও দামোদর নদীর তীরবর্ত্তী জেলার জঙ্গলে ও গ্রামের ধারে দেখা যায়। মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে ফুল হয় ও অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় ধারক এবং সন্ধিনাশক (Irvine)। বম্বেদেশে ইহার পাতা ঘা ও ক্ষতে ব্যবহার হয় এবং পাতার রস, জ্বরনাশক ও বলকারক ঔষধরূপে প্রযোগ হয় (Dymock)। (Fig. 318.)

Genus—HYMENODICTYON Wall.

319. H. excelsum Wall. (কুকুর কট)

Fig.—Wight, I. C., t. 79 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 491.

Ref.—F. B. I., iii, 35 ; Roxb., F. I., i, 529 ; B. P., i, 555.

জন্মস্থান—ত্রিহুত, মধ্যভারত, টেনাসরিম, চট্টগ্রাম।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. কুকুর কট, কালবুকনন ; তে. ভাণ্ডারু ; তা. সাগাপু।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—৩০-৪০ ফুট উচ্চ গাছ, কাণ্ড সরল, মোটা ও উচ্চ, বহু শাখাপ্রশাখা হয়। ছাল পুরু, বাহিরের ছাল ধূসরবর্ণ, ছিদ্রযুক্ত, গায়ে কাটা কাটা দাগ আছে, ভিতরের ছাল শ্বেতবর্ণ। পত্র ডালের বিপরীত দিকে হয়, পশমের ন্যায় নরম। পত্র ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা, ৩-৫ ইঞ্চি চওড়া। ফুল ক্ষুদ্র সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, এক সঙ্গে অনেক ফুল হয়। পুংকেসর ৫টী ছোট পুষ্পনলের মধ্যে থাকে। ফল লম্বা ও দেখিতে প্রায় মটরের মত কিন্তু লম্বায় দ্বিগুণ, ইহাতে ডোরা কাটা আছে। ফলের ভিতর ৬-১২টী বীজ থাকে। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা অতিশয় ধারক ও উগ্র জ্বরে সিনকোনা গাছের তুল্য। ইহার ছাল তিক্ত, ভারতীয়েরা ইহাকে জ্বরনাশক ও বলকারক ঔষধরূপে ব্যবহার করে। Dr. O'Shaughnessy বলেন যে জ্বরের পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, তিনি ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। ইহার ছাল কাঁচা অবস্থায় তিক্ত, কিন্তু শুষ্ক হইলে স্বাদবিহীন হয়। (Fig. 319.)

LVII. VALERIANEAE

Genus—NARDOSTACHYS Dc.

320. N. Jatamansi Dc. (জটামাংসী)

Fig.—Royle, Ill., 242-44, t. 54 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 509B.

Ref.—F. B. I., iii, 211 ; Wall, Cat., 431 ; Dymock, ii, 233.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, কুমায়ুন হইতে সিকিমের পর্ব্বতে প্রায় ১১০০০ হইতে ১৭০০০ ফুট উচ্চে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. বা. তা. তে. জটামাংসী ; হি. বালচর ; Eng. Musk root.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ, মূলের গেঁড়।

বর্ণনা—ইহার মূল কাষ্ঠের মত শক্ত, লম্বা এবং বহুসংখ্যক ছোবড়ার মত দ্রব্যে আবৃত। কাণ্ড ৪-২৪ ইঞ্চি, কোমল লোমাবৃত. পত্র ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা এবং ১ ইঞ্চি চওড়া, লম্বাদিকে শিরা আছে। পুষ্পদণ্ডের মস্তকে সচরাচর ১-৫টী ফিকে গোলাপী অথবা নীল বর্ণের ফুল থাকে। ফল ⅙ ইঞ্চি লম্বা, শ্বেতবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ কেশে আবৃত। ইহার দুই প্রকার গাছ আছে। এক প্রকার গাছে বড় ফুল হয় ও পুষ্পস্তবকে মসৃণ লোম আছে। এই গাছের সংস্কৃত নাম জটামাংসী, কেহ কেহ ইহাকে ভূতকেশী অথবা পীষিত তপস্বিনী বলে. ইহা সৌগন্ধকরণে ও ঔষধে ব্যবহার হয়। জুলাই-আগষ্ট মাসে ইহার ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—জটামাংসী অপস্মার ও মৃগী রোগের মহৌষধ (সুশ্রুত)। হিন্দু কবিরাজেরা ইহাকে স্নায়বিক রোগের ঔষধ ও পেটফাঁপা নিবারক বলিয়া বর্ণনা করেন। নির্ঘণ্টকারের মতে ইহা স্নিগ্ধকর ও কুষ্ঠের মহৌষধ। মাথার চুল কৃষ্ণবর্ণ ও বর্দ্ধিত করিবার জন্য ইহা হইতে এক প্রকার মাথার তৈল প্রস্তুত হয়। জটামাংসী ব্যবহার করিলে রক্ত পরিষ্কার হয়।

O'Shaughnessy বলেন ইহা Valerian-এর সমতুল্য (Beng. Disp., 404); Valerian যখন উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করা যায় তখন উহা হজমশক্তি বাড়াইয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি করে; প্রত্যেক বারে ২ ড্রাম পরিমিত ব্যবহার করিলে পাকস্থলীর উত্তাপ বৃদ্ধি হয়, বমন হয় ও পেট বেদনা করে, নাড়ী দ্রুত হয় ও ঘাম হয়।

ইহা উত্তেজক, মূত্রকর ও ঋতুকর, ইহা পাকযন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্রের যাবতীয় বিশৃঙ্খলা দূর করে। জটামাংসী ৪৫ গ্রেণ পরিমাণ ব্যবহার করিলে সর্দ্দির কফ নিঃসারিত হয় (Dymock)।

জটামাংসীর শিকড় উত্তেজক, তিক্ত ও বলকারক। ইহার আক্ষেপ নিবারক গুণ আছে; ইহা অপস্মার, মৃগী, হিষ্টিরিয়া ও অপরাপর আক্ষেপে ব্যবহার হয় (Watt)।

১ তোলা জটামাংসী ৮ তোলা গরম জলে ৪।৫ ঘণ্টা ভিজাইয়া পান করিলে মূর্চ্ছা ও বুক ধড়ফড়ানি রোগ আরাম হয়।

জটামাংসীর ফুল হিষ্টিরিয়া ও মৃগী রোগে ব্যবহার্য্য।

জটামাংসীর শিকড় সুবাসিত ও তিক্ত। কথিত আছে, ইহা বলকারক, উত্তেজক। ইহার আক্ষেপ নিবারক গুণ আছে; এই জন্য মৃগী, হিষ্টিরিয়া ও তড়কা রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহা মূত্রকর, ঋতুকর এবং পাকযন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্রের যাবতীয় রোগে হিতকর। কথিত আছে, ইহা কামলা ও কণ্ঠনালীর রোগ.নিবারক ও বিষের প্রতিষেধক। (Fig. 320.)

Genus—VALERIANA Linn.

321. V. Hardwickii Wall (টগর)

Fig.—Wall, Pl. As. Rar., 39, t. 268; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 512.

Ref.—F. B. I., iii, 213; Wall, Cat., 452.

জন্মস্থান—কাশ্মীর হইতে ভূটান পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য প্রদেশে ৪০০০ হইতে ১২০০০ ফুট উচ্চে এবং খাসিয়া পাহাড়ে ৪০০০ হইতে ৬০০০ ফুট উচ্চে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—হি. বা. টগর; কুমায়ুন—আসরুণ; লেপচা—চাম্মাহা; Eng. Indian Valerian.

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, বহুবর্ষ জীবিত থাকে; শিকড় ছোবড়ার ন্যায়। কাণ্ড ১-৫ ফুট সরল। পত্র পক্ষাকার, পত্রদণ্ডে উভয়দিকে যোড়া যোড়া পত্র হয়, অগ্রভাগে একটী বিযোড় পত্র থাকে; ত্রিপত্রবিশিষ্ট, কখনও ৫টী পত্র থাকে। পুষ্পদণ্ড লম্বা, লোমবিশিষ্ট, পত্রের ডাঁটা অপেক্ষা পুষ্পদণ্ড লম্বা। ফল কেশযুক্ত। জুলাই হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে ইহার ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ জটামাংসীর তুল্য (Makhzan)।

Royle বলেন এই গাছ নেপাল ও উত্তর ভারতে ঔষধার্থে ব্যবহার হয়, ইহা Valerianএর সমগুণ বিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত হয় (Dymock)। (Fig. 321.)

322. V. officinalis Linn (কালবালা)

Fig.—Woodville, Med. Bot., ii. t. 99 (1792); Bentley & Trim., ii. 146 (1876).

Ref.—F. B. I., iii. 211; Boiss., Fl. Orient., iii. 89; Sowerby & Sm., Engl. Bot., x, t. 698 (1800).

জন্মস্থান—ইউরোপের আইসল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে; ভূমধ্যসাগরের নিকটস্থ প্রদেশে, পশ্চিম এসিয়া, জাপান। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় চাষ হয়। কাশ্মীরের উত্তরভাগে ৮০০০ হইতে ৯০০০ ফুট উচ্চ স্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—মারহাট্টা—কালবালা; Eng. Common Valerian.

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ; মূলদেশ সরল, ইহা হইতে নরম, গোলাকার ফিকে ধূসরবর্ণ ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা শিকড় বাহির হয়। কাণ্ড ২-৩ ফুট উচ্চ, গাছের অগ্রভাগ, গোলাকার ও ফাঁপা প্রশাখা বিশিষ্ট। পত্র পক্ষাকার, কাণ্ডের উভয়দিকে পর্য্যায়ক্রমে বাহির হয়। উপপত্র ½-২½ ইঞ্চি লম্বা, কিনারা করাতের ন্যায় কর্ত্তিত। ফুল ছোট, এক সঙ্গে গুচ্ছবদ্ধ ভাবে জন্মে। পুষ্পদণ্ড বহুশাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট ও লম্বা। ফুল ফিকে লালবর্ণ, লম্বাকৃতি, লোমযুক্ত। পুংকেসর ৩টী, ইহার অর্দ্ধেক অংশ পুষ্পনলের অভ্যন্তরে থাকে। ফল ⅙ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি ইহাতে ৩টী শিরা আছে। ফলে এক একটী বীজ হয়, দেখিতে চেপ্টা। আগষ্ট হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় উত্তেজক এবং আক্ষেপ নিবারক। ইহা হিষ্টিরিয়া, মৃগী ও পেশীর আক্ষেপ নিবারক। জ্বরের পুরাতন অবস্থায় ইহা উত্তেজক ঔষধরূপে ব্যবহার হয়। আক্ষেপ নিবারণ করিবার পক্ষে ইহা হিঙ্গু অপেক্ষা শক্তিতে কম। ইহা অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলে, মাথা ধরা, মানসিক উত্তেজনা ও স্নায়ুর অবসাদ আনয়ন করে। সিন্‌কোনার ছালের সহিত ব্যবহার করিলে ইহা অবিরাম জ্বর নাশ করে। প্রবল বাতরোগে ইহার জলে স্নান করিলে কিংবা আক্রান্ত অংশ ধৌত করিলে বাতের উপশম হয়। Volatile তৈল কিংবা Valerian খাইলে বাতরোগে বিশেষ ফল হয় (Bentl. and Trim.)। (Fig. 322.)

LVIII. COMPOSITAE

Genus—VERNONIA Schreb.

323. V. cineria Less. (ছোট কুকসিমা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 64; Wight, Ic., t. 1076; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 516.

Ref.—F. B. I., iii, 233; Roxb., F. I., iii, 406; B. P., i, 590; Prain, II. H., 225.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র জন্মে, এমন কি হিমালয়ের ৮০০০ ফুট উচ্চ স্থানেও দেখা যায়; খাসিয়া পাহাড়, বঙ্গদেশের পতিত জমিতে ও রাস্তার ধারে সর্ব্বত্র দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. অর্দ্ধপ্রসাদন, সহদেবী; বা. ছোট কুকসিমা; তা. সশিরাসঙ্গলা-নীর; বম্বে—মতিসাদরী; গুজরাট—সাদরী: তে. ঘেরিটী কারনিনা; Eng. Fleabane.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গুল্ম, ফুল এবং বীজ।

বর্ণনা—সাধারণ গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ; কাণ্ড নরম ও সরল, ৬-১২ ইঞ্চি উচ্চ, কোমল লোমযুক্ত; শাখা অতি অল্প হয়। পত্র বিপরীত দিকে দূরে দূরে জন্মে, নিম্নের পত্র ২ইঞ্চি,

উপরের পত্রগুলি ছোট ½-১½ ইঞ্চি লম্বা, ইহার বোঁটা ছোট, ডিম্বাকৃতি, গোড়ার দিকে ক্ষয়প্রাপ্ত, কিনারা কর্ত্তিত ; পত্রের উভয় দিকে লোম আছে। ফুল ২০-২৫টী জন্মে, লালের আভাযুক্ত হরিদ্রা বর্ণ, কতক অংশ শ্বেত বর্ণ। Hooker সাহেব তাঁহার লিখিত Flora of British India নামক পুস্তকে ইহার আরও ২টী জাতি উল্লেখ করিয়াছেন। জুলাই-আগষ্ট মাসে ফুল ও শীতের প্রারম্ভে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কবিরাজী মতে ইহার ক্বাথ জ্বরে ঘর্ম্ম উদ্রেক করে (Ainslie)। ইহার রস অর্শে ব্যবহৃত হয়।

পাটনা জেলায় ইহার বীজ কৃমিনাশক ঔষধরূপে ব্যবহার হয়। ছোটনাগপুরে এই গাছ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে মূত্রকোষের আক্ষেপে ব্যবহৃত হয় (A. Campbell)। ইহার শিকড় শোথ নাশক (Wood, Plant, Chutia Nagpur)। (Fig. 323.)

324. V. anthelminticum Willd. (সোমরাজ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 24; Burm. Thes., 210, t. 95, Kirtikar and Basu, t. 515A.

Ref.—F. B. I., iii. 236; Roxb., Fl. I., iii, 405; B. P, i, 589; Prain, H. H., 224; Voigt, H. S., 405.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র জন্মে, বিশেষতঃ হিমালয় প্রদেশে বহু পরিমাণে জন্মে। বঙ্গদেশের হুগলী, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া জেলায় অকর্ষিত ভূমিতে এবং বাগানের ধারে প্রচুর দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. সোমরাজ, বাকুচী ; বা. সোমরাজ ; হি কালোজী, গু. কাদবোজিরি, তে. আদাবী জিলাকারা, তা. কাটাক-জিরাগাম্ ; Eng. Purple Fleabane.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও পত্র। মাত্রা, পত্রের রস ১-২ তোলা ; বীজচূর্ণ ১-৮ আনা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম। পত্র ৩-৮ ইঞ্চি, বহু পত্র হয়। পুষ্পস্তবকের মাথার ব্যাস ½-¾ ইঞ্চি, প্রায় ৪০ ভাগে বিভক্ত, নরম লোমযুক্ত, উজ্জ্বল, চেপ্টা। ফুল ঈষৎ বেগুণে, বর্ষাকালে জন্মে। ফল মার্চ্চ মাসে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকেরা বহুকাল হইতে ইহা শ্বেত প্রদর এবং সর্ব্বাঙ্গীন শোথে প্রধান ঔষধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা অপরাপর ঔষধের সহিত দিলে কৃমি নাশ হয়। সোমরাজ বীজের গুঁড়া ১৫ গ্রেণ এবং কৃষ্ণতিল ১৫ গ্রেণ গরম জলের সহিত পান করিলে যাবতীয় চর্ম্মরোগ আরাম হয়। ঔষধ সেবন করিয়া রৌদ্র লাগাইয়া অথবা ব্যায়াম করিয়া ঘর্ম্ম বাহির করা একান্ত আবশ্যক (চক্রদত্ত)।

Leucoderma রোগে হরিতকী, খদির ও গুঁড়া সোমরাজের কাথ ব্যবহৃত হয়। সোমরাজের তৈল পাঁচড়ার একটী বিশেষ ঔষধ।

নির্ঘণ্ট মতে ইহা মিষ্ট, হজমীকারক, তিক্ত, ধারক, সদ্দিনাশক, জ্বর, কাশি ও কৃমিনাশক, কিন্তু এই ঔষধ সর্ব্বদা ব্যবহার করিলে অপকার হয়।

ইহার কৃষ্ণবর্ণ তিক্ত বীজ কৃমিনাশক ও সর্পবিষের ঔষধের অনুপানরূপে ব্যবহৃত হয় (Ainslie)।

মালাবার দেশে ইহা কফ ও পেটফাঁপায় ব্যবহৃত হয়। Pharmacopoeia মতে ইহার বীজের গুঁড়া মধুর সহিত কয়েক ঘণ্টা অন্তর দিবসে দুইবার সেবন করিলে পেটের কৃমি মরিয়া যায় (মাত্রা ১½ ড্রাম অথবা ২২ গ্রেণ)। ডাঃ রস বলেন, বীজের গুঁড়া ১০-৩০ গ্রেণ পরিমাণ কৃমির পক্ষে হিতকর। Dr. Gibson বহু পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে ২০-২৫ গ্রেণ সোমরাজ যাবতীয় পাকযন্ত্রের রোগ নাশক (Pharm. Ind., 126)।

পাতার রস নাকের সর্দ্দি বাহির করিয়া দেয়। ইহা সর্ব্বাঙ্গীন শোথ ও ফোড়ায় প্রলেপ দিলে উহা আরাম হয় (Watt)। সোমরাজের বীজ জ্বর নাশক (Baden-Powell)।

কুষ্ঠ রোগী কৃষ্ণতিলের সহিত এক বৎসর সোমরাজ ব্যবহার করিলে কুষ্ঠ একেবারে আরাম হইয়া রোগী দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করে।

খদির কাষ্ঠ এবং আমলকীর ক্বাথে সোমরাজ বীজ মিশাইয়া পান করিলে শ্বেত কুষ্ঠ আরাম হয় (বঙ্গসেন)। (Fig. 324).

Genus—ELEPHANTOPUS Linn.

325. E. scaber Linn. (গোজিহ্বা, শ্যামদলন)

Fig.—Wight, Ic., t. 1086, Rheede, Hort. Mal., n. t. 7; Kirtikar & Basu, t. 517.

Ref.—F. B. I., iii, 242; Roxb., F. I., iii, 445; B. P., i, 590; Prain, H. H., 225.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায়, পতিত জমিতে এবং মাঠে, সাধারণতঃ দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. বা. গোজিহ্বা, শ্যামদলন।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় ও পত্র।

বর্ণনা—ঘনসন্নিবদ্ধ গুল্ম। পত্র উভয় দিকে একটীর পর আর একটী জন্মে, অনেকটা গরুর জিহ্বার ন্যায়। পুষ্পদণ্ডের মস্তকে ২-৫টী ফুল হয়। মুকুলের নিম্নভাগে ৮টী ছোট

পত্র হয়। ফুল বেগুনে কিংবা নীল লোহিত বর্ণ, ৪ ভাগে বিভক্ত। ফল গাছে থাকিতে থাকিতে কখন কখন গাছের উপরিভাগেই অঙ্কুরিত হয়। শরৎকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মালবার দেশে ইহার পত্র ও শিকড়ের ক্বাথ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে ব্যবহার হয় (Rheede)। ত্রিবাঙ্কোর দেশে ইহার পাতা ছেঁচিয়া চাউলের সহিত সিদ্ধ করিয়া খায়, ইহাতে পেটফাঁপা ও পেটের যন্ত্রণা আরাম হয় (Watt)।

ছোটনাগপুরে ইহার শিকড়ের ক্বাথ জ্বর নাশক বলিয়া ব্যবহৃত হয় (A. Campbell)। (Fig 326.)

Genus—GRANGEA Forsk.

326. G. maderaspatana Poir. (নামুতি)

Fig.—Wight, Ic., t. 1097 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 520.

Ref.—F. B. I., iii, 247 ; Roxb., F. I., iii, 412 , B. P , i, 593 ; Prain, B. H., 225.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের বহু স্থানে জন্মে, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া জেলার রাস্তার ধারে এবং পতিত জমিতে ও মাঠে, সাধারণতঃ দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. নামুতি ; হি. মাস্তারু।

ব্যবহার্য্য অংশ—পাতার রস।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, মাটীতে গড়াইয়া জন্মে, ৬-১২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, শাখা লোমযুক্ত। পত্র অনেক হয়, ১½-২½ ইঞ্চি লম্বা, বৃন্ত ছোট। পত্রিকা ২-৪ জোড়া কাণ্ডের উভয় দিকে বিভক্তভাবে জন্মে, পত্রিকার শেষ অংশটী বড় ; পত্র ঘন ঘন জন্মে, করাতের ন্যায় দাঁতযুক্ত ও কোমল লোমাবৃত। পুষ্প পীতবর্ণ, ⅛-½ ইঞ্চি। কার্ত্তিক হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পত্র অন্ত্ররোগ নিবারক বলিয়া খ্যাত। ইহা আক্ষেপ নিবারক। ঋতুবন্ধ হইলে এবং হিষ্টিরিয়া হইলে ইহার রস ব্যবহৃত হয়। ইহার পাতা কখন কখন বিষ দোষে বেদনা নিবারণের জন্য তপ্তস্বেদ কার্য্যে প্রয়োগ হয় (Ainslie)। ইহার রস কাণে দিলে কাণ বেদনা আরাম হয় (Watt)। (Fig 326.)

Genus—EUPATORIUM Linn.

327. E. Ayapana Vent. (আয়াপান)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 518A.

Ref.—F. B. I., iii, 244; Watt, iii, 293; B. P., i. 592; Prain, H. H., 225; Voigt, H. S., 407.

জন্মস্থান—ইহা আমেরিকার ব্রাজীল দেশীয় গাছ, মধ্যবাঙ্গালা ও পূর্ব্ববাঙ্গালায় বাগানে রোপণ করে, হুগলী, হাওড়া জেলার অনেক বাগানে যত্নে রক্ষিত ও চাষ করে। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. মা. আয়াপান।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র রস; মাত্রা ১ আনা পরিমাণ।

বর্ণনা—ছোট ২-৬ ফুট উচ্চ গুল্ম। শাখা সরল ঈষৎ লালবর্ণ, ইহাতে কতকগুলি বিক্ষিপ্ত লোম আছে। পত্র উভয় দিকে যোড়া যোড়া জন্মে, পত্রের বোঁটা ডাঁটায় মিলিত আছে, পত্র ৪ ইঞ্চি লম্বা, ¾ ইঞ্চি চওড়া, নরম, মসৃণ ও লম্বাকৃতি, তিনটি মোটা শিরা বিশিষ্ট। ঈষৎ লালবর্ণ। ফুল বেগুনে। এই গাছের গন্ধ উগ্র ও আনন্দদায়ক; স্বাদ কটু।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আয়াপানের পাতার কাথ মসলার ন্যায় স্বাদবিশিষ্ট, ইহার টাটকা রস বেশ সুন্দর পানীয়। অতিশয় দুরারোগ্য ক্ষত পরিষ্কার করিতে ইহা অতি উত্তম ঔষধ (Ainslie)। আয়াপান বলকারক ও উত্তেজক। কলেরা রোগে ইহা শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়। সর্পাঘাতে আয়াপান বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয় (Pharm. Ind.)। আয়াপান Chamomileএর সমগুণবিশিষ্ট, অল্পমাত্রায় বলকারক, উত্তেজক ও মৃদুবিরেচক। ইহার গরম রস বমনকারক, ঘর্ম্মকর, ক্রমাগত বমন হইয়া যখন শরীর দুর্ব্বল হয় এবং প্রাদাহিক জ্বরে যখন নাড়ীর বেগ কমিয়া আইসে তখন ইহা প্রযুক্ত হয়। ইহা আভ্যন্তরিক ক্ষতে ও রক্তবমনে বিশেষ ফলপ্রদ। (Fig 327.)

Genus—BLUMEA DC.

328. B. lacera DC. (কুকসিম)

Fig.—Burm. Fl. Ind., 180, t. 59, Fig. i; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 521A.

Ref.—F. B. I., iii, 263, Roxb., F. I., iii, 438; B. P., i, 598; Watt, i, Pt. ii, 459, Prain, H. H., 226.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতের সমতলভূমিতে এবং ২০০০ ফুট উচ্চে হিমালয় প্রদেশে,

ত্রিবাঙ্কোর, সিংহল, সিঙ্গাপুর প্রদেশে এবং বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে পতিত জমিতে ও শস্যক্ষেত্রে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. কুকুরদ্রু; বা. বড় কুকসিম, কুকুর শোঙ্গা; তে. আদবী; তা. কাট্টু মুলাঙ্গী।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় এবং পাতার রস। মাত্রা, পত্ররস ১-২ তোলা, মূলচূর্ণ ২-৮ আনা, মূলের ক্বাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্ ও আগাছা, কাণ্ড সরল, পত্র ঘনসন্নিবিষ্ট। গাছগুলি ২ ফুট উচ্চ হয়, পত্রের কিনারা কর্ত্তিত। ফুল পীতবর্ণ ও উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট, কোমল ও লোমযুক্ত, ফুলের পাপড়ি শ্বেতবর্ণ। কুকসিম কয়েক জাতীয় আছে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহার পত্রের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। অপরগুলির পত্র অবিভক্ত, কেবল পত্রে করাতের ন্যায় দাঁত আছে। ইহাদের মধ্যে B. erientha DC., B. densiflora DC. B. balsamifera DC. এইগুলি প্রধান। ডাঃ Dymock বলেন যে, বম্বেদেশে কুকসিম জাতীয় সকল গাছকে "ভামবারদা" বলে। হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনায় কুকসিম জাতীয় গাছের মধ্যে B. bifoliata DC., B. Wightiana DC., B. glomerata DC., এবং B. laciniata DC. প্রধান (B. P., i, 597-98 এবং Prain, H. H., 226)। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার টাট্‌কা রস মুখে দিলে মুখের শুষ্কতা দূর হয়। কুকসিমের রস গোলমরিচের সহিত ব্যবহার করিলে কলেরা, রক্ত অর্শ ও মূত্ররোধ রোগ উপশমিত হয় (Watt)। পাতার টাট্‌কা রস খাইলে ফিতার ন্যায় কৃমি নাশ করে। ইহা জ্বর নাশক, আমরক্তাতিসারে হিতকব। পাতার রসের ঘ্রাণ লইলে কখন কখন পালাজ্বর আরাম হয়। জ্বর, রক্তাতিসার ও কণ্ডুতে অর্দ্ধছটাক কুকসিমের রস হিতকর। দধির সহিত কুকসিমের শিকড় বাটিয়া খাইলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়। (Fig 328.)

Genus—ANACYCLUS Linn.

329. A. pyrethrum DC. (আকরকরা)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 151; Dymock, iii, I., t. 683.

Ref.—Woodville, t. 20; Dymock, ii, 277.

জন্মস্থান—উত্তর আফ্রিকা, আরব, সিরিয়া দেশে বহুপরিমাণে জন্মে। ইহা ভারতীয় গাছ না হইলেও ঔষধরূপে ইহা আমাদের দেশে ব্যবহৃত হয়।

বিভিন্ন নাম—সং. আকারকরভ; বা. আকরকরা; তা. অক্কির করম; তে. অকলকরা।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় গাছ, গড়াইয়া অথবা খাড়া হইয়া জন্মে, কাণ্ডের গাঁইট দূরে দূরে হয়। ইহার মূল লম্বা, সঙ্কুচিত, দুইপ্রান্ত সরু। মূলের গাত্র হইতে সরু সরু শিকড় বাহির হয়। ছাল ধূসরবর্ণ, তিক্ত ও শ্বেতবর্ণ, চর্ব্বণ করিলে অল্প মিষ্ট পরে ঝাল লাগে। মূল খাইলে জিহ্বা জ্বালা ও চিন্ চিন্ করে। অনেকে ইহাকে আকরকরা বচ বলে, কিন্তু বচ ভিন্ন বস্তু, ইহার লাটিন নাম Zinziber zerumbet Sm. (B. P., ii, 1045)। শিকড় ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, ঃ-ঃ ইঞ্চি পুরু, ইহার গাযে চুলের ন্যায় সরু শিকড় আছে। এইগুলিতে অতিশয় পোকা ধরে এবং অধিক দিন থাকিলে নষ্ট হইয়া যায়। এই গাছ আফ্রিকার আলজিরিয়া দেশ হইতে ভারতে আমদানি হয়। পাতার আস্বাদ কয়েত বেলের পাতার ন্যায়। ফুল অনেকটা গাঁদা ফুলের ন্যায়, ফুলের পাপড়ি শ্বেতবর্ণ ও গোলাপী, মধ্যস্থল হরিদ্রাবর্ণ। ফল চেপ্টা, লম্বাকৃতি, দেখিতে পিয়ারার মত। ফুল এপ্রিল-মে মাসে হয়, বীজ প্রায় হয় না।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আকরকরা সিফিলিস্ রোগ নাশক, বিশুদ্ধ পারদ ½ তোলা, খদির ½ তোলা, আকরকরা ½ তোলা, মধু ১½ তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া ৭টী বটিকা করিবে, এই বটী প্রাতে একটী সেবন করিলে দারুণ সিফিলিস্ রোগ আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)। ঔষধ ব্যবহার করিয়া লবণ ও অম্লদ্রব্য ভক্ষণ করিবে না।

ইহা অতিশয় উত্তেজক ; ইহার প্রলেপ দিলে চামড়া লালবর্ণ হয়, অধিকক্ষণ থাকিলে ফোস্কা উঠে। অধিক মাত্রায় আকরকরা ব্যবহার করিলে মুখ দিয়া লালা বাহির হয়, ও রক্ত মিশ্রিত মল বারংবার ত্যাগ হয়, সংজ্ঞাহীনতা হয় ও নাড়ির বেগ বাড়িয়া যায়। আদার সহিত ইহা ব্যবহার করিলে তন্দ্রা ও জড়তা নষ্ট হয়। ইহার অরিষ্ট পোকা ধরা দাঁতের কন্‌কনানি নষ্ট করে। পীনস ও সর্দ্দিতে ইহার চূর্ণ নাসিকাতে দিলে হাঁচি হইয়া সর্দ্দি বাহির হইয়া যায়।

আকরকরা খণ্ড খণ্ড করিয়া মোদক প্রস্তুত করিয়া খাইলে ধ্বজভঙ্গ ও শুক্রক্ষয়জনিত দৌর্ব্বল্য নষ্ট হয় (R. N. Khory, ii, 349)।

ইহা একটী উত্তেজক ঔষধ কিন্তু ইউরোপে ইহা খাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় না। Dr. Thomson বলেন, তিনি মাথাধরা, সন্ন্যাস, চক্ষু উঠা, সংজ্ঞাহীনতা এবং মুখের বাতে ইহা ব্যবহার করাইয়া অনেক রোগীকে আরাম করিয়াছেন (Mat. Med. Ind., i, 300)।

মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে পক্ষাঘাত রোগে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। ইহার ফোড়া ফাটাইয়া দিবার বিশেষ শক্তি আছে। কাকাতুয়া পাখীকে কথা বলাইবার জন্য ভারতের লোকে পাখীকে ইহা খাওয়াইয়া থাকে। (Fig. 329.)

Genus—ARTEMISIA Linn.

330. A. vulgaris Linn. (নাগদমনী)

Fig.—Wight, Ic., t. 1112 ; Rheede, Hort. Mal., n. t. 45 · Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 540.

Ref.—F. B. I., iii, 325 ; Roxb., F. I., iii, 420 ; Dymock, ii, 284.

জন্মস্থান—পশ্চিম হিমালয়, খাসিয়া পাহাড়, মনিপুর, পশ্চিম ঘাট পাহাড় ; বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান জেলায় বাগানে রোপন করে।

বিভিন্ন নাম—সং. নাগদমনী, গ্রন্থীপর্ণি; বা. নাগদমনী, নাগদানা ; নেপাল—তিতপাট ; তা. তে. ম্যাকিপত্রী।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ ও পত্র।

বর্ণনা—গন্ধযুক্ত গুল্ম, ২-৮ ফুট উচ্চ, কোমল ও শক্ত লোমযুক্ত। কাণ্ডে অনেক পত্র থাকে, নীচের পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি ; পক্ষাকার, পত্রের গোড়ার অংশটী বোঁটার ন্যায়, পত্রের রং ধূসর বর্ণ, নীচের রং শ্বেতবর্ণ ও লোমযুক্ত। উপরে পাতার বোঁটা ছোট ও কিনারা সম্পূর্ণ ৩ ভাগে বিভক্ত। পুষ্পদণ্ড লম্বা, ধূসর বর্ণ ও পীত বর্ণ। স্ত্রীপুষ্প বাহির দিকে থাকে, ইহা নরম, ভিতরে উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট ফুল থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—নাগদমনী অন্ত্ররোগে হিতকর ও আক্ষেপ নিবারক। ইহার রস ঋতুনাশ ও হিষ্টিরিয়া রোগে হিতকব। ইহার পুলটিস দুরারোগ্য ক্ষতে এবং চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয় (Dutt)।

ইহা বলকারক, কৃমিনাশক, আক্ষেপ নিবাবক ও বালকদের সর্দ্দিতে ব্যবহৃত হয়। দেশীয় কবিরাজেরা বালকদের তড়কা নিবারণের জন্য ইহার রস মস্তকে দেয় (Watt)।

নাগদমনী হাঁপানী ও মাথাধরা নিবাবণ করে। ইহার ক্বাথ বলকারক ; আফগানিস্থানে ইহার ক্বাথ কৃমি নাশের জন্য সেবন করে। ইহার মৃদু ক্বাথ বালকদের হামে ব্যবহার হয়। Dr. Wight বলেন যে ইহার পত্র এবং গাছের কচি ডগা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও আক্ষেপ নাশক। ইহার রস ক্ষতে স্বেদরূপে ব্যবহৃত হয়।

Dr. Stewart বলেন, ইহার রস ও গাছের ডগা পেটের দোষ নিবারণ করে (Ph. Ind.)।

নাগদানার ডাল হাতে লইয়া মৌচাক ভাঙ্গিলে মৌমাছি কামড়ায় না। (Fig. 330.)

Genus—CARTHAMUS Linn.

331. C. tinctorius Linn. (কুসুমফুল)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 555.

Ref.—F. B. I., iii, 386 ; Roxb., F. I., iii, 409 ; B. P., i, 625 ; Watt, vi, Pt. ii, 327.

জন্মস্থান—ভারতে অনেক স্থানে এবং উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে শীতকালে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—সং. কুসুম্ভ ; বা. কুসুমফুল ; তা. সেন্দুরফুল ; তে. কুসুম্ববিত্তুলু ; Eng. Safflower.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, ফুল, তৈল এবং শাক। মাত্রা, শাক ১-২ তোলা ; ফুলের কাথ ৫-১০ তোলা ; বীজের ফল ২-৪ আনা।

বর্ণনা—ছোট গুল্ম জাতীয় গাছ, মাঠে চাষ হয়, সূক্ষ্ম অথবা শক্ত লোমযুক্ত। পত্র লম্বা ও কণ্টকময়। পত্রপ্রান্ত করাতের ন্যায়। পুষ্পদণ্ডের পত্র ডিম্বাকৃতি ও লম্বা, গোড়া সবুজ বর্ণ, কাঁটাযুক্ত কিংবা কাঁটা থাকে না। ভিতরের পত্র ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু। ফুল নেবু রংবিশিষ্ট বা লালবর্ণ। পাপড়ি ৫টী, নরম নলের মধ্যে থাকে। ইহার ফুল কুঙ্কুমের ন্যায় বলিয়া ইহাকে গ্রাম্য কুঙ্কুম বলে। ফুল ডালের অগ্রভাগে থাকে। বীজ ক্ষুদ্র, মসৃণ, দেখিতে ক্ষুদ্র শঙ্খের ন্যায়। শীতকালে ফুল হয় এবং গ্রীষ্মকালে ফল পাকে। ভারতবর্ষে ইহা রং ও তৈলের জন্য চাষ হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহার বীজ, বিরেচক, বীজ হইতে যে তৈল বাহির হয় তাহা বাতে ও পক্ষাঘাতে হিতকর। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহার বীজ মৃদুবিরেচক ও সর্দ্দি নিবারক বলিয়া বিবেচনা করেন (Dymock)।

ইহার বীজ পেটে পুলটিস দিলে প্রসবের পর স্ত্রীলোকদিগের উদরস্ফীতি কমিয়া যায় ; ইহার তৈল মালিশ করিলে বাত আরাম হয় এবং ক্ষতের মালিশরূপে ব্যবহৃত হয় (Ainslie)।

ইহার বীজ মূত্রকর ও বলকারক (Dr. Stewart)।

ইহা অধিক মাত্রায় সেবন করিলে মৃদুবিরেচক, গরম রস ঘর্ম্মকর। আরক্ত স্ফোটকে ও হামে, কুসুম জাফরাণের স্থানে ব্যবহৃত হয়।

১৫ গ্রেণ পরিমাণ শুষ্ক ফুল খাইলে কামলা রোগ আরাম হয়। ইহার বীজের তৈল ৩।৪ বার পাঁচড়ায় লাগাইলে পাঁচড়া আরাম হইয়া যায়।

কুসুমের কচি পাতা সর্দ্দিতে হিতকর। ইহা দেহ বেশ গরম করিয়া দেয়। ইহার তৈল পশুদের ক্ষত আরাম করিতে ব্যবহৃত হয়।

ভারতের যুক্তপ্রদেশে ইহার সিদ্ধ বীজকে "হেরিরা" বলে। ইহা পেটের বেদনা নিবারক।

সিন্ধুদেশে ইহার বীজ স্নিগ্ধকর এবং তৈল মৃদুবিরেচক বলিয়া ব্যবহৃত হয় (Agric. Ledg., No. 11)।

কিসমিসের কাথের সহিত কুসুমবীজের কাথ পান করিলে অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র আরাম হয় (চরক)। কুসুমের পত্র দুগ্ধে দিলে দুগ্ধ জমিয়া যায় (R. N. Khory)।

কেশযুক্ত স্থানে কুসুম তৈল মর্দ্দন করিলে সেই স্থানে কেশ পুনর্ব্বার জন্মে না। (Fig 331.)

Genus—CHRYSANTHEMUM Linn.

332. C. coronarium Linn. (গুলচিনি)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 536B.

Ref.—F. B. I., iii, 314; Roxb., F. I., iii, 436; B. P., i, 619; Dymock, ii, 276.

জন্মস্থান—কাশ্মীর ও সিন্ধু দেশের ৯০০০ ফুট উচ্চে, লাদাক নামক স্থানে ১১৩০০ ফুট উচ্চে, উত্তরবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ ও আসামের উপত্যকায়, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনার বাগানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—স. সেবন্তিকা; বা. হি. গুলদাউদী, গুলচিনি; তে. চামান্তি; তা. সামন্তিপ্পূ; Eng. Garden Daisy.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল; শিকড়।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ; ৩-৪ ফুট উচ্চ; পত্র কাণ্ডের দুইদিকে যোড়া যোড়া হয়, পত্রের বিভক্ত অংশগুলি গভীর, পক্ষাকার। ফুলের মাথায় পাপড়ি অনেক আছে, ইহা পীতবর্ণ ও এক একটী ফুল হয়। পুষ্পের বহির্ভাগ, পীত অথবা শ্বেতবর্ণ। ফুল উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট, ফুলের ডাঁটা লম্বা। শীতকালে ফুল হয়, ফুল নানাবিধ রঙের হয়। ইহার আর এক জাতি আছে, উহার লাটিন নাম C. indicum, ইহার বাঙ্গালা ও হিন্দি নাম গুলচিনি বা চন্দ্রমল্লিকা। ইহার গুণ উপরোক্ত গাছের সমান।

ঔষধার্থে ব্যবহার—Dr. Dazell & Gibson বলেন, ইহার ফুল Chamomileএর তুল্য। ইহার শিকড় চর্ব্বণ করিলে আকরকরাব ন্যায় জিহ্বা কির্‌কির্ করে। দাক্ষিণাত্যের লোকেরা ইহার সহিত গোলমরিচ মিশাইয়া গনোরিয়ার ঔষধরূপে ব্যবহার করে (Pharm. Ind.)। C. cinerariaefolium এর ফুল হইতে যে 'Pyrethrin' তৈয়ারী হয় উহা কীট-পতঙ্গাদি মারিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। Dalmatia দেশে ইহার চাষ হয় ও ফুলের গুঁড়া Dalmation Insect Powder নামে রপ্তানি হয়। ভারতে কাশ্মীর অঞ্চলে ইহার চাষ আরম্ভ হইয়াছে। আশা করা যায় যে পশ্চিম ও পূর্ব্ব হিমাচলে ৫ হইতে ১০,০০০ ফুট উচ্চে ইহার চাষ করিলে সুফল পাওয়া যাইবে। (Fig. 332.)

Genus—ECLIPTA Linn.

333. E. alba Hassk. (কেশুরিয়া)

Fig.—Lamck., Ill., t. 687, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 530.

Ref.—F. B. I., iii, 304; Roxb., F. I., iii, 438; B. P., i, 610; Watt, iii, Pt. i, 210.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে জন্মে, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বৰ্দ্ধমান, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় সচরাচর পতিত জমিতে এবং আর্দ্রস্থানে জন্মে ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. কেশ্চারী, কেশরাজ. বা.-কেসুরিয়া ; হি. ভাঙ্গরা ; তা. কাইবিসিইলাই।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট গুল্ম। পত্র কাণ্ডের বিপরীত দিকে জন্মে, সচরাচর পত্রের গোড়া হইতে শাখা ও পুষ্পদণ্ড বাহির হয়। পত্রবৃন্ত ছোট, পত্র লম্বা, কিনারাগুলি কর্ত্তিত, পত্রের অগ্রভাগ ও গোড়ার দিক ক্রমশঃ সরু হইয়াছে, ১-৪ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পদণ্ড লম্বা, ফুলের মাথার ব্যাস ¼-⅓ ইঞ্চি। ফুল শ্বেতবর্ণ ; বীজ লম্বা ও কৃষ্ণবর্ণ ; একটী বীজকোষে অনেক বীজ থাকে। গাছগুলি সরস মৃত্তিকায় সচরাচর নর্দ্দামার ধারে জন্মে, ডাঁটায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোম আছে। এই গাছের সহিত অনেকে ভৃঙ্গরাজ গাছের গোলমাল করিয়া থাকেন। ইহার পত্র অপেক্ষা ভৃঙ্গরাজের পত্র অধিক চওড়া, এবং ইহার ফুলের বোঁটা অপেক্ষা ভৃঙ্গরাজের বোঁটা অধিক লম্বা ও ঈষৎ বক্র। কেসুরিয়ার ফুল শ্বেতবর্ণ, ভৃঙ্গরাজের (Wedelia Calendulacea) ফুল পীতবর্ণ। কেহ কেহ নীলপুষ্প ভৃঙ্গরাজ বলিয়া আর এক প্রকার ভৃঙ্গরাজের উল্লেখ করেন। নীলপুষ্প ভৃঙ্গরাজ দেখিতে পাওয়া যায় না, শ্বেতভৃঙ্গরাজ বা কেশরাজ অথবা কেসুত্তের ডাঁটা কৃষ্ণবর্ণ হইলে উহাকে নীল বা কৃষ্ণভৃঙ্গরাজ বলিয়া থাকে, সাধারণতঃ ইহার ডাঁটা ফিকে রক্তবর্ণ। আগাষ্ট মাস হইতে ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত কেসুরিয়ার ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকদের মতে ইহা একটী বলকারক ঔষধ। যকৃৎ বৃদ্ধিরোগে ও চর্ম্মরোগে হিতকর। ইহার রস খাইলে অথবা রস কেশযুক্ত স্থানে মাখিলে কেশ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। কেসুরিয়ার টাট্‌কা রস কামান স্থানে দিলে কেশ বৃদ্ধি হয় (Dutt)। ইহার পত্রের ২ ফোঁটা রসের সহিত ৮ ফোঁটা মধু ও কিছু সৌগন্ধ দ্রব্য, যেমন এলাচ, দারুচিনি মিশাইয়া খাওয়াইলে সদ্যোজাত শিশুর সর্দ্দি আরাম হয়। গুজরাট দেশে ইহা ক্ষতে প্রলেপ স্বরূপ ব্যবহার হয়। ইহা আঘাত জনিত ক্ষতের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কেসুরিয়ার টাটকা গাছ তিল তৈলের সহিত শ্লীপদে লাগাইলে শ্লীপদ আরাম হয়। ইহা শোথ ও যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় হিতকর। ইহার রস অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে বমন হয়। কেসুরিয়া একটী স্নিগ্ধকর ঔষধ। ইহা বেদনা নিবারক ও শোষক, ইহার রস তৈলের সহিত মিশাইয়া মাথায় মাখিলে মাথার বেদনা নিবারণ হয়।

গাল গলা ফুলিলে ও গরুর গলা ফুলিলে ছোটনাগপুরের লোকে ইহার শিকড় ব্যবহার করে (Rev. A. Campbell)। কামলা রোগে ও জ্বরে ইহার শিকড়ের রস এক চামচে পরিমাণ খাইলে বিশেষ কাজ করে। ইহার শিকড়ের রস ১৮০ গ্রেণ পরিমাণ ব্যবহার করিলে মূত্রের জ্বালা নিবারণ করে (Watt)। কেশরাজের রসে উপদংশ ক্ষত ধৌত করিলে উহা শীঘ্র আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)। ছাগের দুগ্ধ ও ইহার রস সমপরিমাণ মিশ্রিত করিয়া লৌহ

বা প্রস্তর পাত্রে রাখিয়া নস্য লইলে সূর্য্যাবর্ত্ত নামক শিরোরোগ আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)। বেলা বৃদ্ধির সহিত মাথা ধরা বাড়িলে উহাকে সূর্য্যাবর্ত্ত বলে।

মদ্যের সহিত বেল গাছের মূলের ছাল এবং সমপরিমাণ ইহার মূল লইয়া পেষণপূর্ব্বক খাইলে প্রসবের পর যোনিশূল আরাম হয়। কেশরাজ মূল জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে রক্ত অতিসার আরাম হয় (বঙ্গসেন)।

দুগ্ধ ও কেসুরিয়া রস ৮ সের যষ্টিমধুর কল্ক ৮ তোলা সহ একত্রে তিল তৈলে যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে কেশের অকালপক্কতা নিবারণ হয়। যে রোগীর অম্লপিত্তের জন্য আহারান্তে বমন হয়, তাহাকে হরীতকী ও সমপরিমাণ কেসুরিয়া চূর্ণ পুরাতন ইক্ষু গুড়ের সহিত খাওয়াইলে অম্লপিত্ত আরাম হয়।

কেসুরিয়া মূল ও হরিদ্রা শীতল জলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিষম ফোড়া আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

মধুর সহিত কেসুরিয়া রস পান করিলে কফ ও কাশি আরাম হয় (চরক)।

ইহার রস বিন্দু বিন্দু কর্ণে প্রবেশ করাইলে কর্ণশূল আরাম হয় এবং রস এরণ্ড তৈলের সহিত পান করিলে পেট হইতে কৃমি পতিত হয়।

কেসুরিয়া পত্রের রস বলকারক, রসায়ন, কাশি, প্লীহাবিবৃদ্ধি ও যকৃৎ দোষে ইহা জোয়ানের সহিত ব্যবহৃত হয় (R. N. Khory)।

কেসুরিয়া রসের সহিত কাঁজিতে সিদ্ধ মৎস্যের ডিম্ব ভক্ষণ করিলে রাতকানা আরাম হয়।

১০ গুণ পরিমাণ তিল তৈলের সহিত কেসুরিয়া রস যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে কাশ ও শ্বাস প্রশমিত হয়। (Fig. 333.)

Genus—ENHYDRA Lour.

334. E. fluctuans Lour. (হিংচা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 528B.

Ref.—F. B. I., iii, 304; Roxb., F. I., iii, 446; Watt, iii, Pt. i, 244, B. P., i, 610; Prain, H. II., 228.

জন্মস্থান—পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম, শ্রীহট্ট, বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায়, পুষ্করিণীর ধারে এবং খালের জলে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. হিলমোচিকা ; বা. হিংচা ; হি. হরহুচী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, মাত্রা ১৮০ গ্রেণ অথবা ১ তোলা।

বর্ণনা- সূক্ষ্মলোমযুক্ত জলজ উদ্ভিদ; কাণ্ড ১-২ ফুট, বহু শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট, প্রত্যেক গাঁইটে শিকড় জন্মে। পত্র ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, পাতার প্রস্থ সবগুলির সমান নহে।

পত্রের গোড়া সরু। সচরাচর জলের ধারে অথবা পুকুরের জলে ভাসিয়া থাকে। রস তিক্ত। ফুল শ্বেতবর্ণ। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্রের রস পিত্তনাশক; পত্রের ছেঁচা রস গনোরিয়া রোগের শান্তিকর, গরু কিংবা ছাগ দুগ্ধের সহিত সেব্য। হিংচা পাতা ছেঁচিয়া মস্তকে ধারণ করিলে মাথা ঠাণ্ডা হয় (Watt)। হিংচা যকৃৎ রোগে হিতকর। হিংচা সিদ্ধ করিয়া সরিষার তৈল ও লবণ যোগে সেবন করিতে হয়। হিংচার রস সমুদ্র ফেনার সহিত গায়ে মর্দ্দন করিলে গায়ের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

শ্বেতচন্দন চূর্ণ ও হিংচার রস বসন্তের প্রারম্ভে পান করিলে অথবা নিম্ব পত্রের রসের সহিত পান করিলে বসন্তের প্রকোপ কমিয়া যায়। (Fig. 334.)

Genus—GUIZOTIA Cass.

335. G. abyssinica Cass. (রামতিল)

Fig.—Wight, Ill., t. 132; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 533B.

Ref.—F. B. I., iii, 308; Roxb., F. I., iii, 441; B. P., i, 614, Prain, B. H., 229.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র শীতকালে চাষ হয়; হুগলী জেলার গোঘাট অঞ্চলে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. রামতিল, সোরগুঁজা, Eng. Niger seed.

ব্যবহার্য্য অংশ—তৈল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ। গাছ কোমল লোমাবৃত। পত্র ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা ছোট, পাতার কিনারাগুলি করাতের ন্যায় কর্ত্তিত। পুষ্প বিস্ফারিত, পাপড়ি ৫টী, ও মোটা, সবুজ বর্ণ। ইহা আফ্রিকাদেশীয় উদ্ভিদ, ১৮০০ খৃঃ ভারতে আসে; বেরারের রাজার বৃটিশ রেসিডেণ্ট এবং Mr. Heyne বাঙ্গালোর হইতে কলিকাতার বোটানিক গার্ডেনে পাঠাইয়া দেন (Roxb., Flora Indica, iii, 441)। শীতকালে ইহার চাষ হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার তৈল জ্বালানীর জন্য ব্যবহার হয় এবং কখন কখন তিল তৈলের স্থানে ব্যবহৃত হয়; তিল তৈল অপেক্ষা ইহা অপকৃষ্ট। এই তৈল মিষ্ট, ইহা তিল তৈলের সহিত ব্যবহৃত হয় (Dymock)। (Fig. 335.)

Genus—SAUSSUREA DC.

336. S. lappa Clarke (কুড়)

Fig.—Dcne. in Jacq. Voy. Bot., t. 104; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 551B.

Ref.—F. B. I., iii, 376; Dymock, ii, 296.

জন্মস্থান—কাশ্মীর।

বিভিন্ন নাম—সং. কুষ্ঠ; কাশ্মীরজ; বা. কুড়; Eng. Costus root.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল; মাত্রা, মূলচূর্ণ ½-৩ আনা; কাথ, ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—কাণ্ড ৬-৭ ফুট, কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর মত মোটা। প্রধান পত্রদণ্ড ২-৩ ফুট লম্বা। ফুলের শাখা শক্ত, পাপড়ি অনেক আছে, বেগুণে রংএর ও কোমল লোমযুক্ত। পুষ্পস্তবক ঘোর বেগুণে, ⅓ ইঞ্চি, বীজ ⅓ ইঞ্চি, চেপ্টা ও বক্র। ইহা নদীতটে জন্মে বলিয়া ইহার আর এক নাম "বাপ্য"। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ইহার ফুল ও ফল হয় এবং সেই সময়ে মূল তুলিতে হয়। কাশ্মীর হইতে কুষ্ঠ চীন প্রভৃতি দেশে প্রেরিত হয়। আমাদের দেশে যেমন ঘরে ধূনা দেয়, চীন দেশের লোকে সেইরূপ কুড় ঘরে জ্বালাইয়া থাকে। Dr. Dymock কুষ্ঠকে পুষ্কর মূল বলিয়াছেন। কুড়কে Costus root বলে। আমাদের দেশের লোকের অনেক দিন হইতে ধারণা ছিল যে বাঙ্গালার যে "কেউ" গাছ (Costus speciosus Smith) জন্মে উহাই কুড় গাছ। কিন্তু "কেউ" গাছের মূলের গন্ধ কুড়ের ন্যায় নহে। Dr. Falconer তাঁহার লিখিত একটী প্রবন্ধে (Trans. Linn. Soc., Vol. xix, Pt. 1, page 23, 1842) স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে S. lappaই আয়ুর্ব্বেদোক্ত প্রকৃত কুষ্ঠ। কুষ্ঠের অপর নাম কাশ্মীরজ অর্থাৎ কাশ্মীর দেশীয় গাছ। বাঙ্গালায় ইহাকে পাচক মূল বলে (Royle, Illustration)। Royle দুই প্রকার কুষ্ঠের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা মিষ্ট ও তিক্ত। তিক্ত কুষ্ঠের নাম "কুস্ত-ই-তলস্ম" এবং মিষ্ট কুষ্ঠকে "কস্ত-ই-সিরিন" বলে। Royle যে তিক্ত কুষ্ঠের নাম করিয়াছেন উহা Aplotaxisএর মূল। কুষ্ঠের দুই প্রকার গাছ নাই, সম্ভবতঃ পক্ক অবস্থায় তুলিলে মিষ্ট ও অপক্ক অবস্থায় তুলিলে তিক্ত হয়। তিক্ত কুষ্ঠকে নব্য জাতীয় বৈদ্যেরা (Indian Costus) বা পুষ্কর মূল এবং মিষ্ট কুষ্ঠকে (Orris root—Iris Florentina) বলেন। এস্থলে Dr. Dymockএর সহিত মতভেদ হইতেছে। যে কুষ্ঠের বর্ণ ফিকে, চিবাইলে উষ্ণবোধ ও জিহ্বা চিন্‌চিন্ করে উহা ভাল কুষ্ঠ। যে কুষ্ঠ মৃগশৃঙ্গের ন্যায় এবং ভাঙ্গিলে গুঁড়া পড়ে না উহা উৎকৃষ্ট।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদে কুষ্ঠের বহুকাল হইতে ব্যবহার আছে। ইহা ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক, বলকারক এবং বায়ু ও পিত্ত প্রকোপে যে সকল রোগ হয় তাহার শান্তিকারক ও হাঁপানী নিবারক। ইহা প্রাচীন কালে অহিফেনের পরিবর্ত্তে হুঁকায় সাজিয়া ধূমপান স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। ইহার মূল সৌগন্ধযুক্ত, উত্তেজক, সর্দ্দি, হাঁপানী, জ্বর, অজীর্ণ ও চর্ম্মরোগ নিবারক (Dutt)।

ইহা শুষ্ক করিয়া ক্ষতে লাগাইলে ক্ষত আরাম হয়। ইহার দ্বারা কেশ ধৌত করিলে কেশ পরিষ্কার হয়। ইহা কলেরা রোগে উত্তেজক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার মূল সৌগন্ধযুক্ত, পশমী কাপড়ে দিলে কাপড়ে পোকা ধরে না।

কুষ্ঠ অন্ত্রের রোগ নিবারক ও বলকারক, এই জন্য Typhus রোগের পরিপক্ক অবস্থায় প্রযোজ্য। পাঞ্জাব দেশে ইহার গুঁড়া ক্ষতে এবং পাঁচড়ায় ব্যবহার হয়। ইহা একটী উৎকৃষ্ট রসায়ন।

কাশ্মীরের লোকে ইহার মূলের সহিত অপরাপর গাছের মূল ভেজাল দিয়া থাকে। যে কুষ্ঠের বর্ণ ফিকে, শুষ্ক, নিরেট ও যাহা কীটদষ্ট নহে, যাহাতে ঝাঁজ নাই এবং যাহা চর্ব্বণ করিলে গরম বোধ হয় এবং জিহ্বা চিন্ চিন্ করে তাহাই উৎকৃষ্ট। উৎকৃষ্ট কুষ্ঠের পরিচয় চক্রদত্তে এইরূপ লিখিত আছে—

ভঙ্গে মনাগপি নচেন্নিপতন্তি ততঃ কণাঃ।
মৃগশৃঙ্গোপমং কুষ্ঠং।

অর্থাৎ যাহা ভাঙ্গিলে গুঁড়া বাহির হয় না ও দেখিতে হরিণ শৃঙ্গের ন্যায় তাহাই উৎকৃষ্ট কুষ্ঠ।

মাতুলুঙ্গ (Citrus medica) নেবুর ভিতর কুড় এক সপ্তাহ রাখিয়া মধুসহ পেষণ করিয়া লেপন করিলে মুখের কৃষ্ণদাগ নষ্ট হইয়া মুখের কান্তি বর্দ্ধিত হয়।

কুড় ও এরণ্ডমূল কাঁজিতে পেষণ করিয়া মস্তকে লেপন করিলে শিরঃপীড়া আরাম হয় (শার্ঙ্গধর)।

মস্তকে বহুমুখবিশিষ্ট ক্ষত হইলে উহা আরাম করিবার জন্য কুড়চূর্ণ কাঠখোলায় ভাজিয়া তিলতৈলযোগে প্রলেপ দিলে উহা শীঘ্র আরাম হয়।

কুষ্ঠমেরণ্ডতৈলেন লেপাৎ কাঞ্জিকপেষিতম্।
শিরোঽর্ত্তিং বাতজাং হন্যাৎ পুষ্পং বা মুচুকুন্দজম্॥ শার্ঙ্গধর

আরও লিখিত আছে :—

কুষ্ঠসৈন্ধবয়োঃ কল্কশ্চুক্রতৈলসমন্বিতঃ।
সুখোষ্ণো মর্দ্দনে যোজ্যঃ খল্লীশূলনিবারণঃ॥ ভাবপ্রকাশঃ

কুড় বলকারক, ত্রিদোষনাশক, আক্ষেপনিবারক, কামোত্তেজক। ইহার কাথ (১ : ১০) অল্প এলাচ দিয়া খাইলে সর্দ্দি, হাঁপানী, পুরাতন বাত, চর্ম্মরোগ এবং অজীর্ণ আরাম হয়।

হিঙ্গ ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, শুঁট ৪ ভাগ, জোয়ান ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, চিতা ৭ ভাগ এবং কুড় ৮ ভাগ যোগে অগ্নিমুখচূর্ণ প্রস্তুত হয়। উক্ত দ্রব্যগুলি গুঁড়া করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হয়। ইহা ঘোল অথবা মদ্যের সহিত সেবন করিলে অজীর্ণ ও ক্ষুধামান্দ্য আরাম হয়; মাত্রা ২০-৪০ গ্রেণ।

কুড়ের গুঁড়া ক্ষতে লাগাইলে ক্ষত পূরিয়া আইসে ও শীঘ্র আরাম হইয়া যায়। কুড়ের গুঁড়া দিয়া মাথা ঘষিলে মাথার চুল পরিষ্কার হয়। সরিষার তৈলে সমপরিমাণ কুড় ও

সৈন্ধব-লবণ দিয়া কাঁজিতে মিশ্রিত করিবে, উহা সন্ধিস্থলে লাগাইলে পুরাতন বাত আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

ফুড় পশমী বস্ত্রের সহিত রাখিলে কাপড়ে পোকা লাগে না। ইহার শীকড়ের গুঁড়া অথবা সুরাসার সর্দ্দি ও হাঁপানী-নাশক। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের মতে ইহা উত্তেজক, বায়ু ও পিত্তনাশক, সর্দ্দি, শ্বাস ও জ্বর-নিবারক। ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক, পার্শ্বশূল, শোথ ও কামলা রোগ নিবারক। ইহার মলম ক্ষতের পক্ষে হিতকর। গোলাপ জলে পিশিয়া ইহার প্রলেপ দিলে হস্তপদের স্ফীতি ও শিরঃপীড়া আরাম হয়। (Fig. 336).

Genus—XANTHIUM Linn.

337. X. strumarium Linn. (বনওকড়া)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 528A.

Ref.—F. B. I., iii, 303 ; Roxb., F. I., iii, 601 ; B. P., i, 607 , Prain, H. H., 227.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশে পাওয়া যায়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় পুকুরের কিনারায়, খালের ধারে এবং পতিত জায়গায় দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. অরিষ্ঠ ; বা. বনওকড়া ; হি. ছোট গক্ষুর ; তা. মারলুমুলতা ; তে. ভেরিটেলনেপ।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ্।

বর্ণনা—বর্ষজীবী এবড়োখেবড়ো লোমযুক্ত গুল্ম। কাণ্ড ছোট, দৃঢ়, অল্প শাখাযুক্ত, পাতায় দাগ আছে। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ত্রিকোণাকার বা হৃৎপিণ্ডাকৃতি, দাঁতযুক্ত। পত্র দেখিতে অনেকটা বেগুন পাতার ন্যায় খস্খসে। ফুল উপরিভাগে যোড়া যোড়া হয়। পুষ্পদণ্ড ½ ইঞ্চি লম্বা ও সোজা। ফল কণ্টকময়, পত্রের গোড়ায় কাণ্ডের দুইদিকে এক একটী ফল হয়। শীতকালে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে ইহার কণ্টকময় ফলগুলি স্নিগ্ধ বলিয়া কথিত আছে। ইহা বসন্ত রোগে দেয় (Stewart)।

চীনদেশে ইহার কাঁটা ও লোমগুলি ঔষধে ব্যবহার করে (Watt)।

আরবদেশীয় চিকিৎসকগণ বলেন যে ইহা চক্ষু-উঠা-নিবারক, এবং দূষিত শুক্র ও মূত্রযন্ত্রের রোগে হিতকর। ইহা পেট-বেদনা-নিবারক, মূত্রকর ও উৎকৃষ্ট রসায়ন।

হিন্দুরা সমগ্র গাছকে ঘর্ম্মকর এবং শান্তিকর বলেন এবং ইহা বহুদিনের পুরাতন ম্যালেরিয়া-জ্বর নাশক।

ইহার বীজ প্রাদাহিক ফুলায় হিতকর। আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া দেশে এই গাছ গৃহপালিত গো, মহিষ ও শূকরাদির পক্ষে বড়ই ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত হয় (Dymock)।

ইহা মূত্রকর ও লালানিঃসারক, মাত্রা শুষ্ক পত্র ১০ গ্রেণ।

দক্ষিণ ভারতের লোকে ইহার কচিপাতা ও ফুল অর্দ্ধ-শিরঃশূল নিবারণের জন্য কর্ণে বাঁধিয়া দেয়।

ইহা মূত্রযন্ত্রের পীড়ায় হিতকর এবং মূত্রযন্ত্রের বেদনা ও জ্বালা নিবারণ করে। মধুমেহ ও প্রদর-রোগে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাত্রা গাছের রস এবং গুঁড়া প্রত্যেকটী ১০ গ্রেণ। ইহা অতিরজঃ-রোগে হিতকর (Watt)। (Fig. 337)

Genus—WEDELIA Jacq.

338. W. calendulacea Less. (ভীমরাজ)

Fig.—Burm. Zeyl., 52, t. 22, Fig. 1; Wight, Ic., t. 1170; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 531.

Ref.—F. B. I., iii, 306; B. P., i, 611; Voigt, 414; Prain, H. H., 228.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থানে জন্মে; আসাম, শ্রীহট্ট, পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় নদীর কিনারায়, খাল ও পুকুরের ধারে নরম আর্দ্রমৃত্তিকায় জন্মে; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. ভৃঙ্গরাজ; বা. ভীমরাজ; হি. পীতভৃঙ্গী, ভাংরা; বম্বে—পিওলা, ভাংরা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, বীজ, ফুল।

বর্ণনা—সূক্ষ্ম লোমযুক্ত গুল্ম, কাণ্ড ৬-৯ ইঞ্চি, ইহার নীচের গাঁইটে শিকড় জন্মে। পত্র ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা ছোট, পত্র লম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, পত্রের কিনারা কর্ত্তিত করাতের দাঁতের ন্যায়, পত্রের উভয়দিকে শ্বেতবর্ণ লোম আছে। মস্তকে এক একটী পীতবর্ণ ফুল জন্মে। ফুল ১-১½ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, পাপড়ি কর্ত্তিত ও লোমযুক্ত, ফুলের বাহিরের পাপড়ি ৪-১২টী বিস্তৃত, ভিতরের পাপড়ি ২০টী, ছোট, সরু ও বক্র। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়। ভৃঙ্গরাজের আর এক প্রকার জাতি আছে, উহার লাটিন নাম Wedelia scandens Clarke (B. P., i, 612 এবং Prain, H. H., 228); এই গাছ বহুপরিমাণে পশ্চিম সুন্দরবনে নদীর কিনারায় ঝোপের উপর লতাইয়া থাকিতে দেখা যায় এবং গঙ্গানদীর ধারে হাওড়া ও হুগলীর নিকটবর্ত্তী স্থানে অল্প পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ইহার ডাঁটা ঈষৎ রক্তবর্ণ। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ভৃঙ্গরাজের পত্র পক্বকেশ রং করিতে এবং কেশবৃদ্ধি করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। পত্রের রস নস্য-স্বরূপ নাকে দিলে শিরঃশূল আরাম হয় (Dutt)।

ভৃঙ্গরাজ বীজ, ফুল ও পত্রের কাথ বহু রোগের আক্রমণ নিবারণ করে (Ainslie)।

ইহার পত্র বলকারক, ইহা সর্দ্দি, শিরঃশূল, ইন্দ্রলুপ্ত ও চর্ম্মরোগ নিবারক (Dutt)।

ভৃঙ্গরাজের কাথ জননেন্দ্রিয় হইতে রক্তস্রাব ও অতিরজঃ-রোগে হিতকর। ভৃঙ্গরাজের রস ও অপরাপর কয়েকটী গাছের কল্ক-যোগে ভৃঙ্গরাজ তৈল প্রস্তুত হয়; যথা—

> ভৃঙ্গরাজরসেনৈব লোহকিট্টং ফলত্রিকম্।
> সারিবা চ পচেৎ কল্কৈস্তৈলং দারুণনাশনম্।
> অকালপলিতং কণ্ডূমিন্দ্রলুপ্তঞ্চ নাশয়েৎ। শার্ঙ্গধর

ভৃঙ্গরাজ রস, লোহাচূর্ণ, হরীতকী, আমলকী ও অনন্তমূলের কল্কসহ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মস্তকে মর্দ্দন করিলে কেশপতন, কেশের অকালপক্বতা ও ইন্দ্রলুপ্ত আরাম হয়।

Eclipta alba (কেসুরিয়া) গাছকেও সংস্কৃতে ভৃঙ্গরাজ বলে, কেশবর্দ্ধনে ও পক্বকেশ কলপ করিবার জন্য উক্ত গাছেরও শক্তি আছে, তবে উভয় গাছ ভিন্ন। পূর্ব্ববর্ত্তী গাছটীর পত্র কর্ত্তিত, পত্রে ও কাণ্ডে লোম আছে, দ্বিতীয় গাছটীর কাণ্ডে লোম নাই, পত্রে শ্বেতবর্ণ অস্পষ্ট লোম আছে। Eclipta alba গাছের কাণ্ডের গোড়া হইতে ফেঁকড়ি বাহির হয়, কিন্তু ইহার গাঁইটের গোড়া হইতে প্রায়ই ফেঁকড়ি বাহির হয় না। প্রথম গাছটী প্রায়ই খাড়াভাবে হয় আর W. calandulacea গাছ জমির উপর কতকটা গড়াইয়া গড়াইয়া যায়। অপরাপর গুণ দুইটী গাছের ভিন্ন প্রকার। (Fig. 338.)

Genus—SPHAERANTHUS Linn.

339. S. indicus Linn. (মুড়মুড়িয়া)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 524.

Ref.—F. B. I., iii, 257; F. I., iii, 446; B. P, i, 601; Prain, H. H., 226; Voigt, H. S., 409.

জন্মস্থান—কুমায়ুন হইতে সিকিম পর্য্যন্ত প্রায় ৫০০০ ফুট উচ্চ স্থানে দেখা যায়। আসাম, শ্রীহট্ট, সিংহল, সিঙ্গাপুর। বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত জেলায় ধান্যক্ষেত্রে অথবা উচ্চ কলাইক্ষেত্রে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. মুণ্ডী; বা. মুড়মুড়িয়া, মুণ্ডী, ছাগলনাদী; হি. মুণ্ডী, গোরক্ষ, আমলী; তে. বড়তারাপু; তা. কারাণ্ডুই।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, শিকড়, ত্বক্, ফুল।

বর্ণনা—ছোট বর্ষজীবী গুল্ম, প্রায় ১ ফুট উচ্চ, শাখাগুলি বিস্তৃত, পাতার কিনারাগুলি কর্ত্তিত। ইহা ধান্যক্ষেত্রে ও কলাইক্ষেত্রে জন্মে। কাণ্ড গোলাকার; পত্র ১-২ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, গোড়াটী কখন কখন ক্ষয়প্রাপ্ত, করাতের ন্যায় দাঁতযুক্ত, উভয়দিকে শ্বেতবর্ণ লোম আছে। বোঁটা ছোট, পুষ্পদণ্ড ৳-৳ ইঞ্চি গোলাকার, ইহার ফুল বেগুনে, ফল মসৃণ। ইহার আর এক জাতি আছে, উহার লাটিন নাম S. africanus Linn. (B. P., i, 601, Voigt, 409)। উভয় গাছের গুণের বিশেষ পার্থক্য না থাকায় আলাদা লেখা হইল না। শীতকাল হইতে গ্রীষ্মকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ ও শিকড় কৃমিনাশক। শিকড়ের গুঁড়া অন্ত্র-রোগ-নিবারক এবং ছাল ঘোলের সহিত সেবন করিলে অর্শরোগ একেবারে সারিয়া যায় (Rheede)। যাভা দেশে ইহা মূত্রকর ঔষধ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। Mokhzan পুস্তকের লেখক বলেন, ইহা একটী বীর্য্যবান্ বলকারক ঔষধ এবং ত্রিদোষ-নাশক; যে ব্যক্তি ইহা ব্যবহার করে তাহার মূত্রে ও ঘর্ম্মে গাছের গন্ধ অনুভূত হয়। পিত্তপ্রকোপে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় এবং ইহা অনেক প্রকার ফোড়া ও ব্রণের রক্ত সারাইয়া সাম্যাবস্থায় আনয়ন করে। তিনি আরও বলেন যে হিন্দুরা এই গাছ বাটিয়া চিনি, ঘৃত ও ময়দা-সংযোগে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে। কথিত আছে, মুড়মুড়িয়ার রস প্রত্যহ খাইলে চুল শীঘ্র পাকে না এবং মাথার চুল পড়িয়া যায় না। ইহার শিকড় হইতে এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়; জলে ভিজাইয়া তিল-তৈলে পাক করিতে হয়, জলীয় অংশ উপিয়া যাইলেই পাক করা হইল। ইহার ক্বাথ একটী উৎকৃষ্ট রসায়ন। অল্প পরিমাণ রস প্রত্যহ প্রাতে খালি পেটে ৪১ দিন ব্যবহার করিলে শরীরের বেশ পুষ্টি হয় এবং কান্তি, বল ও বীর্য্য বর্দ্ধিত হয় (Dymock)। পাঞ্জাব দেশে ইহার ফুল স্নিগ্ধকর, বলকারক ও জ্বরনাশক বলিয়া কথিত আছে (Stewart)। (Fig. 339.)

Genus—TAGETES Linn.

340. T. erecta Linn. (গেঁদাফুল)

Fig.—Bot. Mag., t. 150.

Ref.—B. P., i, 607; Dymock, ii, 321; Prain, H. H., 227; Voigt, H. S., 417.

জন্মস্থান—ইহা মেক্সিকো দেশীয় ফুলের গাছ; এক্ষণে বঙ্গদেশের বহুস্থানে বাগানে ও লোকের বাড়ীতে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. গেঁদা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—খাড়া গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্‌, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পত্র কাণ্ডের উভয় দিকে জন্মে এবং পক্ষাকারে বিন্যস্ত। ফুলের মস্তক বহু পাপড়িযুক্ত, উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট। ফুল হরিদ্রাবর্ণ, ফিকে হরিদ্রা, বেগুনে প্রভৃতি রংএর আছে। গাঁদার অনেক Variety আছে, কোনটীর ফুল বড়, কোনটীর ছোট, কোনটীর বেগুনে রং এবং কোনটীর হরিদ্রা প্রভৃতি রং হয়। ফুলের বীজ লম্বা ও কৃষ্ণবর্ণ। কখন কখন কাণ্ডের গাত্র হইতে শিকড় বাহির হয়। গাঁদা ডাল কাটিয়া রোপণ করিলে ফুল বেশ বড় হয়। ফুল বর্ষার শেষে ও শীতকালে জন্মে। শীতকালের শেষভাগে বীজ পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—গাঁদাফুলের পাপড়ির রস ১ তোলা এবং ১ তোলা পরিমাণ মাখম ক্রমাগত তিন দিন খাইলে অর্শের রক্তস্রাব নিবারণ হয়। ইহার রক্ত পরিষ্কার করিবার শক্তি আছে। কোন স্থান কাটিয়া যাইলে ইহার পত্র ছেঁচিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ হয় এবং বেদনা কমিয়া যায়, এমন কি কর্ত্তিত অংশ পুনরায় জুড়িয়া যায়। ইহা যক্ষ্মা রোগে হিতকর (Amsterdam Catalogue)। (Fig. 340.)

Genus—CENTIPEDA Lour.

341. C. orbicularis Lour. (মেচেতা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 538.

Ref.—F. B. I., iii, 317; Roxb., F. I., iii, 423, B. P., i, 620 · Prain, H. H., 230, Voigt, H. S., 420.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতের সমতল ভূমিতে জন্মে; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা জেলায়, আর্দ্র জমিতে ও শস্যক্ষেত্রে সর্ব্বত্র দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. মেচেতা, হাচুতি; হি. নাক-চিকনী।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ্‌, মাটীতে বিস্তৃত থাকে, চিক্কণ লোমযুক্ত। শাখাপ্রশাখা অনেক হয়, কাণ্ড ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা, অবনত ও পত্রপরিপূর্ণ। পত্র ডিম্বাকৃতি, ৳-½ লম্বা। পুষ্পের মস্তক গোলাকৃতি, এক একটী হয়, ব্যাস ১/১৬-৳, বোঁটা ছোট। স্ত্রীপুষ্প স্তবক অতিশয় ক্ষুদ্র ও লম্বা। পত্র কর্ত্তিত। ফলে কাঁটা কাঁটা লোম আছে। শীতের শেষ ভাগে জন্মে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছোট ছোট বীজের গুঁড়া হিন্দু বৈদ্যেরা হাঁচি বৃদ্ধিকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা শিরঃপীড়া ও শীতলবায়ু লাগিয়া সর্দ্দি হইলে ব্যবহৃত হয় (Dymock)।

এই গাছ সিদ্ধ করিয়া এবং বাটিয়া গণ্ডদেশে লাগাইলে দাঁতের বেদনা আরাম হয় (Stewart)।

হাচুতি অর্দ্ধ-শিরশূল রোগে ব্যবহৃত হয় (Watt)।

ভারতীয় লেখকেরা ইহাকে উষ্ণবীর্য্য বলিয়া থাকেন, ইহা পক্ষাঘাত, গেঁটেবাত ও কৃমি রোগে ব্যবহার হয়। (Fig. 341.)

Genus—SONCHUS Linn.

342. S. arvensis Linn. (বন পালং)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 562.

Ref.—F. B. I., iii, 414; Roxb., F. I., iii, 102, B. P., i, 629; Prain, H. H., 231.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে বন্য অবস্থায় অথবা চাষ জমিতে জন্মে, খাসিয়া পাহাড় এবং হিমালয়ের ৪০০০ ফুট উচ্চে সাধারণতঃ দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনা এবং বর্দ্ধমান জেলার বাগানে কিংবা পতিত জমিতে স্থানে স্থানে দেখা যায়, কিন্তু সচরাচর অধিক পরিমাণে জন্মে না।

বিভিন্ন নাম—বা. বনপালং; পাঞ্জাব—ভাংগাবা, হি সহদেবী-বরি।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ্।

বর্ণনা—দুগ্ধের ন্যায় আঠাযুক্ত লম্বা গুল্ম, মূলদেশ অনেক দিন থাকে, পুরাতন মূল হইতে আবার নূতন গাছ হয়, কাণ্ড ৩৪ ফুট উচ্চ, চিক্কণ লোমযুক্ত ও ফাঁপা, পত্র পক্ষাকার, ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, পত্রাংশ নীচের দিকে অবনত, দাঁতগুলি ছোট, গোড়াকার অংশ গোলাকার। ফল সরু, চেপ্টা, প্রত্যেক দিকে শিরা আছে। শীতের সময় ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা গরুতে খাইতে অতিশয় ভালবাসে। কাটিলে দুগ্ধের মত আঠা বাহির হয়, পরে উহা জমিয়া টাটকা আফিংএর মত হয় (Roxb.)।

সাঁওতালেরা ইহার শিকড় কামলা রোগে ব্যবহার করে (Revd. Campbell)। (Fig. 342.)

LIX. PLUMBAGINEAE

Genus—PLUMBAGO Linn.

343. P. zeylanica Linn. (চিতা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x, t. 8; Wight, Ic., t. 179; Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., t. 574.

Ref.—F. B. I., iii, 480; Roxb., F. I., iii, 462; B. P., i, 639; Prain, H. H., 232; Voigt, H. S., 438.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, দক্ষিণভারত ও কুমায়ুন প্রভৃতি স্থানে সাধারণতঃ জন্মে; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় জঙ্গলে ও বাগানের কিনারায় এবং বহুদিনের পতিত জমিতে জন্মে, কেহ কেহ বাগানে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—স. হি. চিত্রক, অগ্নিশিখা; বা. চিতা; তা. বেনচিত্তিরা; তে. তেলচিত্র। Eng. White Leadwort.

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়। মূলচূর্ণ, ½-১ আনা। মাত্রা অধিক হইলে বিষবৎ ক্রিয়া প্রকাশ পায়, অতএব স্বাস্থ্য দেখিয়া মাত্রা ঠিক করা উচিত।

বর্ণনা—বর্ষজীবী বা অধিক দিন স্থায়ী গুল্ম; গাছ ৪-৫ ফুট উচ্চ হয়। মূল হইতে প্রতি বৎসর গাছ বাহির হয়; গাছের মূল অঙ্গুলিবৎ মোটা, অনেকটা শতমূলীর মূলের ন্যায়। পত্র ৩ ইঞ্চি লম্বা এবং ১½ ইঞ্চি চওড়া, অগ্রভাগ সরু, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত; বোঁটা ¼ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড চট্‌চটে; ৪-১২ ইঞ্চি বহুশাখাবিশিষ্ট। পুষ্পস্তবক ½ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি। ফুল শ্বেতবর্ণ, গন্ধহীন উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট। বহির্ব্বাস ⅓-½ ইঞ্চি লম্বা ⅟₁₆ ইঞ্চি চওড়া, দাঁতগুলি ছোট। পুষ্পনল ¾-১ ইঞ্চি, অবনত ৫ অংশে বিভক্ত, প্রায় ½ ইঞ্চি লম্বা; স্ত্রীপুষ্পের মস্তক আঠাযুক্ত, দুই ভাগে বিভক্ত। শুঁটী পরদাবিশিষ্ট, লম্বা ধারাল। বীজ লম্বা, শীতকালে ফুল হয়। ফল পাকিতে প্রায় একমাস লাগে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় পরিপাকশক্তি ও ক্ষুধাবৃদ্ধিকর, অজীর্ণ, অর্শ, সর্ব্বাঙ্গীন শোথ উদরাময় ও চর্ম্মরোগে হিতকর (Hindu Met. Med.)।

শিকড়ের ছালের অরিষ্ট জ্বরনাশক। Dr. Oswald বলেন যে অবিরাম জ্বরে ইহা একটী চমৎকার ঔষধ এবং ঘর্ম্মকর (Pharm. Ind.)।

বাতের বেদনা ও পেটফাঁপায়, চিতামূল, আমলকী, ছোট কালহরিতকী, পিপুল, পিপুলের মূল এবং সৈন্ধব লবণ ৬ আনা পরিমাণ গুঁড়া গরম জলের সহিত সন্ধ্যায় শয়নকালে সেব্য (Dymock)।

Dr. Taylor বলেন, ইহার আম নিঃসারণ করিবার ক্ষমতা আছে। চিতার দুধের ন্যায় রস অপরিপক্ক ফোড়ায় ও পাঁচড়ায় দিলে উহা আরাম হইয়া যায় (Watt)।

মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে জ্বালাকর ও সন্দিনাশক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বাত ও প্লীহানাশক এবং পরিপাক শক্তি বৃদ্ধিকরণে হিতকর। চিতা গর্ভস্রাবকারক। চিতা দুগ্ধ ও লবণের সহিত বাটিয়া কুষ্ঠে ও চর্ম্মরোগে লাগাইলে শীঘ্র রোগ সারিয়া যায়। ফোস্কা উঠিতে আরম্ভ হইলে উহা উঠাইয়া ফেলা উচিত (Dymock)।

চিতার শিকড়, সৈন্ধবলবণ, হরীতকী এবং পিপুল সমপরিমাণ লইয়া গুঁড়া করিতে হইবে, অনন্তর ৪০ গ্রেণ মাত্রায় গুঁড়া প্রত্যেকবারে ব্যবহার করিলে অজীর্ণ আরাম হয়।

চিতামূল, ইন্দ্রযব, পাঠার শিকড় (Stephenia hernandifolia), কটকী, অতিষ এবং হরীতকী, প্রত্যেক সমপরিমাণ একত্রে গুঁড়া করিয়া ৩০ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিলে পেটফাঁপা ও অজীর্ণ আরাম হয়। (সুশ্রুত)

চিত্রকেন্দ্রযবাঃ পাঠা কুটুকাতিবিষাভয়াঃ।
মহাব্যাধিপ্রশমনো যোগঃ ষড্‌ধরণঃ স্মৃতঃ॥ চক্রদত্তঃ

চিতার মূল বাটিয়া ফোড়ায় দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়।

ইহার মূল গোমূত্রের সহিত পান করিলে কুষ্ঠ আরাম হয়। (সুশ্রুত)

দুগ্ধে চিতামূল নিক্ষেপ করিয়া দধি করিবে, সেই দধিতে ঘোল (তক্র) প্রস্তুত করিয়া পান করিলে অর্শ আরাম হয়। (বাগ্‌ভট)

চিতার মূল ছায়ায় শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে; সেই চূর্ণ গব্যঘৃত, মধু, দুগ্ধ কিংবা জলের সহিত পান করিলে মানব মেধাবী ও সুপুরুষ হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে।

চিতামূল চূর্ণ একমাস তিল তৈল যোগে পান করিলে দুস্তর বাত প্রশমিত হয়। চিতামূলের কাথে যথাবিধ ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে গুল্ম, শোথ ও উদরী আরাম হয়।

গর্ভিণীকে উপযুক্ত মাত্রায় চিতামূল খাওয়াইলে তাহার গর্ভ নষ্ট হইয়া যায়, ইহাতে শিশু জীবিত বা মৃত অবস্থায় বাহির হয়।

চিতা একটী অগ্নিদীপক ঔষধ, ইহার যোগে বড়বানলচূর্ণ প্রস্তুত হয়। এই চূর্ণ ক্ষুধাবৃদ্ধি করে, অজীর্ণ ও অম্লরোগ বিনষ্ট হয়। নিম্নলিখিত কয়েকটী ঔষধের যোগে বড়বানলচূর্ণ তৈয়ারী হয়; যথা—

সৈন্ধবং পিপ্পলীমূলং পিপ্পলীচব্যচিত্রকম্।
শুণ্ঠী হরীতকী চেতি ক্রমবৃদ্ধ্যা বিচূর্ণয়েৎ।
বড়বানলনামৈতচ্চূর্ণং স্যাদগ্নিদীপনম্! শার্ঙ্গধর

অর্থাৎ সৈন্ধব ১ তোলা, পিপুলমূল ২ তোলা, পিপুল ৩ তোলা, চই ৪ তোলা, চিতা ৫ তোলা, শুঁঠ ৬ তোলা ও হরীতকী ৭ তোলা, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইলে বড়বানল চূর্ণ হইল।

চিতা, শুঁঠ, হিঙ্গু, পিপুল, পিপুলমূল, চই, বনযোয়ান ও মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকটী ২ তোলা, স্বর্জ্জিকা (সাঁচিক্ষার), যবক্ষার, সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, বীটলবণ, সামুদ্রিক ও রোমকলবণ, ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা পরিমাণ দাড়িম্ব বা নেবুর রসে ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। এই চূর্ণ সেবন করিলে, গুল্ম, গ্রহণী, আমজনিত পীড়া ও কফ নষ্ট হয়। ইহা অগ্নিদীপক ও রুচিকর (শার্ঙ্গধর)। এই চূর্ণকে চিত্রকাদ্য চূর্ণ বলে। (Fig. 343.)

344. P. rosea Linn. (রক্তচিতা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 574B.

Ref.—F. B. I., iii, 481 ; B. P, i, 639 ; Prain, H. H., 232 ; Voigt, 439.

জন্মস্থান—সিকিম, খাসিয়া পাহাড়, কোচবেহার, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলার জঙ্গলের ধারে ও বহুদিনের পতিত জমিতে এবং বাগানে চাষ করে।

বিভিন্ন নাম—সং. রক্তচিত্রক ; বা. রক্তচিতা ; হি. লালচিত্রা ; তে. যেরা-চিত্রামুলুম ; তা. সিভাপ্পু-চিত্রিরা ; Eng. Rose-coloured Leadwort.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—সবুজপত্রাচ্ছাদিত বর্ষজীবী বা অধিক দিন স্থায়ী গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ, ২-৪ ফুট উচ্চ। এই গাছ দেখিতে বড় মনোহর হয়। শিকড় বহুশাখাবিশিষ্ট, ধূসরের আভাযুক্ত পীতবর্ণ অথবা ঈষৎসবুজবর্ণ, টাট্‌কা অবস্থায় পীতবর্ণ, ধূসরের দাগ থাকে, পক্ব অবস্থায় ইহার ভিতর ফোঁপ্‌রা এবং মাটীর ভিতর অনেক ছোবড়ার মত শিকড় থাকে, শিকড় ২ ফুট লম্বা হয়। পত্র প্রায় অপর চিতার ন্যায়, পত্রের বোঁটা ছোট। বহির্ব্বাস ছোট, গোলাকার, আঠাযুক্ত ইহাতে লম্বালম্বি লাল দাগ আছে, ৫-১০টী শিরাবিশিষ্ট, উপরের অর্দ্ধাংশ উজ্জ্বল লালবর্ণ প্রায় গোলাপ ফুলের ন্যায়, নিম্নের অর্দ্ধাংশ ধূসরবর্ণ ও লাল, একটু শ্বেতের আভাযুক্ত। শুঁটী আঠাযুক্ত ও চট্‌চটে, গায়ে চট্‌চটে লোম আছে। বীজ গোলাকার ও লম্বা ইহাতে লম্বাভাগে ৫টী ডোরা আছে। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ P. zeylanicaর মত, তবে ইহার গর্ভস্রাব করিবার শক্তি অধিক। Dr. O'Shaughnessy বলেন রক্তচিতার শিকড়ের ছাল জলের সহিত পিষ্ট করিয়া ও চর্ম্মে প্রলেপ দিয়া তিনি ৩১৪ শত রোগীর Blister (ফোস্কা) তুলিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন ; ইহা Cantharidesএর স্থানে সস্তায় ব্যবহার করা বেশ চলে এবং ইহাতে জনন ও মূত্রযন্ত্রের কোনপ্রকার যন্ত্রণা হয় না, সমান মাত্রায় ইহা উত্তেজক, অধিকমাত্রায় বিষতুল্য। দেশীয় লোকেরা ইহা দ্বারা গর্ভস্রাব করায়, ইহার শিকড়ের ছাল যোনিদেশ হইতে গর্ভাশয়ের মুখে দিলেই গর্ভস্রাব হইয়া যায়, অনেকক্ষেত্রে প্রসূতির মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। চিতার শিকড়ের লালা ও আম নিঃসরণ করিবার শক্তি আছে। দক্ষিণভারতে ইহার শিকড় কুষ্ঠ ও উপদংশ রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় একটী মূল্যবান ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হয় (Pharm. Ind.)।

চিতার দুগ্ধের মত রস পাঁচড়া রোগে স্থানীয় প্রয়োগ হয় ; ইহাতে কয়েকটী ধবলকুষ্ঠ রোগী একেবারে আরাম হইয়াছে (Watt)।

ইহার শিকড় জননযন্ত্রের উপর বিশেষ কাজ করে এবং ইহাতে গর্ভপাত হইয়া যায়।

গরোমদনদহনমূলং চিরজমপি গর্ভং মৃতমমৃতং বা নিপাতয়তি।—চক্রদত্ত (Fig. 344.)

LX. MYRSINEAE

Genus—EMBELIA Burm.

345. E. Ribes Burm f. (বিড়ঙ্গ)

Fig.—Lam., Ill., t. 133 ; Wight, Ic., t. 1207 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 577.

Ref.—F. B. I., iii, 513 ; Roxb., F. I., i, 586 ; Dym., ii, 349 ; B. P., i, 643.

জন্মস্থান—পূর্ব্ব এবং উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণ ভারত, ব্রহ্মদেশ, সিংহল ও চট্টগ্রাম।

বিভিন্ন নাম—স. বা. বিডঙ্গ ; হি· বেবারঙ্গ, বেরাঙ্গ ; তে· তা. বায়ু-বিলামগম ; নেপাল—হিমালয়েরী।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, বীজ।

বর্ণনা—বৃক্ষারোহী লতা। ছাল ½ ইঞ্চি, খসখসে, কাঠ ফিকে ধূসরবর্ণ, ছিদ্রযুক্ত ; এই লতা সরু প্রশাখাগুলি দ্বারা গাছে চড়িয়া থাকে। শাখা লম্বা, বিস্তৃত, প্রশাখাগুলি অবনত, গোলাকার ও লম্বা ; নূতন শাখাগুলির ছাল শ্বেতবর্ণ, মসৃণ ও উজ্জ্বল। পত্র ৪-৫ ইঞ্চি, বোঁটা ছোট, পত্রের অগ্রভাগ সরু, গোড়ার দিক গোলাকার, পত্রের উভয় পিঠে সূক্ষ্ম লোম আছে, ভিতরের পিঠের লোম শ্বেতবর্ণ। ফুল ছোট ⅙ ইঞ্চি, একটী পুষ্পদণ্ডে অনেক হয়, হরিদ্রাভ পীতবর্ণ ; শ্বেত ও নরম লোমে আবৃত ; পুষ্পদণ্ড উচ্চ, ২ ফুট লম্বা। পুংকেসর ৫টী সরল। ফল ⅛ ইঞ্চি, প্রায় গোলাকার ; পাকিলে কোঁকড়াইয়া যায়। বসন্তে ফুল হয় ও বর্ষায় ফল পাকিয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বিড়ঙ্গ কৃমিনাশক, পেটফাঁপা নিবারক, অম্লদোষ নাশক, পাকস্থলীর কৃমিনাশক, অজীর্ণ ও চর্ম্মরোগে হিতকর (Dutt)।

হাকিমেরা ইহাকে ফিতার ন্যায় কৃমিনাশক ও বিরেচক বলিয়া বিবেচনা করেন (Dymock)।

দক্ষিণ ভারতের বোম্বে প্রেসিডেন্সীতে বহুপরিমাণে বিড়ঙ্গ পাওয়া যায়। তথাকার লোকে ইহা ফিতার ন্যায় কৃমি নষ্ট করিবার জন্য এই ঔষধ ব্যবহার করে ও অতিশয় মূল্যবান বলিয়া জানে। মাত্রা বালকের পক্ষে চা খাইবার চামচের এবং পূর্ণবয়স্কের পক্ষে মাঝারী চামচের এক চামচ গুঁড়া দিবসে ২ বার সেবন করিতে হয়। ইহার স্বাদ মনোহর কিন্তু উগ্র এবং অল্প সৌগন্ধযুক্ত ; এই ঔষধ খাইবার পূর্ব্বে রোগীকে জোলাপ দিতে হয়। সাধারণ লোকে ইহার কয়েকটী ফল দুগ্ধের সহিত ছোট শিশুকে প্রয়োগ করে। ইহা পেটফাঁপা নিবারক বলিয়া অনুমিত হয় (Dymock)।

বিড়ঙ্গের বমনকারক গুণ নাই (Dutt)।

এক মাত্রা রেড়ির তৈল (Castor oil) খাইবার পর ১ তোলা পরিমাণ গুঁড়া ঘোলের সহিত খাইলে পরদিন প্রাতে ফিতার ন্যায় কৃমি বাহির হইয়া যায় (Sakharam Arjun)।

যষ্টিমধুচূর্ণ ও বিড়ঙ্গচূর্ণ শীতল জলের সহিত পান করিলে বেশ রসায়নের কাজ করে।

বিড়ঙ্গ অর্শ ও কৃমিনাশক এবং মেধা ও স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধক।

বিড়ঙ্গ ও কৃষ্ণতিল চূর্ণ সমপরিমাণ লইয়া নস্য গ্রহণ করিলে আধকপালে আরাম হয়। (Fig. 345.)

LX. SAPOTACEAE

Genus—ACHRAS Linn.

346. A. Sapota Linn. (সপেটা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 579.

Ref.—F. B. I., iii, 534 ; B. P., i, 618 ; Watt, i, 80 Prain, H. H., 233.

জন্মস্থান—আদিম বাসস্থান দক্ষিণ আমেরিকা, সমগ্র বঙ্গদেশে বাগানে চাষ হয়। হাওড়া, হুগলী ও ২৪-পরগনার বাগানে রোপিত আছে।

বিভিন্ন নাম—বা., হি. সপেটা ; তা. সিমাই-এলুপ্পাই ; তে. সিমএপ্পা।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও ত্বক্।

বর্ণনা—মাঝারী বৃক্ষ ২৫-৩০ ফুট উচ্চ। সপেটার কাষ্ঠ লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, শক্ত, ইহার গুঁড়িতে লম্বাভাবে কাটা কাটা দাগ আছে (Gamble)। পত্র উজ্জ্বল, লম্বাকৃতি, ৩-৬ ইঞ্চি। বোঁটা অবনত, ½-১ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ৬টী পাপড়িবিশিষ্ট ও শ্বেতবর্ণ। পুংকেসর ৬টী এবং গর্ভাশয়ে ৬টী পরদা আছে। ফল কমলালেবুর মত বড়, কখন কখন ইহা অপেক্ষা ছোট হয় ; ফলের খোসা খস্‌খসে, ধূসরবর্ণ ও পাতলা। বীজ ৫টী কিংবা অধিক থাকে, ¾ ইঞ্চি লম্বা, কৃষ্ণবর্ণ, আতা বীজের ন্যায় এবং উজ্জ্বল। গ্রীষ্মকালে ফুল হয়, ফল শীতকালে পাকে। এই গাছ আমেরিকা দেশ হইতে ভারতে আসিয়াছে। সপেটা খাইতে অতি মিষ্ট বলিয়া অনেকে বাগানে চাষ করে। পাকা ফল একটু মজিলে বেশ মিষ্ট হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ মৃদুবিরেচক, মূত্রকর ; গাছের ছাল বলকারক ও জ্বরনাশক। সপেটার ফল গলিত মাখমে সমস্ত রাত্রি ভিজাইয়া প্রাতঃকালে খাইলে পৈত্তিক জ্বর নিবারণ হয় (Dymock)। ইহার আঠা হইতে Guttapercha উৎপাদিত হয়। (Fig. 346.)

Genus—BASSIA Linn.

347. B. latifolia Roxb. (মহুয়া)

Fig.—Bedd., Fl. Syl., t. 41 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 580.

Ref.—F. B. I., iii, 544 ; Roxb., F. I., ii, 526 ; B. P., i, 649 ; Dymock, ii. 354.

জন্মস্থান—মধ্যভারত, পশ্চিমঘাট, কুমায়ুন, হুগলী, সাঁওতাল পরগনা, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান জেলার জঙ্গলে জন্মে। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—স. মধুক ; বা. মহুয়া, মউল ; তা, ইলুপি ; হি. মহুয়া ; Eng. Indian Butter tree.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল, পত্র, ফল ও ছাল।

বর্ণনা—পত্রাচ্ছাদিত ৪০-৫০ ফিট উচ্চ বৃক্ষ, শরৎকালে পত্র পড়িয়া যায়। ইহার গুঁড়ি ছোট ও গোলাকার। কচিপাতা ধূসরবর্ণ, শক্ত লোমযুক্ত। ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, ধূসরবর্ণ এবং কৃষ্ণবর্ণ, ছালে কাটা কাটা দাগ আছে, ভিতরের কাষ্ঠ ঈষৎ লাল, ও শ্বেতবর্ণের আভাযুক্ত। গাছে অনেক শাখাপ্রশাখা হয়। পত্র ৫-৯ ইঞ্চি লম্বা, লম্বাকৃতি, মাথা বসা, পত্রের শিরা ১০-১২টী থাকে, বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি। পুষ্পস্তবক ¼ ইঞ্চি লম্বা, শ্বেতবর্ণ নরম ও মিষ্টরসযুক্ত। বহির্ব্বাস ⅙ ইঞ্চি, গোড়ায় বিভক্ত। পুংকেসর ২৪-২৬টী, স্ত্রীকেসরদণ্ড ১ ইঞ্চি কিংবা অধিক লম্বা। ফল গোলাকার শাঁসযুক্ত, সবুজবর্ণ, ১-২ ইঞ্চি লম্বা, পটলের ন্যায় পাকিলে পীতবর্ণ হয়। ফলে ১-৪টী বীজ থাকে, বীজ ½ ১ ইঞ্চি লম্বা। গ্রীষ্মকালে ফুল হয় এবং ভাদ্র আশ্বিন মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মধুকের ফুল হইতে এক প্রকার মদ্য প্রস্তুত হয়, উহা উষ্ণ, ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক, ইহা "রাম্" নামক মদ্যের সমান। এদেশে মহুয়ার মদ্য অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, বিশেষতঃ সাঁওতাল পরগনা ও বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে মহুয়ার মদ্য বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। মহুয়ার মদ্য অতিসার ও গ্রহণী রোগে হিতকর। ইহার ফুলের কাথ চিনির সহিত পান করিলে, পিপাসা, গাত্রদাহ, কাশ ও শরীরের জড়তা বিনষ্ট হয় এবং ইহার তৈল শিরঃপীড়া, বাত ও চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয়।

মহুয়ার ফুল মধুর সহিত পেষণ করিয়া নাকে নস্য লইলে হিক্কা আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)। ইহার ফল হইতে নিষ্কাশিত তৈলের অনেক গুণ আছে, যথা:—

বাতপিত্তহরং কেশ্যং শ্লেষ্মলং গুরু শীতলম্।
কফবাতহরং রুক্ষং কষায়ং নাতিপিত্তকৃৎ ॥—রাজনির্ঘণ্টঃ

পাকা মহুয়াফলের বীজ হইতে পেষণ করিয়া তৈল বাহির হয়, উহা অতিশয় ঘন। যেস্থানে মহুয়া গাছ জন্মে তথাকার গরীব লোকেরা ইহার তৈল জ্বালানী ও রন্ধন কার্য্যে ব্যবহার করে। ইহার তৈল প্রথমে শ্বেতবর্ণ দেখায় পরে পীত ও ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ দেখায়। নারিকেল তৈলের ন্যায় ইহার তৈল শীতকালে জমিয়া যায় এবং শ্বেতবর্ণ দেখায়। সামতালেরা মহুয়া ফুলে রুটী তৈয়ারী করিয়া খায় এবং সন্ধিবাতে ইহার প্রলেপ ব্যবহার করে। আর একপ্রকার মহুয়া আছে উহাকে চলিত কথায় জলমধুক বলে। ইহার পত্র একটু লম্বা এবং ফুল মিষ্ট। মহুয়ার ফুল খাইলে মত্ততা আসে। ইহার ফুল স্নিগ্ধকর, বলকারক ও পুষ্টিকর। পাহাড়ী লোকেরা ইহার তৈল চর্ম্মরোগে ব্যবহার করে। ইহা ঘৃতের সহিত দেওয়া চলে। ছালের কাথ উগ্র ও বলকারক (Irvine)।

Dr. Voigt বলেন ইহার তৈল গায়ে মাখিলে পাঁচড়া আরাম হয়; মহুয়ার ফুল সর্দ্দিতে ব্যবহার হয়।

মহুয়া উত্তেজক, শান্তিকর, উষ্ণবীর্য্য, ধারক ও বলকারক। ডাঃ উদয়চাঁদ দত্ত বলেন যে ইহা "রাম্" অপেক্ষা পাকযন্ত্রের কম ক্ষতিকারক এবং শরীরের পুষ্টির পক্ষে Beerএর সমান। মহুয়া হইতে অনেক শান্তিকারক ঔষধ প্রস্তুত হয়।

মহুয়া ফুল, গামার ছাল, রক্তচন্দন, উশীর মূল (Andropogon muricatus), ধ'নে, কিস্‌মিস এইগুলি সমপরিমাণ লইয়া কাথ প্রস্তুত করিবে, পরে ইহার সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে, পিপাসা, গাত্রদাহ, মূর্চ্ছা এবং শরীরের জড়তা নষ্ট হয়। (শার্ঙ্গধর)

মহুয়ার তৈল মাথায় দিলে মাথা ধরা আরাম হয়। মহুয়ার খইল বমনকারক। (Fig. 347.)

348. B. longifolia Linn. (জলমহুয়া)

Fig.—Wight, Ic., t. 147; Bedd., Fl. Syl., t. 42; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 581.

Ref.—F. B. I., iii, 544; Roxb., F. I., ii, 523; Watt, i, Pt. II, 415.

জন্মস্থান—কঙ্কন, মালাবার, দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমভাগ; পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাট, সিংহল। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. জলমধুক; বা. জলমহুয়া; তে. ইপ্পি; তা. কাঠ ইলুপি।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল, বীজ ও তৈল।

বর্ণনা—৪০-৫০ ফিট উচ্চ বৃক্ষ। পত্র ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ১½ ইঞ্চি চওড়া, পত্রের শিরা ১২টী; বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি লম্বা। প্রত্যেক পুষ্পদণ্ডে একটী ফুল হয়; ফুল শ্বেতবর্ণ,

একটু বক্র ও মোটা। বহির্ব্বাস ⅙-½ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি। ইহার পাপড়ি ৬টী, ১-২ ইঞ্চি, শক্ত লোমযুক্ত; পুংকেসর লোমযুক্ত। ফল ডিম্বাকৃতি, বড় নারিকেল কুলের ন্যায়; পক্ব ফল পীতবর্ণ, ইহাতে শাঁস আছে। ফল খাওয়া যায়, ফল মিষ্ট। ফলে একটী কিংবা দুইটী বীজ থাকে, কখন বা ৩।৪টী থাকে। ইহার ফল মহুয়ার ফল হইতে কিছু ভিন্ন, ফল অধিক পরিমাণে জন্মে। কর্দ্দম-মিশ্রিত পলিমাটীতে ইহা ভাল জন্মে, এই কারণে ইহার সংস্কৃত নাম জলমধুক। নভেম্বর হইতে জানুয়ারী মাসে ফুল হয়, প্রায় দুই মাস পরে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—জলমধুক ধারক ও পাঁচড়ার পক্ষে হিতকর। মহুয়ার মত ইহার ফুল হইতে মদ্য প্রস্তুত হয় এবং বীজ হইতে তৈল পাওয়া যায়। মহুয়ার বীজ পেষণ করিয়া তৈল বাহির হয়, কিন্তু এই মহুয়ার ফুল হইতে চোয়াইয়া তৈল বাহির করে—এই তৈল চর্ম্মরোগে হিতকর। ফুল মৃদু বিরেচক; ইহার আঠা বাতের পক্ষে হিতকর ঔষধরূপে ব্যবহার হয়। ইহার ছালের কাথ পাঁচড়ার পক্ষে হিতকর। ইহা হইতে তৈল ও মদ্য উভয়ই পাওয়া যায়। (Fig. 348.)

Genus—MIMUSOPS Linn.

349 M. Elengi Linn. (বকুল)

Fig.—Wight, Ic., t 158; Bedd., Fl. Sylv., t. 40, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 583.

Ref.—F. B. I., iii, 548; Roxb., F. I., ii, 236, B. P., i, 649; Prain, H. H., 233.

জন্মস্থান—পশ্চিম ঘাটে জঙ্গলে জন্মে; বর্ম্মা, সিংহল; বঙ্গদেশের রাস্তার ধারে ও বাগানে রোপণ করে। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. বা. বকুল; হি. মলসারি; তা. মগাদাম; তে. পগাদা-মানু, কঙ্কন-রঞ্জন।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্, শাঁস, বীজ।

বর্ণনা—৪০-৫০ ফুট উচ্চ বৃক্ষ। ছাল গাঢ় ধূসরবর্ণ, ফাটা-ফাটা। কাষ্ঠ শক্ত ও ভারী, বাহিরের কাষ্ঠ লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ; ভিতরের কাষ্ঠ গাঢ় লালবর্ণ। পত্র ৩½ ইঞ্চি লম্বা, ১½ ইঞ্চি চওড়া, গোড়া বিষম চতুর্ভুজাকৃতি। বোঁটা ½ ইঞ্চি। ফুল শ্বেতবর্ণ ও সৌগন্ধযুক্ত, শুষ্ক হইলেও বহুদিন সৌগন্ধ থাকে। বহির্ব্বাস ৮ ভাগে বিভক্ত, ⅓ ইঞ্চি, শক্ত লোমযুক্ত। পাপড়ি ১৬-২০টী, লম্বাকৃতি, ½-⅓ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ। শক্ত লোমযুক্ত। পুংকেসর ৮টী, সরু, করাতের ন্যায় কর্ত্তিত। ফল ½-১ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, ফলে একটী বীজ

আছে, পীতবর্ণ, কষায় ও আঠাযুক্ত। বকুলের আর একটী নাম ভ্রমরানন্দ। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষার পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—চক্রদত্ত বলেন, ইহার অপক্ব ফল ধারক এবং ইহা চর্ব্বণ করিলে নড়া দাঁত শক্ত হয়। ছালের কাথ ধারক, ইহার দ্বারা কুলি করিলে দন্তরোগ আরাম হয়। কঙ্কন দেশে ইহার ফুল ও অপক্ব ফলের কাথ-দ্বারা ক্ষত ধৌত করে।

Makhzor লেখক বলেন যে ইহার অপক্ব ফল ও বীজের ধারকতা শক্তি আছে। ছালের কাথ ধারক বলিয়া শ্লৈষ্মিকস্রাবে, মূত্রযন্ত্র ও মূত্রনালীর এবং মুখের ঘায়ে ব্যবহৃত হয়। তিনি বলেন যে ইহার শুষ্ক ফুলের গুঁড়া নস্য লইলে Ahwah নামক নাসারোগ আরাম হয়; এই রোগে অতিশয় জ্বর হয়, মাথা ধরে, গলায়, স্কন্ধে ও শরীরের অপরাপর স্থানে অতিশয় যন্ত্রণা হয় (Dymocl.)।

বালকদের কোষ্ঠবদ্ধ হইলে ইহার বীজ চূর্ণ করিয়া মলদ্বারে প্রবেশ করাইলে কোষ্ঠবদ্ধ আরাম হয়। ইহার ছালের কাথ ধারক ও বলকারক। বকুল ছালের কাথে লালা বাহির করিবার শক্তি আছে (Dr. B. N. Basu)। বকুলের ফুল চোলাই করিয়া দক্ষিণ ভারতের লোকে ব্যবহার করে, ইহা উত্তেজক এবং সৌগন্ধযুক্ত (Pharm. Ind.)।

পাকা ফলের শাঁস মিষ্ট ও ধারক, ইহা পুরাতন রক্ত আমাশয় রোগে হিতকর (Watt)। বকুল ছালের কাথে, মধু, ঘৃত মিশ্রিত করিয়া মুখে কুলি করিলে শিথিল দন্ত বসিয়া শক্ত হয় ও দাঁত দিয়া রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

মাক্ষিকং পিপ্পলী সর্পি মিশ্রিতং ধারয়েন্মুখে।
দন্তশূল হরং প্রোক্তং প্রধানমিদমৌষধং॥ (চক্রদত্ত)

বকুল ছালের মধ্যভাগ শুষ্ক ও গুঁড়া করিয়া দিবসে ৩।৪ বার ৫।৭ দিন ধরিয়া দাঁতে লাগাইলে দাঁতের গোড়া শক্ত হয় ও নড়া দাঁত আরাম হয়। বকুল, বট, অশ্বত্থ, পাকুড় ও যজ্ঞডুমুরের ছালের কাথ-দ্বারা কুলী করিলে মুখের ক্ষত আরাম হয়।

শুষ্ক বকুল ফুল চূর্ণ নাকে নস্য লইলে নাক দিয়া প্রচুর শ্লেষ্মা বাহির হইয়া কফজনিত জ্বর ও মাথাধরা আরাম হয়।

বকুল বীজ ১ তোলা, হস্তীদন্তের গুঁড়া ৩ তোলা একত্র পোড়াইয়া গুহ্যদ্বারে ধূম দিলে অর্শজনিত রক্তস্রাব আরাম হয়।

বকুলের ছাল অথবা বকুল বীজের শাঁস দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা তৎক্ষণাৎ আরাম হয়।

বকুল বীজ ৩টী, কাঁকরোল বীজ ৩টী এবং উক্ত পরিমাণ নীলবড়ি, সমুদ্র-ফেনা, শুঁঠ, পিপুল, লবঙ্গ, দারুচিনি, রসসিন্দুর ও ধানীলঙ্কা ২টী একত্র বাসি হুঁকার জলের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে কর্ণমূল প্রদাহ ও কর্ণমূল ফোলা আরাম হয়।

বকুল ছাল, আদা, পান, পিঁয়াজ, সোডা ও খেসারীর ডাইল সমভাগ লইয়া টাট্কা গোমূত্রে বাটিয়া ফোড়ায় প্রলেপ দিলে ফোড়া ফাটিয়া পুঁজ বাহির হইয়া যায়।

বকুল বীজের শাঁস কাঁজিতে বাটিয়া তিল তৈলের সহিত ফুটাইয়া মস্তকে ও কপালে লাগাইলে উন্মাদ আরাম হয়। (Fig. 349.)

350. M. Kauki Linn. (খিরনী)

Fig.—Hook., Bot. Mag., t. 3157 ; Rumph., Amb., iii, t. 8 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 583B.

Ref.—F. B. I., iii, 549 ; Wall. Cat., 4149.

জন্মস্থান—মুলতান, লাহোর, বর্ম্মা, বত্নগিরি, হুসিয়ারপুর, গুজরানওয়ালা ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. ক্ষিরিকা ; বা. খিরনী ; হি. চিরুই ; গোয়া—আদোমা।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, ফল, শিকড় এবং ছাল। পত্র কস্ ১-৪ খানা।

বর্ণনা—বৃহৎ বৃক্ষ। পত্র ২-৪ ইঞ্চি, অগ্রভাগ মোটা, কখন কখন সরু হয়, ডিম্বাকৃতি, ঘন লোমযুক্ত, পত্রের নিম্নভাগ শ্বেতবর্ণ; বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি। পুষ্পস্তবক ½ ইঞ্চি লম্বা। বহির্ব্বাস ৬টী, ¼ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি ও ধূসরবর্ণ, পাপড়ি ১ ইঞ্চি লম্বা, পুংকেশর ৬-৮টী, করাতের ন্যায় কিংবা বিভক্ত। ফল ¾-১ ইঞ্চি, গোলাকার, মসৃণ। ফলে কৃষ্ণবর্ণ, মসৃণ বীজ ৩-৪টী থাকে। বসন্তে ফুল ও ফল হয়। ফল জলপাইয়ের মত, পাকিলে পীতবর্ণ হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—চক্ষু উঠিলে বীজ গুঁড়া করিয়া দেওয়া হয়। ইহার জ্বরনাশক ও বলকারক গুণ আছে। বীজ উগ্র ; ইহা কুষ্ঠ রোগে প্রযুক্ত হয় এবং ইহার কৃমিনাশক শক্তি আছে (Baden-Powel)।

ফল অতিশয় মিষ্ট, গাছের আঠা কানের বেদনা ও গলার বেদনায় ব্যবহার হয় (Dr. Emerson)।

শিকড়ের ছাল ধারক ; ছাল গুঁড়া করিয়া মধুর সহিত মিলাইয়া জলের সহিত খাইলে বালকদের উদরাময় আরাম হয়। ইহার পত্র তিল তৈল এবং গুঁড়া ছালের সহিত ব্যবহার করিলে বেরিবেরি আরাম হয়। পত্র পেষণ করিয়া, হরিদ্রা এবং আদার সহিত ফোড়ায় প্রলেপ দিলে ফোড়া ফাটিয়া আরাম হয় (Drury)।

ইহা একটী বলকারক ঔষধ, কাশ ও শ্বাসনালীর প্রদাহে ব্যবহার হয়।

ইহার বীজের প্রলেপ দিলে গর্ভস্রাব হয়।

খিরনী ফল ও কয়েতবেল একত্র পেষণ করিয়া মুখে লেপন করিলে মুখের মেছেতা আরাম হয়। (Fig. 350.)

351. M. hexandra Roxb. (ক্ষীরখেজুর)

Fig.—Wight, Ic., t. 1587 ; Rumph., Herb. Amb., iii, t. 8 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 584.

Ref.—F. B. I., iii, 5149 ; Wall, Cat., 4148, A, B ; Roxb., F. I., ii, 238 ; Brandis, For. Fl., 291 ; Dalz. & Gibs., Bomb. Fl., 140.

জন্মস্থান—গুজরাট, বম্বে, দাক্ষিণাত্য ও উত্তর ভারত। বাঙ্গালায় এই গাছ নাই। উত্তর পশ্চিম ভারতে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—সং. রাজাদ্যনি ; বা. ক্ষীরখেজুর ; হি. ক্ষিরী ; তা. তে. পাল্লা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র ও ফল। মাত্রা পত্র কল্ক ১-৪ খানা।

বর্ণনা—২৪-২৫ ফুট উচ্চ, চিরপত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ অথবা গুল্ম। গাছের গুঁড়ি সরল ও দেখিতে অতি সুন্দর। ছাল ধূসরবর্ণ, মসৃণ, বড় গাছে বিস্তর কোটর হয়। কাষ্ঠ শক্ত, লাল অথবা বেগুনের আভাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ (Gamble)। পত্র ২-৪ ইঞ্চি, লম্বা, ১½-২ ইঞ্চি বিস্তৃত, চর্ম্মবৎ, উভয় পৃষ্ঠা সবুজবর্ণ। বোঁটা ¼-½ ইঞ্চি, পুষ্পদণ্ড বহুশাখাবিশিষ্ট। ফুল ¼ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ কিংবা ফিকে পীতবর্ণ, পুংকেসর ৬-৮টী। ফল ½ ইঞ্চি ও ¼ ইঞ্চি বিস্তৃত, দেখিতে জলপাইয়ের মত, পাকিলে পীতবর্ণ হয়। ফলে একটী কিংবা ২টী কৃষ্ণবর্ণ, মসৃণ ও চিক্কণ বীজ আছে। পক্ক ফল খাইতে মিষ্ট। বীজ হইতে তৈল হয়। নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ফুল হয় এবং এপ্রিল মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছালের গুণ বকুল-ছালের তুল্য। কঙ্কনদেশে সোঁদাল পাতা, গরুর চোনা এবং Calophyllum inophyllumএর বীজের সহিত ইহার আঠা যোগে মলম করিয়া ফোড়ায় আরাম করিবার জন্য লাগাইয়া থাকে।

রাজাদান ও কয়েতবেলের পত্র পেষণ করিয়া গব্যঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে পিত্ত-প্রদর আরাম হয়। রাজাদান ফল ও কয়েতবেল একত্র পেষণ করিয়া গণ্ডদেশে লেপন করিলে মুখের মেছেতা আরাম হয়। ইহার বীজের প্রলেপ দিলে গর্ভস্রাব হয়। (Fig. 351.)

LXII. EBENACEAE

Genus—DIOSPYROS Pers.

352. D. embryopteris Pers. (গাব)

Fig.—Bently & Trim., Med. P., ii, t. 168 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 586 ; Talbot, For. Fl. Bombay, ii, 171 (1911).

Ref.—F. B. I., iii, 556 ; Roxb., F. I., ii, 533 ; B. P , i, 653 ; Prain, H. H., 233.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে ও বঙ্গদেশের সকল স্থানে দেখা যায়, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. তিন্দুক; বা. গাব; হি. মাকুর কেন্দী; তা. পানিচিকা; তে. তুমিক।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও ফল।

বর্ণনা—বহুশাখাবিশিষ্ট সবুজ পত্রাচ্ছাদিত মাঝারী গাছ। ছাল মসৃণ, গাঢ় ধূসরবর্ণ, প্রায় কৃষ্ণবর্ণ। কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ কাল দাগযুক্ত। পত্র ৫½ ইঞ্চি লম্বা, ২ ইঞ্চি বিস্তৃত, চর্ম্মবৎ, কোমল লোমাবৃত, উজ্জ্বল, লম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ মোটা। বোঁটা ⅛-½ ইঞ্চি লম্বা, শুষ্ক হইলে কোঁকড়াইয়া যায়। ফুল শ্বেতবর্ণ, সৌগন্ধযুক্ত। পুংপুষ্প ক্ষুদ্র পুষ্পদণ্ডে থাকে, ১-⅛ ইঞ্চি, ৩ হইতে ৬টী ফুল হয়, বহির্ব্বাস বাটীর মত। স্ত্রীপুষ্প অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, প্রায় যোড়া, বৃন্ত অতিশয় ক্ষুদ্র ১-৫টী একত্র জন্মে। গর্ভাশয় লোমযুক্ত, আট ভাগে বিভক্ত। ফল সাধারণতঃ এক একটী জন্মে, ফলের ব্যাস ১-২ ইঞ্চি, পাকিলে পীতবর্ণ, মিষ্ট, ইহাতে শাঁসের মধ্যে ৪-৮টী বীজ থাকে। এপ্রেল মে মাসে ফুল হয়, ফল পাকিতে এক বৎসর লাগে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফল ও ত্বক্ ধাবক। অপক্ক ফলের রস ক্ষত-ধৌতের পক্ষে বিশেষ হিতকর। ইহা চর্ম্ম পরিষ্কার করিবার জন্য ও মৎস্য-ধরা জালে রং দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। গাবের বীজ-তৈল উদরাময় ও রক্ত আমাশয়ে হিতকর। ইহার ছাল অবিরাম জ্বরে ব্যবহার হয়।

ফলের নিষ্কাসিত রস মুখের ঘা ও মুখ-ধৌত কার্য্যে ব্যবহার হয়। ইহার বীজ উদরাময়ে ব্যবহারের জন্য সাধারণ লোকে সঞ্চয় করিয়া রাখে (Dymock)।

ভারতীয় ভৈষজ্যে ইহা বহু পরিমাণে ব্যবহার হয়। (Fig. 352.)

LXIII. STYRACEAE.

Genus—SYMPLOCOS Roxb,

353. S. racemosa Roxb. (লোধ)

Fig.—Brandis, Ind. Tree, 439 (1906); Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 587B.

Ref.—F. B. I., iii, 576; Roxb., F. I., ii, 539; B. P., i, 655.

জন্মস্থান—উত্তর ও পূর্ব্ব ভারতবর্ষ, বর্ম্মা, বিহার, ছোটনাগপুর, মালাবার, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

40—1034B

বিভিন্ন নাম—সং. বোম্বে—লোধ্র ; বা. হি. লোধ , নেপাল—চামলানি ; লেপচা—পালিওক।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল, পত্র। মাত্রা ছালচূর্ণ, ২-৮ আনা ; কাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্ ; শাখাগুলি সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পত্র ১½-৫ ইঞ্চি লম্বা, প্রায় গোলাকার ; পত্রের অগ্রভাগ মোটা, শিরাগুলি অনেক দূরে দূরে থাকে। বোঁটা, ⅙ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ২-৪ ইঞ্চি। পুষ্পস্তবক ⅙ ইঞ্চি। ফুল পীতবর্ণ, সৌগন্ধযুক্ত ; গর্ভাশয়ে ৩টী বিভাগ আছে, লোমযুক্ত। ফল ½ ইঞ্চি লম্বা, ⅛ ইঞ্চি চওড়া। আধুনিক নামকরণ অনুযায়ী এই (Symplocos) জাতীয় গাছকে Symplocaceæ family ভুক্ত করা বিধেয়।

লোধ্র গাছ বঙ্গদেশে দেখা যায় না। লোধ্র দুই প্রকার ; যথা—লোধ্র ও শাবর লোধ্র (বন্য লোধ্র)। আজকাল বাজারে যে লোধ্র দেখা যায় উহার কতকগুলি ইষ্টকের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট আর কতকগুলি ফিকে শ্বেতবর্ণ, শেষোক্তগুলিকে শাবর লোধ্র বলে। কালিদাস রঘুবংশের দ্বিতীয় সর্গের ২৯ শ্লোকে লালবর্ণ গরুর উপবিষ্টিত সিংহকে পর্ব্বতের ধাতুময় উপত্যকায় প্রস্ফুটিত লোধ্র-বৃক্ষের সহিত তুলনা করিয়াছেন। শীতের প্রারম্ভে ফুল ও বসন্তকালে ফল হয়।

শাবর লোধ্রের ইহার লাটিন নাম Symplocos crataegoides Ham. (F. B. I. iii, 573)। ইহা হিমালয় প্রদেশে সিন্ধুনদ হইতে আসাম পর্য্যন্ত স্থানে ৩০০০ হইতে ৮০০০ ফুট উচ্চ স্থানে এবং কাশ্মীর ও খাসিয়া পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রচুর দেখা যায়। গাছগুলি প্রায় ৪০ ফুট উচ্চ হয়, ইহার পত্র ২½ ইঞ্চি লম্বা, ১-১½ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, পত্রের অগ্রভাগ সরু, কিনারা কর্ত্তিত। বোঁটা ½ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ১-৫ ইঞ্চি লম্বা। ফল ⅙-⅙ ইঞ্চি প্রায় গোলাকার। ইহার ছাল ফিকে ধূসরবর্ণ, ফাটা ফাটা, কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ। ইহার ছাল বলকারক এবং চক্ষু উঠা রোগে হিতকর (Dr. Stewart)।

ঔষধার্থে ব্যবহার—লোধ্র ছাল লাল রং করিবার জন্য ব্যবহার হয়। ইহা শাস্তিকর, ধারক এবং উদরাময় নিবারক, চক্ষু-রোগ ও ফোড়ায় হিতকর। লোধ্রের সহিত বেল ও কুরচি ছালের যোগে উদরাময়ের ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহার কাষ্ঠের কাথ দাঁতের গোড়া হইতে রক্তপাত নিবারণে ব্যবহার হয়।

ভিল্লোদককষায়েণ তথৈবামলকস্য বা।
প্রক্ষালয়েৎ মুখং নেত্রে স্বস্থঃশীতোদকেন বা।
নীলিকাং মুখশোষঞ্চ পীড়কাংব্যঙ্গমেবচ।
রক্তপিত্তকৃতান্ রোগান্ সদ্য এব বিনাশয়েৎ। সুশ্রুতঃ

লোধ্রের ছাল, যষ্টিমধু, পোড়া ফটকিরি এবং রসাঞ্জন (Rasot) এই কয়টী সমপরিমাণ লইয়া পেষণপূর্ব্বক চক্ষুর চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে চক্ষু উঠা আরাম হয়। শ্বেত লোধ্র চক্ষুরোগে

হিতকর। লোধ্র-কাষ্ঠ কষায় ও বলকারক, ইহার গুণ বেলেডোনা ও নক্সভমিকার তুল্য, এই কারণে ইহা শ্বেত ও রক্তপ্রদর, রক্তঅতিসার ও আমাশয় রোগে হিতকর।

লোধ্র-কাষ্ঠ পেষণ করিয়া ফোড়ায় প্রলেপ দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায় (R. N. Khory, II, 13)।

আর্ত্তব রক্তঃ অধিক দিন স্থায়ী হইলে ও অধিক পরিমাণে স্রাব হইলে ইহার ছালচূর্ণ ২০ গ্রেণ প্রতিদিন চিনির সহিত দিবসে ৩।৪ বার সেবন করিলে ৩।৪ দিনের মধ্যেই পীড়া আরাম হইয়া যায় (Dr. Charles)।

লাউ-পাতা ও লোধ্র-কাষ্ঠ সমান পরিমাণ লইয়া জলে পেষণপূর্ব্বক যোনিতে প্রলেপ দিলে প্রসূতির যোনিক্ষত আরাম হয় (চিঃ প্রকাশ)।

লোধ্র ত্বক্ দধির সহিত পেষণপূর্ব্বক পান করিলে আমাশয় আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

শাবর লোধ্র গব্যঘৃতে ভাজিয়া কিঞ্চিৎ জলের সহিত পেষণপূর্ব্বক চক্ষের বাহিরে প্রলেপ দিলে যাবতীয় চক্ষু রোগ আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

অষ্টম মাসে গর্ভ নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকিলে গর্ভিণীকে পিপুল, মধু ও গব্য দুগ্ধসহ লোধ্রছাল পান করিতে দিলে গর্ভপাতের আশঙ্কা থাকে না (হারীত)।

কাচা লোধ্রপত্র পেষণ করিয়া গব্য ঘৃতে ভাজিয়া চিনি ও জলের সহিত সেবন করিলে আমাতিসার আরাম হয়।

বটের ছালের ক্বাথের সহিত পিষ্টলোধ্র-ত্বক্ পান করিলে শ্বেতপ্রদর আরাম হয় (চরক)। (Fig. 353.)

Genus—STYRAX Dryand.

354. S. Benzoin Dryand. (লবান)

Fig.—Wood, Med. bot., I, t. 72 (1792); Bentley & Trim., III, t. 169 (1905).

Ref.—F. B. I., III, 589; Roxb., F. I., II, 416; Trop. Agric., xxv, No. 3, p. 196 (1905).

জন্মস্থান—মালয় দ্বীপপুঞ্জ, সুমাত্রাদ্বীপ, যাভা ও বোর্ণিও দ্বীপপুঞ্জ।

বিভিন্ন নাম—বা. লবান; হি. লুবান; Eng. Olibanum.

ব্যবহার্য্য অংশ—আঠা।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ, মস্তক ঘনশাখায় আবৃত; ত্বক্ ঈষৎ ধূসরবর্ণ ও মসৃণ, নূতন শাখা রক্তাভ লোমযুক্ত। পত্র ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা। শাখার উভয় দিকে পর্য্যায়ক্রমে জন্মে,

ডিম্বাকৃতি গোলাকার, বৃন্তদেশ ক্রমশঃ সরু, পত্রের উপরিভাগ সবুজবর্ণ, নিম্নদেশ কোমল লোমযুক্ত, শ্বেতাভ। ফুল বৃহৎ, একস্থানে অনেক জন্মে। পুষ্পদণ্ড লম্বা ও প্রশাখাবিশিষ্ট; সাধারণতঃ পুষ্পদণ্ড পত্রের গোড়া হইতে বাহির হয়। পুষ্পের বহির্ব্বাস বাটীর মত। ফুলের পাপড়ি শ্বেতবর্ণ, লোমযুক্ত, অভ্যন্তর দিকে বেগুনে ও লাল রংবিশিষ্ট। পুংকেসর ১ সারিতে ১০টী থাকে। গর্ভাশয় ৩ ভাগে বিভক্ত। ফল গোলাকার চেপ্টা, শক্ত ও লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, বীজ এক একটী হয়। শীতের শেষে ফুল ও পর বৎসর শীতে ফল হয়। এই জাতীয় গাছ (Styrax) আধুনিক নামকরণ অনুসারে Styracaceae family ভুক্ত করা বিধেয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার আঠা উত্তেজক, সর্দ্দি নিঃসারক এবং শরীরের কোন স্থানে লাগাইলে সেই স্থানের উত্তেজনা আনয়ন করে। ইহা পুরাতন সর্দ্দি এবং ফুসফুসের পুরাতন ব্যাধি দূর করে। ইহার ধূম লাগাইলে কিংবা সেবন করিলে উভয়েই উপকার হয়। ইহা pyrosis এবং মূত্রযন্ত্রের যন্ত্রণাদায়ক রোগে বিশেষ হিতকর (Pham. Ind.)।

কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্রব্য পালিশ করিতে লবান rectified spiritএর সহিত ব্যবহার হয়। লবান দেখিতে বাবলা আঠার ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও চকচকে, এক একটী মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল। দেবালয় সৌগন্ধ করিবার জন্য ধূনার ন্যায় হিন্দু, বৌদ্ধ ও রোমান ক্যাথলিকগণ ইহা জ্বালাইয়া থাকেন। (Fig. 354.)

LXIV. OLEACEAE

Genus—JASMINUM Linn.

355. J. arborescens Roxb. (বড়কুঁদ)

Fig.—Wight, I. C., t. 699 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 590.

Ref.—F. B. I., iii, 594 ; Roxb., F. I., i, 95 , B. P., i, 658 ; Dymock, ii, 379.

জন্মস্থান—ত্রিহুত, বেহার, ছোটনাগপুর ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. মাধবী ; বা. বড়কুন্দ ; হি. চামেলী ; তে. অদিবিমল্লী ; সাঁওতাল—গদছন্দবাহা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—বড় গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ; শাখাগুলি লোমযুক্ত। পত্র ৪ ইঞ্চি লম্বা, ২½ ইঞ্চি চওড়া, পত্রের অগ্রভাগ সরু, গোড়ার দিক অধিক চওড়া, কতকটা হৃৎপিণ্ডাকৃতি অথবা ডিম্বাকৃতি। বোঁটা ½-¾ ইঞ্চি; প্রত্যেক পুষ্পদণ্ডে ১২-২০টী ফুল হয়, বেশ ঘনসন্নিবদ্ধ নহে। পুষ্পস্তবক ½ ইঞ্চি। বীজকোষ এক একটী থাকে, কৃষ্ণবর্ণ। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষাকালে

ফল হয়। ইহার আরও ২টী জাতি আছে; যথা—J. latifolia Roxb. এবং J. montana Roth (F. B. I., iii, 594)।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার সহিত রসুন, গোলমরিচ ও অপরাপর উত্তেজক দ্রব্য যোগে সেবন করিলে বুকের বুসা সর্দ্দি আরাম হয়, ৭টী পত্রের রস সেবনের পক্ষে যথেষ্ট। ছোট বালকদের পক্ষে একটী পত্রের অর্দ্ধেক ও অগস্তি (Sesbania grandiflora) গাছের ৪টী পত্র মিশাইয়া ২ গ্রেণ গোলমরিচের গুঁড়া এবং ২ গ্রেণ সোহাগা (Borax) ও মধুর সহিত সেব্য (Dymock)। (Fig. 355.)

356. J. grandiflorum Linn. (জাতি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vi, t. 52; Wight, Ic., t. 1257; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 593.

Ref.—F. B. I., iii, 603; Dymock, ii, 378; Roxb., F. I., i, 98.

জন্মস্থান—ভারতের উত্তর পশ্চিমাংশ; বাঙ্গালার অনেক বাগানে রোপিত আছে; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. বা. জাতি; হি. চাম্বেলী, জাতি; তে জাজী; বম্বে—চাম্বেলী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—শাখাগুলি শক্ত, কোণযুক্ত, পত্র কাণ্ডের উভয়দিকে বাহির হয়; পত্রিকা সাধারণতঃ ৩ জোড়া, অগ্রভাগে একটী পত্র থাকে। বহির্ব্বাসের দাঁত ½ ইঞ্চি। ফুলের পাপড়ি ৫টী। ইহার ফুলের গন্ধ অতি মনোহর, গন্ধ তৈল প্রস্তুত করিবার জন্য অধিক পরিমাণে ব্যবহার হয়। স্নানের পূর্ব্বে অনেক ধনী লোকে ব্যবহার করে। গ্রীষ্মকাল হইতে শরৎকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্রের রস চর্ম্মরোগ, মুখের ঘা, কানের পুঁয প্রভৃতি রোগে ব্যবহার হয়। পত্রের টাট্‌কা রস পায়ের অঙ্গুলিতে "কড়া" হইলে উহা নরম করিবার জন্য ব্যবহার হয় (চক্রদত্ত)।

ইহার পত্র চর্ব্বণ করিয়া খাইলে মুখের ঘা ও ক্ষত আরাম হয়।

মুখপাকে সিরাবেধ শিরঃ কায়বিরেচনম্।
কার্য্যঞ্চ বহুধা নিত্যং জাতিপত্রস্য চর্ব্বণম্॥ (ভাবপ্রকাশ)

জাতিপাতার রসে তৈল পাক করিয়া কানে দিলে কানের পুঁয আরাম হয়।

জাতিপত্র রসৈঃ তৈলং বিপক্কং পূতিকর্ণজিৎ। (চক্রদত্তঃ)

যোনিসন্নিহিত স্থানে অথবা কটিতে জাতি পত্র ও ফুল বাটিয়া প্রলেপ দিলে ঋতুকালীন যন্ত্রণা কমিয়া যায় ও সরল ভাবে ঋতুস্রাব হয়। (Fig. 356.)

357. J. Sambac Ait. (বেল)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vi, tt. 50, 51, 55 ; Wight, Ic., t. 704 ; Bot. Mag. t. 1785.

Ref.—F. B. I., iii, 591 ; Roxb., F. I., i, 88 ; B. P., i, 659 ; Prain, H. H., 234.

জন্মস্থান—সমস্ত বঙ্গদেশে বাগানে ও বাটীতে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—সং. বার্ষিকী ; বা. বনমল্লিকা, বেল, মতিয়া ; হি. চাম্বা ; বম্বে—ভটমগবী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—লতানে গাছ, বনে জন্মে ; যেগুলি বাগানে চাষ হয় তাহা ২-৪ ফুট উচ্চ হয়, ডালগুলি অধিক বাড়িয়া যাইলে লতাইয়া পড়ে। পত্রের বোঁটা ¼ ইঞ্চি, পত্র ডালের বিপরীত দিকে জোড়া জোড়া জন্মে। পুষ্পদণ্ডে ৩টী ফুল হয়, কিন্তু যেগুলি বাগানে জন্মে উহাতে আরও অধিক ফুল এবং অধিক পাপড়ি যুক্ত ফুল হয়। ফুল শ্বেতবর্ণ, সৌগন্ধ যুক্ত। ফুলে অনেক পাপড়ি থাকে, পাপড়ির মস্তক মোটা। ফল ½ ইঞ্চি, বীজকোষ গোলাকার, বীজ ১-২টী থাকে, কৃষ্ণবর্ণ। এই ফুলের আর এক জাতি আছে উহার নাম J. Heyneana Wall. (F. B. I. iii, 592 এবং Wallich, Cat., 2871)। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ জাতি ফুলের মত ; বেলের ২।৩ ফুল ছেঁচিয়া স্তনে লাগাইলে প্রসূতি স্ত্রীলোকদের ঠুনকা জ্বর ও স্তনের যন্ত্রণা আরাম হয়। Dr. Wood বলেন যে এই প্রলেপ দিবসে দুইবার বদলাইয়া দিলে এবং ক্রমাগত দুই দিন ব্যবহার করিলে, ইহা স্তনদুগ্ধ কমাইয়া দেয় ও ফুলা আরাম হয় ; ইহাতে স্তন পাকিবার আর কোন সম্ভাবনা থাকে না।

বনমল্লিকা পাতার রস খাইলে প্রথম ঋতু সঞ্চার হয় (Rheede, vi, 56)।

বনমল্লিকা অতিশয় শান্তিকারক ; ইহা পাগল, অল্পদৃষ্টি ও মুখের ঘায়ে ব্যবহৃত হয় (Baden-Powell)। (Fig. 357.)

358. J. pubescens Willd. (কুন্দ)

Fig.—Wight, Ic., t. 702 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 589, Burm. Fl. Ind., vi, t. 3, Fig. 1.

Ref.—F. B. I., iii, 592 ; Roxb., F. I., i, 91 ; B. P., i, 659.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র ; বর্ম্মাপ্রদেশ ও চীন দেশে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. বা. কুন্দ ; হি. কুন্দচামেলী ; বম্বে—বিখম্-সগব ।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র ।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় বহুবিস্তৃত উদ্ভিদ্। গাছের গোড়া হইতে ডালপালা বহু বিস্তৃত হয় ও একটী কুঞ্জবনের আকার ধারণ করে। শাখা মোচড়ান ও লোমযুক্ত। ছাল ফিকে ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ। পত্র ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, গোড়া গোলাকার বা হৃৎপিণ্ডাকৃতি। প্রধান শিরা ৪-৬ জোড়া, পত্রবৃন্ত ১/৪-১/৮ ইঞ্চি। ফুল শ্বেতবর্ণ ও সৌগন্ধযুক্ত, বোঁটা ছোট। বীজাধার ১-২, গোলাকার, ব্যাস ১/৪ ইঞ্চি, কৃষ্ণবর্ণ। শীতকালে ও বসন্তকালে ফুল হয়, গ্রীষ্মকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র জলে ভিজাইয়া দুষ্ট ক্ষতে প্রলেপ দিলে ক্ষত আরাম হয়। শিকড় সর্পবিষের প্রতিষেধক (Lindley & S. Arjun)। (Fig. 358.)

359. J. humilis Linn. (স্বর্ণযুঁই)

Fig—Bot. Mag., t. 1731 ; Bot. Reg , t. 178 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 592.

Ref.—F. B. I., iii, 602.

জন্মস্থান—ভারতের পার্ব্বতীয় দেশে ; কাশ্মীর, ভূপাল, আবু, নীলগিরি। বঙ্গদেশে বাগানে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—সং. হেমপুষ্পিকা ; বা. স্বর্ণযুঁই ; হি. পিঠমালতী ; তে. পাচ্চা-আদবী।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—সূক্ষ্মলোমযুক্ত খাড়া গুল্ম। গাছ দেখিতে অতি সুন্দর, ছাল ও পাতা ধূসরবর্ণ ; কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, শাখা কোণযুক্ত, বক্র। পত্র কাণ্ডের উভয়দিকে জোড়া জোড়া জন্মে। পত্রিকা ৫টী, উভয়দিকে ৪টী ও সম্মুখে একটী থাকে। পুষ্পস্তবক ১/৪ ইঞ্চি. অবনত। পীতবর্ণ ও সৌগন্ধযুক্ত ফুল হয়। ফুল ১/২-১/৪ ইঞ্চি, লম্বা একস্থানে ১-৩টী ফুল হয়। পক্কফল গোলাকৃতি, ১/৪ ইঞ্চি, শাঁস আছে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার দুগ্ধের ন্যায় আঠা পুরাতন ক্ষত ও উহার শোথ কমাইয়া ঘা শীঘ্র আরাম করিয়া দেয় (Watt)। শিকড় কৃমির পক্ষে হিতকর (Honningberger)।

Genus—NYCTANTHES Linn.

360. N. arbor-tristis Linn. (শেফালিকা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 591.

Ref.—F. B. I., iii, 603 ; Roxb., Fl. I., i, 86 ; B. P., i, 660 ; Prain, H. H., 234.

জন্মস্থান—বেহার, ছোটনাগপুর, সমগ্র বঙ্গদেশ, মধ্যভারতবর্ষ, বর্ম্মা, সমগ্র ভারতে চাষ হয়; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় বাগানে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—সং. বা. শেফালিকা; হি. হরসিঙ্গর; সামতাল—স্যাপারম্; তে. মাঞ্জাপু; বম্বে—হরশিংগর; Eng. Weeping Nyctanthes, Night Jasmine.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, ত্বক ও মূলের ছাল; মাত্রা—স্ব-রস, ১-২ তোলা; ক্বাথ, ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—ছোট গাছ, কখন কখন ২৫-৩০ ফুট উচ্চ হয়। ইহার ছাল পুরু ফিকে ধূসরবর্ণ; কাষ্ঠ ফিকে লালবর্ণ এবং ফিকে পীতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, মাঝারি শক্ত। পত্র ডাঁটার বা কাণ্ডের বিপরীত দিকে থাকে, ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ২-২½ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, উভয়দিক লোমাবৃত, পত্রের উপরপিঠ সবুজবর্ণ, নিম্নপিঠ শ্বেতের আভাযুক্ত। কিনারা অখণ্ডিত, কোন কোনটীর খণ্ডিত। পত্র অতিশয় খসখসে। পত্রবৃন্ত ⅙-¼ ইঞ্চি। ফুলের বোঁটা ক্ষুদ্র, নেবুবং-বিশিষ্ট ৩-৭টী একত্রে থাকে; বহির্ব্বাস ¼ ইঞ্চি, ৪-৫টী দাঁতযুক্ত। ফুলের পাপড়ি শ্বেতবর্ণ, বিস্তৃত, ৫-৮টী পাপড়ি আছে, ইহা ½-⅓ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের গন্ধ অতিশয় মনোহর, রাত্রিকালে ফোটে এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পড়িয়া যায়। বীজকোষ ⅚-½ ইঞ্চি লম্বা, ⅚-⅙ ইঞ্চি চওড়া, চেপ্টা ও পুরু। বীজকোষ দুইপরদাবিশিষ্ট, ২টি বীজ থাকে। বৎসরের সকল সময়েই ফুল হয়। বঙ্গদেশে বর্ষাকালে ফুল হয়, আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকগণের মতে ইহার পত্র জ্বর ও বাতরোগের মহৌষধ। পত্রের টাট্‌কা রস মধুর সহিত খাইলে পুরাতন জ্বর আরাম হয় এবং ক্বাথ কোমরের বাতবেদনায় (Siatica) একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ (Datta)।

শেফালিকা ফুলের ৬ কিংবা ৭টী পাতা জলের সহিত বাটিয়া টাট্‌কা আদার রস দিয়া খাইলে বিষম জ্বর ও অবিরাম জ্বর আরাম হয়; ঔষধ সেবনকালে উদ্ভিজ্জ আহার ব্যবস্থেয়। শেফালিকা বীজের গুঁড়া ব্যবহার করিলে মাথার খুসকী আরাম হয় (Dymock)।

ঘন সর্দ্দি বাহির করিবার জন্য কঙ্কনদেশে ইহার ৫ গ্রেণ ছালের সহিত পান ও সুপারি দিয়া ব্যবহার করে (Dymock)। শেফালিকা পিত্ত ও কফ নাশক, উহা পৈত্তিক জ্বরে প্রযুক্ত হয় (K. L. Dey)।

ইহার পাতার রস ধারক ও মৃদুবলকারক ঔষধ এবং পিত্তনাশক (Watt).

শিউলী পাতার রস চিনি দিয়া বালকদিগকে খাওয়াইলে, তাহাদের পেটের বড় কৃমি বাহির হইয়া যায়, অনেক ক্ষেত্রে মরা কৃমি বাহির হইতে দেখা গিয়াছে, ইহা Santoninএর স্থানে প্রযুক্ত হইতে পারে (B. D. B.)।

এরূপ কিংবদন্তী আছে, পারিজাত নামক এক নাগরাজের পারিজাতক নামে এক কন্যা ছিল; সূর্য্যদেব তাহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন, পরে সূর্য্যদেব অপর এক সুন্দরীর প্রেমে

মুগ্ধ হইয়া উহাকে পরিত্যাগ করেন। এই দুঃখে পারিজাতক প্রাণত্যাগ করে এবং যে স্থানে কন্যাটী প্রাণ পরিত্যাগ করে তথায় শেফালী ফুলের গাছ হয়; কন্যাটী সূর্য্যকে ভয় করিত বলিয়া, জন্মান্তরে সূর্য্যের ভয়ে শেফালী ফুল প্রাতঃসূর্য্যের উদয়ের পূর্ব্বেই ঝরিয়া পড়িয়া যায়।

শেফালী বীজচূর্ণ মস্তকে ঘসিলে মাথার খুসকী আরাম হয়। ইহার পত্রের শীতকষায় বা ক্বাথ সেবন করিলে গৃধ্রসী (Sciatica) ও বাত আরাম হয়।

শেফালিকাদলৈঃ কাথো মৃদ্বগ্নিপরিসাধিতঃ।
দুর্ব্বারং গৃধ্রসীরোগং পীতমাত্রং সমুদ্ধরেৎ॥
শেফালিঃ কটুতিক্তোষ্ণা রুক্ষা বাতক্ষয়াপহা।
স্যাদঙ্গসন্ধিবাতঘ্নী গুদবাতাদিদোষহৃৎ॥ (রাজনিঘণ্টুঃ) (Fig. 360.)

Genus—SCHREBERA Roxb.

361. S. swietenioides Roxb. (ঘণ্টাপারুল)

Fig.—Bedd., Fl. Sylv., t. 248; Wight, Ill., t. 162.

Ref.—F. B. I., iii, 604, Roxb., F. I., i, 109; B. P., i, 660; Brandis, For. Fl., 305.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা।

বিভিন্ন নাম—সং. ঘণ্টাপাটলী; বা. ঘণ্টাপারুল; তা. মগলিঙ্গ-মারাম্; তে. মুকাদি।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, ফুল।

বর্ণনা—৪০-৫০ ফুট উচ্চ গাছ। পত্র ৪ ইঞ্চি লম্বা ২ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু; পক্বপত্র সূক্ষ্মলোমযুক্ত; বোঁটা ½ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ডে ১০০ ফুল হয়। ফুলের বহির্ব্বাস ⅙ ইঞ্চি, ৫ ভাগে বিভক্ত, পাপড়ি শ্বেতবর্ণ ও ধূসরবর্ণের দাগবিশিষ্ট। পুষ্পনল ¼-½ ইঞ্চি, ফল ২ ইঞ্চি লম্বা ও ১½ ইঞ্চি চওড়া, অত্যন্ত শক্ত। বীজ সাধারণতঃ ৩-৪টি থাকে, বীজ ডিম্বাকৃতি চেপ্টা ও লম্বা পক্ষযুক্ত। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

এই গাছের আর একটি জাতি আছে, উহার নাম S. pubescens Kurz বলে (Kurz., For. Fl., 398)। ইহার পত্র কোমল লোমাচ্ছাদিত; পুষ্পদণ্ড শক্তলোমাবৃত, ইহার ফল কিছু ছোট। গ্রীষ্মের প্রথমে ফুল হয়. পত্র পক্ষাকার, দুইদিকে ৩।৪ জোড়া থাকে এবং সম্মুখে একটী পত্র হয়। ফুল ছোট, শ্বেত ও ধূসরবর্ণ, রাত্রিতে অতিশয় সৌগন্ধ বিতরণ করে। কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ হইতে তাঁতের মাকু প্রস্তুত হয়।

ঘণ্টাপারুলের ফুল শ্বেতবর্ণ বলিয়া ইহাকে সিতপুষ্পপাটলা বলে। ইহার আরও দুইটী নাম আছে—যথা কাষ্ঠপাটলা এবং মুষ্কক। ভাবমিশ্র ঘণ্টাপারুলকে সিতপাটলা, মুষ্কক ও

কাষ্ঠ-পাটলা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পাটলা অর্থে বৈদ্যগণ রক্তপুষ্প বা পীতপুষ্প পাটলাই গ্রহণ করিয়া থাকেন। উহার লাটিন্ নাম Stereospermum suaveolens Dc. ইহার আর একটী জাতি আছে, তাহাকে S. chelonoides Dc. বলে, উহার পুষ্প পীতবর্ণ। বঙ্গদেশে পীতপুষ্প পাটলা অপেক্ষা রক্তপুষ্প পাটলাই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার বোটানিক গার্ডেনে ত্রিবিধ পাটলাই আছে। ত্রিবিধ গাছের প্রভেদ স্বচক্ষে দেখিলেই বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়; শুধু বর্ণনা পড়িয়া বোধগম্য হওয়া কঠিন। ইহা পার্ব্বত্য উপত্যকায় অধিক পরিমাণে দেখা যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পারুলের মূল ত্বকের ক্কাথদ্বারা পক্ক সরিষার তৈল লেপন করিলে দগ্ধ ব্রণ আরাম হয়।

পটোল ও পারুল ছালের ক্কাথ ধ'নে ও শুঁঠচূর্ণ যোগে পান করিলে অগ্নিপিত্ত আরাম হয়।

পারুল ফুল মধুর সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে হিক্কা আরাম হয়।

পাটলার অপরাপর গুণ S. suaveolens দ্রষ্টব্য; পাচনে যে পাটলা ব্যবহৃত হয় তাহা ঘণ্টাপারুল বা ঘণ্টাপাটলা নহে, উহা Bignoniaceae orderএর অন্তর্গত। (Fig. 361.)

LXV. SALVADORACEAE

Genus—AZIMA Lamk.

362. A. tetracantha Lamk. (ত্রিকাঁটাগাঁতি)

Fig.—Wight, Ill., t. 1522; Gaertn, Fruct, t. 225.

Ref.—F. B. I, iii, 620; Roxb., F. I., iii, 765; B. P., i, 663; Prain, H. H., 234; Voigt, 348.

জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্য, সিংহল, করমণ্ডল উপকূল, বঙ্গদেশ, হুগলী, শ্রীরামপুর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানের জঙ্গলে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. কুণ্ডালি; বা. ত্রিকাঁটাগাঁতি; হি. কাঁটাগুড়কামাই; তা. সুঙ্গেলি. তে. তেল্লাউপি।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, শিকড় এবং রস।

বর্ণনা—অত্যন্ত কাঁটাযুক্ত গুল্ম, শাখা সবুজবর্ণ; ছাল ফিকে ধূসরবর্ণ, খসখসে, কাঠ শ্বেতবর্ণ ও নরম। ডালের প্রত্যেক গাঁইটে ১-৩টী কাঁটা আছে ½-১ ইঞ্চি লম্বা। পত্র উজ্জ্বল, অগ্রভাগ ধারাল, ½-২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল সবুজের আভাযুক্ত, শ্বেতবর্ণ, বোঁটা ছোট, এক একটী অথবা অধিক হয়। স্ত্রীপুষ্প এক একটী অথবা ২টী হয়; পাপড়ি লম্বা, অগ্রভাগ সরু। ফলের ব্যাস ½ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ, বীজ সাধারণতঃ একটি করিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র উত্তেজক, প্রসূতি স্ত্রীলোকদিগকে প্রসবের পর দেওয়া হয়। ইহার পত্র, নিমপাতা ও ইটের গুঁড়া সমপরিমাণ একত্রে গুঁড়াইয়া প্রসবের পর দিবসে ২ বার ২ দিন দিবে; তৎপরে প্রসূতিকে ভাত ও মরিচের গুঁড়া খাইতে দিবে ও আহারের পর একটু গরম জল খাইতে দিবে, দিবাভাগে ঘুমাইতে দিবে না; ইহা প্রসূতির পক্ষে একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ (Ind. Med. Gazette, Oct. 1889)। গ্রাম্য লোকে প্রসূতিকে একটু ভাজা হিংএর সহিত নিমতৈল দেয়; তৃতীয় কিংবা চতুর্থ দিন হইতে ১ মাস ধরিয়া উত্তেজক ও বলকারক ঔষধ দেয়, ইহাতে প্রসূতি শীঘ্র সারিয়া উঠে ও কার্য্যক্ষম হয়। এই প্রথা ভারতের অনেক স্থানে আছে।

ইহার পত্র খাদ্যদ্রব্যের সহিত খাইলে বাত আরাম হয় এবং শুষ্ক রস খাইলে সর্দ্দি কমিয়া যায়।

পত্রের ন্যায় শিকড়েরও অনেক গুণ আছে, ইহা মূত্রকর এবং শোথ রোগে অপরাপর ঔষধের সহিত প্রযোগ হয়।

এই গাছের শিকড় ও ছালের ক্বাথ এবং সমপরিমাণ বচ (Acorus calamus), জোয়ান এবং লবণ, একযোগে ব্যবহার করিলে পুরাতন উদরাময় আরাম হয়। ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিকড়ের ছালের রস ১-২ আউন্স এবং ছাগল দুগ্ধ ৩ আউন্স পরিমাণ একত্রে দিবসে ২ বার সেবন করিলে ঘন ঘন মূত্রত্যাগ হইয়া শোথ আরাম হয় (Dym., Pharm. Ind., ii, 385)। শিকড়ের ক্বাথ বমননিবারক, ধারক এবং বলকারক। ইহার পাতা বসন্তের ক্ষতে এবং অপরাপর ক্ষত রোগে উপকারী এবং শিকড়ের ছাল বাতের পক্ষে হিতকর।

ইহার ফল শ্বেতবর্ণ এবং লোকে খায়। কথিত আছে, পত্রের রস ক্ষয়রোগের সর্দ্দি এবং হাঁপানি নিবারণ করে। (Fig. 362.)

Genus—SALVADORA Linn.

363. S. persica Linn. (পিলু)

Fig.—Bedd., Fl. Sylv., t. 217; Roxb., Cor. Pl., t. 26; Lamk., Ill., t. 81; Wight, Ill., ii, 229, t. 181.

Ref—F. B. I., iii, 619; B. P., i, 663; Roxb., Fl. I., i, 389.

জন্মস্থান—পশ্চিম বেহার, পঞ্জাব, সিন্ধুদেশ, দক্ষিণভারত, গুজরাট, কঙ্কন, উত্তর ও দক্ষিণ সরকার।

বিভিন্ন নাম—সং. পিলু, করভপ্রিয়; বা. পিলু; তা. উঘাই-পট্টাই; তে. ভারাগণ্ড; রাজপুতনা—ফাল; আরব—আরক; Eng. Tooth-brush tree.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ; বৎসরের সকল সময়েই ফল ও ফুল হয়। সাধারণতঃ উত্তর ও দক্ষিণ সরকারে এই গাছ অধিক পরিমাণে দেখা যায়। ইহার কাণ্ড বক্র; ৮-১০ ফুট উচ্চ হয়। বৃক্ষের ত্বক কর্ত্তিত, শাখা অনেক হয়, শাখার বিপরীত দিকে পত্র হয়। পত্র ১-২ ইঞ্চি লম্বা ও ১ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, মসৃণ। শাখার অগ্রভাগে ফুল হয়। ফুল ক্ষুদ্র, সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ। বহির্ব্বাস ৪টী, দাঁতবিশিষ্ট। পুংকেসর ৪টী, পুষ্পনলের মধ্যে থাকে ফল অতিশয় ক্ষুদ্র, কাল মরিচের দানা অপেক্ষা ক্ষুদ্র, লালবর্ণ, রসযুক্ত। ফলে একটি বীজ থাকে। গ্রীষ্মকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু বৈদ্যেরা ইহার ফল পরিপাককারক, উষ্ণবীর্য্য ও রসায়ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বর্দ্ধিত প্লীহা ও বাত রোগে হিতকর। মাড়ওয়ার দেশে ইহার ফল শুষ্ক করিয়া খায়, শুষ্ক হইলে উহা কিসমিসের ন্যায় মিষ্ট লাগে। ইহার বীজ হইতে এক প্রকার তৈল বাহির হয়, ইহা প্রসূতির পক্ষে উত্তেজক ও বাতরোগে হিতকর। ইহার পত্র এবং নিশিন্দা (Vitex trifolia) পত্রের যোগে বাতের চমৎকার ঔষধ প্রস্তুত হয়।

আরবেরা ইহাকে Solvadoras Arak অর্থাৎ দাঁতন গাছ বলে। ইহার শিকড়ের ৩।৪ ইঞ্চি পরিমিত অংশ দ্বারা দাঁতন করিলে দাঁত পরিষ্কার ও শক্ত হয়। কথিত আছে যে এই গাছ মহিষে ও উষ্ট্রে খাইলে তাহাদের দুগ্ধ গাঢ় হয়। ইহার ফল পেটফাঁপা নিবারক, মূত্রকর এবং ইহার পাতা অর্শে ও ফোড়ায় পুলটিস্ দিলে ফোড়া ও অর্শের যন্ত্রণা কমিয়া যায়।

Ainslie বলেন, ইহার ক্বাথ সামান্য জ্বর, ও ঋতু ও অর্শ রোগে বলকারক ও উত্তেজক ঔষধ। ইহার শিকড়ের ছালে ফোস্কা হয় (Met. Med. Ind., ii, 66)। পিলু বীজ সর্পবিষ নিবারক; ইহার বীজ খাওয়াইয়া অনেকগুলি সর্পদষ্ট ব্যক্তি আরাম হইয়াছে (Dr. Imlach's Report on Snakebites in Sind, Bombay Med. & Phys. Trans., New Series, iii, 80)।

শিকড়ের ছাল থেঁতলাইয়া চর্ম্মে লাগাইলে শীঘ্রই ফোস্কা উঠে, দেশীয় লোকেরা এই উদ্দেশ্যে ইহার ব্যবহার করে, ইহা অতিশয় উত্তেজক (Roxburgh, i, 389)।

মুসলমান লেখকদের মতে ইহার ফল পেটফাঁপা নিবারক এবং মূত্রকর। ইহার বীজ একটী উৎকৃষ্ট জোলাপের কাজ করে। (Fig. 363.)

LXVI. APOCYNACEAE

Genus—CARISSA Linn.

364. C. Carandas Linn. (করমচা)

Fig.—Bedd, Fl. Sylv., 156, t. 19, Fig. 6; Wight, Ic., Fl. 426 & 1289.

Ref.—F. B. I., iii, 630; Roxb., F. I., i, 687; B. P., ii, 668; Prain, H. H., 235.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতের বালুকাময়, শুষ্ক ও পার্ব্বতীয় প্রদেশে জন্মে ; পঞ্জাব, বর্ম্মা, সমগ্র বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে বাগানে চাষ হয় ও কখন কখন জঙ্গলে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. করমর্দ্দক ; বা. করম্‌চা ; হি. করণ্ডা ; তা. কালাকা ; তে. কলিভিকেয়া ; হি. আসলিকরঞ্জা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল এবং শিকড়।

বর্ণনা—বড় গুল্ম ও ছোট গাছ, শাখাগুলি ঘনসন্নিবদ্ধ ও বিস্তৃত। প্রশাখাগুলিতে ও ডালের গাঁইটে কাঁটা আছে, কখনও ১-২ ইঞ্চি লম্বা হয়। পত্রবৃন্ত ক্ষুদ্র, ১½-৩ ইঞ্চি লম্বা, ১-১½ ইঞ্চি চওড়া ; পত্রের বৃন্তদেশ গোলাকার। পুষ্পদণ্ড শক্ত ⅓-১ ইঞ্চি। ডালের অগ্রভাগ হইতে ফুল বাহির হয়, ফুলের পাপড়ি ৫টী, একসঙ্গে অনেকগুলি হয় ; পুষ্প শ্বেতবর্ণ অথবা ফিকে গোলাপী, বহির্ব্বাস ৫টী। ফল ½-১ ইঞ্চি লম্বা, দেখিতে বকুলের ন্যায় ; প্রথমে লালবর্ণ পরে কৃষ্ণবর্ণ হয়, বেশ মসৃণ। ফলে ৪টী বা অধিক বীজ থাকে। ইহার আর এক জাতি আছে, তাহার নাম C. Congesta Bedd. বসন্তকালে করম্‌চার ফুল হয় ও বর্ষাকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার অপক্ক ফল ধারক ও উগ্র, পক্কফল স্নিগ্ধকর, অম্ল, ইহা পিত্তবিকৃতিতে ব্যবহার হয়। ইহার শিকড় তিক্ত এবং পাকযন্ত্রের দোষ শোধক। কঙ্কন দেশে ইহার শিকড় গুঁড়াইয়া, অশ্বমূত্র, লেবুর রস ও কর্পূর দিয়া পাঁচড়ার ঔষধ প্রস্তুত করে (Dymock)।

কটকে ইহার পত্রের কাথ অবিরাম জ্বরের প্রথম অবস্থায় দেয়। ইহার ফলে চর্ম্মরোগ নিবারণ হয় বলিয়া অনেক কবিরাজে প্রশংসা করেন। (Fig. 364.)

Genus—AGANOSMA G. Don.

365. A. caryophyllata G. Don. (গন্ধমালতী)

Fig.—Wight, Ic., t. 1305 ; Bot. Mag., t. 1919.

Ref.—F. B. I., iii, 664 ; B. P., ii, 679 ; Watt, i, Pt. I, 129.

জন্মস্থান—বেহার, নিম্নবঙ্গ, মুঙ্গের, ঋষিকুণ্ডের পাহাড়ে অনেক জন্মে ; দাক্ষিণাত্যে অনেক স্থানে দেখা যায়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. মালতী ; বা. গন্ধমালতী, মালতী ; Eng. Malabar nutmeg.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—বৃহৎ লতানে গাছ; কাণ্ড শক্ত, প্রশাখাগুলি কোমল লোমযুক্ত, পত্র ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ২-২½ ইঞ্চি চওড়া, পত্রের বৃন্তদেশ গোলাকার, নীচের শিরাগুলি অতিশয় দৃঢ়। পত্রের বোঁটা ⅛-¼ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে ফুল হয়; ফুল বিস্তৃত, শ্বেতবর্ণ ও শক্ত লোমাবৃত। পুষ্পস্তবক লম্বা, গোলাকার ও শ্বেতবর্ণ। ফুলের ব্যাস ১½ ইঞ্চি। স্ত্রীপুষ্পদণ্ড নত, গর্ভকেসর কোমল লোমাবৃত। বীজ ডিম্বাকৃতি ½ ইঞ্চি লম্বা এবং চেপ্টা। বর্ষাকালে ও শরৎকালে ফুল হয়, ফল শীতের শেষে পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকদের মতে এই গাছ উত্তেজক, বলকারক; ইহা পিত্তপ্রকোপে ও শরীরের রক্ত শোধনে ব্যবহৃত হয় (U. C. Dutt)।

Aganosma calycina A. Dc. গাছকেও কেহ কেহ মালতী গাছ বলেন। ইহা বর্মার অন্তর্গত ট্যাভয় নামক স্থানে দেখা যায় (F. B. I., iii, 665; Wight, Ic., t. 440)। ইহার পত্র ৩ ৪ ইঞ্চি; বোঁটা ⅛ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়, ইহাতে শক্ত লোম আছে। ইহার ফল সম্বন্ধে বিশেষ জানা নাই, ভেষজগুণ উপরোক্ত গাছটীর সমান; ইহাকেও বাঙ্গালায় ও সংস্কৃতে মালতী বলে, এইজন্য ইহার সম্বন্ধে আর অধিক লিখিবার আবশ্যক নাই। (Fig. 365.)

Genus—ALSTONIA R. Br.

366 A. scholaris R. Br. (ছাতিম)

Fig.—Wight, Ic., t. 422, Bedd, Fl Sylv., t. 242; Rheede, Hort. Mal., i, t. 45; Bent. & Trim., t. 173.

Ref—F. B. I., iii, 642; B. P., ii, 672; Dymock, ii, 386; Prain, B. Pl., 236; Voigt, 526.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ; জাম্মু হইতে পূর্ব্বদিকে ৩০০০ ফুট উচ্চ স্থানে; বঙ্গদেশ, বর্ম্মা, দক্ষিণ ভারত; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় রাস্তার ধারে ও জঙ্গলে প্রচুর দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. সপ্তপর্ণ, গুচ্ছপুষ্প; বা. ছাতিম; হি. সাতিয়াম্; সাঁওতাল—চাতনী; তা. এদরাপী; তে. ইদাকুলা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক, ফুল, আঠা; মাত্রা, ছাল ও ফুলের রস ½-২ তোলা; কাথ ৫-১০ তোলা; আঠা ½-১ আনা; ত্বক চূর্ণ ½-২ আনা; পুষ্পচূর্ণ ½-৩ আনা।

বর্ণনা—বৃহৎ চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ, ৬০ কিম্বা ততোধিক উচ্চ হয়। ছাল, ঘন ধূসরবর্ণ, কতকটা খসখসে। কাঠ, শ্বেতবর্ণ ও নরম; গাছ কাটিয়া ফেলিয়া রাখিলে, কাঠের রঙ

খারাপ হয়। পত্র, ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা এবং ১-১½ ইঞ্চি চওড়া, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, উজ্জ্বল ও চামড়ার ন্যায় শক্ত, পত্রের নিম্নভাগ ফিকে সবুজবর্ণ; বোঁটা ⅛-½ ইঞ্চি লম্বা। ফুল সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, গুচ্ছবদ্ধ। পুষ্পদণ্ড ১-২ ইঞ্চি লম্বা; বহির্ব্বাস $\frac{1}{16}$-⅛ ইঞ্চি লম্বা, কোমল লোমাবৃত ও ৫ ভাগে বিভক্ত। ফল ১ ফুট লম্বা, কিছু বক্র, গাছে ঝুলিয়া থাকে, ইহা দেখিতে চেপ্টা। বীজ ¼ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ, দুই দিকে পশমের মত আছে, ফল পাকিলে ফাটিয়া যায় ও বীজ বায়ুবেগে অন্যত্র উড়িয়া পড়ে এবং সময়মত তথায় অঙ্কুরিত হইয়া নূতন গাছের সৃষ্টি করে। শরৎকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকগণ এই গাছকে সপ্তপর্ণ, গুচ্ছপুষ্প ও বৃহত্বক প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। সুশ্রুত বলেন, ছাতিম, হিম, গোলঞ্চ, ভূর্জ্জপত্রের (Betula utilis Don.) ছাল সমপরিমাণ, একুনে ২ তোলা লইয়া, উহার কাথ ব্যবহার করিলে জ্বর, চর্ম্মরোগ, অজীর্ণ আরাম হয়, ইহা একটী বলকারক ঔষধ।

Dr. Rheede এবং Dr. Rumphius বলেন যে দেশীয় লোকেরা ইহার ছাল লবণ ও গোলমরিচের সহিত ব্যবহার করে। ইহা জ্বরের সহিত উদরাময় আরাম করে এবং ইহা স্থানীয় প্রলেপ দিলে গেঁটেবাত ও ক্ষত আরাম হয়। ইহার ছালের গুঁড়া ১৫ গ্রেণ কিংবা ত্বকের কাথ ব্যবহার করিলে আমাশযিক অজীর্ণ রোগের উপশম করে।

ছাতিমের ছাল Pharmacopoeia of Indiaতে বহুপরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা বলকারক এবং ছোট ও ফিতার ন্যায় কৃমি নাশক।

ইহার টাটকা শিকড়ের রস দুগ্ধের সহিত খাইলে কুষ্ঠ আরাম হয় ও পেটের কৃমি নাশ হয়।

ছাতিমের টাটকা ছালের রস আদার সহিত প্রসূতিকে সেবন করাইলে তাহার শরীর শীঘ্র সারিয়া আইসে (Dymock)।

ছাতিম পাতার ভাজা গুঁড়া ফোড়ার উপর পুলটিস দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায় (Sur. Thomson)। ইহা জ্বর, রক্ত আমাশয় ও উদরাময়ের একটী বিশেষ ঔষধ এবং জ্বরের পক্ষে কুইনাইনের সমগুণবিশিষ্ট।

ছাতিম চর্ম্মরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ; ইহার যোগে অনেক পাচন তৈয়ারী হয়। ছাতিমের আঠা শুষ্ক করিয়া দুষ্টব্রণে লেপন করিলে ক্ষত আরাম হয় (চক্রদত্ত)। দন্তে পোকা হইলে দাঁতের গহ্বরে ছাতিমের আঠা দিলে দাঁতের যন্ত্রণা কমিয়া যায় (বাগভট্ট)। ছাতিম ফুল ও পিপুল সমভাগে চূর্ণ করিয়া দধির জলের সহিত সেবন করিলে শ্বাসকাশ দমন হয় (সুশ্রুত)। গোলঞ্চ ও ছাতিমের ছালের কাথ পান করিলে প্রসূতির স্তন্য বাড়িয়া যায় (চরক)। ছাতিম ছালের কাথ কুষ্ঠঘ্ন। (Fig. 366.)

Genus—ICHNOCARPUS R. Br.

367. I. frutescens R. Br. (শ্যামালতা)

Fig.—Wight, Ic., t., 430; Burm. Fl. Zeyl., 23, t. 12, Fig. 1; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 617.

Ref.—F. B. I., iii, 669; Roxb., F. I., ii, 12; B. P., ii, 680; Watt, vi, Pt. ii, 326; Prain, H. H., 237.

জন্মস্থান—পশ্চিম হিমালয়ের সিরমোর হইতে নেপাল, ১০০০ হইতে ২০০০ ফুট উচ্চে দেখা যায়। দিল্লী হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত ভূভাগে, আসাম, শ্রীহট্ট, বর্ম্মা; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার জঙ্গলে বহুপরিমাণে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. চেত-শরিবা; বা. শ্যামলতা; হি. দুধি; তে. নলটীগা।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, পত্র। ক্বাথ, ৫-১০ তোলা; মূল কল্ক ২-৮ আনা।

বর্ণনা—বহুদূরবিস্তৃত লতানে গাছ, কখন কখন জড়াইয়া গাছের উপর উঠে। প্রত্যেক গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। পত্র সবগুলি সমান নহে; ৳-১½ ইঞ্চি লম্বা। বোঁটা ⅛ ইঞ্চি; পুষ্পদণ্ড ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, কোমল লোমযুক্ত। শাখাপ্রশাখা ছোট, অগ্রভাগে ৩টী ফুল একত্রে হয়। পুষ্পস্তবকের ব্যাস ⅛ ইঞ্চি, ফুল শ্বেতবর্ণ, ঈষৎ বেগুনে। স্ত্রীকেসর অতিশয় ছোট। শুঁটীর আচ্ছাদন ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, ⅙ ইঞ্চি চওড়া, অতিশয় অবনত; বীজ ½ ইঞ্চি। লতায় গো-মহিষাদি বাঁধিলে ছিঁড়িয়া যায় না। এই লতায় জেলেরা খালুই বোনে। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় বলকারক ও Sarsaparillaর তুল্য (Pharm. Ind.); ইহার ডগা ও পাতার ক্বাথ জ্বরনাশক (Watt)।

শ্যামালতার মূলের ক্বাথে শিশুকে স্নান করাইলে পেঁচো পাওয়া আরাম হয়। ইহার মূলের ক্বাথ ও কল্কসহ পক্বঘৃত পান করিলে মূষিক বিষ নষ্ট হয়। (Fig. 367.)

Genus—HOLARRHENA R.Br.

368. H. antidysenterica Wall. (কুরচি)

Fig.—Brandis, For. Fl., 326 & 40; Wight, Ic., tt. 1297, 1298 & 439; Rheede, Hort. Mal., i, t. 47; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 494.

Ref.—F. B. I., iii, 644; Watt, vi, Pt. vi, 316; P. P., ii, 674; Dymock, ii, 391.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, বঙ্গদেশ, বর্ম্মা, মধ্য এবং দক্ষিণভারত। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, সুন্দরবন, বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার বহুস্থানে ও জঙ্গলে প্রচুর গাছ জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. বৎসক, গিরিমালিকা, কুটজ, ইন্দ্রযব (বীজ); বা. কুরচি; হি. দধি, কারচি; তা. ভেপ্পালেই; তে. আমকুডুবিত্তাম্। Eng. Conessi Bark.

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্, বীজ। মাত্রা—ত্বক ও বীজের ক্বাথ; ৫-১০ তোলা; বীজচূর্ণ ½-২ আনা।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ, ২০-২৫ ফুট উচ্চ; বসন্তকালে পাতা পড়িয়া যায়; কোমল ও শক্তলোমযুক্ত; ছাল ¼ ইঞ্চি পুরু, ধূসরবর্ণ, খসখসে; কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ ও নরম, পত্রের বোঁটা ক্ষুদ্র; পত্র ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা এবং ১½ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু; পত্রের শিরা ১০-১৬ জোড়া এবং শক্ত। ফুল শ্বেতবর্ণ অল্প গন্ধযুক্ত, ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, কোমল লোমযুক্ত। ফল, দুইটী আচ্ছাদনে আবৃত, ৮-১৬ ইঞ্চি লম্বা, ¼-⅓ ইঞ্চি চওড়া, ভিতরভাগে বক্র, মসৃণ, ইহাতে শ্বেতবর্ণ দাগ আছে। ফলে বীজ অনেক থাকে, বীজ ½ ইঞ্চি লম্বা, সরু ও লম্বাকৃতি, সূক্ষ্ম লোমাবৃত, বীজের গায়ে পশম আছে, ধূসরবর্ণ, ১½-২ ইঞ্চি লম্বা। ইহার বীজ Wrightia tinctoria বীজের মত। বাজারে দুই প্রকার ইন্দ্রযব আছে, একটীর বীজ মিষ্ট আর একটীর বীজ তিক্ত। দেশীয় লেখকগণ এবং কবিরাজগণ এই দুই প্রকার ইন্দ্রযবকে একই W. tinctoria গাছ হইতে উদ্ভূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন; কিন্তু বস্তুতঃ উভয় ইন্দ্রযব এক গাছের বীজ নহে। W. tinctoria গাছ মান্দ্রাজ, বর্ম্মা ও মধ্যভারতে এবং দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমভাগে দেখা যায়, ইহার বীজ মিষ্ট কিন্তু Holarrhena গাছের বীজ মিষ্ট নহে পরন্তু তিক্ত। চৈত্র-বৈশাখ মাসে ফুল হয় এবং শীতকালে ফল হইয়া থাকে।

কুটজ সম্বন্ধে এরূপ কিংবদন্তী আছে যে ইন্দ্রদেব যখন হনুমানকে অমৃত দিয়া জীবিত করেন তখন হনুমানের গাত্র হইতে এক ফোঁটা অমৃত ভূমিতে পড়িয়া যায়, উহা হইতে কুরচি গাছ উৎপন্ন হয়।

চরক বলিয়াছেন যে পুরুষ ও স্ত্রী ভেদে কুরচি দুই প্রকার। যে গাছের ফল বৃহৎ, পুষ্প শ্বেতবর্ণ এবং পত্র স্নিগ্ধকর তাহা পুং-কুটজ, এবং যাহার কাণ্ড ও ত্বক শ্যামবর্ণ, পুষ্প শ্যামবর্ণ, ফল ও বোঁটা ছোট তাহা স্ত্রী-কুটজ। H. antidysenterica এবং W. tictoria গাছের প্রভেদ এই যে প্রথমটীর ছাল ধূসরবর্ণ, দ্বিতীয়টীর ছাল কৃষ্ণবর্ণ। প্রথমটীর পত্র শুষ্ক হইলে উহার রং ঠিক থাকে, দ্বিতীয়টীর পত্র কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। প্রথমটীর শুঁটী পৃথক পৃথক, দ্বিতীয়টীর শুঁটী জোড়া জোড়া, উহা কাণ্ডের অগ্রভাগে থাকে। প্রথমটীর ফুল শ্বেতবর্ণ, দ্বিতীয়টীর ফুল বড়, মোটা ও সৌগন্ধযুক্ত। এক্ষণে প্রথম কুটজকে শ্বেত কুটজ, দ্বিতীয়টীকে কৃষ্ণকুটজ বলা যাইতে পারে। শ্বেতকুটজ বঙ্গদেশে বহুপরিমাণে দেখা যায় কিন্তু কৃষ্ণকুটজ (W. tinctoria) বঙ্গদেশে পাওয়া যায় না। শ্বেতকুটজ বীজকে ইন্দ্রযব বলে, ইহা দেখিতে যই (oat)এর মত ও তিক্ত।

W. tinctoriaর বীজকেও ইন্দ্রযব বলে, ইহা নকল ইন্দ্রযব। ইহার গুণ আসল ইন্দ্রযবের ন্যায়, কিন্তু রক্ত আমাশয় রোগে ইহার প্রয়োগে প্রায়ই উপকার পাওয়া যায় না। অতএব বিশেষ দেখিয়া ইন্দ্রযব খরিদ না করিলে ঔষধে ফল হয় না।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত ভাষায় কুরচি বীজকে ইন্দ্রযব, ভদ্রযব, বৎসক বলিয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ-মতে ইহার ত্বক্ একটী বিশেষ বিখ্যাত ঔষধ। ইহা তিক্ত, ধারক, শীতবীর্য্য, হজমীকারক, এবং অর্শ, রক্ত আমাশয়, দূষিত পিত্ত, কুষ্ঠ ও শ্লেষ্মারোগে হিতকর।

সুশ্রুত বলেন, ইহা সর্দ্দি-নিঃসারক, বিষের প্রতিষেধক, মূত্রযন্ত্রের ও চর্ম্মরোগের শান্তি-কারক। কুটজ বমনকারক এবং দুরারোগ্য ক্ষতরোগ নিবারক; পেটের যন্ত্রণা নিবারণে ইহা একটী অদ্বিতীয় মহৌষধ এবং বায়ু, পিত্ত ও কফের সংশোধক (Dymock)।

ইহার বীজ ধারক, জ্বরনাশক ও কৃমিনিবারক। কুরচির ত্বক্ ও বীজ হিন্দু কবিরাজেরা অপরাপর উত্তেজক ও ধারক ঔষধের সহিত ব্যবহার করে। কুটজ ত্বকের ক্বাথ, আর্দ্রক ও অতিস (Aconitum heterophyllum) যোগে পান করিলে অতিসার আরাম হয়।

কুটজত্বক্‌কৃতঃ ক্বাথো ঘনীভূতঃ সুশীতলঃ।
লেহিতোঽতিবিষাযুক্তঃ সর্ব্বাতীসারনুদ্ভবেৎ॥ চক্রদত্তঃ

ইহার ক্বাথ মধুযোগে পান করিলে অতিসার আরাম হয় (শার্ঙ্গধরঃ)।

কুটজাতিবিষা-পাঠা-ধাতকীলোধ্রমুস্তকৈঃ।
হ্রীবের-দাড়িম্বযুতৈঃ কৃতক্বাথসমাক্ষিকঃ॥
পেয়ো মোচরসেনৈব কুটজাষ্টকসঞ্জকঃ।
অতিসারান্ জয়েদ্দাহরক্তশূলামদুস্তরান্॥ শার্ঙ্গধরঃ

অর্থাৎ কুরচি ছাল, অতিবিষার ছাল, পাঠা (আকনাদি), ধাতকীপুষ্প (ধাইফুল), লোধ্রগাছের (লোধ) ছাল, বালা (Pavonia odorata), বেদানার খোসা এবং মুথা প্রত্যেক ১ তোলা, জল ৩২ তোলা, অবশেষ ৮ তোলা। ইহা সেবন করিলে যে কোন রকম আমাশয় ও কঠিনদাহ, রক্তশূল, রক্ত আমাশয় আরাম হয়।

কুরচি হইতে কুটজলেহ প্রস্তুত হয়—

শতং কুটজমূলস্য ক্ষুণ্ণং তোয়ার্ম্মণে পচেৎ।
ক্বাথে পাদাবশেষেঽস্মিন্ লেহং পূতে পুনঃ পচেৎ॥
সৌবর্চ্চল-যবক্ষার-বিড়সৈন্ধব-পিপ্পলী।
ধাতকীন্দ্রযবাজাজীচূর্ণং দত্ত্বা পলদ্বয়ম্॥
লিহ্যাদ্বদরমাত্রং তৎ শীতং ক্ষৌদ্রেণ সংযুতং।
পক্বাপক্বমতীসারং নানাবর্ণং সবেদনম্॥
দুর্ব্বারং গ্রহণীরোগং জয়েচ্চৈব প্রবাহিকাম্॥ চক্রদত্তঃ

কুরচি ছাল ১২½ সের, জল ৬৪ সের সিদ্ধ করিয়া সিকি অংশ অবশেষ রাখ ও ছাঁকিয়া ফেল। তৎপরে উহাতে তিন সের গুড় মিশাইয়া পুনরায় পাক কর। এই ক্বাথ ঘন করিয়া আটার মত কর, তৎপরে উহাতে সৌবর্চ্চল (Sachal) লবণ, যবক্ষার, বীটলবণ, সৈন্ধবলবণ, পিপুল, ধাইফুল, কুরচী বীজ (ইন্দ্রযব), জিরা, প্রত্যেকের গুঁড়া ১৬ তোলা করিয়া দেও, ইহাতে যে মোদক হইবে উহা ১৫ গ্রেণ মধুর সহিত খাইলে পক্ব অতিসার, কুন্থনযুক্ত রক্ত আমাশয় ও গ্রহণীরোগ আরাম হয়।

কুরচি হইতে আরও বহুপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত হয় সাধারণতঃ সমস্তগুলিই পাকযন্ত্রের রোগ নিবারক। যথা—পাঠাদ্যচূর্ণ, কুটজারিষ্ট, প্রদরারি লৌহ প্রভৃতি।

মুসলমান বৈদ্যেরা ইহার বীজ ধারক ও কৃমিনাশক বলিয়া বর্ণনা করেন, তাঁহারা ইহা পুরাতন হাঁপানি রোগে ব্যবহার করিতে নির্দ্দেশ দেন। ইহা মধু ও জাফরাণের সহিত ব্যবহার করিলে বেশ রসায়নের কাজ করে ও স্ত্রীলোকদের অনিয়মিত ঋতু ও ঋতুনাশ রোগে ব্যবহার হয়।

প্রসূতির বলাধানের জন্য কুরচি ব্যবহৃত হয়।

ইউরোপীয় ডাক্তারেরা ইহার ছালের দুই আউন্স পরিমাণ, ২ পাইন্ট জলে সিদ্ধ করিয়া ১ পাইন্ট থাকিতে নামাইয়া যে ক্বাথ প্রস্তুত হয় উহা বৃদ্ধ ও বালকদের রক্ত আমাশয় রোগে ব্যবহার করিতে বলেন।

মাত্রা ১½ আউন্স কিংবা ২ আউন্স দিবসে দুইবার কিংবা ৩ বার সেব্য।

কুরচির বীজ ভাজিয়া জলে নিক্ষেপপূর্ব্বক সেই জল পান করিলে পেটের দোষ দূর হয়। ইহা ধারক এবং কলেরার বমন নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে (Ainslie, Met. Med. Ind., ii, 483)।

কুরচি ছালের ক্বাথ অর্শের রক্ত নিবারক, ইহা শিশুদের রক্ত আমাশয়ে বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ (Ind. Med. Gaz., i, 352)।

কুটজ শিকড় গোলঞ্চ রসে পেষণ করিয়া সেবন করিলে বহুদিনস্থায়ী জ্বর ছাড়িয়া যায়। ইহার রস এলাচ, লবঙ্গ ও দারুচিনির সহিত মিশাইয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া খাইলে আমাশয় ও রক্ত আমাশয় আরাম হয় (Dymock)।

শোথরোগে সাঁওতালেরা ইহার ছাল বাটিয়া গায়ে মাখিয়া থাকে। কুরচি ফল সর্পবিষের ফুলা ও যন্ত্রণা নিবারক। ইহার বীজ হইতে একপ্রকার তৈল বাহির হয় (Rev. A. Campbell)।

যক্ষ্মারোগে ইন্দ্রযবের প্রলেপ হিতকর (চরক)।

কুরচি মূলের ছাল জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে বিষদোষ আরাম হয়। কুরচির ছাল দধির সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে শর্করা (Sugar) মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায় (ভাবপ্রকাশ)।

কাল কুরচির ত্বক্ জ্বরঘ্ন, পাচক ও বলকারক এবং শুক্রক্ষয়জনিত অবসাদ নিবারক। ইহার পত্র দাঁতের বেদনা নিবারক (R. N. Khory, ii, 392)।

কুরচির ছালকে ইংরাজীতে Conessi Bark বলে। Sir Walter Elliot এবং Dr. Gibson কুরচির রক্ত আমাশয় নিবারক গুণের অতিশয় প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। Sub-Assistant Surg. A. C. Kastogiri লিখিয়াছেন যে তিনি একটী ১৫ মাস বয়সের শিশুকে বহুবিধ ঔষধ পরীক্ষার পর কুরচি ছালের ক্বাথ-দ্বারা রক্ত আমাশয় একেবারে সারাইয়া দিয়াছেন। কুরচি রক্ত আমাশয় রোগে একটী অদ্বিতীয় ঔষধ (Ind. Med. Gaz, i, 352.)। (Fig. 368.)

Genus—RAUWOLFIA Benth.

369. R. serpentina Benth. (চন্দ্রা)

Fig.—Wight, Ic., t. 849, Bot. Mag., t. 784; Burm., Fl. Zeyl., t 64, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 602 B.

Ref.—F. B. I., iii, 632; Roxb., F. I., i, 694; B. P., ii, 671; Dym., ii, 414, Prain, H. H., 235.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ; সিরহিন্দ এবং মোরাদাবাদ হইতে সিকিম পর্য্যন্ত স্থানে পর্ব্বতের পাদদেশে জন্মে; খাসিয়াপাহাড়, ত্রিবাঙ্কুর, হুগলী, হাওড়া ও বর্দ্ধমান জেলায় ছায়াপূর্ণ জঙ্গলে স্থানে স্থানে দেখা যায় কিন্তু সকল স্থানে নহে; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. সর্পগন্ধা, চন্দ্রিকা; বা. চন্দ্রা, ছোট চাঁদ; তে. পাটলাগন্ধি; মালাবার—চুবান্না-অবিল-পোরী।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, পত্র ও রস।

বর্ণনা—ছোট সূক্ষ্ম লোমযুক্ত গুল্ম, ৬-১৮ ইঞ্চি লম্বা, কখন কখন ২-৩ ফুট উচ্চ হয়। গাছগুলি দেখিতে তেজস্কর কখন লতাইয়া অপর গাছে উঠে; ত্বক্ শ্বেতবর্ণ। পত্র ৩-৭ ইঞ্চি লম্বা, ১½-২½ ইঞ্চি চওড়া, লম্বাকৃতি কিম্বা ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, নীচের দিক ফিকে সবুজ ও উপরের দিক মসৃণ, উজ্জ্বল গাঢ় সবুজ; পত্রের কিনারা স্থানে স্থানে অস্পষ্ট. পত্রের শিরা ৪-১২ জোড়া থাকে; বোঁটা ⅙ ইঞ্চি। পুষ্প শ্বেতবর্ণ, অথবা ঈষৎ লালবর্ণ, কিংবা গোলাপী রং বিশিষ্ট, প্রায় ১ ইঞ্চি লম্বা হয়। পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল থাকে। বহির্ব্বাস ছোট, উজ্জ্বল লালবর্ণ। পুষ্পের অন্তর্ব্বক ½ ইঞ্চি লম্বা, পুষ্পনল বক্র; পাপড়ি ৫টী থাকে। ফল জোড়া জোড়া কিংবা এক একটী জন্মে, দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, ব্যাস ¼ ইঞ্চি, বিস্তৃত ও ডিম্বাকৃতি। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষাকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সর্পবিষের প্রতিষেধক বলিয়া ইহার বিশেষ খ্যাতি আছে, কিন্তু কোন বিশ্বস্ত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ইহা জ্বরনাশক ও বলকারক, কৃমিনাশক। ইহার শিকড়ের কাথ খাইলে প্রসবকালীন বেদনা বাড়াইয়া দেয় (Dymock, Pharm. Ind.)।

বম্বে প্রদেশের মজুরেরা ইহার শিকড় কোমরে বাঁধিয়া রাখে; তাহারা বলে যে এই শিকড় নিকটে থাকিলে পাকযন্ত্রের কোন পীড়া হয় না। ইহার শিকড় ও ঈশেরমূলের (Aristolochia indica) শিকড়, কঙ্কনদেশে কলেরায় পেট বেদনায় ব্যবহার করে। পেট বেদনায় ১ ভাগ ইহার শিকড়, ২ ভাগ কুরচি ও ৩ ভাগ বাগাভেরেণ্ডার শিকড় (Jatropha Curcas) দুগ্ধের সহিত সেব্য। বিহার ও আরও পশ্চিমে ইহা "পাগলা দাওয়াই" বলিয়া খ্যাত; অনেক স্থানে ইহা উন্মত্ততায় বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া অনুমিত হয়। বিহারে ছেলেদের ঘুম পাড়াইবার জন্যও ইহা ব্যবহৃত হয়।

চন্দ্রার শিকড়, কালমেঘ, আদা এবং বীটলবণ জ্বর রোগে ব্যবহার হয়; মাত্রা ৩-৪ তোলা (Dymock)। (Fig. 369.)

Genus—NERIUM Soland.

370. N. odorum Soland. (করবী)

Fig—Rheede, Hort. Mal., ix, t. 132; Bot. Reg., t. 74; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 613 B.

Ref.—F. B. I., iii, 655; Roxb., F. I., ii, 2; B. P., ii, 676; Dymock, ii, 398; Prain, H. H., 237.

জন্মস্থান—মধ্যভারতবর্ষ, সিন্ধুদেশ, আফগানিস্থান এবং হিমালয় প্রদেশের ৫৫০০ ফুট উচ্চে। সমগ্র বঙ্গদেশ, ছোট নাগপুর, বিহার, হাওড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় বাগানে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—সং. করবী, অশ্বঘ্ন, অশ্বমারক; বা. করবী; হি. কানের; তা. আলারী; তে. জান্নেরত; বম্বে—কানহেরা; সাঁওতাল—রাজবাকা; Eng. Roseberry Spurge.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূলের ছাল, মাত্রা মূলের ছালচূর্ণ, ⅛-¼ আনা।

বর্ণনা—সরল বিস্তৃত ডালযুক্ত ছোট গাছ ১০-১৫ ফুট উচ্চ হয়; গাছের মূলদেশ হইতে ও কাণ্ড হইতে বহু শাখাপ্রশাখা বাহির হয়। পত্র ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, সরু, পুরু, মধ্যশিরা শক্ত। বোঁটা অতিশয় ছোট। ফুলের ব্যাস ১½ ইঞ্চি, সৌগন্ধযুক্ত, গোলাপী ও শ্বেতবর্ণ। ফল ৬ ইঞ্চি লম্বা ও কতকটা গোলাকার, ফলে বীজ অনেক থাকে, বীজ সিকির মত গোলাকার; চেপ্টা, এক গোছা শ্বেতবর্ণ, উজ্জ্বল ও ঈষৎ ধূসরবর্ণ পশম-ময় লোমে আবৃত। ফল পাকিলে ফাটিয়া

যায়, করবীর ডাল ভাঙ্গিলে প্রচুর শ্বেতবর্ণ আঠা বাহির হয়। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে করবীর ফুল হয়। শীতকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত গ্রন্থে দুই প্রকার করবীর উল্লেখ আছে, শ্বেত ও রক্ত করবী। করবীর আর একটী সংস্কৃত নাম অশ্বমারক। নিঘণ্টু মতে দুই প্রকার করবীই বিষাক্ত। ইহা প্রলেপ স্বরূপ ব্যবহার করিলে শোথ, কুষ্ঠ ও চর্ম্মরোগ আরাম হয়। শ্বেত ও রক্ত করবী বহু স্থানে দেবার্চ্চনার জন্য ব্যবহৃত হয়।

করবী শিকড়ের কাথ তৈল ও গোমূত্রে সিদ্ধ কবিয়া, জল মরিয়া যাইলে চিতামূল ও বিড়ঙ্গ যোগে কুষ্ঠে ও পাঁচড়ায় প্রলেপ দিলে উহা আরাম হয়। ইহাব কচি পাতার টাটকা রস চক্ষে দিলে চক্ষু উঠা আরাম হয়। ইহার শিকড বিষাক্ত, অতএব ইহা খাওয়া উচিত নহে।

পত্রের কাথ ফুলায় দিলে ফুলা কমিয়া যায় এবং ইহার শিকড়ের ছাল হইতে যে তৈল উৎপন্ন হয় উহা চর্ম্মরোগ ও কুষ্ঠ নাশক।

ডাঃ মীর মহম্মদ হোসেন বলেন যে ইহা পোকাব পক্ষে বিষ, এই কারণে ইহা দ্বারা পাঁচড়া আরাম হয়। করবীর বিষক্রিয়া হৃদযন্ত্রের উপব প্রকাশ পায় এবং ইহা হৃদযন্ত্রের অবসন্নতা আনয়ন করে বলিয়া, ইহা Digitalisএর স্থানে দেওয়া যাইতে পারে (Watt.)।

শ্বেত করবীকে কববীর ও অশ্বঘ্ন এবং বক্ত করবীকে করবীবক বলে। করবী প্রলেপ ছাড়া অপব কোন প্রকারে ব্যবহার কবা উচিত নহে, কারণ করবীর মূল একটী বিষ (সুশ্রুত ও চরক)। ধন্বন্তরী নিঘণ্টুকার কেবল প্রলেপ কার্য্যে ইহার ব্যবহারবিধি দিয়াছেন। ইহা কুকুর, বিড়াল, গো, অশ্ব প্রভৃতির পক্ষেও বিষ।

করবীর শিকড় ববিবারে তুলিয়া কাণে বাঁধিয়া দিলে জ্বর আরাম হয়। দষ্টস্থানে ইহার শিকড়ের প্রলেপ দিলে বিছা, ভীমরুল প্রভৃতির বিষ ও সর্পবিষ নষ্ট হয়।

কববীর শিকড় গুঁড়া করিয়া মাথায় মর্দ্দন করিলে মাথা ধরা আরাম হয়। ইহার পত্ররসের কাথ অল্প পরিমাণে ফুলায় দিলে ফুলা কমিয়া যায়। পত্রের রস অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিলে বিষাক্ত প্রাণীর বিষ ও সর্পবিষ নষ্ট হয়। কববীর বিষক্রিয়া শরীবে প্রকাশ পাইলে গব্যঘৃত ব্যবহার কবিলে বিষক্রিয়া নষ্ট হইয়া যায়। শ্বেতকরবীর ফুল শুষ্ক করিয়া উহার গুঁড়া ও এলাচ গুঁড়া একত্র করিয়া নস্য লইলে সর্পবিষ নষ্ট হয়। করবীর শিকড় গর্ভস্রাব-কারক। ইহার শিকড়ের কাথ ৪ সের, তিল তৈল ৪ সের, গোমূত্র ৮ সের, রক্তচিতা, বীড়ঙ্গ বীজ প্রত্যেক অর্দ্ধ সের, এই কয়টী মলমের মত করিয়া একত্রে অগ্নিতে জ্বাল দিয়া যে তৈল হয়, উহা পাঁচড়া, কাউর প্রভৃতি চর্ম্মরোগে হিতকর। ইহাকে করবীরাদ্য তৈল বলে। করবীর শিকড় বাটিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে পৃষ্ঠব্রণ ও লিঙ্গমুণ্ডের ক্ষত আরাম হয় (শার্ঙ্গধর)।

শুষ্ক করবীমূলের ত্বক্ অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া উহার ক্ষার ‡-½ আনা মাত্রায় মধুসহ সেবন করিলে অশ্মরী আরাম হয়। (Fig. 370.)

Genus—WRIGHTIA R. Br.

371. W. tomentosum Roem and Schult. (দুধকরবী)

Fig.—Wight, Ic., t. 443, 1296, Wight, Ill., ii, t. 154 ; Rheede, Hort. Mal., ix, t. 384.

Ref.—F. B. I., iii, 653 ; B. P., ii, 674 ; Roxb., F. I., ii, 6.

জন্মস্থান—এই গাছ সমগ্র ভারতে দেখা যায়। সিকিম, সাহারাণপুরের জঙ্গলে, রাজপুতনার আবু পাহাড়ের নিকট, বিহার, বর্ম্মা, গোদাবরী নদীর তীর ও আসামে ও বোটানিক গার্ডেন, শিবপুরে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. কৃষ্ণকুটজ ; বা. দুধকরবী . হি. ধরৌউলি, মিঠাইন্দ্রযো ; নেপাল—করিঙ্গি ; তে. কইলামুকরি , আসাম—কুবি ।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় ও পত্র।

বর্ণনা—ছোট গাছ, কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ ও শক্ত। ফুল ১ ইঞ্চি পরিমাণ, পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়, ফুলের অন্তঃস্তবক পীতবর্ণ ও নেবুর বিশিষ্ট। ফুলের গন্ধ অপ্রীতিকর। ফুল প্রথমে শ্বেত, পরে বেগুনে রংএ পরিবর্ত্তিত হয়। ফল শুঁটীর মত, ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা, ১/৪-১/২ ইঞ্চি চওড়া, সরল ও চেপ্টা, ফলে বীজ অনেক হয়। বীজে শ্বেতবর্ণ রেশমের মত লোম আছে। নভেম্বর মাসে ফুল ও পরে ফল হয়। Dr. Brandis বলেন, ফুল ফুটিবার পর ইহার বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছও সর্পবিষ নিবারক। ইহার ছাল হইতে এক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত হয়, উহা স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তব ব্যাধি ও পুরুষদের জননযন্ত্রের রোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

Mr. Manson বলেন যে, কোন স্থান হইতে রক্তস্রাব হইলে ইহার দুগ্ধের মত আঠা উহা বন্ধ করিয়া দেয় (Gamble)।

ইহার বীজ শুক্রক্ষয় জন্য দৌর্ব্বল্যনাশ করে। পত্র দন্তশূল নিবারক ও উদরাময় নাশক। (Fig. 371.)

372. W. tinctoria Br. (ইন্দ্রযব)

Fig.—Bot. Reg., xi, t. 933 (1825) ; Wight, Ill. Ind. Bot., ii, t. 154 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 611 (1918) ; Beddome, Fl. Sylv., t. 241.

Ref.—F. B. I., iii, 653 ; Roxb., F. I., ii, 4 ; Talbot, For. Fl. Bombay, ii, 223 ; Brandis, For. Fl., 324 ; Dallz. & Gibbs., Bomb. Fl., 145.

জন্মস্থান—মধ্য ভারতবর্ষ, দাক্ষিণাত্য, ব্রহ্মদেশ, বম্বে, করমণ্ডল ও গোদাবরী প্রভৃতি স্থানে ও বোটানিক গার্ডেন, শিবপুরে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. হয়মারক; বা. ইন্দ্রযব; হি. গু. মারহাট্টা—মিঠা ইন্দ্রযব; তে. এলকুদু-কোদিশা।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও ত্বক্।

বর্ণনা—ছোট গাছ, প্রশাখাগুলি নরম লোমযুক্ত। পত্র ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ১-১½ ইঞ্চি চওড়া, পত্রে ৬-১২ জোড়া শিরা আছে, পত্রের বৃন্তদেশ গোলাকার, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, বৃন্ত অতিশয় ক্ষুদ্র। পুষ্পদণ্ড কুরচীর ন্যায় শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট, পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে ৩।৪টী ফুল হয়। প্রশাখার গাঁইট হইতে পুষ্পদণ্ড বাহির হয়। ফুল শ্বেতবর্ণ, ব্যাস ⅙ ইঞ্চি, সৌগন্ধযুক্ত। স্ত্রীকেসর দণ্ড নরম। শুঁটী ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার, মসৃণ, পাকিলে ফাটিয়া বীজ বাহির হয়। বীজ ½-⅔ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত। চৈত্র বৈশাখ মাসে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড়ের ছাল এবং বীজ কুরচীর সহিত ভেজাল দিয়া থাকে। বাজারে ইহার বীজ ইন্দ্রযব বলিয়া বিক্রয় হয়, কিন্তু প্রকৃত ইন্দ্রযব কুরচী বীজ ভিন্ন অপর বীজ নহে; তবে উভয়ের বহুপরিমাণে সৌসাদৃশ্য আছে।

ইহার ছাল কুরচীর ছালের ন্যায়, তবে ইহা কুরচী অপেক্ষা একটু কৃষ্ণবর্ণ। বাজারে ইহার ছাল Conessi of Tellichery Bark বলিয়া বিক্রয় হয়; কিন্তু Conessi Bark বলিতে কুরচীর ছাল বুঝায়। ইহার ছাল বলকারক ও বীজ কামোত্তেজক।

ইহার পত্র ও ছালের ক্বাথ (1 : 10) পরিমাণ ½-২ আউন্স মাত্রায় সেবন করিলে শরীরে বল হয় ও জ্বর নাশ হয়; ইহা পেটের দোষ নিবারক। ইহার বীজ শুক্রাল্পতায় ব্যবহৃত হয়। পত্র দাঁতের বেদনা নিবারণ করে। (Fig. 372.)

Genus—THEVETIA Juss.

373 T. neriifolia Juss. (কল্‌কেফুল)

Fig.—Bot. Mag., t. 2309; Pflanzenfam., iv, ii, 157 (1895).

Ref.—B. P., ii, 669; Dymock, ii, 407; Prain, H. H., 235; Voigt, H. S., 531.

জন্মস্থান—ইহার আদিম বাসস্থান আমেরিকা, এক্ষণে ভারতের বহুস্থানে জন্মে; বিশেষতঃ হুগলী, হাওড়া, বোটানিক গার্ডেন শিবপুর, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায়, জঙ্গলে ও গ্রামের পতিত জমিতে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. পীতকরবী, বা. কল্‌কেফুল, হল্‌দে করবী; হি. পিলাকাম্বর; তা. পাছাইআলারি; তে. পাচ্চাগেন্নেরু; Eng. Yellow Oleander.

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্।

বর্ণনা—ছোট বিস্তৃত গাছ, ১০-২০ ফুট উচ্চ হয়। পত্র একশিরাবিশিষ্ট, সরু ও লম্বা। ফুল পীতবর্ণ, শাখার অগ্রভাগে কয়েকটী মাত্র ফুল হয়। ফুলের বহির্ব্বাস ৫টী, ফুল ধুতুরার ন্যায় অথবা কল্‌কের ন্যায়। ফুলের পাপড়ি ৫টী, পাকান, হল্‌দে, সাদা বা ফিকে লালবর্ণ; পুংকেসর ৫টী পুষ্পনলের উপরে থাকে, স্ত্রীকেসরের মস্তক ছোট। ফল শাঁসযুক্ত, লম্বা অপেক্ষা চওড়ার দিকে বেশী বিস্তৃত, চেপ্টা, সমকোণী ও শক্ত। বীজ শক্ত, উহার দুই পার্শ্বে সরু, মধ্যস্থলে বলিরেখার ন্যায় দাগ আছে। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল তিক্ত, বিরেচক। ফল বমনকারক এবং ইহার অরিষ্ট অবিরাম জ্বর নাশক। ইহার ফল খাইলে শীতজনিত ঘর্ম্ম, উন্মত্ততা, প্রলাপ ও অপরাপর স্নায়বিক লক্ষণ দেখা দেয় এবং বমন, সূতার মত নাড়ীর স্পন্দন, সময়ে সময়ে আক্ষেপসহ গান, হাসি ও ক্রন্দন আরম্ভ হইয়া, শেষে দৃষ্টিশক্তি স্থির হয়, অবশেষে সংজ্ঞাহীনতা আনয়ন করে। এই সকল লক্ষণ দেখা দিলে বমনকারক ঔষধ সত্বর দেওয়া কর্ত্তব্য।

কল্‌কেফুলের বীজ খাইলে পক্ষাঘাতের ন্যায় হয় এবং মস্তিষ্কের শিরদাড়ায় ও পাকযন্ত্রে পক্ষাঘাত আনয়ন করে এবং অবশেষে মৃত্যু হইয়া থাকে।

Dr. Dumonties বলেন যে ইহার একটীমাত্র বীজ খাইয়া একটী ৩ বৎসরের বালক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

Dr. Leyon বলেন যে একটী পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীলোকের পক্ষে ৮-১০টী বীজ অতিশয় সাংঘাতিক। মানুষ মারার উদ্দেশ্যে ইহার বিষ এদেশে ব্যবহৃত হইতে অল্প দেখা যায়, কিন্তু বম্বে প্রেসিডেন্সীতে ইহার দ্বারা গো, মহিষ মারিবার অনেক মোকর্দ্দমা হইয়া থাকে।

ইহার ছালের জ্বরনাশক শক্তি আছে এবং নানাবিধ অবিরাম জ্বর ইহার দ্বারা আরাম হয় (Medical Journ., v, 178)। ইহার টাটকা শুষ্ক ছাল ১ আউন্স পরিমাণ, ৫ আউন্স Rectified Spiritএ ৮ দিন ভিজাইয়া ১০-১৫ ফোঁটা দিবসে তিনবার খাইলে জ্বর আরাম হয়। উক্ত আরক (৩০-৬০ ফোঁটা,) বমনকারক ও বিরেচক। ইহা অতি শক্তিসম্পন্ন বিষ বলিয়া পরিগণিত হয়। পীত করবীর ছাল চুর্ণে, সিন্‌কোনা অপেক্ষা ৫ গুণ জ্বরঘ্ন শক্তি বিদ্যমান আছে।

কল্‌কেফুলের বীজ তিক্ত। ইহার ছালের অরিষ্ট ২ গ্রেণ পরিমাণ খাইলে অবিরাম জ্বরের শক্তি কমাইয়া দেয় এবং ইহার ছালের রস বমন নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হয় (Dr. A. J. Amadu, Porto Rico, Pharm. Indica)।

কল্‌কেফুলের মূলের ত্বক্ জ্বর রোগের মহৌষধ; Dr. Shortt ইহা অবিরাম জ্বরে প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন।

ইহা জ্বরনাশক, তিন আনা পরিমাণ ত্বক্ চূর্ণ ১৬ আনা পরিমাণ সিনকোনা ত্বকের সমান; নূতন জ্বরে ইহার ত্বক্ খাওয়াইয়া বেশ ফল পাওয়া যায়, কিন্তু অধিক খাওয়াইলে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। (Fig. 373.)

Genus—VALLARIS Spreng.

374. V. Heynei Spreng. (হাপরমালী)

Fig.—Wight, Ic., t. 438 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 610.

Ref.—F. B. I., iii, 650 ; Roxb., Fl. I., ii, 19 ; B. P., ii, 675 ; Brandis, For. Fl., 327 ; Prain, H. H., 237.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশে জঙ্গলের ধারে দেখা যায়; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর; গঙ্গার তীরবর্ত্তী স্থান হইতে হিমালয় প্রদেশ, মধ্যভারত ও দক্ষিণভারত।

বিভিন্ন নাম—সং. ভদ্রবল্লী, আস্ফোতা; বা. হাপরমালী; হি. রামশর; তে. পলা-মাল্লী-তিব্বা।

ব্যবহার্য্য অংশ—আঠা ও মূলের ত্বক।

বর্ণনা—লম্বা লতানে গুল্ম; ছাল ফিকে, পত্র ১½-৪ ইঞ্চি লম্বা ও ¾-১½ ইঞ্চি চওড়া; সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, বোঁটা ¼-⅓ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ৩-১০টা শাখাবিশিষ্ট। ফুল ছোট, ⅓ ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ, ও সৌগন্ধযুক্ত, কতকটা বকুল ফুলের ন্যায়; ফুলের পাপড়ি ৫টা, ডিম্বাকৃতি, লম্বা, স্থূলকোণী ও বিস্তৃত। স্ত্রীপুষ্পদণ্ড কোমল লোমযুক্ত। ফল ৬ ইঞ্চি লম্বা ও ২ ইঞ্চি চওড়া, সরল, গোড়ার দিকে গোলাকার, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু; ফল পাকিলে ফাটিয়া যায়। বীজ ১ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ঠোঁটের মত। ফলের খোল পুরু এবং আঁশপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গে শুষ্ক জমিতে জন্মে। শাখার গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হইয়া ভূমিতে প্রবেশ করে। ইহার পাতা ভাঙ্গিলে ছাগলবেঁটের ন্যায় আঠা বাহির হয়। ফুল গ্রীষ্মকালে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শাখার চিতার ন্যায় গর্ভপাত করিবার শক্তি আছে। হাপরমালীর আঠা চন্দন তৈল ও কর্পূর যোগে পাঁচড়ায় লাগাইলে পাঁচড়া আরাম হয়।

ইহার আঠা ক্ষতে ও কোন স্থান কাটিয়া গেলে ব্যবহৃত হয় (Atkinson)।

দুগ্ধের ন্যায় আঠা উত্তেজক, ইহা পুরাতন ক্ষত ও শোথে ব্যবহার হয়; ঔষধ প্রয়োগ করিলে প্রথমে প্রদাহ হইয়া শীঘ্র ঘা সারাইয়া দেয় (Watt)।

নখকুনীতে ইহার আঠা দিলে নখকুনী আরাম হয় ও নূতন নখ উৎপন্ন হয় (চক্রদত্ত)।

চিপ্পে সটঙ্কনাস্ফোতামূললেপোনখপ্রদঃ। চক্রদত্তঃ

ইহার ছাল গনোরিয়া নিবারক। ইহার পত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে শোথ আরাম হয়। ইহার আঠা বাতের বেদনা নিবারক। শিকড়ের ছাল ভেদক। এই গাছের ছাল, নারিকেল তৈল, ঘৃত ও চাউলের সহিত ব্যবহার করিলে উদরাময় আরাম হয়। ফুলের অগ্রভাগ পানের সহিত খাইলে বমন নিবারণ হয়। একটী মুড়িতে যে পরিমাণ আঠা শুষিয়া যায় সেই পরিমাণ রস খাইলে জোলাপের কাজ করে। (Fig. 374.)

Genus—PLUMERIA Linn.

375. P. acutifolia Poir. (গরুড়চাঁপা)

Fig.—Wight, Ic., t. 471 ; Bot. Reg., t. 114 ; Bot. Mag., t. 3952.

Ref.—F. B. I., iii, 641 ; Roxb., F. I., ii, 20 , B. P., ii, 570 ; Prain, H. H., 235.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে বহু বাগানে রোপণ করে, বিশেষতঃ দেবমন্দিরের নিকট ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুরে ইহার অনেক জাতীয় আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. গরুড় চাঁপা, গবুরীয় চাঁপা ; উড়িয়া—কাঠচাপা ; তে বাদাগন্নেরু ; সামতাল—গোলাঞ্চবাহা ; কচ্ছল—গোসামগিগি।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল, পত্র, রস, শাখা ও ফুলের কুঁড়ি।

বর্ণনা—২০-২৫ ফুট উচ্চ বিস্তৃত গাছ, বসন্তে পাতা পড়িয়া যায়. ইহার গুঁড়ি বক্র, শাখা মোটা ও নরম, শাখা হইতে প্রায় তিনদিকে তিনটী প্রশাখা বাহির হয়, ডাল ভাঙ্গিলে দুগ্ধের মত আঠা বাহির হয়। ছাল ধূসরবর্ণ ও উজ্জ্বল, কাষ্ঠ পীতাভ শ্বেতবর্ণ ও নরম। পত্র ছত্রাকারে শাখার অগ্রভাগে থাকে, ৮-১২ ইঞ্চি লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি চওড়া, মাথা মোটা, বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি। একটী পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়। ফুল কতকটা কলকে ফুলের ন্যায়, গন্ধযুক্ত, শ্বেতবর্ণ, ভিতরে ফিকে হরিদ্রাবর্ণ অথবা ফিকে লাল বা রক্তবর্ণ। এই জাতীয় কোন কোন গাছের ফুল লালবর্ণ, মধ্যে মধ্যে শ্বেতবর্ণের রেখা থাকে ; গাছে যখন পত্র থাকে না তখন উহার পুষ্পদণ্ড বাহির হয়। ফুলের পাপড়ি ৫টী, শুঁটী লম্বা ও বক্র, ভিতরে বীজ থাকে। ভারতবর্ষে প্রায় ফল হয় না। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড়ের ছাল অতিশয় বিরেচক, ইহা গনোরিয়া ও জননযন্ত্রের অপরাপর ঘায়ে বিশেষ উপকারী। শিকড় ব্যবহার করিয়া অতিশয় ভেদ হইলে ঘোল খাইলে উহা নিবারণ হয়। ইহার ছাল লইয়া পুলটিস দিলে শক্ত ব্রণ ও আব আরাম হয় (Pharm. Ind., ii, 421)।

এই গাছ সবিরাম জ্বর নাশক ; মালাবার দেশের লোকেরা ইহাকে Cinchonaর স্থানে ব্যবহার করে। এই গাছের পাতার পুলটিস দিলে ফোড়ার ফুলা কমিয়া যায়। ইহার দুগ্ধের ন্যায় আঠা বাতনাশক ও চর্ম্মরোগ নাশক। ইহার ভোঁতা শাখা যোনিদেশে প্রবেশ করাইলে গর্ভস্রাব হয়।

ইহার ছাল, নারিকেলের ঘৃত ও চাউলের জল একত্রে সেবন করিলে উদরাময় আরাম হয়। ফুলের কুঁড়ি পানের সহিত খাইলে বমি নিবারণ হয় এবং ইহার আঠা, চন্দনতৈল ও কর্পূরের সহিত প্রয়োগ করিলে পাঁচড়া আরাম হয় (Dymock)।

ছোট নাগপুরে ইহার পাতা ও শিকড় অনেক ঔষধে ব্যবহার হয়। মানভূমের লোকেরা ইহার কচি কাষ্ঠের মধ্যভাগ প্রসূত স্ত্রীলোকদের তৃষ্ণা ও সর্দ্দি নিবারণের জন্য ব্যবহার করে (Campbell)।

উত্তরবঙ্গে ইহাকে "দলনাফুল" বলে, ইহার আঠা অতিশয় বিরেচক। মাত্রা একটী মুড়ি অথবা খৈ যে পরিমাণ আঠা শোষণ করে সেই পরিমাণ ব্যবহৃত হয় (Watt)। (Fig. 375.)

Genus—TABERNÆMONTANA R. Br.

376. T coronaria R. Br. (টগর)

Fig.—Bot. Mag., 1861 ; Wight, Ic., t. 477 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 609.

Ref.—F. B. I., iii, 646 ; Roxb., F. I., ii, 23 ; B. P., ii, 573 ; Prain, H. H., 236.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র, বাগানে চাষ হয়। হিমালয় প্রদেশের কুমায়ুন হইতে পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিকে সর্ব্বত্র জন্মে। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বাগানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. টগর—একপাটীকে ফিরিঙ্গি টগর ও দোপাটীকে বড় টগর বলে (Roxb.) ; হি. টগ্‌গর ; তে. নন্দীবর্দ্ধন।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় ও রস।

বর্ণনা—বড় গুল্মজাতীয় গাছ, ৬-৮ ফুট উচ্চ হয়। ছাল ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ। পত্র ডালের বিপরীত দিকে জন্মে, পত্র ৫-৬ ইঞ্চি লম্বা, ১-১½ ইঞ্চি চওড়া মসৃণ, সবুজবর্ণ, পাতার কিনারা ঢেউ খেলান, শিরা ৬-৮ জোড়া ; বোঁটা ¼-½ ইঞ্চি। ফুল গুচ্ছবদ্ধ ডালের অগ্রভাগে হয়। ফুল রৌপ্যের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, পুষ্পনল অবনত, ফুলের পাপড়ি ডানদিকে একটীর পর আর একটী জন্মে। পুংকেসর নলের উপরিভাগে থাকে ; স্ত্রীকেসর দণ্ড উপরিভাগে অধিক মোটা। ফল দুইটী লম্বা ও নরম আচ্ছাদনে আবৃত। বীজ লম্বা, বীজকোষ ১-৩ ইঞ্চি, লম্বা, বিস্তৃত ও বক্র। একটী ফলে ৩-৬টী বীজ হয়, ইহা লম্বা ও সোজা। গ্রীষ্ম এবং বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার কার্য্য শান্তিকর। দুগ্ধের মত আঠা তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মাথায় মাখিলে চক্ষের যন্ত্রণা নিবারণ হয়। টগরের শিকড় চর্ব্বণ করিলে দাঁতের বেদনা আরাম হয় এবং জলের সহিত বাটিয়া সেবন করিলে পাকযন্ত্রের কৃমি মরিয়া যায়। ইহা চক্ষু উঠা রোগে বিশেষ হিতকর (Ainslie)। ইহার আঠা ক্ষতস্থানে দিলে উহার প্রদাহ কমিয়া স্নিগ্ধ হয় এবং ক্ষত শীঘ্র আরাম হইয়া যায় (Dymock)। (Fig. 376.)

LXVII. ASCLEPIADACEAE

Genus—DREGEA Benth.

377. D. volubilis Benth. (নাকচিকনী)

Fig.—Wight, Ic., t. 586 ; Rheede, Hort. Mal., 9, t. 15 , Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 629A.

Ref.—F. B. I., iv, 46 ; B. P., ii, 697 , Dymock, ii, 444 ; Prain, II. H., 239.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, আসাম, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি স্থানে ফুলের জন্য রোপণ করে ! হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান জেলার বেড়ায় এবং জঙ্গলের ধাবে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. তিতকুঙ্গা ; হি. নাকচিকনী ; তা. কোদিপালাই , তে. দুধিপাল্লা।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, সমগ্র গাছ ও ফল।

বর্ণনা—বৃক্ষারোহী লতা। ত্বক্ মসৃণ এবং ধূসরবর্ণ। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা এবং ২-৪ ইঞ্চি বিস্তৃত, পত্রের গোড়ার দিক গোলাকার অথবা হৃৎপিণ্ডাকার ; শিরা ৪-৫ জোড়া, বোঁটা ১ ৩ ইঞ্চি ; পুষ্পদণ্ড ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, নবম ও অবনত। পাপড়ি ¼ ইঞ্চি। বীজাধার ২টী, ৩ ৪ ইঞ্চি লম্বা এবং ১-১½ ইঞ্চি চওড়া। বীজ ⅓-½ ইঞ্চি লম্বা, মসৃণ, উজ্জ্বল, দুইদিকের কিনারা ধাবাল। বীজের আকৃতি শ্বেতবর্ণ, পশমের মত লোম আছে। গ্রীষ্মকালে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র ফোড়ায় ব্যবহৃত হয়। শিকড় ও ডালের নবম অগ্রভাগ বমনকারক ও সর্দ্দিনিবারক (Dymock, Pharm. Ind.)।

ইহার শিকড় সর্পবিষ নিবারক এবং প্রসূত স্ত্রীলোকদিগের মাথা বেদনায় ব্যবহার হয় (Rheede)। ইহার শিকড় ও নরম অগ্রভাগ শোথরোগ আরাম করে (Ainslie)। ইহার পাতা হিন্দু বৈদ্যেরা ফোড়ার পূয উৎপাদনে ব্যবহার করে।

সর্দ্দিতে হাঁচি উৎপাদনের জন্য এই গাছ ব্যবহার করে, এই জন্য ইহার হিন্দী নাম "নাকচিকনী"। ফল সিদ্ধ করিয়া তরকারীতে ব্যবহার করে ; রন্ধন করিলে ইহার তিক্ততা নষ্ট হইয়া যায় (Dymock)। (Fig. 377.)

Genus—CALOTROPIS R. Br.

378. C. gigantia R. Br. (বড় আকন্দ)

Fig.—Griff., Ic., R. Asiat., t. 397 ; Wight, Ill., t. 155 & 156A ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 621A.

Ref.—F. B. I., iv, 17, Roxb., F. I., ii, 30; B. P., ii, 688; Prain, H. H., 238.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষে প্রধানতঃ অকর্ষিত ও পতিত স্থানে দেখা যায়; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় প্রচুর জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. অলর্ক (শ্বেত আকন্দ), অর্ক; বা. বড় আকন্দ; হি. মাদার; তে. এরাখাম; তা, মন্দারাম্; Eng. Madar.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, ছাল, পত্র এবং রস। মাত্রা—মূল ত্বক্ ½-১ আনা; আঠা ¼-১ আনা; পত্রের রস ২-৬ বিন্দু; অঙ্কুর, পুষ্প ও মূলের কাথ ½ ছটাক।

বর্ণনা—মাঝারী বা গুল্ম জাতীয় গাছ, কাণ্ড শক্ত, ছাল ধূসরবর্ণ, কচি ডাল পশম-ময়। পত্র ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা, ১-৩ ইঞ্চি চওড়া, লম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি; পত্রবৃন্ত ক্ষুদ্র। পত্রের উপরিভাগ মসৃণ, নীচের দিক তুলার ন্যায় লোমে আচ্ছাদিত। পুষ্পদণ্ড বহুশাখাবিশিষ্ট, অনেক ফুল হয়। ফুল ফিকে বেগুনেবং বিশিষ্ট। ফল বক্র, ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা। বীজ ¼ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, পশম-ময়। ফল পাকিলে ফাটিয়া যায় এবং বীজ বাতাসে উড়িয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হয়। ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ মাসে ফুল এবং মে-জুন মাসে ফল হয়।

Makhzon-el-Adunya পুস্তক লেখক বলেন যে আকন্দ তিন প্রকারের আছে:—

প্রথম—বড় গাছ, ফুল শ্বেতবর্ণ, পত্র বৃহৎ এবং ইহা হইতে অধিক পরিমাণে শ্বেতবর্ণ দুগ্ধের ন্যায় আঠা বাহির হয়। এই গাছ সাধারণতঃ বিহার ও বঙ্গদেশের গ্রামের বাহিরে ও লোকের বসতবাটীর নিকট দেখা যায়।

দ্বিতীয়—গাছ ছোট, পত্র ছোট, ফুল শ্বেতবর্ণ ও দেখিতে সুন্দর।

তৃতীয়—খুব ছোট গাছ, ফিকে পীতের আভাযুক্ত সবুজবর্ণ ফুল হয়। এই গাছ বালুকাময় মরুভূমিতে জন্মে। তিনটীর গুণ সমান কিন্তু প্রথমটীর গুণ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, কারণ ইহা হইতে অধিক পরিমাণে আঠা বাহির হয়।

হিন্দু লেখকেরা শ্বেত আকন্দকে অলর্ক ও বেগুনে ফুলধারী গাছকে অর্ককান্তা বলিয়া থাকেন।

রাজনিঘণ্টুতে রাজার্ককে "সদাপুষ্প" এবং শ্বেত মন্দারককে "দীর্ঘপুষ্প" বলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের আকন্দ সদাপুষ্প নহে, উহার ফুল ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে হয়। বসন্ত ছাড়া অপর ঋতুতেও যে শ্বেত আকন্দের ফুল হয়, তাহাই সদাপুষ্প বা রাজার্ক নামে অভিহিত। যে শ্বেত আকন্দের ফুল অতিশয় বৃহৎ, তাহাই শ্বেত মন্দারক। লাল আকন্দ অপেক্ষা শ্বেত আকন্দের আঠা বেশী। বঙ্গদেশীয় আকন্দকে C. gigantia বলা হয়।

দক্ষিণ ভারতের লোকের এই বিশ্বাস যে যদি স্ত্রীলোকেরা কোন পর্ব্ব উপলক্ষে আকন্দ গাছের গোড়ায় পান, সুপারী এবং কিছু পয়সা দিয়া গাছের নিকট অনুমতি লইয়া ইহার পত্র

তুলিয়া রাখে, তাহা হইলে যে কার্য্যের জন্য পাতা তুলিয়া আনে সেই কার্য্যে সিদ্ধিলাভ হয়; কার্য্যসিদ্ধ হইলে উক্ত পত্র পুনরায় গাছের তলায় রাখিয়া আইসে।

হিন্দুদের মধ্যে এই রীতি আছে যে, যদি কোন পুরুষের তিনবার স্ত্রী মরিয়া যায় তবে চতুর্থবারে আকন্দ গাছের সহিত বিবাহের পর নূতন বধূর সহিত বিবাহ হয়। উহাতে চতুর্থ পক্ষের স্ত্রীর আর কোন বিপদ হয় না এবং পুরুষেরও দুরদৃষ্ট গাছের উপর পড়িয়া তাহার সৌভাগ্য আনয়ন করে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু বৈদ্য মতে ইহার শিকড়ের ছালের আভ্যন্তরিক স্রাব নির্গত করিবার শক্তি আছে বলিয়া কথিত আছে। আকন্দের আঠার প্রয়োগে গর্ভপাতও হইয়া থাকে। ইহা চর্ম্মরোগ, পাকযন্ত্র বিবৃদ্ধি, পাকাশয়ের কৃমি নিঃসরণ, সর্দ্দি ও সর্ব্বাঙ্গীন শোথে বিশেষ ফলপ্রদ। ইহার দুগ্ধের ন্যায় আঠা বিরেচক। ইহা মনসা (Euphorbia nerifolia) আঠার সহিত ব্যবহৃত হয়।

আকন্দের ফুল হজমীকারক, বলকারক, ও ইহা সর্দ্দি, হাঁপানি ও অগ্নিমান্দ্যে ব্যবহৃত হয়। ইহার পাতা আবদ্ধ পাত্রে এরূপভাবে ভাজিতে হইবে যেন কোন প্রকারে ধূম নির্গত না হয়; এই প্রকারে প্রাপ্ত ছাই ঘোলের সহিত ব্যবহার করিলে পাকাশয় বিবৃদ্ধি ও উদরী রোগ আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

অর্কপত্রং সলবণমন্তর্ধূমং দহেত্ততঃ।
মস্তুনা তৎ পিবেৎ ক্ষারং গুল্মপ্লীহোদরাপহম্॥ চক্রদত্তঃ

আকন্দ শিকড়ের শুষ্ক ছালের গুঁড়া উহার দুগ্ধে ভিজাইয়া, উহার "নাস" নাসিকা দ্বারা টানিয়া লইলে সর্দ্দিজনিত শ্বাসযন্ত্রের টান কমিয়া যায়। আকন্দের শিকড় ভাতের আমানীর সহিত পেষণ করিয়া শ্লীপদে (গোদে) লাগাইলে শ্লীপদ আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

ইহার আঠা, মনসা আঠা (E. nerifolia) ও দারুহরিদ্রা (Berberis asiatica) একত্রে মিশাইয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া উহা অর্শে ও ভগন্দরে দিলে শীঘ্র রোগ আরাম হইয়া যায়।

স্নুহ্যর্কদুগ্ধ দার্ব্বিভির্ব্বর্ত্তিং কৃত্বা বিচক্ষণঃ।
ভগন্দরগতিং জ্ঞাত্বা পূরয়েত্তাং প্রযত্নতঃ॥ চক্রদত্তঃ

আকন্দের আঠা দন্তে লাগাইলে দাঁত কন্‌কনানি আরাম হয়।

সপ্তচ্ছদার্কদুগ্ধাভ্যাং পূরণংক্রিমিদন্তনুৎ। চক্রদত্তঃ

আকন্দ আঠা ১৬ ভাগ, তিল তৈল ৮ ভাগ এবং হরিদ্রা ১ ভাগ লইয়া মলম তৈয়ারী করিলে উহা কাউর ও চর্ম্মরোগ আরাম করে। ইহার আঠা ও সরিষার তৈল মিশ্রিত করিয়া কঙ্কনদেশের লোকেরা বাতে মালিশ করে।

আকন্দ ফুলের উপরিভাগ গুঁড়া করিয়া মাতগুড়ের সহিত ১৫ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতে খাইলে হাঁপানী আরাম হয়।

১২৫টী আকন্দ ফুল লইয়া শুষ্ক ও গুঁড়া করিয়া উহার সহিত লবঙ্গ, জায়ফল (Nutmeg), জয়িত্রী (Mace), আকরকরা (Anacyclus pyrethrum) শিকড় প্রত্যেকটী ১ তোলা পরিমাণ লইয়া একত্রে গুঁড়া করিয়া ৬ মাসা পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে এই বটিকা, প্রত্যহ দুগ্ধে মাড়িয়া খাইলে হাঁপানি আরাম হয় (Dymock)।

চর্ম্মকারেরা ইহার আঠা চর্ম্মের লোম উঠাইবার জন্য ব্যবহার করে। গুহ্য অঙ্গে লোম উঠাইবার জন্য স্ত্রী ও পুরুষে ইহা ব্যবহার করিযা থাকে। ইহার আঠা মধুর সহিত মিশাইয়া মুখের ঘায়ে ব্যবহৃত হয়। আকন্দের আঠা মাথায় মাখিলে মাথাব উকুন মরিয়া যায়। আকন্দের আঠায় তুলা ভিজাইয়া পোকা খাওয়া দাঁতে টিপিযা দিলে পোকা মরিয়া যায়।

হাকিম মীর আবদুল হামিদ বলেন, ইহা কুষ্ঠ, প্লীহা বৃদ্ধি, শোথ এবং কৃমিতে বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। আকন্দের আঠা খাইবার বিশেষ পদ্ধতি এই যে, চাউল, গম, মুড়ি প্রভৃতি ইহাব দুগ্ধে ভিজাইয়া খাইতে হয়।

আকন্দের দুগ্ধ যন্ত্রণাদায়ক গেঁটে বাত এবং বাতেব ফুলায় হিতকর। ইহার টাট্‌কা পাতা অল্প অগ্নিতে সেঁকিয়া বাতে প্রয়োগ করিতে হয়। ইহার পত্র তৈলে সিদ্ধ করিয়া পক্ষাঘাতাক্রান্ত অঙ্গে প্রযোগ হয়। আকন্দের শুষ্ক পাতার গুঁড়া ক্ষতে ছড়াইয়া দিলে ক্ষত পুরিয়া আইসে ও শীঘ্র আবাম হইয়া যায়।

আকন্দের শিকড়ের শুষ্ক ছাল রক্ত আমাশয় আরামকারক। ইহা Ipecacuanhaর তুল্য।

আকন্দের মূলত্বক্ ও শুষ্ক আঠা অল্প মাত্রায় সেবন করিলে, কুষ্ঠ ও উপদংশের দ্বিতীয় অবস্থায় বিশেষ হিতকর। শিকড়ের ছাল অধিক মাত্রায় বমন কারক এবং ইহা সেবন করাইলে স্রাব নির্গত হয়। ইহা পাকাশয়িক স্রাব বাড়াইতে, সর্ব্বাঙ্গীন শোথ আরাম কবিতে ও সর্দ্দি কমাইতে বিশেষ সাহায্য করে।

আকন্দের ফুল অগ্নিমান্দ্য নিবারক, পরিপাকশক্তি বৃদ্ধিকারক, বলকারক, হাঁপানি নিবারক ও ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক। মূলের গুঁড়া ৫ গ্রেণ পরিমাণ ব্যবহারে আমাশয়িক স্রাব বাড়াইয়া দেয়; ইহা মৃদু উত্তেজক এবং অজীর্ণজনিত পেটফাঁপায় অতিশয় হিতকর; আকন্দের জ্বরনাশক শক্তি আছে।

আকন্দের পুষ্প ও পত্রের অঙ্কুর কাঁজিতে বাটিযা কিঞ্চিৎ তিলতৈল ও সৈন্ধবলবণ যোগে একটী মনসার ডাল ফাঁপা করিযা উহার ভিতর রাখিবে, এই ডাল আকন্দের পত্র দ্বারা আবৃত করিয়া তদুপরি মৃত্তিকার প্রলেপ দিবে ও শুষ্ক হইলে পুটপাক করিবে। মনসার ডাল হইতে বহির্গত আকন্দের রস গরম গরম কানে দিলে কান কটকটানি আরাম হয়। (সুশ্রুত)।

তিল তৈল ২ তোলা, পুরাতন ইক্ষুগুড় ২ তোলা ও শুষ্ক আকন্দ আঠা একত্রে মিশাইয়া

কুক্কুর-দষ্ট ব্যক্তিকে সেবন করাইলে কুক্কুর-বিষ আরাম হয়। আকন্দের ছাল কাঁজিতে বাটিয়া কুরণ্ডে প্রলেপ দিলে অতি পুরাতন ও বৃহৎ কুরণ্ড আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

এক পোয়া আকন্দ মূলের ছাল কুটিয়া এক পোয়া জলে কিছুক্ষণ রাখিয়া ছাঁকিয়া লইবে। যদি চক্ষু লাল হয়, কর কর করে কিংবা পিচুটী পড়ে বা চুলকাইতে ইচ্ছা হয় তবে এই জল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া চক্ষের ভিতর দিলে উহা শীঘ্র আরাম হইয়া যায় (চক্ষুরোগ চিঃ)।

আকন্দ-পত্র-রস ও হরিদ্রা-কল্কসহ সরিষার তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে পামা, কচ্ছু ও পাঁচড়া আরাম হয়।

অর্কপত্ররসে পক্কং হরিদ্রাকল্কসংযুতম্।
নাশয়েৎ সার্ষপং তৈলং পামাকচ্ছুবিচর্চ্চিকাম্॥ শার্ঙ্গধরঃ

শুষ্ক আকন্দ পত্র ও পত্রের ¼ ভাগ সৈন্ধব লবণ একটী মাটীর হাঁড়িতে পর পর রাখিয়া হাঁড়িতে ঢাকা দিয়া অন্তর্ধূমে উহা দগ্ধ করিবে। এই ভস্ম ঘোলের সহিত বা দধির জলের সহিত পান করিলে বর্দ্ধিত প্লীহা আরাম হয়।

আকন্দের আঠা হরিদ্রা-চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া মুখের মেছেতায় লাগাইলে উহা একেবারে আরাম হয়, মেছেতা অধিক দিনের হইলেও উহার আর কোন চিহ্ন থাকে না।

আকন্দের আঠা শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে বেশ বমন বিরেচন হয় (চরক)। (Fig. 378.)

379 C. procera R. Br (শ্বেত আকন্দ)

Fig.—Wight, Ic., t. 1278; Bot. Reg., t. 1792; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 621 B.

Ref.—F. B. I., iv. 18; B. P., ii. 688.

জন্মস্থান—ভারতের স্থানে স্থানে দেখা যায়; পশ্চিমবঙ্গের স্থানে স্থানে বাগানে সযত্নে রোপণ করে। হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া জেলায় কদাচিৎ দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. অলর্ক; বা. শ্বেত আকন্দ, ছোট আকন্দ; তা. ভেল্লাবকু; মারহাট্টা—মন্দার।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, ছাল, পত্র, আঠা ও রস।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় গাছ ৬-১০ ফুট উচ্চ হয়। পত্র C. gigantea (বড় আকন্দ) গাছের মত, কিন্তু কিছু লম্বাকৃতি ও অগ্রভাগ সরু কখন বা ৮-৯ ইঞ্চি লম্বা ও ৪ ইঞ্চি চওড়া হয়। ফল ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা ও বক্র। ফুল বেগুনে আভাযুক্ত লালবর্ণ বা শ্বেতবর্ণ, সৌগন্ধময় ও

গোলাকৃতি। বীজ ½ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি। ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে ফুল এবং মে ও জুন মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ প্রথমোক্তটীর মত। দুগ্ধের ন্যায় আঠা Blister দিবার একটী উপকরণ। টাট্‌কা শিকড়ের দ্বারা দাঁতন করিলে দাঁত শক্ত হয় (Watt)।

ফুলের বিরেচন-শক্তি আছে (S. Arjun)। ইহার টাট্‌কা আঠা পঞ্জাবে শিশুহত্যায় ব্যবহার করে, ১৫ গ্রেণ পরিমাণ রস মুখে দিলে ফেনা উঠিয়া বালকের মৃত্যু হয় (Watt)।

আকন্দের ফুল কখন কখন কলেরায় ব্যবহৃত হয় এবং রস রক্ত-আমাশয়-নাশক।

Col. G. F. A. Harris বলেন যে ১৬নং লক্ষ্ণৌ রেজিমেণ্টে যখন Ipecacuanha ফুরাইয়া যায় তখন সামান্য রক্ত আমাশয়ে ইহার শিকড়ের গুঁড়া দিয়া অনেক রক্ত-আমাশয়গ্রস্ত রোগী আরাম হইয়াছে। আকন্দের ১৫ মিনিম পরিমাণ অরিষ্ট দিবসে ৪ বার সেবন করাইয়া Dr. F. X. de Attaides একটী রক্ত আমাশয় রোগীকে আরাম করিয়াছেন।

ইপিকাকুয়ানার পরিবর্ত্তে রক্ত আমাশয়ে আকন্দ দিবার মাত্রা Tincture ½-১ ড্রাম, গুঁড়া ৫-১০ গ্রেণ। ৩০-৬০ গ্রেণ পরিমাণ খাওয়াইলে ইহা অতিশয় বমনকারক (emetic) হয়। Cap. K. Prosad বলেন যে ইহার গুঁড়া রক্ত আমাশয়ে অরিষ্ট অপেক্ষা বিশেষ ফলপ্রদ।

Civil Sur. Maddon বলেন যে আকন্দের গুঁড়া ৫ গ্রেণ বমনকারক ও ভেদক, অতএব প্রথমে অল্পমাত্রায় দিয়া পরে মাত্রা বাড়ান উচিত। ২০ গ্রেণ অরিষ্ট কোন অপকার করে না, ক্রমে মাত্রা ৩০ গ্রেণ করিলে কোন অনিষ্ট হয় না।

আকন্দের অরিষ্ট এবং গুঁড়া সর্দ্দিজনিত বক্ষঃপ্রদাহ ও আমাশয়ে হিতকর। Major Powel বলেন যে ইহার ২০ মিনিম পরিমাণ অরিষ্ট বলকারক, পেটের বেদনা নিবারক এবং ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক (I. D. Committee). (Fig. 379.)

Genus—DAEMIA R. Br.

380. D. extensa. R. Br. (ছাগল বেটে)

Fig.—Bot. Mag., t. 5704, Wight, Ic., t. 596; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 623.

Ref.—F. B. I., iv. 20; Roxb., F. I., ii. 44; B. P., ii. 692; Prain, H. H., 238.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের বহুস্থানে বনজঙ্গলের ধারে ও বাগানের বেড়ায় দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. ফলকণ্টক; বা. ছাগল বেটে; হি. সেগোবানী; তা. উওমানী; তে. গুরতিচেট্টু।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র ও সমগ্রলতা, শিকড়।

বর্ণনা—বৃক্ষারোহী লতা, ইহার ডাঁটায় লোম আছে। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা এবং বিস্তৃত। বোঁটা ২-৪ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পদণ্ড ২-৬ ইঞ্চি, ফুলের পাপড়ি ছোট, ডিম্বাকৃতি ও কোমল লোমযুক্ত। ফুল ফিকে পীতের আভাযুক্ত সবুজ ও লালবর্ণ। ফল ১½-২ ইঞ্চি লম্বা ও বক্র। বীজ ⅛ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, চওড়া ও কোমল লোমযুক্ত। শীতের আগে ফুল হয় এবং শীতকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—দক্ষিণভারতে ইহার পাতার ক্বাথ বালকদের কৃমিতে দেয়, ইহার রস হাঁপানী-নিবারক এবং ইহা চূণের সহিত বাতের বেদনায় দিলে বাত ভাল হয় (Ainslie)। পশ্চিমভারতে এই লতার বমনকারক ও সর্দ্দিনিবারক বলিয়া খ্যাতি আছে। গোয়া নামক স্থানে ইহার পাতার রস বাতের ফুলায় ব্যবহার করে (Dymock)। ইহার ১০ গ্রেণ পরিমাণ রস সর্দ্দি রোগে হিতকর (Dr. Oswald)। ছাগলবাটীর টাটকা পাতা বাটিয়া পৃষ্ঠব্রণে প্রলেপ দিলে বেশ ভাল ফল পাওয়া যায় (S. Arjun)।

ছাগলবেটে বালকদের বমনকারক, ইহার পত্র এবং তুলসী পত্র একত্রে হাতে রগড়াইয়া খাইলে বেশ বমনকারক ঔষধ প্রস্তুত হয় (Watt)। ইহার রস আদার সহিত ব্যবহার করিলে বাতের বেদনা নিবারিত হয়।

শিকড়ের ছাল ১-২ ড্রাম পরিমাণ গোদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বাধক, ঋতুনাশ ও বাতরোগ আরাম হয়। ইহা একটী বমনকারক ঔষধ (Dymock ii, 443)।

ইহার লতা হইতে একপ্রকার আঁশ বাহির হয়, ইহা দেখিতে উজ্জ্বল ও শক্ত, এই গাছের পত্র ছাগলে খায়। ফল ছাগলের বাঁটের ন্যায় বলিয়া ইহাকে ছাগলবেটে বলে।

বঙ্গদেশে ইহার আঠা নখের কুনিতে ব্যবহার করে। (Fig. 380.)

Genus—OXYSTELMA R. Br.

381. O. esculentum. R. Br. (দুধলতা)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., i, 13, t. 11 ; Hook., Comp. Bot. Mag., t 22.

Ref.—F. B. I., iv. 17 , Roxb., F. I., ii. 40 ; B. P., ii. 688.

জন্মস্থান—উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ, পূর্ণিয়া, কিশনগঞ্জ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, পতিত জমিতে স্থানে স্থানে দেখা যায় তবে সচরাচর নহে।

বিভিন্ন নাম—সং. দুগ্ধিকা ; বা. দুধলতা, কিরনী ; তে. দুধিপাল্লা , বম্বে—দুধিকা।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, ত্বক্, আঠা, চূর্ণ।

বর্ণনা—নরম ও সূক্ষ্ম লোমযুক্ত বর্ষজীবী বৃক্ষারোহী লতা, বসন্তে পত্র পড়িয়া যায়। পত্র ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, ⅙-১ ইঞ্চি চওড়া, বহুশিরাবিশিষ্ট। বোঁটা ½ ইঞ্চি অতিশয় অবনত।

পুষ্পদণ্ড কয়েকটী শাখাবিশিষ্ট। ফুল শ্বেতবর্ণ, গোলাপী এবং বেগুনে রংএর শিরাবিশিষ্ট। ফল ২-৩ ইঞ্চি, সরু পরদাবিশিষ্ট। বীজ ফলে অনেক থাকে, ½ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি ও চেপ্টা। বর্ষার শেষে ফুল এবং শীতের প্রারম্ভে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতার ক্বাথে কুলি করিলে গলার ঘা ও মুখের ঘা আরাম হয়। দুধিলতার দুগ্ধের ন্যায় আঠা সিন্ধুদেশে ক্ষত ধৌতকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। এই আঠার সহিত তার্পিন তৈল মিশ্রিত করিলে পাঁচড়ার ঔষধ প্রস্তুত হয় (Murray)। ইহার স্বাদ তিক্ত; ইহার জ্বরনাশক শক্তি আছে। উড়িষ্যাদেশে ইহার টাটকা মূল কামলা রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (W. W. Hunter)। (Fig. 381.)

Genus—GYMNEMA R. Br.

382. G. sylvestre R Br. (মেড়াশিঙ্গে)

Fig.—Wight, I. C., t. 349 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 626.

Ref.—F. B. I., iv. 29.

জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্যের কঙ্কণ, ত্রিবাঙ্কুর, বান্দা।

বিভিন্ন নাম—সং. মেষশৃঙ্গী, অজশৃঙ্গী, সর্পদংষ্ট্রা; বা. হি. মেড়াশিঙ্গে. তা. শিরুকুরুঞ্জা; তে. পাটলা-পদরা।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, পত্র ও সমগ্র উদ্ভিদ। মাত্রা ½-২ আনা।

বর্ণনা—দৃঢ়কাষ্ঠময় লতানে গাছ, উচ্চ বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহার শাখা ও প্রশাখাগুলি সরু, লম্বা, গোলাকার, নরম ও ক্ষুদ্র লোমযুক্ত। পত্র ১-২½ ইঞ্চি এবং ½-২ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, স্থানে স্থানে লুপ্ত, বোঁটার দিক্ গোলাকার প্রায় হৃৎপিণ্ডাকৃতি, অগ্রভাগ লম্বা, শিরায় লোম আছে; বোঁটা ½ ইঞ্চি, লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ½ ইঞ্চি চেপ্টা। ফুল ক্ষুদ্র ফিকে পীতবর্ণ। ফল ছোট ১½-২ ইঞ্চি, অগ্রভাগ লম্বা; বীজ সরু ½ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, চেপ্টা ও পাতলা, পক্ষ আছে। ইহার মূল কতকটা অনন্ত মূলের মত। শরৎকালে ফুল ও শীতের শেষে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু বৈদ্যদের মতে ইহার মূল বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগে সর্পবিষ নষ্ট হয় (Ainslie)। বীজ সর্দ্দি-নিবারক ও বমনকারক।

কঙ্কণদেশে ইহার শুষ্ক ও গুঁড়া পাতা নাসা-রোগে ব্যবহার করে (Dymock)।

মেষশৃঙ্গীর পাতা চিবাইয়া কুইনাইন খাইলে জিহ্বায় তিক্ত আস্বাদ লাগে না, জিহ্বায় খড়ি চিবাইলে যেরূপ আস্বাদ হয় সেইরূপ আস্বাদ হইয়া থাকে (Hooper)। ইহার মূলের ত্বকে বাতি তৈয়ারী করিয়া তাহার ধূম পান করিলে কফজনিত মাথা-ধরা আরাম হয়।

মূলের ত্বক রেড়ির তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে সর্পবিষ ও কীটদষ্ট বিষ নষ্ট হয়। যকৃৎ ও প্লীহার উপর ইহার পাতার পটী লাগাইলে বা প্রলেপ দিলে প্লীহা ও যকৃৎ কমিয়া যায়।

ইঙ্গুদস্য ত্বচা বাপি মেষশৃঙ্গ্যা চ বা ভিষক্।
শাভ্যামেব কৃতা বর্ত্তীর্ধূমপানে প্রযোজয়েৎ॥ সুশ্রুত (Fig. 382.)

Genus—SARCOSTEMMA Wight.

383. S. brevistigma Wight. (সোমলতা)

Fig—Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., t. 625.

Ref—F. B. I., iv. 26, Roxb., F. I., ii. 31, B P., ii. 692; Prain, H. H., 238.

জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্য এবং শুষ্ক পার্ব্বত্য প্রদেশে জন্মে, সিংহভূম, ছোটনাগপুর ও হুগলী জেলার স্থানে স্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা হি. সোমলতা, বম্বে—সোম, তে. মু্ত, মারহট্টা—রণশের।

ব্যবহার্য্য অংশ—রস।

বর্ণনা—পত্রহীন গুল্ম, শাখায় অনেক গাঁইট আছে, কাণ্ড পেনকলমের ন্যায় মোটা; গাঁইট ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পদণ্ড ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, বহু শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট। ফুলের পাপড়ি ½ ইঞ্চি, নরম লোমযুক্ত। ফুল ফিকে সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ কিংবা ঈষৎ শ্বেতবর্ণ। পুষ্প-স্তবকের ব্যাস ⅙ ইঞ্চি, উহার অংশগুলি ডিম্বাকৃতি ও লম্বা। বীজকোষ ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা, ⅙ ইঞ্চি চওড়া, অগ্রভাগ সরু। বীজ চেপটা ⅙-⅓ ইঞ্চি লম্বা ও ডিম্বাকৃতি। এই গাছকে ও Periploca aphylla গাছকে বৈদিক সময়ের সোমলতা বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। সেপ্টেম্বর হইতে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই লতা জলে ভিজাইয়া সেই জলের সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া শস্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে শস্যক্ষেত্রের উই নষ্ট হইয়া যায়। প্রাচীন হিন্দুগণ ইহার রস বার্লি এবং ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া এক প্রকার মদ্য প্রস্তুত করিতেন, ইহাকে সোমরস বলে (Birdwood)। (Fig. 383.)

Genus—HEMIDESMUS. R. Br.

384. H. indicus. R. Br. (অনন্তমূল)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x. t, 34; Wight, Ic., t. 594, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 618A.

Ref.—F. B. I., iv. 5; Roxb., F. I., ii. 39; B. P., ii. 686; Watt, iv. Pt. i, 219.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, বেহার, বঙ্গদেশ, সুন্দরবন, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা।

বিভিন্ন নাম—সং. শারিবা, সুগন্ধি, কৃষ্ণ শারিবা, গোপবল্লী; বা. অনন্তমূল; হি. শারমা; তে. মুক্তাপুলগাম; তা. নান্নারি; Eng. Indian Sarsaparilla.

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় ও রস। মাত্রা, ক্বাথ, ৫-১০ তোলা; মূলকল্ক, ২-৮ আনা।

বর্ণনা—সরু লতানে উদ্ভিদ্। পত্র লোমযুক্ত, কাণ্ডের উভয় দিকে জন্মে, পত্রগুলি সব সমান নহে, ডিম্বাকৃতি অথবা লম্বা, অগ্রভাগ মোটা। কোনও পত্র ১-১½ ইঞ্চি লম্বা ও চওড়া; কোনটি ৪ ইঞ্চি লম্বা ও ¼ ইঞ্চি চওড়া। বোঁটা ⅙ ইঞ্চি। পুষ্পস্তবক ⅙ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট; বহির্ভাগ সবুজবর্ণ, ভিতর দিকে বেগুনে রংবিশিষ্ট, পুষ্পনল ছোট। শুঁটী ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা। বীজ ⅓ ইঞ্চি, চেপ্টা ও কৃষ্ণবর্ণ। অনন্তমূলের পত্রের মধ্যস্থলে শ্বেতবর্ণ দাগ আছে। পত্রে লোম নাই, ইহার ডাঁটা সরু, মূল ভাঙ্গিয়া শুঁকিলে একপ্রকার সৌগন্ধ বাহির হয়। মূল মোটা, ভিতরে কাঠ আছে। ফুল বর্ষাকালে হয়। শীতের প্রারম্ভে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার দুগ্ধের ন্যায় রস চক্ষে ঢালিয়া দিলে চক্ষের প্রদাহ নষ্ট হয় ও জল বাহির হইয়া চক্ষু শীতল হয়। ইহার শিকড় ও কলার শিকড় একত্র করিয়া গরম ছাইয়ের মধ্যে ঝলসাইয়া তাহা হইতে গরম রস বাহির করিবে; জীরা, চিনি ও ঘৃতের সহিত সেই গরম রস সেবন করিলে মূত্রযন্ত্রের প্রদাহ ও জ্বালা নিবারিত হয়। চক্ষু ফুলিলে ইহার প্রলেপ ব্যবহৃত হয় (Dymock)।

দুগ্ধ ও চিনির সহিত ইহার গরম রস খাইলে বালকদের জ্বর নষ্ট হয় ও শরীরে বল হয় (Watt)।

ইহার মূল British Pharmacopoeiaতে গৃহীত হইয়াছে এবং ইহা Sarsaparillaর স্থানে ব্যবহৃত হয় (Dutt, Mat. Med.)।

কুরচি, অনন্তমূল, শ্যামালতা এবং পর্পটি (Hedyotis biflora) এই কয়েকটী মূলের ক্বাথ পিপুলচূর্ণ দিয়া সেবন করিলে চর্ম্মরোগ, উপদংশ, শ্লীপদ এবং পক্ষাঘাত-জনিত জ্ঞানশূন্যতা আরাম হয়।

ইন্দ্রবারুণিকানন্তা শারিবা পর্পটৈঃ সমৈঃ।
এভিঃ কৃতং পিবেৎ ক্বাথং কণাগুগ্গুলুসংযুতং॥
অষ্টাদশসু কুষ্ঠেষু বাতরক্তার্দিতেষু তথা।
উপদংশে শ্লীপদে চ প্রসুপ্তে পক্ষঘাতকে॥ শার্ঙ্গধরঃ

অনন্তমূল, বালাশিকড় (Pavonia odorata), কটকী, মুথা এবং আদা সমপরিমাণ একত্র ২ তোলা জল দিয়া প্রাতে খাইলে জ্বর আরাম হয়।

অনন্তা বালকং মুস্তং নাগবং কটুরোহিণী।
পিষ্টা সুখাম্বুনা কল্কং পায়য়েদক্ষসম্মিতম্‌ ॥
কল্কঃ স্বল্পেন কালেন হন্যাৎ সর্ব্বজ্বরাময়ং।

রক্তপিত্ত-নাশকারী ঔষধের মধ্যে অনন্তমূল শ্রেষ্ঠ। (চরক)

অনন্তমূলের সর্ব্বপ্রকার ব্রণ নাশ করিবার শক্তি আছে। (চক্রদত্ত)

এক ছটাক অনন্তমূল ১ পাইণ্ট জলে একরাত্রি ভিজাইয়া পর দিন পান করিলে মূত্র ৩।৪ গুণ বর্দ্ধিত হয়। ইহা মূত্ররোধ রোগে হিতকর। (Fig. 384.)

Genus—ASCLEPIAS Linn.

385 A. curassavica Linn (কাকতুণ্ডী)

Fig.—Bot Reg., t. 81, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 622B.

Ref.—F B I., iv. 18; Dym, ii 127, Watt, i, Pt 2, 343; B. P., ii. 689, Prain, H. H., 238.

জন্মস্থান—আদি জন্মস্থান পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, অধুনা ভারতের অনেক স্থানে দেখা যায়, বঙ্গদেশের বহুস্থানে বিশেষতঃ হুগলী ও হাওড়া জেলার জঙ্গলের ধারে বহু পরিমাণে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. বনকাপাস, কাকতুণ্ডী; বম্বি. কাকতুণ্ডী।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল ও পাতার রস।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী সরল উদ্ভিদ্‌। পত্র দেখিতে অনেকটা লঙ্কা-পাতার ন্যায় লম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, সূক্ষ্মলোমযুক্ত। পত্রের কিনারাগুলি স্থানে স্থানে অস্পষ্ট। পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়। পুষ্পস্তবক বিভক্ত, নেবুরংবিশিষ্ট; স্ত্রীকেসরের চতুর্দ্দিকে পুংকেসর আছে; পুংকেসর শিঙ্গার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। ফল মসৃণ লম্বা, দেখিতে লঙ্কার ন্যায়। বীজকোষে অনেক বীজ আছে। নভেম্বর হইতে মে মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—জামেকা দেশে এই গাছকে Blood-flower বলে, কারণ ইহার রক্ত আমাশয় আরাম করিবার শক্তি আছে। ইহার শিকড় বিরেচক এবং ধারক; ইহা অর্শ এবং গনোরিয়া আরাম করে (Baden Powell)।

U. S. Dispensatoryর মতে ইহার শিকড়ের রস বমনকারক ও সর্দ্দিনাশক। পাতার রস কৃমিনাশক এবং Dr. W. Hamilton বলেন যে ইহা অর্শ ও প্রবল গণোরিয়া রোগনাশক।

মাংসপেশী, হৃৎপিণ্ড ও রক্তসঞ্চালন যন্ত্রের উপর ইহার বেশ ক্রিয়া আছে। ইহা উদরাময়নাশক ও বমনকারক (Dymock)।

ইহার শিকড়ের বমনকারক শক্তি আছে বলিয়া পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিগণ ইহাকে Bastard কিংবা Wild-Ipecacuanha বলে। ইহার পাতার পিষ্টবস ক্রিমিনাশক। ফুলের রস রক্তপাতরোধক বলিয়া কথিত আছে। (Fig. 385.)

Genus—TYLOPHORA W. & A.

386. T. asthmatica W. & A. (অন্তমূল)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 618A ; Bentl & Trim., Med. Pl., iii, t. 177 ; Wight, Ic. Pl. Ind. Or., iv. t. 1277.

Ref.—F. B. I, iv. 45 ; B. P., ii. 698 ; Roxb., F. I., ii. 33 ; Prain., H. H., 240.

জন্মস্থান—উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম, কাছাড, চট্টগ্রাম, দাক্ষিণাত্য, হুগলী, হাওড়া ও বর্দ্ধমান জিলার জঙ্গলের ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. অন্তমূল ; বম্বে—পিটকারী ; তা. নাকচুরুপ্পান ; তে কুক্কাপল ; উড়িয়া—মেন্দি।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, পত্র, ত্বক্।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী লতা ; শিকড় নরম এবং বহুশাখাবিশিষ্ট ; লতার কাণ্ড নরম, লম্বাশাখাবিশিষ্ট ও পশমময়। পত্র কোমল লোমাবৃত, চর্ম্মের ন্যায় শক্ত, ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, বিস্তারে সকল পত্র সমান নহে, ডিম্বাকৃতি, গোলাকার কিংবা লম্বা অথবা অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি ; পত্রবৃন্ত ¼-¾ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পদণ্ড পত্র অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও ২।৩টী শাখাবিশিষ্ট। ফুল পীতাভ, অভ্যন্তরদেশ বেগুনে রংবিশিষ্ট, ফুলের পাপড়ি লম্বা বর্শাকৃতি। ফল চেপ্টা, ৩-৪ ইঞ্চি ; বীজ ⅛-¼ ইঞ্চি লম্বা, চেপ্টা, ডিম্বাকৃতি এবং পশমময়। মে মাসে ফুল এবং সেপ্টেম্বর মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শুষ্ক পত্রের গুঁড়া ঘর্ম্মকর এবং ইহা ইপিকাকুয়ানার কাজ করে। জ্বরের সহিত উদরাময় ও রক্ত আমাশয় থাকিলে, জ্বরের প্রথম অবস্থায় ইহার পাতার গুঁড়া ১০ গ্রেণ পরিমাণ এক আউন্স জলে দিয়া দিবসে ৩।৪ বার সেবন করিলে জ্বর ত্যাগ হয় ও রক্ত আমাশয় সারিয়া যায় ; যদি ইহাতে সারিতে কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে ½ গ্রেণ কুইনাইন ও অল্প পরিমাণ পাতার রস সেব্য। অবিরাম ও ম্যালেরিয়া জ্বরে ইহার সহিত কুইনাইন দিতে হয়।

বক্ষঃপ্রদাহ ও ঘুংড়ি কাশীর প্রথম অবস্থায় ৫ গ্রেণ পরিমাণ দিবসে তিন বার অথবা উহার সহিত ½ আউন্স জলে যষ্টিমধুসহ সেবন করিতে হয়। ইহার জ্বরনাশক ও রক্ত-সংশোধক গুণ বিদ্যমান আছে বলিয়া বাতে প্রযুক্ত হয়। ইহা তিক্ত সৌগন্ধযুক্ত ও উত্তেজক। প্রসূতি স্ত্রীলোকদের প্রসবান্তিক স্রাব নির্গত করাইবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা বাত ও উপদংশ-ঘটিত বাতে প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। এক ভাগ মূল দশ ভাগ জলে পেষণ করিয়া পান করিলে হাঁপানী, রক্ত আমাশয় ও কাশে উপকার হয়।

পাতার ২।৩ তোলা রস কঙ্কণদেশে বমনকারক ঔষধ বলিয়া ব্যবহার করে। শুষ্ক লতার বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে রক্ত আমাশয় আরাম হয় (Dymock)।

করমণ্ডল উপকূলের লোকেরা ইহার মূল ইপিকাকের স্থানে ব্যবহার করে। ইহা অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলে বমনকারক, অল্প মাত্রায় সন্দি ও জ্বরনাশক; ৩।৪ ইঞ্চি পরিমাণ মূলের টাটকা ছাল বাটিয়া জলের সহিত পান করিলে বেশ জোলাপের কাজ করে।

সংক্রামক রক্ত আমাশয়ে ইহার মূল একটী অমোঘ ঔষধ, Dr. D. Anderson মান্দ্রাজ হাসপাতালে অনেকবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন (Notes by Dr. P. Russell). (Fig. 386.)

LXV.II LOGANIACEAE.

Genus- STRYCHNOS Linn.

387. S Nox-Vomica Linn. (কুচিলা)

Fig.—Rheede., Hort. Mal., i, t. 37; Bentl & Trim., t. 178, Bedd., Fl. Sylv., 243; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 633A

Ref.—F. B. I., iv. 90; Roxb., F. I., i. 575; B. P., ii. 701.

জন্মস্থান—ভারতের উষ্ণপ্রধান স্থানে এবং ৪০০০ ফুট উচ্চ স্থানে দেখা যায়। মান্দ্রাজ ও টেনাসরিম প্রদেশে প্রচুর জন্মে। বঙ্গদেশের বাঁকুড়া, মানভূম ও উড়িষ্যা অঞ্চলের জঙ্গলে দেখা যায়। বোটানিক গার্ডেন শিবপুরে ২।৩টী গাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—সং. বিষতিন্দুক; বা. কুচিলা, তা. ইট্টিক-কোট্টাই; তে. মুষ্টিবিত্তুলু; বম্বে—কাজরা; Eng. Nox-Vomica.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, ত্বক্, মূল ও সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—বহুশাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বড় গাছ, ৪০-৬০ ফুট উচ্চ হয়। কাষ্ঠ কাটিবার সময়ে শ্বেতবর্ণ পরে পীতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ হয়। ছাল পাতলা গাঢ় ধূসরবর্ণ কিংবা পীতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ ও মসৃণ। পত্র ২-৩½ ইঞ্চি, বৃন্তদেশ স্থূল; বোঁটা ½ ইঞ্চি, পুষ্পদণ্ড

১-২ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত। ফুল সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। ইহার ফুল হইতে বেশ সৌগন্ধ বাহির হয় (Gamble)। পুষ্পনল ১/৪-১/৩ ইঞ্চি, ইহার অংশগুলি ১/৬ ইঞ্চি অপেক্ষা কম, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, নীচে কয়েকটী কেশ আছে। পুংকেসর ৫টী. গর্ভাশয় ২ ভাগে বিভক্ত। স্ত্রীকেসর লম্বা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, ইহার মস্তক ছোট। ফল গোলাকার, মসৃণ, আপেলের মত পাকিলে নেবুরংবিশিষ্ট হয়। ফলের খোলা শক্ত, ইহার মধ্যে নরম শ্বেতবর্ণ লিচুর মত শাঁস আছে, উহা অতিশয় তিক্ত। প্রত্যেক ফলে ২।৫টী বীজ থাকে। বীজের ব্যাস ১/২ ইঞ্চি, গোলাকার, উজ্জ্বল ফিকে, শ্বেতাভ ধূসরবর্ণ, পশমময়, দেখিতে বোতামের ন্যায়, শক্ত, সহজে চূর্ণ করা যায় না। মার্চ্চ-এপ্রেল মাসে ফুল হয় এবং শীতকালে ফল পাকে।

নরহরি কুচিলাকে কারস্কর ও ভাবমিশ্র কপীলু বলিয়াছেন।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পত্র, শিকড ও বীজ। মাত্রা বীজ ১/১৬-১/৮ আনা, অতিমাত্রায় বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। হিন্দু বৈদ্যেরা ইহার কাষ্ঠ, রক্ত আমাশয়ে, জ্বরে ও অজীর্ণে ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহার বীজ এক প্রকার মাদক দ্রব্য, এই কারণে কোন কোন লোকে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনার জন্য ব্যবহার করে।

ইহার বীজ অজীর্ণনাশক ও স্নায়বিক রোগনাশক (Hindu Met. Med.)।

ইহার বীজ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য রোগনাশক, বলকারক ও উত্তেজক (Pharm. Ind.)। অতিমাত্রায় ইহার বীজ বিষবৎ। ইহা পক্ষাঘাত, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, উদরাময়, রক্ত আমাশয়, কোষ্ঠবদ্ধ, অর্শ ও লালামেহের পক্ষে হিতকর।

ইহা অবিরাম জ্বর, মৃগী, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগে প্রযুক্ত হয়।

কঙ্কণদেশে ইহার বীজ অল্পমাত্রায় অপরাপর সৌগন্ধ দ্রব্যের সহিত মিশাইয়া পেটবেদনায় ব্যবহার করে; ইহার ছালের টাটকা রস কলেরা ও পুরাতন রক্ত আমাশয়ে ব্যবহৃত হয়, কোন কোন স্থানে অল্প পরিমাণ আফিংএর পরিবর্ত্তে উত্তেজক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (Dymock)।

পাতার পুলটিস দিলে ঘা ও ক্ষত শীঘ্র আরাম হয়। ইহার মূলের ত্বক্ গুঁড়াইয়া নেবুর রসের সহিত মিশাইয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইলে কলেরা রোগে বিশেষ ফল প্রদান করে (Watt)।

ম্যালেরিয়া জ্বরে ইহা একটী ফলপ্রদ ঔষধ এবং বুকে সর্দ্দি বসিলে ইহার সর্দ্দি বাহির করিবার শক্তি আছে (Watt)। পেট ফাঁপা এবং আমাশয়ের সহিত অজীর্ণ হইলে কুচিলার দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। ইহা স্নায়ু-সকলের উত্তেজক, এই জন্য পক্ষাঘাত ও ইন্দ্রিয়-শৈথিল্যে হিতকর। ইহা বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে শরীরে জ্বালা উৎপাদন করে এবং চর্ম্ম হইতে শরীরে বিষক্রিয়া প্রকাশ করে। কুচিলা, অহিফেন ও গোলমরিচ প্রত্যেকটী ২ গ্রেণ পরিমাণ লইয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে স্নায়বিক রোগ নাশ করে।

কুচিলার যোগে কবিরাজী শূলহরণ নামক শূল রোগের ঔষধ প্রস্তুত হয়। হরীতকী,

পিপুল, গোলমরিচ, আদা, কুচিলা, হিঙ্গু, গন্ধক ও সৈন্ধব লবণ প্রত্যেকটী সমপরিমাণ লইয়া ৪ গ্রেণ পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া গরম জলের সহিত আহারের পর সেবন করিলে উদরাময়, পেটবেদনা এবং অজীর্ণ আরাম হয়।

শূলহরণ যোগ—

হরীতকী ত্রিকটুকং কুচিলা হিঙ্গু গন্ধকম।
সৈন্ধবঞ্চ সমং সর্ব্বং বটীঃ কুর্য্যাৎ সুখাবহাঃ॥
লঘুকোলপ্রমাণাস্তাঃ শস্তস্তে প্রাতরেব চ।
একৈকা বটিকা গ্রাহ্যা গুল্মশূলনিবারিণী॥
গ্রহণ্যামতিসারে চ সাজীর্ণে মন্দপাবকে।
যোজয়েদুষ্ণপয়সা সুখমাপ্নোতি তৎক্ষণাৎ॥ রসেন্দ্রসারসংগ্রহঃ

কুচিলা মূলের ত্বকের সহিত পাতিলেবুর রস মিশ্রিত করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে বিসূচিকা নষ্ট হয়। কুচিলা অল্প মাত্রায় সেবন করিলে অন্ন ও পিত্ত হইতে রস নির্গত করিয়া পরিপাক শক্তি বাড়াইয়া দেয়। ইহা গর্ভাশয়, জননযন্ত্র ও মূত্রযন্ত্রের উত্তেজক বলিয়া ঋতু বাড়াইয়া দেয়।

অধিক মাত্রায় কুচিলা ব্যবহার করিলে আক্ষেপ বাড়াইয়া দেয় এবং আক্ষেপের সময়ে ধমনীর সঙ্কোচ করাইয়া রক্তের চাপ বৃদ্ধি করে, চক্ষের তারা স্থির হয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি পড়িতে থাকে এবং শ্বাসযন্ত্রের আক্ষেপবশতঃ নিঃশ্বাস বাহির হয় না। অতিমাত্রায় ব্যবহার করিলে নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া তাপ বাড়িতে থাকে, রক্তের উত্তাপ বাড়িয়া জ্ঞানশক্তি নষ্ট হইয়া মৃত্যু ঘটে।

ইহার বীজ উত্তেজক, নার্ভের পুষ্টিকারক, বাত, গ্রহণী, বিসূচিকা, ধ্বজভঙ্গ, শূল, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ, শুক্রমেহ, কফ ও কাশি নাশ করে।

কুচিলা বীজ অতিশয় তিক্ত এবং বিষাক্ত, ইহাতে শতকরা ½ হইতে ¾ অংশ পরিমাণ strychnine এবং brucine আছে। ইহা অবিরাম জ্বর, পক্ষাঘাত, বহুমূত্র ও রক্তহীনতা রোগে বিশেষ হিতকর। (Fig. 387.)

388. S. potatorum Linn. (নির্ম্মলী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 633B ; Roxb., Cor. Pl., i. t. 5 , Wight, Ill. Ind. Bot., ii. t. 156.

Ref.—F. B. I., iv. 90 ; Roxb., F. I., i. 576 ; B. P., ii. 704.

জন্মস্থান—পশ্চিম বিহার, ছোট নাগপুর, উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য ও সিংহলদ্বীপে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. কতক, অম্বুপ্রসাদন ; বা. হি. নির্ম্মলী ; তা. তেত্তান-কোট্টাই ; তে. চিল্লাগিঞ্জালু ; সামতাল—কুচিলা ; Eng. Clearing nut.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ মাত্রা ১-২ আনা; বমনের জন্য ৩ আনা।

বর্ণনা—মধ্যমাকৃতি গাছ, ৪০।৫০ ফুট উচ্চ। ছাল ½-¾ ইঞ্চি পুরু, কৃষ্ণবর্ণ কিংবা ধূসরের আভাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ, কর্কের মত। পত্র ২½ ইঞ্চি লম্বা, ১ ইঞ্চি বিস্তৃত, ডিম্বাকৃতি, দুইদিকে সরু, স্থানে স্থানে অস্পষ্ট। পত্র সূক্ষ্মলোমযুক্ত, গোড়ায় ৩টী শিরা আছে। বোঁটা ক্ষুদ্র, পুষ্পদণ্ড ১ ইঞ্চি, ফুল শ্বেত অথবা পীতবর্ণ, সৌগন্ধযুক্ত। স্ত্রীকেসরদণ্ড লম্বা, মোটা। ফল ¾ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়। বীজ ১ কিংবা ২টী হয়, গোলাকার, ½-¾ ইঞ্চি, বোতামের ন্যায়, কুচিলার বীজ অপেক্ষা ক্ষুদ্র, বীজের স্বাদ নাই। গ্রীষ্মকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ ঘোলা জল পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় (সুশ্রুত)। নির্ম্মলী প্রধানতঃ নেত্ররোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার বীজ মধু ও অল্প কর্পূরের সহিত বাটিয়া চক্ষে প্রলেপ দিলে চক্ষের জল-পড়া আরাম হয়। জল ও সৈন্ধব লবণের সহিত মাড়িয়া ব্যবহার করিলে চক্ষু-উঠা আরাম হয় (Hind. Met. Med.)। ইহার বীজ বিষাক্ত নহে, এই কারণে ইহা বমনকারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (Ainslie)। ইহা বহুমূত্র ও গণোরিয়া-নিবারক। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে রুক্ষ ও শান্তিকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা উদরে মালিশ করিলে পেটের বেদনা আরাম হয়। ইহা একটী সর্পবিষের ঔষধ (Dymock)।

মান্দ্রাজ দেশের লোকে ইহার বীজ বহুমূত্র ও গণোরিয়া রোগে ব্যবহার করে (Drury)। যে উদরাময় বহুদিন ধরিয়া আরাম হয় নাই এবং বহু ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফল হয় নাই, ইহার একটী কিংবা অর্দ্ধখানি বীজ গুঁড়া করিয়া ঘোলের সহিত ব্যবহার করিলে উক্ত উদরাময় একেবারে আরাম হয় (Watt)।

নির্ম্মলী ফল মধুতে ঘষিয়া কর্পূরের সহিত চক্ষে অঞ্জন দিলে চক্ষু হইতে জল-পিচুটী-পড়া আরাম হয়। (ভাবপ্রকাশ)

কতকস্য ফলং ঘৃষ্ট্বা মধুনা নেত্রমঞ্জয়েৎ।
ঈষৎকর্পূরসহিতং তৎ স্যান্নেত্রপ্রসাদনম্॥ ভাবপ্রকাশঃ

নির্ম্মলীর বীজ বাটিয়া উদরে প্রলেপ দিলে শূলবেদনা আরাম হয়। ইহার শীতকষায় মেহরোগ ও গণোরিয়া রোগে বিশেষ হিতকর। (Fig. 388.)

LXIX. GENTIANACEAE.

Genus—CANSCORA Roem.

389. C. decussata Roem. (ডানকুনি)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 638A.

Ref.—F. B. I., iv. 104; Roxb., F. I., i. 403; B. P., ii. 708; Prain, H. H., 233.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের অকর্ষিত পতিত ও আর্দ্রভূমিতে প্রচুর জন্মে, বোটানিক গার্ডেনে অনেক দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. দণ্ডোৎপল, শঙ্খপুষ্পী ; বা. ডানকুনি ; হি. শঙ্খহুলী।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ্।

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ৬-১৮ ইঞ্চি লম্বা, কাণ্ডে চারিটী শিরা আছে। শাখাগুলি উপর দিকে বিস্তৃত। পত্র অনেক হয়, বোঁটা ছোট। নীচের পত্র প্রায় ১ ইঞ্চি, উপরের পত্র ছোট, ডিম্বাকৃতি ও লম্বা, বৃন্তদেশ গোলাকার। পুষ্পদণ্ড লম্বা ও চতুষ্কোণ। পুষ্পস্তবক গোলাকার, ফুল শ্বেতবর্ণ কিংবা ফিকে পীতবর্ণ; পুংকেসর ৪টী ও ছোট। স্ত্রীকেসরদণ্ড ছোট। বীজ বড়, কাল ও ধূসরবর্ণ। এই গাছ বর্ষার শেষে উচ্চ জমিতে জন্মে। শরৎকাল হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু শাস্ত্রমতে এই গুল্ম ধাবক ও বলকারক এবং স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য রোগে বড়ই হিতকর। ইহা পক্ষাঘাত ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার টাটকা রস ১ আউন্স পরিমাণ প্রয়োগ করিলে পাগল রোগ আরাম হয় (Dutt.)। ইহার টাটকা রস ১ আউন্স মধু এবং পুষ্করমূল (কুড়) সহ পাগলকে পান করাইলে পাগলামি আরাম হয়।

গুলঞ্চ, অপামার্গ, বিড়ঙ্গ, কুষ্ঠমূল, শতমূলী, বচ হরীতকী, ডানকুনি (শঙ্খপুষ্পী) সমপরিমাণ গুঁড়া করিয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া উক্ত গুঁড়া ৩ দিন ব্যবহার করিলে মেধা বৃদ্ধি হয় এমন কি ছাত্রেরা এক দিনে ১০০০ শ্লোক মুখস্থ করিতে পারে বলিয়া কথিত আছে। (Fig. 389)

Genus—SWERTIA Ham.

390. S. Chirata Ham. (চিরেতা)

Fig.—Bentl & Trim., iii, t. 183 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 641B.

Ref.—F. B. I., iv. 124 ; Dym., ii. 511 ; Roxb., F. I., ii. 71.

জন্মস্থান—হিমালয় পর্ব্বতের নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে ৪০০০ হইতে ১০,০০০ ফুট উচ্চে কাশ্মীর হইতে ভূটান এবং খাসিয়া পাহাড়ের ৪০০০ হইতে ৫০০০ ফুট উচ্চে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. কিরাততিক্ত, ভূনিম্ব ; বা. হি. চিরেতা ; তা. নীলবেম্বু ; তে. নীলবেম ; বম্বে—কিরাত ; মালাবার—নীলবেপ্পা ; বর্ম্মা—সেখাগী।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ্। চূর্ণ ১-৪ আনা ; কাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—ছোট খাড়া গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, কাণ্ড ২-৫ ফুট উচ্চ। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ½ ইঞ্চি বিস্তৃত; গাছের নীচের পাতা বড় হয়। প্রশাখাগুলি গোলাকার অথবা চারিটী শিরাবিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ড বহু শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট, পত্রপূর্ণ। ফুলের বহির্ব্বাস ⅙ ইঞ্চি। পুষ্প সবুজ ও পীতবর্ণ। পুংকেসর লম্বা; বীজকোষ ¼ ইঞ্চি ডিম্বাকৃতি, সূক্ষ্ম। বীজ $\frac{1}{20}$ ইঞ্চি মসৃণ। আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বাণ্ডিল বাজারে বিক্রীত হয়। সমগ্র গাছটী ঔষধে ব্যবহৃত হয়, বিশেষতঃ ইহার মূল অধিক মূল্যবান্। দেশীয় বৈদ্যেরা ইহাকে পাকযন্ত্র-শোধক ও বলকারক বলিয়া বর্ণনা করেন। Dr. Drury বলেন যে ইহার ক্বাথ খাওয়া উচিত নহে গাছের কাণ্ড জলে ভিজাইয়া সেই জল খাইতে হয়। কেহ কেহ বলেন যে চিরেতা সিদ্ধ করিলে ইহার শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। চিরেতা বলকারক, তিক্ত ও বাতরোগগ্রস্ত ব্যক্তির অজীর্ণে বড়ই উপকারী। চিরেতা প্রধানতঃ নেপাল হইতে বঙ্গদেশে আমদানী হয়; নেপাল হইতে আসে বলিয়া ইহার আর একটী নাম নাইপাল। চিরেতা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার করে এবং পিত্ত নিঃসরণ করিয়া দেয়।

আয়ুর্ব্বেদে ইহা বলকারক, জ্বরনাশক, ধারক, গাত্রদাহ, কৃমি ও চর্ম্মরোগ-নিবারক বলিয়া বর্ণিত হয়। চিরেতার সহিত আরও ৫০টী মসলাযোগে যে সুদর্শনচূর্ণ প্রস্তুত হয় উহা পৈত্তিক জ্বরের অব্যর্থ ঔষধ। Dr. Moodeen Sheriff বলেন যে প্রকৃত চিরেতার সহিত S. angustifolia, S. decussata এবং S. elegans প্রভৃতি কয়েকটী গাছ ভেজাল দিয়া বাজারে বিক্রয় হয়।

চিনি ও চিরেতা-চূর্ণ সমভাবে লইয়া পান করিলে অথবা চিরেতা ও মধু একত্রযোগে সেবন করিলে গর্ভাবস্থায় বমন আরাম হয়। (হারীত)

চন্দন ও চিরেতার ক্বাথ সেবন করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয়। (চরক)

ইহা বলকারক, মৃদুবিরেচক, জ্বরনাশক; হাত-পায়ের জ্বালা-নিবারক, ক্রিমিনাশক ও চর্ম্মরোগে হিতকর (W. C. Dutt.)। (Fig. 390.)

Genus—LIMNANTHEMUM Griseb.

391. L. cristatum Griseb. (চাঁদমালা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, t. 29 (1692); Wight, Ill. Ind. Bot., ii, t. 157; Roxb., Cor. Pl., ii. 3, t. 105.

Ref.—F. B. I., iv. 131; Dalz & Gibs., Bomb, Fl., 158.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতের ও বঙ্গদেশের পুষ্করিণী ও ঝিলে সচরাচর দেখা যায়। কাশ্মীর দেশীয় হ্রদে বহুপরিমাণে আছে।

বিভিন্ন নাম—সং. কালাহ্বশারিবা ; বা. চাঁদমালা, সিউলীছোপ ; হি. টগরপাতুকা।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ্।

বর্ণনা—লতানে উদ্ভিদ্, জলে ভাসিয়া থাকে, গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। পত্রের ব্যাস ১-৩ ইঞ্চি, দেখিতে শালুক ফুলের পত্রের ন্যায় কিন্তু আকারে ক্ষুদ্র, পত্রবৃন্ত ১½ ইঞ্চি লম্বা। পত্রের উপরিভাগ মসৃণ, নিম্নের শিরাগুলি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ফুল শ্বেতবর্ণ, ফল গোলাকার, ফলে ১-২টী বীজ থাকে, বীজ গোলাকার ⅟₁₆ ইঞ্চি। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কথিত আছে যে দুগ্ধবতী গাভীকে ইহা খাইতে দিলে দুগ্ধ বাড়িয়া থাকে। অনেক কবিরাজী ও হাকিমী ঔষধে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (Fig. 391.)

LXX. HYDROPHYLLACEAE.

Genus—HYDROLEA Vahl.

392 H. zeylanica Vahl. (ঈষলাঙ্গুলা)

Fig.—Lamk, Ill., t. 184, Bot. Mag., ii. 193, t. 26; Wight, Ill., t. 167 & Ic. t. 601; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 644.

Ref.—F. B. I., iv. 133; Roxb., F. I., ii. 73; B. P., ii. 711; Watt, iv, Pt. 1, 315, Prain, H. H., 211.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, হুগলী, হাওড়া ও বর্দ্ধমান জেলার নিম্ন জলাভূমি ও ধান্যক্ষেত্রে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. লাঙ্গল, বা. ঈষলাঙ্গলা, কাঁকড়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী কাঁটাশূন্য গুল্ম। ইহার প্রত্যেক গাঁইট হইতে শিকড় জন্মে। কাণ্ড ও শাখা নরম ও ছোট, পত্র ১-২½ ইঞ্চি লম্বা, দেখিতে বেলপাতার ন্যায় লম্বা, বোঁটা ছোট, পত্রের উভয় দিক্ ক্রমশঃ সরু। পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়। ফুল উজ্জ্বল ফিকে সবুজবর্ণ। ফুলের পাপড়ি কোমল ও লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ১-২ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পস্তবক ¼-½ ইঞ্চি। পুংকেসর সূক্ষ্ম, স্ত্রীকেসরদণ্ড লম্বা, বিস্তৃত। বীজকোষ ডিম্বাকৃতি ও লম্বা। বীজকোষে ছোট ছোট লম্বা বীজ অনেক থাকে। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র পেষণ করিয়া ক্ষতে লাগাইলে ক্ষত পরিষ্কার হইয়া শীঘ্র আরাম হইয়া যায়। ক্ষতে কোন প্রকার বিষাক্ত দোষ হইলে ইহা দোষ নষ্ট করিয়া ক্ষত সারাইয়া আনে। (Fig. 392)

LXXI. BORAGINEAE.

Genus—CORDIA Linn.

393. C. myxa Linn. (বহুনারী)

Fig.—Rheede, Hort Mal, iv, t. 37 ; Wight, Ill., t. 169 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 645.

Ref.—F. B. I, iv. 136 ; Roxb., F. I., i. 590 ; B. P., ii. 714 ; Prain, II. H., 241.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশের চিনাব হইতে আসাম ৫০০০ ফুট উচ্চে এবং বঙ্গদেশের পার্ব্বত্য প্রদেশ, বর্ম্মা, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশের জঙ্গলে ও গ্রামের কিনারায় দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. বহুবার, বা বহুনারী ; হি. লাসোরা ; লেপ্চা—নিস্থত, তা. বিদি।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্।

বর্ণনা—৩০-৪০ ফুট উচ্চ গাছ ; শরৎকালে পত্র পতিত হয়। কাণ্ড বক্র। ত্বক্ ½ ¾ ইঞ্চি পুরু ধূসরবর্ণ, লম্বা ভাগে বর্ত্তিত দাগ আছে। কাষ্ঠ ঈষৎ ধূসরবর্ণ। পত্র ডাঁটার উভয় দিকে হয়, ১৫ ইঞ্চি লম্বা। পত্র কোনটী লম্বা এবং কিনারাগুলি অস্পষ্ট, পত্রের বোঁটার দিক্ হৃৎপিণ্ডাকৃতি। পত্রের শিরা ৩-৫টী, বোঁটা ১-২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ছোট, উভয়লিঙ্গ-বিশিষ্ট, শ্বেতবর্ণ, পুষ্পদণ্ডে অনেক শাখা আছে। ফলে শাস আছে, ½-১ ইঞ্চি লম্বা, পাকিলে ঈষৎ পীতবর্ণ, লাল এবং কৃষ্ণবর্ণ হয়। ফল উজ্জ্বল, শক্ত ও মিষ্ট, ফল দেখিতে প্রায় সুপারীর মত। প্রত্যেক ফলে একটী বীজ থাকে। চৈত্র মাসে ফুল হয় এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকদের মতে ইহার ছাল সর্দ্দিনিবারক, পাকা ফল মিষ্ট এবং স্নিগ্ধকর। ইউরোপীয়দের মতে ইহা হৃদ্‌যন্ত্র ও মূত্রযন্ত্রের উপর কার্য করে। ইহার ১০-১২ ড্রাম পরিমাণ শাঁস বিরেচক, ছাল জ্বরনাশক ও বলকারক (Dymock, ii. 519)। ইহার বীজ ক্রিমিনাশক, ছাল বলকারক (Ainslie)। (Fig. 393)

394. C. obliqua Willd. (ছোট বহুনারী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 646.

Ref.—F. B. I., iv. 137 ; Roxb., F. I., ii. 330 ; B. P., ii. 714.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর ; পশ্চিমভারত, পঞ্জাব হইতে সিংহল পর্য্যন্ত ভূভাগে দৃষ্ট হয়।

বিভিন্ন নাম—সং. ভূকর্বুদার ; বা. ছোটবহনারী ; হি. ছোট লাসোরা ; তা. স্পিরুনারুবিলি ; তে. সিন্নাবটকু।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা ৪০ ফুট উচ্চ গাছ, ইহা দেখিতে অনেকটা C. myxa গাছের তুল্য। পত্র দণ্ডের উভয়দিকে জন্মে, ডিম্বাকৃতি ; পাতার পার্শ্বশিরা ৩টী, পাতায় কোমল লোম আছে, কিনারাগুলি কর্ত্তিত। ফল ১ ইঞ্চি, গোলাকার, বকুলের ন্যায় দুইদিকে ক্রমশঃ সরু, ফলে ১টী বীজ থাকে, বীজ হইতে শাঁস পৃথক্ করা যায়। ইহার বীজ করাত দিয়া কাটিলে এক প্রকার অপ্রীতিকর গন্ধ বাহির হয় (Dymock)। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ফুল এবং বর্ষাকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফল সর্দ্দিনিবারক এবং ধারক। সিন্ধুদেশের লোকেরা ইহাকে স্নিগ্ধকর বলিয়া বর্ণনা করে। ইহার কাঁচা ফল হইতে এক প্রকার আঠা বাহির হয়, উহা গণোরিয়া-নিবারক (Watt)। C. obliqua র আর একরকম জাতি আছে উহার গুণ এই গাছের সমান বলিয়া আর পৃথক লেখা হইল না। (Fig. 394)

Genus—HELIOTROPIUM Linn.

395. H. indicum Linn. (হাতিশুঁড়া)

Fig.—Wight, Ill., t. 171 ; Rheede, Hort. Mal., x, t. 48.

Ref.—F. B. I., iv. 152 ; Roxb., F. I., i. 454 ; B. P., ii. 716 ; Prain, H. H., 242.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের অকর্ষিত জঙ্গলের ধারে ও সুবর্কীর গা ও আবর্জ্জনাপূর্ণ স্থানে দেখা যায় ; বোটানিক গার্ডেনে অনেক দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. হস্তিশুণ্ডী ; বা হি. হাতিশুঁড়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ্। রস, মাত্রা ½-১ তোলা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম, ১-২ ফুট উচ্চ ; কাণ্ড ফাঁপা ও নরম। শাখাগুলি খাড়া হইয়া থাকে। গাছে বিস্তৃত শ্বেতবর্ণ লোম আছে। পত্র ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, নিম্নদিকে লোমযুক্ত, বৃন্তদেশ গোলাকার অথবা হৃৎপিণ্ডাকৃতি, পুষ্পদণ্ড হস্তীর শুণ্ডের ন্যায়, অগ্রভাগ অবনত, ½ ইঞ্চি লম্বা। ফুল শ্বেতবর্ণ, ঈষৎ বেগুনে ও ছোট ; পাপড়ি ৫।৬ ভাগে বিভক্ত। ফল ⅙ ইঞ্চি লম্বা, প্রত্যেক ফলে ১টী বীজ থাকে। সাধারণতঃ বর্ষার পরে ফুল ও ফল হইয়া থাকে, তবে বৎসরের অন্য সময়েও কখনও কখনও ইহার ফুল ও ফল হইতে দেখা যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—দেশীয় কবিরাজেরা ইহার পাতার রস দন্তের মাড়ির ক্ষতে এবং মুখের ব্রণে ব্যবহার করেন। চক্ষু উঠিলে হাতিশুঁড়ার প্রলেপ দিলে চক্ষু-উঠা সারিয়া যায়। হাতিশুঁড়ার আদিম বাসস্থান পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, তথাকার লোকে এই গাছ ক্ষত-নিবারক বলিয়া ব্যবহার করে। হাতিশুঁড়ার পাতার সহিত রেড়ির তৈল মিশাইয়া বিছা ও বোল্‌তা কামড়ান স্থানে প্রয়োগ করিলে যন্ত্রণা আরাম হয়। পাগলা কুকুরে কামড়াইলে হাতিশুঁড়ার রসে কুকুর বিষ নষ্ট হয় (Met. Med. Ind., ii, 414)। ভারতের কোন কোন স্থানে পোকায় কামড়াইলে এবং সর্পবিষে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহা ক্ষত-নিবারক ও ফোড়ায় হিতকর এবং সন্নিপাত-জ্বর-নিবারক। (Fig. 395)

Genus—TRICHODESMA R. Br.

396. T. indicum R. Br. (ছোট কল্প)

Fig.—Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 655A.

Ref.—F. B. I., iv, 153 ; Roxb , F. I., i. 458 ; B. P., ii. 720.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র দেখা যায় ; হুগলী, হাওড়া ও বর্দ্ধমান জেলার মাঠে ও অকর্ষিত ভূমিতে বহুপরিমাণে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. ছোট কল্প ; সিন্ধু—গাওজাবান ; পঞ্জাব—কৌরী-বুতী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র ও শিকড়।

বর্ণনা—সোজা গুল্মজাতীয় গাছ, ইহার কাণ্ডে ও পাতায় শক্ত শক্ত লোম আছে। কাণ্ড ঘনসন্নিবদ্ধ, ১৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হয়। পত্র ডাঁটার দুই দিকে জন্মে, ১-৪ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা ছোট। ফুল এক একটী হয়, ফিকে নীলবর্ণ, এবং লাল ও শেষে শ্বেতবর্ণ হয়। পুষ্পস্তবক ½ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, লোমযুক্ত। ফুলের পাপড়ি ৫টী। ফল ½ ইঞ্চি, খসখসে, শ্বেতবর্ণ কিংবা পাকিলে ঈষৎ বেগুনে হয়। বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা সর্পবিষের মহৌষধ এবং মূত্রকর। দাক্ষিণাত্যে ইহা পুলটিসরূপে ব্যবহৃত হয় (Watt)। ছোটনাগপুরের লোকে ইহার শিকড় গুঁড়া করিয়া ফুলায় ও গেঁটেবাতে প্রয়োগ করে (Rev. A. Campbell)। ইহা রক্ত পরিষ্কারক ও স্নিগ্ধকর। (Fig. 396)

397. T. zeylanicum Br. (বড় কল্প)

Fig.—Burm., Fl. Ind. 41, t. 14, Fig. 2 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 655B.

Ref.—F. B. I., iv. 154 ; Roxb., F. I., i. 458 ; B. P., ii. 720 ; Prain, H. H., 243.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনায় সচরাচর দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. বড় কল্প; হি. ছোট মুড়িয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম, ১-২ ফুট উচ্চ। কাণ্ড শক্ত ও ঘন লোমযুক্ত, কখন কখন লোমগুলি বেগুনে-রংবিশিষ্ট হয়। পত্র ছোট, ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ সরু। ফুল ফিকে নীলবর্ণ। বহির্ব্বাস ½ ইঞ্চি লম্বা। ফল পাকিলে ধূসরবর্ণ, ইহা দেখিতে T. indicumএর ফলের ন্যায়। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র পুলটিসে ব্যবহৃত হয়, ইহাতে আক্রান্ত স্থান নরম হয়। (Fig. 397)

LXXII. CONVOLVULACEAE.

Genus—ARGYREIA Sw.

398. A. speciosa Sw. (বীজতাড়ক)

Fig.—Wight, Ic., t., 851; Burm., Fl. Ind., 48, t. 20, Fig. 1; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 658.

Ref.—F. B. I., iv. 185; Roxb., F. I., i. 488, B. P., ii. 741; Prain, B. II., 247.

জন্মস্থান—পূর্ব্ববঙ্গ, চট্টগ্রাম, আসাম, মহীশূর এবং বঙ্গদেশের বহু স্থানে জন্মে। হুগলী ও হাওড়া জেলার গ্রামের ধারে জঙ্গলে দেখা যায়। শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে বহু গাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—সং. বৃদ্ধদারক; বা. বীজতাড়ক; হি. সমন্দরকা-পাট; তে. সমুদ্রপেলা; তা সমুদ্রশোক; সামতাল—কেদক-আবক।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, শিকড়। মাত্রা, মূলচূর্ণ ১-৪ আনা; বীজচূর্ণ ½-২ আনা।

বর্ণনা—বহুদূরব্যাপী, বৃক্ষারোহী, জড়ানে লতা; ডাঁটা শক্ত ও গোলাকার, লতার গায়ে সুন্দর পশমের মত নরম ও শ্বেতবর্ণ লোম আছে। প্রশাখা মোটা, শ্বেতবর্ণ এবং শক্ত লোমাবৃত। পত্র ১½-৩ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, প্রশস্ত, দেখিতে অনেকটা পানের ন্যায়, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। পাতার উপরিভাগে সূক্ষ্ম লোম এবং নীচে পশমের ন্যায় লোম আছে। পত্র দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বিস্তারে অধিক। বোঁটা ১-২ ইঞ্চি, ঘন পশমময় লোমাবৃত। পুষ্পদণ্ড ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, বহুশাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট। ফুলের কুঁড়ি বৃহৎ, অগ্রভাগ ছুঁচালো। ফুলের পাপড়ি ৫টী, পুংকেসর ৫টী, মধ্যস্থলে গর্ভকেসর থাকে।

ফুল কলমী ফুলের ন্যায় গোলাপী সৌগন্ধবিশিষ্ট, রাত্রে প্রস্ফুটিত হয়। পুষ্পনল ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, সরু, শ্বেতবর্ণ। ফল গোলাকার ১ ইঞ্চি পরিমাণ, মসৃণ, উজ্জ্বল, ফিকে ধূসরবর্ণ। পক্ক ফল আপনা আপনি ফাটিয়া যায়। বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুলের সময়, পরে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় বলকারক, বাতনাশক এবং স্নায়বিক রোগে ব্যবহৃত হয় (Dutta)। পাতায় ফোড়া পাকাইয়া দেয় ও পুঁজ নির্গত করিয়া দেয়। ইহা চর্ম্মরোগে হিতকর। ইহার মূল গুঁড়া করিয়া দুগ্ধের সহিত প্রয়োগ করিলে গ্রন্থির পুঁজ নির্গত হইয়া যায়।

ভিনিগারের সহিত ইহার আঠা শরীরে মাখিলে শরীরের স্থূলতা কমাইয়া দেয় (Watt)। ইহার পাতা কোন স্থানে লাগাইলে চর্ম্ম আরক্ত হয়। বৃদ্ধদারকের মূল পাকান, ½ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, কর্ত্তিত অংশ কৃষ্ণবর্ণ। ইহা বৃষ্য এবং বৃদ্ধদিগের শরীরের পুষ্টিসাধন করে। বঙ্গদেশে A. speciosa গাছ বৃদ্ধদারক বলিয়া ব্যবহার করে কিন্তু পশ্চিম ভারতে বৃদ্ধদারক বলিয়া যে মূল বিক্রয় হয় তাহা এই গাছের মূল নহে। নির্ঘণ্টু মতে ইহা ছাগলক্ষুরি, ছাগলান্ত্রিকা, দীর্ঘমূলক, দূর্গা প্রভৃতি নামে খ্যাত আছে। ইহাতে বেশ জ্ঞাত হওয়া যায় যে ছাগলখুরীই বৃদ্ধদারক। বৃদ্ধদারক ধারক, উষ্ণ, বলকারক, বাতনাশক, শোথ, গণোরিয়া এবং সন্ধিনাশক বলিয়া বর্ণিত আছে।

বৃদ্ধদারকের মূল গোমূত্রের সহিত শ্লীপদে লাগাইলে উহা সারিয়া যায়। ইহার মূলচূর্ণ, শতমূলীর রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে; সেই চূর্ণ গব্যঘৃত-যোগে উপযুক্ত মাত্রায় ১ মাস সেবন করিলে মানুষ মেধাবী হয় ও চিরযৌবন লাভ করে।

পুত্রকামী পুরুষ বৃদ্ধদারক মূলের কল্ক এবং দুগ্ধ, গব্যঘৃতের সহিত যথাবিধি পাক করিয়া যোগ্য মাত্রায় খাইলে বেশ বলবান্ হয়; ইহা একটী উৎকৃষ্ট রসায়ন।

আর একপ্রকার বৃদ্ধদারক আছে ইহার লাটিন নাম A. argentea Choisy. ইহা হুগলী জেলায় স্থানে স্থানে দেখা যায়। চন্দননগর ও চুঁচুড়ার যে সমস্ত বাগান জঙ্গলে পরিপূর্ণ আছে সেইগুলির কোন কোনটীর কিনারায় অপর গাছে জড়াইয়া এই গাছ উঠিতে দেখা যায়। ইহা বীজতাড়কের তুল্য গুণবিশিষ্ট বলিয়া আর পৃথক্‌ভাবে লেখা হইল না।

কবিরাজী শাস্ত্রেও বৃদ্ধদারকদ্বয় বলিয়া লিখিত আছে। উভয় বৃদ্ধদারকই সমগুণবিশিষ্ট। (Fig. 398)

Genus—IPOMOEA Sw.

399. I. Pes-Caprae Sw. (ছাগলখুরী)

Fig.—Rumph. Herb. Amb. v. t. 159, Fig. i; Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, xxi, t. 26, Fig. 59; Cleghorn. in Madras. Journ., xvii, t. 3.

Ref.—F. B. I., iv. 212; Roxb., F. I., i. 485; B. P, ii. 736; Dym., ii. 526; Prain, H. H., 245.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা, সুন্দরবন, চট্টগ্রাম, বিশেষতঃ সমুদ্রের কিনারায় অধিক জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. ছাগলখুরী; হি. দোপাটীলতা; তে. চেবুলাপিল্লি-তিগি; তা. আদাপুকদী; উড়িষ্যা—কংসারিনাটা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, মূল।

বর্ণনা—লতানে উদ্ভিদ্, সমুদ্রতীরে বালুকাময় স্থানে অধিক জন্মে। এই গাছ Dr. Kurz রাণীগঞ্জের পাহাড়ে দেখিয়াছিলেন। পত্র ১-৪ ইঞ্চি লম্বা ও নরম, কাঞ্চন ফুলের পাতার ন্যায় অগ্রভাগ দুই ভাগে বিভক্ত; শিরাগুলি স্পষ্ট, পত্রের শিরা কম, বোঁটা ১-৪ ইঞ্চি, পুষ্পদণ্ড ১-৪ ইঞ্চি। ফুল বড, লাল ও বেগুনে, পাপড়ি ½-¾ ইঞ্চি। পুষ্পস্তবক ২ ইঞ্চি, মোচার ন্যায়। বীজকোষ ½ ইঞ্চি, গোলাকার সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বীজ লম্বা, নরম লোমাবৃত। ছাগলখুরীর ফলে ৪টী বীজ থাকে। বৃদ্ধদারকের ফুল ছোট, পাতা বড এবং শিরা অধিক পরিমাণে আছে। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ছাগলখুরীর ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতা বাতে ব্যবহৃত হয়, ইহা পেট-বেদনা নাশ করে। মূলের রস মূত্রকর ও শোথরোগ-নাশক। পাতার মিষ্টরস শোথের পক্ষে হিতকর (Dymock)। পাতা সর্দ্দিনাশক এবং মূলের রস বিরেচক, মাত্রা ১২-১৪ গ্রেণ। পশ্চিম ভারতের কলিসজাতি সন্তানপ্রসবের ১৬ দিন পরে শিশুর দোলনায় এই গাছের ফুল দিয়া ষষ্ঠী দেবীর পূজা করে, উহাতে সন্তানের কোন অমঙ্গল হয় না বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস আছে। (Fig. 399)

400. I. Batatus Lamk. (সকরকন্দ আলু)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vii, t. 50, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 663.

Ref.—F. B. I., iv. 202; Roxb., F. I., i. 483; B. P. ii. 735; Prain, H. H., 245.

জন্মস্থান—আমেরিকা-দেশীয় উদ্ভিদ্, ভারতে সর্ব্বত্র চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. সকরকন্দ আলু, রাঙ্গা আলু; তা. বিল্লি-কিদহাঙ্গু; তে. কেনাগেদা।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড।

বর্ণনা—লতাজাতীয় উদ্ভিদ্, মাটিতে গড়াইয়া জন্মে। পত্র কলমীশাকের পত্রের ন্যায়। ফুল ১ ইঞ্চি লম্বা, বেগুনে, পাপড়ি স্থানে স্থানে অস্পষ্ট। পুংকেসর ফুলের ভিতর থাকে। গর্ভাশয় ৪ কুঠরিবিশিষ্ট। বীজ লোমযুক্ত। আলু দুই প্রকার, লালজাতীয় আলুকে

রাঙ্গা আলু ও শ্বেতবর্ণ আলুকে সকরকন্দ আলু বলে। শীতকালে ফুল হয়, ভারতবর্ষে ইহার ফল হয় না।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার কন্দ ধারক, ইহাতে শতকরা ১০-২০ ভাগ চিনি ও ১৬·০৫ ভাগ Starch আছে। ইহা হইতে absolute alcohol পাওয়া যায়। (Fig. 400)

401. I. paniculata R. Br. (ভুঁইকুমড়া)

Fig.—Bot. Reg., t. 62; Bot. Mag., t. 3685; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 662.

Ref.—F. B. I., iv. 202, Roxb., F. I., i. 478; B. P., ii. 735; Prain, H. H., 245.

জন্মস্থান—মধ্য ও পূর্ব্ববঙ্গ, ছোট নাগপুর, আসাম; ভারতের উষ্ণপ্রধান স্থানে জন্মে। হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান জেলার জঙ্গলের ধারে ও বেড়ায় জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. বিদারী; বা ভুঁইকুমড়া, বিলাইকন্দ, তে. মাট্টা-পাল-টিগা, বম্বে—ফল-কোহালা।

ব্যবহার্য্য অংশ—কন্দ ও মূল।

বর্ণনা—জড়ান, বৃক্ষারোহী লতা। পত্র ৩-৭ ইঞ্চি, পত্রের আকৃতি হস্তাঙ্গুলবৎ ও ৫।৭ অংশে বিভক্ত। পুষ্পদণ্ড পাতার বোঁটা অপেক্ষা বৃহৎ। পুষ্পদণ্ড ৬ ইঞ্চি লম্বা। ফুল কৃষ্ণাভ রক্তবর্ণ, বর্ষাকালে জন্মে। ফুলের পাপড়ি ⅛-⅙ ইঞ্চি, চিক্কণ লোমযুক্ত। পুষ্পস্তবক ১½-২½ ইঞ্চি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, দেখিতে লাল ও বেগুনে। গর্ভাশয়ে ৪টী বিভাগ আছে। বীজকোষ গোলাকার, ৪ ভাগে বিভক্ত। বীজে ¼ ইঞ্চি লম্বা পশম আছে। লতা মরিয়া গেলে কন্দ মাটীর ভিতর থাকে, পুনরায় বৃষ্টি আরম্ভ হইলে উহা হইতে গাছ বাহির হয়। কন্দের অভ্যন্তর শাঁক আলুর মত শ্বেতবর্ণ ও মিষ্টি, কন্দে শ্বেতবর্ণ আঠা আছে। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত জীবক ঋষভক না পাওয়া গেলে ইহার কন্দ উহাদের স্থানে ব্যবহৃত হয়। বিদারী বলকারক, শান্তিকর ও শুক্রকর। ইহার কন্দের গুঁড়া মদ্যের সহিত পান করিলে স্ত্রীলোকের স্তনদুগ্ধ বাড়িয়া থাকে। ইহা বলকারক ঔষধ (Makhzon-ul-Adwiya)।

ইহার কন্দের গুঁড়া প্লীহা রোগে হিতকর ও বিরেচক ((Rev. J. Long)।

ইহা যকৃৎ-দোষনাশক (Watt)। ইহার কন্দ ধৌত করিয়া গব্যঘৃতসহ পেষণ করিয়া বিসর্পে প্রলেপ দিলে উহা আরাম হয়। (চরক)

ভূমিকুষ্মাণ্ডের চূর্ণ, ইহার রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে, ঐ চূর্ণ গব্যঘৃত ও মধুসহ সেবন করিলে বেশ বাজীকরণ ঔষধ সেবন করা হয়। (সুশ্রুত)

গরম দুগ্ধ, তিল তৈল, গব্যঘৃত, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইক্ষুরস ও মধু একত্রে মাড়িয়া পান করিলে বিষমজ্বর আরাম হয়। (চক্রদত্ত)

চিনি দিয়া ইহার রস খাইলে পিত্তশূল আরাম হয়। (চক্রদত্ত)

সুরার সহিত বিদারী-কন্দচূর্ণ সেবন করিলে প্রসূতি স্ত্রীলোকদের স্তন্য বাড়িয়া থাকে।

বিদারীকন্দং সুরয়া পিবেদ্বা স্তন্যবর্দ্ধনম্।

আর্ত্তবরজের অতিস্রুতিতে ইহা সেবন করিলে রক্তঃস্রাব নিবৃত্তি পায়। Dr. Dymock বলেন যে, ইহার সরু সরু শিকড় বম্বের বাজারে বিক্রয় হয় তথাকার দেশীয় গাছগাছড়া বিক্রেতারা উহাকে "Asgand" বলে।

বিদারী-কন্দ, যব, বার্লি, দুগ্ধ, ঘৃত, চিনি ও মধু সকলগুলি সমভাগ লইয়া সন্দেশ প্রস্তুত করিয়া খাইলে বালকদের দৌর্ব্বল্য নাশ হয়। ইহা একটী উৎকৃষ্ট রসায়ন।

বিদারী, শালপাইন, গক্ষুর, আপাং, অনন্তমূল, গাদাপুন্না, বৃহতী এইগুলি ১২ আউন্স মাত্রায় দিবসে ২ বার সেবন করিলে জ্বর ও কাশ আরাম হয়। ইহাকে বিদারী-কন্দাদি ক্বাথ বলে। (Fig. 401)

Genus—IPOMOEA Roth.

402. I. Nil Roth. (নীলকলমী)

Fig.—Bot. Mag., t. 188; Bot. Reg., t. 85; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 661A.

Ref.—F. B. I., iv, 199; Roxb., F. I. i, 501; B. P., ii, 734; Prain, H. H., 245.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশের বাগানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. নীলকলমী; হি. কালাদানা, তা. জিরিকি-বিরাই; তে. কল্লিবিতুলু।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ; ওজনে ½-১ গ্রেণ। পত্র ও পত্র রস।

বর্ণনা—শক্ত লোমযুক্ত লতা, কাণ্ড সরু। পত্রের ব্যাস ২-৫ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি ও হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ইহা ৩ অংশে বিভক্ত, প্রত্যেক অংশের অগ্রভাগ সরু, বোঁটা ১-৪ ইঞ্চি। পুষ্পনল সরু মোচার মত আকৃতি। বীজকোষে ৩টী ঘর আছে, উহা গোলাকার ও মসৃণ। বীজ গোলাপী ও নেবুরংবিশিষ্ট কোষের মধ্যে ৪-৬টী বীজ থাকে। বর্ষার শেষে ফুল ও শীতের প্রারম্ভে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা অতিশয় বিরেচক, পিত্ত ও সর্দ্দিতে হিতকর। ইহার কৃমিনাশ করিবার শক্তি আছে। Dr. Roxburgh বলেন যে এই ঔষধ জোলাপের জন্য বেশ ব্যবহার হইতে পারে; ইহা অপরাপর ঔষধ অপেক্ষা অধিক সস্তায় পাওয়া যায় অথচ কাজ বেশ ভাল হয়। ১৮৬৮ খৃঃ ইহা Pharm. Ind.তে গৃহীত হয়। ইহার অরিষ্ট, গুঁড়া এবং আঠা জোলাপের কাজে ব্যবহার হয়, তন্মধ্যে আঠাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মাত্রা ৪-৮ গ্রেণ। ইহার বীজের গুঁড়া কুষ্ঠ ও ক্ষয়কাশে ব্যবহার হয়। ইহার পাতার রস স্নিগ্ধকর।

Ipomœa muricata jacq. গাছের বীজ কালদানার সহিত মিশ্রিত করিয়া বাজারে বিক্রয় হয় (U. C. Dutt)। ইহার দেশীয় নাম তুরুমিনি। (Fig. 402.)

403. I. pestigridis Linn. (লাঙ্গলীলতা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, t. 59, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl, t. 664.

Ref.—F. B. I., iv, 204; Roxb., F. I., i, 503; B. P., ii, 734; Prain, H. H., 245.

জন্মস্থান—বেহার, ছোটনাগপুর; হুগলী, বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলের ধারে স্থানে স্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. লাঙ্গলিকা, লাঙ্গলীলতা; Eng. Superb lily.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—লতানে উদ্ভিদ, কাণ্ড সরু ও ঘন লোমযুক্ত। পত্র ১-৫ ইঞ্চি, দুই দিকে লোমযুক্ত, পত্রাংশ ৫-৯টী, প্রত্যেক অংশ অস্পষ্ট, অগ্রভাগ সরু। বোঁটা ১-৩ ইঞ্চি; পুষ্পবৃন্ত ½-৩ ইঞ্চি। পুষ্প লাল অথবা শ্বেতবর্ণ, মধ্যমাকৃতি, মোচার মত, ১½ ইঞ্চি, পুষ্পনল সরু, মুখ বিস্তৃত। পাপড়ি ⅙-½ ইঞ্চি, শক্ত, লোমাবৃত। বীজকোষ ⅓ ইঞ্চি, গোলাকার, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বীজ ছোট, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত; ৪-২টী থাকে, কখনও ১টী দেখা যায়। বর্ষায় ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কথিত আছে ইহা পাগলা কুকুরের বিষনাশক। পাতার গুঁড়া মাখনের সহিত গুঁড়া করিয়া পৃষ্ঠব্রণে প্রলেপ দিলে উহা বসিয়া যায়। (Fig. 403.)

404. I. reptans Poir. (কলমীশাক)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, t. 52; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 665.

Ref.—F. B. I., iv, 210, Roxb., F. I., i, 432; B. P., ii, 736; Prain, H. H., 245.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের বহু জলাশয়ে এবং জলাভূমিতে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. কলম্বী ; বা. কলমীশাক ; তা কৈলাঙ্গু ; তে. তুতিকোরা।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র লতা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী লতা বহুদূর ব্যাপিয়া জলাশয়ে জন্মে। কাণ্ডের অভ্যন্তর ভাগ ফাঁপা, মধ্যে মধ্যে গাঁইট আছে, প্রত্যেক গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। পত্র ৩ ৬ ইঞ্চি, অগ্রভাগ সরু, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকার। পুষ্পদণ্ড ২-৭ ইঞ্চি, ১টী হইতে ৫টী ফুল হয়। ফুল বড়, বেগুনে বা শ্বেতাভ সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বীজকোষ ⅓ ইঞ্চি, গোলাকার, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, ৪-২টী বীজ হয় ; বীজ ছোট, পশমের ন্যায় কোমল লোমযুক্ত। বর্ষায় ফুল ও ফল হয়, কখন কখন বৎসরের অন্য সময়েও ফুল-ফল হইতে দেখা যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আফিং কিংবা আর্সেনিক খাইয়া বিষ হইলে বমন করাইবার জন্য ইহার রস অতি হিতকর। কলমীর রস শুষ্ক করিয়া সেবন করিলে দাস্ত করাইয়া দেয় (O'Shaughnessy)।

কলমীশাক সারক, স্তন্য এবং আফিংএর বিষ নাশক। আর্সেনিক অথবা আফিংএর রোগীকে ইহার ½-১ ছটাক পরিমাণ রস খাওয়াইলে আফিংএর অথবা আর্সেনিকের বিষ নষ্ট হইয়া যায় এবং রোগীর প্রাণহানি হয় না। (Fig. 404.)

Genus—OPERCULINA Manso.

405. O. Turpethum Manso. (তেউড়ী)

Fig.—Bot. Mag., t. 2093 ; Bot. Reg, t. 279 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 666.

Ref.—F. B. I., iv. 212 , Roxb., F. I., i. 476 ; B. P., ii. 731.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, এমন কি ৩০০০ ফুট উচ্চে দেখা যায় ; বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র জঙ্গলের ধারে ও নদীর কিনারায় জন্মে। বোটানিক গার্ডেনে গঙ্গার কিনারায় বহু পরিমাণে আছে।

বিভিন্ন নাম—সং. ত্রিবৃৎ ; বা. তেউড়ী, দুধকলমী ; হি. পিটোহাবী ; তে. তেল্লাতে-গাদা ; Eng. Turpeth root.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, শিকড় ও ত্বক। মাত্রা, মূলের ছাল চূর্ণ ১-৪ আনা।

বর্ণনা—বৃক্ষারোহী নরম লোমযুক্ত, কোমল লতা। কাণ্ড মোটা, ২।৩টী শিরাবিশিষ্ট, চেপ্টা, কখন বা গোলাকার। লতা ভাঙ্গিলে দুগ্ধের ন্যায় আঠা বাহির হয়। পত্র ২-৫ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, গোড়ার দিকে হৃৎপিণ্ডাকৃতি, অনেকটা কলমীশাকের পাতার ন্যায়।

পত্র কোনটী ক্ষীণ কোনটী অধিক চওড়া হয়। ইহার ফুল শ্বেতবর্ণ, দেখিতে কলমী-শাকের ফুলের মত অথবা তামাক খাইবার ক'লকের মত। পুষ্পদণ্ড ১-৪ ইঞ্চি। বহির্ব্বাস ৫ ভাগে বিভক্ত, পুংকেসর ৫টী, গর্ভকেসর মধ্যে থাকে। ফুলের পাপড়ি ½ ইঞ্চি, পুষ্পনল লম্বা। ফল ১ ইঞ্চি, গোলাকার কিংবা ডিম্বাকৃতি; প্রত্যেক ফলে ৪টী বীজ থাকে। বীজ মসৃণ কৃষ্ণবর্ণ। সংস্কৃত লেখকেরা দুই জাতীয় তরুরীর উল্লেখ করিয়াছেন। ভাবমিশ্র কৃষ্ণ ও শ্বেত এই দুই প্রকার, রাজবল্লভ, শ্বেত কৃষ্ণ ও রক্ত এই ত্রিবিধ এবং নরহরি কৃষ্ণ ও রক্ত ত্রিবৃতের উল্লেখ করিয়াছেন। মূল তুলিয়া ছেদন করিলে দুগ্ধের ন্যায় আঠা বাহির হয়। গাছ পুরাতন হইলে মূলের ছাল পুরু হয়। মার্চ্চ মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—লালবর্ণ ত্রিবৃৎই বেশী উপকারী, ইহার অভাবে শ্বেতবর্ণ গ্রহণ করিতে হয়। উর্ব্বরা জমি হইতে গাছের মূল গ্রহণ করা উচিত; মূলের কাষ্ঠ ত্যাগ করিয়া ত্বক্ গ্রহণ করা উচিত।

অর্শরোগীকে ত্রিফলার ক্বাথের সহিত ইহার মূল সেবন করাইলে অর্শ প্রশমিত হয় এবং ইহার পত্র ও তিল-তৈল সমপরিমাণ গব্যঘৃতে ভাজিয়া দধির সহিত খাইলে অর্শ আরাম হয়।

বাতজ শোথগ্রস্ত রোগীকে ত্রিবৃতের কিংবা এরণ্ডের তৈল ১ মাস পান করাইলে শোথ আরাম হয় (সুশ্রুত)। মধুর সহিত ইহার মূলচূর্ণ পান করিলে প্রবল জ্বর কমিয়া যায়।

কৃষ্ণ ত্রিবৃৎ অতি শক্তিসম্পন্ন, ইহা বমন ও দৌর্ব্বল্য আনয়ন করে (Dutta)। মুসলমান বৈদ্যদের মতে কৃষ্ণবর্ণ ত্রিবৃৎ বিষতুল্য। পশ্চিম ভারতের লোকে আধকপালে হইলে ইহার পাতা কপালে দেয় (Dymock)। ত্রিবৃৎমূল বিরেচক, ইহার ১০-১৫ গ্রেণ পরিমাণ জোলাপের কাজ করে, শিকড়ের গুঁড়া ব্যবহার করাই প্রশস্ত। ইহার টাটকা শিকড় দুগ্ধে বাটিয়া ব্যবহার করিলে জোলাপের কাজ হয়।

T. N. Mukherjee বলেন ইহার শিকড়ের সহিত I Bona-nox (The Moon-flower) গাছের শিকড় মিশ্রিত করিয়া বাজারে বিক্রয় করে। উভয় গাছ দেখিতে একই প্রকার। I. Bona-nox গাছের কাণ্ড গোলাকার। আর এই গাছের কাণ্ড শিরাযুক্ত, প্রথমোক্ত গাছের ফুল এবং বীজ Turpethum অপেক্ষা বড়। (Fig. 405)

Genus—QUAMOCLIT Tourn. ex Moench.

406. Q pinnata Boj. (তরুলতা)

Fig.— Rheede, Hort. Mal., xi, t. 60; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl, t. 661 B.

Ref.—F. B. I., iv. 199; Roxb., F. I., i. 503; B. P., ii. 738; Prain, B. P., 246.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশের বাগানে ও অবহিত স্থানে দেখা যায়; ইহা আমেরিকা-দেশীয় লতা।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. তরুলতা, কামলতা; বম্বে—সীতা-কী কেশ।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—সরু সূক্ষ্ম লোমযুক্ত লতা। পত্র পক্ষাকার, ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা, চওড়া ২ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ডে অল্প ফুল থাকে। ফুল লালবর্ণ, পুষ্পনল সরু, ১ ইঞ্চি লম্বা, মুখের ব্যাস ½ ইঞ্চি; গর্ভাশয় ৪ ভাগে বিভক্ত, ½ ইঞ্চি গোলাকার এবং মসৃণ। বীজ কৃষ্ণবর্ণ। বর্ষার শেষে ফুল এবং ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু কবিরাজেরা ইহাকে অতিশয় স্নিগ্ধকর বলিয়া বর্ণনা করেন। পাতার গুঁড়া অর্শে ব্যবহৃত হয়। এক তোলা পরিমাণ পাতার রস সমপরিমাণ গব্যঘৃতসহ দিবসে ২ বার সেবন করিলে অর্শ আরাম হয়। পত্র বাটিয়া খাইলে অর্শ আরাম হয়। পাতা বাটিয়া পৃষ্ঠব্রণে প্রলেপ দিলে পৃষ্ঠব্রণ আরাম হয়। (Fig. 406.)

Genus—CALONYCTION Boj.

407. C. Bonanox Boj. (দুধকলমী)

Fig.—Bot. Mag., t. 752; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 659B.

Ref.—F. B. I., iv, 197; Roxb., F. I., i, 492; B. P., ii, 738; Prain, H. H., 246.

জন্মস্থান—বেহার ও পশ্চিমবঙ্গ; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান জেলার বেড়ায় ও জঙ্গলের কিনারায় সচরাচর দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. দুধকলমী, জলকলমী; তা. নাগমুগাত্তেই; তে. নাগরমুকুর্ত্তকাই; Eng. Moonflower.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—লতানে কলমীজাতীয় উদ্ভিদ্। পত্র কলমীশাকের মত; ফুল শ্বেতবর্ণ, পুষ্পনল ৩ ইঞ্চি লম্বা, পাপড়ি শ্বেত ও সবুজের আভাযুক্ত। বীজকোষ ১ ইঞ্চি, গোলাকার ও ডিম্বাকৃতি। বীজ ½ ইঞ্চি লম্বা, মসৃণ, পীতবর্ণ এবং সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ফুল রাত্রিতে প্রস্ফুটিত হয় এবং সূর্য্যোদয়ের এক ঘণ্টা পরেই মুদিত হয় ও শুকাইতে থাকে, এই জন্য ইহাকে Moonflower বলে। Dr. Roxburgh সাহেব ইহার দুইটী Var. বর্ণনা করিয়াছেন—

একটীকে Lettsonia bona-nox Roxb., অপরটী I. grandiflora Roxb., Flora Indica কহে। শেষোক্তটীর পত্রে কোন বিভাগ নাই। I. grandifloraর এক্ষণে বাঙ্গালা নাম পৃথক্ বলা বড়ই অসম্ভব। Roxburgh সাহেব ইহাকে দুধকলমী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং Lettsonia bona-noxকে কলমীলতা বলিয়াছেন। বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজকোষ, বীজ, ফুল, পত্র, শিকড় সর্পবিষ নিবারক (Ainslie)। ব্রাজীলদেশে ইহার বীজ সর্পবিষ নিবারণে বহু পরিমাণে প্রযোগ করে। (Fig. 407.)

Genus—EVOLVULUS Linn.

408. E. alsinoides Linn. (বিষ্ণুগন্ধি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, t. 64 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 668B ; Wight, Ill., t. 168.

Ref.—F. B. I., iv, 220 ; Roxb , F. I , ii, 105 ; B. P., ii, 725 ; Prain, H. H., 243.

জন্মস্থান—ভারতের সকল স্থানে ঘাসের সহিত জন্মে, ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্ত্তী তৃণময় স্থানে বহুপরিমাণে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং বিষ্ণুগন্ধি ; বা. বিষ্ণুগন্ধি, বিষ্ণুকান্দী ; তে. বিষ্ণুক্রান্দাম্ ; সাঁওতাল—ভাণ্ডীকোদেবাহা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, কাণ্ড ও শিকড়।

বর্ণনা—অনেক শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বহু-বর্ষজীবী গুল্ম। কাণ্ড বহু শাখাবিশিষ্ট, ছোট ও কাষ্ঠময়। পত্র ছোট ও বড় দুই প্রকার জন্মে, পাতার বোঁটা ছোট, ½-১ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ মোটা। ফুল নীলবর্ণ কিংবা শ্বেতবর্ণ, ডালের অন্তর্গত পাতার গোড়া হইতে এক একটী ফুল বাহির হয়। পুষ্পস্তবক ½ ইঞ্চি লম্বা; বীজাধার ⅙-½ ইঞ্চি, ইহাতে ৪টী ঘর আছে, প্রত্যেক ঘরে একটী বীজ থাকে। বর্ষার শেষ হইতে শীত অবধি ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বৈদিক সময় হইতে ইহা ঋতুকর বলিয়া খ্যাত আছে। মুসলমান হাকিমেরা বলেন যে ইহা মেধাবর্দ্ধক ও মস্তিষ্কের স্নিগ্ধকারক (Dymock)। ইহা জীরা এবং দুগ্ধের সহিত ব্যবহার করিলে জ্বর নাশ করে এবং তৈলের সহিত ব্যবহার করিলে মস্তকের কেশ বর্দ্ধিত হয় (Rheede)। ইহার পত্র, কাণ্ড ও শিকড় উদরাময় নিবারক। ছোট চামচের

½ চামচে রস দিবসে ২ বার ব্যবহার করিলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়। ইহা রক্ত আমাশয়ের একটী অদ্বিতীয় ঔষধ (Ainslie)। সিংহল দেশে ইহা জ্বরনাশক ও বলকারক ঔষধরূপে ব্যবহার হয়।

সাঁওতালেরা ইহার মূল বালকের অবিরাম জ্বরে ব্যবহার করে (Rev. A. Campbell)।

ইহার পাতা হইতে সিগারেট প্রস্তুত করিয়া উহার ধূম গ্রহণ করিলে পুরাতন সর্দ্দি, কাশি এবং হাঁপানী আরাম হয় (Watt)। (Fig. 408.)

Genus—CUSCUTA Roxb

409. C. reflexa Roxb (অলোকলতা)

Fig.—Hook., Exot. Fl., t. 150 ; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 668A.

Ref.—F B. I., iv, 225 ; Roxb., F. I., i, 446 ; B. P., ii, 723 ; Prain, H. H., 243.

জন্মস্থান—বাঙ্গালা দেশের বহু স্থানে, গাছের উপরিভাগে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. অমরাবেল, আকাশবল্লী ; বা. স্বর্ণলতা, অলোকলতা ; হি. আকাশবেল।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—পত্রশূন্য জড়ানে লতা, শাখা নরম, গোলাকার ও হরিদ্রাবর্ণ, ফুল শ্বেতবর্ণ, ছোট বোঁটায় থাকে। ফুল একস্থানে গুচ্ছবদ্ধ হয়, পুষ্পদণ্ড ১-৪ ইঞ্চি লম্বা হয়। পাপড়ি ⅟₁₆ ইঞ্চি ; পুষ্পস্তবক ¼-½ ইঞ্চি, গোলাকার, ফুলের মস্তক বিস্তৃত। বীজকোষ মাংসল ও নরম ; ফল শিরাযুক্ত, একস্থানে ১-৪টী হয়, বৃন্ত ছোট ; ফল থোকো থোকো ধরে। বীজ কৃষ্ণবর্ণ। ইহার বীজ মাটীতে পড়িয়া গাছ হয়, কিন্তু পোষণ উপযোগী পদার্থ মাটী হইতে খুব কম গ্রহণ করে ; গাছ যখন বড় হয় তখন অপর গাছে উঠিতে থাকে এবং গাছের কাণ্ড হইতে শোষক মূল দ্বারা রস গ্রহণ করে। গাছ বড় হইলে উহার গোড়া শুষ্ক হইয়া যায় এবং আশ্রিত গাছের রস টানিয়া সমগ্র গাছটী আবৃত করিয়া থাকে। ইহা সাধারণত কুল, অশ্বত্থ প্রভৃতি বহু গাছের উপর জন্মে। ইহার ফুল সৌগন্ধযুক্ত। ফুল ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ মাসে, ফল এপ্রিল-মে মাসে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ পেটফাঁপা নিবারক, এই কারণে ইহা সিদ্ধ করিয়া পেটের উপর প্রলেপ দিলে পেটফাঁপা কমিয়া যায়। ইহার পিষ্ট রসের রক্ত পরিষ্কার করিবার

শক্তি আছে। বাজারে যে Kabub নামক গোলাপ বিক্রয় হয় উহার সহিত এই গাছের বীজ মিশ্রিত থাকে (Stewart)।

সিন্ধু ও পঞ্জাবের ডাক্তারেরা ইহার বীজের সহিত সার্সাপেরিলা মিশ্রিত করিয়া সালসা প্রস্তুত করে। এরূপ প্রবাদ আছে যে যদি কেহ ইহার শিকড় দেখিতে পায় সে অতুল ধনসম্পত্তির অধিকারী হয় এবং তাহার অদৃশ্য হইবার শক্তি সঞ্চয় হয় অর্থাৎ তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না, সে সকলকে দেখিতে পায় (Murray)।

ইহার শিকড় পিত্তপ্রকোপজনিত রোগে ব্যবস্থা হয়। ইহা একটী বিরেচক ঔষধ। এই গাছের লতা বাটিয়া পাঁচড়ার উপর মলম দিলে পাঁচড়া সারিয়া যায়। ইহা ব্যবহার করিলে বহুদিনের স্থায়ী জ্বর আরাম হয় এবং যকৃৎ জনিত দোষ ও পিপাসা দূর হয় (Punjab Product)। কোন স্থানে ব্যথা হইলে বা মচকাইয়া যাইলে ইহার প্রলেপ দিলে ব্যথা সারিয়া যায়।

Cassytha filiformis Linn. (আকাশবেল) নামক গাছের বীজ সম্ভবতঃ এই বীজের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাজারে বিক্রয় হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয় গাছ সম্পূর্ণ ভিন্ন। উহা Laurineae বর্গভুক্ত (এই পুস্তকের ৫১০ নম্বরের গাছ দ্রষ্টব্য)। (Fig. 409.)

Genus—ERYCIBE Roxb.

410. E. paniculata Roxb. (অমোঘা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 651A.

Ref.—F. B. I., iv. 180 ; Roxb., F. I., i, 585 ; B. P., ii, 724.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, বোটানিক গার্ডেন শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. অমোঘা ; সামতাল—কারী।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল।

বর্ণনা—৩০-৪০ ফুট উচ্চ বিশাল লতা। ছাল ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ নরম, ছিদ্রযুক্ত শাখাগুলি বক্র। পত্র ৫-২ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, লম্বা অগ্রভাগ বক্র এবং সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, শিরা ৫-৭ জোড়া, বোঁটা ⅙ ইঞ্চি লম্বা। ফুল পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, মাথাটী বিস্তৃত। বহির্ব্বাস লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ লোমে আবৃত। পুষ্পস্তবক ⅙-½ ইঞ্চি। ফলের ব্যাস ½ ইঞ্চি পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়, ফলে ৫টী শিরা আছে। মে-জুন মাসে ফুল হয়, ফল পাকিতে একবৎসর লাগে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছোটনাগপুরের লোকে ইহার ছাল কলেরায় ব্যবহার করে (Rev. A. Campbell)। (Fig. 410.)

LXXIII. SOLANACEAE

Genus—SOLANUM Linn.

411. S. nigrum Linn. (গুড়কামাই)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x, t. 73, Wight, Ic., t. 344; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl, t. 670.

Ref.—F. B. I., iv, 229; Roxb., F. I. i, 565; B. P., ii, 745; Watt, vi, Pt. 3. 363; Prain, B. Pl., 247

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র, ছায়াময় স্থানে, জঙ্গলের ধারে ও পতিত স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. কাকমাচী; বা. গুড়কামাই; হি. মাকোই; তা. মাম্না-তাকালি-স্থল্লম্। তে. কাঙ্কীপুণ্ড।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ, ফল ও পত্র।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, ইহা অপর গাছে জড়াইয়া উঠে, শাখাগুলি বক্র। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা এবং ১½ ইঞ্চি বিস্তৃত ডিম্বাকৃতি, পাতার কিনারা স্থানে স্থানে বস', মাথা মোটা, পত্রবৃন্ত ½ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের বোঁটা ¼ ইঞ্চি, পুষ্পদণ্ড ½-¾ ইঞ্চি লম্বা, ইহাতে ৫-৮টী ফুল হয়। বহির্ব্বাস ⅙ ইঞ্চি লম্বা ইহাতে ৫টী দাঁত আছে, কোমল লোমযুক্ত; ফুল ছোট, শ্বেতবর্ণ, লঙ্কাফুলের মত। কখন বেগুনে হয়। ফল বৃহতী তুল্য; ফলের ব্যাস ¼ ইঞ্চি, কৃষ্ণবর্ণ কখন বা লাল ও হরিদ্রাবর্ণ হয়, মসৃণ, গোলাকার ও উজ্জ্বল। বীজ পীতবর্ণ, অতিশয় ক্ষুদ্র। অপক্ক অবস্থায় ফলের গায়ে শ্বেতবর্ণ ডোরা থাকে। পক্ক ফল বেগুনে রংএর। বর্ষায় ফুল এবং মাঘ-ফাল্গুনে ফল হয়। পাকা ফল ছেলেরা খায়, ইহা হইতে বেশ কালী প্রস্তুত হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহার ফল বলকারক ও মূত্রকর, সর্ব্বাঙ্গীন শোথে ও হৃৎপিণ্ডের রোগ নিবারণে ইহা ব্যবহার হয় (U. C. Dutt)।

বঙ্গদেশে ইহার ফল জ্বরনাশক, উদরাময়, চক্ষুরোগ ও জলাতঙ্ক রোগে প্রযুক্ত হয় (T. N. Mukherjee)।

যুক্তপ্রদেশে ইহার রস অর্শ ও রক্ত আমাশয়ে ব্যবহার হয়। প্লীহা বৃদ্ধি হইলে ৬-৮ আউন্স পরিমাণ রস প্রযুক্ত হয়, ইহা একটী সংশোধক ঔষধ (Dymock)।

ইহার রস বিরেচক, সর্দ্দি নিবারক এবং মূত্রকর (Dymock)। ইহার সরবৎ সর্দ্দি নিবারক ও ঘর্ম্মকর। ইহার সরবৎ একটী স্নিগ্ধকর পানীয়।

চীনদেশীয় লোকেরা ইহার পাতার রস মূত্রাশয়ের প্রদাহে, মূত্রযন্ত্রের রোগে ও গণোরিয়ায় প্রয়োগ করে (Rhumphius)।

ইহার পাতার কাথ ও অরিষ্ট ১ ড্রাম পরিমাণ দিবসে ৩ বার সেবন করিলে যাবতীয় শোথ রোগ আরাম হয় (Moodeen Sheriff)।

ইহা মূত্রকর এবং ধারক, পাতার রস বালকদের মুখের ঘায়ের একটী প্রধান ঔষধ (Dymock, Pharm. Ind.)।

ইহার রস ৪ ৬ আউন্স পরিমাণ পুরাতন যকৃৎবৃদ্ধি রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। রস মাটীর পাত্রে গরম করা উচিৎ। রস ঈষৎ লালবর্ণ ও ধূসরবর্ণ হইলে ছাঁকিয়া প্রাতঃকালে খাইতে হয়। পুরাতন চর্ম্মরোগে ১-২ আউন্স পরিমাণ রস অতিশয় হিতকর। সর্ব্বাঙ্গীন শোথে ইহা ব্যবহার করিয়া বেশ ফল পাওয়া যায়। ইহা বেদনা নিবারক, আক্রান্ত স্থানে অতি সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়।

কাকমাচীর পাতা ঘৃতে ভাজিয়া ফোড়ায় দিলে উহা কমিয়া যায় (চরক)।

কাকমাচীর শাক তিল তৈল মিশ্রিত জলে পাক করিয়া বিনা লবণে উরুস্তম্ভ রোগীকে সেবন করাইলে উরুস্তম্ভ সারিয়া যায় (চরক)।

ইহা রসায়ন ও মূত্রকর। পুরাতন যকৃৎবৃদ্ধি রোগে তিন ছটাক হইতে এক পোয়া কাকমাচীর রস সেবন করিলে যকৃৎ আরাম হয়।

Dr. Barton Brown বলেন, তিনি কাকমাচীর ফল ভোজন করিয়া ৩টী শিশুকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়াছেন (Punjab Product)।

কাকমাচীর পাতা গরম করিয়া অণ্ডকোষে বাঁধিয়া দিলে একশিরার ফুলা ও বেদনা আরাম হয়। ইহার ফল ও ফুলের কাথ ক্ষয়রোগে ও সর্দ্দির পক্ষে হিতকর—মাত্রা ১-২ আউন্স। কাকমাচীর কৃষ্ণবর্ণ ফল, পত্র এবং নরম ডাঁটা মূত্রকর, ইহা বাত ও গেঁটেবাতে পুলটিসরূপে ব্যবহার হয়। পাতার কাথ ½-২ ড্রাম মাত্রায় ব্যবহার করিলে শোথ, চর্ম্মরোগ, অর্শ, গণোরিয়া, প্রাদাহিক শোথ এবং পুরাতন প্লীহা ও যকৃৎবৃদ্ধি আরাম হয়। ইহাতে ভেদবমি হয়, তড়কা, মাথাধরা, অলসতা, অতিশয় পিপাসা, পেটবেদনা প্রভৃতি হয়। (Fig. 411.)

412. S. ferox Linn. (রামবেগুন)

Fig.—Wight, Ic., t. 1399 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 674.

Ref.—F. B. I., iv, 233 ; Roxb., F. I., i, 571 ; B. P., ii, 746 ; Prain, H. H., 247.

জন্মস্থান—দক্ষিণ ভারতের পার্ব্বতীয় প্রদেশে, আসাম, টেনাসরিম, মধ্য ও পূর্ব্ববঙ্গ, চট্টগ্রাম, হুগলী ও হাওড়া জেলার পতিত জমিতে স্থানে স্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. রামবেগুন।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয় গাছ, ডাঁটায় কাঁটা আছে, ২-৩ ফুট উচ্চ। পত্র ৮-৬ ইঞ্চি, ঘন ও শক্ত লোমযুক্ত, পাতার ডাঁটায় সোজা ও সূচাল ½ ইঞ্চি লম্বা কাঁটা আছে। পত্র ত্রিকোণাকৃতি ও খণ্ডিত। প্রত্যেক খণ্ডিত অংশ ১ ইঞ্চি গভীর। ফুল বড় শ্বেতবর্ণ, ১½ ইঞ্চি। ফল পীতবর্ণ, গোলাকার, ব্যাস ১-১½ ইঞ্চি, সূচীবৎ লোমাবৃত। বীজ ⅛ ইঞ্চি, প্রায় মসৃণ। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফল দেশীয় বৈদ্যেরা ঔষধে ব্যবহার করে (Watt)। (Fig. 412)

413 S. Melongena Linn. (বেগুন)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 37 & x, t. 74; Wight, Ill., t. 166.

Ref.—F B. I, iv, 235; Roxb., F. I., i, 566; B. P., ii, 746; Prain, H. H., 248.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র চাষ হয়। বঙ্গদেশের উচ্চ জমিতে ও বাগানে চাষ করে।

বিভিন্ন নাম—সং. বৃন্তাকী, বার্ত্তাকু; বা. বেগুন; হি বইগন; তা. কুত্থিরেকাই; তে. ভঙ্গ-ব্রহিবি-বঙ্গু।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, ফল ও বীজ।

বর্ণনা—কাঁটাযুক্ত বর্ষজীবী বা দ্বিবর্ষজীবী উদ্ভিদ, ২-৪ ফুট উচ্চ। পাতার ডালে কাঁটা আছে, কখন কখন কাঁটা হয় না। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি দীর্ঘ, ডিম্বাকৃতি; পত্র কয়েকটী ভাগে বিভক্ত, পশমের ন্যায় নরম। পত্রের বৃন্ত ১ ইঞ্চি লম্বা। ফুল নীলাভ বেগুনে, এক একটী কখন বা পাশাপাশি ২।৩টী হয়। যোড়া যোড়া ফুলের মধ্যে একটী পুংপুষ্প ও একটী স্ত্রীপুষ্প থাকে; পুংপুষ্পের বোঁটা ছোট। ফল ১-৯ ইঞ্চি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত; ফল কখন শ্বেতবর্ণ, কখন বেগুনে, কখন বা বঙ্কিমাকার ধারণ করে। আর এক প্রকার বেগুন আছে উহাকে কুলিবেগুন বলে, উহার লাটিন নাম S. esculanta Dunal, এই গাছ বেগুন গাছের ন্যায়, ফল লম্বা লম্বা ও থোলো থোলো হয়। বেগুনের আর একটী জাতি (Var.) আছে, উহাকে Var. insana (B. P., ii, 746) বলে, ইহার বাঙ্গালা নাম শ্বেতবৃহতী, ইহা বনজঙ্গল ও অকর্ষিত ভূমিতে জন্মে। গুণ বেগুনের ন্যায়। সারাবৎসরই বেগুনের ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বেগুন সিদ্ধ করিয়া খাঁটি রেড়ির তৈলে ভাজিয়া খাইলে গৃধ্রসী বাত-পীড়িত ব্যক্তি বেশ হাঁটিতে পারে।

কানে পোকা হইলে বেগুন পোড়াইয়া তাহার ধূম দিলে পোকা আরাম হয়।

ঘোষালতার (Luffa acutangula Roxb.) ক্ষীরোদক তৈয়ারী করিয়া তাহাতে বেগুন সিদ্ধ করিয়া সেই সিদ্ধ বেগুন গব্যঘৃতে ভাজিয়া গুড়ের সহিত ভোজন করিয়া ঘোল পান করিলে যে কোন রকম অর্শ সত্বর আরাম হয় (চিঃ প্রকাশ)।

ইহার বীজ উত্তেজক, পত্রের মাদকতা শক্তি আছে (Atkinson)। ইহার বীজ অজীর্ণকর ও কোষ্ঠবদ্ধতা আনয়ন করে।

বেগুন পাতা সর্পবিষে হিতকব। বেগুনেব রস মধুব সহিত সেবন করিলে সর্দ্দিজনিত শ্বাস আবাম হয়। (Fig. 413.)

414. S Xanthocarpum, Schr. & Wendl. (কণ্টিকারী)

Fig.—Wight, Ic., t. 1401 ; Jacq., Ic. Rar., ii, t. 332 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 677.

Ref.—F. B. I., iv, 236 ; Roxb., F. I , i, 569 ; B. P., ii, 746 ; Watt., vi, Pt. iii, 273 ; Prain, H. H., 248.

জন্মস্থান—আসাম, দাক্ষিণাত্য, পঞ্জাব, বঙ্গদেশ ; হুগলী, হাওড়া ও বর্দ্ধমান জেলার নদীর ধাবে বালুকাময় স্থানে প্রচুর জন্মে। বিশেষতঃ বর্দ্ধমান জেলায সাদীপুব, কনকপুর, পাবাম্বো, জামালপুর প্রভৃতি স্থানে দামোদর নদীব বালিতে বহুপবিমাণে গাছ জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. ব্যাঘ্রী, নিদিগ্ধিকা, বা. কণ্টিকারী ; হি. কটেবী ; তে. কুদা ; তা. কান্দন-কাট্টিবি ; Eng, Wild Egg-Plant.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, সমগ্র উদ্ভিদ, ফুল ও ফল। ক্বাথ, ৫-১০ তোলা ; রস ১-২ তোলা, কল্ক ৪-৮ আনা।

বর্ণনা—কণ্টকময় গুল্ম, মাটিতে গড়াইয়া বৃদ্ধি পায়। ডাঁটা ১-৪ ফুট লম্বা, উজ্জ্বল সবুজবর্ণ। পত্র ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, পত্রের স্থানে স্থানে অস্পষ্ট, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, কাঁটা তীক্ষ্ণ, ½ ইঞ্চি, সবল। পুষ্পদণ্ড শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট, ফুল নীলবর্ণ। বহির্ব্বাস ½ ইঞ্চি। ফল পীতবর্ণ, কিংবা শ্বেতেব আভাযুক্ত সবুজবর্ণ, ফলেব ব্যাস ½-¾ ইঞ্চি, বর্ত্তুলাকার ফলের গায়ে শ্বেতবর্ণ দাগ আছে। ফল পাকিলে পীতবর্ণ হয়। কণ্টিকারী শীতে কুঞ্চিত এবং গ্রীষ্মকালে ফল ও ফুলে শোভিত হয় এবং বর্ষায় বিনষ্ট হয়। আর এক জাতীয় কণ্টিকারী আছে উহার গাছ ও ফুল শ্বেতবর্ণ ; এই কণ্টিকারী প্রায় বক্র করা যায় না।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল সর্দ্দিনিবারক এবং সর্দ্দি, হাঁপানি, কফজ জ্বর ও কটিবেদনায় ব্যবহাব হয়। শিকড়ের ক্বাথ, পিপুল ও মধুর সহিত সর্দ্দি হইলে দেওয়া হয়।

হিঙ্গু ও সৈন্ধব লবনের সহিত মূল ব্যবহার করিলে আক্ষেপ জনিত কাশ আরাম হয় (Hindu Met. Med.)।

কণ্টিকারীর শিকড় মদ্যের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে বমি বন্ধ হয়, ইহার ফলের রস গলার ঘায়ে প্রযুক্ত হয়।

শিকড় জ্বর ও সন্দিজনিত জ্বরে প্রযুক্ত হয়, ইহা মূত্রকর। ইহার ডাঁটা ও ফল তিক্ত, ইহা পেটফাঁপা নিবারক ও হস্তপদের জ্বালা নিবারক। কণ্টিকারীর দগ্ধ বীজের ধূম দাঁত বেদনার একটী চমৎকার ঔষধ (Pharm. Ind)।

কণ্টিকারীর টাট্‌কা রস ২ তোলা, অনন্তমূলের রস ২ তোলা, ঘোলের সহিত একত্রে ব্যবহার করিলে প্রস্রাব হয়। মূল আদা ও চিরেতার সহিত কাথ করিয়া খাইলে জ্বর আরাম হয়।

কণ্টিকারী শোথ রোগে মূত্রকর ঔষধরূপে ব্যবহার হয় (Dymock, ii, 559)। ইহার রস গোলমরিচের সহিত ব্যবহার করিলে বাত আরাম হয়। পাতার প্রলেপ দিলে বাতের কন্‌কনানি আরাম হয়। কণ্টিকারীর কাথ গনোরিয়া নিবারক। ইহার ফুলের কুঁড়ি লবণের সহিত চক্ষে প্রলেপ দিলে চক্ষু হইতে জল পড়া আরাম হয় (Wood, Plants of Chutia Nagpur)।

বৃহতী ও কণ্টিকারী মূলের অর্দ্ধ দধির সহিত পেষণ করিয়া সাত দিন পান করিলে অশ্মরী চূর্ণ হইয়া যায়।

চতুর্গুণ কণ্টিকারীর রসে পক্ক সরিষার তৈল মিশাইয়া হাজায় লাগাইলে পায়ের হাজা আরাম হয় (সুশ্রুত)।

বাতজনিত চক্ষু উঠাতে (অভিষ্যন্দ) কণ্টিকারীর মূল ছাগদুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া একটু গরম থাকিতে ঐ দুগ্ধ চক্ষে বারংবার লাগাইলে চক্ষু উঠা আরাম হয় (সুশ্রুত)।

কণ্টিকারীর কল্ক আমলকী প্রমাণ এবং তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ হিঙ্গুসহ মধুযোগে সেবন করিলে প্রবল শ্বাস তিন দিনে আরাম হয়। কণ্টিকারীর রস সেবন করিলে মূত্রদোষ আরাম হয় (সুশ্রুত)।

কণ্টিকারীর কাথে পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে সকল প্রকার কাশ আরাম হয়। ইহার রস মধুসহ পান করিলে, মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ আরাম হয়। কণ্টিকারীর রস বস্ত্রপূত করিয়া পান করিলে মূত্ররোধ আরাম হয়। ইহা অতিশয় মূত্রকর বলিয়া কথিত আছে (চক্রদত্ত)।

কণ্টিকারী ফুলের কেশর চূর্ণ করিয়া মধু সহ লেহন করিলে শিশুর পুরাতন কাশ আরাম হয় (বঙ্গসেন)।

কণ্টিকারী সান্নিপাত জ্বরে হিতকর, ইহা সেবন করিলে কণ্ঠস্বর বর্দ্ধিত হয় এবং বাত ও জ্বরে হিতকর। ক্রিমি প্রক্ষিপ্ত দাঁতের শূলে ইহার ধূম প্রশস্ত।

কণ্টিকারী দশমূল পাঁচনের একটী উপকরণ। Dr. W. C. Mukharjee বলেন, ইহা শোথ ও জ্বরের একটী ঔষধ; জ্বরে যখন অপর ঔষধে কোন ফল হয় না তখন উহা দিলে উপকার হয়।

ইহা মূত্রকর এবং পুরাতন সামান্য জ্বরে, শোথে কিংবা সর্ব্বাঙ্গীন শোথে অমোঘ ঔষধ। প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি হইয়া যখন শরীরের বল একেবারে কমিয়া যায় তখন ইহার ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইহা রক্ত আমাশয়ে ও সর্ব্বাঙ্গীন শোথে কুরচীর সহিত ব্যবহার হয় (Bengal Dispen., 1878).

শ্বেত কণ্টিকারী গর্ভদোষ নাশক, ইহার ক্বাথ পান করিলে বন্ধ্যা স্ত্রী পুত্রবতী হয় (ভাবপ্রকাশ)।

কণ্টিকারীর বীজ অপক্ক ফোড়ায় প্রলেপ দিলে উহা ফাটিয়া পুঁজ নির্গত হইয়া যায় (R. N. Khory)।

কণ্টিকারী বায়ুনাশক ও কফ নিঃসারক, ইহা সন্নিপাতজ জ্বর আধ্মান, পার্শ্বশূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী ও শোথ রোগে হিতকর।

সরিষার তৈলে ৪ গুণ পরিমাণ কণ্টিকারীর রস দিয়া তৈল প্রস্তুত করিয়া পায়ের পাঁকুইয়ে লাগাইলে পাঁকুই আরাম হয়। (Fig. 414.)

415. S. indicum Linn. (বৃহতী)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 36, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 676.

Ref.—F. B. I., iv, 234; Roxb., F. I., i, 570, B. P, ii, 716; Prain, H. H., 248.

জন্মস্থান—পঞ্জাব, দাক্ষিণাত্য; বাঙ্গালার সর্ব্বত্র, হুগলী, হাওড়া ও বর্দ্ধমান জেলার পতিত জমিতে ও জঙ্গলের কিনারায় পাওয়া যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. বৃহতী, বাং. ব্যাকুড়, বৃহতী, হিং. বড়ীখাত্তাই, তে. তেল্লামূলক; তা. পাপ্পারামল্লী।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় ও পত্র।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ১-৬ ফুট উচ্চ হয়, গাছে অনেক শাখাপ্রশাখা আছে, কাণ্ড ও পত্র কণ্টকময়, কাঁটা চেপ্টা এবং বক্র। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, ১-৪ ইঞ্চি চওড়া, পক্ষাকার, বোঁটা ১ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ছোট, পুষ্পবৃন্ত ১/৪-১/২ ইঞ্চি। ফুল ৩/৪-১ ইঞ্চি, নীলবর্ণ। ফল পীতবর্ণ। কঙ্কন দেশের গাছগুলির কাঁটা বিক্ষিপ্ত ও ফুল বৃহৎ হয়। পঞ্জাব দেশীয় গাছগুলির শাখা অনেক হয়, পত্র পাতলা ও ছোট। সম্বৎসর ধরিয়া ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বৃহতী দুই প্রকার—এক প্রকার বৃহতীর ফল ছোট, এই গাছগুলি সচরাচর রাস্তার ধারে ও জঙ্গলে দেখা যায়; আর এক প্রকার বৃহতী আছে তাহার ফল বড়, গাছ প্রায় ৬।৭ ফুট উচ্চ হয়, উহার কাঁটা প্রথমোক্তটির অপেক্ষা সরু, লম্বা ও

ঈষৎ বক্র, পত্র অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, অনেক শাখাপ্রশাখা আছে, পুষ্পদণ্ড শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট, ফুল শ্বেতবর্ণ, ফল বৃহৎ ও কিছু লম্বা। বৃহৎ বৃহতীর ফুল সকল সময়েই দৃষ্ট হয়, কিন্তু শ্বেত বৃহতীর ফুল সকল সময়ে দেখা যায় না।

ইহা দশমূল কাথের একটী উপকরণ। বৃহতী রসায়ন, ধাবক, পেটফাঁপা নিবারক এবং হাপানি, সর্দ্দি, পুরাতন জ্বর, পেটবেদনা ও কৃমির পক্ষে হিতকর। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহার গুণ বিষয়ে হিন্দুদের সহিত একমত। চক্রদত্ত বলেন, ইহা সর্দ্দি ও জ্বরের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

পিষ্ট বৃহতী ফল, পিষ্ট হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা একত্রে মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা যোনি পূরণ করিলে কিংবা ইহার ধূম যোনিতে প্রদান করিলে যোনিকণ্ডু আরাম হয় (সুশ্রুত)।

ক্ষুদ্র বৃহতী ফলের রস মধুর সহিত টাকের উপর প্রলেপ দিলে ইন্দ্রলুপ্ত রোগ আরাম হয়।

শিশু স্তন্যপান করিয়া বমন করিলে বৃহতী ফলের রস মধু ও গব্যঘৃত যোগে লেহন করিলে বমন আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

বৃহতী বীজ চূর্ণ ও শুঁঠ চূর্ণ একত্রে নাসিকায় প্রবেশ করাইয়া দিলে রোগীর জ্ঞান হয় ও হাঁচি হয়।

ঘোলের সহিত বৃহতী মূল চূর্ণ খাইলে গ্রহণী আরাম হয়। দধির সহিত বৃহতীদ্বয়ের মূল ও ছাল চূর্ণ সেবন করিলে অশ্মরী চূর্ণ হইয়া যায় (চরক)।

শিশুকে পেঁচোয় পাইলে বৃহতী ফল গলায় বাঁধিয়া দিলে পেঁচোয় পাওয়া আরাম হয়। (Fig. 415.)

416. S. torvum Swartz (গোঠবেগুন)

Fig.—Wight, Ic., t. 345.

Ref.—F. B. I., iv, 234; Roxb., F. I., 572; B. P., ii, 716; Prain, H. H., 248.

জন্মস্থান—সমস্ত বঙ্গদেশে রাস্তার ধারে ও জঙ্গলের ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. গোষ্ঠবার্ত্তাকু; বা. গোষ্ঠবেগুন, গোঠ-বেগুন।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল, বীজ ও গাছ।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ৮-১২ ফুট উচ্চ হয়, রাস্তার কিনারায় ও জঙ্গলের কিনারায় দেখা যায়। পত্র ৬ ইঞ্চি লম্বা ও ৪ ইঞ্চি চওড়া, পত্রের বিভাগগুলি অগভীর, উপরে নরম লোম আছে, কিনারা দাঁতযুক্ত, বোঁটা ১ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ছোট, পুষ্পস্তবকের ব্যাস ১-১½ ইঞ্চি। ফল পীতবর্ণ; বীজ $\frac{1}{10}$ ইঞ্চি এবং মসৃণ। ইহার বীজ শুষ্ক হইলে বৃহতী কিংবা বেগুন বীজ হইতে পৃথক করা যায় না। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ বৃহতীর সমান বলিয়া আর পৃথক লিখিত হইল না। (Fig. 416.)

417. S. trilobatum Linn. (নাভিআঙ্গুরী)

Fig.—Wight, Ic., t. 854, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 678.

Ref.—F. B. I., iv, 236; Roxb., F. I, i, 511; B. P., ii, 747; Prain, H. H., 248; Voigt, H. S., 573.

জন্মস্থান—সুন্দরবন, উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. অলর্ক; উ. নাভিআঙ্গুরী; তে মুণ্ড-লামুস্তি।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, পত্র, ফুল ও ফল।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ৬।১২ ফুট উচ্চ হয়। কাঁটাগুলি ছোট, শক্ত ও চেপ্টা এবং বক্র। পত্র ৩ ইঞ্চি লম্বা, ১½ ইঞ্চি বিস্তৃত, বেগুন পাতার ন্যায়। বোঁটা ½-১½ ইঞ্চি। পুষ্পের বোঁটা ছোট। পুষ্পদণ্ড ½-১½ ইঞ্চি, ইহাতে বহু শক্ত ও বক্র কাঁটা আছে। পুষ্পস্তবক ১-১⅛ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত। ফল ⅓ ইঞ্চি মসৃণ, লালবর্ণ ও গোলাকার। বীজ ⅛ ইঞ্চি, মসৃণ। ফল লোকে খায়। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় এবং পত্র তিক্ত, কোষ্ঠবদ্ধে ইহার ক্বাথ ও গুঁড়া ব্যবহৃত হয়। ইহার ফল এবং ফুল সর্দ্দিতে ব্যবহার হয় (Ainslie)। (Fig. 417.)

Genus—CAPSICUM Linn.

418. C frutescens Linn (ধানিলঙ্কা)

Fig—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 56.

Ref—F. B. I., iv, 239; Roxb., F. I., i, 574, B. P., ii, 749; Watt, ii, Pt. i, 237.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে বাগানে ও ক্ষেত্রে চাষ হয়, জঙ্গলে আপনা-আপনি জন্মিয়া থাকে।

বিভিন্ন নাম—বা. ধানিলঙ্কা; হি. গাছমরিচ; তা মুল্লাগ্লাই; তে. মীরাপাকাই।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল ও বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী অথবা বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। পত্র বোঁটার দিকে ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, ঈষৎ বক্র। কাঁচা লঙ্কা সবুজবর্ণ, পাকিলে লাল, লেবুরংবিশিষ্ট পীতবর্ণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রং হয়। বীজ ফলে অনেক থাকে, দেখিতে বেগুন বীজের ন্যায়, চেপ্টা ও ক্ষুদ্র। ফুল ও ফল বৎসরের সকল সময়েই জন্মে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—দেশীয় ডাক্তারেরা ইহা সান্নিপাতিক, অবিরাম জ্বর, শোথ, গেঁটে বাত, অম্লরোগ ও কলেরায় ব্যবহার করেন।

ইহা বাহ্যিক প্রলেপ দিলে চর্ম্ম রক্তবর্ণ ধারণ করে। ১০ গ্রেণ লঙ্কা বীজের গুঁড়া এক আউন্স গরম জলের সহিত দিবসে ২।৩ বার সেবন করিলে, প্রবল জ্বরজনিত প্রলাপ দূর হয়।

C. acuminata Fing., C. abbreviata Fing., C. grossa Sendt. প্রভৃতি ৬ জাতীয় লঙ্কা আছে; উহা লম্বা, সরু, মোটা প্রভৃতি আকৃতিবিশিষ্ট। এগুলি এদেশে চাষ হয় এবং বড় লঙ্কা, সূর্য্যমণি লঙ্কা প্রভৃতি নামে কথিত হয়। ইহাদের গুণ সবগুলির সমান বলিয়া আর ভিন্নভাবে লিখিত হইল না। (Fig. 118.)

Genus—DATURA Linn.

419 D. fastuosa Linn. var. alba Linn. (ধুতুরা)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 192, Eng. Bot., t. 935.

Ref.—F. B. I, iv, 242; Roxb., F. I, i, 561, B. P., ii, 751, Watt, iii, Pt. i, 32, Prain, II. II., 219

জন্মস্থান—ভারতের সকল স্থানেই দেখা যায়, ছোটনাগপুর, বঙ্গদেশের পতিত জমিতে ও জঙ্গলপূর্ণ বাগানে, শস্যক্ষেত্রের ধারে বহু পরিমাণে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. ঘণ্টাপুষ্প, কণ্টফল; বা. ধুতুরা; হি. সফেদ ধুতুরা; তা. ওমাতাই; তে উম্মেট্টা; Eng. Thornapple.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, ফল ও মূল। মাত্রা, পত্রের রস কুকুর দংশনে ½-১ তোলা; সাধারণ ৫ ফোঁটা; বীজ ⅛ আনা; মূল ২-৪ আনা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, ২-৬ ফুট উচ্চ। পত্র ৭ ইঞ্চি লম্বা ৪ ইঞ্চি চওড়া, বোঁটা ১ ইঞ্চি, বহির্ব্বাস ১-১⅛ ইঞ্চি লম্বা ⅛-½ ইঞ্চি চওড়া, পুষ্পস্তবক ৩-৬ ইঞ্চি। বীজকোষ ১½-১ ইঞ্চি, গোলাকার, গায়ে কাঁটা আছে, ফিকে সবুজবর্ণ। বীজ লঙ্কা বীজের ন্যায়, কিঞ্চিৎ বৃহৎ। শ্বেতধুতুরার ফুলের উপরিভাগে ও ভিতরে বেগুনে রংএর দাগ আছে। ইহার ফুল এক স্তবক হয়, ফলে কখন হলদে এবং কখন বেগুনে চিহ্ন থাকে। বেহার অঞ্চলে এক প্রকার ধুতুরা আছে, উহার পত্র বাসক ফুলের পত্রের ন্যায়। ফল ও ফুল প্রায় বৎসরের সকল সময়ে দৃষ্ট হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হরিদ্রা ও ধুতুরা পাতা একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে স্তনের বেদনা আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

ধুতুরা পাতার রস ৫ বিন্দু ঘোলের সহিত সেবন করিলে ক্রিমি বিনাশ হয়।

রুটী, ডাইল ও ছোলা প্রভৃতি দ্রব্য অতিমাত্রায় ভক্ষণ করিয়া অজীর্ণ হইলে ধুতুরার বীজ সেবন করিলে অজীর্ণ আরাম হয়।

ধুতুরার মূলের ছাল ৪ আনা পরিমাণ, ½ সের জলে মিশাইয়া ঐ জলে ৫ তোলা পুরাতন চাউল পাক করিবে, পরে উহাতে ১ সের গব্য দুগ্ধ, অর্দ্ধপোয়া মিছরী এবং ½ ছটাক গব্যঘৃত দিয়া পায়স প্রস্তুত করিয়া উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তিকে ২ বারে সেবন করাইলে উন্মাদ আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

এক সের ধুতুরা পাতার রস, হরিদ্রা ৮ তোলা, গন্ধক ৮ তোলাসহ এক সের সরিষার তৈল পাক করিয়া সেই তৈল কানে দিলে কানের ঘা আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

শীতল জলের সহিত ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ধুতুরা বীজ সেবন করিলে দারুণ শ্লীপদ আরাম হয়। ধুতুরা অধিক মাত্রায় সেবন করিলে হৃদয়ের ক্রিয়া বৈষম্য হইয়া ভয়ানক প্রলাপ উৎপন্ন হয়।

ধুতুরা নিউমোনিয়া ও বক্ষঃকৃচ্ছ্র রোগে হিতকর। ধুতুরার ধূম শ্বাসের পক্ষে হিতকর।

কামোন্মাদ, আত্মঘাতেচ্ছা, সূতিকা ও উন্মাদে ইহার ফল হিতকর। ধুতুরা পাতার রসে, অহিফেন ও পুনর্নবামূল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতের বেদনা ও হাতপায়ের শোথ আরাম হয়।

ইহার পত্র হাঁপানি রোগে হিতকর। মালয় দ্বীপের লোকেরা ইহার পাতার সহিত মদ্য অথবা চাউলের গুঁড়া এবং জাফরান মিশ্রিত করিয়া কোন স্থানে ফুলিলে অথবা বেদনা হইলে প্রলেপ দেয়।

ইহার শিকড় গুঁড়া করিয়া দাঁতের গোড়ায় দিলে দাঁতের বেদনা আরাম হয়। ইহার শুষ্ক ফুল গুঁড়া করিয়া পাতায় জড়াইয়া সিগারেটের ন্যায় ধূমপান করিলে হাঁপানির যন্ত্রণা কমিয়া যায়। ইহার কাঁচা ফল সেবন করিলে দারুণ মত্ততা আনয়ন করে (Ainslie)। (Fig. 119.)

420. D. fastuosa Linn. (কালধুতুরা)

Fig.—Wight, Ic., t. 1396; Rheede, Hort. Mal., ii, t. 28.

Ref.—F. B. I., iv, 242; Roxb., F. I., i, 561; Watt, iii, Pt. i, 32; B. P., ii, 751; Prain, H. H., 249.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের বাগানে দেখা যায়; বর্দ্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলার স্থানে স্থানে পতিত ভূমিতে জন্মে, সচরাচর দেখা যায় না।

বিভিন্ন নাম—বা. কালধুতুরা, কনকধুতুরা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, মূল ও বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম, ইহার সহিত শ্বেতধুতুরার সাদৃশ আছে তবে ইহার ফুল সাধারণতঃ বড়, শ্বেতবর্ণ কিংবা বেগুনে; ২ স্তবক হয়, কখন বা ৩ স্তবক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ফলে কাঁটা আছে, গোলাকার। পত্রবৃন্ত ১-২ ইঞ্চি; বহির্ব্বাস ৩ ইঞ্চি লোমযুক্ত, ত্রিকোণাকার পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। ফল সবুজবর্ণ কাঁটায় আবৃত। ফলে বীজ ঘেঁসাঘেঁসিভাবে অনেক থাকে। বীজ মসৃণ, ফিকে ধূসরবর্ণ। ইহার পত্র, কাণ্ড ও ফল সমস্তই বেগুনে রংএর। সাধারণতঃ বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ বিষাক্ত, বীজ খাওয়াইয়া অসৎ উদ্দেশ্যে লোককে অচেতন করে। ধুতুরা অধিক পরিমাণে সেবন করিলে মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে (K. L. Dey)। ইহার বীজ গুঁড়া করিয়া সিদ্ধির সহিত মিশ্রিত করিলে সিদ্ধির নেশা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কোন একটী পাত্রে ধুতুরা বীজ রাখিয়া জ্বাল দিলে যখন ধোঁয়া বাহির হইতে আরম্ভ হয় তখন কোন মাদক দ্রব্য উহাতে দিয়া পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া এক রাত্রি রাখিলে মাদক দ্রব্যের শক্তি বৃদ্ধি হয়।

ইহার কয়েকটী বীজ, আকরকরার মূল (Anacyclus pyrethrum) এবং লবঙ্গ চিবাইয়া খাইলে কাশের উত্তেজনা অধিক হয় (Dr. Emerson)। ইহার বীজ, পত্র ও টাটকা রস মাদক ও আক্ষেপ নিবারক, এই ধুতুরা শ্বেতধুতুরা অপেক্ষা ক্ষমতাশালী এবং উভয় ধুতুরা সন্ন্যাস, অতিসার ও মাথাধরায় ব্যবহার হয়। ইহার বীজ হইতে একপ্রকার Alkaloid প্রস্তুত হয়, উহা বেলেডোনার সমান (K. L. Dey)।

ইহার কয়েকটী পাতার ধূম গ্রহণ করিলে হাঁপানির উপশম হয় (Dr. Osward)। ধুতুরার টাটকা পাতার রস ফুলায় প্রলেপ দিলে ফুলার উপশম হয় এবং টাট্‌কা রস চক্ষু উঠায় হিতকর। পাতার টাট্‌কা রস এক ফোঁটা কিংবা দুই ফোঁটা কানে দিলে কানের বেদনা আরাম হয় (T. N. Ghose)। আক্ষেপের সহিত হাঁপানির পক্ষে ইহা একটী চমৎকার ঔষধ। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে কিংবা মুসলমান হাকিমদের পুস্তকে ধুতুরার উল্লেখ নাই, ইহাতে বোধ হইতেছে যে ধুতুরা একটী অল্পদিন আবিষ্কৃত ঔষধ। (Fig. 420.)

Genus—HYOSCYAMUS Linn.

421. H. niger Linn. (খোরাসানী যোয়ান)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 196; Bot. Mag., t. 2394; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 687 B.

Ref.—F. B. I., iv, 244; Roxb., F. I., ii, 239.

জন্মস্থান—হিমালয়ের পশ্চিমাঞ্চলে, কাশ্মীর, গারওয়াল, সাহারানপুর। শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে চাষ হয়।

49—1084B.

বিভিন্ন নাম—সং. যমানী ; বা. হি. খোরাসানী যোয়ান ; তা. খোরাসানী যোমাম ; তে. খোরাসনী জামাম ; Eng. Henbane.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ, ফল।

বর্ণনা—সোজা খস্‌খসে গুল্ম, কোমল লোমযুক্ত। পত্র ডিম্বাকৃতি কিংবা লম্বা, ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত, ৫ ইঞ্চি লম্বা ২ ইঞ্চি চওড়া, পত্রবৃন্ত ছোট। ফুলের বোঁটা ছোট, ফল ১-½ ইঞ্চি। ফুল বেগুনে কিংবা সবুজবর্ণ, শিরাগুলি বেগুনে। বীজকোষ ½ ইঞ্চি, বীজ ⅟₁₂ ইঞ্চি (C. B. Clarke)। জুলাই আগষ্ট মাসে ফুল ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা কৃমিনাশক, হাঁপানি নিবারক, শান্তিকর ও আক্ষেপ নিবারক। স্নায়বিক রোগ, মানসিক উত্তেজনা, নিদ্রাহীনতা এবং অপবাপর মানসিক বিকার প্রাপ্ত রোগে ইহা হিতকর। ইহার বাহ্যিক প্রয়োগ বাত, গ্রন্থিস্ফীতি এবং ঘায়ে উপকার হয়। চক্ষু রোগে ইহা অতি মূল্যবান ঔষধ। (Fig. 421.)

422. H. muticus Linn. (কোহিবাঙ্গ)

Fig.—Griff., Ic. Pl. Asiat., t. 412 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 688.

Ref.—F. B. I., iv, 245 ; Boiss., Fl. Orient., iv, 293.

জন্মস্থান—পাঞ্জাব, কাবুল এবং সিন্ধুদেশ।

বিভিন্ন নাম—বা. পার্ব্বতীয় শন, কোহিবাঙ্গ।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—সরল গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। কাণ্ড ১-৩ ফুট উচ্চ। পত্র ৯-৪ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত, কতকটা পশমের মত, কিনারা দাঁতযুক্ত। বোঁটা ½-৩ ইঞ্চি, বহির্ব্বাস কোমল লোমযুক্ত, ⅔ ইঞ্চি। পুষ্পনল ১-১½ ইঞ্চি, পীতবর্ণ কিংবা শ্বেতবর্ণ; বীজকোষ ½ ইঞ্চি, বীজ ⅟₁₂ ইঞ্চি। জুলাই মাসে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছ বেলুচিস্থানে বহুপরিমাণে জন্মে, তথাকার লোকে ইহাকে Kohi-bung কিংবা Mountain Hemp বলে। ইহার বিষক্রিয়া অতিশয় অধিক বলিয়া কথিত আছে। ইহার ধোঁয়া নাকে দিলে লোকে সংজ্ঞাহীন হইয়া যায়; দুষ্ট লোকেরা ইহার ধোঁয়া লাগাইয়া লোকজনকে অচৈতন্য করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে। ইহার ধূমপান করিলে সমগ্র শরীর শুষ্ক বোধ হয় এবং অতিশয় মত্ততা ও সংজ্ঞাহীনতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। (Fig. 422.)

423. H. reticulatus Linn. (খোরাসানী জোয়ান)

Fig.—Commelyn, Hort., 77, t. 22 ; Griff., Ic. Pl. Asiat., t. 412.

Ref.—Dymock, ii, 626 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., ii, 921.

জন্মস্থান—বেলুচিস্থান, বাগদাদ, খোরাসান।

বিভিন্ন নাম—বা. খোরাসানী জোয়ান ; তা. খোরাসানী যোমান ; তে. খোরাসানী বাসান ; Eng. Henbane.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—ইহা অপরাপর Hyoscyamus গাছগুলির মত, বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। পত্র কর্ত্তিত, কাণ্ডে কাঁটা আছে। ফুলের কিনারাগুলি বেগুনে ; বীজ কৃষ্ণবর্ণ। ফুল ও ফল জুলাই আগষ্ট মাসে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ অপরাপর গাছগুলির গুণের তুল্য। প্রাচীন হিন্দুগণ ইহার ব্যবহার জানিতেন না, কারণ আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই। মীর মহম্মদ হোসেন বলেন, এই গাছ তিন রকমের আছে—শ্বেত, কৃষ্ণ ও লালবর্ণ। ইহাদের মধ্যে শ্বেতবর্ণ গাছই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহার পত্রের টাটকা রস রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া এবং পত্র পেষণ করিয়া ময়দার সহিত মোদক প্রস্তুত করিয়া রাখা হয়।

বার্লির সহিত ইহার পত্রের পুলটিস দিলে ফুলা আরাম হয়। ইহার বীজ মদ্যে মিশ্রিত করিয়া বাতে, বক্ষস্থলের ফুলায় এবং গালগলা ফুলায় ব্যবহার হয়। বীজ ½ ড্রাম, ১ ড্রাম পোস্ত, মধু ও জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কফ ও বাতের বেদনা আরাম হয়। ইহার বীজ ও সমপরিমাণ অহিফেন অতিশয় মত্ততা আনয়ন করে। বীজের গুঁড়া দন্তরোগে ও গর্ভাশয়ের রোগে ব্যবহার হয়। ইহার রস ও বীজের পিষ্ট রস চক্ষে প্রলেপ দিলে চক্ষের যন্ত্রণা নিবারণ হয়। বীজ ঘোটকীর দুগ্ধে পেষণ করিয়া বন্য ষাঁড়ের চামড়ায় বাঁধিয়া কটিদেশে পরিধান করিলে স্ত্রীলোকদের গর্ভ হয় না। (Dymock, ii, 628)।

ইহা আক্ষেপ নিবারক, অবসাদজনক, বেদনানিবারক এবং রতিশক্তি হ্রাসকারক, মস্তকের নার্ভের এবং মেরুদণ্ড-সংশ্লিষ্ট নার্ভের অবসাদকারক। ইহা নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিলে পেশীর অবসাদ জন্মাইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটাইয়া থাকে। (Fig. 423.)

Genus—NICOTIANA Linn.

424. N. Tabacum Linn. (তামাক)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 191 ; Wight, Ill., t. 166 ; Lamk, Ill., t. 113 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 689A.

Ref.—F. B. I., iv, 245 ; B. P., ii, 752 ; Voigt, H. S., 516.

জন্মস্থান—আমেরিকা দেশীয় গাছ। সমগ্র ভারতে চাষ হয়। বর্দ্ধমান, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, মতিহারী প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়। হুগলী জেলায় স্থানে স্থানে চাষ করে।

বিভিন্ন নাম—সং. তাম্রকূট; বা. তামাক; তা. পুকাই-ইলাই; তে. পোগাকু; Eng. Tobaco.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, কাণ্ড ও সমগ্র উদ্ভিদ। মাত্রা শুষ্কপত্র চূর্ণ ½-২ আনা; পত্র রস ⅛-½ তোলা।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় গাছ; পত্র লম্বা ও বৃহৎ, কিনারা স্থানে স্থানে অস্পষ্ট। বহির্ব্বাস ডিম্বাকৃতি গোলাকার, ৫ ভাগে বিভক্ত এবং ত্রিকোণাকার। পুষ্পস্তবক লম্বা, ইহার মস্তক কলকের মত। বীজকোষ ½ ইঞ্চি, ৪ ভাগে বিভক্ত। বীজ ছোট, ফলে অনেক থাকে, চেপ্টা, কৃষ্ণবর্ণ, আকারে পোস্ত অপেক্ষা ছোট, পোস্ত শ্বেতবর্ণ, ইহার বীজ ফিকে কৃষ্ণবর্ণ। ভারতে বহুপরিমাণে চাষ হয়। শীতের পরে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—Dr. Royle বলেন যে তামাক গাছ পূর্ব্বে ভারতে ছিল না, ইহা ১৬০৫ খৃঃ পোর্টুগীজেরা দাক্ষিণাত্যে আনয়ন করেন। কোন সংস্কৃত বৈদ্যশাস্ত্রে ইহার উল্লেখ নাই। তামাক ক্ষুধানাশ করে ও পরিপাকশক্তির ব্যাঘাত জন্মায়, ইহা মনের উদ্বিগ্নতা ও ভীরুতা আনয়ন করে। ইহা স্মরণশক্তি কমাইয়া দেয় ও ঘন ঘন মূত্রপ্রবৃত্তি আনয়ন করে। ইহা দোক্তার ন্যায় ব্যবহার করিলে spinal cordএর উত্তেজনা আনে এবং আক্ষেপ ও উত্তেজনা উৎপাদন করে। তামাকের $\frac{1}{20}$ হইতে $\frac{1}{10}$ গ্রেণ জিহ্বার জ্বালা উৎপাদন করে এবং লালা বাহির করিয়া দেয়। ইহা স্নায়ুসকলের উত্তেজনা আনয়ন করে। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে শরীরের জড়তা, নিদ্রালুতা, এলোমেলো স্বপ্ন, শ্রুতিহীনতা ও শ্বাসকষ্ট আনয়ন করে।

Makhzan-el-Adwin বলেন যে তামাকের ধোঁয়া বিষনাশক এবং কলেরা রোগীকে ইহার ধোঁয়া দিতে উপদেশ দেন। ইহার ধোঁয়া হাঁপানির শান্তিকর, উপবাসের পর খাইলে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করে। তামাক গাছের ছাই তৈলের সহিত মিশাইয়া ঘায়ে দিলে ক্ষতস্থানের রক্তপাত দূর হয়। হুঁকার জল মূত্রকর, এবং হুঁকার কাই শোথঘায়ে দিলে উহা সারিয়া যায়; চক্ষে দিলে রাতকানা আরাম হয়।

তামাকের নস্য, চূন ও কাঠচাঁপার (Caulophyllum inophyllum) ছালের মলম করিয়া অণ্ডকোষে প্রয়োগ করিলে অণ্ডকোষ প্রদাহ আরাম হয়।

Dr. K. L. Dey তামাকের নিম্নলিখিত প্রস্তুত প্রণালী লিখিয়া গিয়াছেন :—

তামাক পাতার গুঁড়া	৭২ ভাগ	ঐইগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া ছয় মাস মাটীতে পুঁতিয়া পচাইতে হয়।
সুগন্ধি দ্রব্যের গুঁড়া	১৬ „	
গুড়	৮৮ „	
পাকা চাঁপাকলা	১৬ „	
পাকা কাঁঠাল	২ „	
পাকা আনারসের রস	১ „	

২য় প্রণালী—

তামাক পাতার গুঁড়া	১২ ভাগ	এইগুলি মিশ্রিত করিয়া কিছুদিন পরে ব্যবহার চলে।
পাতার শিরার „	৬ „	
সুগন্ধি দ্রব্য	২ „	
গুড়	২২ „	
গুঁড়া চুন	১ „	

তামাকের পাতা মত্ততা আনয়ন করে, ইহা সেবন করিলে দর্শনশক্তি কমিয়া যায়, ইহা বমনকারক শ্বাসকাশ ও কফ নাশক। তামাক শুক্রপীড়া, দাঁতের বেদনা, শোথ নাশক ও বিছা, ভীমরুলের বিষ নাশক। তামাক কফঘ্ন ও আম নাশক, বিষমাত্রায় সেবন করিলে সংজ্ঞাহীনতা আনয়ন করে এবং বক্ষ ও শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়ার অবসাদ জন্মাইয়া মৃত্যু ঘটায়। তামাক অতিমাত্রায় খাইলে পাকস্থলী ও কণ্ঠের উত্তেজনা হয়। অতিমাত্রায় তামাক খাইলে স্ত্রীসম্ভোগ ইচ্ছা কমিয়া যায় ও শরীরের অবসাদ জন্মে।

নাইকোটিন (nicotine) তামাকের একটী বিশেষ উপাদান, পরিমিত মাত্রায় প্রয়োগে ইহা হিতকর। ইহা শোথরোগে, শ্বাস, ঘুংড়িকাশি ও হিক্কায় বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। তামাকের পাতা গরম করিয়া পেটে স্থাপন করিলে শূল ও পেটকামড়ানি আরাম হয়। তামাক পাতায় শিলারস লাগাইয়া অণ্ডকোষে লাগাইলে যন্ত্রণা কমিয়া যায়। অতিমাত্রায় তামাক সেবন করিলে, ক্ষুধানাশ, অজীর্ণতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, স্বরভঙ্গ, পেটবেদনা ও স্মৃতিশক্তিহীনতা হয় (Dymock, ii, 638)। (Fig. 424.)

Genus—PHYSALIS Linn.

425. P. minima Linn. (বনটেপারি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x, t. 71; Wight, Ic., t. 166B, Fig. 6.

Ref.—F. B. I., iv, 238; Roxb., F. I., i, 563; B. P., ii, 750; Watt vi, Pt. I, 224.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনায় জঙ্গলের ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. বনটেপারি; হি. ভুলাটী-পাটী; তে. কুপান্তি।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল ও উদ্ভিদ।

বর্ণনা—নরম লোমযুক্ত বর্ষজীবী উদ্ভিদ। ইহার শাখাগুলি সরলভাবে জন্মে এবং গাছ ৬-১৮ ইঞ্চি উচ্চ হয়। পত্র ২ ইঞ্চি ডিম্বাকৃতি, পাতার প্রান্তগুলি করাতের ন্যায় কর্ত্তিত।

বোঁটা ১ ইঞ্চি : ফুল এক একটী জন্মে, বৃন্ত লম্বা ও অবনত, পীতবর্ণ $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি। ফল $১\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি চওড়া, লালবর্ণ। ফলে বীজ অনেক থাকে, ব্যাস $\frac{1}{12}$ ইঞ্চি। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফল বলকারক, মূত্রকর এবং বিরেচক (Stewart); ইহা গনোরিয়া রোগে ব্যবহার হয়। কঙ্কনদেশে এই গাছের পিষ্ট অংশ চাল ধোয়া জলের সহিত শ্লথ স্তন দৃঢ় করণে প্রয়োগ করে (Dymock)।

Genus—WITHANIA Pauq.

426. W. somnifera Dunal. (অশ্বগন্ধা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iv., t. 55 ; Wight, Ic., t. 853.

Ref.—F. B. I., iv, 239 ; Roxb., Fl. I., i, 561 ; B. P., ii, 750 ; Prain, H. H., 249.

জন্মস্থান—ভারতের বহুস্থানে জন্মে ; উত্তরবঙ্গ, হুগলী, হাওড়া জেলার বাগানে চাষ করে।

বিভিন্ন নাম—সং. বা. অশ্বগন্ধা ; তা. আমকুলাঙ্গ ; তে. পিনিরু ; Eng. Winter cherry.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ ও মূল, বীজ, মূলচূর্ণ ৪-৮ আনা, ক্বাথ ২-৪ আনা।

বর্ণনা—গাছ ১-৫ ফুট উচ্চ হয়, শাখাগুলি গোলাকার, চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত। পত্র ২-৪ ইঞ্চি, অগ্রভাগ সরু, পত্রে শ্বেতবর্ণ লোম আছে। পত্রবৃন্ত $\frac{1}{8}$-$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি ; পুষ্পদণ্ড $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি। ইহার ফুল পত্রের বৃন্তদেশ হইতে বাহির হয়। ফুল উভয়লিঙ্গবিশিষ্ট, ছোট কোমল লোমযুক্ত। ফুল সবুজের আভাযুক্ত কিংবা পীতবর্ণ। পুংকেসর লম্বা। ফল মটরের ন্যায়, $\frac{1}{8}$-$\frac{1}{6}$ ইঞ্চি, গোলাকার, পাকিলে লালবর্ণ। বীজ $\frac{1}{12}$ ইঞ্চি, মসৃণ ও চেপ্টা। শিকড় ঈষৎ শ্বেতবর্ণ; শিকড়ের গন্ধ ঘোড়ার গন্ধের ন্যায় বলিয়া ইহাকে অশ্বগন্ধা বলে। অক্টোবর হইতে মে মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছাল বলকারক, রসায়ন ; ইহা বালকদিগের দৌর্ব্বল্য, ক্ষয়রোগে ও বৃদ্ধদিগের বলাধানের জন্য ব্যবহৃত হয় (Dutta)।

বন্ধ্যা স্ত্রী ঋতুস্নানের পর অশ্বগন্ধার ক্বাথ গব্যঘৃত যোগে পান করিলে উহার গর্ভ সঞ্চার হয়।

ক্ষয়কাশে অশ্বগন্ধার শিকড়ের ক্বাথ ১ ভাগ, দুগ্ধ ১০ ভাগ, ঘৃত ১ ভাগ এক সঙ্গে সিদ্ধ করিয়া ঘৃত প্রস্তুত হয়। এই ঘৃত সেবন করিলে বালকদের পুষ্টি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়।

পীতাশ্বগন্ধাপয়সার্দ্ধমাসং ঘৃতেন তৈলেন সুখাম্বুনা বা।
কৃষস্য পুষ্টিং বয়সো বিধত্তে বালস্য শস্যস্য যথাম্বুবৃষ্টিঃ॥
পাদকল্কেঽশ্বগন্ধায়াঃ ক্ষীরে দশগুণে পচেৎ।
ঘৃতং পীতং কুমারাণাং পুষ্টিকৃদ্বলবর্দ্ধনম্॥ চক্রদত্তঃ

অশ্বগন্ধার যোগে অনেক রসায়ন ঔষধ প্রস্তুত হয়।

অশ্বগন্ধা দশপলা তন্মাত্রো বৃদ্ধদারকঃ।
চূর্ণীকৃত্যোভয়ং বিদ্বান্ ঘৃতভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥
কর্ষৈকং পয়সা পীত্বা নারীভির্নৈবতৃপ্যতি।
অগত্বা প্রমদাংমৃয়াদ্বলীপলিতবর্জ্জিত॥ শাঙ্গর্ধরঃ

অশ্বগন্ধা ১০ পল (৮ তোলা), বৃদ্ধদারক (Argyreia speciosa) ৮ তোলা উভয়রূপ চূর্ণ করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। ইহা ২ তোলা পরিমাণ লইয়া দুগ্ধের সহিত পান করিলে নারীতে তৃপ্তিলাভ হয় না। ইহা পান করিয়া স্ত্রীসহবাস করিলে বলীপলিত বর্জ্জিত হইয়া জীবন ধারণ করা যায়।

অশ্বগন্ধা মূল, পিষ্টপত্র, পৃষ্ঠব্রণ, নালিঘা এবং কষ্টকর ফুলায় প্রলেপ দিলে উহা আরাম হয় (Pharm. Ind.)।

ইহার পত্র অতিশয় তিক্ত, পত্রের রস খাইলে অবিরাম জ্বর আরাম হয়। অশ্বগন্ধা ফল মূত্রকর। ইহার বীজ দুগ্ধে দিলে দুগ্ধ জমিয়া যায়।

অশ্বগন্ধা নিদ্রাকর। বীজ মূত্রকর ও নিদ্রাকর (Irvine)। অশ্বগন্ধার শিকড় বাতনাশক ও অম্লরোগনাশক।

ইহার Alkaloid ইনজেকসন দিলে আক্ষেপ ও সংজ্ঞাহীনতা জন্মে।

উদরশোথে গোমূত্রের সহিত অশ্বগন্ধা সেবন করিলে উহা সারিয়া যায়।

ঋতুস্নাতা স্ত্রীলোক অশ্বগন্ধার কাথে কিছু ঘৃত দিয়া পান করিলে গর্ভবতী হয়।

অশ্বগন্ধার শিকড় চিনি ও গব্যঘৃত যোগে লেহন করিলে নিদ্রানাশ রোগ আরাম হইয়া রোগী গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়।

বৈদ্যশাস্ত্রে কাকলী ও ক্ষীরকাকলীর স্থানে অশ্বগন্ধা ব্যবহার হয়। (Fig. 426.)

427. W. coagulans Dunal. (অশ্বগন্ধা)

Fig.—Wight, Ic., t. 1616; Stocks, in Hook., Ic., t. 801; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 682.

Ref.—F. B. I., iv, 240; Boiss., Fl. Orient., iv. 288.

জন্মস্থান—পাঞ্জাব, সিন্ধু ও শতদ্রু (Sutlej) প্রভৃতি স্থানে সর্ব্বত্র জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. পীতভৃঙ্গী ; বা. অশ্বগন্ধা ; হি. ভানরা ; বম্বে—ভাজরা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—ছোট ধূসরবর্ণ গাছ। পত্র অতিশয় ঘন ঘন জন্মে, ধূসরবর্ণ লোমাবৃত। পত্রের অগ্রভাগ মোটা, ডিম্বাকৃতি ও লম্বা। বোঁটা ক্ষুদ্র, ⅛-⅙ ইঞ্চি। ফুল একলিঙ্গবিশিষ্ট, ফুলের বহির্ব্বাস ½ ইঞ্চি। পাপড়ি ½ ইঞ্চি, পীতবর্ণ। ফল ⅓ ইঞ্চি, চামড়ার মত শক্ত। ফল ঘন ঘন জন্মে। ইহার ফল ও বীজ পূর্ব্বলিখিত অশ্বগন্ধার মত (C. B. Clarke)। ইহার শুষ্কফল বাজারে বিক্রয় হয়, ইহাকে পুনির যাফোটা (Punir-jafata) বলে। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পক্কফল বমনকারক। ইহা অম্ল, পেটফাঁপা ও পেটবেদনায় ব্যবহার হয়। ইহার পিষ্টরস, Rhazya stricta Dc. গাছের পত্রের সহিত বলকারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। শুষ্কফল দুগ্ধ জমাট করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় (Pharm. Ind.)। পক্কফল বেদনানিবারক এবং শান্তিকর গুণ আছে।

ইহা রসায়ন, মূত্রকর এবং পুরাতন যকৃৎ রোগে ব্যবহার হয় (Dymock)। Sir James Fergusson বলেন যে ইহার ৪ আউন্স ফল ১½ পাইন্ট জলে ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া উহার অর্দ্ধেক অংশ ৫৫ গ্যালন দুগ্ধে দিলে উক্ত দুগ্ধ ১½ ঘণ্টার মধ্যে ছানা হইয়া যায়। এই ছানা স্বাদশূন্য এবং গন্ধশূন্য হয় (Dymock)।

ইহার ফল মূত্রকর এবং পুরাতন যকৃৎ রোগে ব্যবহৃত হয় (Dymock)।

ইহার গুণ Physalisএর তুল্য। উভয় গাছের ফল রক্ত পরিষ্কারক। (Fig. 427)

LXXIV. SCROPHULARINEAE.

Genus—HERPESTIS H. B. & K.

428. H. Monniera. H. B. & K. (বিরমী)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x. t. 14 ; Bot. Mag., t. 2557 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 696C.

Ref.—F. B. I., iv, 272 ; Roxb., F. I., ii, 94 ; B. P., ii, 765 ; Prain, H. H., 251.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের বহু স্থানে পুকুরের কিনারায় ও নদীর ধারে, আর্দ্রভূমিতে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. ব্রাহ্মী ; বা. বিরমীশাক ; হি. শ্বেত-চামনী ; তা. নীরব্রাহ্মী ; তে. সামবানীচেট্টু ; Eng. Indian Pennywort.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, পত্র, কাণ্ড। রস, ১-২ তোলা; মূলচূর্ণ, ½-২ আনা।

বর্ণনা—সতানে উদ্ভিদ, ভিজা মাটীতে গড়াইয়া বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেক গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। কাণ্ড অতিশয় নরম, রসযুক্ত, গায়ে সূক্ষ্ম লোম আছে। পত্র ½-¾ ইঞ্চি, কাণ্ডের বিপরীত দিকে যুগ্মপত্র জন্মে, বোঁটা কাণ্ডে সংলগ্ন। পত্রের কিনারা অখণ্ডিত, অগ্রভাগ গোলাকার, বৃন্তদেশে ডিম্বাকৃতি; পত্রের শিরা অস্পষ্ট। ফুল ফিকে নীলবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ, ইহার শিরাগুলি বেগুনে। বহির্ব্বাস ⅙-⅓ ইঞ্চি লম্বা, ৫ ভাগে বিভক্ত, উপরের পাপড়ি ডিম্বাকৃতি। পুষ্পস্তবক গোলাকার ও লম্বা। পুংকেসর ৪টী—২টী ছোট ও ২টী বড়। বীজকোষে ২টী ঘর আছে, বীজ ফিকে, বীজাধারে বীজ অনেক হয়। গ্রীষ্মকালে ফুল ও ফল হয়। সমগ্র গাছ তিক্ত।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ব্রাহ্মী স্নায়বিক রোগে বলকারক ঔষধ এবং স্বরভঙ্গ ও অপস্মার রোগে বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ (Dutt)।

ইহা মূত্রকর ও মৃদুকষায় (Ainslie, Met. Med., ii, 239)।

Dr. Roxburgh বলেন, পাতার রস পেট্রোলিয়মের সহিত বাতে মালিশ করিলে বাত আরাম হয়।

ছোট চামচের এক চামচ রস ছোট বালকদিগকে খাওয়াইলে সামান্য ভেদ হইয়া সর্দ্দি ও কষ্টকর বুকের শ্লেষ্মা বাহির হইয়া সর্দ্দি আরাম হয় (U. C. Dutt)।

ইহা একটী উৎকৃষ্ট রসায়ন। ব্রাহ্মী, বচ, হরিতকী, বাসকের শিকড়, পিপুল এই কয়টী গুড়া করিয়া সমপরিমাণ মাত্রায় মধুর সহিত পান করিলে স্বরভঙ্গ ও গলাভাঙ্গা রোগ আরাম হয়।

ব্রাহ্মী বচাভয়া বাসা পিপ্পলী মধু সংযুতা।
অস্য প্রয়োগাৎ সপ্তাহাৎ কিন্নরৈঃ সহ গীয়তে॥ ভাবপ্রকাশঃ

মেধা ও আয়ুকামী ব্যক্তি প্রাতে ব্রাহ্মী রস পান করিয়া অপরাহ্নে দুগ্ধের সহিত যবমণ্ড ৭ দিন পান করিলে মেধাবী হয়; ১৪ দিন পান করিলে তাহার স্মৃতিশক্তি পুনরায় ফিরিয়া আইসে এবং ২১ দিন পান করিলে অতিশয় মেধাবী হয় ও শ্রুতিধারণ করিতে সমর্থ হয় (সুশ্রুত)।

বসন্ত রোগীকে মধুর সহিত ইহার রস পান করাইলে রোগের প্রকোপ কমিয়া যায়। কুড়চূর্ণ ও মধুসহ ইহার রস সেবন করিলে উন্মাদ আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

মূত্রাঘাত রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ইহার রস পান করাইবে।

শিশুর কফ ও কাশে ব্রাহ্মী অল্প গরম করিয়া প্রলেপ দিলে কাশ আরাম হয় (R. N. Khori)।

বাতজনিত দুর্ব্বলতা, শুক্রহীনতা ও অপস্মার রোগে ব্রাহ্মীর রস হিতকর। (Fig. 428.)

Genus—PICRORHIZA Royle

429. P. Kurrooa Royle. (কটকী)

Fig.—Royle, Ill., 291, t. 71 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 699.

Ref.—F. B. I., iv, 290.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ ও কাশ্মীর এবং সিকিম, কুমায়ূন ও উত্তর ভারতের অনেক স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. কটুকা, কটুরোহিণী, চক্রাঙ্গী, শতপর্ব্বা ; বা. হি. কটকী ; তা. কটুকুভোগানি ; তে. কটুকী ; Eng. Hellebore.

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় ও কন্দ। কন্দচূর্ণ, ১-২ আনা ; বিবেচনার্থ, ৫ আনা।

বর্ণনা—মূলার ন্যায় কন্দযুক্ত গুল্ম, মূলে সরু শিকড় আছে, গাছের কাণ্ড শক্ত ; কন্দ আঙ্গুলের ন্যায় মোটা, ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা। পত্রের কিনারা করাতের ন্যায় ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ গোলাকার, বৃন্তদেশ সরু। পুষ্পদণ্ড শক্ত হইয়া উপরিভাগে উত্থিত হয়, ইহাতে পত্র থাকে না এবং অনেক ফুল হয়। পাপড়ি ½ ইঞ্চি লম্বা, ফুলের পাপড়ি ৪টী। পুষ্পস্তবক ছোট, পুংকেসরযুক্ত ¼-⅓ ইঞ্চি লম্বা। বীজকোষ ½ ইঞ্চি লম্বা। ইহার আর একটী নাম চক্রাঙ্গী, কারণ ইহার গাত্রে আঙ্গুলের ন্যায় দাগ আছে এবং ইহার গাঁইট অনেক বলিয়া শতপর্ব্বা বলে। কটকী গাছ অপর গাছে জড়াইয়া উঠে ও চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়। জুন মাসে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—যষ্টিমধু ও কটকী সমভাগ লইয়া পেষণপূর্ব্বক চিনির সহিত সেবন করিলে হৃদ্‌রোগ আরাম হয়। কটকীর কাথ পান করাইলে প্রসূতির স্তনদুগ্ধের শোধন হয় (চরক)।

কটকীচূর্ণ ২ তোলা চিনির সহিত পান করিলে কফপিত্ত জ্বর আরাম হয়।

কটকী রসায়ন, পিত্তনিঃসারক ও পাচক। কামলারোগে পিত্তের বিকৃতিতে, অজীর্ণে ও গ্রহণীরোগে ইহা বিশেষ হিতকর। যকৃতের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া আছে। বিষম জ্বরে কটকী একটী অতি উত্তম ঔষধ। কটকী কৃমিনাশক (R. N. Khory)।

ইহা অম্লরোগে ও যাবতীয় পাকযন্ত্রের রোগে বড়ই উপকারী। পাকযন্ত্রের রোগে কটকী ১০-১৫ গ্রেণ পরিমাণ দিবসে ৩।৪ বার সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয় (Moodeen Seriff)।

শোথরোগে ইহার উগ্রকাথ দিবসে ৩।৪ বার ৩।৪ দিন সেবন করিলে জলবৎ ভেদ হইয়া শোথ আরাম হয়। কখন বা ইহা ১ সপ্তাহ ধরিয়া খাওয়াইলে উপকার দর্শে (Watt)।

কটকীর পালাজ্বরনাশক শক্তি কুইনাইন অপেক্ষা কিছু কম, কিন্তু তিক্ত ও বলকারক ঔষধ-রূপে ইহা বড় উপকারী। ইহার শিকড় বিরেচক, যদি সামান্য জ্বর হয় এবং উহার সহিত কোষ্ঠবদ্ধ থাকে তবে দাস্ত করাইয়া ইহা জ্বর কমাইয়া দেয়। একটী ম্যালেরিয়া রোগীকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ইহা খাওয়াইয়া উহার গাত্রের তাপ ১০১° হইতে ৯৯·৫° হয়—২ দিন তাহার দাস্ত কমে নাই, তৃতীয় দিনে কিছু কম পরিমাণে খাওয়াইবার পর পেট ধরিয়া যায় ও জ্বর একেবারে বন্ধ হয় (Report, Ind. Drugs)।

কটকীর গুঁড়া ২ ড্রাম চিনি ও গরম জলের সহিত পান করিলে বিরেচক ঔষধের কাজ করে।

সশর্করামক্ষমাত্রাং কটুকামুষ্ণবারিণা।
পীত্বা জ্বরং জয়েজ্জন্তুঃ কফপিত্তসমুদ্ভবম্॥ চক্রদত্তঃ

পিত্তজ্বরে কটকীর মূল, যষ্টিমধু, কিসমিস এবং নিমের ছাল প্রত্যেক ½ তোলা, ও জল ৩২ তোলা লইয়া পাক করিবে, এবং ¼ ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান করিলে পিত্তজ্বর আরাম হয়।

মৃদ্বীকা মধুকং নিম্বং কটুকা রোহিণী সমা।
অবশ্যায়স্থিতং পাক্যমেতৎ পিত্তজ্বরাপহম্॥ চক্রদত্তঃ

কটকী, বচ, হরিতকী এবং চিতামূল সমপরিমাণ মিশ্রিত করিয়া ১ ড্রাম পরিমিত গোমূত্রের সহিত পান করিলে দারুণ অম্লরোগের যন্ত্রণা কমিয়া যায় (Dutt)। (Fig. 429.)

Genus—CELSIA Linn.

430. C. coromandeliana Vahl. (ছোট কুকসিম)

Fig.—Wight, Ill., t. 165; & Ic., t. 1406; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 691.

Ref.—F. B. I., iv, 251; Roxb., F. I., iii, 100; B. P., ii, 757; Prain, H. H., 250.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশ; পঞ্জাব হইতে সিংহল; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনা, ময়দান ও বাগানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. কুলাহল, অকম্বুব; বা. ছোট কুকসিম; হি. তামবাকু; বম্বে—কোলহল।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, সমগ্র উদ্ভিদ; মূল, পত্ররস, ১-২ তোলা; মূলচূর্ণ, ২-৬ আনা; মূলের কাথ, ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ; কাণ্ড ২-৩ ফুট উচ্চ, মোটা ও নরম। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, গভীর ভাবে বিভক্ত, মোটা ও দাঁতযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ১-২ ফুট; পুষ্পবৃন্ত ½-¾ ইঞ্চি; পাপড়ি ডিম্বাকৃতি ও লম্বা। পুষ্পের ব্যাস ½ ইঞ্চি, পীতবর্ণ; পুংকেসর লোমময়। বীজকোষ অল্প গোলাকার ½-¾ ইঞ্চি, বীজ লম্বা। ফেব্রুয়ারী হইতে মে মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—উদ্ভিদ ঈষৎ তিক্ত এবং চট্‌চটে; দেশীয় লোকেরা ইহার রস ১ আউন্স পরিমাণ জ্বরনাশক বলিয়া ব্যবহার করে। ইহা রক্ত আমাশয় ও চর্ম্মরোগে ব্যবহার হয় (Pharm. Ind.)।

সমগ্র গাছের রস প্রাতে ও সন্ধ্যায় ½ ছটাক পরিমাণ ব্যবহার করিলে উপদংশজনিত স্ফোটক আরাম হয়। ইহার রস সমপরিমাণ সরিষার তৈলের সহিত ব্যবহার করিলে বাত ও পায়ের জ্বালা আরাম হয় (Watt)।

ইহার শিকড় চর্ব্বণ করিলে পিপাসা দূর হয় (Watt)।

পত্রের রস চিনি ও জলের সহিত খাইলে রক্ত অর্শের শান্তি হয়। ইহা অতিশয় বমন-কারক। বালকদের সর্দ্দি ও বক্ষপ্রদাহে ইহার রস হিতকর; ইহা বহুমূত্র রোগে হিতকর (Watt)।

পাতার রস ঘ্রাণ লইলে পালাজ্বর আরাম হয় বলিয়া কথিত আছে। এ দেশীয় লোকে ইহার ½ ছটাক পরিমাণ রস রক্ত-অতিসার ও পাঁচড়ায় ব্যবহার করিতে নির্দ্দেশ দেন (Dymock, iii, 4)। (Fig. 430.)

Genus—LINDENBERGIA Lehm.

431. L. urticaefolia Lehm. (হলদে বসন্ত)

Fig.—Hook, Ic. Pl., t. 875 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 694.

Ref.—F. B. I., iv, 262 ; Roxb., F. I., iii, 94 ; B. P., ii, 764 ; Piain, H. H., 250.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, পুরাতন দেওয়ালের উপর ও নদীর কিনারায় জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. হলদে বসন্ত ; মারহাট্টা—চোল ; বম্বে—গান্ধদার।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্রের রস।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম, ৪-১০ ইঞ্চি উচ্চ হয়। কাণ্ড ও পত্র লোমযুক্ত, কাণ্ডের উভয়দিকে যুগ্ম পত্র হয়। শাখাগুলি বহুপত্রবিশিষ্ট। পত্র ১-১½ ইঞ্চি লম্বা বহুশিরাযুক্ত, কিনারা কর্ত্তিত। প্রত্যেক গাঁইট হইতে এক একটী ফুল বাহির হয়। ফুল ছোট, উজ্জ্বল পীতবর্ণ,

বহির্ব্বাস ½ ইঞ্চি; পুষ্পনল পীতবর্ণ। বীজকোষ লোমযুক্ত। বর্ষার পর হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কঙ্কনদেশে ইহার রস বক্ষপ্রদাহে ব্যবহার হয় এবং ধনে গাছের সহিত মিশাইয়া চর্ম্মরোগে প্রয়োগ করে। ইহা অতিশয় তিক্ত ও সৌগন্ধযুক্ত (Dymock)। (Fig. 431.)

Genus—LIMNOPHILA R. Br.

432. L gratissima Blume (কর্পূর)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 696A.

Ref.—F. B. I., iv, 268; B. P., ii, 264; Prain, H. H., 251.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, উত্তরবঙ্গ ও সুন্দরবন অঞ্চলে পুকুরে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. কর্পূর; হি. কুট্রা; তা. আম্বুলি।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—মসৃণ লোমযুক্ত উদ্ভিদ; জলে কিংবা জলাভূমিতে জন্মে। কাণ্ড মোটা নরম ও সরল, ১-২ ফুট উচ্চ, প্রায় শাখা হয় না। পত্র ১½-২ ইঞ্চি, ডাঁটার বিপরীত দিকে যুগ্ম পত্র হয়, কখন বা তিনটী দেখা যায়; পত্রের কিনারা করাতের ন্যায় দাঁতযুক্ত, অগ্রভাগ সরু ও অবনত। ফুল এক একটী হয়। ফুল সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, বেগুনে দাগ আছে; পুষ্পদণ্ড ১ ফুট লম্বা; ফুলের বোঁটা ½-১ ইঞ্চি। বীজকোষ লম্বা, অগ্রভাগ সরু। উদ্ভিদ দেখিতে অনেকটা কুলেখাড়ার ন্যায়—কুলেখাড়া গাছে কাঁটা আছে, ইহাতে কাঁটা নাই। বর্ষাকালে ফুল হয়, শীতকালে ফল ধরে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা জ্বরে স্নিগ্ধকর ঔষধ। স্ত্রীলোকদের স্তনদুগ্ধ যখন অম্ল হয় তখন প্রসূতিদিগকে ইহার রস খাওয়াইলে দুগ্ধ শোধিত হইয়া থাকে (Dymock)। (Fig 432.)

433. L. gratioloides R. Br. (কার্পূর)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ix, 85 & xii, t. 36; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 696B; Burm., Fl. Zey., t. 55, Fig. 1.

Ref.—F. B. I., iv, 271; Roxb., F. I., iii, 97; B. P., ii, 764; Prain, H. H., 251.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের ধান জমিতে ও আর্দ্রস্থানে বহুপরিমাণে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. অমরাগন্ধক ; বা. কার্পূর।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ, ধান জমিতে জন্মে, সচরাচর গাছের কতক অংশ জলে ডুবিয়া থাকে। গাছ ৪-৮ ইঞ্চি উচ্চ হয়, ইহার গন্ধ তার্পিনের ন্যায়, ত্রিপত্র বিশিষ্ট উদ্ভিদ। গাছের কাণ্ড নরম ও মোটা। কাণ্ডের উভয়দিকে একটীর পর একটী পত্র জন্মে। ½-⅔ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পস্তবক ⅓ ইঞ্চি। বহির্ব্বাস ⅙-⅙ ইঞ্চি লম্বা। এই গাছের আরও ২টী জাতি আছে—Var. intermedia এবং Var. elongata ; প্রথমটীর কাণ্ড মোটা, পত্র ঘন ঘন থাকে—ইহা উত্তর পশ্চিম ভারত, মোরাদাবাদ ও গাড়োয়াল নামক স্থানে দেখা যায় ; দ্বিতীয়টীর কাণ্ড লম্বা—ইহা দাক্ষিণাত্য ও অযোধ্যায় দেখা যায়। বর্ষার পর হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত এই গাছের ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার সংস্কৃত নাম অমরাগন্ধক। ইহা বিষদোষ নাশক, ইহার রস গায়ে লাগাইলে সংক্রামক রোগ হয় না। আদা, জীরা, এলাচ এবং লবঙ্গ যোগে ইহার রস খাইলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়। ইহার রসের সহিত নারিকেল তৈল মিশাইয়া যে তৈল প্রস্তুত হয় উহা শ্লীপদে (গোদে) লাগাইলে উহা আরাম হয় (Rheede)।

Dr. Roxburgh ইহাকে Columnea balsamea বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই গাছের টাট্‌কা গন্ধ কর্পূরের মত বলিয়া ইহার বাঙ্গালা নাম কার্পূর।

Limnophila Roxburghii G. Don. নামে আর এক প্রকার গাছ আছে, ইহা ছোটনাগপুর ও উত্তরবঙ্গে পুষ্করিণীর ধারে প্রচুর জন্মে—ইহাকে বাঙ্গালায় কালাকর্পূর বলে। (Fig. 433.)

Genus—VANDELLIA Linn.

434. V. pyxidaria Maxim. (বকপুষ্প)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ix, t. 57 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 698A.

Ref.—F. B. I., iv, 281 ; Roxb., F. I., i, 137 ; B. P., ii, 769 ; Prain, H. H., 252.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. বক পুষ্প।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—সরল, চিকণ লোমযুক্ত বর্ষজিবী উদ্ভিদ। গাছের গোড়া হইতে শাখা বাহির হয়। গাছ ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা। পত্র ½-¾ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা ছোট, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, বৃন্তদেশ মোটা, দেখিতে ছোলা পাতার ন্যায়। পুষ্পদণ্ড নরম, উহা পত্রের দ্বিগুণ লম্বা। বহির্ব্বাস ⅙-⅙ ইঞ্চি লম্বা; ফুলের পাপড়ি ৩টী, বোঁটার দিক নলাকৃতি। বীজকোষ গোলাকার। বর্ষার শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছ হইতে যে ঘৃত প্রস্তুত হয় উহা গনোরিয়ার ঔষধ এবং ইহার রস বালকদের সবুজ ভেদ হইলে দেওয়া হয় (Dymock, iii, 14)। (Fig. 434.)

Genus—DIGITALIS Linn.

435. D. purpurea Linn. (ডিজিটেলিস)

Fig.—Wood., Med. Bot., i, t. 21 (1790), Ed. 3, ii, t. 78 (1832); Bentl. & Trim., Med. Pl., iii, t. 195; Lamarck, Ill., iii, t. 525, Fig. i (1797); Reich. Ic. Germ., xx, t. 1688.

Ref.—Gard. Chron., (Ser. iii), xxxvi, 208 (1904); U. S. Dept. Agric. Bur. Pl. Indust. Bull., No. 219, p. 33 (1911); New Phyto., x, t. i (1911).

জন্মস্থান—ইউরোপের বহুস্থানে বালুকাময় ও প্রস্তরময় ভূমিতে, আজোর্ ও মাদেরা দ্বীপে জন্মে। এক্ষণে আমেরিকার ওরেগন, ওয়াশিংটন, ভার্জিনিয়া প্রভৃতি স্থানে চাষ হইতেছে। ভারতের সিকিম ও দার্জ্জিলিঙ প্রভৃতি স্থানে অনেক ডাকবাংলার নিকট ডিজিটেলিস গাছ শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। ভারতে বহুপরিমাণে ইহার চাষ আবশ্যক।

বিভিন্ন নাম—Eng. Digitalis.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র ও মূল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। প্রথম বৎসরে গাছের গোড়ায় ঘন পত্র হয়, দ্বিতীয় বৎসরে গাছ ৩-৪ ফুট উচ্চ হয়, গাছের গোড়ার পত্র অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, অগ্রভাগের পত্র ক্রমশঃ ছোট। পত্র ডিম্বাকৃতি ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা এবং ২-৬ ইঞ্চি চওড়া, দেখিতে অনেকটা ধুতুরা পাতার ন্যায়। পত্রের উপরিভাগ ফিকে সবুজবর্ণ ও কোঁকড়ান, বৃন্তদেশ ক্রমশঃ সরু, পত্রের অগ্রভাগ মোটা, নিম্নদেশে ধূসরের আভাযুক্ত, কোমল ও ছোট লোম আছে, কিনারা গোলাকার দাঁতযুক্ত। ইহার ফুল হইলে গাছটী দেখিতে মনোহর হয়। ইহার পুষ্পদণ্ড প্রায় ১৪ ইঞ্চি লম্বা হয় এবং উহার চতুর্দ্দিকে গোড়া হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত গুচ্ছবদ্ধ ৬০-৭০টী বড় ফুল হয়, ফুল বেগুনে, ল্যাভেণ্ডার রংএর ও শ্বেতাভ, ফুলগুলি নিম্নদিকে ঝুলিয়া থাকে, ইহার অগ্রভাগ শ্বেতবর্ণ ও লালবর্ণের দাগবিশিষ্ট, শ্বেতবর্ণ নরম লোমাবৃত। ফুল দেখিতে তিল ফুলের ন্যায়। ফুলের বহির্ব্বাস ৫ ভাগে খণ্ডিত। ফল ⅓ ইঞ্চি লম্বা, উহাতে বহু বীজ জন্মে। জুন মাসে ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—দ্বিতীয় বৎসরের গাছ হইতে ফুল জন্মিবার পূর্ব্বে পত্র সংগ্রহ করিতে হয়। এইগুলি অতিশয় যত্নের সহিত ছায়ায় শুষ্ক করিতে হয়, তৎপরে বায়ু চলাচল করিতে না পারে এমন একটী পাত্রে সযত্নে রাখিয়া দিতে হয়। পত্রগুলি ভাল করিয়া শুষ্ক না করিলে কিংবা রৌদ্র ও আর্দ্রতায় রাখিলে উহার গুণ নষ্ট হইয়া যায়।

ইহা অতিশয় ক্ষমতাপন্ন ঔষধ; ইহা হৃদ্‌যন্ত্রের উপর বেশ কাজ করে ও মূত্রকর। ইহা হইতে Digitalin প্রস্তুত হয় এবং উহা শুষ্ক গুঁড়া পত্র অপেক্ষা শতগুণ শক্তিশালী। ডিজিটেলিস ও Digitalin প্রয়োগ করিতে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত, কারণ শেষোক্তটী অতি উগ্র বিষ, ইহা অধিক দিন ব্যবহার করিলে শরীরে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। ডিজিটেলিস শোথ ও হৃৎপিণ্ডের রোগে বিশেষ মূল্যবান ঔষধ, ইহা হৃৎপিণ্ডঘটিত রোগে উহার ক্রিয়া বাড়াইয়া দেয়। ইহা জ্বর ও অবসাত্তিক জ্বর রোগে প্রয়োগে অতি কৃতকার্য্যতার সহিত রোগ আরাম করে। অপেক্ষাকৃত বেশী মাত্রায় প্রয়োগ করিলে ক্ষিপ্ততা, ভয়ঙ্কর সর্দ্দিজনিত আক্ষেপ, ঋতুনাশ, গর্ভাশয় হইতে রক্তস্রাব রোগ আরাম করে; ইহা কামোদ্রেককারী। (Fig. 435.)

LXXV. BIGNONIACEAE

Genus—OROXYLUM Vent.

436. O. indicum Vent (শোনা)

Fig.—Wight, Ic., t. 1337; Rheede, Hort. Mal., i, t. 43; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 704.

Ref.—F. B. I., iv, 378; Roxb., F. I., iii, 110; B. P., ii, 787; Prain, H. H., 255.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বেহার, উত্তরবঙ্গ; চট্টগ্রাম, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া জেলায় স্থানে স্থানে জন্মে। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. শ্যোনাক, টুণ্টুক, শুকনাশ; বা. হি. শোনা; তে. দন্ডীলাস; তা. বন্‌-আদন্ত্য; সাঁওতাল—বানহাতক।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্‌, বীজ ও ফল। মাত্রা—পাতা চূর্ণ, ½-২ আনা; কাথ, ৫-১০ তোলা; রস, ১-২ তোলা।

বর্ণনা—২০-৩০ ফুট উর্দ্ধ গাছ; ছাল পুরু; পত্র ২-৪ ফুট লম্বা, পক্ষাকার, অগ্রভাগে একটী পত্র থাকে। পত্রিকা ৫ ইঞ্চি লম্বা, ৩-৪ ইঞ্চি চওড়া, অগ্রভাগ সরু, কতকটা বেলপাতার ন্যায়, বোঁটা ছোট। পুষ্পদণ্ড ১০ ইঞ্চি; পুষ্পস্তবক ২½ ইঞ্চি, মাংসল। ফুলের গন্ধ অপ্রীতিকর, অভ্যন্তরভাগ ফিকে লালের আভাযুক্ত পীতবর্ণ; বহির্ভাগ ঈষৎ লালের আভা-

যুক্ত বেগুনে। পাপড়ি ½-১ ইঞ্চি। বহির্ব্বাস ১-½ ইঞ্চি, মাংসল। পুংকেসর খর্ব্ব ও বিস্তৃত, পশমময়; পঞ্চম পুংকেসর অপর ৪টী অপেক্ষা ক্ষুদ্র। স্ত্রীকেসর ২½ ইঞ্চি। ফল ১-৩ ফুট লম্বা ২-৩½ ইঞ্চি চওড়া, কিনারা কতক পরিমাণে বক্র; বীজকোষের আবরণ কাঠের মত শক্ত ও চেপ্টা। বীজ পক্ষ সহিত ৩ ইঞ্চি লম্বা ১½ ইঞ্চি চওড়া। ফল চেপ্টা লম্বা, দেখিতে তরবারির ন্যায়; দুইদিকই ক্রমশঃ সরু (Hook. & C. B. Clarke)। বর্ষাকালে ফুল হয় ও শীতকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড়ের ছাল হিন্দু আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে দশমূল পাচনের একটী মসলারূপে ব্যবহৃত হয়, ইহা ধারক, বলকারক এবং উদরাময় ও রক্তআমাশয়ে বিশেষ ফলপ্রদ। শার্ঙ্গধর ইহার ঝলসান শিকড়ের রস, শিমুলের আঠা উদরাময় ও রক্তআমাশয় রোগে বিধান দেন। তিনি বলেন যে ইহার শিকড়ের ছাল তিল তৈলের সহিত ব্যবহার করিলে কর্ণশূল ও কানের পুঁজ আরাম হয়।

নিঘণ্টুকার মতে ইহা পরিপাককারক, ক্ষুধাবৃদ্ধিকর, তিক্ত, ধারক, স্নিগ্ধকর, কিরকিরে, বায়ুনাশক, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও কফ নাশক। বলদের কাঁধে ঘা হইলে কৃষকেরা সমপরিমাণ হরিদ্রা-যোগে ইহার ছাল বাটিয়া প্রলেপ দেয়।

Dr. Rheede বলেন ইহার ছাল ঘায়ে, কর্ত্তিতস্থানে ও ভগ্নস্থানে প্রয়োগ করিলে উহা আরাম হয়। ইহার শিকড়ের কাথ শোথের পক্ষে হিতকর। Dr. B. Evers বলেন ইহার ছালের কাথ বাতজনিত ফুলায় বিশেষ হিতকর। শোনা ছালের কাথে বাত খোয়াইয়া বহুসংখ্যক রোগী আরাম হইয়াছে। ইহা একটী পরীক্ষিত ঔষধ। মাত্রা—গুঁড়া ৫ হইতে ১৫ গ্রেণ, দিবসে ৩ বার; ১ আউন্স শিকড়, ১০ আউন্স জল, অবশেষ ১ আউন্স, দিবসে ৩ বার। ইহার গুঁড়া ইপিকাকের গুঁড়া অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। ইহার কোন জ্বরনাশক শক্তি নাই (Dymock, iii, 16)।

ইহার কচি ফল পেটফাঁপা ও পেটের দোষ নিবারক। শোনা বীজ বিরেচক (Plants of Chutia Nagpur, 125)।

ইহার মূলের ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে পেঁচো পাওয়া বালককে স্নান করাইলে উক্ত রোগ আরাম হয় (সুশ্রুত)।

শোনা ছালের কাথ বেদনা নিবারক বলিয়া শোথ ও বাতরোগীকে স্নান ও ধাবন জন্য প্রয়োগ হয়। (Fig. 436.)

Genus—STEREOSPERMUM Cham.

437. S. chelonoides DC. (পীতপাটলা)

Fig.—Wight, Ic., t. 1341; Bedd., Fl. Sylv., t. 72; Rheede, Hort. Mal., vi, 26.

Ref.—F. B. I., iv, 382 ; Roxb., F. I., iii, 106 ; B. P., ii, 790. একণে ইহাকে S. tetragonum DC. বলা বিধেয়।

জন্মস্থান—উত্তরবঙ্গ, চট্টগ্রাম, ব্রহ্মদেশ, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. ধারমারু, পীতপাটলা, আটকাপালি ; হি. পাদরী ; তা. কানাবিরু-খাম ; তে. তাগাদা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল, পত্র ও শিকড়।

বর্ণনা—বৃহদাকার গাছ ৩০-৬০ ফুট উচ্চ। বসন্তকালে পত্র পড়িয়া যায়, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ছাল ধূসরবর্ণ, বাহিরের ছাল কর্কের মত। কাষ্ঠ শক্ত, ধূসরবর্ণ। পত্র পক্ষাকার, ১২-১৮ ইঞ্চি লম্বা। ফুল সৌগন্ধযুক্ত ; বহির্ব্বাস ½ ইঞ্চি, তিনটী দাঁতবিশিষ্ট। পুষ্পস্তবক পীতবর্ণ, বেগুনে এবং লাল রংযুক্ত। বীজাধারের মধ্য শিরা উন্নত। ফল লম্বাকৃতি, নরম এবং বক্র, ১০-৩০ ইঞ্চি লম্বা, ½ ইঞ্চি চওড়া ও মসৃণ ; বীজ ১ ইঞ্চি লম্বা, ¼ ইঞ্চি চওড়া, ফল ফাটিয়া বীজ বাহির হয়। গ্রীষ্মকালে ফুল হয় ও শীতের শেষে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র ও ফুলের কাথ জ্বরনাশক (T. N. Mukherjee)। ইহার পাতার রস লেবুর রসের সহিত ব্যবহার করিলে উন্মাদ রোগ আরাম হয় (Rheede)। (Fig. 437.)

438. S. suavolens DC. (পারুল)

Fig.—Wight, Ic , t. 1342 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 708.

Ref.—F. B. I., iv, 382 ; Roxb., F. I., iii, 104 ; B. P., ii, 790.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বেহার, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. শ্বেতপাটলা, মুষ্কক, মধুদূতী (Messenger of Spring) ; বা. পারুল ; হি. পাদ ; তা. পাদরি ; তে. কালগোরু।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল, শিকড়, পত্র, ফুল ও ফল।

বর্ণনা—৩০-৬০ ফুট উচ্চ গাছ, লোমযুক্ত। ছাল ধূসরবর্ণ, বাহিরের কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ পীতাভ ধূসরবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ দাগ আছে, পালিশ করিলে ভাল দেখায় (Gamble)। পত্র ১২-১৮ ইঞ্চি লম্বা, পক্ষাকার ; পত্রিকা ৭-৯ ইঞ্চি লম্বা, ৩-৫ ইঞ্চি চওড়া ; বোঁটা $\frac{1}{12}$ ইঞ্চি। পুষ্পস্তবক ফিকে অথবা ঘনবেগুনে, ফুল তাম্রবর্ণ বা রক্তবর্ণ। বহির্ব্বাস ⅓ ইঞ্চি, লোমযুক্ত, ৩-৫ অংশে বিভক্ত, অতিশয় খর্ব্ব ও বিস্তৃত। ফুলের পাপড়ি ৫টী, পুষ্পাধার

ঘণ্টার ন্যায়। পাপড়ির এক একটী অংশ গোলাকার। ফল ১৮ ইঞ্চি লম্বা, ¾ ইঞ্চি চওড়া, ৪টী শিরাবিশিষ্ট, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বীজ ⅞-১⅛ ইঞ্চি, মধ্যস্থল গভীরভাবে খাঁজকাটা। ফল সরল ও গোলাকার, ১২-২৪ ইঞ্চি লম্বা ও ¾ ইঞ্চি চওড়া। ফলের পরদাগুলি পুরু এবং কাঠের ন্যায় শক্ত (Brandis)। পূর্ব্বকালে পারুল ফুল জলে ফেলিয়া জল সৌগন্ধ করা হইত, এই কারণে ইহার আর একটী নাম অম্বুবাসিনী। ইহার ফুল গ্রীষ্মকালে হয়। শীতকালে ফল পাকে।

পারুল দুই জাতীয় আছে; একপ্রকার গাছের ফুল পীতবর্ণ—ইহার পত্র দণ্ডের দুই দিকে ৪ জোড়া এবং সম্মুখে ১টী পত্র জন্মে, শুঁটী দীর্ঘ ও পাতলা; শ্বেত পাটলার ফুল তাম্রাভ শ্বেতবর্ণ—ইহার পত্র ৩।৪ জোড়া হয়, প্রথম জোড়া বড় পরে ক্রমশঃ ছোট পাতা হয়, ফুলের গন্ধে রাত্রি আমোদিত হয়। ভাবমিশ্র শ্বেত পাটলাকে মুস্কক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, শ্বেতপুষ্প পাটলাকে ঘণ্টাপারুলও বলে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফুল মধুর সহিত মাড়িয়া খাইলে ঘুংড়িকাশি আরাম হয়। শিকড়ের ক্বাথ দশমূল পাচনের উপকরণ। ইহা শান্তিকর, মূত্রকর, বলকারক। ইহা অপরাপর ঔষধের সহিত ব্যবহার হয় (U. C. Dutt)।

তাঞ্জোর দেশে ইহাব ফুলে মিঠাই প্রস্তুত করিয়া রসায়নরূপে ব্যবহার করে। ইহার পত্র বাটিয়া ব্রণে প্রলেপ দিলে ব্রণ আরাম হয় (চরক)।

পারুলের ফুল ও ফলের বসের সহিত কলাই পাক করিয়া মধুর সহিত পান করিলে হিক্কা আরাম হয় (সুশ্রুত)।

পটোল ও পারুলের ছালেব ক্বাথ, ধনে, শুঁঠচূর্ণযোগে পান করিলে অম্লপিত্ত আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

পটোলপাটলাক্বাথো ধান্যনাগরকান্বিতঃ।
জলেনহিতকঃ প্রোক্তশ্চাম্লপিত্ত নিবারণঃ ॥ চক্রদত্তঃ

পাটলার ক্ষার ছাগী মূত্রের সহিত পান করিলে শর্করারোগ আরাম হয়। (Fig. 438.)

LXXVI. PEDALINEAE

Genus—MARTYNIA Linn.

439. M. diandra Glox. (বাঘনখা)

Fig.—Bot. Reg., xxiii, t. 2001 (1837).

Ref.—F. B. I, iv, 386 ; B. P., ii, 791 ; Prain, H. H., 255.

জন্মস্থান—পশ্চিম বঙ্গে, সুরকীর গাদা ও আবর্জ্জনাপূর্ণ স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. বাঘনখা ; হি. বিচু ; সাঁওতাল—বাঘনকা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—ইহা আমেরিকা দেশীয় উদ্ভিদ ; এক্ষণে গঙ্গার কিনারায় ও গ্রামের জঙ্গলের ধারে দেখা যায়। পত্র বৃহৎ, কাণ্ডের উভয় দিকে জন্মে, হৃৎপিণ্ডাকৃতি। ফুল গোলাপ ফুলের মত রংবিশিষ্ট, দেখিতে তিল ফুলের মত। ফল কাষ্ঠময়, বোঁটা আছে, দুই দিকে নখের ন্যায় বক্র কাঁটা আছে। বর্ষার সময়ে ফুল ও বর্ষার পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফল ঘর্ষণ করিয়া দষ্ট স্থানে দিলে বোল্‌তা ও বিছার বিষ আরাম হয় (Dymock)। (Fig. 439.)

Genus—PEDALIUM Linn.

440. P. Murex Linn. (বড় গোক্ষুর)

Fig.—Wight, Ic., t. 1615 ; Lam., Ill., t. 538 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 74.

Ref.—F. B. I., iv, 386 ; Roxb., F. I., iii, 114 ; Rheede, x, 32 ; Prain, H. H., 255.

জন্মস্থান—দক্ষিণ ভারতে ও উড়িষ্যা প্রদেশে বালুকাময় স্থানে ও সমুদ্রের কিনারায় জন্মে।

বিভিন্ন নাম— বা. হি. বড় গোক্ষুর ; তে. পেদ্দা-পাল্লেরু ; তা. পেরু-নারেন্দী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র ও কাণ্ড।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম, কাণ্ডে অনেক শাখাপ্রশাখা আছে। পত্র ত্রিপত্রবিশিষ্ট, ডাঁটার দুইদিকে পক্ষাকারে থাকে, ১-১½ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, উপরিভাগে সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, পত্রের বৃন্তদেশ সরু কিংবা মোটা। বোঁটা ⅛-¼ ইঞ্চি। ফুল গন্ধকের ন্যায় পীতবর্ণ, বক্র পুষ্পদণ্ডে থাকে। বহির্ব্বাস ছোট, বিস্তৃত, ফুলে ৫টী পাপড়ি আছে। পুষ্পস্তবকের ব্যাস ১ ইঞ্চি। ফল ½-¾ ইঞ্চি, উপরের দিকে ক্রমশঃ সরু হইয়া থাকে, নিম্নদিকে সরু ছোট বোঁটায় থাকে, চারিটী কোণবিশিষ্ট, প্রত্যেক কোণে কাঁটা আছে। ফলের ছাল কাষ্ঠের মত শক্ত। শরৎকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার— ইহার পাতার গুঁড়া ১ ড্রাম দুগ্ধ ও চিনির সহিত পান করিলে গনোরিয়া ও গনোরিয়া জনিত বাত আরাম হয়। টাট্‌কা গাছ দুগ্ধ কিংবা জলে বাটিয়া চিনির সহিত খাইলে তীব্র গনোরিয়া আরাম হয়। ইহার শুষ্ক ফল দোকানে বড় গোক্ষুর নামে খ্যাত।

Dr. Emerson বলেন যে ইহার রস চক্ষুরোগে হিতকর। চক্ষের চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিতে হয়।

ইউরোপে সম্প্রতি ইহা স্বপ্নদোষ, মূত্ররোগ ও ধ্বজভঙ্গে ব্যবহার হয় (Practitioner, xvii, 381)। ফলের ১ আউন্স রস ১ পাইন্ট পরিশ্রুত জলে দিয়া প্রত্যহ খাইতে হয় (Dymock)।

ইহার ফলের রস খাইলে স্ত্রীলোকের প্রথম ঋতু আনয়ন করে। গোক্ষুর সূতিকাজ্বরে ব্যবহৃত হয়; ইহাতে প্রসবান্তিক স্রাব নির্গত হইয়া যায়; শিকড়ের কাথ পিত্ত নাশক (Watt)।

ইহার টাটকা পাতা এবং ডাঁটা শীতল জলের সহিত ছেঁচিয়া রস বাহির করিলে একপ্রকার আঠার মত পদার্থ হয়, দেখিতে ডিম্বের শ্বেত অংশের মত। ইহা গনোরিয়ার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। দক্ষিণ ভারতে ইহার পাতার পুলটিস দেয় এবং রস একটী উৎকৃষ্ট পানীয় (Dymock)। (Fig. 440.)

Genus—SESAMUM Linn.

441. S. indicum DC. (তিল)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ix, 54 & 55; Wight, Ill., t. 163.; Bot. Mag., t. 1688; Lam., Ill., t. 528.

Ref.—F. B. I., iv, 387; Roxb, F. I., iii, 100, B. P., ii, 792; Prain, H. H., 255.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রচুর পরিমাণে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. সং. তিল; হি. মিঠাতিল।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, তৈল এবং সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—তিল গাছ ১-২ ফুট উচ্চ, কোমল লোমযুক্ত। পত্র ৩-৫ ইঞ্চি, গাছে ছোট বড় পাতা হয়, উপরের পাতা সরু এবং লম্বা, মধ্যের পাতা ডিম্বাকৃতি ও ক্ষয়প্রাপ্ত, নিম্নের পাতা পাকান। বোঁটা ½-২ ইঞ্চি। ফুল ½ ইঞ্চি, এক একটী কখন বা ২।৩টী হয়। ফুলের পাপড়ি ⅙ ইঞ্চি। পুষ্পস্তবক কোমল ও লোমযুক্ত, ঈষৎ শ্বেতবর্ণ বা লালবর্ণ বা পীতবর্ণের দাগ বিশিষ্ট। বীজকোষ ১ ইঞ্চি লম্বা, ¼ ইঞ্চি চওড়া, উপরদিকে মোড়া থাকে। বীজ ধূসরবর্ণ, মসৃণ এবং কৃষ্ণবর্ণ। হিন্দু বৈদ্যশাস্ত্রে কৃষ্ণ, শ্বেত ও লালবর্ণ তিন প্রকার তিলের উল্লেখ আছে। কৃষ্ণতিল ঔষধে ব্যবহার হয়। রক্ততিলকে রামতিল বলে; ইহার গাছ কৃষ্ণতিলের মত, ফুল চিত্রবিচিত্র, পত্র কৃষ্ণতিল অপেক্ষা বড়। কৃষ্ণতিলে অধিক তৈল থাকে। তিল ২।৩ বার

পেষণ করিতে হয়, নতুবা ইহার তৈল সম্পূর্ণরূপে বাহির হয় না। শীতের প্রারম্ভে ফুল ও শীতের সময়ে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—তিল স্তন্যবর্দ্ধক, মূত্রকর ও বলকারক। ইহা অর্শের পক্ষে হিতকর। তিল জলে বাটিয়া মাখনের সহিত রক্ত অর্শে প্রলেপস্বরূপ ব্যবহৃত হয় তিলের মিষ্টান্ন করিয়া খাইলে অর্শের উপশম হয়। তিল ও তিলের তৈল শান্তিকর, রক্ত আমাশয় নাশক ও মূত্রযন্ত্রের রোগ নাশক। বীজের তৈল ধাতুকর। ইহার সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া খাইলে সর্দ্দি আরাম হয়। তিলের সহিত তিসি মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে কামোত্তেজক ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়। তিলের প্রলেপ দিলে দগ্ধজনিত ক্ষত আরাম হয়। তিল পত্রের লোশন দিয়া কেশ ধৌত করিলে কেশ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। তিলের শিকড়ের কেশ কৃষ্ণবর্ণ করিবার শক্তি আছে (Dymock)।

কথিত আছে তিল অধিক পরিমাণ ব্যবহার করিলে গর্ভপাত হয়। ঋতুনাশ রোগে একমুঠা তিল বাটিয়া ব্যবহার করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

Dr. Evans বলেন তিলের পত্রের রস ব্যবহার করাইয়া তিনি ১৬টী রক্ত আমাশয় রোগীকে আরাম করিয়াছেন। এই ঔষধ ৬।৭ দিন ব্যবহার করিতে হয়। তিনি বলেন ১০ গ্রেণ মাত্রা তিলের গুঁড়া দিবসে ৩ বার খাওয়াইয়া ৩টী বাধক রোগীকে আরাম করিয়াছেন।

কাঁচা বেলের শাঁস, দধির সর ও তিল তৈল সমভাগ লইয়া পাক করিয়া সেবন করিলে আমাশয় আরাম হয় (চরক)। ৮ তোলা তিল পেষণ করিয়া প্রতিদিন ভোজন করিলে ও পরে জল পান করিলে শরীরে পুষ্টি ও দন্ত দৃঢ় হয় (বাগভট্ট)। দগ্ধ তিলের ক্ষার দধি ও মধু যোগে পান করিলে মূত্ররোগ আরাম হয় (হারীত)।

গোক্ষুর ও তিলপুষ্প সমভাগ মধু ও ঘৃত যোগে পেষণ করিয়া মাথায় লাগাইলে ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) আরাম হয়।

কুল মূলের কল্ক, তিল কল্কের রসসহ ছাগদুগ্ধের সহিত পান করিলে রক্ত আমাশয় আরাম হয় (বঙ্গসেন)।

কৃষ্ণতিলের ক্কাথে স্নান করিলে তিমির রোগ আরাম হয়, ইহা চক্ষুর পক্ষে হিতকর (বঙ্গসেন)।

বদরীমূলকল্কস্তু তিলকল্কং তথৈব চ।
সংগৃহ্য সরসং তেষামজাক্ষীরেণ যোজয়েৎ॥
স্নানং কৃষ্ণতিলৈশ্চাপি চক্ষুষ্যং তিমিরাপম্। বঙ্গসেন

গোক্ষুরস্তিলপুষ্পাণি তুল্যে চ মধুসর্পিষী।
শিরঃ প্রলেপিতং তেন কেশৈঃ সমুপচীয়তে। ভাবপ্রকাশঃ

তিলতৈলে অনেক ঔষধ ও কেশতৈল প্রস্তুত হয়। (Fig. 441.)

LXXVII ACANTHACEAE

Genus—CARDANTHERA Buch-Ham.

442. C. uliginosa Buch-Ham. (কালা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 713.

Ref.—F. B. I., iv, 405 ; Roxb., F. I., iii, 52 ; B. P., ii, 799 ; Prain, H. H., 256.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশে ধান্যক্ষেত্রে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. কালা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী নরম গুল্ম, ১ ফুট লম্বা, কাণ্ডের উভয় দিকে যুগ্মপত্র হয়। পত্র ডিম্বাকৃতি ও হৃৎপিণ্ডাকৃতি এবং লোমযুক্ত। পত্রাকার ½-১ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। ফুল ১-৩টী এক সঙ্গে হয় ; পুষ্পদণ্ডের পত্র ডিম্বাকৃতি, দাঁতযুক্ত, পাপড়ি লোমযুক্ত, একটী অপরটী অপেক্ষা লম্বা। পুষ্পস্তবক ⅓-½ ইঞ্চি। বীজাধার ⅛-⅓ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত বীজ অনেক থাকে ; বর্ষার পরে গাছগুলি দেখা যায়। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পত্রের রস লবণের সহিত খাইলে রক্ত পরিষ্কার হয় (Balfour)। (Fig. 442.)

Genus—HYGROPHILA R. Br.

443 H. spinosa Anders (কুলেখাড়া)

Fig.—Wight, Ic., t. 449 ; Rheede, Hort. Mal., ii, t. 54 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 714.

Ref.—F. B. I., iv, 408 ; Roxb., F. I., iii, 50 ; B. P., ii, 802 ; Watt, iv, Pt. I, 316 ; Prain, H. H., 256.

আধুনিক নামকরণানুসারে ইহাকে Asteracantha longifolia Nees বলা বিধেয়।

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের ধান জমির মধ্যে ও পুকুরের কিনারায় বহু পরিমাণে জন্মে ; বোটানিক গার্ডেনের পুকুরের কিনারায় স্থানে স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. কোকিলাক্ষ ; বা. কুলেখাড়া, কাঁটাকলিকা ; হি. গোক্ষুর, তালমাখনা ; তে. নিগুরী-তেরু ; তা. নির্মূলি।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, পত্র ও বীজ। মাত্রা, মূল-কাথ ৫-১০ তোলা; বীজচূর্ণ ১-২ আনা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম, সচরাচর জলার ধারে আর্দ্রস্থানে জন্মে; ইহার পত্র ও কাঁটাগুলি উর্দ্ধদিকে উন্নত; কাণ্ড মোটা ও নরম; গাছের প্রত্যেক গাঁইটে কাঁটা আছে, কাঁটা শক্ত, ২-৪ ইঞ্চি লম্বা; প্রত্যেক গাঁইটে ৬টী পত্র হয়, বাহিরেরগুলি ৪-৫ ইঞ্চি এবং ভিতরেরগুলি ১½ ইঞ্চি, পত্রের গোড়া হইতে পীতবর্ণের ধারাল কাঁটা বাহির হয়। ফুল উজ্জল বেগুনে বা লালবর্ণ, কখন শ্বেতবর্ণ হয়। পুষ্পস্তবক সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বীজকোষ ⅓ ইঞ্চি, প্রত্যেক বীজকোষে ৪-৮ বীজ থাকে। শীতের প্রারম্ভে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু বৈদ্যশাস্ত্র মতে ইহা স্নিগ্ধকর, মূত্রকর ও বলকারক। ইহার শিকড়, বীজ এবং গাছের ছাই সচরাচর শোথের সহিত পিত্ত প্রকোপ, বাত ও মূত্রযন্ত্রের রোগে ব্যবহার হয়।

মুসলমান বৈদ্যেরা ইহার বীজ বাতে ব্যবহার করেন। ইহার ৩ ড্রাম পরিমাণ বীজ, চিনি দুগ্ধ ও মদ্যের সহিত ব্যবহার করিলে কাম উদ্দীপ্ত হয়; ইহা একটী উৎকৃষ্ট রসায়ন।

Ainslie বলেন যে ইহার গুণ কণ্টিকারির তুল্য। Dr. Rheede বলেন যে মালাক্কা দেশে ইহার শিকড়ের কাথ মূত্রকর বলিয়া ব্যবহৃত হয়; ইহা শোথ ও পাথরী রোগে বিশেষ ফলপ্রদ (মাত্রা ½ চামচ, দিবসে ২ বার)।

অনেক ইউরোপীয় ডাক্তারের মতে ও Pharmacopoeia Indica মতে ইহা মূত্রকর বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বম্বে প্রদেশে অনেক ঔষধের দোকানে ইহার বীজ বিক্রয় হয় (Dymock)।

ইহা গনোরিয়া ও মেহ রোগে দুগ্ধ ও চিনির সহিত ব্যবহৃত হয়। ইহার বীজ মুখে দিলে আঠার মত জিহ্বায় লাগিয়া যায় ও বড় বিস্বাদজনক গন্ধ হয়। ইহা শোথ রোগে ব্যবহার হয় এবং ইহার মূত্রকর গুণ নিশ্চয়রূপে স্থির হইয়াছে (Dr. Gibson)।

গোক্ষুর কুলেখাড়া এবং এরণ্ডমূল দুগ্ধে পেষণ করিয়া পান করিলে অশ্মরী আরাম হয় (চরক)।

আলকুশী, কুলেখাড়ার বীজ চূর্ণ, চিনি ও গাভীর দুগ্ধের সহিত পান করিলে একটী উৎকৃষ্ট বাজীকরণ হয় (সুশ্রুত)।

শুষ্ক কুলেখাড়ার মূলের ছাই, গোমূত্র কিংবা গরম জলের সহিত পান করিলে শোথ আরাম হয় চক্রদত্ত)।

চিনির সহিত কুলেখাড়া মূল উত্তমরূপে চর্ব্বণপূর্ব্বক ইহার রস প্রসূতির কানে দিলে শীঘ্র প্রসব হয় (বঙ্গসেন)।

সিতয়া চর্ব্বণং কৃত্বা কোকিলাক্ষস্য মূলকম্।
তৎকর্ণপূরণেনাশু সুখং নারী প্রসূয়তে॥ বঙ্গসেন

কুলেখাড়ার ক্বাথ পান করিলে বা মূল মস্তকে বাঁধিলে নিদ্রাহীন মনুষ্য সত্বর নিদ্রালাভ করে।

কাকজঙ্ঘা ত্বপামার্গঃ কোকিলাক্ষঃ
কাথো নিদ্রাকরঃ শীঘ্রং মূলং বা বান্ধয়েচ্ছিখাম্। হারীতঃ (Fig. 443.)

444. H. salicifolia Nees (কাকনাসা)

Fig.—Wight Ic, Pl., Ind. Or., iv, t. 1490.

Ref.—F B. I., iv, 407 ; Dalz. & Gibs., Bom. Fl., 184 ; Roxb., F. I., iii, 50.

আধুনিক নামকরণানুসারে ইহাকে H. angustifolia R. Br. বলা বিধেয়।

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে ও সিংহলে সাধারণতঃ জন্মে ; বঙ্গদেশে সচরাচর দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. বা. কাকনাসা ; হি. কাউয়াডোরী ; Eng. Indian perry.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—ইহার কাণ্ড ১-৩ ফুট উচ্চ। পত্র ২½ ইঞ্চি লম্বা, ⅙-⅓ ইঞ্চি চওড়া ; উভয় দিকে ক্রমশঃ সরু, লম্বাকৃতি ; বোঁটা ক্ষুদ্র। বহির্ব্বাস ⅙-½ ইঞ্চি, ফলের মূলে বিভক্ত। পাপড়িগুচ্ছ ½-⅔ ইঞ্চি লম্বা, দেখিতে ফিকে বেগুনে রংবিশিষ্ট। পুংকেসর ৪টী। বীজকোষ ½-⅔ ইঞ্চি লম্বা ইহাতে ২০-২৮টী বীজ থাকে (T. Anders, Journ. Linn. Soc., ix, 456)। ইহার, কয়েকটী উপজাতি আছে, যথা H. asaurgens, H. dimidiata (Wall. Pl. As. Rar., iii, 81), H. obovata (Wall. Pl. As. Rar., iii, 81)। শীতের আগে ফুল ও শীতের সময়ে ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কাকনাসা আবের পক্ষে অতি হিতকর ঔষধ। (Fig. 444.)

Genus—ADHATODA Nees

445. A. Vasica Nees (বাসক)

Fig.—Lam., Ill., t. 12 ; Bot. Mag., t. 861 ; Rheede, Hort. Mal., ix, t. 43 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 722A.

Ref.—F. B. I., iv, 540 ; Roxb., F. I., i, 126 ; B. P., ii, 819 ; Prain, H. H., 258.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুর ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

52—1084B

বিভিন্ন নাম—সং. বাসা, সিংহমুখী, সিংহপর্ণী, অরাষক; বা. বাসক; হি. অরূপ; তা. এধাডোড.; তে. আদাসরা; Eng. Malabar nut.

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক, পত্র, মূল, পুষ্প। ত্বক কাথ, ৫-১০ তোলা, পত্ররস, ১-২ তোলা; মূলের ত্বক ১-৪ আনা।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ৪-৮ ফুট উচ্চ হয়, কখন কখন ২০ ফুট উচ্চ দেখা যায়। পত্র ৮-৩ ইঞ্চি, বোঁটা ১ ইঞ্চি, পুষ্পদণ্ড ১-৩ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পদণ্ডের পত্র ৳-½ ইঞ্চি, স্থানে স্থানে বসা। বহির্ব্বাস ⅙-½ ইঞ্চি, ৫ ভাগে বিভক্ত। পুষ্পনল ⅙-½ ইঞ্চি, অগ্রভাগ শ্বেতবর্ণ, ফুলের ডোরাগুলি গোলাপী। পুংকেসর লোমযুক্ত; গর্ভাশয় ও গর্ভকেসর ক্ষুদ্র লোমযুক্ত। বীজকোষ ¾ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত; বীজকোষে ৪টী বীজ থাকে, বীজের ব্যাস ⅛ ইঞ্চি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। গাছের প্রত্যেক অংশ তিক্ত। শ্বেত ও তাম্র ভেদে বাসক দুই প্রকার। শ্বেতপুষ্প বাসক অধিক উচ্চ হয় না; ইহার কাণ্ড সরল, শাখা গোলাকার, পত্র লম্বা, বোঁটা ছোট, ফুল শাখার অগ্রবর্ত্তী পুষ্পদণ্ডে চিহ্নিত দলমিলিত—ইহার নাম সিংহাস্য; দলের অগ্রভাগে বেগুনে রংএর চিহ্ন আছে। তাম্রপুষ্প বাসকের পত্র গাঢ় হরিদ্বর্ণ, মোটা ডালের গাঁইট লালবর্ণ, ইহা কম তিক্ত; বঙ্গদেশে এই বাসক প্রায়ই দেখা যায় না; তাম্রপুষ্প বাসকের নাম অসিতপর্ণী। রক্তপুষ্প বাসক অধিক গুণসম্পন্ন। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বাসকের ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বাসক গাছ সমগ্র ভারতে দেখা যায়। ইহা আক্ষেপ নিবারক, সর্দ্দিনাশক, ও ক্ষয়কাশ এবং হৃদযন্ত্রের রোগে বহুপরিমাণে ব্যবহৃত হয়, বিশেষতঃ পৈত্তিক ও সন্দিজ্বরে বিশেষ হিতকর। হিন্দু বৈদ্যেরা ইহার পাতার রস ১ তোলা মধু ও পিপুলের সহিত সর্দ্দিতে বিধান দেন।

বাসাদ্রাক্ষাভয়াকাথঃ পীতঃ সক্ষৌদ্রশর্করঃ।
নিহন্তি রক্তপিত্তার্ত্তিং শ্বাসকাসঞ্চ দারুণম্॥
রক্তপিত্তং ক্ষয়ং কাসং শ্লেষ্মপিত্তজ্বরস্তথা।
কেবলো বাসককাথঃ পীতঃ ক্ষৌদ্রেণ নাশয়েৎ॥ শার্ঙ্গধরঃ

বাসক, কিসমিস ও হরীতকীর কাথ চিনি ও মধুর সহিত পান করিলে দারুণ রক্তপিত্ত, শ্বাস ও কাস বিনষ্ট হয়। বাসকের কাথ কেবলমাত্র মধুর সহিত পান করিলেও ক্ষয়কাস, রক্তপিত্ত ও শ্লেষ্মপিত্ত জ্বর নাশ হয়।

বাসাক্ষুদ্রামৃতাকাথঃ ক্ষৌদ্রেণ জ্বরকাসহা।
কাসঘ্নঃ পিপ্পলীচূর্ণযুক্তঃ ক্ষুদ্রামৃতাস্তথা॥

বাসক কণ্টিকারী ও গুলঞ্চের শিকড়ের কাথ সর্ব্বসমেত ২ তোলা মধুর সহিত পান করিলে জ্বর ও কাস আরাম হয়। কণ্টিকারী ও গুলঞ্চের কাথ এবং পিপুলচূর্ণ সহ ইহা পান করিলে কাস বিনষ্ট হয়।

বাসকস্য রসপ্রস্থং মাণিকা সিতশর্করা।
পিপ্পল্যাদ্বিপলং তাবৎ সর্পিষশ্চ শনৈঃ পচেৎ ॥
তস্মিন্ লেহত্বমায়াতে শীতে ক্ষৌদ্রপলাষ্টকম্।
দত্ত্বাবতারয়েদ্বৈদ্যো লীঢ়ো লেহোঽয়মুত্তমঃ ॥
হন্ত্যেব রাজযক্ষ্মাণং কাসং শ্বাসঞ্চ দারুণম্।
পার্শ্বশূলং চ হৃচ্ছূলং রক্তপিত্তং জ্বরং তথা ॥ ভাবপ্রকাশঃ

বাসক পাতার রস ৪ সের, চিনি ১ সের, পিপুল ১৬ তোলা, ঘৃত ১৬ তোলা এইগুলি একত্রে সিদ্ধ করিয়া ঘন কর। শীতল হইলে উহাতে ১ সের মধু যোগ করিয়া বেশ মিশ্রিত করিলে বাসকাবলেহ প্রস্তুত হয়। উহা সর্দ্দি, ক্ষয়কাস ও হাঁপানির একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাত্রা ১ কিম্বা ২ তোলা।

বাসক ক্ষয়কাসের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। যতদিন বাসক পৃথিবীতে থাকিবে ততদিন ক্ষয়কাস রোগীকে আর নিরাশ হইতে হইবে না।

নির্ঘণ্টকার বলেন, ইহা শ্লেষ্মা ও পিত্তনাশক, রক্তের পরিশোধক এবং হাঁপানি, সর্দ্দি, জ্বর, বমন, গনোরিয়া, কুষ্ঠ এবং ক্ষয়কাস নিবারক। Makhzen-el-Adwiya বলেন যে বাসকের কাষ্ঠ দাঁতন ও বারুদ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার ফুল পিত্ত, রক্তের উত্তাপ ও গনোরিয়া নাশক। (বাসকের শিকড় সর্দ্দি, হাঁপানি, জ্বর ও গনোরিয়ায় ব্যবহৃত হয়। বাসকের ফল বালকদের গলায় বাঁধিয়া দিলে সর্দ্দি আরাম হয়। ইহার পত্র, ফুল ও শিকড় সিংহলের লোকে আক্ষেপ ও হাঁপানিতে ব্যবহার করে।)

পুরাতন বক্ষপ্রদাহ, হাঁপানি এবং সর্দ্দিজনিত পীড়ায় ইহা একটী প্রত্যক্ষফলপ্রদ ঔষধ (Jackson & Dutt)।

ইহার পাতার চুরুট ব্যবহার করিলে হাঁপানির উপশম হয়। বাসক পত্র জমিতে ছড়াইয়া দিলে উহাতে অপর কোন জলীয় গুল্ম জন্মিতে পারে না বলিয়া প্রবাদ আছে। (বাসক পাতার কাথ ভেক জলৌকাদি ক্ষুদ্র প্রাণীর পক্ষে বিষতুল্য।)

বাসক বিষদোষ ও ক্রিমি নাশক। Dr. Drury বলেন যে "বাসকপাতা কণ্টিকারী ও Solanun trilobatum Linn. (অলর্ক) পাতার কাথ একত্রে পান করিলে ক্রিমিনাশ হয়।"

বর্ম্মাদেশীয় লোকে আঘাতজনিত স্থানে ইহার টাট্‌কা পাতার পুলটিশ দেয় ও ইহার পিষ্ট রস সর্দ্দিতে ব্যবহার করে।

পানীয় জলে বাসক পাতা দিলে যাবতীয় রোগের বীজাণু মরিয়া যায়।

কোমল বাসক পত্র গোমূত্রে পেষণ করিয়া কুষ্ঠ ও পাঁচড়ায় লেপন করিলে তিনদিনের মধ্যে উহা আরাম হইয়া যায়।

বাসকের কাথ বক্ষ হইতে রক্তস্রাব নিবারণ করে এবং চিনির সহিত ইহার কাথ খাইলে বালকদের সর্দ্দি আরাম হয়। বাসক পাতা দিয়া ফল রাখিলে ইহা শীঘ্র নষ্ট হয় না। যক্ষ্মারোগে ভারতের বহুস্থানে বাসক ব্যবহার হয়। বাসক পাতার Alchoholic extract দ্বারা মশা, মাছি প্রভৃতি মরিয়া যায়—ইহা মশা মাছির পক্ষে বিষবৎ। বাসকের মূল, পত্র, শাখা ও পুষ্প একত্রে পেষণ করিয়া যে কাথ হয় উহার সহিত ঘৃত সেবন করিলে যক্ষ্মা, প্রবল কাস, পাণ্ডু ও শ্বাস আরাম হয় (সুশ্রুত)।

চিনি ও মধুর সহিত বাসক পাতার রস পান করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয় (সুশ্রুত)। বাসকের পত্র ও ফুলের রস চিনি ও মধু যোগে পান করিলে অম্লপিত্ত, কাসসংযুক্ত পিত্তশ্লেষ্মাজ্বর আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)। বাসক পাতা গোমূত্রে পেষণ করিয়া ৩ দিন কুষ্ঠে প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ আরাম হয়। বাসকেব মূল কটিতে বাঁধিয়া দিলে এবং ইহা পেষণ করিয়া নাভিতে ও যোনিদেশে প্রলেপ দিলে প্রসূতি সুখে প্রসব করে (চক্রদত্ত)। কফজনক হামে বাসক পত্র মধুযোগে পান করিলে হাম আরাম হয়। (Fig. 445.)

Genus—ANDROGRAPHIS Wall.

446. A. paniculata Nees (কালমেঘ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., t. 56; Bentl. & Trim., t. 197; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 722B.

Ref.—F. B. I., iv, 501; Roxb., F. I., i, 117; B. P., ii, 809; Watt, i, Pt. 1, 240; Prain, H. H., 257.

জন্মস্থান- সমগ্র ভারতবর্ষ, আসাম, বঙ্গদেশ, হুগলী হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. মহাতিক্ত, ভূনিম্ব, কিরাত; বা. কালমেঘ; হি. মহাতিয়া; তে. নেলাবেমু; তা. নীলা বেম্বু।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ, পাতার রস। মাত্রা, কল্ক ১-৪ আনা; কাথ ৫-১০ তোলা; বালকের পক্ষে ১০-২০ ফোঁটা।

বর্ণনা- সরল বর্ষজীবী গুল্ম, ১-৩ ফুট উচ্চ, শাখাগুলি চতুষ্কোণ, পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, বৃন্তদেশ ক্রমশঃ সরু, অগ্রভাগ সরু, প্রধান শিরা ৪-৬টী, জোড়া জোড়া, বোঁটা ক্ষুদ্র অথবা

ইঞ্চি। ফুল ছোট, এক একটী হয়, বিস্তৃত ও স্ফুটিত। বহির্ব্বাস ইঞ্চি লম্বা। ফুল লাল অথবা শ্বেতবর্ণ, ইঞ্চি লম্বা, লোমযুক্ত। পুংকেসরদণ্ড লোমযুক্ত। বীজকোষ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ সরু। কোষের মধ্যে বীজ অনেক থাকে, উহা চতুষ্কোণ ও কোমল লোমযুক্ত। বর্ষার শেষ হইতে শীতকাল অবধি ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কালমেঘ অতিশয় তিক্ত, ইহা হইতে স্ত্রীলোকেরা আলুই প্রস্তুত করে। কালমেঘ পাতার রস, দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, গোলমরিচ এই গুলি পেষণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করে। ইহা বালকদের পেটকামড়ানি, অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠবদ্ধে প্রয়োগ হয়।

ইহার শিকড় ও পত্র জ্বর নাশক, উদরাময় নিবারক, বলকারক, ক্রিমিনাশক ও বায়ুপিত্তকফের দমন কারক। ইহা সাধারণ দৌর্ব্বল্যে, রক্ত আমাশয়ে ও কয়েক প্রকার অম্লরোগে ব্যবহার হয়।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে Gipsy জাতীয় লোকেরা ইহার টাট্‌কা পাতা ও তেঁতুল যোগে এক প্রকার বটিকা প্রস্তুত করে; উক্ত ঔষধ সর্পবিষের প্রতিষেধক বলিয়া খ্যাত। একটী বটিকা জলে পেষণ পূর্ব্বক আঠার মত করিয়া দষ্ট স্থানে প্রলেপ দেয় এবং ইহার কিয়দংশ চক্ষে প্রলেপ দেয়। দুইটী বটিকা ১ ঘণ্টা অথবা ২ ঘণ্টা অন্তর এক্মাত্রায় খাওয়ান হয়।

কালমেঘ, ঈশের মূলের পত্র এবং অশ্বগন্ধার ত্বক দিয়া যে ঔষধ হয় উহা দেশীয় হাকিমেরা বলকারক, উপদংশনাশক ও উপদংশজনিত ক্ষতনাশক বলিয়া বিধান দেন। অনেক রোগীকে ইহা দিয়া বিশেষ ফল লাভ হইয়াছে (Morris, Watt's Dic.)।

ইহাকে দেশীয় চিরেতা বলে, বিলাতে ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। কালমেঘ গাছ বর্ষার শেষে সংগ্রহ করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া রাখিতে হয়, অনন্তর উহা বাজারে বিক্রয় করা যাইতে পারে। ইহা হইতে এক বিলাতী জ্বরনাশক ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহা ম্যালেরিয়া জ্বর, উদরাময় ও আমাশয় নাশক।

আলুই প্রস্তুত—জীরা, রাঁধুনী, মৌরী, জায়ফল, বড় এলাচের খোসা সমভাগ লইয়া কালমেঘের রসে পেষণ করিয়া ছোট ছোট বটিকা তৈয়ারী করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। এই বটিকা একটি স্তনদুগ্ধের সহিত শিশুকে সেবন করাইতে হয়। এই আলুই ইংলণ্ডে কুইনাইনের প্রতিনিধিরূপে ব্যবহৃত হইতেছে; ইহার নাম হালতিতা। মাত্রা, কালমেঘের শুষ্ক পত্র ১০ গ্রেণ, গোলমরিচ ২০ গ্রেণ।

কালমেঘ, রক্ত আমাশয়ে দৌর্ব্বল্য রোগে ব্যবহার হয়। ইহা অগ্নিদীপক, বলবর্দ্ধক, জ্বরনাশক, এবং বালকের পক্ষে হিতকর (Murray)। (Fig. 446.)

Genus—ACANTHUS Linn.

447. A. ilicifolius Linn. (হরকুচকাঁটা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 48 ; Wight, Ic., t. 459.

Ref.—F. B. I., iv, 481 ; B. P., ii, 800 ; Roxb., F. I., iii, 32 , Prain, H. H., 255.

জন্মস্থান—সুন্দরবন, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনা, সচরাচর জলের কিনারায় জন্মে। গঙ্গানদীর ধারে কলিকাতার নিকট। মালাবারের সমুদ্রতীরে সিংহল, মালাক্কা উপদ্বীপ।

বিভিন্ন নাম—সং. হরিকসা ; বা. হরকুচকাঁটা, হারগোজা ; মারহাট্টা—মারাণ্ডী ; তা. কালুতাইমুল্লী।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, পত্র এবং নরম শাখা।

বর্ণনা—সাধারণ সবুজ পত্রাচ্ছাদিত গুল্ম, সচরাচর নদীর কিনারায় জন্মে। গাছের গোড়ার দিক কাষ্ঠময়, অথবা একটী কন্দের ন্যায় মোটা মূলবিশিষ্ট দেখায়। কাণ্ড ১-৫ ফুট, কোমল লোমময়। পত্র ৬ ইঞ্চি লম্বা এবং ২½ ইঞ্চি বিস্তৃত, দাঁতযুক্ত, পক্ষাকার ও মসৃণ। বোঁটা ¼ ইঞ্চি। ফুল ৪-১৬ ইঞ্চি লম্বা, কাণ্ডে জন্মে, প্রায় এক একটী হয়। ফুলটী ২ জোড়া, ½-¾ ইঞ্চি বহির্ব্বাস দ্বারা রক্ষিত। পাপড়ি ১½ ইঞ্চি লম্বা, উজ্জ্বল নীলবর্ণ। ফুলের পুংকেসর ৪টী। বীজকোষ উজ্জ্বল ধূসরবর্ণ, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু ৬টী শিরাযুক্ত, উজ্জ্বল, মস্তক মোটা। বীজ ½-¾ ইঞ্চি। বীজকোষের ভিতরে ২টী লম্বা গহ্বর আছে, কোষের মধ্যে ৩-৪টী বীজ থাকে। পক্ক অবস্থায় বীজ শ্বেতবর্ণ। গ্রীষ্মকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় সর্দ্দিনিবারক এবং কাসি ও হাঁপানিতে ব্যবহার হয়। ইহার মূল দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া, শ্বেত প্রদর ও সাধারণ দৌর্ব্বল্যে ব্যবহার হয়। ইহার কাথ মিছরী ও জীরার সহিত ব্যবহার করিলে অম্ল ঢেকুরের সহিত অজীর্ণ রোগ আরাম হয় (Dymock)। গোয়া নামক স্থানে ইহার পত্র বাত রোগে প্রলেপ রূপে ব্যবহার হয়। শ্যাম এবং কোচীনের লোকে এই গাছ হাঁপানি ও পক্ষাঘাত রোগে বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া ব্যবহার করে। নরম ডালের অগ্রভাগ এবং পত্র জলে বাটিয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে সর্পবিষ নষ্ট হয় (Rheede)। (Fig. 447.)

Genus—BARLERIA Linn.

448. B. prionitis Linn. (কাঁটাঝাঁটি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ix, t. 41 ; Wight, Ic., t. 432 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 720B.

Ref.—F. B. I., iv, 482; Roxb., F. I., iii, 36; B. P., ii, 812; Watt, i, Pt. ii, 400; Prain, H. H., 257.

জন্মস্থান—পশ্চিমবঙ্গ, বম্বে, মান্দ্রাজ, আসাম, শ্রীহট্ট এবং লঙ্কাদ্বীপ; শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে বহুপরিমাণে জন্মে। হুগলী জেলার জঙ্গলের ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. কুরুন্টক, বজ্রবাদণ্ডি; বা. কাঁটাঝাঁটি; তা. সেম্মুলি; তে. মুলীগোরাণ্ট।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ ও পত্র।

বর্ণনা—ঘন শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট গুল্ম, ২-৫ ফুট উচ্চ, কখন কখন বেড়ায় রোপণ করা হয়। ইহাতে অতিশয় কাঁটা আছে। পত্র ৪ ইঞ্চি লম্বা ও ½ ইঞ্চি চওড়া। ফুলের পাপড়ি ৫টি, পাপড়ির মস্তকদেশ মোটা ও বিস্তৃত। পুষ্পস্তবক ১½-১¾ ইঞ্চি ও কোমল লোমযুক্ত। ফুল উজ্জ্বল লেবু রং বিশিষ্ট ও পীতবর্ণ, এক একটী হয়। পুংকেসর ৪টী, ইহার মধ্যে ২টী ক্ষুদ্র। গর্ভকেসর সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বীজকোষ ¾-১ ইঞ্চি, উহাতে ২টী বীজ থাকে; বীজের ব্যাস ⅓ ইঞ্চি, অতিশয় চেপ্টা ও ডিম্বাকৃতি।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মান্দ্রাজ দেশে ইহার পাতার রস বালকদের শ্লেষ্মা ও জ্বরে ব্যবহৃত হয়। দগ্ধগাছের ছাই, কাঁজী ও জলে মিশ্রিত করিয়া শোথ, সর্ব্বাঙ্গীন শোথ ও সর্দ্দিতে দেওয়া হয় (Ainslie)।

বম্বেপ্রদেশে পাতার রস বর্ষাকালে পায়েব হাজায় ব্যবহার করে। কঙ্কন দেশে গাছের শুষ্ক ছাল ঘুংড়ি কাসিতে ব্যবহার করে। ছালের ২ তোলা রস দুগ্ধের সহিত খাইলে শোথ আরাম হয়। ইহার পিষ্টমূল ফোড়ায় দিলে ফোড়া বসিয়া যায়। ঝাঁটীর শাখা ও পত্র সরিষার তৈলের সহিত পাক করিয়া সেই তৈল কাটা ঘায়ে দিলে ঘা আরাম হয় (Dymock)।

ইহার পত্র লবণ দিয়া দন্তে লাগাইলে দন্ত বেদনা আরাম হয় ও দন্ত শক্ত হয় (Sakharam Arjun)। ইহা উপদংশ রোগ নিবারক (Dr. Stewart)।

ঝাঁটি বালকদের সর্দ্দি ও উদরাময়ে ব্যবহার হয় (Dr. Thompson)। ইহার শিকড় ও সমগ্র গুল্ম মূত্রকর ও বলকারক (Trimen)। পত্রের রস পায়ের তলায় লাগাইলে পায়ের তলা ফাটা নিবৃত্তি পায়। (Fig. 448.)

449. B. cristata Linn. (শ্বেতঝাঁটি)

Fig.—Bot. Mag., t. 1615; Wight, Ic., t. 453; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 721.

Ref.—F. B. I., iv, 488; Roxb., F. I., iii, 37; B. P., ii, 812; Watt, i, Pt. ii, 399; Prain, H. H., 257.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর ; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান জেলায় জঙ্গলের ধারে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. সৈরেয়ক ; বা. শ্বেতঝাঁটি।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গুল্ম।

বর্ণনা—সরল ছোট গুল্ম। শাখা পীত লোমযুক্ত। পত্র ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা ও ১ ইঞ্চি চওড়া, উহাতে পীতবর্ণের লোম আছে। প্রত্যেক গাঁইট হইতে দুইদিকে খাড়া ভাবে শাখা বাহির হয়। পুষ্পনল ফিকে লম্বা। পাপড়ি ৬টি, বীজকোষ ¾ ইঞ্চি, ইহাতে ৪টি বীজ থাকে। বীজ গোলাকার চেপ্টা ও পশমময়। শ্বেতঝাঁটি সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। বর্ষার শেষ হইতে শীতের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল পেষণ করিয়া মধু ও চাউল ধোয়া জলের সহিত খাওয়াইলে ইন্দুরের বিষ ও সর্পবিষ নষ্ট হয়। ইহার মূল এবং পত্র আঘাত জনিত ফুলায় হিতকর। পত্রের টাট্‌কা রস সর্দ্দিনিবারক। (Fig. 449.)

450. B. strigosa Willd. (নীলঝাঁটি)

Fig.—Goebel Entfaltung, Pfl. 249 (1920).

Ref.—F. B. I., iv, 489 ; Roxb., F. I., iii, 39 ; B. P., ii, 812.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, উত্তরবঙ্গ. গোরক্ষপুর, অযোধ্যা।

বিভিন্ন নাম—সং. দাসী ; বা. নীলঝাঁটি।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—ছোট গুল্ম ২-৮ ফুট উচ্চ, কাণ্ড লোমযুক্ত। পত্র ৪½-৬ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু। পত্রের শিরা ৬-৮ জোড়া। ফুল ঘন লোমযুক্ত, পুষ্পদণ্ডের উপরিভাগে অনেকগুলি একসঙ্গে থাকে। বহির্ব্বাস ঘন, ½-১ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পস্তবক ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, নীলবর্ণ, পুষ্পনল ফিকে নীলবর্ণ। বীজকোষ ¾ ইঞ্চি লম্বা, উপরিভাগ সরু। বীজকোষে ৪টী বীজ থাকে। বীজ পশমের মত লোমযুক্ত (Duthie)। নীলঝাঁটির ফুল পত্রের গোড়ায় থাকে, এই গাছ সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না। ফুল মে মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত এবং ফল শীতকালে জন্মে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল সাঁওতালেরা সর্দ্দিতে ব্যবহার করে (Rev. Campbell)। নীলঝাঁটির পত্রের রস গায়ে লেপন করিলে ছুলী (সিধ্ম) আরাম হয়। পাতার কাথে মুখ ধৌত করিলে দাঁত শক্ত হয় ও নড়া দাঁত বসিয়া যায়। (Fig. 450.)

237. Rhizophora mucronata Lamk. (খামো)

238. Kandelia Rheedii W. & A. (গোরিয়া)
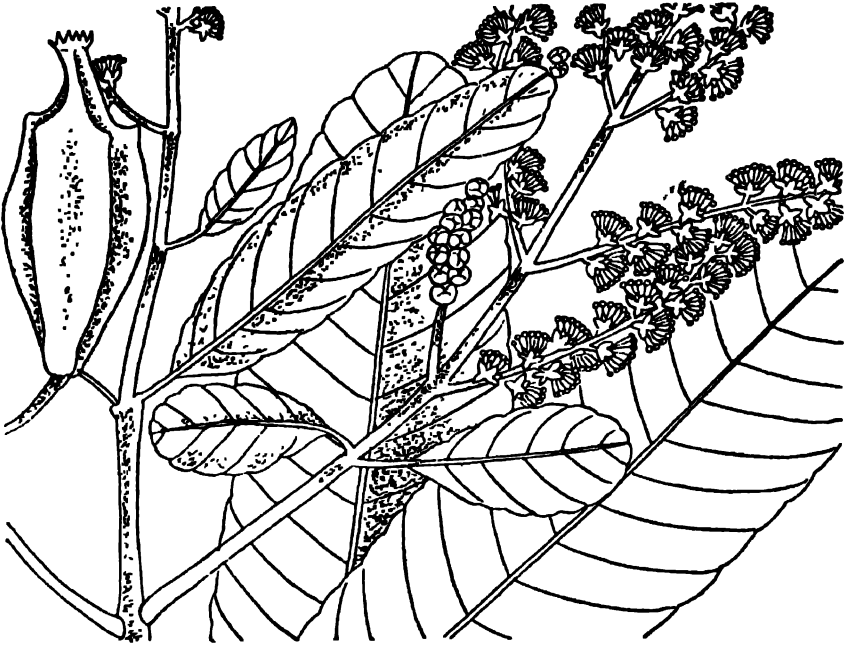
239. Terminalia Arjuna Bedd. (অর্জ্জুন)
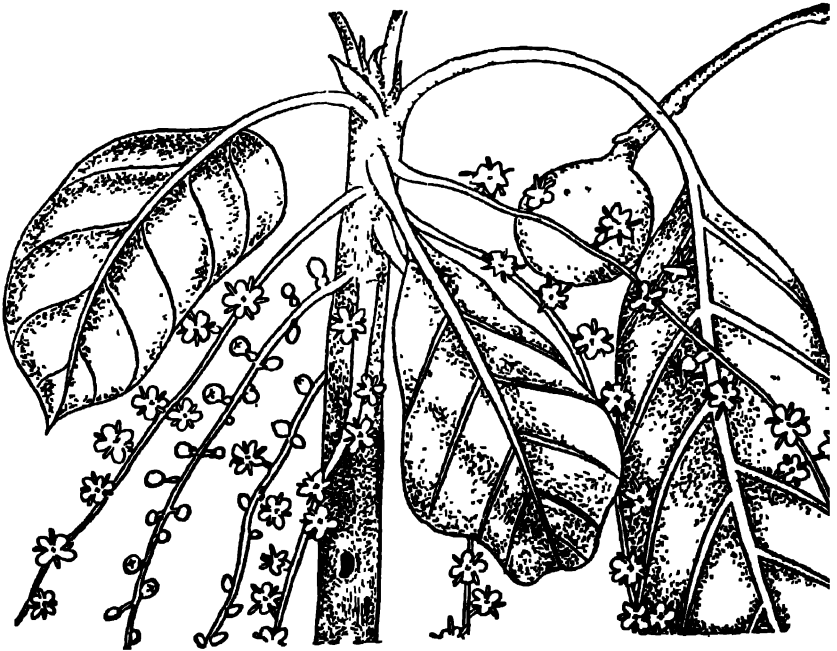
240. Terminalia belerica Retz. (বহেড়া)

241. Terminalia Catappa Linn. (বাদাম)

242. Terminalia Chebula Retz. (হরীতকী)
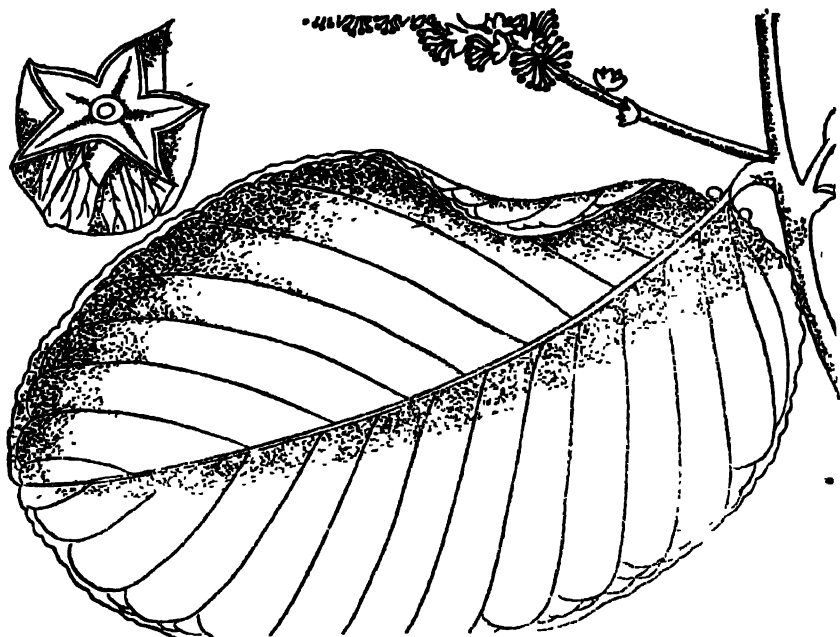
243. Terminalia tomentosa Bedd. (অসন)

244. Anogeissus latifolia Wall. (দাওয়া)

245. Quisqualis indica Linn. (রঙ্গনবেল)

246. Barringtonia acutangula Gaertn. (হিজ্জল)
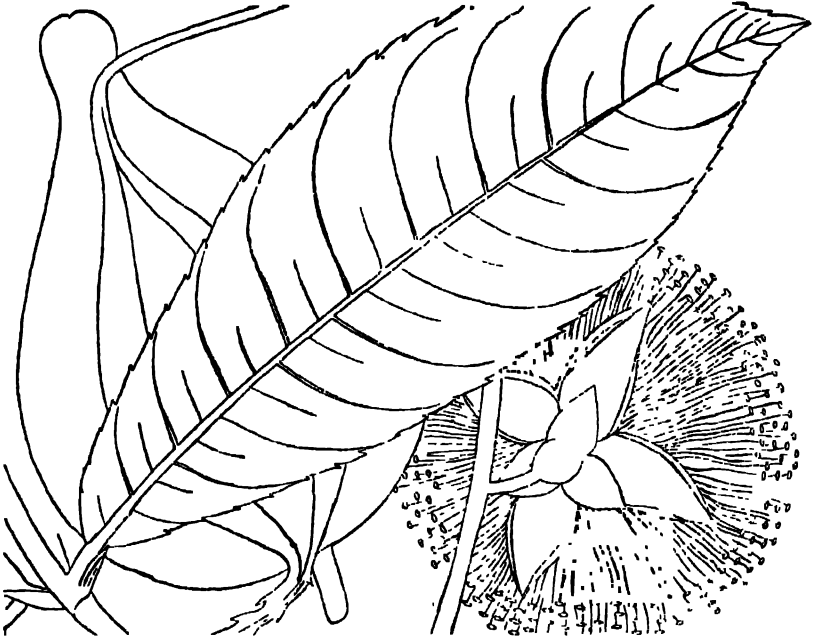
247. Barringtonia racemosa Bl. (সমুদ্রফল)
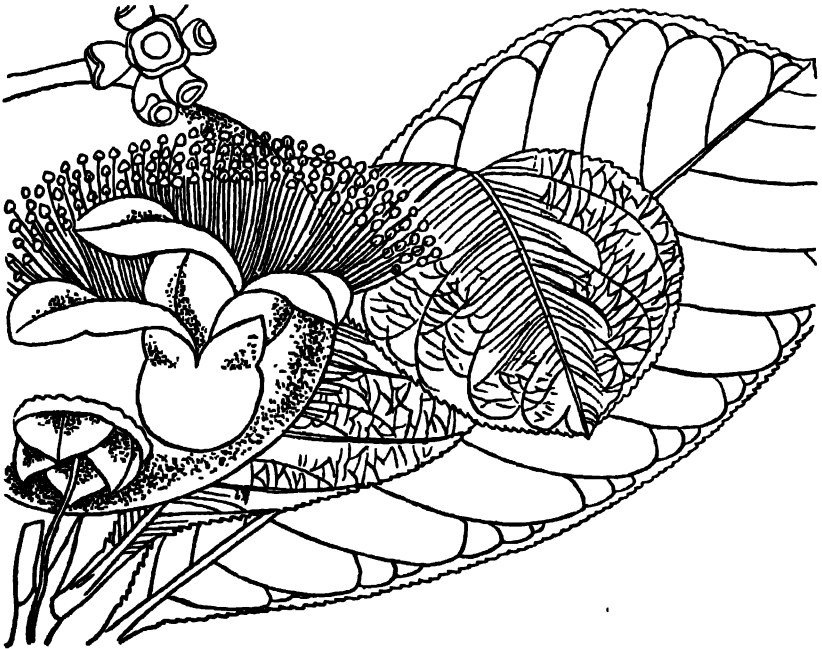
248. Careya arborea Roxb. (কুম্ভী)
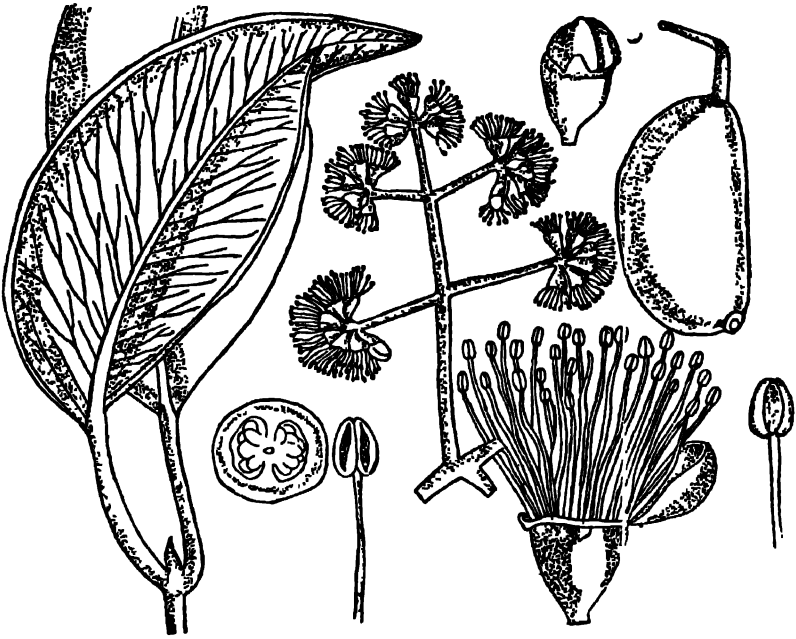
249. Eugenia Jambolana Linn. (কালজাম)
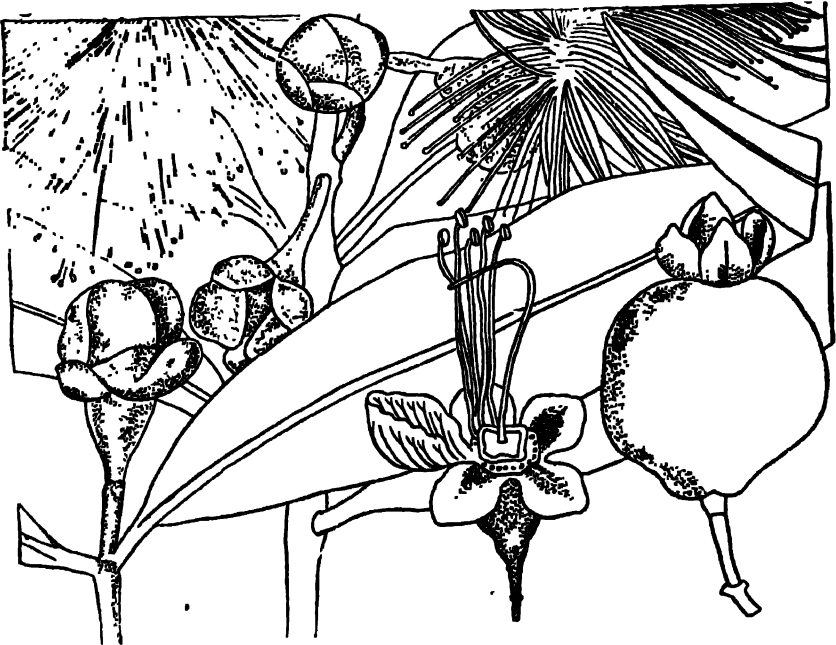
250. Eugenia Jambos Linn. (গোলাপজাম)

251. Eugenia caryophyllata Thunberg. (লবঙ্গ)

252. Myrtus communis Linn. (বিলাতী মেন্দী)
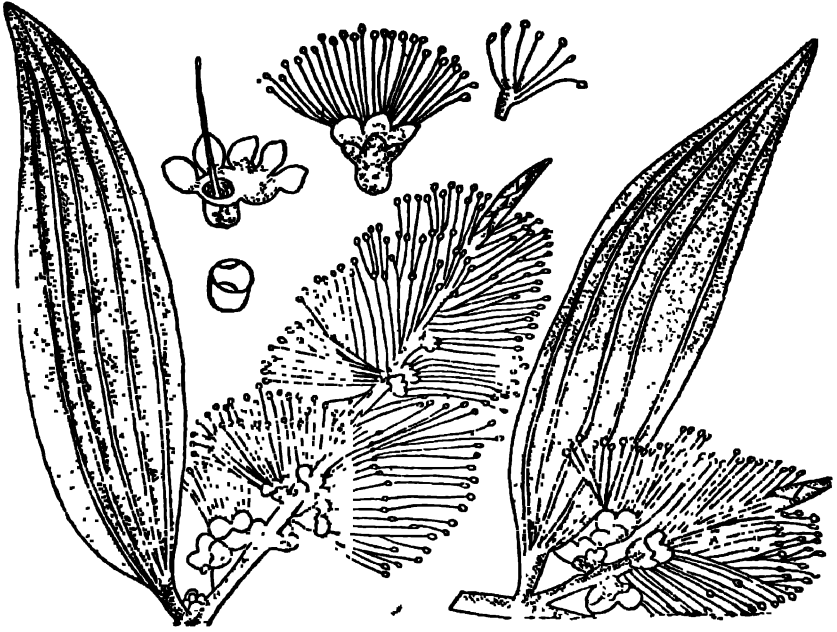
253. Melaleuca Leucadendron Linn. (কাজুপটি)
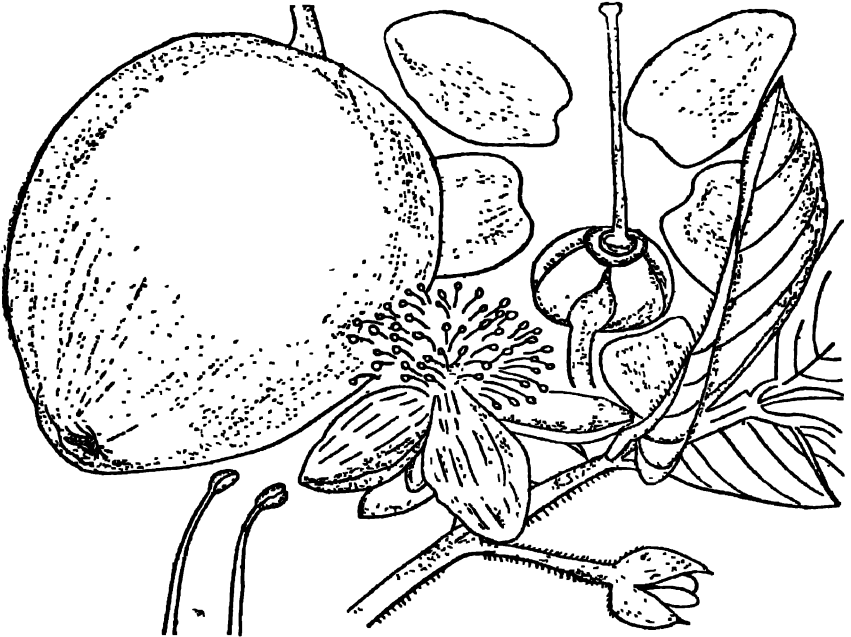
254. Psidium Guayava Linn. (পেয়ারা)

255. Memecylon edule Roxb. (বম্বে অঞ্জন)
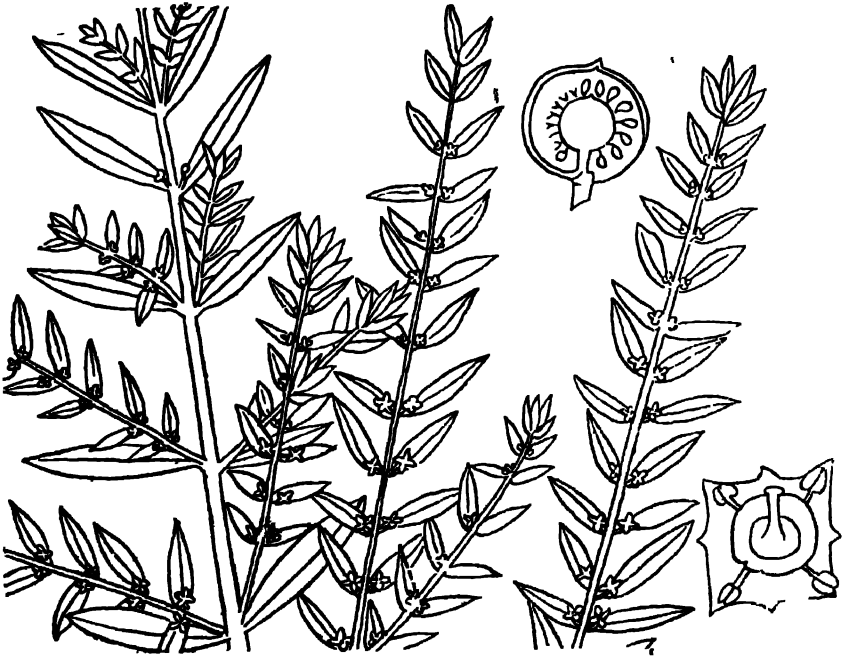
256. Ammannia baccifera Linn. (দাদমারি)
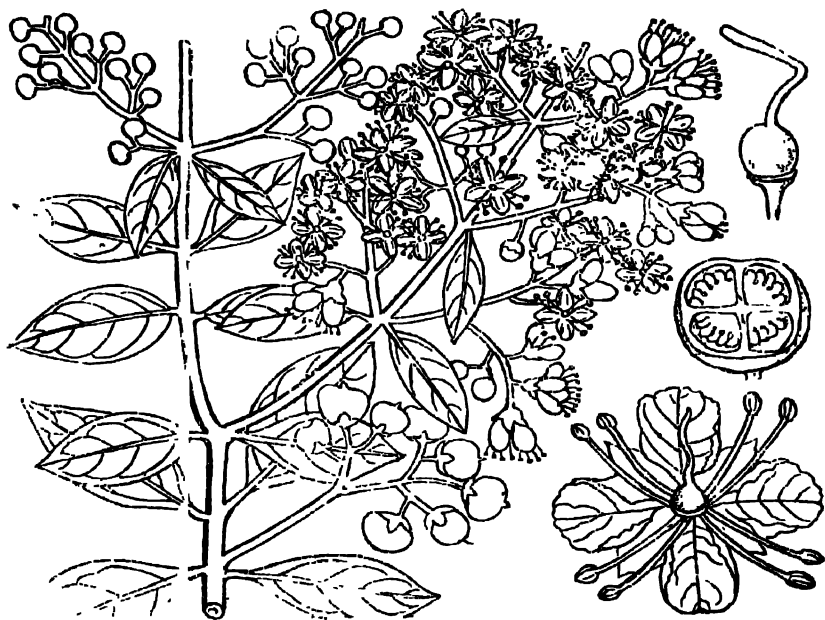
257. Lawsonia alba Lamk. (মেহেদী)
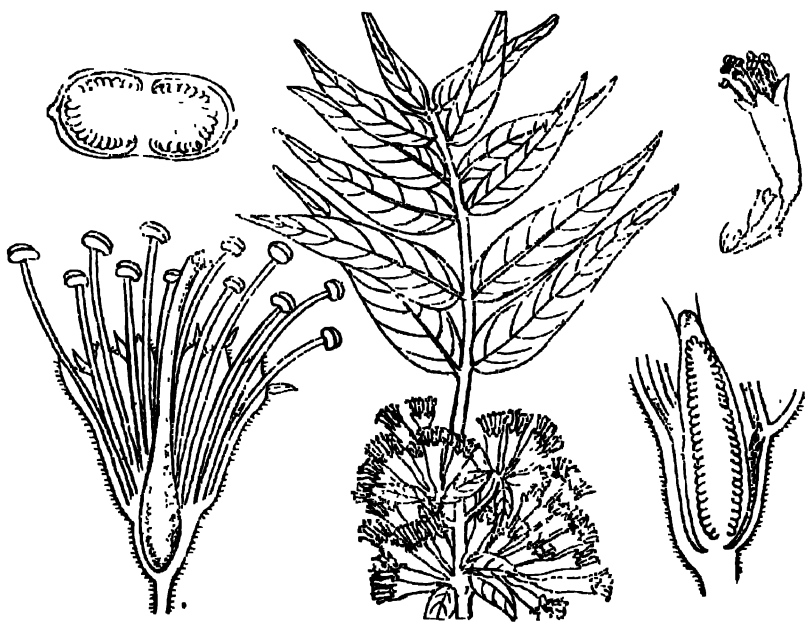
258. Woodfordia floribunda Salisb. (ধাইফুল)

259. Lagerstroemia Flos-Reginae Retz. (জারুল)

260. Punica Granatum Linn. (দাড়িম্ব)

261. Jussiaea suffruticosa Linn. (বনলবঙ্গ)

262. Jussiaea repens Linn. (কেসরদাম)
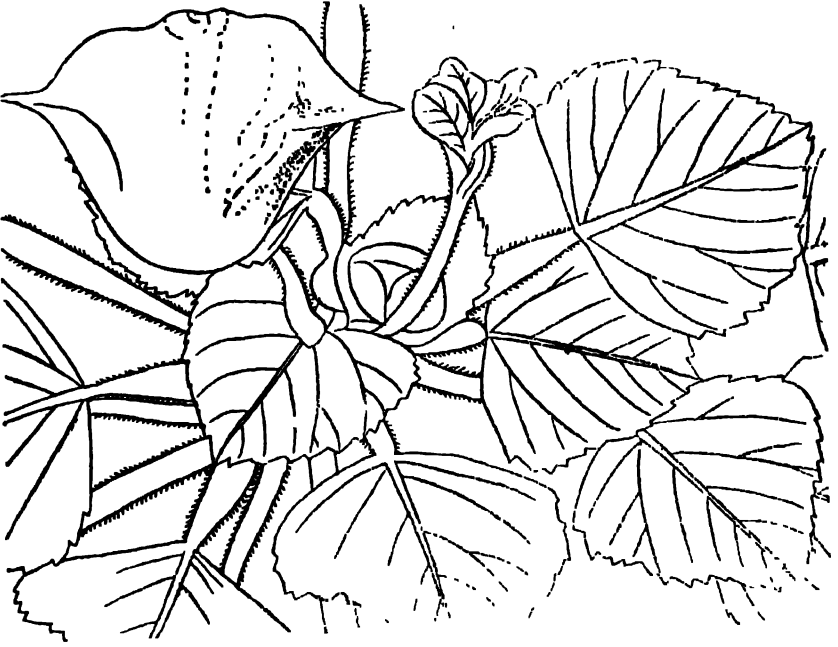
263. Trapa bispinosa Roxb. (পানিফল)

264. Casearia tomentosa Roxb. (চিল্লা)
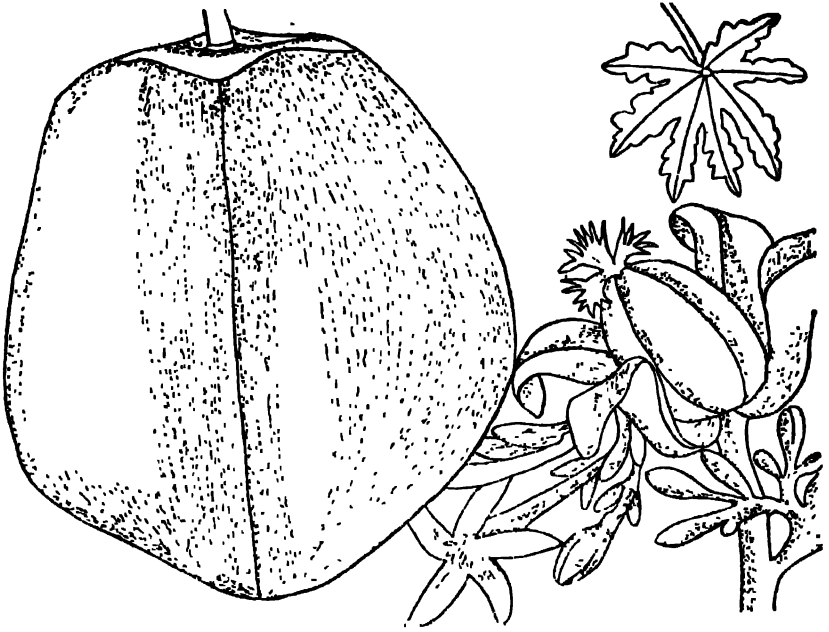
265. Carica Papaya Linn. (পেঁপে)
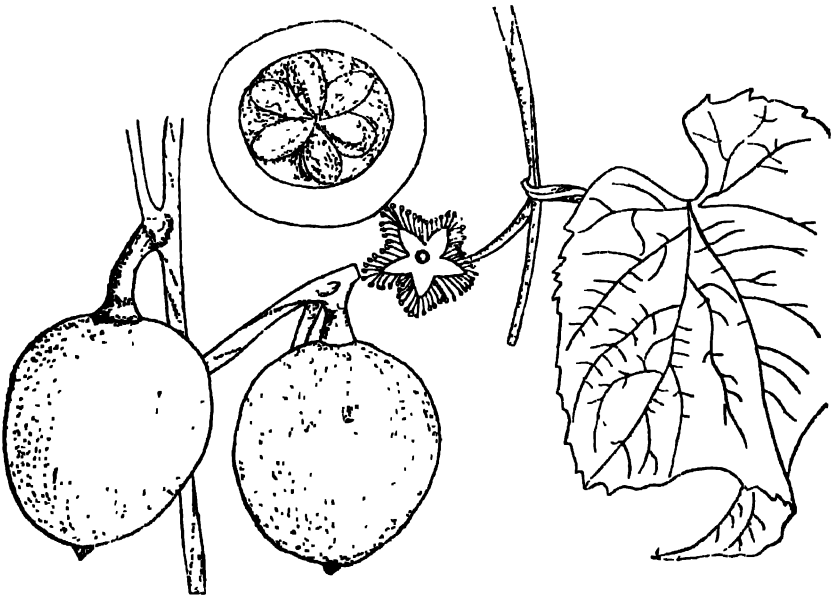
266. Trichosanthes palmata Roxb. (মাকাল)
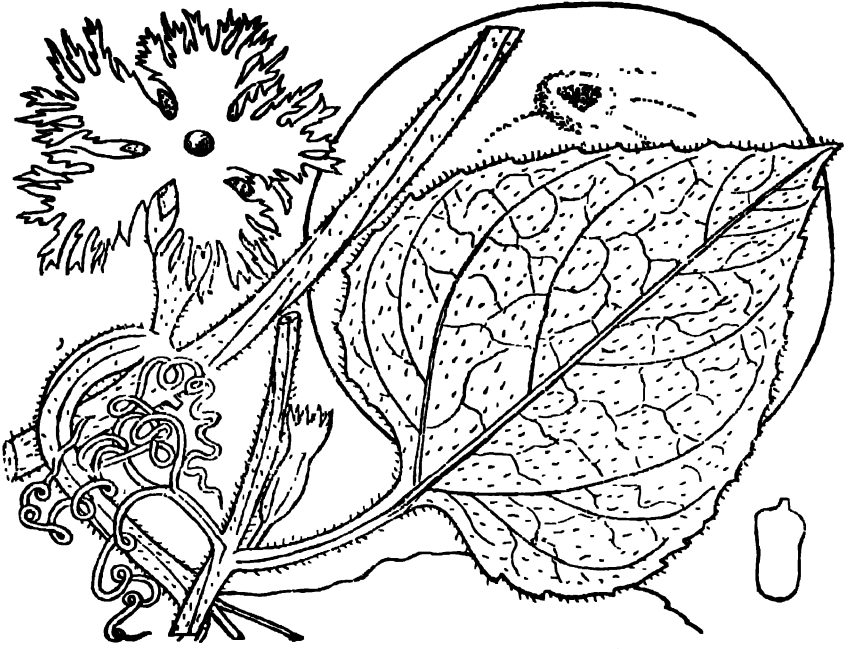
267. Trichosanthes cordata Roxb. (ভুঁইকুমড়া)
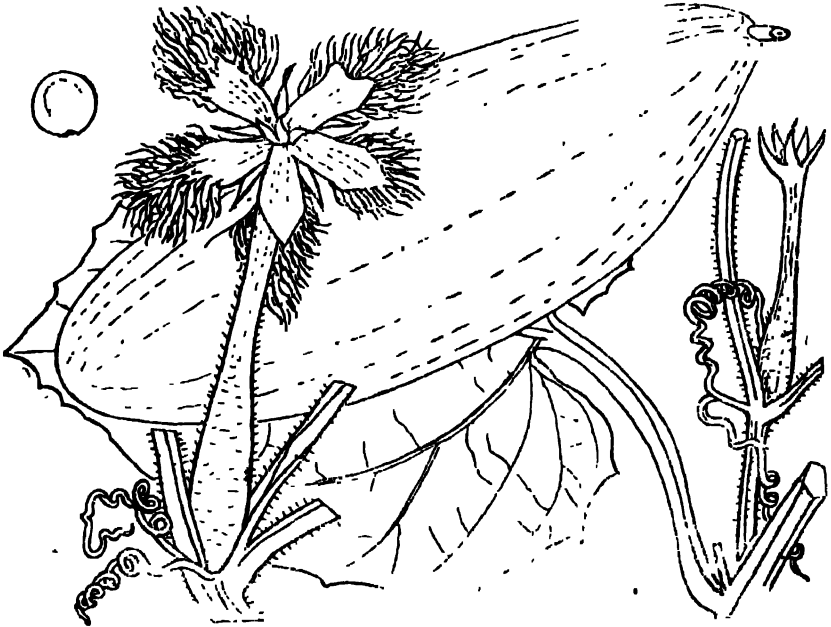
268. Trichosanthes dioica Roxb. (পটোল)
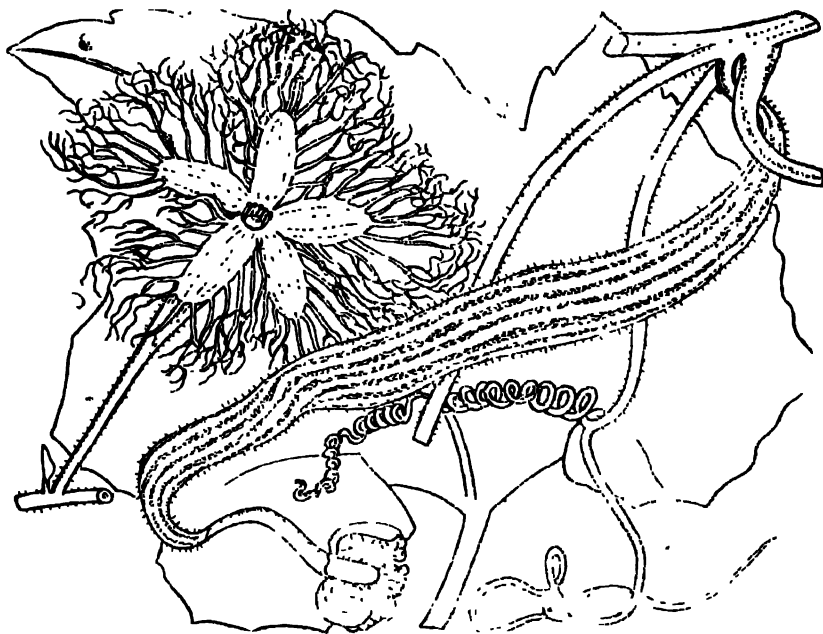
269. Trichosanthes anguina Linn. (চিচিঙ্গা)
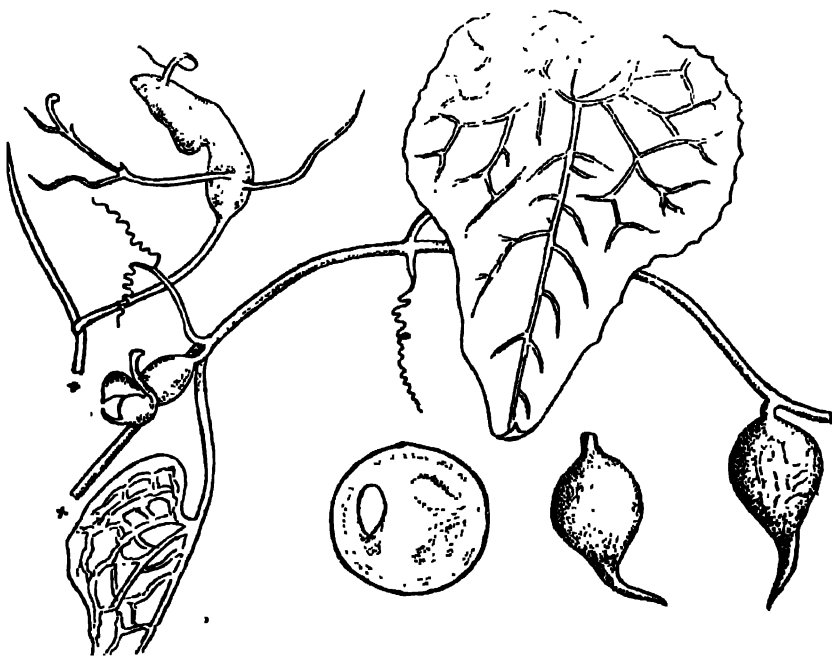
270. Trichosanthes cucumerina Linn. (বনচিচিঙ্গা)
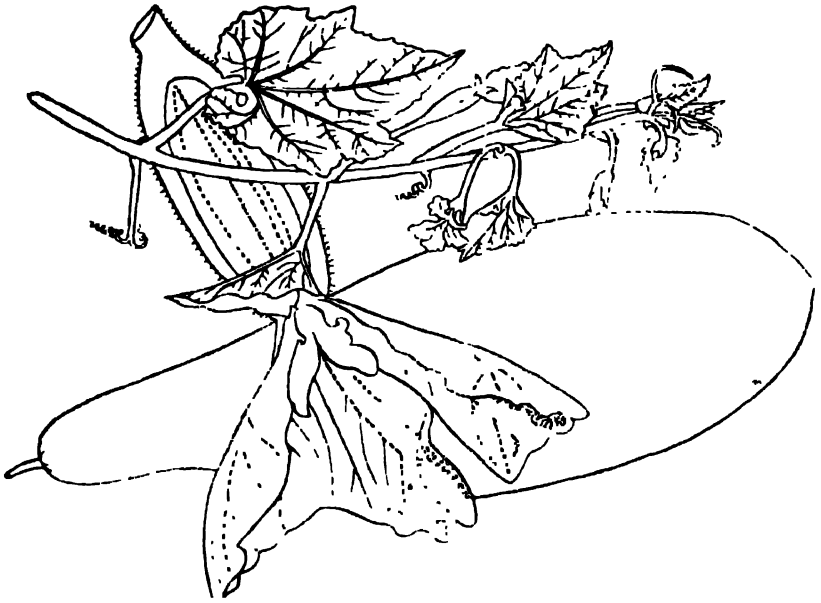
271. Lagenaria vulgaris Seringe. (লাউ)

272. Luffa acutangula Roxb. (ঝিঙা)

273. Luffa amara Roxb. (ঘোষালতা)
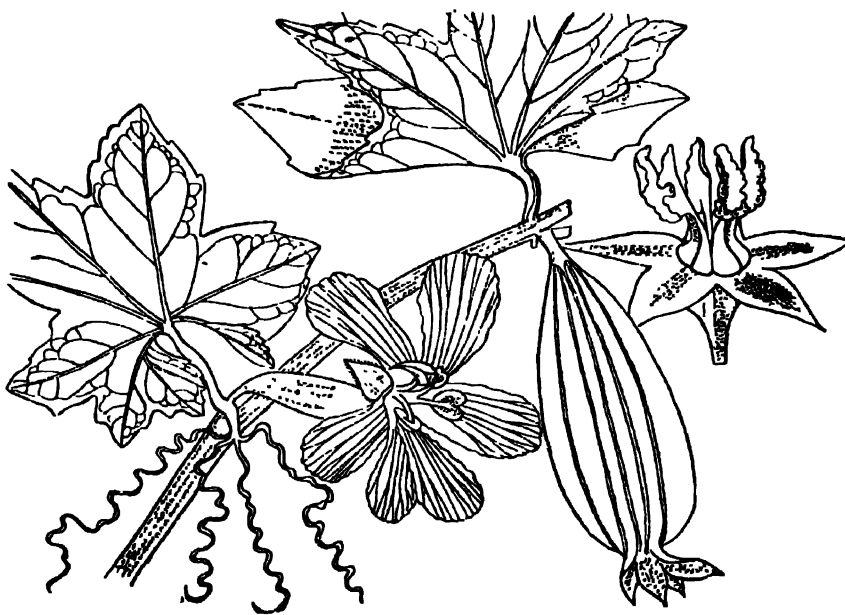
274. Luffa aegyptiaca Mill. (ধুন্দুল)
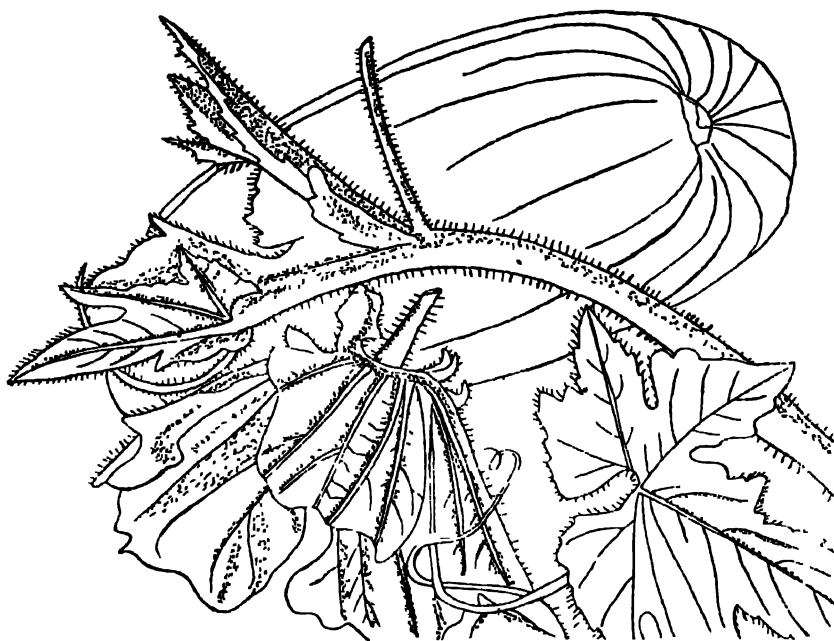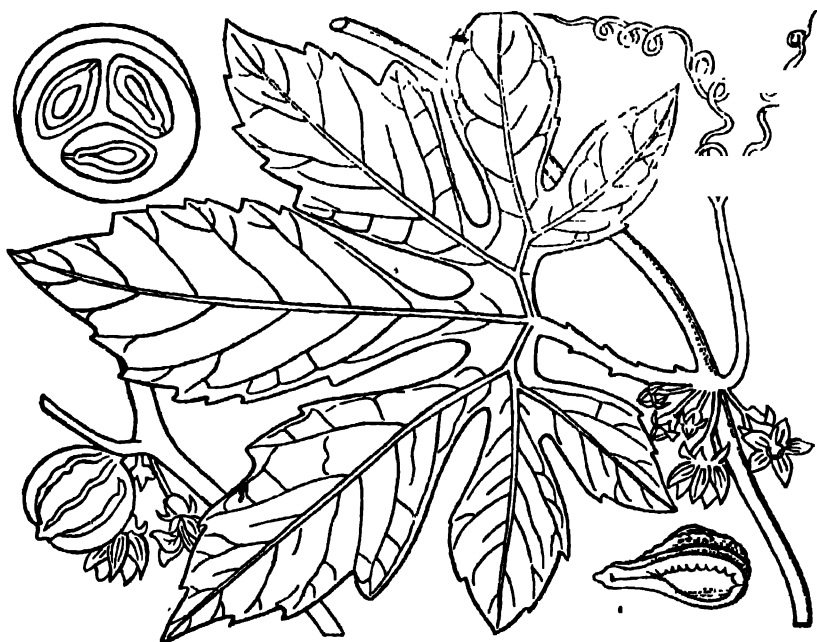
275. Benincasa cerifera Savi. (ছাঁচিকুমড়া)

276. Bryonia laciniosa Linn. (মালা)
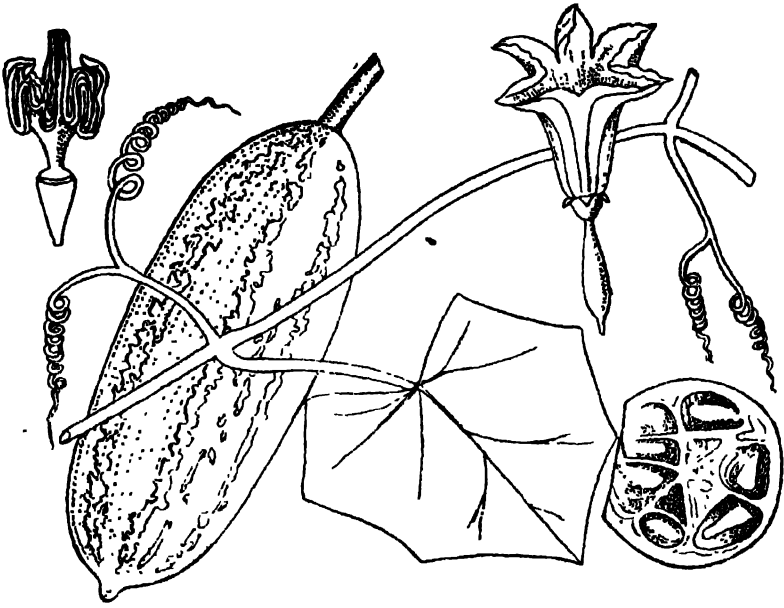
277. Cephalandra indica Naud. (তেলাকুচা)

278. Citrullus Colocynthis Schrad. (ইন্দ্রবারুণী, রাখালশসা

279. Citrullus vulgaris Schrad. (তরমুজ)
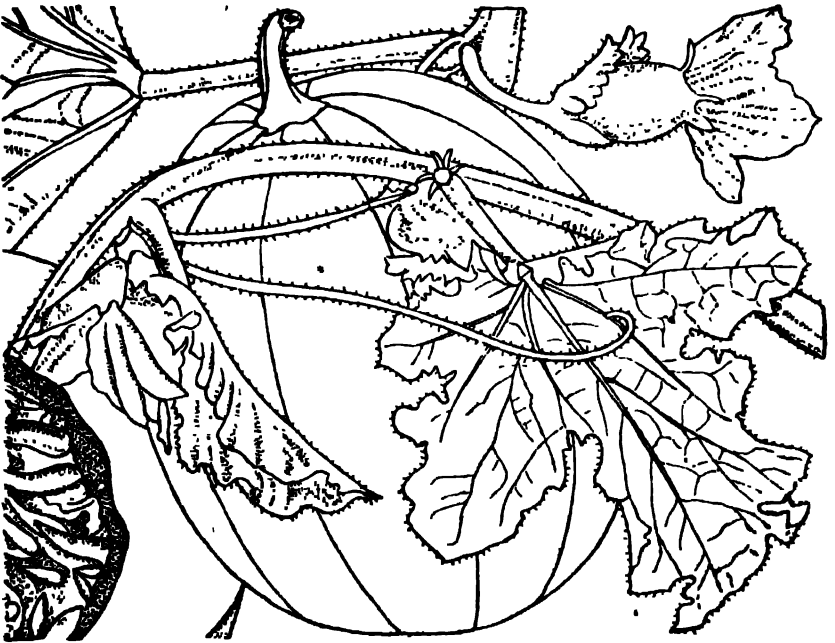
280. Cucumis Melo Linn. (কাঁকুড়, কুটী)
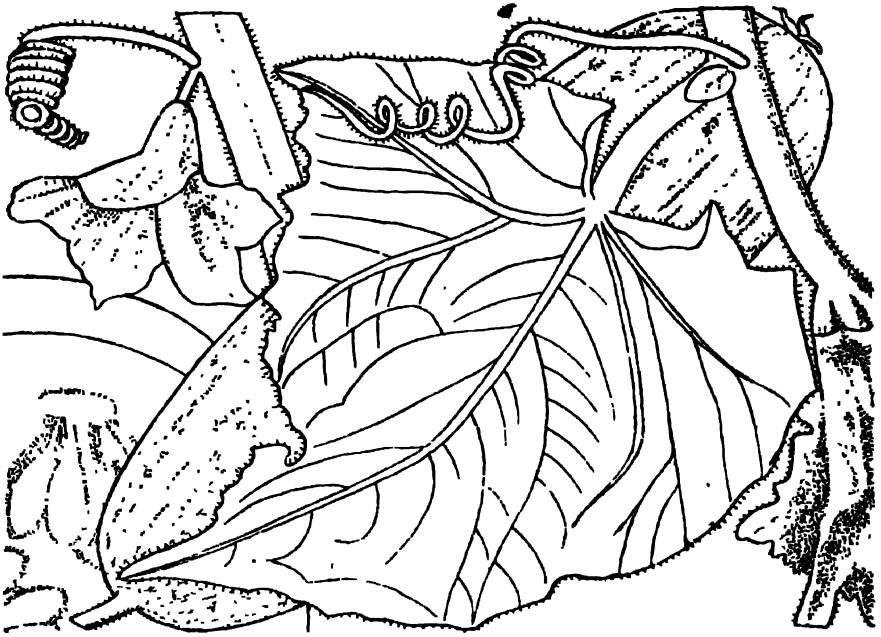
281. Cucumis sativa Linn. (শশা)
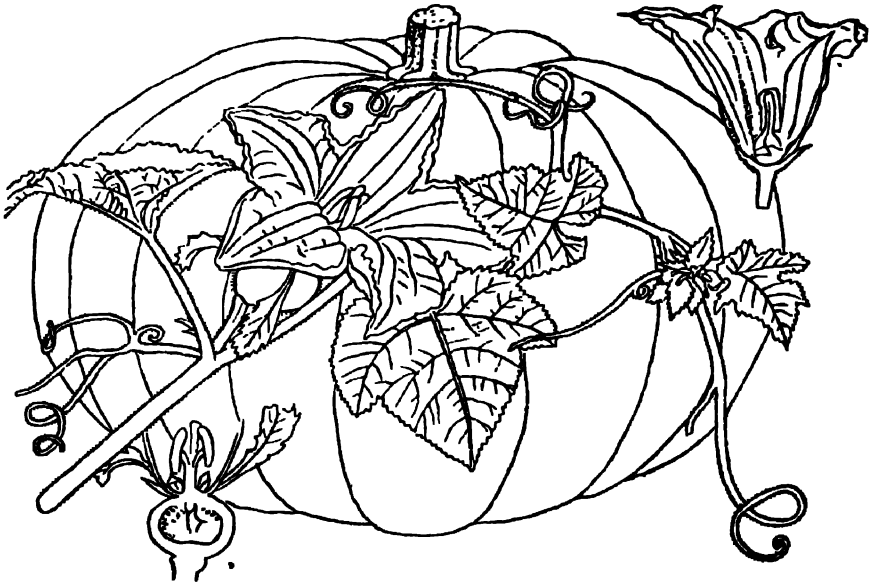
282. Cucurbita maxima Duch. (মিঠাকুমড়া)
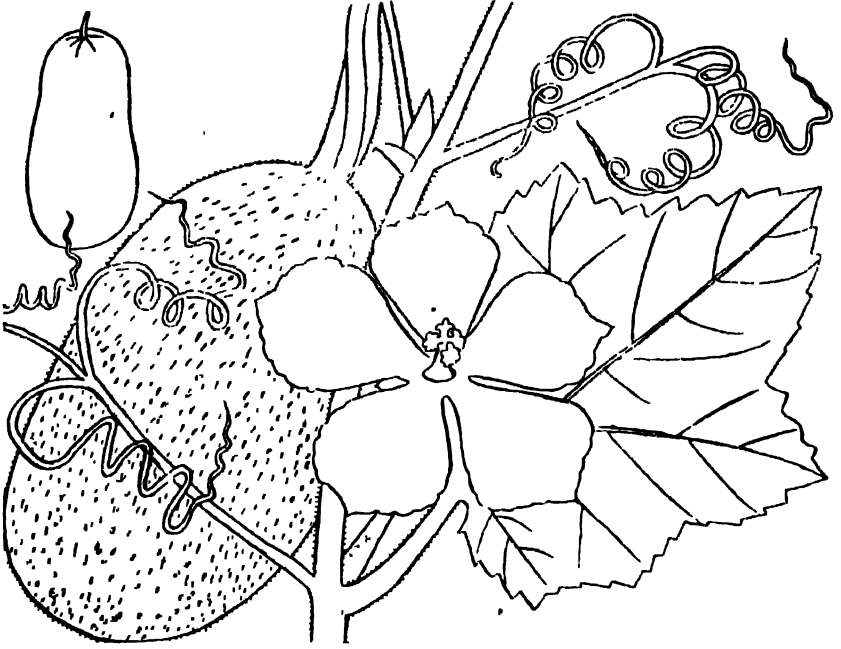
283. Cucurbita pepo DC. (কুমড়া, ক্ষেতকুমড়া)
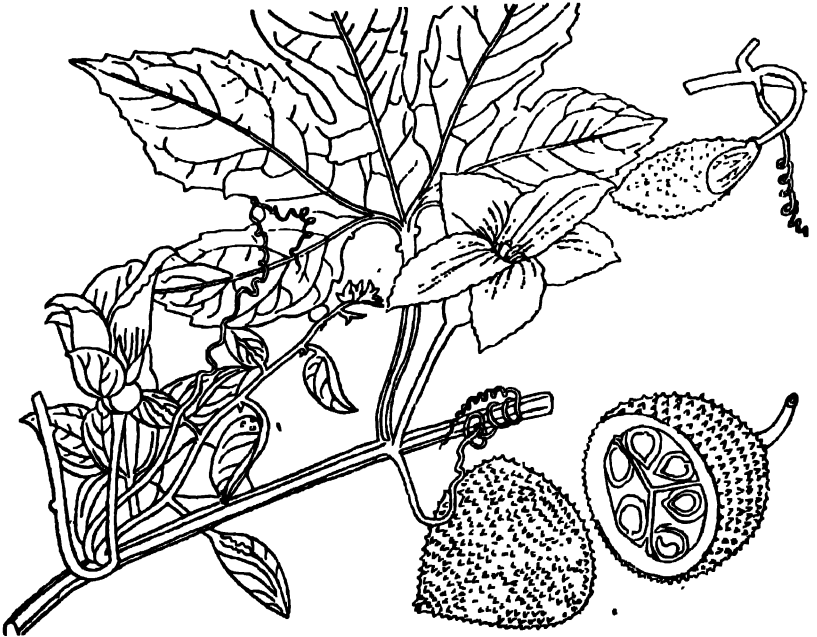
284. Momordica cochinchinensis Spreng. (কাঁকরোল)
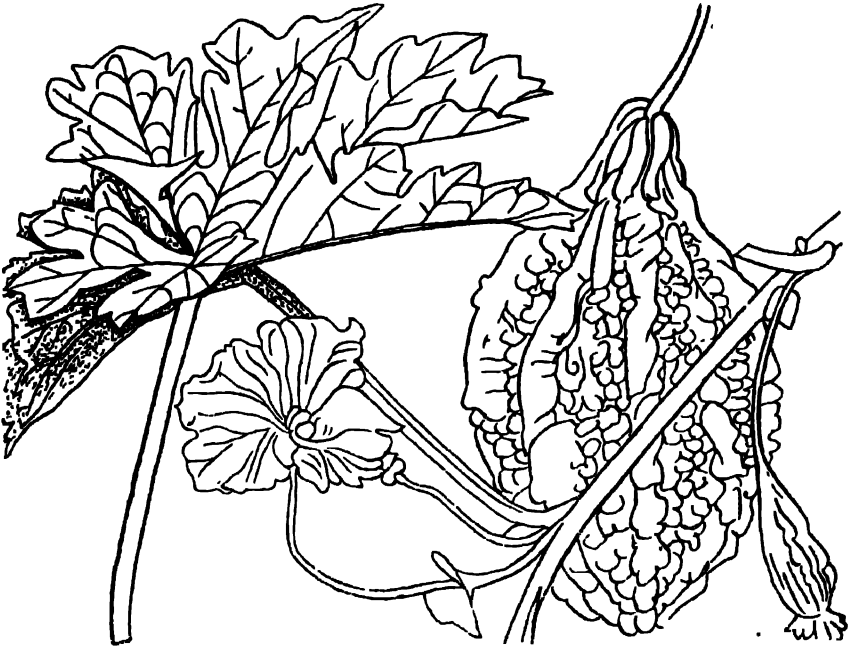
285. Momordica charantia Linn. (করলা)

286. Momordica dioica Roxb. (ধারকরলা)
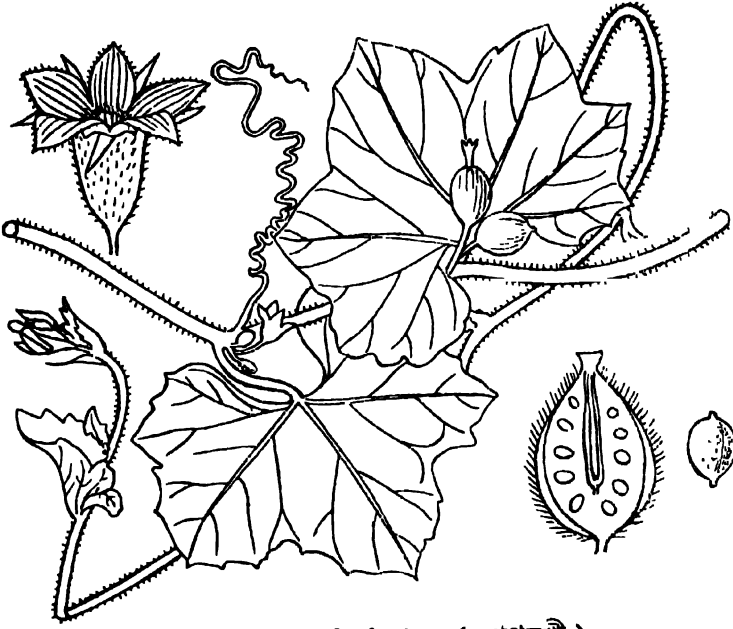
287. Mukia scabrela Arn. (আগমুখী)
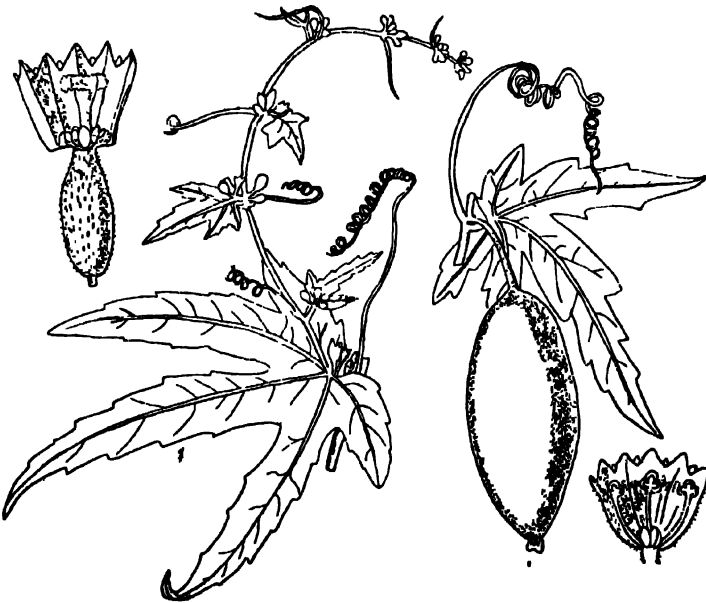
288. Zehneria umbellata Thw. (কুদারী)
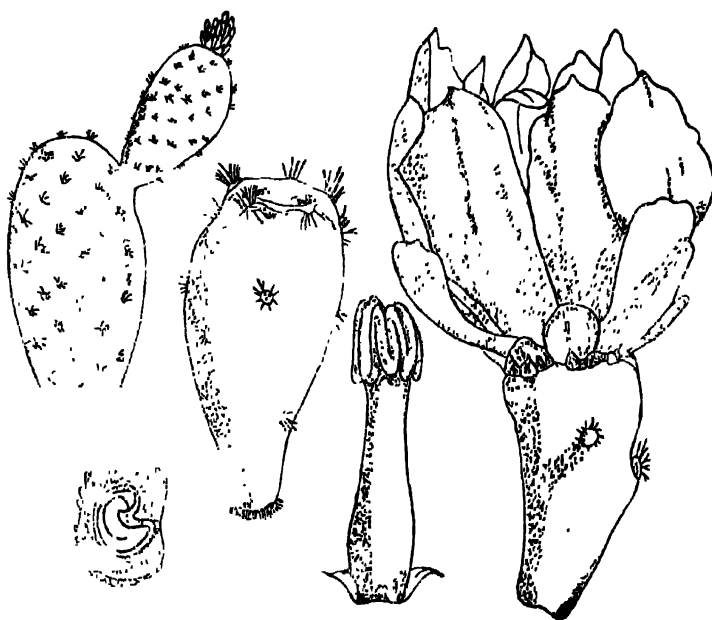
289. Opuntia Dillenii Hav. (ফণিমনসা)

290. Trianthema monogyna Linn. (সাবুনী)

291. Mollugo spergula Linn. (গীমাশাক)
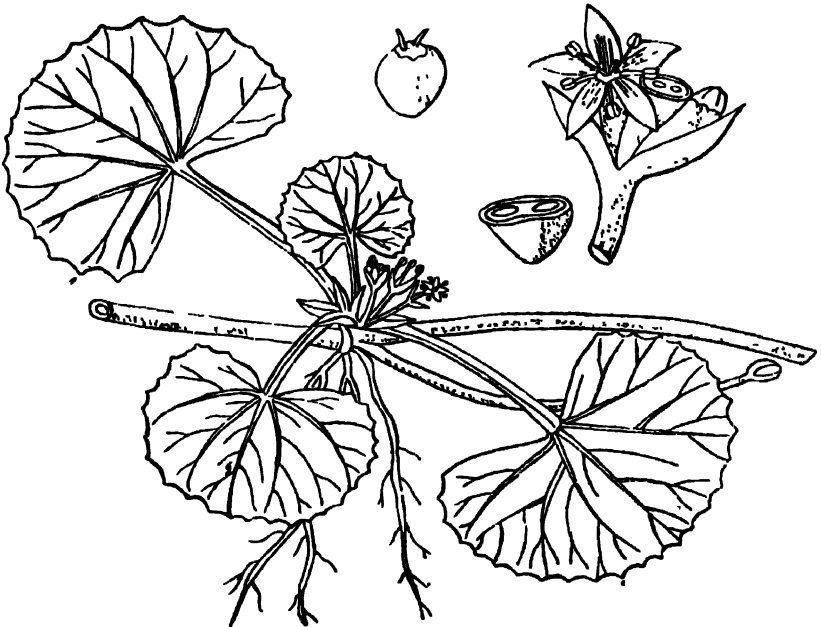
292. Hydrocotyle asiatica Linn. (থুলকুড়ি)
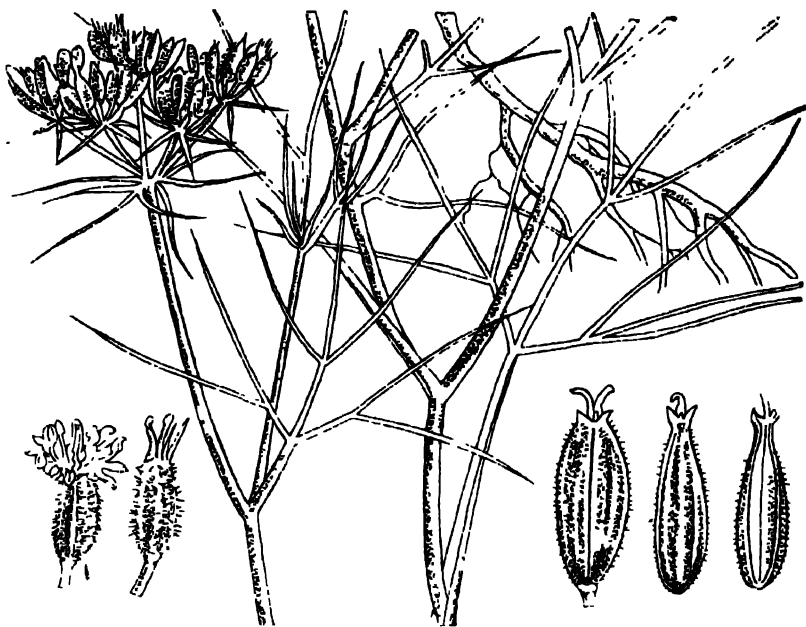
293. Cuminum cyminum Linn. (জিরা)

294. Carum copticum Benth. (জোয়ান)

295. Carum Roxburghianum Benth. (রাঁধুনী)

296. Coriandrum sativum Linn. (ধনে)

297. Daucus carota Linn. (গাজর)

298. Ferula foetida Regel. (হিঙ্গু)

299. Foeniculum vulgare Gaertn. (মৌরী)
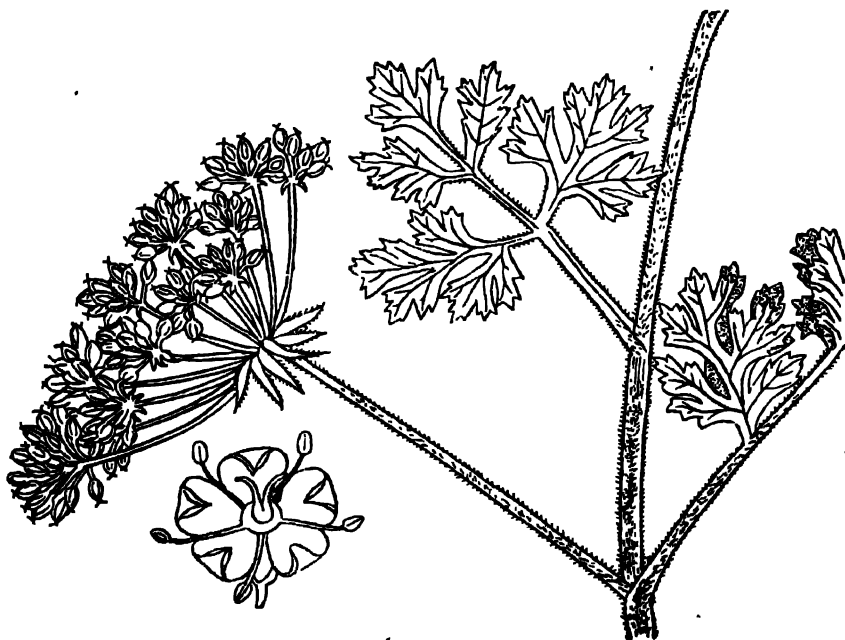
300. Seseli indicum W. & A.. (বনজোয়ান)
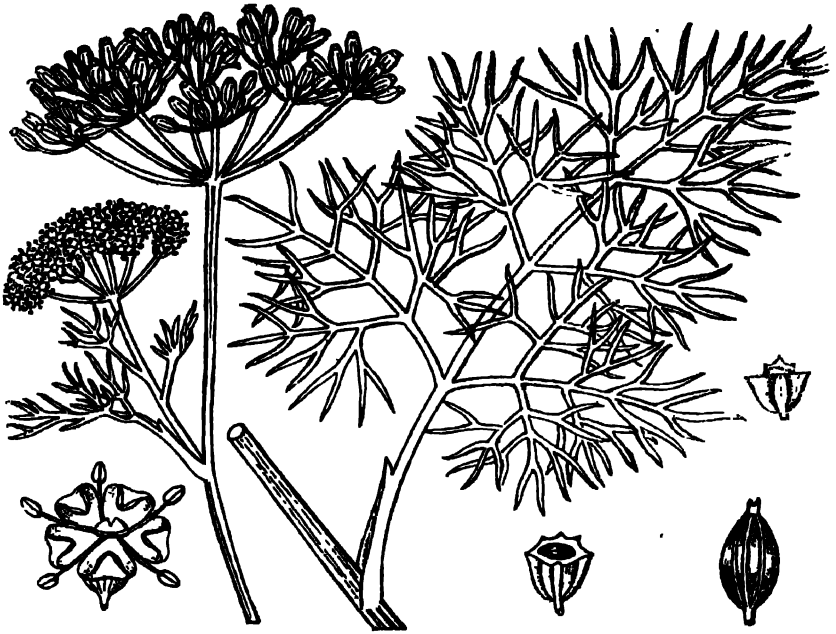
301. Peucedanum Sowa Kurz. (শলুফা)

302. Alangium Lamarckii Thw. (বাঘ.আঁকড়া, আঁকোড়)
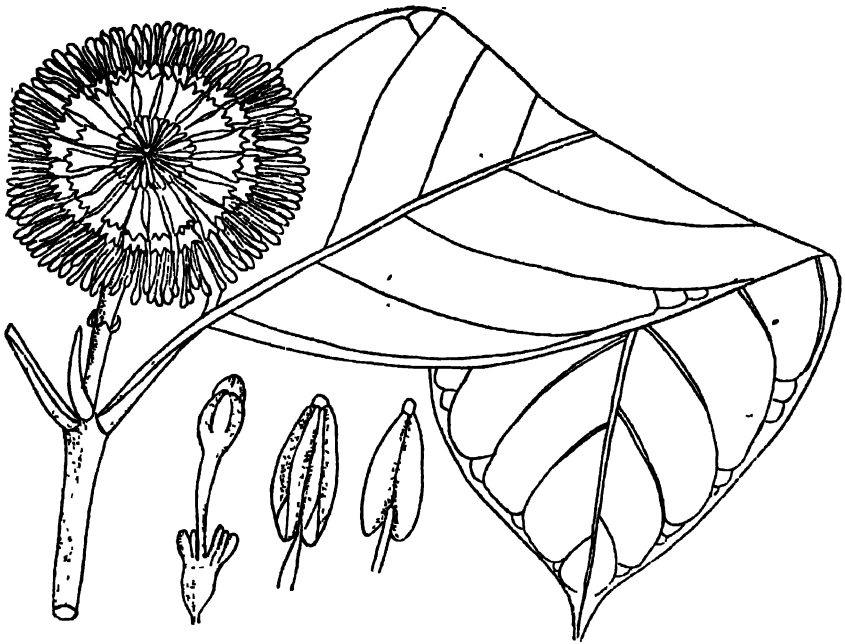
303. Anthocephalus Cadamba Miq (কদম্ব)

304. Cinchona officinalis Linn. (কুইনাইন)
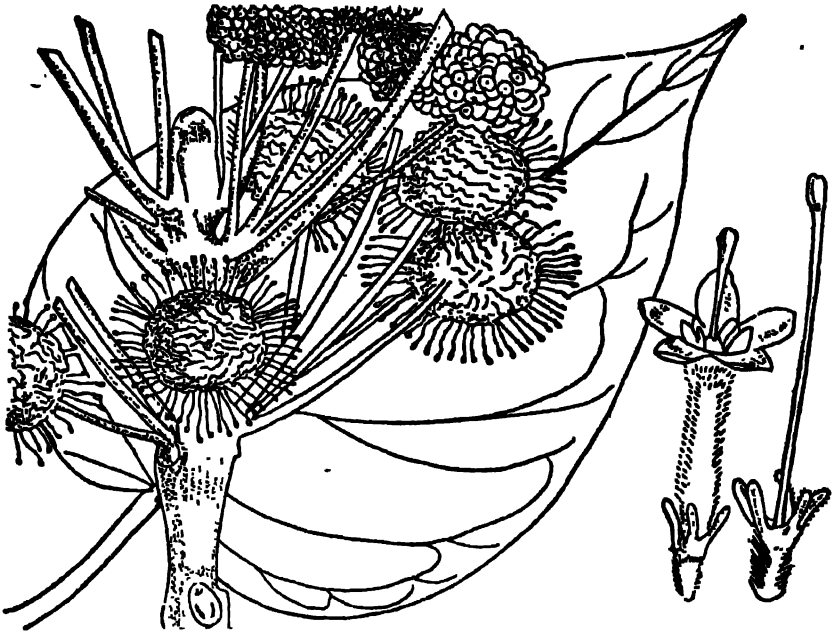
305. Adina cordifolia Hook. (ধুলিকদম্ব, কেলিকদম্ব)
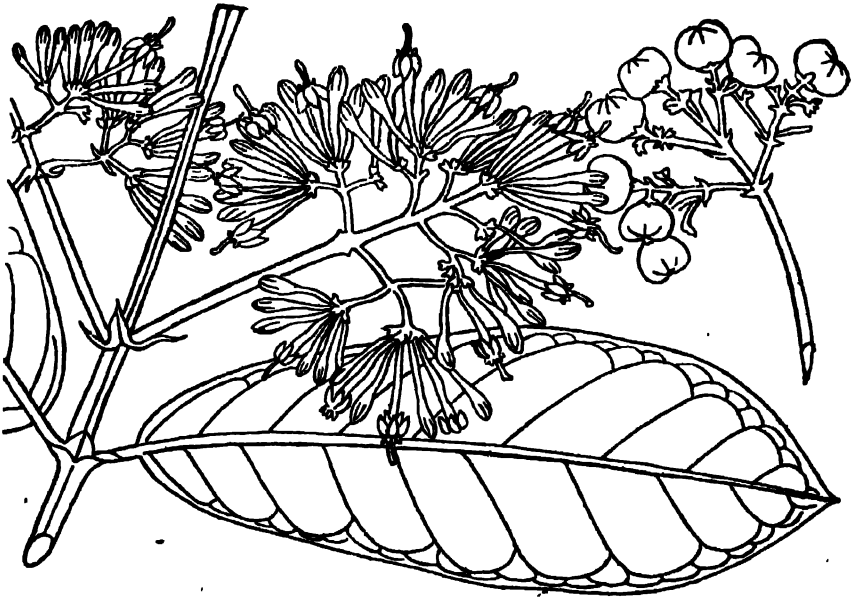
306. Ixora parviflora Vahl. (গান্ধালরঙ্গন)

307. Ixora coccinea Linn. (রঙ্গন)

308. Oldenlandia corymbosa Linn. (ক্ষেতপাপড়া)

309. Psychotria ipecacuanha Stokes. (ইপিকাক্)

310. Ophiorrhiza Mungos Linn. (গন্ধ-নকুলি)

311. Mussaenda frondosa Linn. (নাগবল্লী)

312. Paederia foetida Linn. (গন্ধভাদুলিয়া)

313. Pavetta indica Linn. (কুকুরচূড়া)
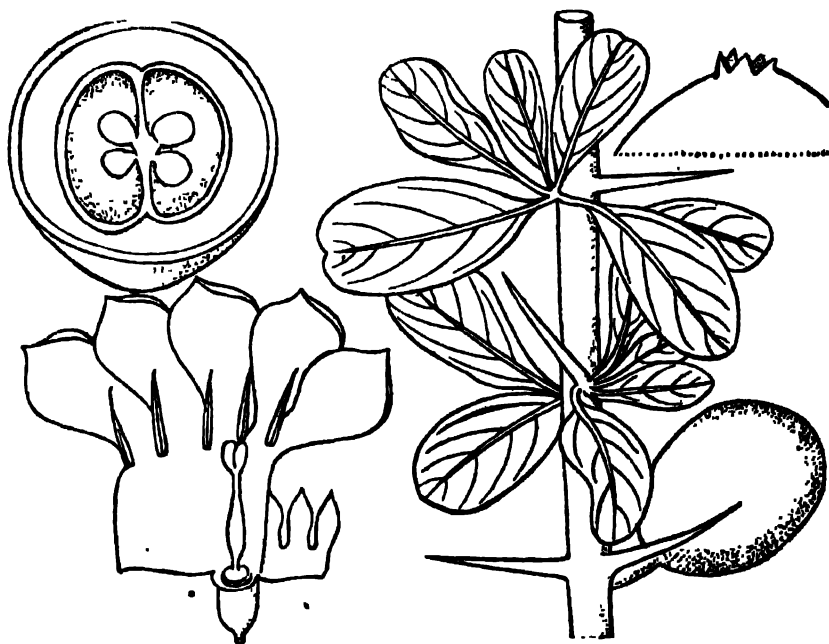
314. Randia dumetorum Lamk. (মদনফল)

315. Randia uliginosa Dc. (পিরআলু)

316. Rubia cordifolia Linn. (মজিষ্ঠা)

317. Vangueria spinosa Roxb. (ময়না)
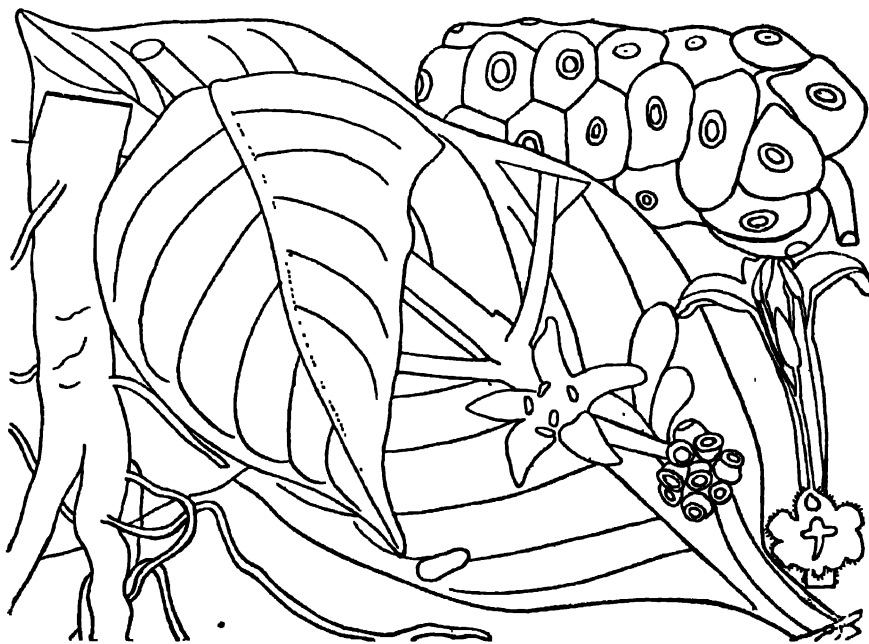
318. Morinda citrifolia Linn. (আচ)

319. Hymenodictyon excelsum Wall. (কুকুর কট)
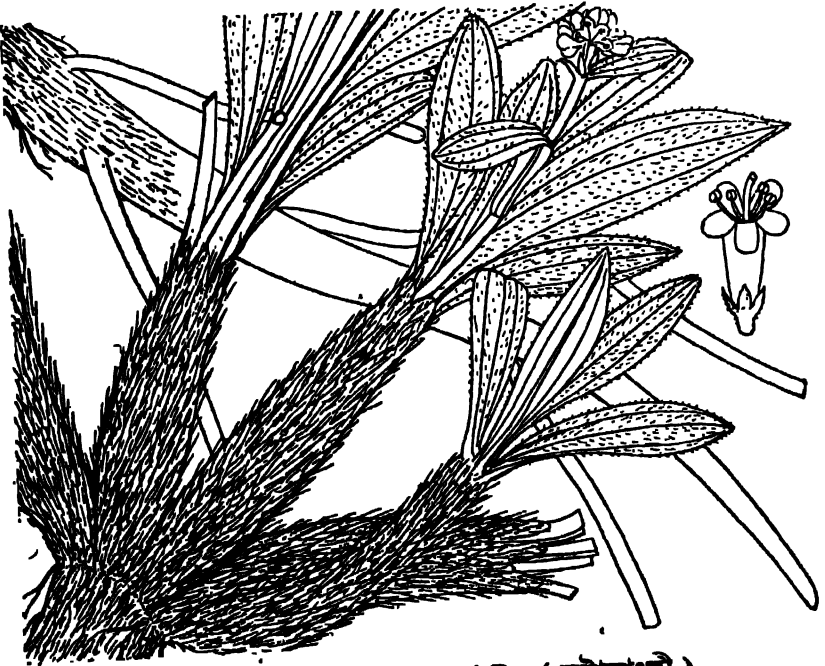
320. Nardostachys Jatamansi Dc. (জটামাংসী)

321. Valeriana Hardwickii Wall. (টগর)

322. Valeriana officinalis Linn. (কালবালা)

323. Vernonia cineria Less. (ছোট কুকসিমা)

324. Vernonia anthelmintica Willd. (সোমরাজ)

325. Elephantopus scaber Linn. (গোজিহ্বা, শ্যামদলন)

326. Grangea maderaspatana Poir. (নামুতি)

327. Eupatorium Ayapana Vent. (আয়াপান)

328. Blumea lacera DC. (কুকশিম)

329. Anacyclus Pyrethrum DC. (আকরকরা)

330. Artemisia vulgaris Linn. (নাগদমনী)

331. Carthamus tinctorius Linn. (কুসুমফুল)
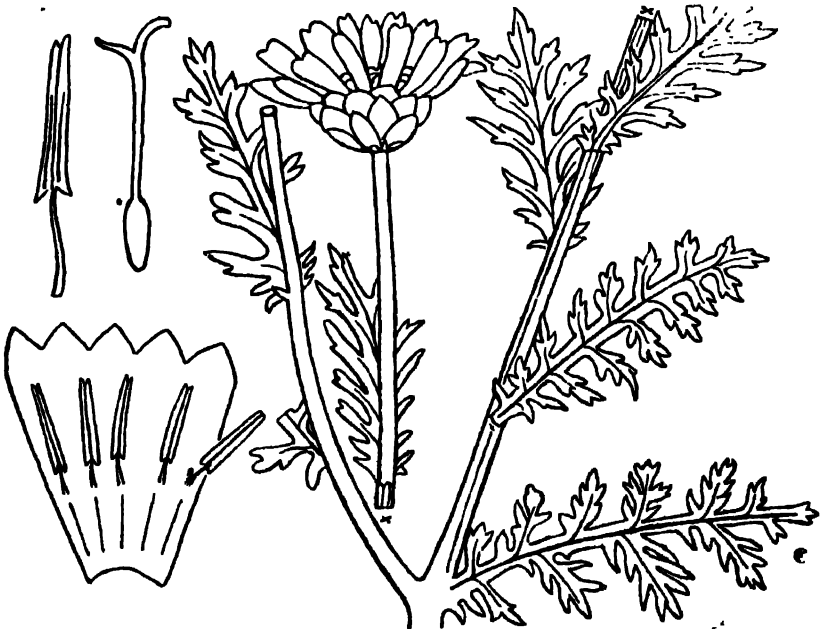
332. Chrysanthemum coronarium Linn. (গুলচিনি)

333. Eclipta alba Hassk. (কেসুরিয়া)

334. Enhydra fluctuans Lour. (হিংচা).

335. Guizotia abyssinica Cass. (রামতিল)

336. Saussurea lappa Clarke. (কুড়)

337. Xanthium strumarium Linn. (বনওকড়া)

338. Wedelia calendulacea Less. (ভীমরাজ)

339. Sphaeranthus indicus Linn. (মুড়মুড়িয়া)

340. Tagetes erecta Linn. (গেঁদাফুল)

341. Centipeda orbicularis Lour. (মেচেতা)
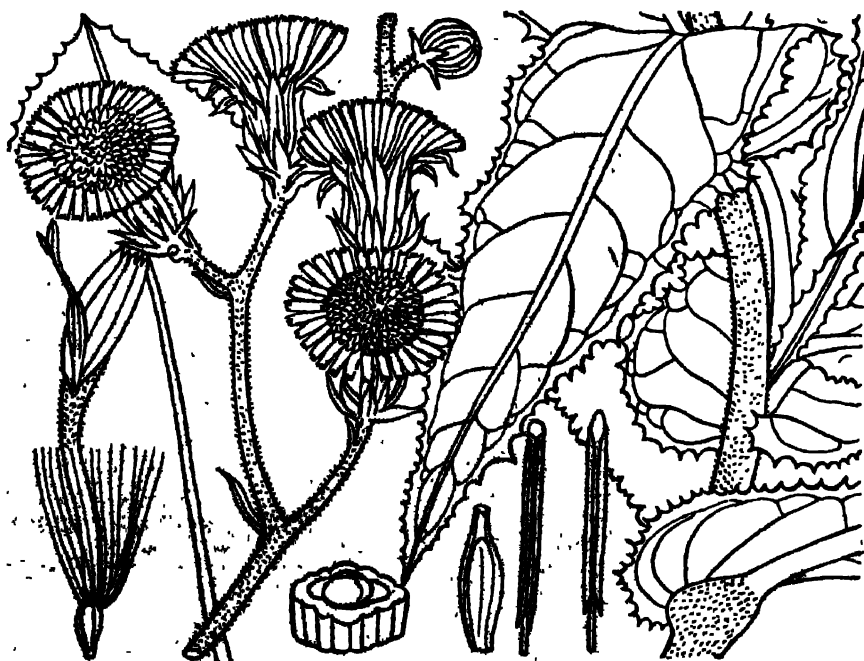
342. Sonchus arvensis Linn. (বন পালং)

343. Plumbago zeylanica Linn. (চিতা)

344. Plumbago rosea Linn. (রক্তচিতা)

345. Embelia Ribes Burm. (বিড়ঙ্গ)
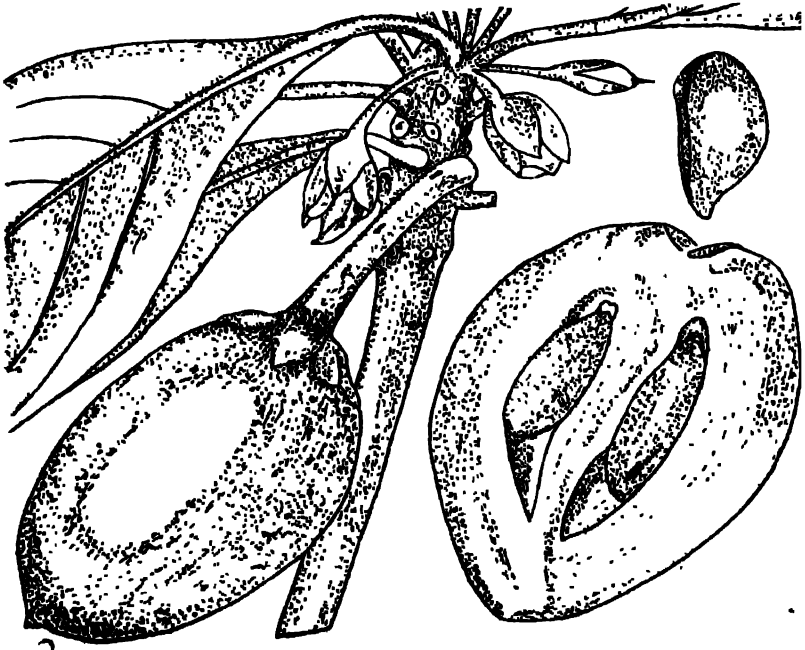
346. Achras Sapota Linn. (সপোটা)

347. Bassia latifolia Roxb. (মহুয়া)
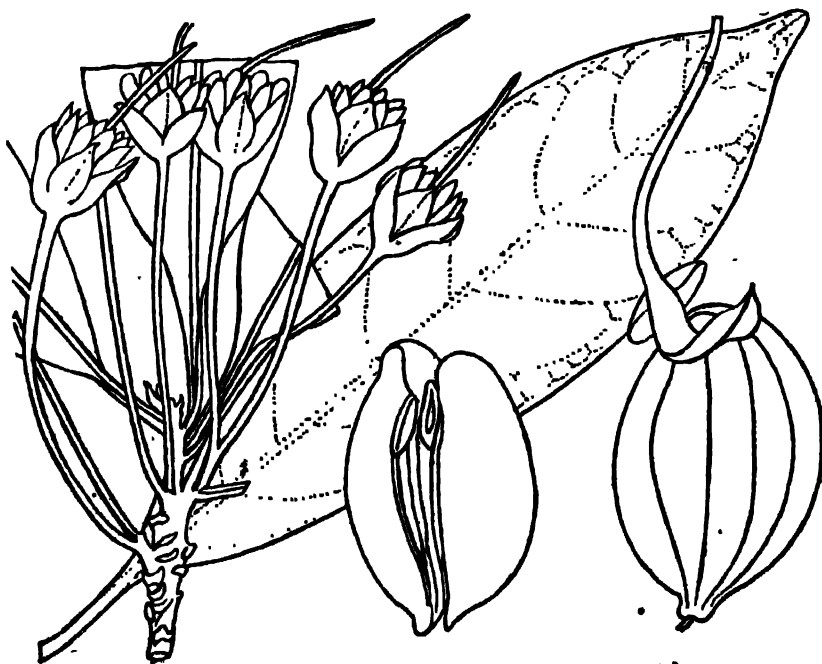
348. Bassia longifolia Linn. (জলমহুয়া)

349. Mimusops Elengi Linn. (বকুল)
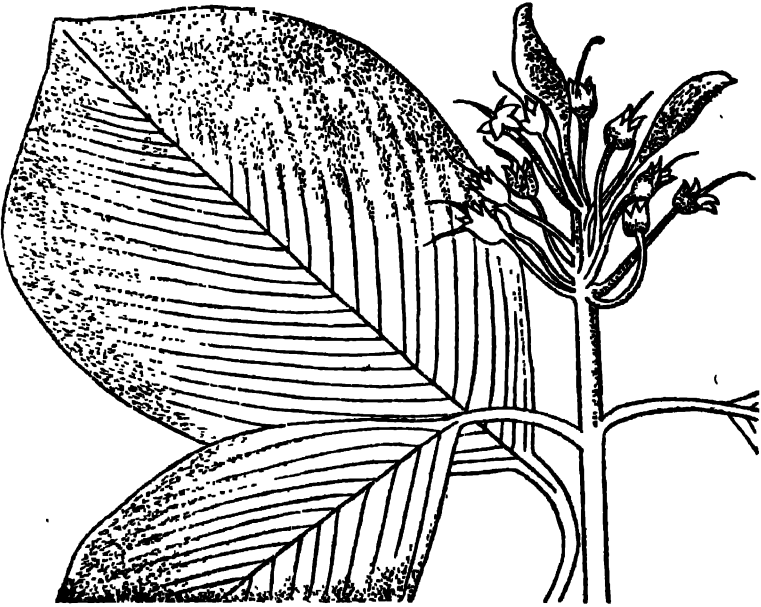
350. Mimusops Kauki Linn. (খিরনী)

351. Mimusops hexandra Roxb. (ক্ষীরখেজুর)
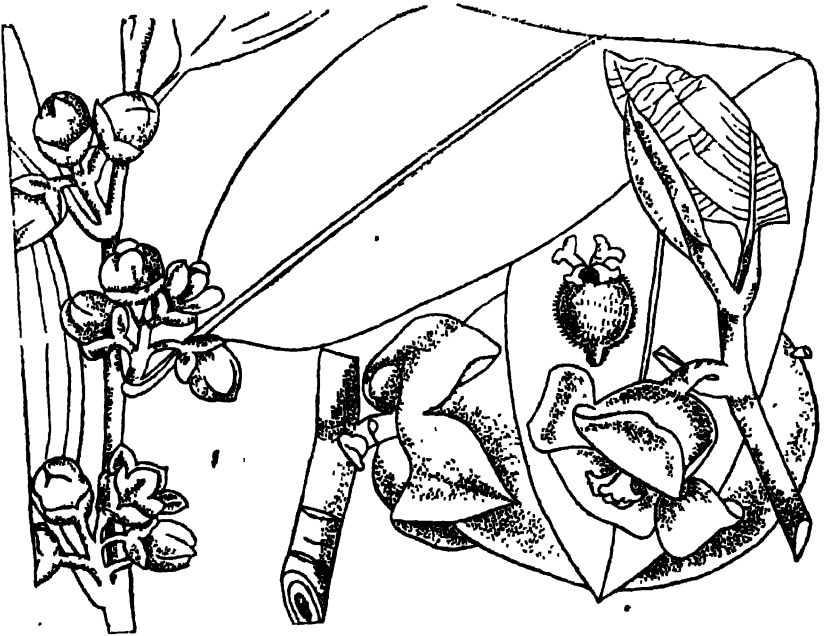
352. Diospyros Embryopteris Pers. (গাব)

353. Symplocos racemosa Roxb. (লোধ)
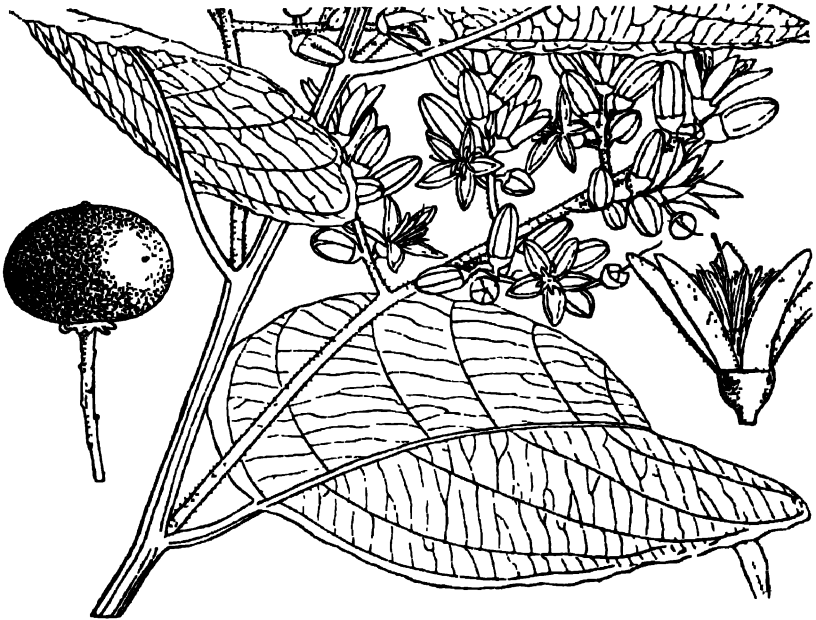
354. Styrax Benzoin Dryand. (লবান)
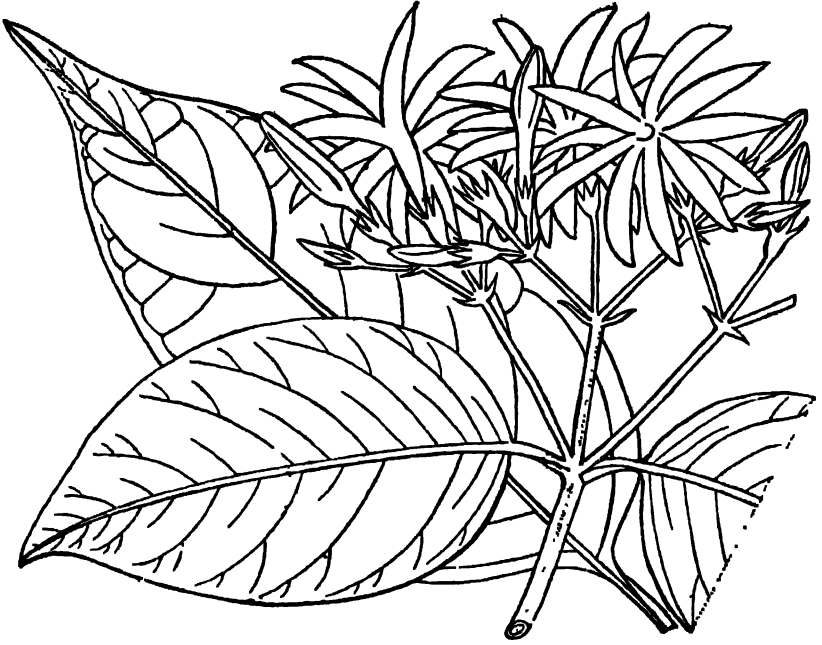
355. • Jasminum arborescens Roxb. (বড়কুঁদ)

356. Jasminum grandiflorum Linn. (জাতি)

357. Jasminum Sambac Ait. (বেল)

358. Jasminum pubescens Willd. (কুন্দ)

359. Jasminum humile Linn. (স্বর্ণযূঁই)

360. Nyctanthes Arbor-tristis Linn. (শেফালিকা)

361. Schrebera swietenioides Roxb. (ঘণ্টাপারুল)

362. Azima tetracantha Lamk. (ত্রিকাঁটাগাঁতি)
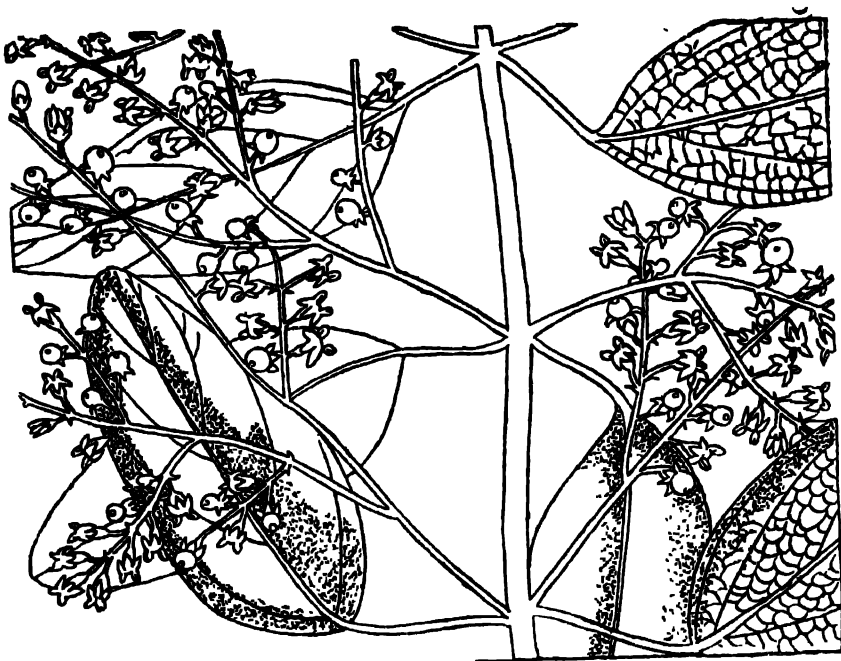
363. Salvadora persica Linn. (পিলু)

364. Carissa Carandas Linn. (করমচা)

365. Aganosma caryophyllata G. Don. (গন্ধমালতী)
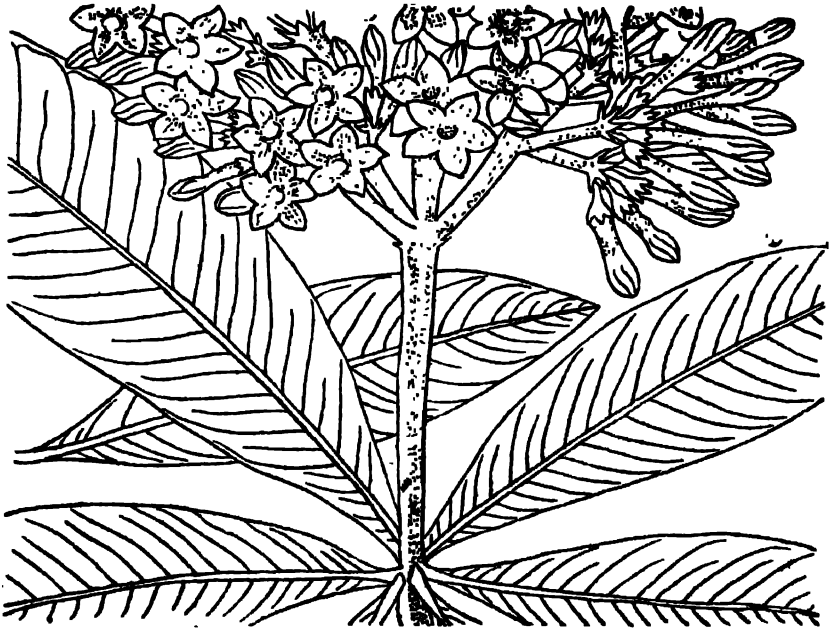
366. Alstonia scholaris R. Br. (ছাতিম)

367. Ichnocarpus frutescens R. Br. (শ্যামালতা)

368. Holarrhena antidysenterica Wall. (কুরচি)

369. Rauwolfia serpentina Benth. (চন্দ্রা)

370. Nerium odorum Soland. (করবী)

371. Wrightia tomentosa R. & S. (দুধকরবী)

372. Wrightia tinotoria Br. (ইন্দ্রযব)

373. Thevetia neriifolia Juss. (কল্‌কেফুল)

374. Vallaris Heynei Spreng. (হাপরমালী)

375. Plumeria acutifolia Poir. (গরুড়চাঁপা)

376. Tabernæmontana coronaria R. Br. (টগর)

377. Dregea volubilis Benth. (নাকচিকনী)

378. Calotropis gigantea R. Br. (আকন্দ)
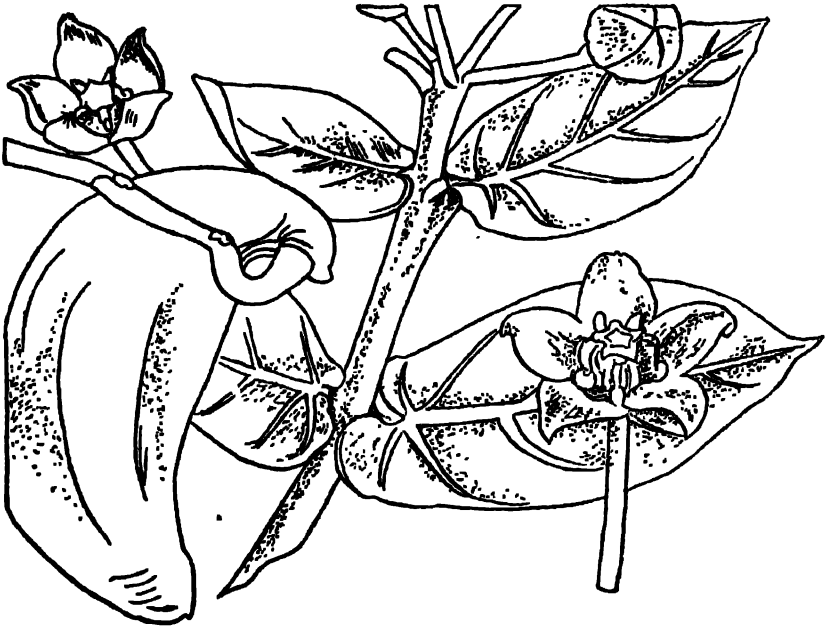
379. Calotropis procera R. Br. (ছোট আকন্দ)

380. Daemia extensa R. Br. (ছাগল বেটে)

381. Oxystelma esculentum R. Br. (দুধলতা)

382. Gymnema sylvestre R. Br. (মেড়াশিঙে)
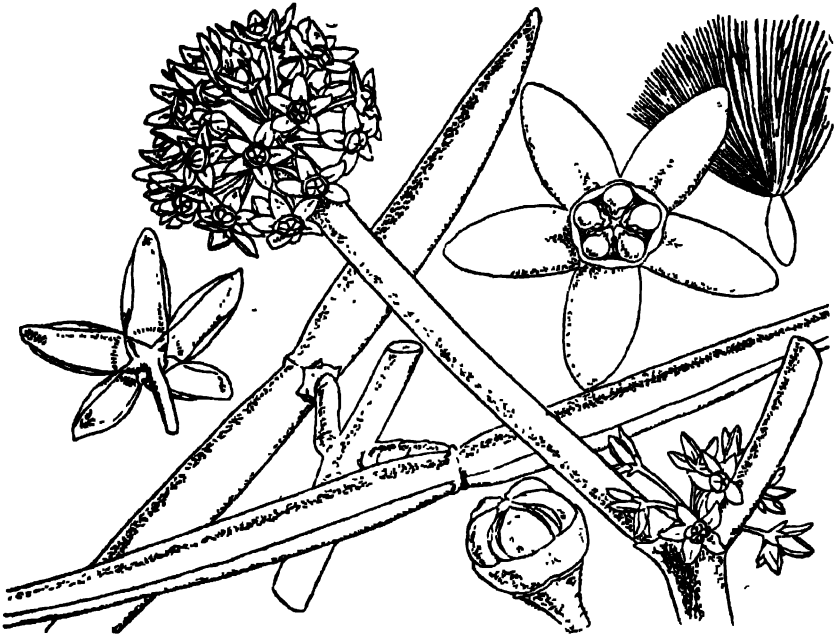
383. Sarcostemma brevistigma Wight. (সোমলতা)
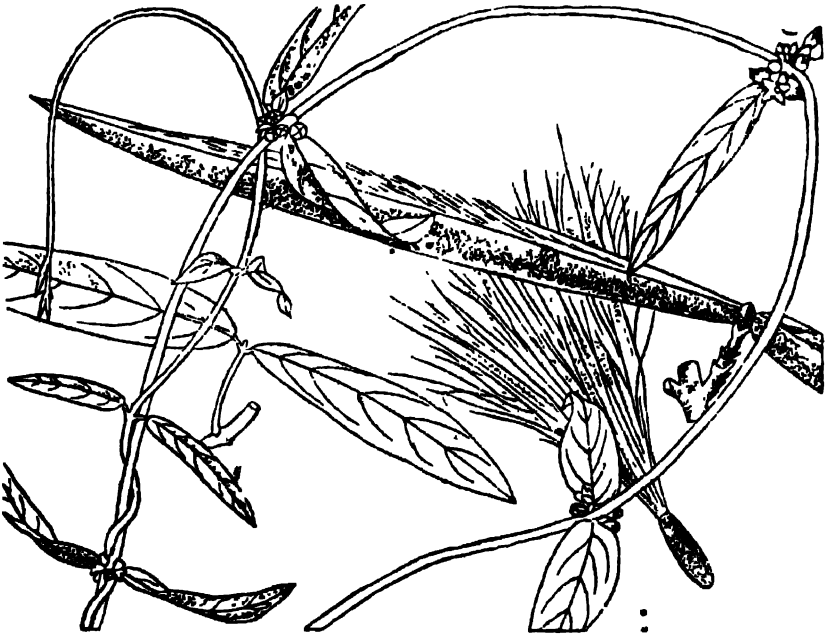
384. Hemidesmus indicus R. Br. (অনন্তমূল)

385. Asclepias curassavica Linn. (কাকতুণ্ডী)

386. Tylophora asthmatica W. & A. (অন্তমূল)
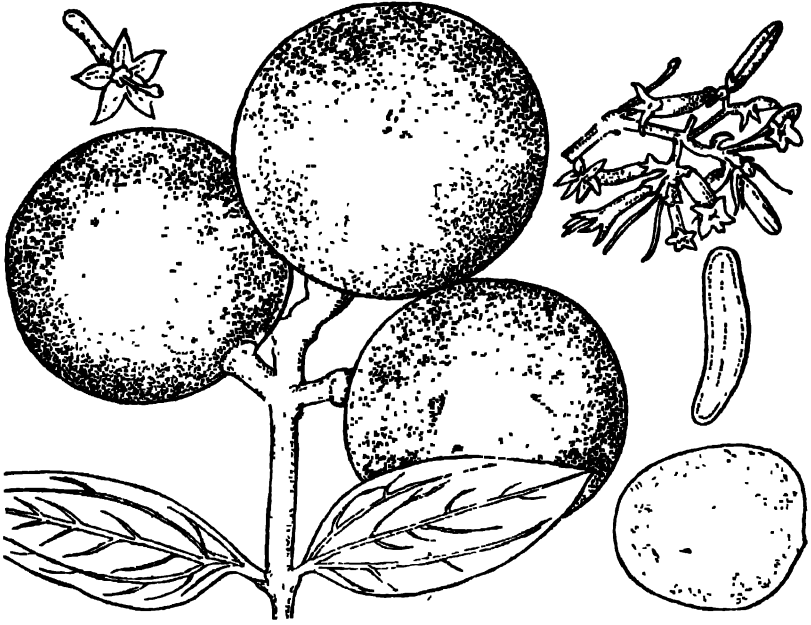
387. Strychnos Nox-vomica Linn. (কুচিলা)
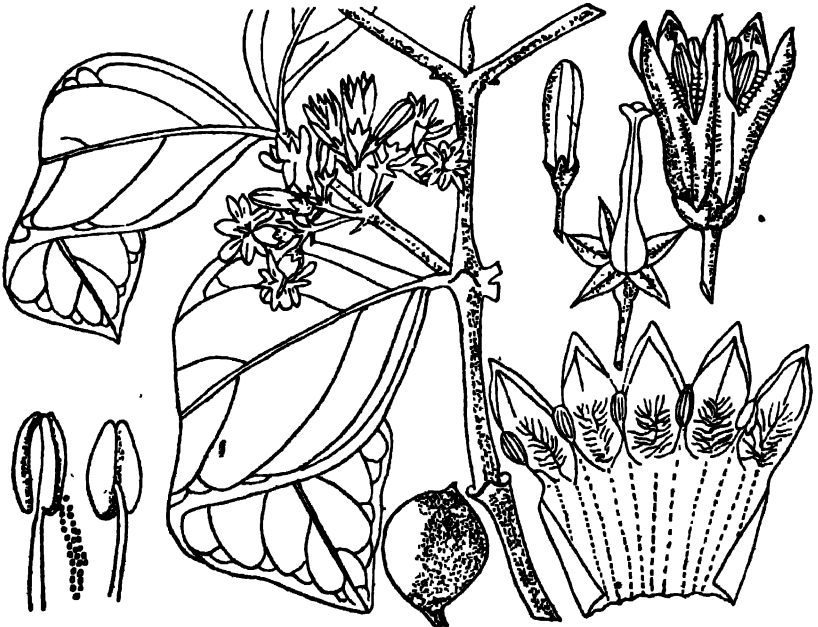
388. Strychnos potatorum Linn. f. (নির্ম্মলী)
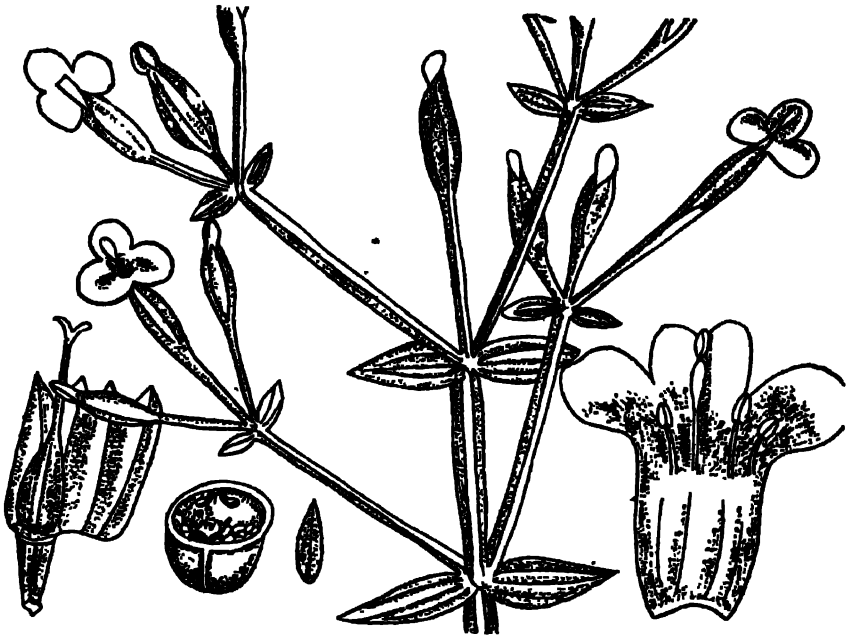
389. Canscora decussata Roem. (ডানকুনি)

390. Swertia Chirata Ham. (চিরেতা)
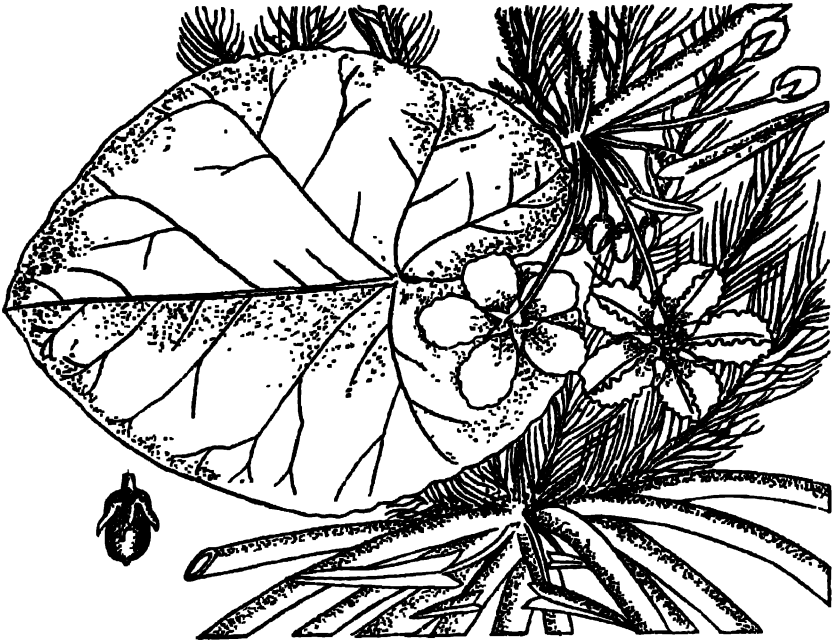
391. Limnanthemum cristatum Griseb. (চাঁদমালা)

392. Hydrolea zeylanica Vahl. (ঈষলাঙ্গুলা)

393. Cordia myxa Linn. (বহুনারী)
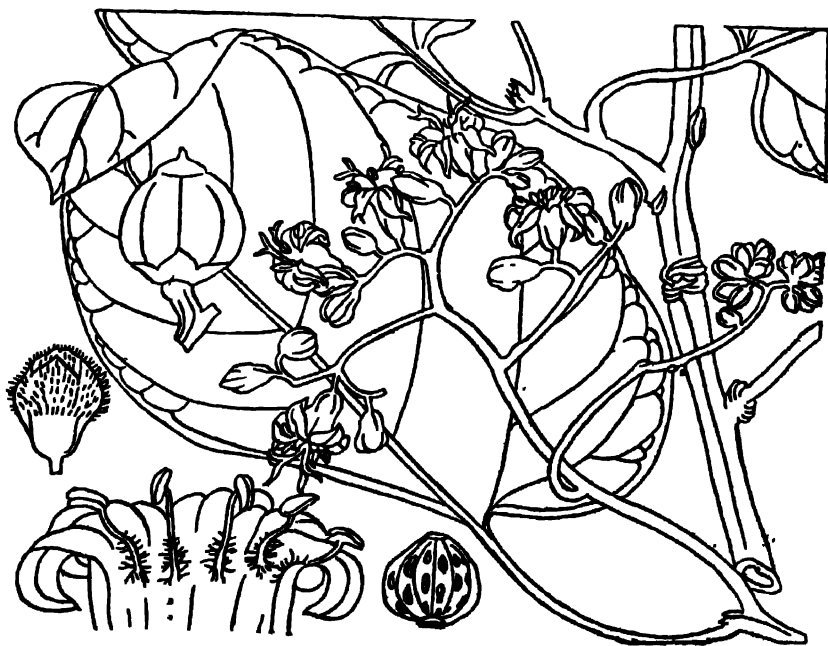
394. Cordia obliqua Willd. (ছোট বহুনারী)

395. Heliotropium indicum Linn. (হাতিশুঁড়া)

396. Trichodesma indicum R. Br. (ছোট কল্প)

397. Trichodesma zeylanicum Br. (বড় কল্প)
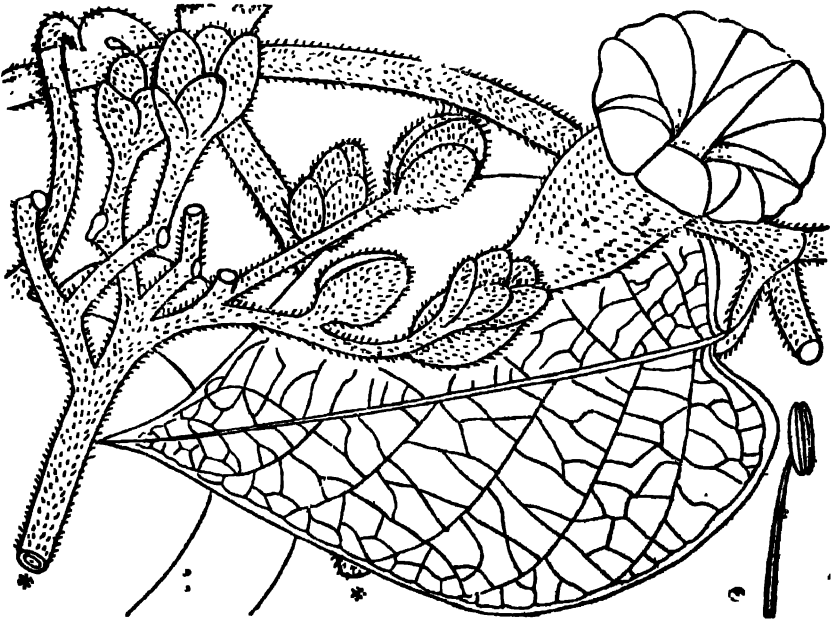
398. Argyreia speciosa Sw. (বীজতাড়ক)
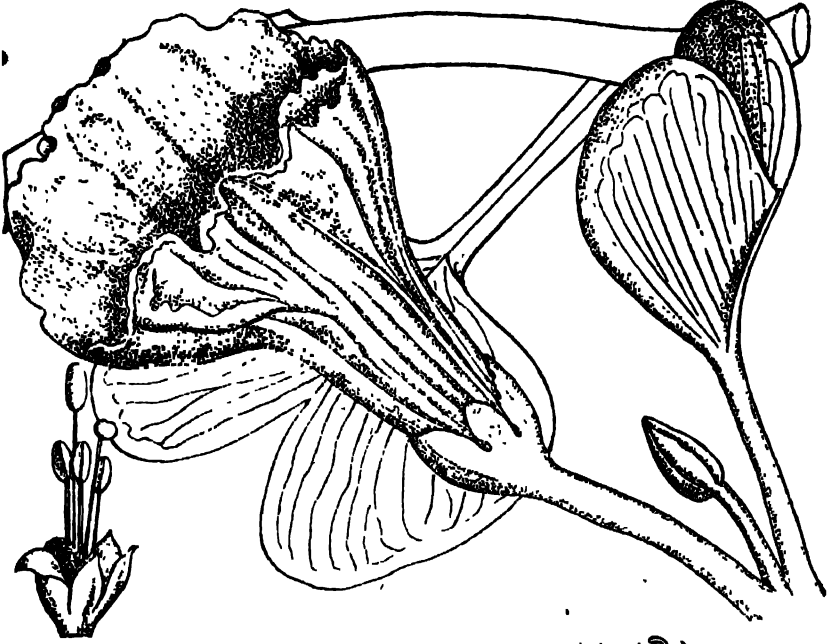
399. Ipomoea Pes-caprae Sw. (ছাগলখুরী)

400. Ipomoea Batatus Lamk. (শকরকন্দ আলু)

401. Ipomoea paniculata R. Br. (ভুঁইকুমড়া)

402. Ipomoea Nil Roth. (নীলকলমী)
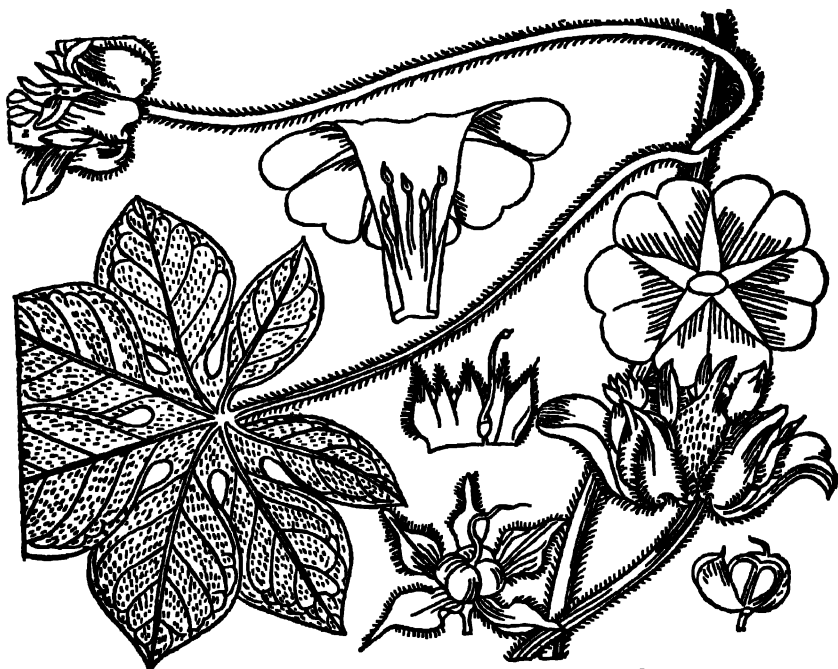
403. Ipomoea Pes-tigridis Linn. (লাজলীলতা)
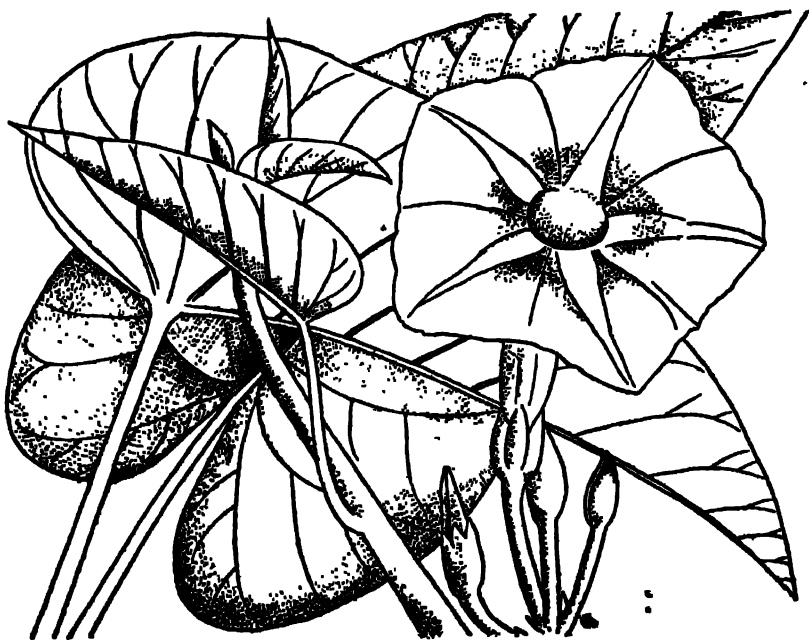
404. Ipomoea reptans Poir. (কলমীশাক)

405. Operculina Turpethum Manso. (দুধ কলমী)
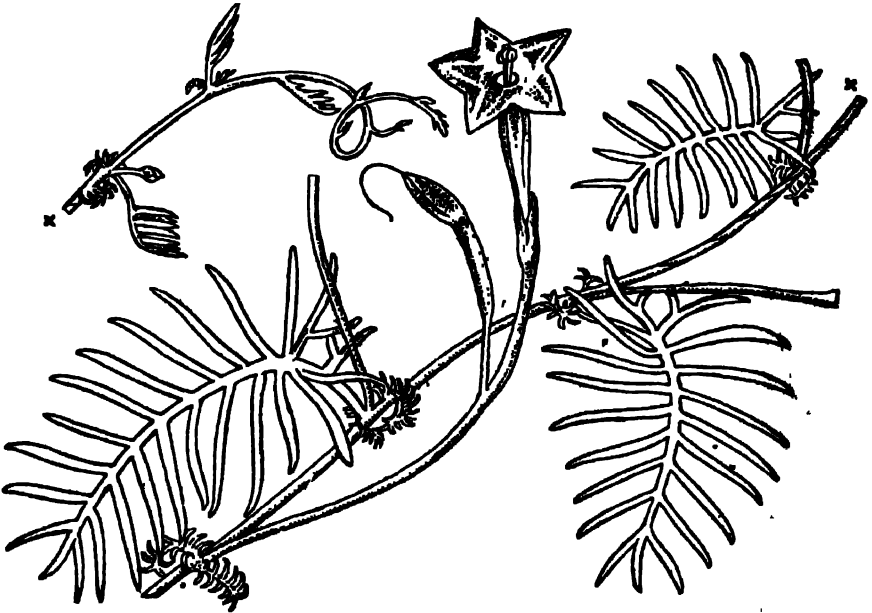
406. Quamoclit pinnata Boj. (তরুলতা)

407. Calonyction Bona-nox Boj. (দুধকলমী)

408. Evolvulus alsinoides Linn. (বিষ্ণুগন্ধি)
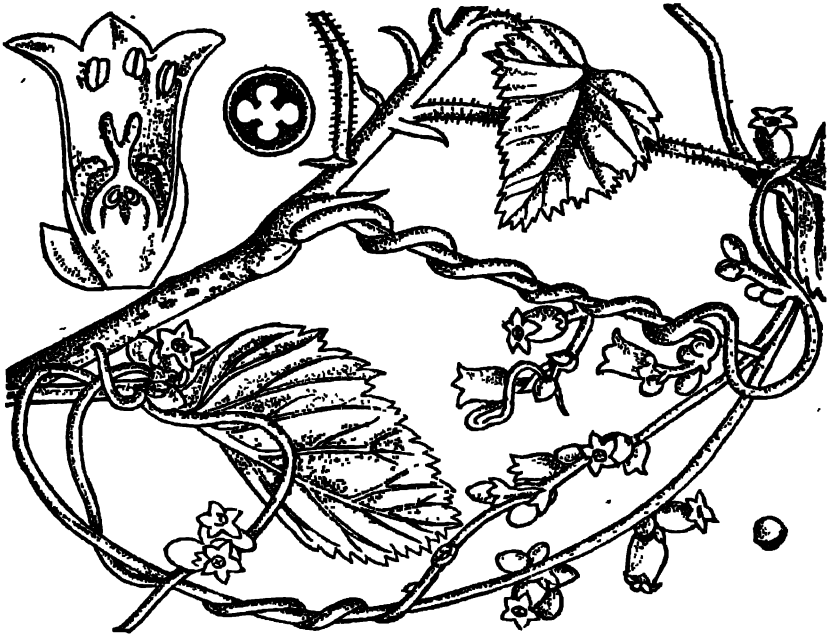
409. Cuscuta reflexa Roxb. (আলোকলতা)
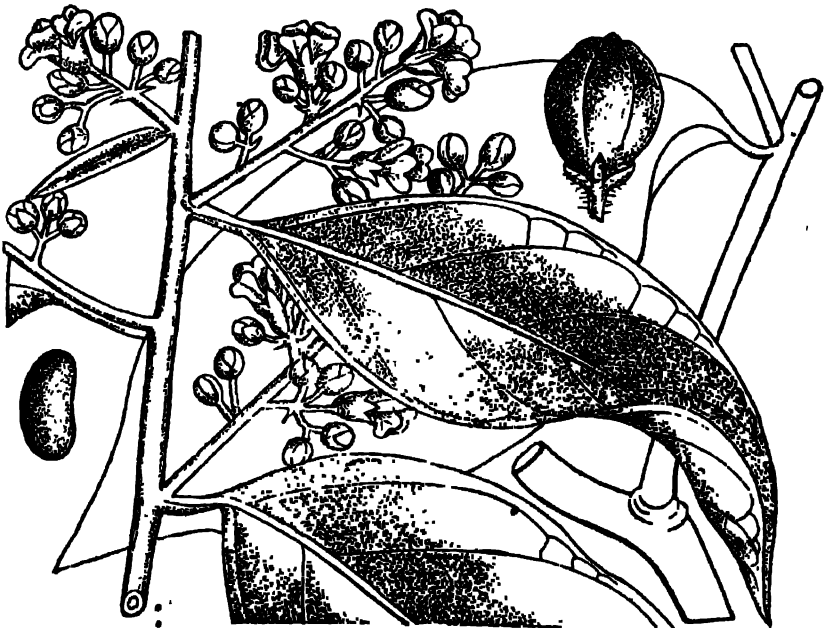
410. Erycibe paniculata Roxb. (অমোঘা).

411. Solanum nigrum Linn. (গুড়কামাই)

412. Solanum ferox Linn. (রামবেগুন)

413. Solanum Melongena Linn. (বেগুন)

414. Solanum xanthocarpum Schr. & Wendl. (কণ্টকারী)

415. Solanum indicum Linn. (বৃহতী)

416. Solanum torvum Swartz. (গোঠবেগুন)

417. Solanum trilobatum Linn. (নাভিআজুরী)

418. Capsicum frutescens Linn. (ধানিলঙ্কা)
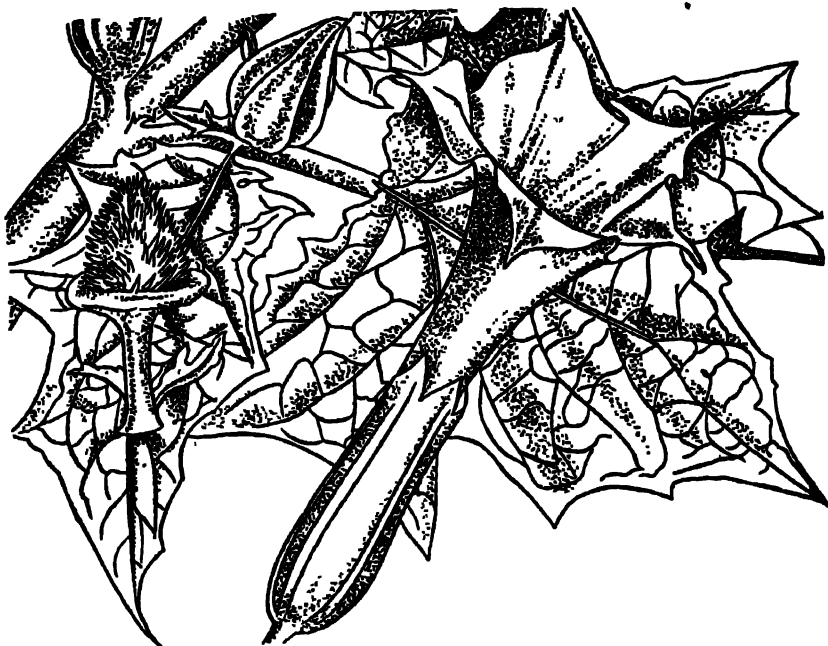
419. Datura fastuosa Linn. var. alba Linn. (ধুতুরা)

420. Datura fastuosa Linn. (কালধুতুরা)

421. Hyoscyamus niger Linn. (খোরাসানী যোয়ান)

422. Hyoscyamus muticus Linn. (কোহিবাজ)

423. Hyoscyamus reticulatus Linn. (খোরাসানী জোয়ান)

424. Nicotiana Tabacum Linn. (তামাক)
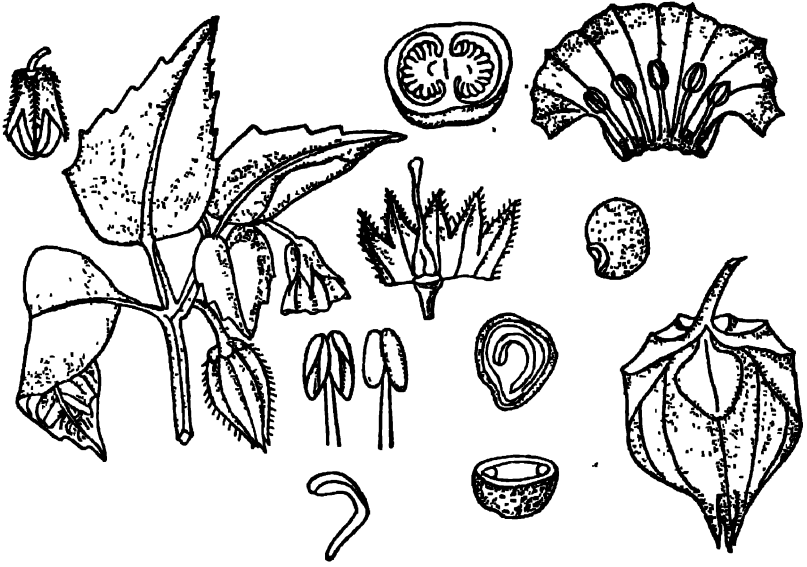
425. Physalis minima Linn. (বনটেপারি)

426. Withania somnifera Dunal. (অশ্বগন্ধা)

427. Withania coagulans Dunal. (অশ্বগন্ধা)

428. Herpestis Monniera. H. B. & K. (বিরমী)
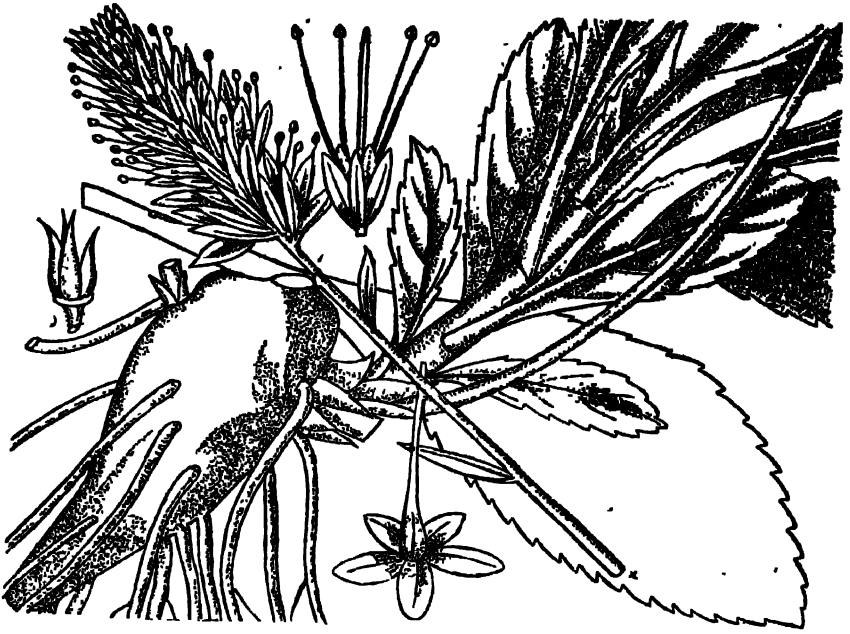
429. Picrorhiza Kurrooa Royle. (কটকী)

430. Celsia coromandeliana Vahl. (ছোট কুকসিম)
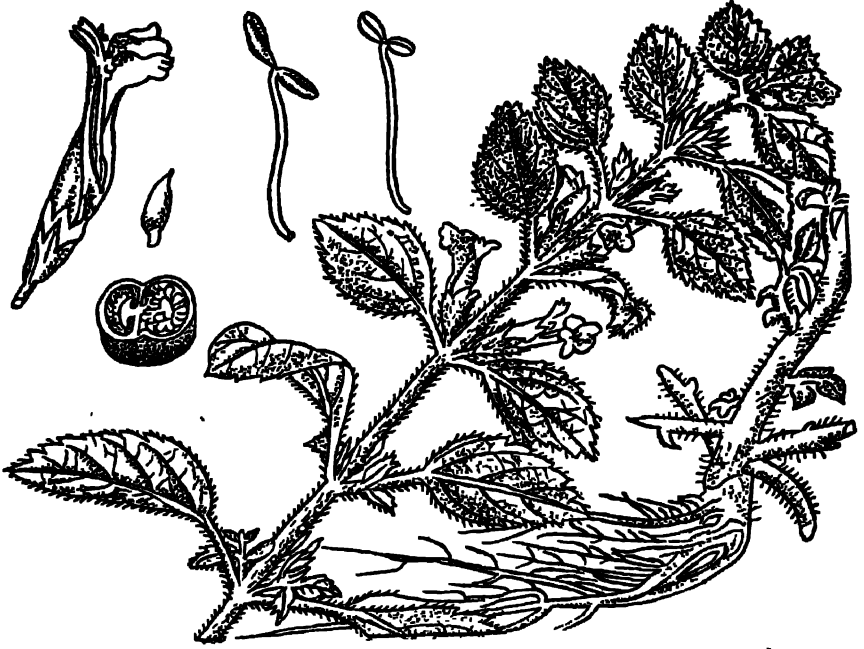
431. Lindenbergia urticaefolia Lehm. (হলদে বসন্ত)

432. Limnophila gratissima Blume. (কর্পূর)

433. Limnophila gratioloides R. Br. (কার্পূর)

434. Vandellia pyxidaria Maxim. (বকপুষ্প)

435. Digitalis purpurea Linn. (ডিজিটেলিস)

436. Oroxylum indicum, Vent. (শোনা)

437. Stereospermum chelonoides DC. (পীতপাটলা)

438. Stereospermum suaveolens DC. (পারুল)

439. Martynia diandra Glox. (বাঘনখা)

440. Pedalium Murex Linn. (বড় গোক্ষুর)

441. Sesamum indicum DC. (তিল)

442. Cardanthera uliginosa Buch-Ham. (কাল্লা)
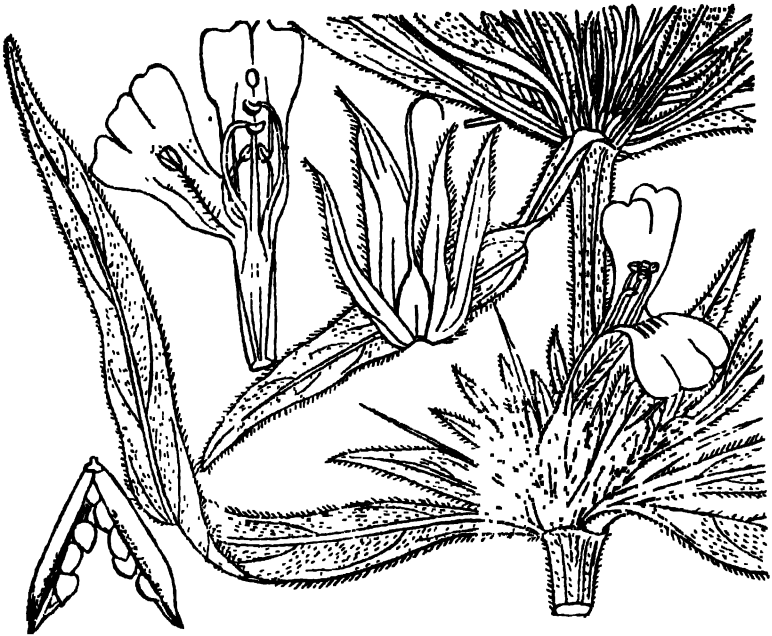
443. Hygrophila spinosa Anders. (কুলেখাড়া)

444. Hygrophila salicifolia Nees. (কাকমাজা)
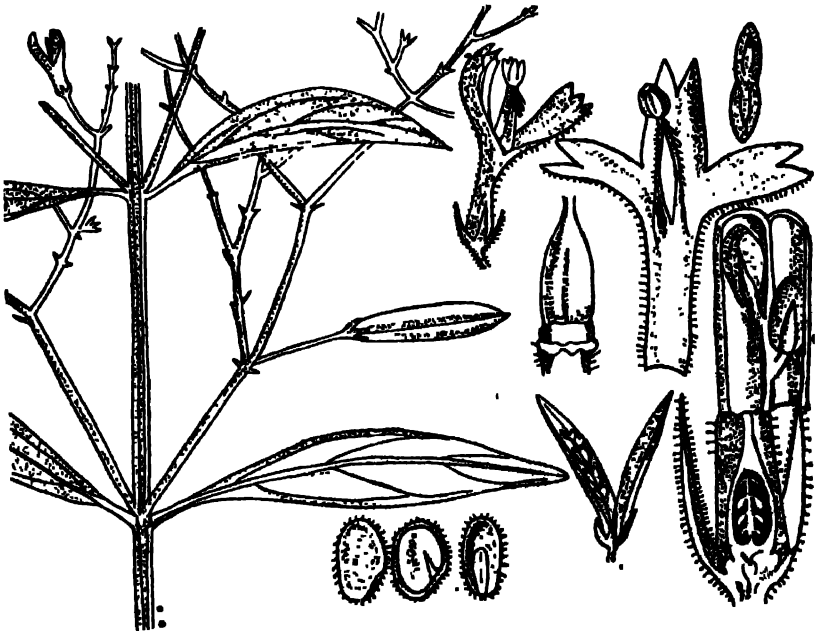
445. Adhatoda Vasica Nees. (বাসক)

446. Andrographis paniculata Nees. (কালমেঘ)

447. Acanthus ilicifolius Linn. (হরকুচকাঁটা)

448. Barleria prionitis Linn. (কাঁটাঝাঁটি)

449. Barleria cristata Linn. (শ্বেতঝাঁটি)

450. Barleria strigosa Willd. (নীলঝাঁটি)

451. Justicia Gendarusa Linn. f. (জগৎমদন)

452. Justicia diffusa Willd. (পিতপাপড়া)